অমৃত-গ্রন্থাবলী

অমৃত-গ্রন্থাবলী

(প্রথম ভাগ)

অমৃতলাল বসু প্রণীত

১৩৫৮

বসুমতী - সাহিত্য - মন্দির

১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

৮

হরিশ্চন্দ্র

অমৃতলাল বসু প্রণীত

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ।

ধর্ম্মরাজ।			
বিঘ্নরাজ।			
রাজর্ষি বিশ্বামিত্র।			
হরিশ্চন্দ্র	...	...	অযোধ্যাপতি।
রোহিতাশ্ব	...	...	হরিশ্চন্দ্রের পুত্র।
বিদূষক।			
জলধর সিংহ, শম্ভুসিংহ	...	...	সেনানায়কদ্বয়।
কামন্দক	...	...	বিশ্বামিত্রের শিষ্য।
বটুক পাঁড়ে, ফেকু ইত্যাদি	...	...	বারাণসীর ব্রাহ্মণগণ।
বাণভদ্র	...	...	বনচররাজ।
শিবনারায়ণ	...	...	বারাণসীর জনৈক গৃহস্থ ব্রাহ্মণ।
জটাধারী	...	...	শিবনারায়ণের ভাগিনেয়।
পরাহু, ঝামন	...	...	চণ্ডালদ্বয়।

প্রহরিগণ, বনচরগণ, সারথি, সৈন্যগণ, মন্ত্রী, অমাত্যদ্বয়,
নাগরিক, বৈতালিক ও চণ্ডালগণ।

স্ত্রী।

শৈব্যা	...	...	রাজমহিষী।
মাধুরী	...	...	বিদূষকের স্ত্রী।
কদম্বা	...	...	শিবনারায়ণের স্ত্রী।

ত্রিবিদ্যা, সখীগণ, মুনিকন্যাগণ, নাগরিকপত্নী ও চণ্ডালিনীগণ।

'হরিশ্চন্দ্র'

অমৃতলাল বসু

প্রথম প্রকাশ :- ভাদ্র ১৩০৬ বঙ্গাব্দ ;
(পুস্তকাকারে) - 1899 খ্রি.

অমৃতলালের গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত 'হরিশ্চন্দ্র' নাটকটির রচয়িতা অমৃতলাল নন, এমন মত প্রচলিত আছে। স্টার থিয়েটারে 'হরিশ্চন্দ্র' নাটকের অভিনয় কালে (ভাদ্র ১৩০৫ বঙ্গাব্দ) নাট্যকারের নাম কাগজে বিজ্ঞাপিত হত না। এই সময়ে 'জন্মভূমি' পত্রিকার 'বাঙ্গালা ভাষার লেখক' বিভাগে- গোপাললাল বসু কবিভূষণ পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে 'হরিশ্চন্দ্র' নাটক তাঁরই রচনা বলে দাবী করেন। এই বিবৃতি থেকেই 'হরিশ্চন্দ্র' নাটকের রচয়িতা অমৃতলাল নন এই মতের জন্ম হয়। কিন্তু জন্মভূমির এই বিবৃতি ও সর্বত্র প্রকাশিত হওয়ার একবছর পরে (ভাদ্র ১৩০৬ বঙ্গাব্দ) 'হরিশ্চন্দ্র' প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় এবং আখ্যাপত্রে নাট্যকারের নাম পাওয়া যায় না। অমৃতলালের নাম দেখা যায় প্রকাশকরূপে। বসুমতী সংস্করণে (১৩১১ বঙ্গাব্দ) 'শ্রীঅমৃতলাল বসু কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত' - এই লেখাটি দেখা যায়।

'হরিশ্চন্দ্রের' দ্বিতীয় সংস্করণ (১৩১১ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত হবার আগেই এই নাটকের প্রণেতা হিসেবে অমৃতলাল পরিচিত হয়েছিলেন। ১৩১০ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় 'ভারতী'তে 'বাঙ্গালা ভাষার নাটক' প্রবন্ধে লেখা হয়েছিল — 'বিশ্বামিত্রের [illegible] অতি উজ্জ্বল করিয়া আঁকিয়াছেন হরিশ্চন্দ্রের চরিত্রে তিনি (অমৃতলাল)'। 'হরিশ্চন্দ্র' সে যুগের জনপ্রিয় নাটক। অমৃতলালের মৃত্যুর পরেও এর সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম অভিনয়ের সময় নাট্যকারের নাম বিজ্ঞাপিত না হলেও পরবর্তীকালে নাটকের সাথে অমৃতলাল বসুর নাম প্রকাশিত হত।

16.6.1900 খ্রিস্টাব্দের 'The Indian Daily News' - পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে লেখা — 'Mr. Amrita Lal Bose's 'Harish-Chandra', a favourite drama with the Play-goers.' অর্থাৎ অমৃতলাল নিজেও হরিশ্চন্দ্র নাটকটিকে তাঁর নাট্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

'অমৃত-গ্রন্থাবলী' / বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশনায় — ১৩২৭ বঙ্গাব্দ থেকে ধারাবাহিকভাবে বেরোনো হল।

হরিশ্চন্দ্র

প্রথম অঙ্ক

তপোবন।

বিশ্বামিত্র।

বিশ্বা। এত স্পর্দ্ধা দেবতাদের! এত অহঙ্কার—এত দর্প কিসের! চণ্ডাল যজ্ঞ করেছে, তা তোমাদের কি! আমি যে স্থলে উপস্থিত, আমি যেখানে হোতা, সেখানে তোমাদের যেতে অপমান! আমি কে, তা জান না? ক্ষত্রিয়-বংশে জন্মগ্রহণ ক'রে তপঃপ্রভাবে স্বয়ং ব্রাহ্মণ হয়েছি, তপঃপ্রভাবে ত্রিশঙ্কুকে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করেছি, তপঃপ্রভাবে বশিষ্ঠের শত পুত্রকে ধ্বংস করেছি। থাক সব, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর—সব বুঝ্‌বো! তপস্যায় কি না হয়; ব্রহ্মা শুধু সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু পালন করেন, শিব লয় করেন; আমি এবার মহা তপস্যায় ত্রিবিদ্যা-সাধন কর্‌বো, একা সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কর্‌বো। ধর্ম্ম কোথায়, ধর্ম্মের মর্য্যাদা কোথায়! ধার্ম্মিকের অগ্রগণ্য সেই চণ্ডাল আমার মত হোতাকে দিয়ে যজ্ঞ কর্‌তে গেল, আর ধর্ম্মের এমনই প্রভাব যে, তার যজ্ঞ পূর্ণ হ'ল না। ধর্ম্ম নাই! ধর্ম্ম নাই! ধর্ম্ম মিথ্যা কথা!

(ধর্ম্মের প্রবেশ)

ধর্ম্ম। কে বলে ধর্ম্ম নাই?

বিশ্বা। আমি—আমি—আমায় চেন না?

ধর্ম্ম। বেশ চিনি, সেই জন্য এসেছি, আত্মমুখে আত্মগুণ-কীর্ত্তন কর্‌লে আমার প্রাণে আঘাত লাগে, তাই তোমাকে সাবধান কর্‌তে এসেছি। ধর্ম্মের প্রভাব তুমি আজও জান্‌তে পারনি। ধর্ম্মের প্রভাব না থাক্‌লে কি তুমি ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ ক'রে ব্রাহ্মণ হ'তে পার, না—বশিষ্ঠের শত পুত্রকে নষ্ট কর্‌তে পার?

বিশ্বা। না চণ্ডালের যজ্ঞ পণ্ড কর্‌তে পার! না ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গের অর্দ্ধপথে স্থাপিত কর্‌তে পার!—বল বল।

ধর্ম্ম। দেখ, ধর্ম্ম আছেন ব'লেই চণ্ডালের যজ্ঞ হয় নাই, ত্রিশঙ্কুও স্বর্গে যায় নাই।

বিশ্বা। ভাল, পুরুষের প্রধান ধর্ম্ম দান এবং স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম্ম সতীত্ব;—এ কথা তো স্বীকার কর? তোমার এমনই মহিমা যে, যে বলি রাজা সর্ব্বস্ব দান কর্‌লে, তাকে দিলে পাতালে পাঠায়ে, আর ঋচিকমুনি কবে এক মুঠো ছাতু দান করেছিলেন ব'লে তাঁর অক্ষয় স্বর্গবাসের ব্যবস্থা কর্‌লে।

ধর্ম্ম। কৌশিক! ক্রোধ সংযত কর, তপস্বীর ক্রোধ ভাল নয়; ক্রোধে তুমি হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হচ্ছ। একটু বুঝে দেখ না।

বিশ্বা। থাক্—আর বুঝতে চাই না।

ধর্ম্ম। আচ্ছা, অচিরেই তোমায় বুঝিয়ে দিব, আমার অস্তিত্ব তোমার দ্বারাই পরীক্ষিত হবে। স্থির জেন, যত দিন সূর্য্যদেব পূর্ব্ব-আকাশে প্রকাশ হবেন, যত দিন সুমেরু পর্ব্বতে দেবতার বাস থাকবে, জগৎ-প্রাণ সমীরণ যত দিন ধরাধামে সঞ্চারিত হবে, তত দিন আমার অস্তিত্ব লোপ হবে না। জগতে আমার অস্তিত্ব, আমার প্রভাব, তুমি অচিরেই মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝতে পারবে।

[প্রস্থান।

বিশ্বা। থাক, আর বোঝবার আবশ্যক নাই। ত্রিবিদ্যা-সাধনের একমাত্র বিঘ্ন—মনুষ্য। যেন মনুষ্য এসে বিঘ্ন না উৎপাদন করে। আমার আশ্রম তো অতি নির্জ্জন স্থান, এই স্থানেই কার্য্য আরম্ভ করা যাক; বিলম্বে কি প্রয়োজন, কালই কার্য্য আরম্ভ কর্‌বো। কামন্দক!—

(কামন্দকের প্রবেশ)

কাম। ও বাবা, এ কি মূর্ত্তি! এ যে ভয়ানক চটিতং! দেখি, আবার কি নূতন লীলা!

বিশ্বা। কামন্দক! আমি কাল থেকে কোন বিশেষ তপস্যায় নিবিষ্ট থাকবো, সাবধান, কোন মনুষ্য যেন আমার আশ্রমের নিকটে আস্‌তে না

পারে। তুমিও আমার সঙ্গে ক'দিন বাক্যালাপ করো না। যাও, সমিধ-কুশাদি সংগ্রহ ক'রে নিয়ে এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

(বিঘ্নরাজের প্রবেশ)

বিঘ্ন। বিঘ্ন-বিনাশনকে সকলেই চেনেন, সকলেই পূজা দেন; কিন্তু বিঘ্নরাজ ব'লে উপাসনা কর্‌তে বড় কাকেও দেখা যায় না। দেব, যক্ষ, রক্ষ, নর—সকলেই পদে পদে বিঘ্নের দায়ে পড়েন, অথচ অনেকেই আমাকে চেনেন না। মানব! দেখ দেখি, বিঘ্নরাজ জাগ্রত কি না; তুমি আহার করতে বসেছ, তোমার গৃহিণী আদরে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন শুদ্ধ অন্ন সাজিয়ে তোমার সম্মুখে দিয়ে ব্যজন কচ্ছেন; তুমি গ্রাসটি মুখে তুলবে, আর আমি সেই মল্লিকা-ফুলের ন্যায় অন্নের ভিতর একটি মৃত মক্ষিকা হয়ে আছি—বস্! বিঘ্ন হ'ল, আহার হ'লো না। তুমি কন্যার বিবাহ দিবে, পাত্র স্থির, অলঙ্কারাদি স্থির করেছ, আত্মীয়-স্বজনকে নিমন্ত্রণ দিয়েছ, পাত্রীর গাত্রেও শুভ হরিদ্রা-স্পর্শ হয়েছে, এমন সময়ে আমি বরকর্ত্তার প্রাণের ভিতর গিয়ে একবার উঁকি-ঝুঁকি মেরে এলুম, তিনি একটা বিপরীত দাবী ক'রে বসলেন,—তুমি অক্ষম—চমৎকার বিঘ্ন হলো! এখন তোমার মান, সম্ভ্রম, জাতি সব যায়! তুমি সংসার সাজিয়ে নিয়ে বসেছ—মনের মতন সহধর্ম্মিণী, প্রফুল্ল-কমল পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-পরিজনে গৃহ পরিপূর্ণ, কোন সুখের অভাব নাই, প্রেয়সীকে প্রাণের পাঁজরা ভাবছো,—আমি একটু জরবিকার সেজে চুপ ক'রে গিয়ে পাঁজরাখানি খসিয়ে নিলুম—বস্! একবারে গৃহশূন্য—নাও, সংসার কর, অর্থ আছে, কামড়ে খাও। যুবতি! তোমার রূপ ধরে না, যৌবন ধরে না, সোহাগ ধরে না, হীরামতিতে প্রভাতের প্রজাপতি সেজে আপন মনে খেলা ক'রে বেড়াচ্ছ—পতি প্রেম-দাস, প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসে, দেবীর অধিক মান্য করে—বস্! আমার আর সহ্য হ'ল না, এক দিন ধীরে ধীরে গিয়ে তোমার হাতের লোহাটুকু ভেঙ্গে দিলুম—বস্! বসন গেল, ভূষণ গেল, যৌবন গেল, রূপ গেল, তখন জীবনটাই একটা বিঘ্ন হয়ে দাঁড়াল। বিধাতার ইচ্ছায় ভাল মন্দ দুই কার্য্যেই আমায় বিঘ্ন করতে হয়, কিন্তু ভালটার দিকেই আমার বেশী টান। আপাততঃ বিশ্বামিত্র কিছু অধিক বাড়াবাড়ি করেছেন, ত্রিবিদ্যা-সাধন ক'রে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের অধিকার লাভের চেষ্টায় আছেন,—দেবগণ সশঙ্কিত, অকূলের কাণ্ডারী আছি আমি বিঘ্নরাজ,—কিন্তু নিজে কিছু করবার যো নাই, মনুষ্যের দ্বারা বিঘ্ন করাতে হবে, নইলে এ সাধন পণ্ড হবে না। এক কাজে দুইটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা যাক। রাজা হরিশ্চন্দ্র সুখের চরম সীমায় উপনীত হয়েছেন, আমার ভিতরটাও কেমন কেমন করছে—শৈব্যার বড় সোহাগ, বড় আদর, বড় অভিমান!—হরিশ্চন্দ্রকে দিয়েই বিশ্বামিত্রের যজ্ঞে বিঘ্ন করা যাক। (সহাস্যে) প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞে বিঘ্ন করলেম, ইন্দ্রজিতের নিকুম্ভিলা যজ্ঞ নষ্ট করলেম, দেবদেব মহাদেবের তপস্যা ভঙ্গ করলেম, আর এ ক্ষত্রিয়-ঋষির যজ্ঞ তপস্যা! বরাহরূপ ধরি, দুর্দ্দান্ত বরাহের সংবাদ পেলে ক্ষত্রিয়ের মৃগয়া-লুব্ধ মন কিছুতেই স্থির থাকবে না। শুভস্য অর্থাৎ বিঘ্নস্য শীঘ্রং শীঘ্রং।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বিদূষকের বাটীর প্রাঙ্গণ।

(বিদূষক ও মাধুরীর প্রবেশ)

মাধুরী। আমি তো আর নেকি নই, কচি খুকীও নই, আমি সব বুঝতে পারি।

বিদূ। এর আর বোঝাবুঝি কি, কুলপতির আদেশে কাল রাজা অন্তঃপুরে যাননি, সমস্ত রাত্রি জেগে ছিলেন, তাই আমি আস্‌তে পারিনি।

মাধুরী। হাঁ গো হাঁ, ও সব আমরা বুঝতে পারি, তা আর এলে কেন? যেখানে ছিলে, সেইখানেই যাও। কুলপতির আদেশে! কুলপতির তো আর খেয়ে দেয়ে কাজ নাই, তাই রাজাকে ব'লে পাঠালেন যে, সমস্ত রাত্রি জেগে পথে ব'সে তারা গুণো।

বিদূ। আমি কি তোমায় মিছে কথা বলছি? তুমি ত জান, আমি সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, পরমাত্মা, সনাতন। বিশ্বাস না হয়, একবার লোক পাঠিয়ে খবর নাও।

মাধুরী। লোক আর পাঠাতে হবে না। আমার মরণ নাই! (রোদন)

বিদূ। আঃ, ক্রমে বাড়তেই চল্লো। আর ভালমানুষিতে হয় না, নিজমূর্ত্তি ধর্‌তে হ'ল।

মাধুরী। মরণ আর কি—বয়স যেন কমছে! তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, এখন দিনের দিন রস বাড়ছে।

বিদু। বাড়ছে ত বাড়ছে—বেশ হচ্ছে। কথা বল্লে কথা বুঝবে না, কেবল ভ্যান্ ভ্যান্ ভ্যান্ :— সমস্ত রাত্রি জেগে বাড়ী এলেম, একটু সুস্থ হব, তা নয়, ভ্যান্ ভ্যান্ আরম্ভ করলে, ভাল আপদ্!

মাধুরী। আমি তো আপদ্ হব গো! যে সম্পদ, তারই কাছে যাও, আবার আপদে কেন এলে?

বিদু। ওগো না, আমায় কি তুমি চেন না? আমি সে রকমের লোক নই, আমার শরীরে কোন নিষ্কলঙ্ক নাই, তা না হ'লে এমন আহার করতে পারি?

মাধুরী। তা না কল্লে আমাকে জ্বালিয়ে মারবার বল পাবে কোথায়?

বিদু। কিছুতেই বিশ্বাস হয় না যে! দেখ, এই উদরের মধ্যেই তো ব্রহ্মণ্যদেব আছেন, সেই পেটে হাত দিয়ে দিব্বি ক'রে বলছি—কাল সমস্ত রাত্রি রাজার কাছে ছিলেম! আমি কি আর কোথাও যাই,—মন, প্রাণ, উদর এক তোমাকেই সমর্পণ ক'রে রেখেছি।

মাধুরী। তবে সে দিন যে সোনাটুকু পেয়েছ, সেটুকু আমাকে দাও।

বিদু। ব্রহ্মাণি! আমার যথাসর্ব্বস্বই তো তোমার।

মাধুরী। তা' তো জানি; তোমার যথার মধ্যে ঐ মধুর বাক্য, আর সর্ব্বস্বের মধ্যে উদরটি; তা ও যথাসর্ব্বস্ব আর কেউ কেড়ে নিতে যাচ্ছে না, ও তোমারই থাক; এখন সেই সোনাটুকু আমাকে দাও।

বিদু। তুমি স্ত্রীলোক, সোনা নিয়ে কি করবে?

মাধুরী। ঘরে বড় মশা হয়েছে, ধোঁয়া দেব! স্ত্রীলোকের সোনার দরকার নাই—যা বল্লে! তোমার কি দরকার? গলায় হাঁসুলী গ'ড়িয়ে পরবে না কি?

বিদু। না, গলায় যা তোমার আঁকসুলি রেছি, তাই ভাল, আর হাঁসুলীর দরকার নাই। মি কি ঠাউরেছ, ঐ সোনাটুকু গহনা গরিয়ে রবে?

মাধুরী। কি রকম বুঝছো?

বিদু। বুঝছি, স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী।

মাধুরী। তোমার মত পুরুষমানুষের বুদ্ধির চেয়ে আমাদের মেয়ে-বুদ্ধি ঢের ভাল। কি মন্দ কথাটা আমি বলেছি, সোনাটুকু গহনা গড়ালে ভাল হয়, না—অমনি রাখ্‌লে ভাল হয়? সোনা থাকলে কি আর দু'দিন থাকবে, তুমি যে উড়নচড়ে।

বিদু। বলি, তোমার কথা তো শুন্‌তে আমি বাধ্য নই। আমি হলেম পুরুষমনুষ্য, বর্ণ-গুরুর গো-ব্রাহ্মণ; মহারাণী অন্নসংক্রান্তির বর্ত্ত ক'রে এ রাজ্যের মধ্যে গো-ব্রাহ্মণ আর পেলেন না, তাই আমায় দিলেন। উপার্জ্জন হ'ল আমার—আর দাও কি না ওঁর গহনা গড়িয়ে; কি মজার কথাটা বল্লে আর কি! আমার উপার্জ্জন আমি তোমায় কেন দেব?

মাধুরী। সোয়ামী উপার্জ্জন করেই তো স্ত্রীকে গহনা গড়িয়ে দিয়ে থাকে, নয় তো মেয়েমানুষে আবার গহনা কোথায় পাবে?

বিদু। ওঃ, সোয়ামী, ঢের ঢের অমন সোয়ামী দেখেছি! কত বুদ্ধি-কৌশলে, কত কষ্ট ক'রে, কত বিদ্যা খরচ ক'রে আমি উপার্জ্জন কল্লুম—আর ওঁকে দাও গহনা গড়িয়ে!

মাধুরী। ভিক্ষেয় আবার কষ্ট কি? কৌশল কি?

বিদু। তুমি মেয়েমানুষ—জানবে কেমন ক'রে! আমার বিদ্যার দৌড়টা কত, তা জান! অযোধ্যা রাজধানীর মধ্যে মহারাণী আমার মত সুপণ্ডিত আর খুঁজে পেলেন না, তাই তো আমায় দান কল্লেন। আমার বিদ্যা তুমি কি বুঝবে?

মাধুরী। আমার বুঝে কাজ নাই, তুমি কালই সোনামুখীর পাতা বেটে খেও, নয় তো বিদ্যের চোটে পেট ফেঁপে মারা যাবে!

বিদু। কি, এত বড় স্পর্দ্ধা—আমি মারা যাব? পাষণ্ডী, কুলকুণ্ডলিনী, প্রবল বলনন্দিনী কুঞ্জর-বাহিনী—

মাধুরী। ওগো, থাম গো থাম, আর গালাগাল দিতে হবে না; আমি ও সব বুঝতে পারি, আমি তোমার মত অতটা নিরেট নই। এখন কি করবে, তা বল?

বিদু। করবো আর কি—সোনাটুকু পুঁতে রাখবো, আর রোজ সকালবেলা একবার ক'রে দেখে জঠরজ্বালা জুড়বো;—যেমন কৃপণেরা করে শুনেছি।

মাধুরী। কেন, আমার গায়ে গহনা দিয়ে দেখ না—তাতে তো তোমার চোখ পুড়ে যাবে না।

বিদূ। কিন্তু পেট তো ভরবে না। এখন থাম, মনটা ভাল নাই; ক'দিন থেকে গাটা কেমন ছম্ ছম্ কচ্চে।

মাধুরী। ঢং দেখ। পেঁচোয় পেয়েছে না কি?

বিদূ। না, পেঁচোয় পায় নি—পেয়েছে বাতে, তা তো তোমার অজানা নেই। মহারাজ ক'দিন থেকে অন্যমনস্ক, মহারাণীরও মন ভার ভার, কে জানে কি রকমটা, কিছু বুঝতে পাচ্ছি না।

মাধুরী। তোমরা পুরুষমানুষ—তোমরা বুঝতে পারবে না; আমরা বেশ বুঝতে পারি, রাজা-রাণীতে ঝগড়া হয়েছে।

বিদূ। এ প্রায় তুমি আমি যে, দিনরাত্তির রাবণের চুলো জলেই আছে। ভাল কথাতেও ঝগড়া—মন্দ কথাতেও ঝগড়া। তা নয়, তা নয়, রাজা-রাণীর তা নয়, যেন চকা-চকী, এক জীউ, এক প্রাণ, এক পেট।

মাধুরী। ঝগড়া কি আমি করি?

বিদূ। তা আমিই কি কলহ-কোকিলা?

মাধুরী। না, তা কেন, শুধু আমার সঙ্গে!—দেশ শুদ্ধ লোকের সঙ্গেই ঝগড়া। লোক দেখলেই ঝগড়া করবার জন্য তোমার নাড়ীগুলো খামচে খামচে উঠে। বলেন, আমি স্পষ্ট কথা কই।

বিদূ। দেখ, স্বামিনিন্দা গুরুনিন্দা মহাপাপ।

মাধুরী। আর স্ত্রীনিন্দা মহাপুণ্য! একশ অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল!

বিদূ। এ যে বড় জ্বালাতন করলে গা।

মাধুরী। তোমার জ্বালা তুমি আপনিই কচ্ছো, রামি "তন"টুকু বৈ তো নয়।

বিদূ। দেখ, বারংবার আমায় রাগিও না, ভাল বে না। পুরুষস্য রাগং পুকুরস্য বাধং।

মাধুরী। আর ভালয় কাজ নাই, একখানা ভাল াপড় পরতে পাই না, একখানা ভাল গহনা গায়ে তে পাই না। আবার এর চেয়ে ভাল কি?

বিদূ। আবার রোদনং, না খালি ফোঁপায়ন্তি নং। চোখ দিয়ে তো এক ফোঁটা জল বেরুচ্ছে, একটা লঙ্কা নিয়ে এসে চোখে দাও, খানিকটা া বেরুক।

মাধুরী। আমার বাপ মা আমায় যে মানুষের তে দিয়েছেন, তাতে দিন-রাত্রেই চোখ দিয়ে জল ছে, আর লঙ্কা দিতে হবে না।

বিদূ। ওঃ, তাই বটে, আমার খিদে কমে চ্ছ, দিন-রাত্তির কেঁদে কেঁদে অকল্যাণ কর?

মাধুরী। ওঃ, জলজলাট সংসার! আমি কেঁদে কেঁদে হাতীশালের হাতী গেল, ঘোড়াশালের ঘোড়া গেল, চিড়িয়াখানা উড়ে গেল, শাল-দোশালা পুড়ে গেল, হীরা-মতি চুরি গেল,—এই—এই—এই—

বিদূ। আমার কথাটি ফুরিয়ে গেল, নটে গাছটি মুড়িয়ে গেল।—বলি আমার অভাবটা কিসের?

মাধুরী। আর কিছুর না, কেবল একটু বুদ্ধি-শুদ্ধির!

বিদূ। সে যা ছিল, তা সে ছাদ্‌নাতলায় দাঁড়িয়েই জগন্নাথকে দিয়ে এসেছি। এখন আমি রাজবাড়ী চল্লুম, একটু বিলম্ব হবে; খাবার দাবার যেন প্রস্তুত থাকে।—দেখ, অনেক দিন থেকে ইচ্ছা, আজ একটা কুষ্মাণ্ড পুড়িয়ে রেখ দেখি।

মাধুরী। আমার গহনার ব্যবস্থা না কল্লে কুষ্মাণ্ড কি?—ব্রহ্মাণ্ড পুড়িয়ে রাখবো, এসে যত পার খেও।

বিদূ। প্রেয়সি! প্রেমময়ি! মানময়ি! শুভঙ্করি! রাগ-রাগিণি! ধৈর্য্যং ধর।

মাধুরী। আমায় গহনা না দিলে কিছুই ধরবো না।

বিদূ। হ্যাঁ—দেখ, মদনাটাকে একটু "রাধাকৃষ্ণ" পড়িও,—আর কুয়োর দড়িগাছটি দিয়ে বেশ একটি জিলিপি রকমের খোঁপা বেঁধে—আর—আর—তোমায় আমি বড় ভালবাসি, এখন তবে আসি।

[প্রস্থান।

মাধুরী। যাই বলি, এমন রসিক সোয়ামী কোন আবাগীর ভাগ্যে নেই।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

অযোধ্যা—রাজবাটীর অলিন্দ।

(হরিশ্চন্দ্র ও রোহিতাশ্বের প্রবেশ)

রাজা। কেন বাবা, আজ আচার্য্যের কাছে পড়তে যাও নি?

রোহিত। আজ দ্বাদশী—পড়া নাই।

রাজা। তোমার চোখ ছল্ ছল্ করছে কেন? কি হয়েছে?

রোহিত। আজ মা আমার উপর রাগ করেছেন।

রাজা। কেন রাগ করেছেন?

রোহিত। আমি বলেছিলেম, "আমি ছোট ঘোড়ায় আর চড়্‌বো না, একটা বড় ঘোড়া কিনে দাও,"—মা বল্লেন, "তুমি দুঃখিনীর পুত্র"—

রাজা। (স্বগত) এ শ্লেষ পুত্রকে নয়—আমাকে। (প্রকাশ্যে) আমি কালই তোমায় বড় ঘোড়া কিনে দেব।

রোহিত। হ্যাঁ বাবা, আমি রাজপুত্র, আমি দুঃখিনীর পুত্র কেন হ'তে যাব?

রাজা। রাণী বোধ হয়, তখন আর কাহারও উপর বিরক্ত ছিলেন, অন্যমনস্কে কি বলেছেন। তুমি দুঃখ করো না—যাও, খেলা কর গিয়ে, আমি রাণীকে বল্‌বো, তিনি তোমায় আর কিছু বল্‌বেন না।

রোহিত। দেখ বাবা, আমার বড় ঘোড়া চাই, ছোট ঘোড়ায় চড়বো না।

রাজা। আচ্ছা, তুমি এখন খেলা কর গে।

[রোহিতাশ্বের প্রস্থান।

রাজা। আজ রাণীর দুর্জ্জয় মান, একে তো সহজেই মানিনী, তার উপর কাল রাত্রে সংবাদটি পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নি;—আজ আর রক্ষা নাই, তার সূত্রপাতও তো শুনলুম।

(বিদূষকের প্রবেশ)

রাজা। এস বয়স্য! চল, অন্তঃপুরে যাই চল। কাল রাত্রে রাণী বাসর-সজ্জা করেছিলেন, আমি অন্তঃপুরে যেতে পাইনি, না জানি, আমার উপর কত অভিমান করেছেন।

বিদু। একে মনসা, তায় ধুনোর গন্ধ! মহারাজ, তবে আর বিলম্ব কেন—চলুন; ভায়ারও ফলার, আমারও তাই, তবে আমাদের হ'ল পেশাদারী প্রেম, তাই পেশাদারী রকমের মান হয়েছিল, আর আপনাদের হ'ল সখের প্রেম, মানও সখের হবে। আমি গিয়ে দেখলুম, মুখ যেন তোলো হাঁড়ি; আপনি দেখবেন, যেন কমলের কুঁড়ি; আমার হয়েছে হাতছড়ীর ব্যবস্থা, আপনার হবে ফুলের ছড়ীর ব্যবস্থা; কিন্তু ঝামেলা উভয়েরই সমান। আমি যা হ'ক এক রকম ঠাণ্ডা ক'রে এসেছি, আপনার তো তা হবে না। আপনি শ্লোক-সমস্যা মুখস্ত ক'রে নিন, আর সা রে গা মা সেধে নিন; প্রথমেই যখন অবগুণ্ঠন টেনে দেবে, অমনই "মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানং" তার পর "দেহি পদপল্লব-মুদারম্।"

(দূতের প্রবেশ)

রাজা। কি সংবাদ?

দূত। মহারাজ! বাণভদ্র নামে সেই বনচররাজ এসেছে, চরণ-দর্শন প্রার্থনা করে।

রাজা। আস্‌তে বল।

[দূতের প্রস্থান।

বিদু। দেখুন মহারাজ, নামটা শুনে মনটার ভিতর কেমন ছাঁৎ করে উঠলো।

রাজা। কেন, নাম তো বেশ—বাণভদ্র।

বিদু। না মহারাজ, ও বেটা নামে ভদ্র, কিন্তু কাজে মঙ্গলবার।

রাজা। মঙ্গলবার কি রকম?

বিদু। মঙ্গলবার নামটি বেশ, কিন্তু ঐ মঙ্গলবারেই যত অমঙ্গল; মঙ্গলবারে ম'লে একপোয়া দোষ, মঙ্গলবারে যাত্রা নাই, ক্ষৌর নাই, গৃহ-প্রবেশ নাই, সাধ-ভক্ষণ নাই, একটা অন্নপ্রাশন নাই যে, দুটো ব্রাহ্মণ-ভোজন হয়।

রাজা। আচ্ছা, তুমি এত খাই খাই কর কেন বল দেখি? আমার তো ক্ষুধাই হয় না।

বিদু। মহারাজ! ক্ষুধার একমাত্র মহৌষধ হ'ল অন্নাভাব, সাক্ষাৎ জরাসিন্ধু! আপনার তা নাই, সুতরাং ক্ষুধাও নাই; আর আমি ঐটুকু বজায় রেখেছি, তাই ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করি।

(বাণভদ্রের প্রবেশ)

বাণ। অবধান মহারাজ!

রাজা। কি বাণভদ্র, খবর ভাল?

বাণ। আরে না রে রাজা, একটা বোরা আসৃছে, হামৃরা কেউ তাকে মারতে পারে না, একেবারে লুটপাট ক'রে এক একটা গাঁও ভুস্মিনাশ করৃছে। তু চল—তুরন্ত সেটা মেরে দে। আজই চল্, হামি সাথে লিয়ে যেতে এসেছে। বোরা যে মহারাজ, যেন খিউ ফেটে বারুচ্চে, তোর দশটা বাপের ছরাদ্ হয়।

রাজা। বয়স্য! দেখ, আবার ব্যাঘাত উপস্থিত। মহারাণী সারানিশি উৎকণ্ঠায় যাপন করেছেন, আজ প্রভাতে তাঁর মদনপূজা, তা'তে দেখছি, উপস্থিত থাকতে পারবো না। প্রজার উপর উৎপাত, কোন কারণেই আমি বিলম্ব করতে পারি না।

বিদু। কেন মহারাজ, শীকারীদের পাঠিয়ে দিন না, নিজে কেন যাবেন?

বাণ। ও সে বোরা না রে, বরাম্ভন, সে বোরা না। এতো বোড়ো দাঁত, বাদলসে বি কালা। ও বাবা, কি আওয়াজ রে, যেন এক শো নাগরা

বিদূ। কিন্তু পেট তো ভরবে না! এখন থাম, মনটা ভাল নাই; ক'দিন থেকে গাটা কেমন ছম্ ছম্ কচ্ছে।

মাধুরী। ঢং দেখ! পেঁচোয় পেয়েছে না কি?

বিদূ। না, পেঁচোয় পায় নি—পেয়েছে যাতে, তা তো তোমার অজানা নেই। মহারাজ ক'দিন থেকে অন্যমনস্ক, মহারাণীরও মন-ভার ভার, কে জানে কি রকমটা, কিছু বুঝতে পাচ্ছি না।

মাধুরী। তোমরা পুরুষমানুষ—তোমরা বুঝতে পারলে না; আমরা বেশ বুঝতে পারি, রাজা-রাণীতে ঝগড়া হয়েছে।

বিদূ। এ প্রায় তুমি আমি যে, দিনরাত্তির রাবণের চুলো জলেই আছে। ভাল কথাতেও ঝগড়া—মন্দ কথাতেও ঝগড়া। তা নয়, তা নয়, রাজা-রাণীর তা নয়, যেন চকা-চকী, এক জোট, এক প্রাণ, এক পেট।

মাধুরী। ঝগড়া কি আমি করি?

বিদূ। তা আমিই কি কলহ-কোকিলা?

মাধুরী। না, তা কেন, শুধু আমার সঙ্গে!—দেশ শুদ্ধ লোকের সঙ্গেই ঝগড়া। লোক দেখলেই ঝগড়া করবার জন্য তোমার নাড়ীগুলো খামচে খামচে উঠে। বলেন, আমি স্পষ্ট কথা কই।

বিদূ। দেখ, স্বামিনিন্দা গুরুনিন্দা মহাপাপ।

মাধুরী। আর স্ত্রীনিন্দা মহাপুণ্য! একশ অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল!

বিদূ। এ যে বড় জ্বালাতন করলে গা।

মাধুরী। তোমার জ্বালা তুমি আপনিই কচ্ছো, আমি "তন"টুকু বৈ তো নয়।

বিদূ। দেখ, বারংবার আমায় রাগিও না, ভাল হবে না। পুরুষস্য রাগং পুকুরস্য বাঘং।

মাধুরী। আর ভালয় কাজ নাই, একখানা ভাল কাপড় পরতে পাই না, একখানা ভাল গহনা গায়ে দিতে পাই না। আবার এর চেয়ে ভাল কি?

বিদূ। আবার রোদনং, না খালি ফোঁপায়ন্তি বদনং। চোখ দিয়ে তো এক ফোঁটা জল বেরুচ্ছে না, একটা লঙ্কা নিয়ে এসে চোখে দাও, খানিকটা জল বেরুক।

মাধুরী। আমার বাপ মা আমায় যে মানুষের হাতে দিয়েছেন, তাতে দিন-রাত্রেই চোখ দিয়ে জল পড়ছে, আর লঙ্কা দিতে হবে না।

বিদূ। ওঃ, তাই বটে, আমার খিদে কমে যাচ্ছে, দিন-রাত্তির কেঁদে কেঁদে অকল্যাণ কর?

মাধুরী। ওঃ, জলজ্যান্ত সংসার! আমি কেঁদে কেঁদে হাতীশালের হাতী গেল, ঘোড়াশালের ঘোড়া গেল, চিড়িয়াখানা উড়ে গেল, শাল-দোশালা পুড়ে গেল, হীরা-মতি চুরি গেল,—এই—এই—এই—

বিদূ। আমার কথাটি ফুরিয়ে গেল, নটে গাছটি মুড়িয়ে গেল।—বলি আমার অভাবটা কিসের?

মাধুরী। আর কিছুর না, কেবল একটু বুদ্ধি-শুদ্ধির!

বিদূ। সে যা ছিল, তা সে ছান্‌লাতলায় দাঁড়িয়েই জগন্নাথকে দিয়ে এসেছি। এখন আমি রাজবাড়ী চল্লুম, একটু বিলম্ব হবে; খাবার দাবার যেন প্রস্তুত থাকে।—দেখ, অনেক দিন থেকে ইচ্ছা, আজ একটা কুষ্মাণ্ড পুড়িয়ে রেখ দেখি।

মাধুরী। আমার গহনার ব্যবস্থা না কল্লে কুষ্মাণ্ড কি?—ব্রহ্মাণ্ড পুড়িয়ে রাখ্‌বো, এসে যত পার খেও।

বিদূ। প্রেয়সি! প্রেমময়ি! মানময়ি! শুভঙ্করি! রাগ-রাগিণি! ধৈর্য্যং ধর।

মাধুরী। আমায় গহনা না দিলে কিছুই ধরবো না।

বিদূ। হাাঁ—দেখ, মদনাটাকে একটু "রাধাকৃষ্ণ" পড়িও,—আর কুয়োর দড়িগাছটি দিয়ে বেশ একটি জিলিপি রকমের খোঁপা বেঁধে—আর—আর—তোমায় আমি বড় ভালবাসি, এখন তবে আসি।

[প্রস্থান।

মাধুরী। যাই বলি, এমন রসিক সোয়ামী কোন আবাগীর ভাগ্যে নেই।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

অযোধ্যা—রাজবাটীর অলিন্দ।

(হরিশ্চন্দ্র ও রোহিতাশ্বের প্রবেশ)

রাজা। কেন বাবা, আজ আচার্য্যের কাছে পড়তে যাও নি?

রোহিত। আজ দ্বাদশী—পড়া নাই।

রাজা। তোমার চোখ ছল্ ছল্ করছে কেন? কি হয়েছে?

রোহিত। আজ মা আমার উপর রাগ করেছেন।

রাজা। কেন রাগ করেছেন?

রোহিত। আমি বলেছিলেম, "আমি ছোট ঘোড়ায় আর চড়্‌বো না, একটা বড় ঘোড়া কিনে দাও,"—মা বল্লেন, "তুমি দুঃখিনীর পুত্র"—

রাজা। (স্বগত) এ শ্লেষ পুত্রকে নয়—আমাকে। (প্রকাশ্যে) আমি কালই তোমায় বড় ঘোড়া কিনে দেব।

রোহিত। হ্যাঁ বাবা, আমি রাজপুত্র, আমি দুঃখিনীর পুত্র কেন হ'তে যাব?

রাজা। রাণী বোধ হয়, তখন আর কাহারও উপর বিরক্ত ছিলেন, অন্যমনস্কে কি বলেছেন। তুমি দুঃখ করো না—যাও, খেলা কর গিয়ে, আমি রাণীকে বল্‌বো, তিনি তোমায় আর কিছু বল্‌বেন না।

রোহিত। দেখ বাবা, আমার বড় ঘোড়া চাই, ছোট ঘোড়ায় চড়বো না।

রাজা। আচ্ছা, তুমি এখন খেলা কর গে।

[রোহিতাশ্বের প্রস্থান।

রাজা। আজ রাণীর দুর্জ্জয় মান, একে তো সহজেই মানিনী, তার উপর কাল রাত্রে সংবাদটি পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নি;—আজ আর রক্ষা নাই, তার সূত্রপাতও তো শুন্‌লুম।

(বিদূষকের প্রবেশ)

রাজা। এস বয়স্য! চল, অন্তঃপুরে যাই চল। কাল রাত্রে রাণী বাসর-সজ্জা করেছিলেন, আমি অন্তঃপুরে যেতে পাইনি, না জানি, আমার উপর কত অভিমান করেছেন।

বিদূ। একে মনসা, তায় ধুনোর গন্ধ। মহারাজ, তবে আর বিলম্ব কেন—চলুন; ভার্য্যারও ফলার, আমারও তাই, তবে আমাদের হ'ল পেশাদারী প্রেম, তাই পেশাদারী রকমের মান হয়েছিল, আর আপনাদের হ'ল সখের প্রেম, মানও সখের হবে। আমি গিয়ে দেখলুম, মুখ যেন তোলো হাঁড়ি; আপনি দেখবেন, যেন কমলের কুঁড়ি; আমার হয়েছে হাতছড়ীর ব্যবস্থা, আপনার হবে ফুলের ছড়ীর ব্যবস্থা; কিন্তু ঝামেলা উভয়েরই সমান। আমি যা হ'ক এক রকম ঠাণ্ডা ক'রে এসেছি, আপনার তো তা হবে না। আপনি শ্লোক-সমস্তা মুখস্ত ক'রে নিন, আর সা রে গা মা সেধে নিন; প্রথমেই যখন অবগুণ্ঠন টেনে দেবে, অমনই "মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানং" তার পর "দেহি পদপল্লব-মুদারম্।"

(দূতের প্রবেশ)

রাজা। কি সংবাদ?

দূত। মহারাজ! বাণভদ্র নামে সেই বনচররাজ এসেছে, চরণ-দর্শন প্রার্থনা করে।

রাজা। আস্‌তে বল।

[দূতের প্রস্থান।

বিদূ। দেখুন মহারাজ, নামটা শুনে মনটার ভিতর কেমন ছাঁৎ করে উঠলো।

রাজা। কেন, নাম তো বেশ—বাণভদ্র।

বিদূ। না মহারাজ, ও বেটা নামে ভদ্র, কিন্তু কাজে মঙ্গলবার।

রাজা। মঙ্গলবার কি রকম?

বিদূ। মঙ্গলবার নামটি বেশ, কিন্তু ঐ মঙ্গলবারেই যত অমঙ্গল; মঙ্গলবারে ম'লে একপোয়া দোষ, মঙ্গলবারে যাত্রা নাই, ক্ষৌর নাই, গৃহ-প্রবেশ নাই, সাধ-ভক্ষণ নাই, একটা অন্নপ্রাশন নাই যে, দুটো ব্রাহ্মণ-ভোজন হয়।

রাজা। আচ্ছা, তুমি এত খাই খাই কর কেন বল দেখি? আমার তো ক্ষুধাই হয় না।

বিদূ। মহারাজ! ক্ষুধার একমাত্র মহৌষধ হ'ল অন্নাভাব, সাক্ষাৎ জরাসিন্ধু! আপনার তা নাই, সুতরাং ক্ষুধাও নাই; আর আমি ঐটুকু বজায় রেখেছি, তাই ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করি।

(বাণভদ্রের প্রবেশ)

বাণ। অবধান মহারাজ!

রাজা। কি বাণভদ্র, খবর ভাল?

বাণ। আরে না রে রাজা, একটা বোরা আস্‌ছে, হাম্‌রা কেউ তাকে মারতে পারে না, একেবারে হুটপাট ক'রে এক একটা গাঁও ভূম্মিনাশ করছে। তু চল—তুরন্ত সেটা মেরে দে। আজই চল্, হামি সাথে লিয়ে যেতে এসেছে। বোরা যে মহারাজ, যেন খিউ ফেটে বারুচ্চে, তোর দশটা বাপের ছরাদ্ হয়।

রাজা। বয়স্য! দেখ, আবার ব্যাঘাত উপস্থিত। মহারাণী সারানিশি উৎকণ্ঠায় যাপন করেছেন, আজ প্রভাতে তাঁর মদনপূজা, তা'তে দেখছি, উপস্থিত থাকতে পারবো না। প্রজার উপর উৎপাত, কোন কারণেই আমি বিলম্ব করতে পারি না।

বিদূ। কেন মহারাজ, শীকারীদের পাঠিয়ে দিন না, নিজে কেন যাবেন?

বাণ। ও সে বোরা না রে, বরাঙ্কন, সে বোরা না। এতো বোড়ো দাঁত, বাদলসে বি কালা। ও বাবা, কি আওয়াজ রে, যেন এক শো নাগরা

বিদূ। কিন্তু পেট তো ভরবে না। এখন থাম, মনটা ভাল নাই; ক'দিন থেকে গাটা কেমন ছম্ ছম্ কচ্চে।

মাধুরী। ঢং দেখ! পেঁচোয় পেয়েছে না কি?

বিদূ। না, পেঁচোয় পায় নি—পেয়েছে যাতে, তা তো তোমার অজানা নেই। মহারাজ ক'দিন থেকে অন্যমনস্ক, মহারাণীরও মন-ভার ভার, কে জানে কি রকমটা, কিছু বুঝতে পাচ্ছি না।

মাধুরী। তোমরা পুরুষমানুষ—তোমরা বুঝতে পারবে না; আমরা বেশ বুঝতে পারি, রাজা-রাণীতে ঝগড়া হয়েছে।

বিদূ। এ প্রায় তুমি আমি যে, দিনরাত্তির রাবণের চুলো জলেই আছে। ভাল কথাতেও ঝগড়া—মন্দ কথাতেও ঝগড়া। তা নয়, তা নয়, রাজা-রাণীর তা নয়, যেন চকা-চকী, এক জোড়, এক প্রাণ, এক পেট।

মাধুরী। ঝগড়া কি আমি করি?

বিদূ। তা আমিই কি কলহ-কোকিলা?

মাধুরী। না, তা কেন, শুধু আমার সঙ্গে!—দেশ শুদ্ধ লোকের সঙ্গেই ঝগড়া। লোক দেখলেই ঝগড়া করবার জন্য তোমার নাড়ীগুলো খামচে খামচে উঠে। বলেন, আমি স্পষ্ট কথা কই।

বিদূ। দেখ, স্বামিনিন্দা গুরুনিন্দা মহাপাপ।

মাধুরী। আর স্ত্রীনিন্দা মহাপুণ্য! একশ অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল!

বিদূ। এ যে বড় জ্বালাতন করলে গা।

মাধুরী। তোমার জ্বালা তুমি আপনিই কচ্চো, আমি "তন"টুকু বৈ তো নয়।

বিদূ। দেখ, বারংবার আমায় রাগিও না, ভাল হবে না। পুরুষস্য রাগং পুকুরস্য বাধং।

মাধুরী। আর ভালয় কাজ নাই, একখানা ভাল কাপড় পরতে পাই না, একখানা ভাল গহনা গায়ে দিতে পাই না। আবার এর চেয়ে ভাল কি?

বিদূ। আবার রোদনং, না খাল্লি ফোঁপায়ন্তি বদনং। চোখ দিয়ে তো এক ফোঁটা জল বেরুচ্চে না, একটা লঙ্কা নিয়ে এসে চোখে দাও, খানিকটা জল বেরুক।

মাধুরী। আমার বাপ মা আমায় যে মানুষের হাতে দিয়েছেন, তাতে দিন-রাত্রেই চোখ দিয়ে জল পড়চে, আর লঙ্কা দিতে হবে না।

বিদূ। ওঃ, তাই বটে, আমার খিদে কমে যাচ্চে, দিন-রাত্তির কেঁদে কেঁদে অকল্যাণ কর?

মাধুরী। ওঃ, জলজ্জলাট সংসার! আমি কেঁদে কেঁদে হাতীশালের হাতী গেল, ঘোড়াশালের ঘোড়া গেল, চিড়িয়াখানা উড়ে গেল, শাল-দোশালা পুড়ে গেল, হীরা-মতি চুরি গেল,—এই—এই—এই—

বিদূ। আমার কথাটি ফুরিয়ে গেল, নটে গাছটি মুড়িয়ে গেল।—বলি আমার অভাবটা কিসের?

মাধুরী। আর কিছুর না, কেবল একটু বুদ্ধি-শুদ্ধির!

বিদূ। সে যা ছিল, তা সে ছান্‌লাতলায় দাঁড়িয়েই জগন্নাথকে দিয়ে এসেছি। এখন আমি রাজবাড়ী চল্লুম, একটু বিলম্ব হবে; খাবার দাবার যেন প্রস্তুত থাকে।—দেখ, অনেক দিন থেকে ইচ্ছা, আজ একটা কুষ্মাণ্ড পুড়িয়ে দেখ দেখি।

মাধুরী। আমার গহনার ব্যবস্থা না কল্লে কুষ্মাণ্ড কি?—ব্রহ্মাণ্ড পুড়িয়ে রাখ্‌বো, এসে যত পার খেও।

বিদূ। প্রেয়সি! প্রেমময়ি! মানময়ি! শুভঙ্করি! রাগ-রাগিণি! ধৈর্য্যং ধর।

মাধুরী। আমায় গহনা না দিলে কিছুই ধরবো না।

বিদূ। হাঁ—দেখ, মদনাটাকে একটু "রাধাকৃষ্ণ" পড়িও,—আর কুয়োর দড়িগাছটি দিয়ে বেশ একটি জিলিপি রকমের খোঁপা বেঁধে—আর—আর—তোমায় আমি বড় ভালবাসি, এখন তবে আসি।

[প্রস্থান।

মাধুরী। যাই বলি, এমন রসিক সোয়ামী কোন আবাগীর ভাগ্যে নেই।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

অযোধ্যা—রাজবাটীর অলিন্দ।

(হরিশ্চন্দ্র ও রোহিতাশ্বের প্রবেশ)

রাজা। কেন বাবা, আজ আচার্য্যের কাছে পড়তে যাও নি?

রোহিত। আজ দ্বাদশী—পড়া নাই।

রাজা। তোমার চোখ ছল্ ছল্ করছে কেন? কি হয়েছে?

রোহিত। আজ মা আমার উপর রাগ করেছেন।

রাজা। কেন রাগ করেছেন?

রোহিত। আমি বলেছিলেম, "আমি ছোট ঘোড়ায় আর চড়্‌বো না, একটা বড় ঘোড়া কিনে দাও,"—মা বল্লেন, "তুমি দুঃখিনীর পুত্র"—

রাজা। (স্বগত) এ শ্লেষ পুত্রকে নয়—আমাকে। (প্রকাশ্যে) আমি কালই তোমায় বড় ঘোড়া কিনে দেব।

রোহিত। হ্যাঁ বাবা, আমি রাজপুত্র, আমি দুঃখিনীর পুত্র কেন হ'তে যাব?

রাজা। রাণী বোধ হয়, তখন আর কাহারও উপর বিরক্ত ছিলেন, অন্যমনস্কে কি বলেছেন। তুমি দুঃখ করো না—যাও, খেলা কর গিয়ে, আমি রাণীকে বল্‌বো, তিনি তোমায় আর কিছু বল্‌বেন না।

রোহিত। দেখ বাবা, আমার বড় ঘোড়া চাই, ছোট ঘোড়ায় চড়বো না।

রাজা। আচ্ছা, তুমি এখন খেলা কর গে।

[রোহিতাশ্বের প্রস্থান।

রাজা। আজ রাণীর দুর্জ্জয় মান, একে তো সহজেই মানিনী, তার উপর কাল রাত্রে সংবাদটি পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নি;—আজ আর রক্ষা নাই, তার সূত্রপাতও তো শুনলুম।

(বিদূষকের প্রবেশ)

রাজা। এস বয়স্য! চল, অন্তঃপুরে যাই চল। কাল রাত্রে রাণী বাসর-সজ্জা করেছিলেন, আমি অন্তঃপুরে যেতে পাইনি, না জানি, আমার উপর কত অভিমান করেছেন।

বিদূ। একে মনসা, তায় ধুনোর গন্ধ। মহারাজ, তবে আর বিলম্ব কেন—চলুন; ভায়ারও ফলার, আমারও তাই, তবে আমাদের হ'ল পেশাদারী প্রেম, তাই পেশাদারী রকমের মান হয়েছিল, আর আপনাদের হ'ল সখের প্রেম, মানও সখের হবে। আমি গিয়ে দেখলুম, মুখ যেন তোলো হাঁড়ি; আপনি দেখবেন, যেন কমলের কুঁড়ি; আমার হয়েছে ঝাড়ছড়ীর ব্যবস্থা, আপনার হবে ফুলের ছড়ীর ব্যবস্থা; কিন্তু ঝামেলা উভয়েরই সমান। আমি যা হ'ক এক রকম ঠাণ্ডা ক'রে এসেছি, আপনার তো তা হবে না। আপনি শ্লোক-সমস্তা মুখস্ত ক'রে নিন, আর সা রে গা মা সেধে নিন; প্রথমেই যখন অবগুণ্ঠন টেনে দেবে, অমনই "মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানং" তার পর "দেহি পদপল্লব-মুদারম্।"

(দূতের প্রবেশ)

রাজা। কি সংবাদ?

দূত। মহারাজ! বাণভদ্র নামে সেই বনচররাজ এসেছে, চরণ-দর্শন প্রার্থনা করে।

রাজা। আস্‌তে বল।

[দূতের প্রস্থান।

বিদূ। দেখুন মহারাজ, নামটা শুনে মনটার ভিতর কেমন ছাঁৎ করে উঠলো।

রাজা। কেন, নাম তো বেশ—বাণভদ্র।

বিদূ। না মহারাজ, ও বেটা নামে ভদ্র, কিন্তু কাজে মঙ্গলবার।

রাজা। মঙ্গলবার কি রকম?

বিদূ। মঙ্গলবার নামটি বেশ, কিন্তু ঐ মঙ্গলবারেই যত অমঙ্গল; মঙ্গলবারে ম'লে একপোয়া দোষ, মঙ্গলবারে যাত্রা নাই, ক্ষৌর নাই, গৃহ-প্রবেশ নাই, সাধ-ভক্ষণ নাই, একটা অন্নপ্রাশন নাই যে, দুটো ব্রাহ্মণ-ভোজন হয়।

রাজা। আচ্ছা, তুমি এত খাই খাই কর কেন বল দেখি? আমার তো ক্ষুধাই হয় না।

বিদূ। মহারাজ! ক্ষুধার একমাত্র মহৌষধ হ'ল অন্নাভাব, সাক্ষাৎ জরাসিন্ধু! আপনার তা নাই, সুতরাং ক্ষুধাও নাই; আর আমি ঐটুকু বজায় রেখেছি, তাই ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করি।

(বাণভদ্রের প্রবেশ)

বাণ। অবধান মহারাজ!

রাজা। কি বাণভদ্র, খবর ভাল?

বাণ। আরে না রে রাজা, একটা বোরা আস্‌ছে, আম্‌রা কেউ তাকে মারতে পারে না, একেবারে লুটপাট ক'রে এক একটা গাঁও ভুমিনাশ কর্‌ছে। তু চল—তুরন্ত সেটা মেরে দে। আজই চল্, হামি সাথে লিয়ে যেতে এসেছে। বোরা যে মহারাজ, যেন থিউ ফেটে বারুচ্ছে, তোর দশটা বাপের চরাদ্ হয়।

রাজা। বয়স্য! দেখ, আবার ব্যাঘাত উপস্থিত। মহারাণী সারানিশি উৎকণ্ঠায় যাপন করেছেন, আজ প্রভাতে তাঁর মদনপূজা, তা'তে দেখছি, উপস্থিত থাকতে পারবো না। প্রজার উপর উৎপাত, কোন কারণেই আমি বিলম্ব করতে পারি না।

বিদূ। কেন মহারাজ, শীকারীদের পাঠিয়ে দিন না, নিজে কেন যাবেন?

বাণ। ও সে বোরা না রে, বরাঠুন, সে বোরা না। এতো বোড়ো দাঁত, বাদলসে বি কালা। ও বাবা, কি আওয়াজ রে, যেন এক শো নাগারা

বাণে। সে আর কেও পারবে না, তু চলবে রাজা, তু চল।

রাজা। আচ্ছা, তুমি যাও, শীঘ্র আমার রথ সজ্জিত করতে বল, আর পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী যেন প্রস্তুত হয়।

বাণ। ভালা—ভালা,

[প্রস্থান

রাজা। বয়স্য, তুমিও চল, এখনই মৃগয়ায় যাত্রা করতে হবে।

বিদু। ও বাবা, সে আবার কি রকম! আবার আমায় কেন? বামুনের ছেলে দিবারাত্রি বিদ্যে অবিদ্যের চর্চ্চাই করেছি, আর ভোজন ক'রে লোকের ঊনপাঁজুরে চোদ্দপুরুষ উদ্ধার ক'রে এসেছি, অস্ত্রশিক্ষা তো কখনও করি নি!

রাজা। না হে না, তোমায় অস্ত্রধারণ করতে হবে না।

বিদু। তবে কি জানেন, যার একটা বিদ্যা জানা আছে, তার সব কটাই আপনা আপনি নখদর্পণ হয়ে পড়ে। সত্যি সত্যি অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করি নি ব'লে কি আর বঁটিখানা কাটারিখানা ধরতে জানি না? মৃগ-মাংসভোজনে আপত্তি কিছুমাত্র নাই; কিন্তু জীবহিংসা করতে বড় ইচ্ছা করি না।

রাজা। আরে না না, তোমায় জীবহিংসা করতে হবে না।

বিদু। আর ভোজনের বিষয়টা?—

রাজা। খাদ্যদ্রব্য সব সঙ্গেই যাবে, আর বনে ফলমূল তো যথেষ্ট আছে।

বিদু। বনে?

রাজা। মৃগয়া কি প্রমোদ-কাননে হবে না কি? অন্তঃপুরের ভিতরে হবে?

বিদু। ও বাবা, বনে যেতে হবে? মহারাজ! আমার তো কোন দোষ ঘটেনি, তবে কেন অকস্মাৎ বনবাস দেবেন?

রাজা। না হে না, তোমার কিছুমাত্র কষ্ট হবে না।

বিদু। যে আজ্ঞা; রাজ-আজ্ঞা তো উদরস্থ করতেই হবে; কিন্তু ব্রাহ্মণীর যে অবস্থা দেখে এসেছি, একবার শ্রীচরণে বিদায় না নিয়ে এলে আমার জন্মের মত বনবাস হবে।

রাজা। আবার বিদায় কি? একজন প্রহরীকে দিয়ে সংবাদ পাঠাও।

বিদু। আজ্ঞা, মানভঞ্জন তো দূতীর দ্বারা সম্পন্ন হবে না।

রাজা। তবে শীঘ্র যাও; আমি বনের সীমান্তে অপেক্ষা করবো, তুমি কোন দ্রুতগতি যান লয়ে আমার সহিত সেথায় মিলিত হয়ো, বিলম্ব করো না।

বিদু। বিশেষ প্রেমালাপের তো সম্ভাবনা নাই—বিলম্ব আর কি নিয়ে হবে? মাত্র পদপল্লব দর্শন আর ত্বরিতে কদলী-প্রদর্শন।

[বিদূষকের প্রস্থান।

রাজা। মৃগয়ায় প্রমত্ত উত্তেজনার সম্ভাবনাতেই প্রাণ উল্লসিত হয়ে উঠ্‌ছে। আবার বরাহ-শীকারে বিশেষ নিপুণতা, সমধিক শ্রমের আবশ্যক; রাজ-ভবনের অলস বিলাসে দেহ যেন জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়। কি উৎসাহ—কি আনন্দ! প্রাসাদের বিধিবদ্ধ পাদবিক্ষেপ, অঙ্গচালনা, বাক্যবিন্যাসকে ক্ষণকালের জন্য বিদায় দিয়ে, কখনও বা অশ্বপৃষ্ঠে, কখনও বা দ্রুতপদে কণ্টক-লতা কর্ত্তন করতে করতে উন্নত বল্লম হস্তে ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরে পশ্চাদ্ধাবন—দৃঢ় মুষ্টি, স্থির দৃষ্টি—

(পরিচারিকার প্রবেশ)

এই যে তুমি এসেছ; দেখ, দেবীকে বল গে যে, কুলদেবের অনুজ্ঞায় জাগরণ-ব্রত রক্ষা করবার জন্য রাত্রিতে আমি অন্তঃপুরে যেতে পারি নাই; এখনই যেতে প্রস্তুত হয়েছিলাম—কিন্তু হঠাৎ বাণভদ্র সংবাদ নিয়ে এসেছে যে, একটা দুর্দ্দান্ত বরাহ সীমান্তের গ্রামাদিতে বিশেষ উৎপাত কচ্ছে, শীকারীরা তারে বিনাশ করতে অক্ষম; প্রজার কষ্ট—আমার আর বিলম্ব করবার অধিকার নাই; দেবী ক্ষুণ্ণ না হন, আমি শীঘ্র প্রত্যাগমন ক'রে মদনপূজায় উপস্থিত হব।

পরি। রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য। [প্রস্থান।

রাজা। বন সন্নিকট; যোজিত রথ—কতই বা বিলম্ব হবে।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

অরণ্য।

(বনচরগণের প্রবেশ)

(গীত)

ঝর্‌ঝড়া ঝড় ঝর্‌ঝড়া কর্কড়া ঝড় কড় কাড়া।
বন বেড়ে বেড়ে বেড়ে দে তাড়া দে তাড়া॥
লাঠি লাগা তীর ভাগা, বাধা ভাগা
জাগা জাগা জাগা ঢুঁড়ে ঝোপ ঝোড়ে গাড়া॥

তাল ভইস গণ্ডা গণ্ডা গণ্ডা,
হুড়মুড় হুড় হুড় দৌড় ষণ্ডা ষণ্ডা ষণ্ডা,
হারে রে রে রে রে রে রে ভাঙ্গ মুণ্ডা,
লাগা ভাঙ্গা খাড়া খাড়া খাড়া ॥

[প্রস্থান।

(হরিশ্চন্দ্র ও সারথির প্রবেশ)

রাজা। এ কি, এ কি! আমার লক্ষ্য ভ্রষ্ট! আমার বাণ—আমার বর্শা—একটা বরাহ বিদ্ধ করতে অক্ষম! কোথায় যাচ্ছে,—দেখি দেখি আর নাই! ঐ—ঐ—ঐ—না—না—না—এ কি মায়া! আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য! হরিশ্চন্দ্রের মৃগয়া-ক্লান্তি। সঙ্গী লোকজন তো কাহাকেও দেখতে পাচ্ছি না;—

সারথি। মহারাজ! শীঘ্র শীঘ্র, ঐ ঐ—

রাজা। চুপ চুপ।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

অরণ্যের অপর পার্শ্ব।

বিদূষক।

বিদু। রাজা তো সুখে রথে চড়ে এগিয়ে এলেন, আমায় আজ্ঞা ক'রে এলেন যে, "ত্বরিত যানে এসে মিলিত হও।" পাষণ্ড, অর্ব্বাচীন, নৃশংস কলহংস যানবাটীর অধ্যক্ষ আমায় ত্বরিত যান দিলেন কি না—একটা ঘোড়া! আবার ঘোড়া ব'লে ঘোড়া, ত্রিশ হাত উঁচু ঐরাবত। আমার একশো বিরাশী পুরুষের ভিতর কেউ কখন এমন ঘোড়ার কাছে যাইনি, আর উনি সেই ঘোড়ায় চড়িয়ে দিলেন। ছেলেবেলায় মাঠে ফকরে ঘোড়া ধ'রে ঢের চড়েছি। বেশ মাটীতে পা ঠেকিয়ে কেমন আরামে যেতুম, প'ড়ে হাত-পা ভাঙ্গবার ভয় ছিল না; এ ঘোড়া এনে দিলে যেন একটা তাল-গাছ। যা হোক, এক রকম ক'রে ধ'রে-টরে তো চড়িয়ে দিয়েছিল, কপাল ভাঙ্গলো খেজুর-ছড়ি মেরে, ওল খেয়ে মুখ ধরলে যেমন হয়, ঘোড়াও তেমনি তিড়বিড়িয়ে উঠলো। ত্রাহি মধুসূদন আর কি! গলা জাপটে প্রেম করতে গেলে কি হয়, ঘোড়ার গলায় আর আমার হাত-পায় একত্রে জড়িয়ে যেন একটা গোলামঘণ্ট হয়ে গেল। চিনে নিতে পারলুম না কোন্‌টা কি! খাবারের পুঁটলি তো ঘোড়ার উপর তুলে রেখেছিল সত্য, কিন্তু খাই কি ক'রে? হাত-পা সব আবদ্ধ। যত দোষ সেই বিধাতার; যদি একটা ল্যাজ দিত, তা হ'লে বড়ই উপকারে আসতো। লাঙ্গুল দিয়ে খাবার তুলে নিতুম আর খেতুম; আর খেতুমই বা কি,—বনেও প্রবেশ আর তেঁতুলগাছের ডাল জড়িয়ে গিয়ে পপাত ধরণীতলে! বনের ঘোড়া বনে গেছে, এখন বামুনের ছেলে কাঁটা ভেঙ্গে চ'। ভাগ্যে ছিল বেটা দয়া ক'রে ফেলে দিলে, নইলে পাগড়িটে গিয়েছিল আর কি! একেই তো শরীর একটু আয়েসের হয়েছে, তার পর এই বনজঙ্গলে এই রকম ক'রে ছোটা কি আমার পোষায়! শ্রীচরণ দুখানি তো কাঁটা ফুটে ঠিক যেন কাঁটালের মত হয়েছে, তার উপর সমস্ত দিন অনাহারে; বামুনের ছেলে বিঘোরে মারা গেলুম আর কি! এ চুলোর বরাহ তো দয়া ক'রে মরবে না! আহা, যেন বে'র কনে—একবার দেখা দেন আর ফুস ক'রে স'রে পালান। না, কথাটা বড় ভাল লাগছে না, রাজার বিক্রম তো জানি, সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে একটা বরাহ মারতে পাল্লেন না, এও কি একটা কাজের কথা! মায়া! মায়া! হিরণ্যকশ্যপু না ঋষ্যশৃঙ্গ কে এক জন রাক্ষস মায়ামৃগ দেখে ছুটে গিয়ে সমুদ্র-মনস্থন হয়ে ছিল, এও তাই; যা ঘটবার ঘটুক, আর এ রকম পোষায় না। পেটের অবস্থা যে ক্রমে ক্রমে স—সে—মি—রা হয়ে দাঁড়ালো। ভগবানের কৃপায় হাঁটুনি গাছটি তো কম হয়নি, সেই ঘোড়া থেকে প'ড়ে অবধি কাঁটা ভেঙ্গে ভেঙ্গে ছুটছি, পা দুখানি তীরস্থ করবার অবস্থা হয়েছে। (নেপথ্যে কোলাহল) ও বাবা, ডাকাত না ভূত! তা আমার আর ভয় কি? আমার সঙ্গে ত কিছু নাই, থাকবার মধ্যে প্রাণটুকু, তা নিয়ে তো আবাগের বেটাদের পেট ভরবে না। মর বেটারা, চেঁচিয়ে মর—যত পারিস চেঁচা।

(কয়েক জন সৈনিকের প্রবেশ)

এ যে দেখছি, আমাদেরই মহাপুরুষেরা।

১ম সৈ। এই যে মাধব্য ঠাকুর এখানে! রাজা কোন্ দিকে গেলেন, দেখেছেন?

বিদু। তোমরা ত মন্দ লোক নও; সমস্ত দিন ব্রাহ্মণ অনাহারে রয়েছে, সে সব কথা গেল, এখন কি না রাজা কোথা গেল!

২য়-সৈ। বলি, আপনি তো তাঁর সঙ্গেই ছিলেন?

বিদু। তোমাদের রাজাটি প্রায় একটি পাকা আম্র যে, ঝুলিয়ে রেখেছিলুম। তিনি একটা

দোর্দ্দণ্ড পাষণ্ড অপোগণ্ড বকাণ্ড ষণ্ড একেবারে হিমালয়বেগে অশ্বচালনা ক'রে দ্রুত প্রস্থান।

১ম-সৈ। চল হে, ঐ দিকে চল।

বিদু। (ধরিয়া) যাও কোথা বাবা, ব্রাহ্মণের ছেলেকে একা ফেলে কোথা যাও? আমাকে সঙ্গে ক'রে নাও।

১ম-সৈ। আসুন না ঠাকুর।

বিদু। তুমি তো আসুন না ব'লে বগা ঠ্যাং বাড়াচ্ছ, আমি ও রকম ক'রে চলি কি ক'রে? দু'জনে দুখানা কাঁধ দাও বাবা, ব্রাহ্মণের উদ্ধার কর।

১ম-সৈ। নাও, এস—ভাল আপদ!

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

অন্তঃপুর—উদ্যান।

শৈব্যা।

শৈব্যা। মৃগয়া কর্‌তে গিয়ে এত বিলম্ব হবার কারণ কি? কোন কি বিঘ্ন হ'ল? কিসের বিঘ্ন? তাঁর পরাক্রম তো জগতে কারও অবিদিত নাই। শুদ্ধ একা আমি তো তাঁর গুণের পক্ষপাতী নই, জগতের সকল লোকই তাঁর গুণের ও বিক্রমের কথা নিয়ে ধন্য ধন্য করে। তবে কেন বিঘ্নের আশঙ্কা কচ্ছি? শরীরের কোন অসুখ! তা হ'লে তো ফিরে আসতেন। তবে কেন এত কাতর হচ্ছি? না না, অমঙ্গল চিন্তা কর্‌বো না, কুলদেবতা মহারাজকে সকল স্থানে রক্ষা কর্‌বেন।

(রোহিতাশ্বের প্রবেশ)

রোহিত। মা, আজ আচার্য্যের মুখে চমৎকার গল্প শুনে এলাম।

শৈব্যা। কি গল্প বাবা?

রোহিত। পরশুরাম নামে একজন ব্রাহ্মণ নাকি সমস্ত পৃথিবী জয় ক'রে কশ্যপ ঋষিকে দান করেছিলেন।

শৈব্যা। বাবা! দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এ জগতে আর নাই।

রোহিত। আচ্ছা মা, সমস্ত পৃথিবী দান কল্লেন তো বাস কল্লেন কোথায়?

শৈব্যা। দক্ষিণ সমুদ্র ধনুকের অগ্রভাগ দিয়ে সরিয়ে দিলেন, আর সেইখানে কুটীর নির্ম্মাণ করে বাস কল্লেন।

রোহিত। মা! তিনি তো বেশ লোক, বাবা কেন সেই রকম ক'রে সমস্ত পৃথিবী দান করুন না। আমি বাণ মেরে সমুদ্র সরিয়ে দেব! কেমন, পার্‌বো না মা?

শৈব্যা। (স্বগত) কেন বুক কেঁপে উঠলো?

রোহিত। মা! চুপ ক'রে রইলে যে?

শৈব্যা। বাবা! সে তো ভাগ্যের কথা।

রোহিত। মা! বাবা কখন্ আস্‌বেন?

শৈব্যা। মৃগয়ায় আর কত বিলম্ব হবে?

রোহিত। ফিরে এলে বাবাকে বলবো, যেন তিনি ব্রাহ্মণকে সর্ব্বস্ব দান করেন। আর্য্য পরশুরামের কথা শুনে পর্য্যন্ত আমার কেমন মনে মনে হিংসা হচ্ছে। তিনি ব্রাহ্মণ হয়ে অনায়াসে সর্ব্বস্ব দান কর্‌তে পারেন, আর আমরা ক্ষত্রিয় হয়ে পারবো না?

শৈব্যা। বাবা, তুমি বড় হও, দান করবে বই কি?

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরি। রাজকুমার আসুন, ভোজনের স্থান হয়েছে।

শৈব্যা। যাও, আহার করগে।

[পরিচারিকা ও রোহিতাশ্বের প্রস্থান।

এই বয়সে এই ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি! জগদীশ্বর! পূর্ব্বজন্মের কত পুণ্যবলে এই অকলঙ্কচন্দ্র দিয়েছ,—আপদে বিপদে আমার বাছাকে রক্ষা করো।

(সখীগণের প্রবেশ)

১ম সখী। মহারাণি, মহারাজের কোন সংবাদ পেয়েছেন?

শৈব্যা। কোন সংবাদ পাইনি, তাঁর জন্য বড় ব্যাকুল হয়েছি।

২য় সখী। এর জন্য আর ব্যাকুল কি? এ ত জানা কথাই আছে, মেয়ে-মানুষের মন যেমন পুরুষ মানুষের জন্য কাঁদে, পুরুষের কি তেমন হয়? আপনি তাঁর জন্য কাতর, তিনি তা একবারও ভাবেন না, মনের উল্লাসে মৃগয়া ক'রে বেড়াচ্ছেন।

৩য় সখী। না লো না, আমাদের মহারাজ তেমন ন'ন।

২য় সখী। কে কেমন, তা কি যেমন তেমন ক'রে বোঝা যায়?

১ম সখী। আচ্ছা মহারাণি, মন্ত্রীকে ব'লে কোন লোক পাঠালে ভাল হয় না

শৈব্যা। কোথায় পাঠাব? কোন্ বনে আছেন, তার স্থির কি?

২য় সখী। মৃগয়া করতে গেছেন, তা'র আবার লোক পাঠান কি?

শৈব্যা। না সখি, আমার বড় ভাবনা হয়েছে।

১ম সখী। দেবি, উদ্বিগ্ন হবেন না। আপনার মদনপূজা স্থগিত রয়েছে, মহারাজ অকারণ বিলম্ব করবেন না। আসুন, আমরা উদ্যোগ করি গে, তিনি শীঘ্রই আসবেন।

সখীগণ।— (গীত)

ফুলবাণ! আমাদের মেরো নাকো ফুলবাণ।
তোমায় করবো পূজা ধনুকধারি দিও না ধনুকে টান॥
সাজায়ে ফুল থরে থরে, হৃদয়-নৈবেদ্য ক'রে,
তোমার তরে দিব ধরে, বধো না কুমারী-প্রাণ॥
জানি জানি হে অনঙ্গ, নারী-প্রাণে তব রঙ্গ,
করে বালিকা-ব্রত ভঙ্গ, ঘুচাও তা'র অভিমান॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

আশ্রম

(মুনিকুমারগণের প্রবেশ)

(স্তব-গীতি)

মুনিকুমারগণ।

ক্ষিতিতল-তাপং বাসর-যাপং সুবিহিত-সরসিজ-হাসম্।
গচ্ছতি মিহিরোখিলরসচোরো জলনিধি-তলকৃতবাসম্॥
স্নিগ্ধচ্ছায়া সুললিতকায়া, বিলসতি বিপিনবিভাগে।
মলয়-সমীরো বহতি সুধীরো গুঞ্জিত-মধুকর-রাগে॥
মুনিকুলবালা অলমবিলোলা দদতি চ নবতরুমূলে।
হরিরামোদো মানুষমোদো, বিহরতি সুরধুনী-কূলে॥
বটহিন্তালে তালতমালে সুললিত খগকুলগানম্।
সুমধুরতানং লয়সন্তানং কলয়তি বিভুমহিমানম্॥

[প্রস্থান।

(মুনিকন্যাগণের প্রবেশ)

করুণা। শুধু কি সলিল ঢালে লো তলায়।
পাতাগুলি দেখ ভরেছে ধূলায়॥
ডালে ডালে ডালে দাও সখী জল।
জুড়াক মল্লিকা হ'ক সুশীতল॥

ধীরা। দিতে দিতে জল দেখ সখী হায়।
পাতাগুলি যেন হেসে হেসে চায়॥
ধুয়ে গেল ধূলা সবুজের ঘটা।
নবীন জীবনে কি নবীন ছটা॥

করুণা। আতপের তাপে আহা মরি মরি,
সারাদিন ধ'রে শুকায়ে শুকায়ে,
ললিত লতিকা মালতী আমার,
একবারে যেন পড়েছে লতায়ে।
আন ধীরা ঝারি, ধার দে না বারি,
শুধিব তখন আমি তোর ধার।

ধীরা। শূন্য মোর ঘট দূর নদী-তট,
জল কোথা বল পাই আমি আর।
ফোটে ফোটে ফুল আমার বকুল,
দিতে হবে মেজে তলাটি লো ওর।
ফেলিয়ে বকুলে যাই চলে কূলে,
মরি কি সোহাগ করুণা তোর॥

অথলা। ভানু যায় চলি তবু শঠ অলি,
ছাড়ে না দেখ না ফুল-মধু-মায়া।
টগরের দলে, দলে কুতূহলে,
ছি ছি ছি ছি কিছু নাহি হায়া॥

করুণা। হৃদয়-ফুলে আসছে মধু,
ভাবছো কবে আসবে বঁধু,
তাইতে বুঝি সই অখলা,
ধরতেছো আজ অলির ছলা?

অখলা। এত করুণা কেন করুণা
আমার উপর তোর?
কাজ কি মেনে সবাই জানে
তোমার কপাল জোর।
ফুটবে ফুল বাঁধবে চুল জুড়িয়ে যাবে জ্বালা।
আসছে বর ধরবে কর গলায় দেবে মালা॥

ধীরা। সাঙ্গ হ'ল রঙ্গ কি লো তোদের মালাপরা?
ফুলের মধুর ছলটা করে বঁধুর কথা ধরা!
দেখ দেখ দেখ গোধূলিতে আকাশ গেছে ছেয়ে।
ভুলিয়ে নাকি ঘরের কথা বনের লতা পেয়ে॥

(গীত)

মুনিকন্যাগণ।

কিবা ছায়া ছায়া ছায়া অতি সুশীতল।
কিবা সুন্দর সিন্দুর আভা শোভে নভস্তল॥
আহা বিমোহন তানে ভাষাহীন গানে,
কিবা নির্ঝরিণী ঝরে চলে কল কল কল॥
আহা ধীর ধীর ধীর সমীর,
পরশে মিহির তটিনীর নীর,

কাঁপে কাতরা কমলিনী আঁখি ছল ছল ;
তাপিত তরুতলে আলি আয় আয় ঢালি জল ॥

(হরিশচন্দ্র ও সারথির প্রবেশ)

রাজা। আহা, শরীর মন পবিত্র হ'ল ! এ তো আশ্রমের উপকণ্ঠ ; অদূরে তপস্বিগণ স্নান ক'রে যাচ্ছেন, এখানে মুনিকন্যারা আশ্রম-তরুতে জল-সেচন কচ্ছেন, দেখে চক্ষু জুড়িয়ে গেল ! দেখ সারথি, বিনীতবেশে আশ্রমে প্রবেশ করতে হয়। তুমি অনুচরবর্গকে ব'লে দাও, কেহ যেন আশ্রমের পীড়া উৎপাদন না করে ; সারমেয়াদি মৃগয়ার উপকরণ যেন এত দূর না আসে, আশ্রম মৃগের প্রতি যেন কোন প্রকার অনিষ্ট আচরণ না হয়। দূরে রথ রক্ষা কর, আমি একটু পরে যাচ্ছি।

সারথি। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

ধীরা। দেখ—দেখ, ঐ অশোকতলায় কে একটি পুরুষ দাঁড়িয়ে রয়েছেন !

অধলা। বোধ হয়, কোন অতিথি হবেন।

করুণা। চল না এগিয়ে যাই।

অধলা। (অগ্রসর হইয়া) মহাশয়, আপনি কে ?

রাজা। পথশ্রান্ত পথিক।

করুণা। অতিথি, আমাদের পরম সৌভাগ্য, আসুন আসুন, কুটীরে আসুন।

রাজা। (স্বগত) মুনিকন্যাগণের কি সরল প্রকৃতি ! ইঁহাদের আতিথ্য স্বীকার করা সৌভাগ্য। (প্রকাশ্যে) চলুন।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

আশ্রম-সান্নিধ্য।

কামন্দক।

কাম। শিবের তপস্যায় নন্দী ভৃঙ্গী দু'জন প্রহরী ছিল, আর প্রভুর তপস্যায় আমি একাই দুই। চুপ চুপ ! এই গাছ, নড়চো কেন ? চুপ ! এই হরিণ, আস্তে আস্তে যা। বাবাজী একটা বিটকেল ব্যাপার না ক'রে ছাড়বেন না, এবার আবার কিছু খাবার দ্রব্য প্রস্তুত করেন ; গতবারের নারিকেলের মত এবার একটা কিছু করেন ; এই চুপ চুপ ! এবার বাবাজীর কিছু বেশী আড়ম্বরের ঘটা, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব একা তিনটে হবেন। মন্তরের চোটে তিনটে চণ্ডুনী না চামুণ্ডুনী বেদীর সামনে নাবিয়েছেন ; আর একটা দিন যদি ভালয় ভালয় কেটে যায়, তা হলেই তো সিদ্ধি। আচ্ছা, আমি যে তাঁর এতটা কাজ কচ্ছি, এই যে—দিন নাই, রাত নাই, শুয়ে ব'সে ঘুমিয়ে পাহারা দিচ্ছি, আমার বিষয়টা কিছু বিবেচনা করবেন না ? যা হ'ক একটা কিছু ক'রে দেবেনই দেবেন। কি হই ? সূর্য্য—না বাবা, সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে বেড়ান—তা তো হচ্ছে না ; ঐ ইন্দ্র হওয়া যাবে। প্রচুর পরিমাণে পারিজাতের মালা গলায় দাও, ঐরাবতে চড়ে বেড়াও, নন্দনকাননে সুরভি শৈবালদলের উপর আড় হয়ে প'ড়ে থাক, আর অপ্সরাদের গান শোন। কিন্তু একটা ব্যাঘাত আছে, সহস্রলোচনটুকু বাদ দিয়ে ইন্দ্র হ'তে হবে। ইন্দ্রই হই আর যাই হই, বামুনে কপালটুকু তো কোথাও যাবে না। এ দুটো চোখের জলে অস্থির, হাজার চোখের জল ঝর্ ঝর্ ক'রে ঝরলে তো আর রক্ষা নাই ! সবাই চুপ—আপনি—চুপ—কামন্দক চুপ ! কিন্তু একদিকে সুবিধা আছে ; ঠাকুর যদি ভস্ম করা বিদ্যাটা শিখিয়ে দেন, একেবারে হাজার চোখে কটমটিয়ে চাইলে দৈত্যবংশ নির্ব্বংশ। একেবারে ছাইয়ের বিন্ধ্যাচল। আচ্ছা এই এত কাল তো শিষ্যগিরি করলুম—ভস্ম করাটা কি শিখতে পারি নি ? একবার পরীক্ষা করতে হবে। ও আবার একটা কে আসছে।

(একজন সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। প্রণাম হই !

কাম। চুপ ! আশীর্ব্বাদং সর্ব্বনাশং মুণ্ডে বাজং ন সংশয়ঃ।

সৈনিক। চমৎকার আশীর্ব্বাদ ! এখন বলতে পারেন, এ পথে মহারাজকে আসতে দেখেছেন ?

কাম। বাপু, এটা তো পথ নয়।

সৈনিক। মহারাজকে কি দেখেছেন ?

কাম। কে তোমাদের মহারাজ ?

সৈনিক। আপনি আমাদের মহারাজকে চেনেন না ?

কাম। কি করবো বাপু,—দুর্ভাগ্য।

সৈনিক। দুর্ভাগ্য—তার আর সন্দেহ আছে ?

কাম। কি বল্লি বেল্লিক ! আমি দুর্ভাগ্য ? আর তুমি বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছ—তুমি ভাগ্যবান্ ?

সৈনিক। মহাশয়, রাগ করেন কেন ?

কাম। এখনই রাগের দেখছ কি? জান—কর্‌লে এখনই ভস্ম কর্‌তে পারি?

সৈনিক। মহাশয়! আপনার নামটি জিজ্ঞাসা কর্ত্তে পারি কি?

কাম। আমার নামে তোমার প্রয়োজন?

সৈনিক। তবে আপনি আমাদের মহারাজকে দেখেন নি?

কাম। না! আর ক্ষমা চ'লে না, এইবারে ভস্ম কচ্ছি দাঁড়া। (চক্ষু তীব্র করিয়া চাহিয়া) কেমন, গা জ্বালা কচ্ছে, চিড়বিড় কচ্ছে—

সৈনিক। আপনি তবে মহারাজ হরিশ্চন্দ্রকে দেখেন নি?

কাম। কত ইন্দ্র চন্দ্র আজ এখানে তৈয়ার হচ্ছে, তুমি বল কি না হরিশ্চন্দ্র! আ আবাগের বেটা—

সৈনিক। তবে আসি—প্রণাম হই।

কাম। এস বাপু এস, জয়োঽস্তু, চুপ।

[সৈনিকের প্রস্থান।

যাক্—একটা গোল মিটলো। আজকের দিনটা কোন রকমে কাটাতে পাল্লে হয়! আর দিনরাত্রিই বা দাঁড়িয়ে থাকি কি ক'রে? আহার-নিদ্রা বর্জ্জন ক'রে কি মানুষ টিকতে পারে? পারেন আমাদের গুরুদেব;—তা উনি তো মনুষ্যের মধ্যে নন, উনি একটা কিস্তূতকিমাকার! হাজার বৎসর চোখ বুজে ব'সে রইলেন। বাবাজীর বোধ হয় এবার কিছু লোভের সঞ্চার হয়েছে। ভাল খাবার একটু স্পৃহা হয়েছে। তা বাবা, ব্রহ্মাটা হও, বিষ্ণুটা হও,—শিবটা আর কেন? কেবল গাঁজা আর ধুতুরার গন্ধে ব্রহ্মরন্ধ্র ফেটে যাবে যে। চুপ—না, হ'ল না, সজ্ঞানে থাকলে এ জিভ থামবে না, একটু নিদ্রা দিই।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

তপোবন।

(বিশ্বামিত্র উপবিষ্ট, সম্মুখে অগ্নিকুণ্ড,
পশ্চাতে ছায়ারূপিণী ত্রিবিদ্যা)

বিশ্বা। এইবার শেষ আহুতি। "অগ্নিমীলে পুরোহিতম্।"

ত্রিবিদ্যা। রক্ষা কর, রক্ষা কর, কে আছ কোথায়।
তিনটি অবলা আজি পড়িয়াছে দায়॥
কেহ কি পুরুষ নাই বিশাল ধরায়।
অবলা উদ্ধারে আসে! জীবন যে যায়॥

(হরিশ্চন্দ্রের প্রবেশ)

রাজা। এ কি, আশ্রমে স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদ কেন?

ত্রিবিদ্যা। ভীম অগ্নিকুণ্ড হেরি কাঁপিছে হৃদয়।
অগ্নিমধ্যে ফেলে দিবে এই হয় ভয়॥

রাজা। এ কি! এ ত দেখছি তপস্বী।

ত্রিবিদ্যা। সূর্য্যবংশধর কেহ নাহি বা ধরায়।
নহিলে রমণী কেন হেন দুঃখ পায়?
আপনে উদ্ধার কর বিপদ সময়।
সুযশ অনন্ত পুণ্য করহ সঞ্চয়॥

রাজা। (অগ্রসর হইয়া) ভয় নাই, ভয় নাই! আরে ভণ্ড তপস্বী, তোমার এই কার্য্য? পবিত্র তাপসবেশ পরিগ্রহ ক'রে ঘৃণিত জঘন্য বীভৎস পৈশাচিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছ? তুমি যেই হও, ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ হ'লেও আমার হাতে আজ তোমার নিস্তার নাই। সূর্য্যবংশীয় রাজার রাজ্য-মধ্যে স্ত্রীজাতির প্রতি অত্যাচার! বর্ব্বর ব্রাহ্মণ-বেশ ধারী, এখনই তোমার অপরাধের সমুচিত দণ্ড-বিধান কর্‌বো।

বিশ্বা। কার এ স্পর্দ্ধা! আমায় কটূক্তি, আমার যজ্ঞে ব্যাঘাত!

ত্রিবিদ্যা। হাঃ হাঃ হাঃ! হ'ল না, হ'ল না! মনুষ্য এসেছে, ক্রোধ হয়েছে, বিঘ্ন হ'ল, সিদ্ধ হ'ল না, হাঃ হাঃ হাঃ!

(ত্রিবিদ্যার অন্তর্দ্ধান)

রাজা। এ্যাঁ! সত্য তপস্বী! কে—আমি তো চিন্‌তে পাচ্ছি না।

বিশ্বা। কি, আমায় চেন না?
জাতিস্বয়ংগ্রহণদুর্ললিতৈকবিপ্রং
দৃপ্যদ্বশিষ্ঠ-সুত-কানন-ধূমকেতুম্।
স্বর্গান্তরাহরণ-ভীত-জগৎ-কৃতান্তং
চাণ্ডালযাজিনমবৈষি ন কৌশিকং মাম্॥

রাজা। (স্বগত) সর্ব্বনাশ! বিশ্বামিত্র! রাজর্ষি বিশ্বামিত্র! কারে কি বলেছি। (প্রকাশ্যে) মহর্ষে! ক্ষমা করুন, আমি পূর্ব্বে চিন্‌তে পারি নাই।

বিশ্বা। কি, ঐশ্বর্য্য-মদান্ধ-দর্পিত ক্ষত্রিয়! সসাগরা ধরার দণ্ডধারণ ক'রে তুমি বিশ্বামিত্রকে চেন না?

রাজা। না তপোধন, স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদে আমি ব্যথিত হয়েছিলুম, তাই কর্ত্তব্যের তাড়নায় প্রকৃতি স্থির রাখতে পারি নাই। স্বধর্ম্ম পালন করতে গিয়ে শাসনবাক্য প্রয়োগ করেছি, ক্ষমা করুন।

বিশ্বা। স্বধর্ম্ম-পালন! ব্রাহ্মণের প্রতি, তপস্বীর প্রতি কটূক্তি কি ক্ষত্রিয়ে ধর্ম্ম! স্বধর্ম্ম—স্বধর্ম্ম! কস্তে ধর্ম্মঃ?

রাজা। দাতব্যং রক্ষিতব্যঞ্চ যোদ্ধব্যং ক্ষত্রিয়ৈঃ সুহ।

বিশ্বা। ভাল, কাকে দান করতে হয়, কাকে রক্ষা করতে হয়, আর কার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়?

রাজা। গুণবান্ ব্রাহ্মণকে দান, ভয়ার্ত্তকে রক্ষা এবং শত্রুর সহিত যুদ্ধ।

বিশ্বা। বেশ! আমি কি তোমার মতে দানের পাত্র? আমি কি তোমার কাছে গুণবান্ ব'লে প্রতীত?

রাজা। সে কি তপোধন! আপনার মত গুণবান্ আপনার মত দানের পাত্র আমি আর কোথায় পাব? এমন কি সৌভাগ্য করেছি যে, আপনি আমার দান গ্রহণ করবেন?

বিশ্বা। ভাল, আমার বিদ্যা ও তপস্তার অনুরূপ কিঞ্চিৎ দান কর।

রাজা। আমি আপনার কাছে অপরাধী, আর আপনার আমার প্রতি এত অনুগ্রহ!

বিশ্বা। বাক্‌ছটায় প্রয়োজন নাই, কি দান করবে কর।

রাজা। আমার যথাসর্ব্বস্ব আপনাকে দান করলুম। ধনজনপূর্ণা এই পৃথিবী আপনার চরণে অর্পণ করলুম।

বিশ্বা। স্বস্তি! তুমি দাতা বটে। কিন্তু দানের যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা দেওয়া আবশ্যক, নতুবা দান নিষ্ফল হয়।

রাজা। অবশ্য, সহস্র সুবর্ণ দিব।

বিশ্বা। উত্তম—কিন্তু সাবধান! দেখ যেন দত্তাপহারী হইও না। সমস্ত পৃথিবী আমার, তা জান? তোমার নিজের দেহ, পুত্র ও স্ব-পত্নী ভিন্ন আর তোমার কিছুই নাই। রাজকোষে ধন-রত্ন যা কিছু আছে, সমস্তই আমার। প্রজাবর্গের যে সকল সম্পত্তি আছে, তাহার কিছুতেই তোমার অধিকার নাই।

রাজা। ভাল, আজ হ'তে এক মাস কাল অপেক্ষা করুন, আমি যে কোন উপায়ে হউক, আপনার দক্ষিণা সংগ্রহ ক'রে দিব।

বিশ্বা। কিন্তু স্মরণ রেখ, আমার রাজ্যে তোমার বাস নিষেধ।

রাজা। ভাল প্রভু, তাই হবে, (স্বগত) কাশী তো পৃথিবীর অন্তর্গত নয়, কাশী বাস করবো। (প্রকাশ্যে) একবার কি পুরপ্রবেশ করতে পাব?

বিশ্বা। কারণ?

রাজা। পত্নী-পুত্রকে সঙ্গে নেবার জন্য।

বিশ্বা। আপত্তি নাই।

রাজা। ভগবতি পৃথিবি! বৈবস্বত মনু হ'তে আরম্ভ ক'রে সকল সূর্য্যবংশীয় রাজারাই তোমায় পালন ক'রে সুযশে ভূষিত হয়েছেন। কিন্তু এমন সৌভাগ্য কারও ঘটেনি, এমন জন্মান্তরীণ পুণ্য কারও ছিল না, এমন গুণবান্ পাত্রও কেহ পান নাই যে, তোমাকে দান ক'রে কৃতার্থ হন, বংশগৌরব বৃদ্ধি করেন। লোভ সংবরণ করতে না পেরে তোমাকে পরম গুণবান্ তপস্বিকুলগৌরব বিশ্বামিত্র-চরণে সমর্পণ করলুম, অপরাধ ক্ষমা করো বসুমতি! প্রণাম চরণে।

বিশ্বা। গচ্ছ গচ্ছ নৃপশ্রেষ্ঠ স্বধর্ম্মমনুপালয়।
শিবশ্চ তেঽধ্বা ভবতু মা সন্তু পরিপন্থিনঃ।

[উভয়ের বিপরীত দিকে প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

অরণ্য।

জলধর সিংহ ও শম্ভুসিংহ।

জল। আশ্রম থেকে চ'লে গেছেন, রথও নাই, তবে কোথায় গেলেন?

শম্ভু। অবশ্য রাজধানীতেই প্রত্যাবর্ত্তন করেছেন, আর কোথায় যাবেন?

জল। রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করবেন কি রকম। কৈ, মৃগয়া-শেষের ভেরী তো বাজে নি; আর আমাদের রাজা বিফলমনোরথ হয়ে মৃগয়ায় ক্ষান্ত দেবেন?

শম্ভু। ক্ষান্ত না হয়ে আর করবেন কি? শীকার দেখতে পেলে তো তাকে লক্ষ্য করবেন? বরাহ

অর্দ্ধেক বন চক্র দিয়ে শেষে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমরাও বিস্তর অন্বেষণ করলুম, কৈ, আর দেখতে পেলুম ? আমারও ক্রমে সন্দেহ হচ্ছে। ঐ মাধব্য ঠাকুর যা বল্লে, তাই বা হয়—মায়া।

জল। শম্ভুসিংহ, তোমার পৃষ্ঠে তুণ, কটিতে তরবারি, বীরকার্য্যে মায়াদি কুসংস্কার থাকা অনাবশ্যক। অবশ্যই বরাহ আর কোন দুর্গমতর বনে অথবা গুহার মধ্যে প্রবেশ করেছে, সম্ভবতঃ মহারাজ পশ্চিমের ঐ পার্ব্বত্য ভূমিতে গিয়ে থাকবেন। চল, আমরাও একবার সেই দিকে যাই।

(বিদুষক ও অপর সৈন্যের প্রবেশ)

বিদু। কি জলধর সিংহ, আবার কোন্ দিকে যাওয়া যাচ্ছে ? আমি তো একেবারে দিগ্বিদিক্ হারিয়ে বসেছি।

শম্ভু। সে কি, আপনিও কি তবে মহারাজের সঙ্গে নাই ?

বিদু। কি রকম দেখছো ?

শম্ভু। তাই তো, আপনি জানেন না, মহারাজ কোন্ দিকে গেছেন ?

বিদু। আবার কোন্ দিকে যাবেন ? মৃগয়া হয়ে গেল, রাজধানীতে ফিরে গেছেন।

জল। বরাহ বধ হয় নি, রাজধানীতে ফিরে যাবেন, এমন হ'তে পারে না।

বিদু। বরাহ বধ হয়নি, তার চৌদ্দপুরুষ বধ হয়েছে। আমি ব্রহ্মশাপ দিয়েছি, তুমি দেখ গে, সে বাসায় গিয়ে বধ হয়ে নিশ্চিন্তে আহারাদি কচ্ছে। চল চল, রাজধানীতে যাওয়া যাক, সেইখানেই মহারাজকে দেখতে পাবে।

জল। ভেরী বাজলো না, লোকজন সংগ্রহ হ'ল না, একা রথ নিয়ে রাজ্যে ফিরে যাবেন ?

বিদু। আরে, আমি না জানলে কি বলছি ?

শম্ভু। তবে আপনি কি কিছু শুনেছেন ?

বিদু। আবার শুনবো কি, ব্রাহ্মণের ছেলে ধ্যানযোগে জেনেছি। উদরের মধ্যে কুলকুণ্ডলিনী রাছেন তো জান ? তিনি কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠেছেন, মাচড় দিচ্ছেন, আর দেবী ক্ষুধেশ্বরী বলছেন, গৃহং গচ্ছ গৃহং গচ্ছ, তাতে বুঝা যাচ্ছে যে, রাজা আগে রাগে গেছেন; নইলে আমার প্রাণ টানবে কেন ? বশেষ সেখানে দেবীর মদন-পূজা স্থগিত রয়েছে, ধিক বিলম্ব হ'লে মহারাণী দশভুজা হবেন—ল চল।

জল। না, মহারাজকে আর একটু অন্বেষণ ক'রে না দেখে যাওয়াটা ভাল হয় না।

বিদু। তবে যাতে ভাল হয়, তোমরা কর, আমার সঙ্গে দু'জন লোক দাও, এক রকম পাঁজা-কোলা কোরে নিয়ে ঘরে পৌছে দিক্।

জল। আচ্ছা আচ্ছা আসুন, আপনি ক্লান্ত হয়ে থাকেন, আপনার যাবার একটা সুবিধা ক'রে দিচ্ছি।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

রাজান্তঃপুর।

হরিশ্চন্দ্র ও শৈব্যা।

রাজা। দেবি! এইবার নিশ্চিন্ত হয়েছি, রাজা প্রজা, রাজধর্ম্ম, কোন ভাবনাই আর নাই।

শৈব্যা। তবে কি মহারাজ রোহিতাশ্বকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে সংকল্প করেছেন ? আহা! রোহিতাশ্ব আমার সিংহাসনে বসলে রাজসভার কি অতুল শোভা হবে। পুত্রের মস্তকে রাজমুকুট দর্শন অপেক্ষা অধিক আহ্লাদ—অধিক সৌভাগ্য আর কি আছে ? আর আপনার উপদেশে বাছা আমার এই সময় হ'তে রাজকার্য্য স্বয়ং নির্ব্বাহ কর্‌তে শিখবে।—

রাজা। যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করবো ?—রাজ্য কোথায় ? আমার রাজ্য নাই! মস্তকে রাজমুকুট নয়—রোহিতাশ্বের কোমল করে ভিক্ষাপাত্র দিতে উদ্যত হয়েছি।

শৈব্যা। কি, কি মহারাজ! কি বলেন ? অমন অমঙ্গলের কথা মুখে আনবেন না।

রাজা। মঙ্গল কি অমঙ্গল জানি না! যা কার্য্যে পরিণত হয়েছে, তা মুখে আনতে দোষ কি দেবি! বিশ্বামিত্রের নাম অবশ্য শুনেছ ?

শৈব্যা। বিশ্বামিত্র! সেই ক্ষত্রিয় তপস্বী ?

রাজা। এক্ষণে তপঃপ্রভাবে ব্রাহ্মণ,—রাজর্ষি বিশ্বামিত্র।

শৈব্যা। তার পর ? আপনি কি সেই মহাতেজস্বী ঋষির রোষানলে পতিত হয়েছেন ? হা! ধরণীপালক ব্রাহ্মণ-রক্ষক পুণ্যময় সূর্য্যবংশই কি ব্রাহ্মণের শাপ প্রদানের এতই উপযুক্ত ক্ষেত্রে ?

রাজা। দেবি! শাপ, শাপ না—আমি তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করেছি! তিনি কৃপা ক'রে আমার নিকট পৃথিবী গ্রহণ করেছেন।

শৈব্যা। পৃথিবী দান! রাজসিংহাসনে তপস্বীর কি প্রয়োজন? তবে কি ভিক্ষায় সসাগরা ধরালাভের লোভেই বিশ্বামিত্র ধনুর্ব্বাণের সহিত আপনার ক্ষুদ্ররাজ্য বিসর্জ্জন দিয়েছিলেন?

রাজা। দেবি, দেবি! অভিমানে আত্মবিস্মৃতা হয়ো না।

শৈব্যা। উদ্বিগ্ন হবেন না মহারাজ, শৈব্যা ক্ষত্রিয়াণী, রাজরাণী, আপনার মহিষী। যে রমণী বিশ্বজয়ী পুত্র প্রসব করতে পারে, সে পৃথিবী-দানে কাতর হয় না। আমি জানি যে, ধরণী ক্ষত্রিয়-সন্তানের ক্রীড়ার বস্তু, সে ইহা হেলায় দান, হেলায় গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু আমি এও বুঝতে পারছি যে, মহারাজ এ স্বপ্নে কোন কৌশলে—

রাজা। থাক দেবী, যা হয়েছে, তা হয়েছে, আমাদের আর এখানে তিলার্দ্ধ থাকবার অধিকার নাই; এস, তোমাকে আর রোহিতাশ্বকে তোমার পিত্রালয়ে রেখে আমি বিশ্বেশ্বরের রাজ্য বারাণসীতে যাই।

শৈব্যা। পৃথিবীনাথ! ব্রাহ্মণের পরিতোষ-বিধানের জন্য পৃথিবী দান করেছেন, কার পরিতোষের জন্য ধর্ম্মপত্নী ত্যাগ করবেন?

রাজা। অভিমানিনি আমার! তোমায় কি পরিত্যাগ করছি? প্রিয়ে! ভিক্ষুকের সঙ্গে কোথায় যাবে?

শৈব্যা। নাথ। আমি মতিহীনা অবলা, কিন্তু পতির সঙ্গে যে কেবল রাজসিংহাসনেই বস্‌তে হয়, এমন শাস্ত্র তো কোথাও শুনি নি। রাজলক্ষ্মী এসে তো আর আমার সিঁথিতে সিন্দুর পরিয়ে দেন নি; চঞ্চলা, যাকে ইচ্ছা বরণ করুন না, আমি যাঁকে বরণ করেছি, তাঁরই কাছে থাকবো।

রাজা। আদরিণি! রাজবালা রাজরাণী হয়ে আজ কেমন ক'রে দুঃখ সহ্য করবে?

শৈব্যা। যিনি রাজ্যেশ্বরকে ভিক্ষার ঝুলি বহনের বল দেবেন, তিনিই তাঁর দাসীকে তাঁর পদসেবা করতে শিক্ষা দেবেন। মহারাজ! কেন বিস্মৃত হচ্ছেন যে,—আদরিণী হই, অভিমানিনী হই, রাজরাণী হই, ঐশ্বর্য্যশালিনী হই, সকলই আপনার অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী ব'লে। আজ যদি আপনি ইন্দ্রত্ব পেতেন, আমি শচীরূপে পারিজাত হার প'রে আপনার বামে বস্‌তেম। বিধাতার নিয়মে যদি আপনার ভিক্ষা করতে হয়, তবে আমিই আপনার সহচরী হয়ে করঙ্ক বহন ক'রে বেড়াব। হিমালয়-নন্দিনী জগজ্জননী পতির সঙ্গে যোগিনী সেজে কাঞ্চনকায় ভস্ম-ভূষিতা করেছিলেন। মহারাজ! জানবেন, আমারও সেই মহাশক্তির অংশে জন্ম। পৃথ্বীনাথ! পুরুষের বল তাঁর সর্ব্বশরীরে বিভক্ত, কিন্তু রমণীর সমস্ত বল তার হৃদয়ে।

রাজা। শৈব্যা! শৈব্যা! তুমি কি আমার সেই শৈব্যা? আমার কুসুম-হার-ভারবহনে কাতরা শৈবা? আমার কথায় কথায় অভিমানিনী শৈব্যা? আমার আদরিণী গরবিণী শৈব্যা?

শৈব্যা। হাঁ নাথ, আমি সেই শৈব্যা। তুমি আদর করেছিলে, তাই আদরিণী; তুমি অভিমান সয়েছিলে, তাই অভিমানিনী; তুমি গরব বাড়িয়ে ছিলে—তাই গরবিণী! আমার আদর, গরব, অভিমান, সোহাগ, সবই তোমার জন্য, তোমায় নিয়ে। তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমার সবই থাকবে। তুমি আদর ক'রে আমায় চন্দন মাখাতে, আমি চন্দন মাখতেম না, তোমার আদর মাখতেম; আদরে ধুলা মাখিও, আমি সেই সোহাগে তোমার আদরই মাখবো।

রাজা। কোথা বিশ্বামিত্র! এস, দেখ দেখ, তুমি কি সামান্য ঐশ্বর্য্য নিয়েছ! দেখ, এসে দেখে যাও, তুমি হরিশ্চন্দ্রকে কাঙ্গাল করতে পার নাই। কিন্তু কৌস্তুভ-লাঞ্ছিত রত্ন হরিশ্চন্দ্রের বক্ষে শোভা পাচ্ছে, কোন্ কমলার কমলা তার হৃদয়-সাগর আলোকিত ক'রছে, কি ত্রিলোকদুর্ল্লভ, কি অসীম প্রেমের রাজ্য সঙ্গে ল'য়ে সে তোমার ছার-মৃত্তিকার পৃথিবী ত্যাগ ক'রে যাচ্ছে—একবার দেখে যাও।

যত কিছু আছে সুখ এই ধরাতলে,
সকল সুখের সুখ ভার্য্যা ভাল হ'লে!
স্নেহ-হীনা কুবচনা নারী ভাগ্যে যার,
জীবনে নরক-জ্বালা সদা ভোগ তার।

শৈব্যা। মহারাজ! যাত্রার কি বিলম্ব আছে?

রাজা। বিলম্ব!—না না প্রিয়ে, পরগৃহ যত শীঘ্র ত্যাগ করা যায়, ততই শ্রেয়। চল, এ রাজবেশ-ভূষায়ও আমার আর অধিকার নাই, এ গুলিও ত্যাগ ক'রে যেতে হবে।

শৈব্যা। বুঝেছি—মহারাজ, বুঝেছি, এ রত্না-লঙ্কার এখন আমার নয়।

রাজা। প্রিয়তমে! রাজরাজেশ্বরি! সর্ব্বস্ব আমার! কেমন ক'রে তোমায় আমি ভূষণহীনা দেখবো?

শৈব্যা। একগাছি অমূল্য রত্নহার আজ থেকে আমি দিবানিশি প'রে থাক্‌বো; এস মহারাজ,

পরিয়ে দাও। (রাজার হস্ত লইয়া নিজের গলদেশে বেষ্টন)

রাজা। দুঃখের এত পুরস্কার! জগদীশ্বর! স্নেহের পারিজাত দেখাবার জন্য—সহানুভূতির অমৃত পান করাবার জন্যই কি তুমি দুঃখের সৃজন করেছ?

শৈব্যা। নাথ! চল, রোহিতাশ্বকে সঙ্গে নিতে হবে।

রাজা। ঐ—ঐ আর এক কাঁটা।

শৈব্যা। আমার কোলছাড়া ক'রে বাছাকে সিংহাসনে রাখলেও তো আমার মন মানবে না। মহারাজ! যেখানে আমার পতিপুত্র, সেইখানেই আমার রাজ্য।

রাজা। বিশ্বামিত্র! অযোধ্যা রহিল, রাজলক্ষ্মী হরিশ্চন্দ্রের সঙ্গে চল্‌লো।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

অযোধ্যা—রাজসভা।

(বিশ্বামিত্র, মন্ত্রী, কামন্দক ও অমাত্যগণ)

বিশ্বা। তোমাদের কারও কিছু আপত্তি আছে?

মন্ত্রী। আমরা পুরুষানুক্রমে সূর্য্যবংশের অন্নে প্রতিপালিত। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র আপনাকে সর্ব্বস্ব দান করেছেন, আমি আপনাকে মহারাজের সম্পত্তি মধ্যে গণ্য ক'রে থাকি। রাজর্ষি! বিনা বৃত্তিতে আপনি আমার সেবা পাবেন!

অমাত্যগণ। রাজর্ষি! মন্ত্রী মহাশয় আমাদের সকলের মনোভাব জ্ঞাত করেছেন।

বিশ্বা। হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি, যে হরিশ্চন্দ্র এক কথায় সমস্ত দান করতে পারে, তার কর্ম্মচারী ছিলে তো? এখন ছ'পুরুষ বেতন না নিলেও পায়ের উপর পা দিয়ে চল্‌বে।

১ম-অ। দ্বিজবর! অপরাধ মার্জ্জনা করবেন, স্বার্থত্যাগ কেবল তপোবনের চতুঃসীমায় আবদ্ধ নয়। দেখুন গিয়ে, মন্ত্রি-পুত্র প্রতিভাকুমার পিতৃ-আজ্ঞায় স্বহস্তে ভাণ্ডার খুলে দিয়েছেন, বোধ হচ্ছে, এতক্ষণ কোষাগার শূন্য হ'ল।

কাম। অ্যাঁ—রাজকোষ?

বিশ্বা। আঃ! স্থির হও, কামন্দক! বুঝ্‌তে পাচ্ছ না, রাজমন্ত্রী অতি মহানুভব।

১ম-অ। ঋষিবর! যথার্থ আজ্ঞা করেছেন, মন্ত্রিদেব কল্পনা করেছেন, কুটীর নির্ম্মাণ ক'রে ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে রাজলক্ষ্মীর সেবা করবেন। শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যে, মন্ত্রিবরের হৃদয়ের কিয়দংশ যেন আমরাও পাই।

বিশ্বা। তোমরা সকলেই সাধু! ভাল, আজিকার রাজকার্য্য কি আছে?

২য়-অ। ধূমধ্বজ শ্রেষ্ঠী তাহার প্রতিবেশী রত্নাকর সাধুর উদ্যানে অনেক বৃক্ষাদি কর্ত্তন ক'রে নষ্ট করেছে। তা'র আপত্তি যে, ঐ সকল বৃক্ষাদি ঘন হওয়ায় তা'র শয়নকক্ষে বায়ু-প্রবেশের ব্যাঘাত হয়।

বিশ্বা। কি কি বৃক্ষ?

কাম। আর ও'তে কাকের বাসা ছিল কি না?

২য়-অ। আম্র পনস শাল তাল তমাল হিন্তাল খর্জ্জুর নারিকেল—

বিশ্বা। কি, নারিকেল বৃক্ষ! আমার সৃষ্ট জীব-বৃক্ষ। এ তো নরহত্যার পাতক।

কাম। গুরুতর অপরাধ! গুরুতর অপরাধ! প্রভু, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত দ্বাদশ মাস কাল কোন বিল্ববৃক্ষে আরোহণ ও লক্ষ বিল্বপত্র-চয়ন, আর সর্ব্বাঙ্গে প্যাঁট-প্যাঁট ক্যাঁট ক্যাঁট কাঁটা ফোটান; আর ত্রিশ বৎসরের অধিক নয়, এমন একটি বিদ্যার্থী সুব্রাহ্মণকে চাতুর্মাস্য করান অর্থাৎ চার মাসকাল প্রত্যহ মধ্যাহ্নে জলপান করান।

বিশ্বা। স্থির হও, স্থির হও। অপরাধের শাস্তি এক বৎসর শ্বশুরগৃহে বাস ও নাগরিকগণের অহোরাত্র উপবাস। আর নগরমধ্যে ঘোষণা ক'রে দাও, যে নারিকেল-বৃক্ষ ছেদন করবে, তা'র শত ব্রহ্মহত্যার পাতক হবে।

২য়-অ। বসুমিত্র নামে এক ব্যক্তি কিছুদিন পূর্ব্বে একটি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেছিল, সম্প্রতি তার একটি পুত্র জন্মেছে, এখন বিষয় কিরূপ ভাগ করা যাবে?

বিশ্বা। এ তো দেখছি দায়ের ব্যবস্থা, মনু-দেখতে হবে। আমার যোগাদির বিস্তর ব্যাঘাত দেখছি। দেখ মন্ত্রী, আমি দেখছি যে, প্রত্যহ রাজকার্য্য করা আমার সুবিধা হবে না, আমার নামে তুমি রাজকার্য্য কর; যেখানে কোন সন্দেহ হবে, তুমি আমাকে সংবাদ দিও।

(নেপথ্যে কোলাহল)

নেপথ্যে। আর না, আর না, যেখানে দু'চক্ষু যায়, সেইখানে যাই চল।

বিশ্বা। কিসের কোলাহল ?

মন্ত্রী। প্রজাবর্গ রাজধানী ত্যাগ ক'রে রাজার অনুসরণে প্রবৃত্ত হয়েছে, সম্ভবতঃ তা'রই কোলাহল।

বিশ্বা। পুণ্যশ্লোক দাতা হরিশ্চন্দ্র কি আমায় তবে প্রজাশূন্য রাজত্ব দান করেছেন ?

(সেনাপতি জলধর সিংহের প্রবেশ)

জল। প্রভু, প্রণাম চরণে।

বিশ্বা। তুমি কে ? তোমার প্রয়োজন ?

মন্ত্রী। ইনি মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের প্রধান সেনাপতি।

জল। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র আমার অন্নদাতা, সেই অন্নদাতার অনুসন্ধানে যাব, তাই মন্ত্রী মহাশয়ের অনুমতি ল'তে এসেছি।

বিশ্বা। মন্ত্রী মহাশয়ের অনুমতি! তবে আমি কেহ নয় ? তুমি জান, তোমাদের রাজা আমায় সর্ব্বস্ব দান করেছেন; এ রাজত্ব আমার, তোমরা আমার অধীন প্রজা মাত্র; নিজের ইচ্ছামত কোন কার্য্য করবার তোমাদের অধিকার নাই।

জল। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র আপনাকে সমস্ত দান করেছেন সত্য, এ রাজত্ব আপনার, তাও সত্য, কিন্তু প্রজার ইচ্ছার উপর তাঁর কোন অধিকার ছিল না। প্রজার ইচ্ছা দান করতে তিনি পারেন না। প্রজার যদি ইচ্ছা না হয়, তিনি কি বল-পূর্ব্বক রাজ্যে বাস করাতে পারেন ?

বিশ্বা। তুমি কি করতে চাও ? স্মরণ থাকে যেন, এই অঙ্গুলিচয় আজ স্রুক ধারণ করেছে ব'লে ধনুশ্চালনার পূর্ব্বসংস্কার বিস্মৃত হয় নাই।

জল। আপনার পূর্ব্বসংস্কার থাকতে পারে, কিন্তু জটাবল্কলে বাণ বিদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের সংস্কার নয়।

বিশ্বা। বিশেষতঃ যখন সেই জটাবল্কলধারীর কটাক্ষে ক্ষত্রিয়কুল ভস্ম হয়।

জল। বড় কষ্টে যে ব্রহ্মতেজ সঞ্চয় করেছেন, কেন তা ক্ষয় করবেন ? আবার তো রাজদণ্ডধারণের প্রয়াসী হয়েছেন, রাজনীতির কুটচক্রে অপ্রিয়-জনকে নির্য্যাতন করবার ব্যবস্থার তো অপ্রতুল নাই।

বিশ্বা। তোমার বাক্য বিদ্রোহোত্তেজক,—বিদ্রোহীর শাস্তি প্রাণদণ্ড।

জল। কে বলে বিশ্বামিত্রের হৃদয়ে দয়া নাই ? দয়াময়, দয়াময়, তা'ই করুন, শীঘ্র আমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিন, তা হ'লে এ দগ্ধ-নয়ন রাজচক্রবর্ত্তী হরিশ্চন্দ্রকে আর ভিখারিবেশে দেখবে না। রাজর্ষি! সত্যই আমি বিদ্রোহী, যমালয়ই আমার উপযুক্ত স্থান।

বিশ্বা। তুমি প্রাণের ভয় কর না ? আচ্ছা, তুমি যথেচ্ছা গমন কর।

জল। প্রণাম। [প্রস্থান।

বিশ্বা। মন্ত্রি! তোমার আর কিছু বক্তব্য আছে ?

মন্ত্রী। আজ্ঞে না, আমার আর বক্তব্য কি ?

বিশ্বা। উত্তম, আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হলেম। সাবধানে রাজকার্য্য কর, সময়ে সময়ে এসে আমি তত্ত্বাবধারণ ক'রে যাব। আর দেখ, অতিথিশালা, পান্থনিবাস, আতুর-আশ্রম প্রভৃতির প্রতি বিশেষ মনোযোগ রেখো। রাজকোষে যে সমস্ত অর্থ সঞ্চিত আছে, তার যেন কিছুমাত্র ব্যয় না হয়। তুমি অর্থশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, তোমাকে এ সম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। মনে রেখ, রাজকোষের অর্থ রাজার বা অপর কাহারও নিজস্ব নয়, প্রজাবর্গের উপকারসাধনই রাজকোষে অর্থসঞ্চয়ের উদ্দেশ্য। আমি এখন চল্লেম, আজ সভাভঙ্গ হ'ক।

[কামন্দক ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

কাম। এক এক বেটা ক্ষেত্রী যেন কেউটে সাপ! চক্র ধরেই আছে। ছ'মাস খেতে না দাও, বেটাদের সমান তেজ। এইবার হয়ে এসেছে, আমাদের ঠাকুর একেবারে গোড়া থেকে ধরেছেন, একেবারে নির্ম্মূল না ক'রে ছাড়বেন না। না বাবা, রাজত্ব করা হ'ল না, ঠাকুর বুঝে সুজেই আমাকে রাজা করেন নি, এ বেটাদের উপর সর্দ্দারি করা আমার মত আলোচাল-হরীতকী-খেগো বামুনের কাজ ? তবে যদি গুরুদেব ভস্মলোচন ক'রে দিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে দেন, তা হ'লে এক রকম রাজ্য কর্ত্তে পারি; ও দিকেও তলোয়ারের খাপ খুলবে, আমিও এ দিকে চোখ কটমটাচ্ছি—আর একেবারে ভস্ম! তার পর ছাইগাদার উপর ব'সে রাজত্ব করি। ও হয় না, হয় না, ও কেমন হয় না; যদি হ'ত তো ভগবান্ কি আর করতেন না; ও যার যা, তিনি ঠিক ভাগ ক'রে দিয়েছেন। দিব্য কুশ তুলবো, তাল পাড়বো, গাই দুইবো, আর চরু খেয়ে উদরকে ব্যোমযানে পরিণত করবো, বেশী হেঙ্গামা পড়লে ঐ ব্রহ্মাস্ত্র ভস্মকরাটুকু রইল।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বারাণসী—পথ।

(ব্রাহ্মণগণের প্রবেশ)

ঢুখিয়া। বলি ও শীতল মিশির, মহারাজের অনেক বিলম্ব হচ্ছে না? এখনও একটা হাতী-ঘোড়ার দেখা নাই. তৈজসপত্র এসে পৌঁছায় নি, এর পর মহারাজ হরিশ্চন্দ্র কখন্ নিজে এসে পৌঁছিবেন, তার তো স্থির নাই।

শীতল। তাই তো আমি বলছিলেম, আর তিনি এসে পৌঁছিলেই তো কার্য্য শীঘ্র সমাধা হয়ে যাবে না, পৃথ্বীনাথের দান শেষ হ'তে সাত দিনই নেয় কি এক পক্ষই নেয়।

অচল। তা হ'ক, আমরা ঘাটওয়াল, আমরা আগে পাব, কি বল ফেকু ভাই? এরা আরতির বামুন, এদের আনাই অন্যায়; এদের যা পাওনা-টাওনা, তা মন্দিরে বসেই পাবে।

ফেকু। যাক ভাই, যার বরাতে যা আছে, তাই পাবে, কাজিয়াতে কাজ নাই। আমি বলছি, বরং চল, ততক্ষণ কামাখ্যার রাণীর কালীবাড়ীটে সেরে আসি। শীতল মিশির যা বল্লে, তা ঠিক, এখানে এখনও ঢের দেরী আছে।

অচল। কামাখ্যার কালীবাড়ীতে গিয়ে এখন কি করবে? বনুয়া মহারাজ ব'লে দেছেন যে, সেখানে সকালে কেবল সধবা কুমারীর বিদায় হবে। আমাদের ব্রাহ্মণদের যা কিছু দেওয়া থোওয়া আরম্ভ হবে, সে তিন প্রহরের পর।

ফেকু। শুন অচলজী, অযোধ্যা-নায়কের দান পাবার জন্য এমন ক'রে দাঁড়িয়ে থাকাটা আমার বড় ভাল লাগছে না। তাঁর বারাণসী আসবার কারণ তো শুনেছ? সমস্ত পৃথিবী বিশ্বামিত্রকে দিয়ে এখানে আসছেন। উপস্থিত হ'বামাত্র তাঁর কাছে হাতটা পাত্তে আমার কেমন লজ্জা কচ্চে।

অচল। ফেকু! ঘাটওয়ালী তোমার কাজ নয়। লজ্জা কচ্চে! আমরা যদি হাত পেতে দান না নেব, তা হ'লে যাত্রীর উদ্ধার হবে কিসে? কাশীতে আসাই তো দান কর্ত্তে, আর কি পুণ্য বেশী আছে? আর অযোধ্যানাথ বিশ্বামিত্রকে রাজ্যই দান করেছেন, তা ব'লে তিনি একেবারে নিঃস্ব হয়ে কাশীতে আসবেন না। সেবারে মনে নেই, পঞ্চনদের যে ভুঁইয়া রাজা এখানে দণ্ড নিতে এলো, সেও তো পাশা-খেলায় সর্ব্বস্ব হারিয়েছিল, তবু কিছু ছিল না —তবু তাঁর সঙ্গে এককোটি সোনা ছিল, আর জহরতই বা কত!

শীতল। হাঁ হাঁ, বড়লোক গরীব হ'লেও যা থাকে, তা অন্যের পর্ব্বত। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র ভিখারী হয়েও যা সঙ্গে আনবেন, তা'তে দশটা কামাখ্যার রাণীকে কিন্‌তে পারবেন। আমি ঘাটে ডিঙ্গী ঠিক ক'রে রেখেছি, মহারাজকে ব'লে তাঁর এক জন লোক নিয়ে আমায় ও-পারে যেতে হবে।

ফেকু। কেন?

শীতল। কেন—জান না? আমি কি কাশীতে প্রতিগ্রহ ক'রে মহাপাতক করবো? ও কাজটা আজ পর্য্যন্ত আমার দ্বারা হয় নি। মহারাজের দু'হাজার পাঁচ হাজার যা ইচ্ছা হয় দেবেন, লোক আমার সঙ্গে ওপারে গিয়ে সেইখানে তা দিয়ে আসবে। তবে আমি নেব, ডিঙ্গী ভাড়ার দামড়ী আমি নিজে দেব। কাশীতে দান গ্রহণ! প্রতিগ্রহ! —তা আমা হ'তে হবে না!

(বটুকের প্রবেশ)

বটুক। জয় বিশ্বনাথ! জয় মহাবীরজী! কেঁও ভাই শীতল মহারাজ, আচ্ছা তো হো? আরে ফেকু ভাই, এক আধ বিড়ি পান তো মাঙ্গাও। কেঁও, অযোধ্যা নরেশ আ পৌঁছা?

অচল। না, এখনও আসেন নি, আমরা তাঁরই অপেক্ষায় রয়েছি; তুমি কি মনে ক'রে?

বটুক। দান পুণ্ তো কুচ হোগা?

শীতল। তা হবে; তা বটুকজী, তুমি আর আমাদের উপর ভাগ বসাতে এলে কেন? বিশ পঁচিশ-খানা বাড়ী করেছ, সোনা-চাঁদিরও অভাব নাই, তোমার আর ভিক্ষে করাটা ভাল দেখায় না।

বটুক। হাঃ হাঃ হাঃ! আরে শীতল ভাই, ব্রাহ্মণকা ধরম ছোড়েগা? আশীষ করুকে দো এক দামড়ী মিল যায় তো ছোড়না নেই চাহিয়ে; কুচ না হোয় ভাঙ্গ খানেকাভি খরচা তো হো যাগা—

(হরিশ্চন্দ্র, শৈব্যা ও রোহিতাশ্বের প্রবেশ)

এই সেও ভাই, ফিন কাঙ্গাল আ গিয়া, পরদেশী হোগা। কেঁও রে তু কাঁহাসে আতা? আরে বাঃ বাঃ বাঃ, মেরারু বি লায়ো, বাচ্ছাভি লায়ো, তেরা লালচ বড়া ভারি দেখেরে; অযোধ্যা-নরেশ

হরিশ্চন্দ্র আতে হেঁ, জরু-বেটা লেকে দান লেনে আয়া—বাঃ বাঃ!

রাজা। আপনারা কি হরিশ্চন্দ্রের নিকট দান পাবার প্রত্যাশায় এখানে অপেক্ষা কর্‌ছেন?

ফেকু। ভাই, পৃথ্বীনাথ হরিশ্চন্দ্র বল! যিনি স্বেচ্ছায় সসাগরা ধরা দান ক'রে গৃহত্যাগী হয়েছেন, তাঁর নাম অমন ক'রে বলতে নাই।

বটুক। হাঁ, এ মরদোয়া বড়ে লম্বে লম্বে বুলি চালাতা, পৃথ্বীনাথকো পাশ দান মাঙনে আয়া আর কয়তেঁহে হরিশ্চন্দ্র। হরিশ্চন্দ্র তেরা বাবাকা কাম্‌দার। মারে থাপ্পড়।

ফেকু। থাক্ থাক্ বটুকজী, গাঁওয়ার লোক—ও কি কথা কইতে জানে।

রাজা। বিপ্রগণ! আমি তোমাদের দাস, চরণে প্রণাম করি। কিন্তু আপনারা বৃথা আশায় সময় নষ্ট কর্‌ছেন। যাকে আপনারা পৃথ্বীনাথ হরিশ্চন্দ্র বলছেন, সে একটি কপর্দ্দকও দিয়ে আপনাদের চরণের সম্মান রক্ষা করতে সমর্থ হবে না। বোধ হয়, আপনারা শুনেননি যে, তিনি যথাসর্ব্বস্ব রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের শ্রীচরণে উৎসর্গ ক'রে বারাণসী বাস করতে ইচ্ছুক হয়েছেন।

শীতল। কেন কেন? তুমি কিছু পথে দেখে এলে নাকি? রাজা এখন কত দূরে আছেন? সঙ্গে হাতী ঘোড়া কি খুব বেশী নাই? কখানা রথ আছে?

রাজা। হরিশ্চন্দ্রের অা. রথ নাই, স্ত্রী-পুত্র ভিন্ন সঙ্গে অন্য সাথী নাই, পরিধান বস্ত্র ভিন্ন অন্য সম্বল নাই।

বটুক। আরে কহো জী, ভালা এ ক্যা? দেখেহো ফেকু, এ পরদেশীয়া কো বাচ্ছিকো আঙ্গমে ক্যা ঝমকতা দেখেহো? কেঁওরে আগেসে আপনে দান পৃথ্বীনাথ সে মাঙ্গালে কর আব হামলোককো ভাগাতা হো—ঝুটা!

ফেকু। (স্বগত) তাই তো, এ শিশুটির অঙ্গে তো বহুমূল্য অলঙ্কার সব দেখছি! আ মরি মরি, বালকের কি সুন্দর রূপ! আর এ বিদেশী পুরুষের তো কাঙ্গালের আকৃতি নয়! (প্রকাশ্যে) ভাই বটুকজী যা বলেছেন, তা কি সত্য? তোমার পুত্রের অঙ্গে যে অলঙ্কার, তা কি রাজা হরিশ্চন্দ্রের নিকট ভিক্ষা ক'রে পেয়েছ?

শৈব্যা। (স্বগত) হা বিশ্বনাথ! আজ কাশী-বাসীরা রাজ্যেশ্বরকে ভিখারী ব'লে সম্বোধন করছে, এই আমায় শুনতে হ'ল! এই প্রথম।

বটুক। কেঁও বাচ্ছা, মতিয়া হার তোমকো কোন্ দিয়া?

রোহিত। কেন ব্রাহ্মণ, আমার পিতাই আমাকে সব অলঙ্কার দিয়েছেন। তোমরা কি পৃথিবীর লোক নও, পৃথ্বীনাথ হরিশ্চন্দ্রকে চেন না?

অচল। কৈ—কোথায় মহারাজ?

রোহিত। সে কি! এই যে তোমাদের সামনেই!

রাজা। বাবা! বাবা!

সকলে। অ্যাঁ, কৈ কৈ? (সকলে সতৃষ্ণভাবে চতুর্দ্দিক দর্শন)

রাজা। (স্বগত) আর গোপনে ফল কি? (প্রকাশ্যে) কাশীবাসী বিপ্রগণ! ব্যস্ত হবেন না, এ দাসকেই লোকে পূর্ব্বে হরিশ্চন্দ্র বোল্‌তো।

সকলে। (সচকিতে) অ্যাঁ, সে কি!

শীতল। মিথ্যা কথা।

অচল। অসম্ভব।

বটুক। দেল্ লাগি!

ফেকু। রোসো রোসো—ভাল কোরে দেখ দেখি, এই তেজঃপুঞ্জ আকৃতি কি ভিখারীর? অন্নপূর্ণার ঐ সুবর্ণ-ছায়া কি কাঙ্গালের ঘরে শোভা পায়? এই প্রফুল্ল কমল-কোরক কি কখন গোময়-হ্রদে প্রস্ফুটিত হয়? আমরা এতক্ষণ অন্ধ হয়েছিলেম, তাই ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি—দীনবেশী রাজশ্রী চিন্‌তে পারি নি!

বটুক। কহে ভাই সচ কহে হো! দেখো দেখো, বালককা ললাটমে রাজটীকা জ্বল রহে হ্যায়। পৃথ্বীনাথ! কাশীবাসী ব্রাহ্মণকা আশীষ লেও—সর্ব্বত্র জয় রহে!

সকলে। জয় রহে! জয় রহে! জয় মহারাজ হরিশ্চন্দ্র!

বটুক। জয় রাণীজীকি জয়! জয় কুমারজীকি জয়!

সকলে। জয়! রাণীজীকি জয়! জয় কুমার-জীকি জয়!

রাজা। শৈব্যা, আর তো রাজমুকুট ললাটে নাই; এস, ব্রাহ্মণগণ-চরণে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করি।

(সকলের প্রণাম)

বিপ্রগণ! যখন বিশ্বামিত্র ঋষির চরণে সর্ব্বস্ব উৎসর্গ ক'রে স্ত্রী-পুত্র সঙ্গে রাজ্য হ'তে বিদায় গ্রহণ করেছিলুম, তখন বুঝতে পারি নি। এখন বুঝতে পারছি, কাঙ্গাল কাকে বলে, দরিদ্রের কি মনো-দুঃখ! হরিশ্চন্দ্রের জীবনে আজ এই প্রথম প্রার্থীকে

নিরাশ করতে হ'ল! আপনারা দান গ্রহণ করে আমায় কৃতার্থ করবার জন্য আশায় অপেক্ষা করছিলেন, আমি অভাগা একটা হরীতকী দিয়েও আপনাদিগের পূজা করতে পারলুম না।

শীতল। অঁ্যা, সে কি? তবে কি মহারাজ সত্য সত্যই সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে এসেছেন? কথার কথা নয়—সত্য সর্ব্বস্ব! একবারে নিঃস্ব, মহারাজ! আপনি তবে কিরূপে কাশীবাস করবার সঙ্কল্প করেছেন?

রাজা। দেব! শুনেছি, অন্নপূর্ণার রাজধানীতে কেহ উপবাসী থাকে না, সে জন্য দুঃখ নাই, আমি যে আপনাদের আশায় নিরাশ করলুম, যা জীবনে হয় নাই, তা হ'ল, প্রত্যাশী ব্রাহ্মণকে প্রত্যাখ্যান করতে হ'ল, এই ক্ষোভেই আমার হৃদয় দগ্ধ হচ্চে!

রোহিত। কেন বাবা, আপনি ব্রাহ্মণদের ভিক্ষা দিন না; এই তো আমায় অলঙ্কার রয়েছে, মা অলঙ্কার ত্যাগ করেছেন, আপনি ত্যাগ করেছেন, আমার তবে এতে কাজ কি?

শৈব্যা। ও হো হো, বাছা রে!

রোহিত। কেঁদ না মা, আর তো আমি রাজসভায় যাব না, এখানে অলঙ্কার কে দেখবে? বাবা সমস্ত পৃথিবী দিলেন, আর আমি গায়ের এই সামান্য অলঙ্কার কখানা দিতে পারবো না? আসুন আর্য্য! আপনাদের যাঁর যা ইচ্ছা, এই খুলে নিন।

অচল। রসো রসো—আমি আস্তে আস্তে নিচ্ছি। দেখ শীতলজী, মতির হার একছড়া আমার।

বটুক। অচল ত্রিবেদী! হটকে খাড়া রহো।

কুমারজী! আপকো বচনসে হাম লোক খোস হো গিয়া, আশীষ করে, আপ পৃথ্বীনাথ হো যাইয়ে। আপনে অলঙ্কার রাখ দেও, হামলোক কোই নেই ও পরশ করেগা।

ফেকু। বাঃ বাঃ বটুক ভাই! মহারাজ! আপনার এ দশা দেখে আমাদের প্রাণে যে কি হচ্ছে, তা জানাতে পারি না। আপনি ক্ষুব্ধ হবেন না, জগতে আপনার তুল্য দাতা জন্মগ্রহণ করেন নাই, আমরা বিনা দানেই আপনার ন্যায় দানবীরের দর্শনেই কৃতার্থ হয়েছি। জয় দাতা হরিশ্চন্দ্র মহারাজ!

সকলে। জয় দাতা হরিশ্চন্দ্র!

রোহিত। না না, আপনারা গহনা নিন, নৈলে বাবার মনের দুঃখ যাবে না, আমারও মন কেমন করবে।

সকলে। জয় দাতা হরিশ্চন্দ্রের জয়!

(বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

বিশ্বা। ইস্! দাতা হরিশ্চন্দ্রের জয়! আবার এখানে কি দানের ঘটা লাগিয়েছেন মহারাজ? এখনও আমার দক্ষিণার ঋণ পরিশোধ হয় নাই, অথচ গোপনে ধন এনে কাশীতে দাতা হচ্ছেন? ও দানে পুণ্য নাই মহারাজ, ও দানে পুণ্য নাই!

রোহিত। মুনি! বাবা তো কিছু আনেন নাই। মা বাবা দু'জনে আপনাদের গায়ের গহনাগুলি পর্য্যন্ত দিয়ে এসেছেন। আমি আমার এই গহনাগুলি ব্রাহ্মণদের দয়া ক'রে নিতে বলেছিলুম, তা এখন আমি রাজপুত্র নয় ব'লে বুঝি ওঁরা আমার দান গ্রহণ করছেন না।

ফেকু। না বাবা, তুমি চিরদিন রাজপুত্র; তা ব'লে কোন্ পাষাণ তোমার ওই কোমল অঙ্গ থেকে গহনাগুলি খুলে নিতে পারে?

বিশ্বা। বলি রোহিতাশ্ব, কার অলঙ্কার দান করছিলে? ওগুলি কি তুমি কুবেরের ভাণ্ডার জয় ক'রে এনেছ? তোমার পিতাই তো ওগুলি তোমায় দিয়েছিলেন। তবে ওগুলিও এখন কার? মহারাজ তো দেখছি পুত্রকে বেশ সুশিক্ষিত করেছেন! এখন ওগুলি কি নিজে হাতে ক'রে দেবেন—না আমিই নেব?

ফেকু। অঁ্যা, এ কি! এই কি বিশ্বামিত্র ঋষি নাকি?

বিশ্বা। এখনও বিলম্ব করছেন যে? রোহিত, এ দিকে এস, দাও—দাও তোমার অলঙ্কার দাও। (অলঙ্কার উন্মোচন)

ব্রাহ্মণগণ। ধিক্ ধিক্—ধিক রহে!

বিশ্বা। কি, আমায় চেন না?

বটুক। নেহি, আপকো কালভৈরব পচান্‌তেহে, হাম কেয়া জানেগা! আপ ঋষি হ্যায়?

বিশ্বা। হ্যাঁ।—তুমি কে?

বটুক। হাম ভ্রষ্ট—চণ্ডাল! আপ যত্তপি ঋষি হোয়, ব্রাহ্মণ হোয়, তব আজসে ব্রাহ্মণত্ব ছোড়কে হাম চণ্ডাল হোগা, ভ্রষ্ট হোগা! আপ যত্তপি স্বরগমে যায়, তো বিশ্বনাথ-জীকো চরণ পাকড়াকে হাম নরকমে স্থান মাঙ্গ লেগা! আপকা হাতমে বিজলী গির্‌তি নেহি, আঁখসে লোহ নিকাল্‌তা নেহি? এহি ফুলকা অঙ্গসে অলঙ্কার উতার লেতে হো!—ছোঃ ছোঃ ছোঃ!

বিশ্বা। দেখ, আমার সঙ্গে বাচালতা ক'র না, অভিসম্পাতের ভয় রাখ না?

ফেকু। কিসের অভিসম্পাত? রাজর্ষি—যে যজ্ঞোপবীতের তেজে আপনি এত আস্ফালন করছেন, তা আপনার আয়াসলব্ধ, আর আমাদের মাতৃগর্ভের স্বত্ব; আধুনিক ধনীরাই ধন অত্যাচারের জন্য ব্যবহার করে—যথার্থ ব্রাহ্মণ কথায় কথায় অভিসম্পাত প্রদান করেন না।

বিশ্বা। স্থির হও। তোমাদের সহিত শাস্ত্রবিচার করবার সময় আমার নাই।

শীতল। না, এখন কচি ছেলেটা আসটার গলাটা টিপে তাবখানা বাড়ুখানা নেবার সময়। ঋষিবর আমি আপনার না দেবতার কার বেশী বাহবাটা দেব, স্থির করতে পারছি না।

বিশ্বা। ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ! বুঝচো না যে, তোমাদের ক্ষুদ্রত্বই আজ তোমাদিগকে বিশ্বামিত্রের কোপানল হ'তে রক্ষা করলে। মহারাজ কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই প্রহসনের অভিনয় দেখবেন, না আপনার অঙ্গীকৃত দক্ষিণা দিয়ে আমায় অবসর দিবেন?

রাজা। দেব—

বিশ্বা। আর কি! আপনি ধার্ম্মী হয়েও কি দিন গণনা করেন নি, আজ যে আপনার প্রার্থিত একমাস পূর্ণ হ'ল। আমি বনবাসী তপস্বী, আপনার রাজ্যের কোন সাধু মহাজন নই যে, ঋণপত্র লয়ে নিরন্তর যাতায়াত করবো; আপনি ঋণ পরিশোধ ক'রে সত্যপালন করবেন কি না, স্পষ্ট ক'রে বলুন।

শীতল। চল ভাই, আমরা ক্ষুদ্র—অতি ক্ষুদ্র—দানগ্রাহী ব্রাহ্মণ। এখানে উপস্থিত থেকে মহানুভব ধর্ম্মাত্মা রাজর্ষির নরমেধযজ্ঞ দেখা আমাদের উচিত নয়, আমাদের হৃদয় ক্ষুদ্র—অতি মহৎ ধর্ম্মবীর রাজর্ষির ভাস্কর সত্যনিষ্ঠা দেখলে সে ক্ষুদ্র হৃদয়ে ব্যথা পায়, দুর্ব্বল চক্ষে জল আসে।

ফেকু। হাঁ ভাই, চল, উপস্থিত থেকে রাজরাজেশ্বরের এ অপমান—কাতরতা দেখা যায় না।

বটুক। কহিয়ে ঋষিরাজ, পৃথ্বীনাথ ক্যা সত্য কিয়া?

বিশ্বা। সহস্র সুবর্ণ দক্ষিণা দেবার সত্য করেছেন, দক্ষিণা ভিন্ন দান তো সিদ্ধ হয় না।

বটুক। কৃপা করকে হামরা সাথ চলিয়ে, হাম আপকো কাঞ্চন দে দেগা। পৃথ্বীনাথকো ঋণসে মুক্ত কর দিজিয়ে।

বিশ্বা। বটে! তুমি যে এক জন রাজচক্রবর্ত্তী ভিখারী দেখছি!

বটুক। হামরা কেয়া—বিশ্বনাথকা ধন।

বিশ্বা। তা বেশ বেশ, যা দেবে, মহারাজকেই দাও, ওঁকে নিতে বল, আমি ওঁর হাতেই দক্ষিণা গ্রহণ করবো।

বটুক। নরেশ! আপকা সূর্য্যবংশকা অন্ন মেরা বাপ দাদা নে বহুত খায়া, অন্নদাতা, গরীবকা অর্থ লেনেসে আপকো সরম নেই হোগা।

রাজা। (স্বগত) বিশ্বনাথ! কে বলে, তোমার জগতে দয়া নাই? সহৃদয়তা নাই? পরদুঃখকাতরতা নাই? দানগ্রাহী ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ আমার নিকট যৎকিঞ্চিৎ প্রত্যাশাপন্ন হয়ে এসেছিল, সে এখন নিজের কষ্টার্জ্জিত ধন দিয়ে আমায় এই ঘোর বিপদ থেকে রক্ষা কত্তে উদ্যত।

বিশ্বা। মহারাজ, ভাবছেন কি? আপনার পুণ্যে কাশীর ভিখারীও দাতা হয়েছে। এখন নিন, ব্রহ্মস্ব হরণ ক'রে ব্রাহ্মণের ঋণ পরিশোধ করুন।

ফেকু। নরনাথ! আমাদের প্রতি অনুকূল হন, বটুকজীর প্রস্তাবিত অর্থ গ্রহণ ক'রে আপনি ঋণমুক্ত হন, আমরা আপনার জয় জয় ক'রে বিদায় গ্রহণ করি।

রাজা। দ্বিজবর! আপনার অলৌকিক সহৃদয়তা আমি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করছি, কিন্তু আশীর্ব্বাদ ভিন্ন আপনাদের নিকট অন্য কিছু গ্রহণে তো আমাদের অধিকার নাই, বিশেষ, উদরান্ন ভিন্ন ক্ষত্রিয়ের অন্য কিছু প্রতিগ্রহ নিষিদ্ধ।

ব্রাহ্মণগণ। সাক্ষাৎ ধর্ম্ম! সাক্ষাৎ ধর্ম্ম!

ফেকু। নরেশ! এ কথার উপর আমরা আর কি বলবো! উঃ, এই কষ্টেও ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম বিচলিত হয় না। চল বটুক, আমরা যাই, যে কষ্ট লাঘব করতে পারবো না, তা দেখবার প্রয়োজন নাই।

বটুক। চল, নরনাথ! কাশীবাস করনে হোয়, গরীব ব্রাহ্মণ কো দো মোকাম হ্যায়—আপহিকা মোকাম জানিয়ে। জয় ধর্ম্মবীর হরিশ্চন্দ্রকী জয়!

সকলে। জয় ধর্ম্মবীর হরিশ্চন্দ্রের জয়!

[ব্রাহ্মণগণের প্রস্থান।

বিশ্বা। ধর্ম্মবীর! এখন ধর্ম্ম রক্ষা কর। স্তাবকরা তোমার জয়গান ক'রে আমায় তো বিলক্ষণ শ্লেষ করছে; আপনি কি আমাকে লোক সমাজে তিরস্কার করবার জন্যই দান করেছেন?

রাজা। তপোধন! এতে দাসের অপরাধ কি?

বিশ্বা। না না, অপরাধ কিছু নয়, এখন দক্ষিণা দিন, আমিই অপরাধমুক্ত হয়ে যাই।

রাজা। শৈব্যা! কি করি—কি হবে! নিজের সঞ্চয় না বুঝে কেন প্রতিশ্রুত হয়েছিলুম! ওঃ, ঋণ—! কি ভয়ানক শব্দ শৈব্যা!

শৈব্যা। মহারাজ! আমরা তিন জনে মিলে ঋষিবরের সেবায় নিযুক্ত হ'লে কি এ ঋণ পরিশোধ হবে না?

বিশ্বা। মহারাণি! আমি ফলমূলাহারী বনবাসী তপস্বী, আমার দাসদাসীর প্রয়োজন? বিশেষ রাজদাস পালন আমার সাধ্যাতীত।

রাজা। তবে কি হবে! কিরূপে আপনার ঋণে মুক্ত হব, আপনিই আমায় যুক্তি দিন। দেখছেন তো আমার কিছুই নাই। রাজমুকুট বর্জ্জন করেছি, ধনুর্দ্ধারণে ধনাহরণের অধিকার সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছে, জাতিতে ক্ষত্রিয়—ভিক্ষাও নিষেধ। আমার কিছু নাই, কিছু নাই! কি হবে, কোথায় ধন পাব? কিরূপে ঋণ পরিশোধ করবো? উপায় কি? উপায় কি? আমার কিছু নাই! কিছু নাই!

বিশ্বা। হরিশ্চন্দ্র! সত্যই কি তোমার কিছুই নাই? আমি তো দেখছি, তুমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী।

রাজা। ঋষিবর! আমি ব্যঙ্গের পাত্র হয়েছি বটে, কিন্তু আপনার মুখে ব্যঙ্গ সাজে না।

বিশ্বা। ব্যঙ্গ নয়; আপনার স্ত্রী-পুত্র রয়েছে, আপনি নিজে রয়েছেন, এ অপেক্ষা মূল্যবান্ ঐশর্য্য জগতে আর কি আছে? আপনি আমার সেবা ক'রে ঋণ পরিশোধ করতে প্রস্তুত আছেন, আমার সেবকের প্রয়োজন নাই; কিন্তু এই বারাণসীধামে অপর অনেকের সে প্রয়োজন থাকতে পারে। দরিদ্রের তো সেবা-বিক্রয়ের অধিকার আছে।

রোহিত। ঋষি! আপনি কোন্ বামুন? আচার্য্যের কাছে তো আমি অনেক বামুনের উপাখ্যান শুনেছি, মাও কত পুরাণের গল্প করেছেন; আপনার মত তো বামুনের কথা কখনও শুনি নে!

শৈব্যা। বাবা, বাবা, চুপ কর, ব্রাহ্মণের সঙ্গে উত্তর করতে আছে? মহারাজ! ঋষিবর ঋণপরিশোধের উপায় ইঙ্গিত করেছেন, আমি বুঝতে পেরেছি; আমরা নিজে ভেবে যা স্থির করতে পারি নি, উনি অনুগ্রহ ক'রে তা ব'লে দিয়েছেন। আজকের সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই ঋণ পরিশোধ হবে। ঋষিবরের কষ্ট হচ্ছে, স্নান আহ্নিক ক'রে আসতে বলুন।

রাজা। বুঝেছি, শৈব্যা বুঝেছি—আমিও বুঝেছি—বুঝে প্রস্তুত আছি। কিন্তু তোমরা কোথায় যাবে? প্রাণের শৈব্যা! প্রাণের রোহিতাশ্ব! তোমাদের ভিক্ষা ক'রে এনে কে খাওয়াবে? বিশ্বনাথ, তুমিই জান। ভগবান্! দাস আপনার উপদেশ গ্রহণ করলে, বাজারেই আমাদের সাক্ষাৎ পাবেন। শ্রান্তি দূর ক'রে আসুন।

বিশ্বা। উত্তম, উত্তম! সত্য পালন কর, ধর্ম্ম রক্ষা কর। রাজ্য কি? ঐশ্বর্য্য কি? রজতকাঞ্চন কি? কিছু না—কিছু না, অকিঞ্চিৎকর ধূলিকণা মাত্র; ধর্ম্মই সব—স্বার্থত্যাগই সব।

[প্রস্থান।

শৈব্যা। প্রণাম।

রাজা। চল শৈব্যা, এস রোহিতাশ্ব, এস, আরও কঠোর পরীক্ষা আছে। অনেক সহ্য করতে হবে। বিশ্বনাথ! বিশ্বনাথ!

শৈব্যা। মা অন্নপূর্ণা!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বারাণসী—দুর্গাকুণ্ডের সম্মুখ।

কামন্দক।

কাম। এখনও প্রভুর দেখা নাই। ঠাকুর ভাবছেন যে, হরিশ্চন্দ্রকে খুব জব্দ করেছি, কিন্তু আমি দেখছি যে, হরিশ্চন্দ্রই ঠাকুরের নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছে। এর ভিতর দেবতাদের কারচুপি আছে। যেমন সৃষ্টি স্থিতি-প্রলয় করতে গিয়েছিলেন, তেমনি তপস্যা-টপস্যা ঘুরিয়ে না দিয়ে—নে ছোট্ট, খত বগলে ক'রে পাওনা আদায় কর! দেবতারা না হ'লে এমন ফন্দির চাল কেউ চালতে পারে না। সেই মেনকাকে ছেড়ে দিয়ে একবার ঠাকুরকে কাহিল ক'রে দিয়েছিল, আর এবার সৈবি চালে চরকার পাকে ঘোরাচ্ছে। আছে বৈ কি—আছে বৈ কি!—দেবতাদের একটু কিছু দেবত্ব আছে বৈ কি! হাড় মাস নিয়ে কি তাঁদের তাচ্ছীল্য কল্লে চলে! ঐ জন্যই বাপু আমি টিকীটা আসুটা দেখলে একটা গড় ক'রে চ'লে যাই। এই যে ঠাকুর আসছেন, একেবারে রণমূর্ত্তি, সন্ সন্ বেগ—

(বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

বিশ্বা। এই যে কামন্দক—তোমার স্নানাদি হয়েছে?

কাম। আজ্ঞা হ্যাঁ, গঙ্গায় আময়দা জল আছে, একটা ডুব দিয়ে নিয়েছি—স্নান হয়েছে, কিন্তু আদিটাদি এখনও কিছু হয় নি।

বিশ্বা। তোমায় এখনই অযোধ্যা যাত্রা করতে হবে।

কাম। তবে—আদিটে আর হচ্ছে না। প্রভু, আপনি কোন্ গাছের পাকা হরীতকী খেয়েছিলেন, আমায় ব'লে দিতে পারেন?

বিশ্বা। কেন, পাকা হরীতকী কি হবে?

কাম। বলি, আপনি তো তাই উদরস্থ ক'রে ক্ষুধা-তৃষ্ণা তাড়িয়েছেন। আমাকেও যদি গাছটা দেখিয়ে দেন, তা হ'লে দু'চারটা গালে ফেলে দিয়ে জন্মের মত নিশ্চিন্ত হই। এ তীর্থে সে তীর্থে যেখানে ঘুরি—হয় মা গঙ্গা, কি যমুনা, কি সরস্বতী, কি সরযূ, একটি না একটি ঠাকরুণ কল্ কল্ ক'রে চলেছেন, ডুবটি দিতেই হয়, নৈলে ধর্ম থাকে না, আর স্নানটি করবামাত্রেই জঠরের ভিতর আদির অনল ধূ ধূ ক'রে জলতে থাকে।

বিশ্বা। আমি তোমার আহারের কথা জিজ্ঞাসা করিনি। স্নানাদি—অর্থাৎ সন্ধ্যা আহ্নিক পূজা সেরেছ?

কাম। ওঃ! তাই ত বলি, আপনার কোমল প্রাণ হঠাৎ অত কঠোর হবে কেন? ব্রাহ্মণের ছেলের আহার হয়েছে কি না, এমন কথা খামকা আপনি জিজ্ঞাসা করবেন!

বিশ্বা। লও, এই অলঙ্কারগুলি অযোধ্যায় মন্ত্রীর নিকট দাও গে, যেন যত্নে রাজ-ভাণ্ডারে রক্ষা করে।

কাম। ওটা আর কাকেও দিয়ে পাঠালে হয় না?

বিশ্বা। কেন, তোমার কি এই অযোধ্যাটুকু যেতে আলস্য হচ্ছে না কি?

কাম। নাঃ! কাশী থেকে অযোধ্যা—এই এক দৌড়ের পথ, বিশেষ পেটে কোন ভার নাই, গেলেই হ'ল, তার আর কি,—তবে আমার অন্য একটা আপত্তি—আপনি তো জানেন প্রভু, আমি কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করেছি, ও অলঙ্কারগুলি আর স্পর্শ করি কি ক'রে?

বিশ্বা। এ তোমার তো নিজের নয়, পরের দ্রব্য বহন ক'রে লয়ে যাবে মাত্র, তাতে তো আর দোষ নাই।

কাম। প্রভু, ও আত্ম-পর নাই। মণিকাঞ্চন হস্তগত হ'লেই আমার কেমন সেইগুলির বিনিময়ে ক্ষীরসর কিনে ব্রাহ্মণভোজন করাতে ইচ্ছা করে। এমন কি, অন্য ব্রাহ্মণ না পেলে নিজেই সে কষ্ট স্বীকার ক'রে ফেলি। দ্বাদশ বৎসর আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছি, ধর্মজ্ঞানও নিতান্ত কম হয়নি; ব্রাহ্মণ-সেবার জন্য আর কি আত্মদ্রব্য পরদ্রব্য জ্ঞান থাকে? তখন কামন্দক একেবারে সম্পূর্ণ নির্বিকার।

বিশ্বা। নাও, মিছে বাকচাতুরী করো না—ধর, অলঙ্কার ধর। নিতান্ত ক্ষুধা বোধ হয়ে থাকে, এস, একটু বিশ্বনাথের চরণামৃত দিই গে।

কাম। অত আহার কল্লে পথ চল্‌বো কি ক'রে দয়াময়! বিশেষ, আমার একটু অম্বলের পীড়া আছে। বাঃ! এগুলি বেশ সুন্দর অলঙ্কার! প্রভু কোথায় পেলেন?

বিশ্বা। এগুলি রাজপুত্র রোহিতাশ্বের অঙ্গে ছিল; ধূর্ত্ত হরিশ্চন্দ্র গোপনে সঙ্গে আনয়ন করেছিল।

কাম। যা বল্লেন, হরিশ্চন্দ্রের মত ধূর্ত্ত আর দেখা যায় না। এক-কথায় যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে কেমন খালি হাত-পা হ'ল; প্রভুকে দেখতে পেয়েই আস্তে আস্তে এগুলি দিয়ে দিলে বুঝি?

বিশ্বা। স্বেচ্ছায় দিলে! আমি স্বহস্তে রোহিতাশ্বের অঙ্গ হ'তে উন্মোচন ক'রে লয়েছি।

কাম। সাধু! সাধু!—ছেলেটা কেঁদে ধর্ম্মে পতিত হয়নি তো? কিন্তু ভাবছি—

বিশ্বা। কি—কি ভাবছ?

কাম। এগুলি তো রোহিতাশ্বের অন্নপ্রাশনের অলঙ্কার নয়?

বিশ্বা। কেন—তাতে কি?

কাম। সেইগুলি হ'লেই আপনি পরলে দিব্যি সাজতো! সেই কোমর পাটা—বিছে—নিমফল—হাঁসুলি—।

বিশ্বা। অলঙ্কার পরবো কি?

কাম। পরবেন বৈ কি। ছেলের গা থেকে অলঙ্কারগুলো কেড়ে আনলেন, এখন কি ভাণ্ডারে প'ড়ে গড়াগড়ি যাবে?

বিশ্বা। তুমি কি মনে কর, আমি নিজের ভোগের জন্য এই অলঙ্কার গ্রহণ করেছি?

কাম। না, তাই ত গোলে পোড়েছি। নিজেও কিছু ভোগ করবেন না, আমরা শিষ্য সেবক আছি, আমাদেরও তো দিচ্ছেন না, অথচ এক জনকে পথের ভিখারী ক'রে কেন যে এ সব গ্রহণ কল্লেন, তাও বুঝতে পাচ্ছি না। অপরাধ না লন যদি, একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো কি?

বিশ্বা। কি কথা?

কাম। আজ্ঞে—আজ্ঞে—সে দিন কি হবে! আমরা কি আবার মা'র মুখ দেখবো?

বিশ্বা। কার মুখ?—কার মা?

কাম। আপনার—দূর ছাই, এই আমার—আমার গুরু-মার; প্রভু কি একটি দারপরিগ্রহ করবেন? তাই পুত্রের জন্য পূর্ব্ব হ'তে এই রাজ্যাদি সঞ্চয় করছেন?

বিশ্বা। বাতুল! কামন্দক, শাস্ত্রাধ্যয়ন ক'রেও তোমার প্রলাপবাক্য ঘুচলো না? যাও, আর বিলম্ব করো না, সাবধানে লয়ে যাও।

কাম। প্রভু, এই বেলা ভস্ম করাটা শিখিয়ে দিন না, যদি পথে তস্কর-টস্কর আসে, অমনি কটমটিয়ে চাইব।

বিশ্বা। যাও—যাও—এ হরিশ্চন্দ্রের রাজ্যে তস্করের ভয় নাই—এই আমার—আমার রাজ্য, তুমি সেইখানেই অপেক্ষা করো, আমি দক্ষিণা গ্রহণ ক'রে তথায় উপস্থিত হব।

কাম। এখনও দক্ষিণা হয়নি বুঝি! ছেলের গায়ের গহনা পর্য্যন্ত গেছে, এখন নিজে দক্ষিণান্ত না হ'লে দক্ষিণা দিতে পারবে না।

বিশ্বা। সে চিন্তা তোমায় করতে হবে না। হরিশ্চন্দ্রের ধর্ম্মজ্ঞান আছে, সে যেমন ক'রে পারে, দেবে।

কাম। যে-ম-ন—ক-রে পা-রে—"যেমনের" মধ্যে হরিশ্চন্দ্র নিজে, "করের" মধ্যে রাণী আর "পারের" মধ্যে পুত্র—এই তো "যেমন ক'রে পারে" তিন আছে—

বিশ্বা। অনুমান মন্দ করনি—যাও।

কাম। প্রণাম।

[প্রস্থান।

বিশ্বা। কার্য্য—কার্য্য—কার্য্য। তপ জপ যাই করি, কর্ম্মফল যাবার নয়। হরিশ্চন্দ্রের কর্ম্মফল দুঃখভোগ, আমার কর্ম্মফল দুঃখদান; তাই, সকলেই এখন আমার কাছে প্রাণের কোমলতার আস্ফালন করে করুক, এও তাদের কর্ম্মফল। ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণের মস্তক অবনত করলেম; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও আমার ভয়ে শঙ্কিত হ'লেন; কিন্তু এই কর্ম্ম করায় কে, তাকে পেলেম না! কে সে? —কে সে?—কে এ কর্ম্মের কর্ত্তা?—কে কর্ত্তা?

[প্রস্থান।

—

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বারাণসী—বিপণিপথ।

(হরিশ্চন্দ্রের প্রবেশ)

রাজা। ঋণ—ঋণ—ঋণ! ওঃ—কি জ্বালা! ঋণের এত জ্বালা! হৃদয়ে শতবাণ বিদ্ধ হ'লেও বোধ হয় এত যন্ত্রণা হয় না। কালের ভীষণ ভাণ্ডারে এমন কি উৎকট ব্যাধি আছে, যার আক্রমণে লোকে ঋণদায়ের যাতনা অপেক্ষা অস্থির হয়? ঘোর দারিদ্র্যের নিম্নতম স্তরে পতিত হয়ে যে হতভাগ্য জঠরের জ্বালায় কুক্কুরের উচ্ছিষ্ট অন্ন লালায়িত চক্ষে নিরীক্ষণ করে, সেও ঋণী অপেক্ষা সুখী। স্নেহ-প্রণয়ের কোমল তন্ত্রী শতধা বিচ্ছিন্ন হ'লে জীবনভার অসহনীয় হয়, বিকট উন্মাদ এসে মনুষ্যত্বের কাঞ্চনমন্দির শ্মশান ক'রে ফেলে, কিন্তু আমার বোধ হচ্ছে, ঋণের যন্ত্রণার কাছে তাও অতি তুচ্ছ! কেন আমি স্বেচ্ছায় সাংঘাতিক শত্রুর করাল কবলে গিয়ে পতিত হ'লেম? কেন অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবে সত্য ক'রে ঋণজালে আবদ্ধ হলেম?—ঋণ! তুই মানবের মনুষ্যত্ব-অপহারী—সহস্র সহস্র দুষ্কৃতের গর্ভধারিণী জননী। তোর স্পর্শমাত্রে মানবের সমস্ত জীবনস্রোত চিরদিনের জন্য কলুষিত ও কলঙ্কিত হয়। মিথ্যা তোর জ্যেষ্ঠপুত্র, প্রবঞ্চনা তোর আদরিণী কন্যা। নরহত্যাকারী অপরাধী যেমন বৃক্ষপত্রের মর্ম্মর সচকিতে প্রহরীর পদশব্দ অনুমিত করে, ঋণগ্রস্ত হতভাগ্য তদ্রূপ পবন-সঞ্চারে উত্তমর্ণের আগমন আশঙ্কায়, গৌরব-গরিমা-মর্য্যাদায় জলাঞ্জলি দিয়ে ভয়ব্যাকুলচিত্তে কোথায় মিথ্যা! কোথায় প্রবঞ্চনা! ব'লে যুপসমীপস্থ পশুর ন্যায় থর থর কাঁপতে থাকে। কেন—কেন—কেন আমি আপন সঞ্চয় না বুঝে সত্য করলেম? কিসের দান! কিসের ধর্ম্ম! ঋণ যার, তার আবার দানধর্ম্ম কি বিশ্বনাথ! তোমার অলঙ্ঘ্য নিয়মের সম্মুখে কিছুমাত্র অবিচার নাই। ভাগ্যের বিপাকে অভিযোগ করবার আমার কোন অধিকার নাই। আমি অপরাধী, শত সহস্র অপরাধী! সঞ্চয় না বুঝে ঋণ করেছি; আমার অতি ন্যায়মত—অতি সঙ্গত শাস্তি হচ্ছে। শৈব্যার কি এখনও স্নান হয় নি, দেখি।

[প্রস্থান।

(শিবনারায়ণ ও জটাধারীর প্রবেশ)

শিব। কৈ, হাট তো ফাঁক দেখছি, আমার কি ভ্রম হলো? হ্যারে জটাধারী, আজ কি বার, বল দেখি?

জটা। বেস্পতিবার।

শিব। বৃহস্পতিবারই তো, ঠিকই তো, তা ভ্রম হবে কেন? ভ্রম হবার মত কি বয়স হয়েছে? তা এই বৃহস্পতিবারেই তো দাসের হাট হয়, তা আজ এক জনও বিক্রীর জন্য আসে নি কেন?

জটা। আর আসবে কোথা থেকে? চাকর কি আর পাওয়া যাবে? যত রাজারাজড়ার মরণ নেই—পৃথিবীতে আর জায়গা খুঁজে পায় না, যত দান-ধ্যান করেন, সব কাশীতে এসে। দেখ না, অন্নসত্রের উপর আবার অন্নসত্র খুলছেন। অতিথি-শালার তো আর গুণ্‌তি নাই, গেলেই এক মুটো অন্নও আছে, ধনকড়িও পাচ্ছে, লোক আর পরের চাকরী কত্তে আসবে কেন? ক শীতে এইবার যে যার নিজের মাথায় ক'রে জল তুল্‌তে হবে, আপনার হাতে উচ্ছিষ্ট মাজতে হবে, চাকর আর এখানে জুটছে না।

শিব। সে ত পরের কথা পরে রে বাবা, আপাতত: আমার একটা দাসী না হ'লে আর চলে না। বাড়ীতে দেখে এলে তো বাপু, তোমার মামীর রণচণ্ডী মুর্ত্তিটে দেখে তো বেরুলে? এখন শুধু শুধু ঘরে ফিরলে আর রক্ষা থাকবে না।

জটা। তোমার যে মামা শাসন নেই, তাই ত তিনি এত বাড়ান। মামী যদি আমার হাতে পড়তেন।

শিব। ও কি কথা রে বেটা? "মামী আমার হাতে পড়েতেন" কি কথা রে বেটা?

জটা। বলি, যদি—

শিব। যদি কি? এর আবার যদি কি রে বেটা? মামী মা'র তুল্য।

জটা। ঐ ঐ তুল্য, তাই, যদি বল্‌চি।

শিব। না, খবরদার, আর বলিসনে। তেমন বুড়ো হাবড়া হ'লেও যা হোক হতো, শাস্ত্রমত তার মামীকে এখনও বাল-স্ত্রী বলা যায়, আমার পরমায়ু বৃদ্ধি হবে বলেই এ বয়সে বালা-স্ত্রী বিবাহ করেছি।

জটা। তা বিবাহ যা করেচ মামা, তোমার পরমায়ু কেন, অনেক রকম বৃদ্ধি হবে।

শিব। তা হবে হবে, ব্রাহ্মণীর অনেকগুলি গুণ ভাল। তবে কি জানিস, কোমলাঙ্গী, সেই জন্য বড় পরিশ্রমে পটু নন। আমি তো অশক্ত হয়ে পড়েছি, আর তোর দ্বারা তো কোন কাজকর্ম হবার যো নাই, সুতরাং একটা ভৃত্য না হ'লে চলে কৈ? পুরুষ অপেক্ষা একটি দাসী পেলেই ভাল হয়, সর্ব্বদা অন্তঃপুরে থাকে; তা কৈ, আজ তো কিছুই দেখছি না।

জটা। ও মামা, ঐ কে একটা মাগী আসছে, সঙ্গে একটা ছেলে।

শিব। কৈ?

জটা। ঐ যে মামা, দেখতে পাচ্ছ না?

শিব। কে—ঐ স্ত্রীলোকটি? জটে, মুখ ফিরিয়ে নে বলছি, সাবধান। ওদিকে তাকাসনি। দেখতে পাচ্ছিসনি, কোন ভাগ্যবানের ঘরের মেয়ে?

জটা। ভাগ্যবানের মেয়ে তো মাথায় কুটো দিয়েছে কেন?

শিব। কুটো দিয়েছে, তা কি হয়েছে? কোথা থেকে উড়ে পড়েছে।

জটা। উড়ে পড়েছে লক্ষ্মীর সতাত বোনের কুলো থেকে। দাসী বিক্‌তে এসেছে, জান না যে, কুটো মাথায়ই হলো চিহ্ন। ঐ কুটো মাথায় যার, কপাল ভেঙ্গেছে তার।

শিব। ঐ মেয়েটি দাসী ব'লে বিক্রী হবে?

জটা। কেন হবে না? দাসী হ'লে বুঝি আর ফরসা হ'তে নেই, না নাক চোখ মুখটি টিকলো থাকলেই লক্ষ্মী অচলা হন।

শিব। আ হা—হা।

জটা। অত গোলো না মামা, অত গোলো না, তা হ'লে দর চ'ড়ে যাবে। আর শুধু গাই নয়, ঠ্যাঙ্গে একটা বাছুর বাঁধা দেখছি।

(শৈব্যা ও রোহিতাশ্বের প্রবেশ)

রোহিত। না মা, না মা, তুমি কোথাও যেও না। বাবা আর তা হ'লে বাঁচবেন না, আমি কার কাছে থাকবো? কোথায় যাব?

শৈব্যা। চুপ কর, বাবা, চুপ কর, কেঁদ না। কে আছে কাশীবাসী, কে আছেন করুণ-হৃদয় ব্রাহ্মণ। কে দুঃখিনীকে দাসীভাবে আশ্রয় দেবেন? ব্রাহ্মণ-সেবার জন্য দাসী আত্মবিক্রয় করছে। যৎসামান্য মূল্য দিয়ে কেহ কি দরিদ্র দাসীকে ক্রয় করবেন?

জটা। দেখলে মামা, দেখলে, আমি তো বলেছিলুম, মাগী দাসী। (জনান্তিকে) মামা, শক্ত মক্ত আছে, কিন্তু তা বলা হবে না। তুমি চুপ কর, আমি দাম করি। (প্রকাশ্যে) বলি হাঁরে মাগী, তুই তো দেখছি আপনাকে আপনিই বিক্রী কর্ত্তে এসেছিস, তোর কর্ত্তা কে—দাম কে নেবে?

শৈব্যা। আমার প্রভু নিকটেই আছেন, এখনই আসবেন, আপনারা আমায় ক্রয় করুন, আমি মূল্য তাঁকেই দেব।

জটা। বলি মাগী, তুই সব কাজকর্ম্ম পারবি তো? গোয়াল দেখতে, ইঁদারা থেকে জল টানতে—তোর গায়ে তো এ দিকে রক্ত নেই দেখছি, ফ্যাঁক্যাসে মেরে গেছিস—তুই খাস কত?

রোহিত। হ্যাঁগা ঠাকুর, তোমার ছেলে-বেলায় কি তোমার বাপ-মা আচার্য্যের কাছে পড়তে দেন নি? আমাদের রাজ্যে বুনোরা আস্‌তো—তারা ইতর বুনো, তুমি তাদেরই মত কথা কচ্ছো যে।

জটা। কে রে ছোঁড়াটা? ভারী ডেঁপো, দাসীর সঙ্গে আবার কি জোরে কথা কইতে হবে?

রোহিত। আচার্য্য বল্‌তেন, যিনি যেমন লোক, তিনি তাঁর নিজের ভাষায় কথা কন।

জটা। বটে। তোর আচার্য্যকে বলিস যে, আমার নিজের ভাষায় বলে যে, ভিখারীর ছেলেকে অত পেট চিরে বিদ্যে দিতে নেই—হতভাগা ছোঁড়া।

শৈব্যা। চুপ চুপ বাছা, ব্রাহ্মণ—গলায় পৈতে। বাছা রে, আর কেন অভিমান? ভুলে যা, ভুলে যা। যা ছিলি, ভুলে যা। যা শিখেছিলি, ভুলে যা! যা জান্‌তিস্‌, ভুলে যা। যাদের জান্‌তিস্‌, ভুলে যা। বাপ রে, কাঙ্গালিনীর ছেলে কাঙ্গাল, কাঙ্গালের কিছু থাকতে নাই। কাঙ্গালের ক্ষুধা-তৃষ্ণা থাক্‌তে নাই, কাঙ্গালের মানমর্য্যাদা থাকতে নাই,—অভিমান থাকতে নাই, কাঙ্গালের প্রাণে স্নেহমমতা থাকতে নাই, কিছুই থাকতে নাই! কাঙ্গাল কাঙ্গাল, পৃথিবীতে তার আর অন্য পরিচয় নাই।

শিব। মা, তুমি দুঃখ করো না। ব্রাহ্মণের ছেলে মূর্খ হ'লে অনেক দোষ। জটে, যখন কথা কইতে জানিস্‌নে, তখন চুপ ক'রে থাকাই ভাল। দেখতে পাচ্ছিসনে, সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে! অমন রূপ, অমন কথাবার্ত্তা।

জটা। মামা, তুমি যেখানে সেখানে আমায় মুরুখ্যু ব'লে অপমান কর?

শিব। আমি তো কোন কথাই কইনি বাবা, তুমিই ত আগে পরিচয় দিলে।

জটা। তবে কি মাথায় বসিয়ে দাসীকে স্তব পাঠ কর্ত্তে হবে নাকি? না হয় তাই করি, ওগো আর্য্যিণী, আস্তাজিনী হোক! দয়াময়ী হয়ে আমাদের ভূতভবনে শুভগঙ্গাযাত্রা ক'রে আমার ও আমার তিপ্পান্ন পুরুষকে কৃতার্থ করুন; প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নকালে ও সন্ধ্যাকালে তিন পনেরং পঁচাত্তর পণ্ডরি ক'রে আটা-ছাতুর ছেরাদ্দ করুন, আমার মাথায় এক পা আর মামীর মাথায় এক পা দিয়ে নিচ্ছিন্দি হয়ে নিদ্রাতুরাণাং হন; আমি পণ্ডিত বেদব্যাস সুরুদ্ধ ভাষায় আপনাকে দাসী-রাণী ব'লে ডাকছি।

শৈব্যা। ঠাকুর, দাসীকে বিদ্রূপ করেন কেন? বালকের কথায় রাগ করতে নাই। আপনারা কি যথার্থই ক্রয় করবেন? করেন তো আমি বড়ই উপকৃতা হই। অন্য পুরুষের সম্মুখে বাহির হব না, উচ্ছিষ্ট ভোজন করবো না; আর আমার দ্বারা ক্রীতদাসীর উপযুক্ত সমস্ত সেবাই পাবেন।

জটা। নাও মামা, হয়েছে, খুব তোমার মনের মত দাসী হয়েছে। উচ্ছিষ্ট খাবেন না, তা খুব হয়েছে। এক কাজ কোরো, সকালবেলা ঘণ্টা বাজিয়ে ওঁর ভোগ দিয়ে তার পর তোমার শাল-গেরাম বাণলিঙ্গি টিঙ্গি যা আছে, তাদের পেসাদ দিও। আর উনি তো কাকেও মুখ দেখাবেন না, তা গোয়ালের পেছনে ওঁর একটা আলাদা অন্তসপুর বেঁধে দিও, সেখানে সাত হাত ঘোমটা দিয়ে পাটরাণী হয়ে ব'সে থাকবেন, আর মামীকে বলো, মাঝে মঝে গিয়ে বাতাস ক'রে আসবে। বাস্‌, দাসীর সেরা দাসী পেয়ে গেলে!

শিব। তুই থাম, বেল্লিক ছোঁড়া। বাছা, তাই হবে; তোমার মূল্য কত?

শৈব্যা। যা দয়া ক'রে দেন।

জটা। তিন দামড়ী! তিন দামড়ী! যা গুণ দেখছি, ওর ওপর আর এক কড়া নয়।

শিব। তুই চুপ করতে পারিস নি? তবু বাছা, তোমায় একটা মূল্য বলতে হয়।

শৈব্যা। ঠাকুর, আমি এক্ষণে যাঁর দাসী, তিনি আমায় বিনামূল্যে ক্রয় করেছিলেন, আমার এই অকিঞ্চিৎকর দেহের এক কপর্দ্দকও মূল্য আছে, তা আমি বিবেচনা করি না, তবে আমার প্রভু এক ব্রাহ্মণের নিকট সহস্র সুবর্ণের জন্য ঋণী আছেন, দাসী সেই ঋণ পরিশোধার্থই আত্মবিক্রয় করছে।

জটা। কি, কি, কত? সহচ্ছর! সে কত হাজার? খুব লম্বা-চৌড়া কথা দেখছি যে, গেরস্ত বাড়ী ঢুকে তার সোনার গাছে মাণিকের পাতা ধরিয়ে দেবে না কি?—এতো দাম!

শৈব্যা। আমি আমার মূল্যের কথা বলিনি, আমার প্রভুর প্রয়োজনের কথা বলেছি।

জটা। কিনবে তোমায়, আর ওজন হবেন তোমার প্রভু বুঝি? আস্ত ওজন দরেই বা দাসী কেনা কি?

ব্রাহ্মণ। ওরে গাধা, ওজন নয় রে ওজন নয়—প্রয়োজন। বাছা, আমি গৃহস্থ ব্রাহ্মণ, তোমার প্রয়োজন পূর্ণ করবো কেমন ক'রে? আমার দেখছি অন্য দাসীর অনুসন্ধান করতে হ'ল।

শৈব্যা। দেব! আমি ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির গৃহে বাস করবো না; আপনার যা অভিরুচি হয়, কৃপা ক'রে তাই দেন, আমায় ক্রয় করুন।

ব্রাহ্মণ। দেখ বাছা, আমি বৃদ্ধ, অধিক কথা জানি না। সংসারে ব্রাহ্মণী একাকিনী, তায় তিনি কিঞ্চিৎ কোমলা, এই জন্যই একটি সচ্চরিত্র মেয়ের তত্ত্ব করছি। অল্প-স্বল্প মূল্যেই পাওয়ার ইচ্ছা ছিল, তা তোমায় অতি সুলক্ষণা দেখে আমার বড়ই ইচ্ছা হয়েছে যে, তুমি আমার গৃহে থাক, সেই জন্য পাঁচশত স্বর্ণ পর্য্যন্ত দিতে পারি,—এখন তোমার ইচ্ছা।

শৈব্যা। আজ্ঞা, তাই দেবেন, আমি যথেষ্ট অনুগৃহীতা হলেম।

রোহিত। আর ঠাকুর, আমার জন্য কত দেবেন?

ব্রাহ্মণ। তোমার আবার কি? তুমি কে? বাছা, এটি কি তোমার—

শৈব্যা। হাঁ ঠাকুর, দুঃখিনীর গর্ভে যন্ত্রণা পেতেই এই শিশু এসেছিল।

ব্রাহ্মণ। তোমায় তো বাপু আমার প্রয়োজন নাই।

রোহিত। আমি মাকে ছেড়ে থাকতে পারবো না। ঠাকুর, দয়া ক'রে আমাকে নিয়ে যান, আমি অনেক কাজ করতে পারবো। আমায় ধনুক দেবেন, আপনার বাটীতে পাহারা দেব, কোন শত্রু আসতে পারবে না।

ব্রাহ্মণ। বাপু, আমার সামান্য পুরী, শত্রু কে যে, তুমি ধনুর্ব্বাণ ধ'রে রক্ষা করবে?

রোহিত। আমায় যা বলবেন, তাই করবো। গরু চরাব, আপনার পূজার ফুল তুলবো। মা—আর আমায় ফেলে যেও না মা! মা, আমি এক দণ্ড তোমার কোল ছাড়া থাকতে পারিনে। মা, আমি তোমার পায়ে পড়ি, ঠাকুর, তোমার পায়ে পড়ি—

জটা। যা-যা-যা-যা ছোঁড়া—নিয়ে চল! নিয়ে যাওয়া অমনি মুখের কথা! কাঁড়ি যোগাবে কে? দুবেলা গিলবে যে এত এত, কোথা থেকে আসবে? ধান গম বড় সস্তা—না?

রোহিত। আপনারও পায়ে পড়ি, আপনি রাগ করবেন না, আমি যা বলেছি, তার জন্য আমায় ক্ষমা করুন। আমায় যা দেবেন, আমি তাই খাব—খুব কম খাব—এক এক দিন খাব না।

জটা। না না না—তা হবে না। ইস্, না খেয়ে থাকবেন! ঢের বেটা অমন কথা বলে।

রোহিত। না ঠাকুর, আমি মিথ্যা কথা বলতে জানি না, আমায় দয়া ক'রে চাকর করুন। মা, বল না মা, বল, আমার জন্য আর আলাদা মূল্য দিতে হবে না। ও ঠাকুর, তোমার বাড়ীতে যা ফেলা যায়—যা কুকুর-বেড়ালে খায়, আমি তাই খেয়ে থাকবো।

জটা। ওরে বাবা, সে মামীর লব্দো—কুকুর-বেড়াল কি? মামীর দাপটে আমার মামার বাড়ী কাক-চিল বসে না। তুমি যে ভাবছ, কাঁড়ি কাঁড়ি ছড়াছড়ি যাবে, আর সাপটে খাবে—তার যোটি নাই, মামী আমার পিঁপড়ের গর্ত্ত থেকে চিনি টেনে বের ক'রে নেন।

রোহিত। ও মা, কি হবে মা—কি হবে মা! আমি যে তোমায় ছেড়ে থাকতে পারবো না মা! তবে আমায় ঐ গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়ে যাও, আমি ম'রে যাই। ওগো, আমি মা ছেড়ে কেমন ক'রে বাঁচবো?

শৈব্যা। ষাট ষাট! দুঃখিনীর ধন, অমন কথা ব'ল না যাদু। পিতা, যদি দয়া ক'রে দুঃখিনী কন্যার ভার গ্রহণ কল্লেন, তবে তার অবোধ শিশুটিকে কাছে থাকতে দিন। কৃপা ক'রে যে অন্ন আমায় দিবেন, তারই ভাগ দিয়ে আমি ওকে পালন করবো—তাই আহার ক'রে ও আপনাদের সেবা করবে।

ব্রাহ্মণ। আচ্ছা, তাই চল, বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলবো; যখন তোমার অন্ন থেকে ভাগ দেবে, তাতে আর দোষ কি? কি বল বাবা জটাধারী, এতে আর তোমার মামী—

জটা। বেশী কিছু নয়, তোমার পিঠে ঘা-কতক কাঠের চেলা দেবেন। আমায় বল মুরুখ্যু—তোমার বুদ্ধিতে বলিহারি যাই বাবা। শুনলে না, ওটা ধনুকধরা বরামারা ছেলে—হিমালয় সাগর খাবে। আর মাগী গাণ্ডে পিণ্ডে সব গিলিয়ে শুকিয়ে দড়ী

হবে, তোমার জল-ঘটীটি নেড়ে দেবার জোর গায়ে থাকবে না; ঐ অতগুলো সোনা দিলে, সব পণ্ডচ্ছেরম হবে।

ব্রাহ্মণ। তাই ত, তাই ত। হাঁগো বাছা, এ জটাই কি বলে? তা—তা—তা দেখ জটাই, ছেলেটার জন্য মায়াটা হচ্ছে, না পোষায় তখন—

(বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

বিশ্বা। এই যে, মা লক্ষ্মী এখানে। ইনি কোথায়? আমার দক্ষিণা প্রস্তুত?

শৈব্যা। দেব, আপনার আশীর্ব্বাদে অর্দ্ধেকের সংস্থান হয়েছে।

বিশ্বা। অর্দ্ধেক! এখনও অর্দ্ধেক! সূর্য্য যে অস্ত যান।

শৈব্যা। প্রভু, আমার সাধ্যে আর অধিক হ'ল না। পিতা, কৃপা ক'রে দাসীর জন্য যে সুবর্ণ দেবেন, আজ্ঞে কল্লেন, তা এই ঋষিবরের হস্তে প্রদান করুন।

ব্রাহ্মণ। এঁকে—আচ্ছা, নিন। গণনা ক'রে দেখুন, পাঁচ শত স্বর্ণ আছে।

জটা। ও বাবা! বলি হাঁগা, ঝিঠাকরুণ, ইনিই তোমাদের মহাজন নাকি? ঋষিবর বল্লে না? সাজ-গোজ তো দেখছি সেই রকম, তার ভেতর তেজারতিটুকু আছে—

বিশ্বা। কে রে অর্ব্বাচীন—

জটা। নাও নাও ঠাকুর, অত আর আস্ফালনেতে কাজ নাই, আমি আর তোমার খাতক নই। ফিকির করেছ ভাল—এ দিকে গেরুয়া প'রে স্ফটিকরুদ্রাক্ষ গলায় দিয়ে খরচা-টরচা বেশ কমিয়েছ, সুদের কারবারটা খুব জাঁকিয়ে চলবে। চল মামা, চল।

বিশ্বা। মা-লক্ষ্মী কি আত্মবিক্রয় ক'রে অর্থ সংগ্রহ করলেন নাকি? সাধু! সাধু! তুমিই সতী পুণ্যবতী! একেই বলে সহধর্ম্মিণী! আমার ইঙ্গিত তবে তুমি বুঝতে পেরেছিলে? ভাল ভাল—আমার আশীর্ব্বাদে সতী অমরত্ব লাভ কর।

শৈব্যা। দেব, আর ও আশীর্ব্বাদ করবেন না, যাতে এই দুঃখের বোঝা বিশ্বনাথের চরণে শীঘ্র শীঘ্র নামিয়ে দিয়ে আর্য্যপুত্রের কোলে গঙ্গাজলে এ জীবন ত্যাগ করতে পারি, সেই আশীর্ব্বাদ করুন। অমরত্ব আমার পক্ষে শুভ আশীর্ব্বাদ নয়।

বিশ্বা। বৎসে, আমি তোমায় সে অমরত্বের বর প্রদান করি নাই। পৃথিবীতে সেরূপ অমরত্ব অনন্ত যাতনার সংস্থানমাত্র। যত দিন আকাশে চন্দ্র-সূর্য্য উদয় হবে—যত দিন জগৎপ্রাণ সমীরণ সঞ্চারিত হবে—যত দিন পৃথিবীতে জীবের বাস থাকবে, তত দিন লোকে তোমার এই অপূর্ব্ব পতি-ভক্তি—এই আদর্শ দাম্পত্য দায়িত্ব—এই নিষ্কাম আত্মবিসর্জ্জন কীর্ত্তন করবে! রমণীললামভূতা শৈব্যার নাম জগতে অমর হবে, এই প্রকৃত অমরত্ব, আমি তোমায় সেই আশীর্ব্বাদ করেছি। এক্ষণে তোমার স্বামী কোথায়? এখনও সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ হয় নাই।

শৈব্যা। দেব, তিনি নিকটেই কোথাও আছেন, আমি স্নান করতে এসে গোপনে আত্মবিক্রয় করলেম, তাঁর চরণে অনুমতি লওয়া হ'ল না। অনুমতি প্রার্থনা করবার সাহসও আমার নাই; এ কথা শুনলে তিনি কি করবেন, তা ভাবতেও আমার হৃৎকম্প হচ্ছে। তাঁর ধর্ম্মই তাঁকে রক্ষা করবে! আমি চন্দ্র, সূর্য্য, ভাগীরথী, পুণ্যভূমি বারাণসী সাক্ষী ক'রে, তাঁর চরণে বিদায় নিলেম। অধীনী তাঁর চিরদাসী, তাঁর কার্য্যেই পর-পরিচর্য্যায় দেহ নিয়োজিত কল্লেম; এখন প্রাণ অবিচ্ছিন্নভাবে সেই চরণেই প'ড়ে রইল। আমার ধর্ম্ম, পুণ্য, দেবতা, স্বর্গ সবই তিনি, তাঁর চরণে অপরাধী হয়েছি, তিনিই মার্জ্জনা করবেন। দেব! আপনি তাঁকে প্রবোধ দেবেন। স্বামিন্! প্রভু! দেবতা! নাথ! বিদায় হই! শৈব্যার বিশ্বনাথ! বিদায় হই! ধর্ম্ম যদি কর্ম্মফল খণ্ডন করেন, তবে জগতে আবার চরণে স্থান পাব, নচেৎ দু'দিনের এই অভিনয়ান্তে সেই অনন্তধামে অবিচ্ছেদ পতিসুখ ভোগ করবার আশায় রইলেম! পিতা, চলুন, আর বিলম্ব করবো না, দেখা হ'লে যাওয়া হবে না। আয় বাবা, আয়।

রোহিত। মা, বাবা যাবে না? তবে বাবাকে কখন্ দেখতে পাব?

শৈব্যা। বাবা, পাবে—পাবে—

জটা। বস, ঐ পর্য্যন্ত! অনেক কান্নোর ঘটা শোনা গেছে, আর না, জঠরের ভেতর হুটা চুলো জ'লে উঠেছে।

ব্রাহ্মণ। এস মা, এস।

শৈব্যা। ঋষিরাজ, প্রণাম হই। বাবা প্রণাম কর। নাথ—বিশ্বনাথ—

[বিশ্বামিত্র ভিন্ন সকলের প্রস্থান।

বিশ্বা। যদি জগতে স্বার্থ-বিসর্জ্জনে আত্মসংযমে মহাতপা যোগী ঋষিকেও কেহ পরাস্ত করতে পারে—তবে সে রমণী! পতিব্রতা রমণী—সন্তান-

বৎসলা রমণীই প্রকৃত তপস্বিনী। আপনার সুখ, শান্তি, প্রবৃত্তি, বাসনা, স্নেহময়ী রমণী পতির জন্য সমস্ত বিসর্জ্জন দিতে পারে। সতী আপনার হৃৎপিণ্ড আপনি ছেদন ক'রে অম্লানবদনে হাসতে হাসতে পতির চরণে ডালি দিতে পারে। মহাতপা বনবাসী তপস্বী অনাহারে অনিদ্রায় পঞ্চভূতের অত্যাচার সহ্য ক'রে তপ করেন, সেও মুক্তি-কামনায়; কিন্তু নরকের বিভীষিকা সম্মুখে রেখেও সতী পতিপদসেবার জন্য লালায়িত হন। পতির কার্য্যাকার্য্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য সতী বিচার করেন না। জগতে কামিনীই যথার্থ বিক্রমী! এ কি হৃদয়! রমণীর নয়নে অশ্রুকণা দেখে দুর্ব্বল হও কেন? এখন না—এখন না—এখন না; কার্য্য—কার্য্য—কার্য্য। দাম্ভিকের দর্প চূর্ণ প্রয়োজন, ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বের মস্তকে পদাঘাত করতে হবে, ধর্ম্মদর্পী হরিশ্চন্দ্রকে দুর্দ্দশার নিম্নতর স্তরে পাতিত ক'রে ধর্ম্মের মুখে কালিমা লেপন করতে হবে। কোথায় ধর্ম্ম? এখনও এল না; রাজরাণী বারাণসীর দাস-বিপণিতে বিক্রীত হ'ল, রক্ষা করতে পারলে না। ভুলিনি—ভুলিনি! তুমিই জানকীকে পাতালে পাঠিয়েছিলে!

(রাজার প্রবেশ)

রাজা। কৈ শৈব্যা! কৈ, কোথা গিয়ে, তোমায় না দেখে যে আমি পৃথিবী অন্ধকার দেখ্‌ছি! কোথায় গেলে? স্নান করতে গেলে, আর তোমায় দেখতে পাইনি। অভাগা হরিশ্চন্দ্রের সর্ব্বনাশ-যজ্ঞে আহুতি দিয়ে জাহ্নবী কি আমার সর্ব্বস্বধন হরণ করলেন? হাঁ মা সর্ব্বগ্রাসী, আমার এইটুকু সুখও কি সইল না?

বিশ্বা। বাতুলের ন্যায় কি বলছো? এ দিকে চেয়ে দেখ।

রাজা। ঋষিবর?

বিশ্বা। হাঁ, একবার আকাশের দিকে চেয়ে দেখ, তোমার বংশনিদান অস্তগতপ্রায়।

রাজা। আমার শৈব্যাকে দেখেছেন?

বিশ্বা। দেখেছি, তোমার পত্নী-পুত্রের জন্য কোন চিন্তা নাই।

রাজা। তারা কোথায়?—তারা কোথায়?

বিশ্বা। আমি তো তোমার দূত নয় যে, আজ্ঞা-মাত্রে সমস্ত সংবাদ জ্ঞাপন করবো? আমি আর পলমাত্র বিলম্ব করবো না। আচ্ছা, পরিষ্কার বল না কেন যে, আমি দেব না? আমি নিশ্চিন্ত হয়ে স্বস্থানে প্রস্থান করি। আমি আর তো বলপূর্ব্বক তোমার কাছে কিছু বলতে আসি নি।

রাজা। দেব। সকল বলের শ্রেষ্ঠ বল সত্যের বলে আমি আবদ্ধ, কেমন ক'রে বলি দেব না? কিন্তু উপায় কৈ? আপনার ইঙ্গিতে আত্মবিক্রয় করতে বিপণিতে এসেছিলেম, কিন্তু গ্রহ আমার বিরূপ, বাজারে ক্রেতা নাই।

বিশ্বা। দেখ, ছলনা রাখ। ক্রেতা নাই! তুমি চিরদাসত্বে আবদ্ধ হ'তে স্বীকৃত হ'লে, আর পাঁচ শত সুবর্ণ সংগ্রহ করতে পার না?

রাজা। পাঁচ শত সুবর্ণ! আমি তো সহস্রের জন্য সত্যে আবদ্ধ।

বিশ্বা। হাঁ, কিন্তু তোমার গুণবতী সহধর্ম্মিণী স্বামীর অর্দ্ধেক ঋণ পরিশোধ করেছেন।

রাজা। সে কি? শৈব্যা? ঋণ পরিশোধ? কেমন ক'রে? কোথায় সে—কোথায়?

বিশ্বা। তোমার ইচ্ছা থাকলে ক্রেতা পেতে! শৈব্যা সতী, সত্যই স্বামীর ঋণ-পরিশোধের ইচ্ছা ছিল, তাই সে ক্রেতা পেয়েছে।

রাজা। ক্রেতা পেয়েছে! শৈব্যা ক্রেতা পেয়েছে! তবে কি শৈব্যা দাসী? সহস্র কিঙ্করীর অধিকারিণী শৈব্যা দাসী! এ কি—এ কি—মেদিনী টলমল করে কেন? আমি যাই—যাই—একেবারে দ্বিধা হও, আমি তোমার গর্ভে বিলুপ্ত হয়ে যাই।

বিশ্বা। মহারাজ, ভারতাশ্রমে আমি অনেকরূপ নাটকাভিনয় দেখেছি, আপনার এই অপূর্ব্ব অভিনয় অতি সুন্দর হ'লেও আমার দেখবার স্পৃহা নাই।

রাজা। ঋষিবর! আপনার বাক্যে বজ্র আছে, কিন্তু দগ্ধ কচ্ছে না কেন?

বিশ্বা। দগ্ধ হবার কি এতই বাসনা হয়েছে? তা সব পূর্ণ হবে, বিলম্ব নাই। ঐ সায়াহ্ন স্নানের জন্য সূর্য্য ভাগীরথীর গর্ভে অবতরণ কচ্ছেন। ঋণ-পরিশোধের পূর্ব্বে ঐ রক্তপিণ্ড অদৃশ্য হ'লে শুধু তুমি নয়, তোমার সপ্তম পুরুষের পর্য্যন্ত ধর্ম্ম, কর্ম্ম, স্বর্গ সমস্তই ধ্বংস হবে।

রাজা। তেজস্বী, রক্ষা করুন্! ক্রোধ সংবরণ করুন্! দয়া করুন্! ব্রহ্মশাপে সূর্য্যবংশের কীর্ত্তি ভস্ম করবেন না। ও হো-হো-হো-হো! শৈব্যা দাসী! রাজকুমার পরান্নে—পরগৃহে! আর কেন—আজ্ঞা করুন, কি করবো? আর অভিমান নাই, আর ব্রাহ্মণ-শূদ্র বিচার নাই, যাঁকে ইচ্ছা বিক্রয় করুন, আপনার ঋণ আপনি পরিশোধ ক'রে নিন।

বিশ্বা। এই এতক্ষণে তোমার সুবুদ্ধির উদয় হয়েছে, এইবার তুমি গ্রহমুক্ত হ'লে।

রাজা। কোথায় কে আছ? কাশীবাসী এস—এস, দাস ক্রয় কর। কার দাসের প্রয়োজন? কার জলভার বহন করতে হবে? কার ধেনুচারণের, কাষ্ঠচ্ছেদনের ভৃত্য চাই? কার অঙ্গনের আবর্জ্জনা মার্জ্জনের দাসানুদাসের অভাব? এস এস, ক্রয় কর। মুকুটবাহী শির আজ আচণ্ডালের সেবা করতে প্রস্তুত।

বিশ্বা। হরিশ্চন্দ্র! আত্মবিস্মৃত হচ্ছো কেন, পরিচয় দানে অধিক অপমানকে কেন আহ্বান করছো?

রাজা। ধন্য! ধন্য ঋষি! অর্থের ঋণ পরিশোধ হ'লেও ঋণী থাকবো, ভাল কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

(পরাহু ও ঝিমনের প্রবেশ)

পরাহু। কুথা রে, কুথা রে? কে বিক্রী হোবি রে? হাঁরে তু দেখেছিস্, এখানে কে বিক্রী হোবে ব'লে চিল্লাচ্ছিল?

বিশ্বা। দেখ, ক্রেতা উপস্থিত, আপনাকে অর্পণ কর।

রাজা। বাপু, তোমরা কে?

ঝিমন। আরে তু চিনিস না, জানিস্ না, কাশীতে মরতে আসছিস, আর ঠিকাদারকে চিনিস না? এখানে মরবি, বিশ্বনাথ কানে রামনাম ফুকবে, শিব হবি; লেকেন আগে আমার সর্দার পরাহু ঠিকাদারের হাতে দান কাপড়াখানি ধ'রে দিবি তো জ্বলিয়ে পুড়িয়ে স্বর্গে যাবি।

পরাহু। আরে বাপ রে বাপ! আজকাল ঘাটে বড়া কাম! আট নয়টা নোকর আছে, তব্বি দুটি ঘাট সামাল দিতে পারবো না। খালি রাম নাম সত্য হ্যায়—রাম নাম সত্য হ্যায়! কেত্তা মুর্দা হামার দান কাপড়াটি ফাঁকি দেকে শিব হয়ে স্বর্গে যায়। সেই হামি আর একটি ভাল নোকর ঢুঁড়ছি, কে বিক্রী হচ্ছিস বাবা?

বিশ্বা। দেখ দেখি, এ লোকটি কেমন?

পরাহু। এ তো সোনার চাঁদ আছে ঠাকুর-বাবা! কোন্ ভাগ্যমানীর বেটা হোবে, ও কি ঘাট-চণ্ডালের নোকরি করে? বুড়া মানুষকে কেন ঠাট্টা করিস ঠাকুর বাবা? বলিয়ে দে, কুথা নোকর গেল?

বিশ্বা। না না, এই লোক—বল না, নীরবে রইলে কেন?

রাজা। প্রভু, এ যে চণ্ডাল, মৃতকম্বলহারী।

বিশ্বা। বেশ তো, এই না বলছিলে যে, আচণ্ডালের সেবা করতে প্রস্তুত?

রাজা। আজ্ঞে, সেটা—

বিশ্বা। কথার কথা—কেমন? বুঝেছি বুঝেছি—ধার্ম্মিক, তোমায় ধর্ম্মরাজকেও আমি চিনি। ঐ দেখ, পশ্চিম আকাশে চেয়ে দেখ, তোমার ব্যবহার দেখে তোমার বংশনিদান লজ্জায় হীনতেজ ও রক্তবর্ণ হয়েছেন।

রাজা। তাই ত, তাই ত! দেব যে অস্তমিত-প্রায়। প্রায় কি? এখনই—এখনই যে দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হবেন। দেব—দেব! ক্ষণেক অপেক্ষা করুন;—

যন্মণ্ডলং মূঢ়মতিপ্রবোধং
ধর্ম্মার্থসিদ্ধিং কুরুতে জনানাম্।
তৎসর্ব্বকামক্ষয়কারণঞ্চ,
পুনাতু মাং তৎসবিতুর্বরেণ্যম্॥

প্রণাম গ্রহণ কর দেব, ক্ষণেক অপেক্ষা কর, তোমার বংশে ব্রহ্মশাপ হয়, ক্ষণেক অপেক্ষা কর। তপোধন! তাই হোক; অদৃষ্ট! তোমার লিপি পূর্ণমাত্রায় পূর্ণ হোক;—শৈব্যা দাসী হয়েছে, রোহিত দাসীপুত্র হয়েছে। আর অভিমান কেন? যখন পদসেবা করবো—ভৃত্য হবো—ক্রীতদাস হবো, তখন আর আমার চণ্ডাল অ চণ্ডাল বিচার ক'রে কাজ কি? কে ভাগ্যবান্—কে আমায় গ্রহণ করবে, এস, পণ দাও!

পরাহু। ঝিমন, কোত্তো বলি রে?

ঝিমন। মানুষটা পাগলা পাগলা দেখছি না? (রাজার প্রতি) হাঁরে, তু কামটি করতে পারবি তো?

রাজা। কি কাজ করতে হবে বল?

ঝিমন। কাম থোড়া বহুত। দক্ষিণের ঘাটটি তুহার জিম্মা হোবে, যেতো মুর্দা জলবে, তুই সবটির দুগা পাটা লিয়ে লিবি, আর পাঁচ পণ করিয়ে কোড়ি মুর্দা পিছু হিসাব করিয়ে লিবি। দেখিস ভাই, কিছু সাথিয়ে সুথিয়ে চুরি করিস না, এ কাশীজী শিবের পুরী আছে, চুরিটি করলে ভাই কাশীর কোতোয়াল কালভৈরো জাঁতাটিতে ফেলিয়ে হাড় মড়-মড় কড়-কড় করিয়ে ভাঙ্গিয়ে দেবে।

পরাহু। আর কাজটি ঠিক করিয়ে করলে আমি ছুটো রাজা মহারাজা মরলে ভাই তোকে এক এক

দিন পেটটি ভরিয়ে ভালা সরাপ পিলায়ে দেবে। কাম তো বুঝলি? লেকেন তোর চেহারাটা বড় ভালা আদমির মতন আছে। শুধ্ বিহানে এক হামার শূয়ারগুলিকেভি থোড়া চরায়ে আনতে হবে —পারবি তো?

রাজা। দেব! এ কি! এ কি! এও কি অদৃষ্টের লিপি, না তার ওপরে আপনার রচনা আছে?

বিশ্বা। আমার কেন, যার চির-আরাধনা করেছ, তোমার সেই ধর্ম্মরাজের ধর্ম্মপ্রতাপ। এখনও কি ইতস্ততঃ করছ? অর্দ্ধসূর্য্য কখন না দেখে থাক তো ঐ আকাশ পানে চেয়ে দেখ। দরিদ্র ঋষির আবার কার্য্যাকার্য্যবিচার কি?

রাজা। কিছু না, ঠিক বলেছেন—কিছু না। আয় চণ্ডাল, আয়! এই মস্তকে তৃণ কোরে তোর দাস হলেম। নে আমায়, ঋণমুক্ত কর, পাঁচ শত সুবর্ণ এই ব্রাহ্মণকে দে।

পরাহু। পান্‌শো?

ঝিমন। (জনান্তিকে) ঠিকাদার! বাতটি বলিস্ না—সুবিস্তা আছে—সুবিস্তা আছে! দেখছিস্ না, কেমন জোয়ান, মালুম হোয় ভাল মানুষের ছেলিয়া, খাবে বি কম, আর আঁখি দুটি সাদা আছে, চুরি-ওরি করবে না; ফিন্ বিক্রী করলে দুনা মিলিয়ে যাবে।

পরাহু। পান্‌শো তো থলিয়াতে মজুত আছে —ভাই, একঠো ছোটা ডিঙ্গি লেবার বি কাম ছিল—

ঝিমন। ডিঙ্গি উঙ্গি হোবে, দোসরা রোজ দেখা যাবে। ঝটসে ফেলিয়ে দে, নোকর ঘর লে চল্, এখনই দুসরা খদ্দের আসবে। হামারা চণ্ডালকা ঘরে ঝটসে কি নোকর মিলতা ভাই? লিয়ে লে, লিয়ে লে।

পরাহু। ভালা তুহারি বাত! (বিশ্বামিত্রের প্রতি) লে ঠাকুর বাবা লে, তুই বিক্রীওয়ালা? (থলিয়া প্রদান) আয় ভাই, চলি আয়—ঘর চলি আয়, তুগর নাম কি?

রাজা। হরি—হরি নাম বলি!

পরাহু। হরিয়া, বেশ নাম—বেশ নাম, আয় ভাই হরিয়া, আয়।

রাজা। চল।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

অযোধ্যা—রাজপথ।

(দুই জন বৈতালিকের গাহিতে গাহিতে প্রবেশ

বৈতালিকদ্বয়।— (গীত)

রবি-কুলরাজা, শত রবিতেজা,
পরম সুখে প্রজারঞ্জনকারী।
সামদান গুণে, বাঁধি শত্রুগণে,
দেব তোষে কত যাগ করি॥
রমণী শৈব্যা, ত্রিলোকে ভব্যা,
ভুলে জননী শোক তাঁরে হেরি।
রোহিত আস্তে, সুমধুর হাস্তে,
লভিল চাঁদ মন তামসাহারী॥
কাল কাটে সুখে, সতত হাসি মুখে
পরদুঃখ শুনে ঝরে নেত্রবারি।
হের ধর্ম্মমতি, করে পায় নতি,
ক্রীতদাস ভাবে থেকে ঘোর অরি॥
কৌশিক-রোষে, পড়ি পরিশেষে,
সকলি হারালি দ্বিজে দান করি।
গুণধর পুত্রে, আর কলত্রে,
সাথে লয়ে হ'ল হায় কাননচারী॥

(বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

বিশ্বা। তোমরা এ সব গান গাইছ। আল, এ হরিশ্চন্দ্রের রাজত্ব নয়, এখানে হরিশ্চন্দ্রের যশোগান কেন?

১ম বৈতা। আমরা ভট্ট, রাজার যশোগান করাই আমাদের কুলধর্ম্ম।

বিশ্বা। না, ও সব এখানে হবে না।

১ম বৈতা। যে আজ্ঞে, এখন অবধি মহারাজ বিশ্বামিত্রের যশোগান করবো, তাঁরও তো কীর্ত্তির অভাব নাই।

বিশ্বা। না না, তা করতে হবে না। মহারাজ বিশ্বামিত্র, এ কি!

১ম বৈতা। আজ্ঞে, তিনি তো এখন রাজ-চক্রবর্ত্তী।

বিশ্বা। থাক্, তোমরা যাও—তোমরা যাও।

[বৈতালিকদ্বয়ের প্রস্থান।

বিশ্বা। জিতলে কে?—আমি না হরিশ্চন্দ্র? সে দিব্য মহাশ্মশানে ব'সে দিবারাত্র মা মা ক'রে

মহাশক্তিকে ডাকছে, পত্নী, পুত্র, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য—কোন চিন্তাই নাই। আর আমার রাজত্ব ঐশ্বর্য্য সমস্ত পরিত্যাগ ক'রে নির্লিপ্ত হয়ে বসলেম—দেখ, এক বিড়ম্বনা দেখ—তপস্যার অবকাশ নাই, যজ্ঞ করবার সময় নাই, হোমের সময় নাই, দিবারাত্র কেবল রাজত্ব—রাজত্ব—রাজত্ব। আচ্ছা বিধাতা, তুমি থাক, দেখি তোমায় কত পাণ্ডিত্য আছে, আমি এইবার তোমায় বুঝে নেব। ও আবার কিসের কোলাহল?

(জনৈক নাগরিক ও তাহার পত্নীর প্রবেশ)

পত্নী। ওরে মিন্‌ষে করিস কি—করিস কি?

নাগ। আর করব কি, এই চল্লেম আমি!

পত্নী। ঘর-সংসারের সমস্ত জিনিস নিয়ে যাচ্ছিস কোথা?

নাগ। যাব আর কোথা, তোমায় ভাল ক'রে শেখাচ্ছি—রোস; পরিশ্রম ক'রে মরবো আমি, আর তুমি পাঠাবে সব তোমার বাপের বাড়ী; এই চল্লেম, এই ঘটী বাটি, বিছানা, মাদুর, লেপ, কাঁথা, টাকা-কড়ি, গোরু-বাছুর, সর্ব্বস্ব সেই বিশেস মিত্তিরের গর্ভে দিয়ে আসছি। তার খুব খিদে; রাজার রাণী খেয়েছে, রাজত্বটা খেয়েছে; আর আমার কটা জিনিস খেতে পারবে না?

বিশ্বা। তুমি কে হে বাপু?

নাগ। দেখ তো ঠাকুর, যা কিছু আনবো, সর্ব্বস্ব দেব ওঁকে, উনি দেবেন বাপের বাড়ী পাঠিয়ে, তা আর পারি না।

বিশ্বা। উটি তোমার কে?

নাগ। উটি কে বুঝতে পাচ্ছনা না কি? ঠাকুরের কি ও-পাট নাই না কি, হাতের জল পর্য্যন্ত শুদ্ধ হয় নি?

বিশ্বা। কি বলছো, বুঝতে পাচ্ছি না।

নাগ। দেখতে পাচ্ছেন না কে? অত আবদার আর কার হয়? তৃতীয় পক্ষ—তৃতীয় পক্ষ।

বিশ্বা। তৃতীয় পক্ষ কি? বালিকাটি তোমার কন্যা?

নাগ। নেহাৎ মন্দ আঁচেন নি, বয়সে আর আবদারে তাই বটে—কিন্তু সম্পর্কে ভার্য্যা।

বিশ্বা। ভার্য্যা! তোমার সহধর্ম্মিণী? এ তো বালিকা।

নাগ। আজ্ঞে, একে সহধর্ম্মিণী বলে না—পিত্ত-রক্ষিণী! এর পূর্ব্বের দু'টি বিশ্বামিত্রকে দিয়েছি।

বিশ্বা। বিশ্বামিত্রকে দিয়েছ?

নাগ। ঐ যমকে দিয়েছি, তা হ'লেই হ'ল, দু'জনেই তো সর্ব্বগ্রাসী।

বিশ্বা। (স্বগত) বাঃ বাঃ? এই তো উচ্চা-ভিলাষ পূর্ণ হচ্ছে। ক্ষত্রিয় থেকে ঋষি, ক্রমে দেব উপাধি লাভ কচ্ছি; এখন লোকচক্ষে যম দাঁড়িয়ে গেছি!

নাগ। কি ঠাকুর, থমকে গেলে যে? যমঋষি আপনারও কিছুতে দৃষ্টি দিয়েছেন না কি?

বিশ্বা। না, বিশ্বামিত্র কি কারো অনিষ্ট করেছে?

নাগ। রাম কহো! অনিষ্ট কাকে বলে, তাই সে জানে না। রাজা হরিশ্চন্দ্র রাজ্যভার নিয়ে মহা কষ্ট পাচ্ছিলেন, ঋষিঠাকুর এক গণ্ডুষ জল হাতে ক'রে এক কথায় তাঁকে সপরিবারে স্বর্গের পথে এগিয়ে দিয়ে সব জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে নিশ্চিন্ত ক'রে দিয়েছেন। তা বেশ করেছেন, সেই কৃপাটুকু আমার উপর কল্লে আমিও নিশ্চিন্ত হই।

বিশ্বা। তোমার আবার কিসের নিশ্চিন্ত?

নাগ। আমার ভয়ানক ব্যাপার! রাজা হরিশ্চন্দ্রকে এই ছোট-খাট পৃথিবীটুকু শাসন করতে হতো, আর আমাকে তৃতীয় পক্ষের পিত্তিরক্ষিণীর শাসন সহ্য করতে হয়। ঠাকুর, এর মর্ম্ম তুমি বুঝবে না—তুমি বুঝবে না। এখন ভেবে চিন্তে স্থির করেছি, নারায়ণের ছাতা পর্য্যন্ত গলিয়ে গহনা গড়িয়ে দিয়েছি, আর তো উপায় নাই, এই পোঁটলা-পুঁটলী বেঁধে যাচ্ছি যে, যা কিছু টেঁকিটা-কুলোটা, গরুটা-বাছুরটা ঘরে আছে, সব না বিশ্বেসমিত্তিরের উদরে দিয়ে, এই তৃতীয়পক্ষটিকে পর্য্যন্ত দক্ষিণা দিয়ে কাশী চ'লে যাব। একবার দেখি, তিনি কত বড় ঋষি, ত্রিবিদ্যা-সাধন করতে গিয়েছিলেন তো, এখন একবার তৃতীয় পক্ষের বিদ্যার সাধনটা সামলান, আমি ড্যাং-ডেঙ্গিয়ে খালি হাত-পায়ে কাশী গিয়ে বম্ বম্ করি। এখন ঋষিকে খুঁজে পেলে হয়।

স্ত্রী। হ্যাঁ রে মিন্‌ষে, তোমার এত বড় স্পর্দ্ধা, আমায় বিলিয়ে দেবে? নোড়া দিয়ে তোমার যে কটা দাঁত আছে, ভাঙ্গবো না! আয় মিন্‌ষে, ঘরে আয়। (টানাটানি)

নাগ। ছেড়ে দে বলছি! আমি যদি দান ক'রে পুণ্য করি, তোর তাতে কি?

স্ত্রী। ওরে কম্‌বক্তে, আগে আমার পা পূজো ক'রে পুণ্যি কর, তার পর অন্য পূজো করবি, আয় কম্‌বক্তে।

[উভয়ের প্রস্থান।

বিশ্বা। স্ত্রী লক্ষ্মীরূপিণী বটেন, কিন্তু একটু বক্র-গামিনী হইলেই সকল অনিষ্টের মূল হন। বিপ্লব বিপর্য্যয়-উৎপাতাদি যেখানে উপস্থিত, অনুসন্ধান করলে তার মূলে কোনরূপে না কোনরূপে বিশ্ব-বিমোহিনী রমণীর সংস্রব পরিলক্ষিত হয়। উপনিষদ পুরাণাদির উদাহরণেও তাই নির্দ্দেশ করে; সম্প্রতি তো আমিই এ বিষয়ের জীবন্ত সাক্ষ্য; সাধনা করলেম, মহাতপা ঋষি, ইন্দ্রাদি দেবগণকেও শাসন করলেম, সর্ব্বত্রই বিজয়ী, সগর্ব্বে মস্তক উন্নত ক'রে কার্য্য করেছি, আর যেই রমণীরূপিণী বিদ্যাত্রয়ের সাধনা করতে গেলম, অমনি সাধনাও নিষ্ফল, সঙ্গে সঙ্গে রাজর্ষির গর্ব্বিত আসন হ'তে যাজক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের ঘৃণিত স্তরে অবতরণ। স্বেচ্ছায় বর্জ্জিত সংসারকে মলামিশ্রিত পরিত্যক্ত বসনের ন্যায় পুনরালিঙ্গন।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের গৃহ।

কদম্বা ও শৈব্যা।

কদম্বা। বলি হ্যাঁগা, এখানে নিশ্চিন্দি হয়ে ব'সে যে দড়ি ভাঙচো, আর কি কাজ নাই?

শৈব্যা। মা, আপনিই তো বলেছেন, জলতোলা দড়ি পুরানো হয়ে গেছে।

কদম্বা। বলেছিলুম কি, এই দেড় প্রহর বেলায় ব'সে ভাঙতে? ও হাল্কা কাজ তো যখন ইচ্ছা করা যায়, রাত্রে সবাই ঘুমুলে টুমুলে তো নিশ্চিন্দি হয়ে ভাঙতে পার। এমন কুড়ে মানুষ তো বাপু বাপের কালে দেখিনি, ব'সে কাজ করতে পারলে আর দাঁড়াতে চায় না।

শৈব্যা। এখন কি করবো, অনুমতি করুন।

কদম্বা। ইস্! কাজ করতে বলতে হ'লে তোমায় বুঝি আমার মিনতি করতে হবে?

শৈব্যা। সে কি মা, আমায় মিনতি করবেন কি? অনুমতি করবেন, আজ্ঞা করবেন।

কদম্বা। বটে! যত বড় মুখ—তত বড় কথা! আমি তোমায় আজ্ঞে করবো! দাসীকে আমি আজ্ঞা করবো! তুই আমায় আজ্ঞা করবি।

শৈব্যা। সে কি কথা মা?

কদম্বা। সে কি কথা আবার কি? কথায় কথায় আমায় আজ্ঞা করবি, উঠতে বসতে আজ্ঞা করবি, আমি যতবার বলবো দাসী, তুই ততবার বলবি আজ্ঞে। দাসী—দাসী—দাসী, আজ্ঞে—আজ্ঞে—আজ্ঞে!

শৈব্যা। আজ্ঞে, তাই হবে, এখন কি করতে হবে বলুন?

কদম্বা। কেন, ঐ চাকিখানা নিয়ে কতকগুলো গম ভেঙ্গে ফেল না।

শৈব্যা। পরশু তো মা দশ সের গম ভেঙ্গেছি।

কদম্বা। পরশু ভেঙ্গেছ ব'লে আজ কি আর ভাঙতে নেই? যাও, ভাঙ গে যাও।

শৈব্যা। আমায় বলেন—ভাঙছি, কিন্তু অত আটা একসঙ্গে প্রস্তুত ক'রে রাখলে নষ্ট হয়ে যাবে, তাতে আপনারই ক্ষতি হবে।

কদম্বা। হ্যাঁ হ্যাঁ, বটে, তবে যাও, গোরুর কুটিগুলো একবার ভাল ক'রে মেখে দাও গে।

শৈব্যা। আমার ছেলে তা দিয়েছে।

কদম্বা। জল তুলেছ কি?

শৈব্যা। হাঁ মা, দুটো কুণ্ড ভ'রে দিয়েছি, ঘড়াও আর খালি নাই।

কদম্বা। এই এর মধ্যে সব কাজ হয়ে গেছে! খুব ফাঁকি দাও তো, কি কুড়ে গো—কি কুড়ে!

শৈব্যা। অন্য কাজ হাতে ছিল না বলেই দড়িটে নিয়ে বসেছিলেম।

কদম্বা। ও দড়ি এখন থাক, এক কাজ কর—এই তোমার গে—এই—এই কি করবে?

শৈব্যা। যা বল মা?

কদম্বা। হ্যাঁ হ্যাঁ, বলছি, স্থির হও না! এই—এই—এই তোমার গে—যাও না, একটা শক্ত কাজ আর দেখে নিতে পার না? মনেও পড়ে না ছাই,—এই—এই—হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐ সিঁড়িখানা এনে তেতলায় ছাতে উঠে যাও, গিয়ে—ঐ—ঐ—দেখে এস দেখি, গঙ্গার জল কতটা বেড়েছে?

শৈব্যা। তা মা, এই খিড়কীটে খুলে ঘাটে থেকেই দেখি না কেন?

কদম্বা। না না, ঐ ছাতে থেকেই ভাল। কথার ওপর কথা কও কেন? হ্যাঁ, তোমার ছাতে গিয়ে যে আরও কাজ আছে, ঐ সোনারদের গাছ থেকে উড়ে প'ড়ে এক ছাত নিমপাতা জড় হয়েছে, সেইগুলি সব পরিষ্কার ক'রে নামিয়ে আন।

শৈব্যা। কোন্ দিকে ফেলবো?

কদম্বা। ফেলবে কি? মনে কচ্ছো কি অমনি আলুগোছে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্দি হবে? কি কুড়ে গো—কি কুড়ে। শুকনো পাতা কি ফেলবার

জিনিস, গোয়ালে সাঁজাল দেওয়া হবে, উনুন ধরানর কাজে লাগবে। আঁচলে ক'রে চাড্ডি চাড্ডি ক'রে সব আস্তে আস্তে নামিয়ে নিয়ে এস। অমন চোদ্দ হাত বাঁশের চমৎকার সিঁড়ি হয়েছে, টপাটপ ক'রে উঠবে আর নামবে, তাতে আর কি; আর কতবারই বা উঠানামা করতে হবে, তিরিশ কি পঞ্চাশবার—এই বৈ ত নয়।

শৈব্যা। তাই যাই মা।

কদম্বা। হ্যাঁ, ভাল কথা—শোন, তোমার আজ উপস, আজ আর ত কিছু খাবে না।

শৈব্যা। সে আজ তো না মা—কাল যে ষষ্ঠী।

কদম্বা। হ্যাঁ গো হ্যাঁ, কাল ষষ্ঠী, তা কি আর জানি নি? পেটে ধরি নি ব'লে উপসই যেন করি নি, তা ব'লে কি ষষ্ঠী করবে, মার্কণ্ড করবে, জানি নি? পুতের মা হয়েছ, তা ব'লে ষষ্ঠী দেখিয়ে আমায় ঠাট্টা কেন? আমি ষষ্ঠীর উপসের কথা বলছি নি, আজকের উপসটা কি করবে না? সধবা মানুষ, তোমার ভালর জন্যেই বলছি।

শৈব্যা। আমি ত জানি না মা। আজ কিসের উপবাস? বল বল, আজ কিসের উপবাস? সধবাকে কর্ত্তে হয়?

কদম্বা। হ্যাঁ গো হ্যাঁ—এ আর জান না, ভারি ফল। আজ যে আমলা শুক্রবার, সধবা মানুষকে আজ একটা আমলা খেয়ে থাকতে হয়, তা' হ'লে আর জন্মে শতেক পতি পায়। দূর মরুক গে ছাই, কি বলতে কি বলি, একশো পতি নয়—একশো পুত্তুর পায়।

শৈব্যা। আহা মা, ভাগ্যে ব'লে দিলে—আমি তো জানতেম না। অবশ্য আপনিও উপবাস করবেন।

কদম্বা। আ ভাগ্যি! আমার উপস করবার যো আছে, আমার যে কুষ্ঠীতে বিছের ঘরে কাঁকড়া, আমার উপস করবার যো নাই। আহা, কর্ত্তা সে দিন পাঁজী পড়ছিলেন, তাই শুনেছিলেম, এ বছরের মত পুণ্যির বছর অনেক দিন হয় নি। কি মাসে ছ'টা সাতটা ক'রে ভাল ভাল উপসের দিন আছে। তুমি বাছা ভাগ্যমানী, সবগুলি ক'রে নেবে, আর আমি একটাও করতে পারবো না, এমন কুষ্ঠীও হয়েছিল। ঐ যে কিসের ঘরে কি বল্লুম?

শৈব্যা। কাঁকড়ার ঘরে বিছে।

কদম্বা। হ্যাঁ হ্যাঁ বাছা, তা কর বাছা, তুমি বাছা দেখিয়ে দেখিয়ে উপস কর, আমি নয় পাপিষ্ঠী গাণ্ডে পিণ্ডে গিলে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে দেখবো যেমন কপাল!

জটা। (নেপথ্যে) এখানে কেন? চ, তে মারকাছে টেনে নে যাই।

(জটাধারী রোহিতকে ধরিয়া প্রবেশ)

জটা। আজ তোর হয়েছে কি, একবা দেখাচ্ছি মজা!

রোহিত। তোমার পায়ে পড়ি মামা ঠাকু মা'র সামনে নয়; মা'র সামনে আমায় মের ন তা হ'লে মা বড় কাঁদবে, আমায় ঘাটের ধারে নি গিয়ে যত ইচ্ছা মার!

জটা। তা' হ'লে আর মজা হ'ল কি রে বেটা তুই বাপ্ বাপ্ ডাকবি, তোর মা আছড়াপিছড়ি খাবে, তবে মারের মজা হবে।

কদম্বা। কি হয়েছে জটাই—কি হয়েছে? ছোঁড়াকে মারছো কেন?

জটা। মারবো না, আমার অমন আকন্দগাছের লকলকে ডগাটা একেবারে আধ হাতখানেক মুচড়ে ভেঙ্গে দিয়েছে।

রোহিত। দিদি মা, আর আমি অমন কাজ করবো না, আঁকসি দিয়ে ফুল পাড়তে গিয়ে হঠাৎ ভেঙ্গে গেছে।

জটা। হঠাৎ ভেঙ্গে গিয়েছে, আঁকসি দিয়ে পাড়া কেন? গাছে উঠে পাড়তে পারিস নে?

রোহিত। আমি যে গাছে উঠতে পারি না মামাঠাকুর।

জটা। গাছে উঠতে পার না। চাকর হয়েছিস্, গাছে উঠতে জানিস নি? বেতের চোটে গাছে উঠতে শেখাব, পিঠের চামড়া তুলে দিচ্ছি। (প্রহার)

রোহিত। ও মা, এখান থেকে যাও, স'রে যাও, ও মা, এখান থেকে স'রে যাও, ও মা, তুমি দেখতে পারবে না মা, তুমি স'রে যাও—স'রে যাও, আমি মার খেয়ে তোমার কাছে যাব এখন।

কদম্বা। ওঃ! এ যে কিছু বাড়াবাড়ি আদর গা—মা স'রে যাবেন, তবে ছেলে মার খাবে! অপকর্ম্ম করিস কেন? কল্লেই তো মার খেতে হবে!

শৈব্যা। মা গো, এবার ক্ষমা করতে বল। এখন থেকে ও সাবধানে থাকবে, সাবধানে কাজ করবে। আহা, বাছার ননীর শরীর, অমন বেত্রাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাবে।

কদম্বা। ও মা, কোথায় যাব গো! কালে কালে হলো কি! না—পৃথিবীবতে আর ধর্ম্ম নাই। গরীবের ছেলের আবার ননীর শরীর। বেঁচে থাকলে আরও কত কি শুন্‌তে হবে। আঁা, ও জটাই, বলে কি রে? চাকরাণীর ছেলের আবার মার খেলে লাগে। তার বুঝি আবার ভদ্দোর লোকের মত কষ্ট হয়? বাছা, এত ঢং যার, তার পরের বাড়ী চাকরী করতে আসতে নাই।

শৈব্যা। ঠিক ঠিক মা, আমার স্মরণ ছিল না। দুঃখিনীর আবার কষ্ট কি? অদৃষ্টের প্রহারে যে অহোরাত্র জ্বলছে, বেত্রাঘাতে তার আর কি হবে?

জটা। ঐ নাও, ঠাকরুণ আবার বেদব্যাস আরম্ভ কল্লেন। মামী, মাগীকে এখান থেকে যেতে দিও না, ও দেখবে, আমি ছোঁড়াটাকে পিটবো, তাই তো এখানে টেনে এনেছি, চ'লে গেলে আর মজাটা হবে কি?

রোহিত। না গো, তোমাদের পায়ে পড়ি, মাকে এখান থেকে যেতে দাও, না হয় আমাকে বেশী ক'রে মেরো, মাকে দেখতে দিও না।

শৈব্যা। মা, যদি তোমার গর্ভে একটা হ'তো, তা হ'লে বুঝতে যে, সন্তানের যাতনা দেখলে মা'র প্রাণ কি করে।

কদম্বা। নাও, তোমার আর বাক্য-যন্ত্রণা দিতে হবে না। জটাই, তু যা মারবি, তার দাঁড়িয়ে দেরী কচ্ছিস কেন, যা হয় ক'রে নে না।

শৈব্যা। বাছা রে, সন্তানের নিরাপদের স্থান মায়ের কোল, কিন্তু তাও আমার তোকে দিবার স্বাধীনতা নাই। কাঙ্গালের আশ্রয় দীননাথকে ডাক, আমি অভাগিনী এখান থেকে যাই।

কদম্বা। যাচ্ছ কোথা? আমার আজ্ঞা না ক'রে যে চ'লে যাচ্ছ? জান, আমি মনিব, তুমি দাসী?

শৈব্যা। জানি মা, যে দিন তোমার দাসত্ব স্বীকার করেছি, যে দিন স্বাধীনতা বিক্রয় করেছি, সেই দিন সঙ্গে সঙ্গে আমার ইহজীবনের সর্ব্বস্ব বিক্রয় করেছি। জানি মা, শুধু এ দেহ তোমার দাসী নয়, আমার মন-প্রাণ তোমার দাসী, আমার সুখশান্তি তোমার দাসী, আমার চিন্তা অনুভব তোমার দাসী, আমার স্নেহ মায়া বাৎসল্য তোমার দাসী, আমার নিজের সুখ দুঃখ নাই, শুভাশুভ নাই, সবই মা তোমার জানি; মা, এ দগ্ধ প্রাণ যদি বেত্রাঘাত দেখে ফেটে যায়, শুধু তুমি অনুমতি কল্লে হাসতে হবে! জানি মা, যদি ছেলের মুখচুম্বন ক'রে এ পোড়ার মুখে একটু হাসি আসে, তোমার ভ্রূকুটিতে সে হাসি ঠোঁটের কোণে লুকাতে হবে।

জটা। জান তো সব, তবে চ'লে যেতে চাচ্ছিলে কেন? দাঁড়িয়ে দেখ, একবার কি করি।

শৈব্যা। কি করবে ব্রাহ্মণ, কি দেখাবে? এ পাষাণ প্রাণ আর কত সহ্য করতে পারে, তাই দেখাবে? ব্রাহ্মণ, তুমি জান কি, আমি কি দেখেছি? জান কি, আমি কি সহ্য করেছি? জান কি, সহস্র পল্লবিতশাখা-প্রসারিত বটবৃক্ষ বজ্রাঘাতে দগ্ধ হয়েছে, তা দাঁড়িয়ে দেখেছি! অনন্ত অতলস্পর্শ মহাসাগর শুষ্ক হয়েছে, তা দাঁড়িয়ে দেখেছি, আর জান কি— কার হাত ধ'রে তুমি—তুমি—তুমি পীড়ন কচ্ছো— আর আমি সে দাঁড়িয়ে দেখছি?

জটা। (স্বগত) ও বাবা, কে রে, রাক্ষসী না ইন্দিরের শচী? আচ্ছা, দাসী তো মামা এনেছে। (প্রকাশ্যে) ঐ নে বাপু, তোর ছেলে নে, বেয়াড়া ছেলে—পারিস আপনি শাসিত কর্।

[প্রস্থান।

কদম্বা। ও জটাই, গেলি কেন—গেলি কেন?

[ডাকিতে ডাকিতে প্রস্থান।

রোহিত। মা—মা—আমার—

শৈব্যা। দুঃখিনীর ধন—বাবা রে, অঞ্চলের নিধি! (ক্রোড়ে ধারণ)

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

শ্মশান।

হরিশ্চন্দ্র।

রাজা। চণ্ডালের দাসত্ব—কদন্ন ভোজন— মৃতকম্বলাহরণ! শূকর-চারণ—কিন্তু তবু তৃপ্তি—তবু হৃদয়ভার অনেক লাঘব—আমি ঋণমুক্ত। অহো— হো—হো—কি সে জ্বালা! ঋণের জ্বালা! কি বিষের জ্বালা! চরণে দাসত্বের নিগড় পরেছি বটে, কিন্তু প্রাণের কঠোর যন্ত্রণাদায়িনী নিগড় খ'সে গেছে, বিশ্বামিত্রের ঋণে তো মুক্ত হলেম, বসুমতীর ঋণমুক্ত হয়ে কবে চ'লে যাব? আর কেন পৃথিবীতে থাকা? কার জন্য থাকা? আর কিসের বন্ধন? যে দুটি কুসুমডোরে হৃদয় বাঁধা ছিল, সে দুটি তো ছিন্ন হয়েছে, যাদের দেখে প্রজাপুঞ্জের শোক বিস্মৃত হতেম, তারা তো আর আমার নাই। নাই—

কোথা গেল? কোথায় ভাসিয়ে দিয়ে এলেম!
হরিশ্চন্দ্র। বড় দর্প ছিল, তুমি ধার্ম্মিক, পুণ্যসঞ্চয়ের দর্পে তুমি এক দিন মনে মনে বড় স্ফীত হয়েছিলে, দর্পহারী মধুসূদন তাই বুঝি তোমার পুণ্যের পথ বড় প্রশস্ত ক'রে দিলেন। পতি হয়ে পত্নীকে রক্ষা করতে পার্‌লে না। পিতা হয়ে পুত্রকে পালন কর্‌তে পার্‌লে না। রাজধর্ম্ম তো রক্ষা করেছ—পতির ধর্ম্ম, পিতার ধর্ম্ম কি রক্ষা কর্‌তে পেরেছ? ধর্ম্ম! বলিহারি তোমার লীলা! কিসে তুমি থাক, কিসে তুমি যাও, কিছুই বুঝলেম না। এক বুঝেছি যে, কীর্ত্তিপূর্ণ সূর্য্যবংশে খুব কীর্ত্তি রেখে গেলেম। মা ভাগীরথী, তুমি এই বংশের কীর্ত্তি, মা গো, কলকলনাদে ভগীরথের কীর্ত্তি ঘোষণা করতে করতে তুমি যে তরল নীলিমায় মিলিত হতে যাচ্ছ, সেই অনন্ত সাগরও এই বংশের কীর্ত্তি। আবার তোমার তীরে চণ্ডাল-বেশে দণ্ডায়মান হরিশ্চন্দ্রের চণ্ডাল-কার্য্য ও স্ত্রীপুত্র-বিক্রয়ও সেই বংশের অদ্ভুত কীর্ত্তি।

(চণ্ডালদ্বয়ের প্রবেশ)

ঝিমন। আর ভাই হরিয়া, তুই বোসে বোসে খালি কি শোন্‌তে থাকিস বোলতো? এত ভাবনা কিসের? তোর খানাপিনা কি মনের মোতো হোয় না রে ভাই?

পরাহু। আরে খানাপিনা কেমন ক'রে হোবে বোল্‌তো ঝিমন? হামাগোর সাথে খাবে না। আমাবস্যার রাতে এমন পঞ্চাইত হল, তিন ঘড়া সরাব চল্লো, ওতো দিনের পুরাণো ঘুতুয়াকে মারলো, টইলাকো মাতারি চর্ব্বিসে কি মিঠা পকোড়া বানলো, তু খালি, হাম খালে, সবকোই খালি, আর টইলাকো মাতারি এতো কিয়া দিয়ে হরিয়াকে বোল্লে, হরিয়া খেলে না।

রাজা। ভদ্র, তোমার যত্নের ত্রুটি নাই। তোমার সহধর্ম্মিণীর স্নেহ আমি কখন বিস্মৃত হব না। তোমাদের সকলেরই নিকট আমি কৃতজ্ঞ। স্বহস্তে পাক ক'রে ভোজন আমার ব্রত; তোমাদের নিকট আমি যথেষ্ট দ্রব্য-সামগ্রী পাই, আমার কোন অভাব হয় না, আমি যা আহার করি, তা যথেষ্ট পাই।

ঝিমন। হরিয়া, তু ভাই কোন্ রাজার বাড়ী কাজ করেছিল, বড় মিঠা মিঠা বুলি শিখেছিস, তোর মত মিঠা কথা এ বুড়াকে শিখাবি, এ বয়সে পারবো?

রাজা। ভাই, ভদ্রভাষা মিষ্টতার আড়ম্বরপূর্ণ হ'তে পারে, কিন্তু তোমাদের সরল কথাবার্ত্তা সরল মনের ভাব প্রকাশের যথার্থ উপযোগী। তোমাদের এই ছটাঘটাহীন কথায় আমারও বড় শ্রুতিসুখ হয়। ভাই, নিজ অবস্থায় অসন্তুষ্ট হয়ো না, তা হ'লে দুঃখকে নিমন্ত্রণ ক'রে ঘরে আনবে।

পরাহু। নিমন্ত্রণ খাবি, বোল আজই রাতে যোগাড় করি। তুই আপনি রসুই করবি, কোরে লে। দাঁতুই বড় চিক্কণ-চাকণটি হয়েছে, বোল, তুহার জন্যে মেরে দিই, আর পাঁচ সাতটি কুকড়াবি কাটিয়ে লিই। হাঁরে হরিয়া, তু শুয়ার খাবি না কেন? আমি শুনেছে, বোড়া বোড়া রাজারাজড়া ক্ষত্রি বাচ্ছা, বামুনের মত অমুই গলায়, বড়া বড়া শুয়ার খায়—ইয়া ইয়া দাঁত। জঙ্গলে গিয়ে ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে বড়া বড়া শুয়ার আপনি মেরে খায়।

ঝিমন। আরে খায় কি রে, খায় কি, শুয়ার না কাটলে রাজা বিটাদের বাপের ছরাদভি হয় না। হরিয়া, তু কি জানিস্ না, তুই তো রাজার বাড়ী নোকর ছিলি।

রাজা। জানি, তুমি যা বলেছ, তা কতক সত্য বটে, কিন্তু মৃগয়ালব্ধ বন্যবরাহ। গ্রাম্য শূকর-কুক্কুটাদি ভোজন আর্য্যজাতির নিষিদ্ধ।

পরাহু। না বাবা হরিয়া, তু ভালা করি খাওয়া ওয়া কর, নৈত বুড়া দুব্‌লা হোয়ে যাবি, মোরে যাবি—বাঁচবি না।

রাজা। প্রভু, তুমি শঙ্কিত হও না, অনেক অর্থ দিয়ে তুমি আমায় ক্রয় করেছ, আমি স্বেচ্ছায় এ জীবন নষ্ট কর্‌বো না; তোমার কার্য্য করবার শক্তি আমার যথেষ্ট আছে।

পরাহু। আরে ছোঃ ছোঃ ছোঃ। এ ঝিমন, হরিয়া বাউড়া! আরে বেটা, হামি কি হামার লোকসানের কথা বল্‌ছি? বড়া আদমির মত হামারা ওতো সোনা চাঁদির ভাবনা ভাবিনি, পেটটা ভোরে খেয়ে দিন গুজার হ'লেই হামারা খুসী থাকি। গঙ্গামায়ীর কসম, হামি সে জন্য বলি না, দেখ বাবা, তুই কোথা ছিলি, দেখিনি—জানি নি, সে জুদা ছিল, এখানে আমাদের ঘরে আস্‌ছিস, সামনে খাওয়া-দাওয়া করছিস্, টইলার মাতারিকে মা বলছিস, এখন যে বাবা তু হামার ছেলিয়ার মাফিক হইয়াছিস, এই দেখ সব এরা বি নোকর, তা হামি কি নোকর দেখি, কেউ ছেলিয়া আছে, কেউ ভাতিজা আছে, তুই বি তেমনি হইয়া গিছিস্ বাবা! এখনো যে তোর বেমোটী হলে হামাদের

যে সব দুঃখু হোবে। বাপ-দাদার ধরম আছে মুর্দ্দা জ্বালাই, কিন্তু তোর মুর্দ্দাটি এখানে কে জ্বালাবে বাবা? এ বুড়ার বুকটি যে ফাটিয়ে যাবে বাবা! টহলার মাতারি রোয়ে রোয়ে বাউরা হোবে বাবা। তোহার মুখে যাদু আছে, তুই সবাকে যাদু করিতেছিস্ বাবা!

রাজা। ভদ্র! তুমি চণ্ডাল, আর—আর আমি মার্জ্জিত-হৃদয় ভদ্র। সত্যই তুমি আমার পিতা, প্রভু ব'লে, অন্নদাতা ব'লে নয়—কত কাল—কত কাল এমন স্নেহময় কথা শুনিনি। স্তবস্তুতির পরিপাটী পাঠ শুনে শুনে অরুচি হয়েছে, বাৎসল্যের এমন মধুর ভাষায় কেউ আমাকে অনেক দিন সম্ভাষণ করেনি। সহৃদয় চণ্ডাল। দুর্দ্দশার পাঠশালে অনেক শিক্ষা হয়। মাৎসর্য্যের অন্ধত্বে আমরা মনে করি যে, বিদ্যা-শিক্ষা ব্যতীত হৃদয়ের উৎকর্ষসাধন হয় না। অহো, কে জানতো যে, শববাহক চণ্ডালের কর্কশ অস্থিচর্ম্মে এমন কোমল হৃদয় থাকে? আহা, এমন কত যোজনগন্ধা সুরভি কুসুম তমসাবৃত ঘন বনমধ্যে আপনিই প্রস্ফুটিত হয়ে আপনিই শুকায়ে যায়। কে জানে, লোক-লোচনের সুদূর অন্তরে কত কৌস্তুভ-লাঞ্ছিত রত্ন খনির গভীর কালিমার গর্ভে অনাদরে গড়াগড়ি যায়।

ঝিমন। মণ্ডলজী, বুঝ্‌লি, কুছু কুছু বুঝলি হরিয়া কি বোল্লে? হামি ওর শুনিয়ে শুনিয়ে ভদ্র-বুলি শিখছি, কুছু কুছু বুঝছি। হরিয়া বোল্লে যে, মণ্ডল, তু বুড়া ভালা আদমি, তোর মন বি বোড়ো সাচ্চা, তোর মাফিক মিঠা যোন ভদ্দোর আদমির বিচে থোড়া বি আছে। হরিয়া ভাই, ঠিক বলছুস, ঠিক বলছুস; পরাহু মণ্ডল জাতটিতে চণ্ডাল আছে, লেকেন প্রাণটিতে রাজা আছে, ভাই, রাজা আছে।

পরাহু। আরে ছো: ছো: ছো:! হরিয়া, এমন কাজটি করিসনি বাবা—করিসনি! বুড়া আদমি দু'চার দিন বাদ হিঁয়া লেকড়ী বিছায়ে শোবো, গঙ্গামায়ী আগুন ঠাণ্ডা কোরে দিবে। খোসামুদী যোলে হামার মাটী বিগারে দিসনি বাবা! আরে বাপ রে বাপ! বুড়া হয়েছি—হামি বহুত দেখেছি, খোসামুদী বুলিই বড়া কড়া নেশা রে বাবা, বড়া কড়া নেশা, সরাপ সে বি কড়া।

রাজা। দয়াময় ভগবান্! চণ্ডালের দাসত্ব করতে হবে ব'লে আমি তখন ঘৃণায় কাতর হয়েছিলেম করুণানিদান, যে ব্রাহ্মণ শৈব্যাকে আশ্রয় দিয়েছে, দেখো যেন তাঁর এই চণ্ডালের ন্যায় মহৎ ও কোমলহৃদয় হয়।

ঝিমন। হরিয়া, আজ ভাই তু কৌড়ী লিয়ে বাজারসে কুছু মিঠা উঠা কিনে হাম্‌রাগোর সাথে বোসে খাবি, তু তফাতে খবি, হামলোক ছোঁবে না, লেকেন আজ একসাথে ফুর্ত্তি করবি। ভাই, আজ মণ্ডলজীকা বেটা টহলাকে লগন হোবো, সাদী হোবে, মেইয়া ঠিক হোইছে, আজ লগন হোবে। ঐ শুনো, ঐ শুনো, মেরাক্ লোক আসছে, গানবাজনা ক'রে গঙ্গাজল সব ভরতে আসছে।

(চণ্ডাল-চণ্ডালিনীগণের প্রবেশ ও গীত)

স্ত্রীগণ—আরে পানিয়া ভরণকে যাই
পানিয়া ভরণকে যাই।
রঙ্গিলা ঘাঘরি শির পর গাগরি জয় গঙ্গামায়ী ॥
ভাল ঝুলাই ঝুলাইন, আঁখে আঁখে ভুলাইনু,
যুবন মিলাইনু রঙ্গত রঙ্গত সুহাগে গলাই।
পুরুষগণ—বাজা ডঙ্কা বাজা শঙ্খা জয় গঙ্গামায়ী।
হর-জটা লটাপটা জয় গঙ্গামায়ী ॥
স্ত্রীগণ—জগভরি সব কোই, জোড়ি জোড়ি মিলই,
জোড়ি তোড়ি রহব কহে মেরি লালা ঝুলাই,—
নাচ ঝুম ঝুম, মার কুম-কুম, ধুম মাচাও কুসুম চলাই ॥
পুরুষগণ—বাজা ডঙ্কা, বাজা শঙ্খা, জয় গঙ্গামায়ী।
হর-জটা ঘটা লটাপটা জয় গঙ্গামায়ী ॥

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বারাণসী—উপকণ্ঠস্থ পথ।

(ধর্ম্মের প্রবেশ)

ধর্ম্ম। ঐশ্বর্য্যের দ্বন্দ্বে মৃত্তিকার আধিপত্য লয়ে বিবাদে নররক্তে ধরিত্রীকে প্লাবিত ক'রে, রণক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন করবার বীর অনেক পাওয়া যায়। স্বদেশরক্ষাই বল, স্বাধীনতা-রক্ষাই বল, সকলই লোভ-মাৎসর্য্যের, সকলই আত্মগরিমা প্রভৃতি স্বার্থের রূপান্তরমাত্র। কিন্তু নিঃস্বার্থভাবে ধর্ম্মের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করতে কয় জন পারে? সত্যের জন্য, দানের জন্য, পরের জন্য, আপনায় সুখ ঐশ্বর্য্য যশ মান স্নেহ প্রণয় দেহ প্রাণ ধর্ম্মের অসিতে ছেদন করতে কয় জন বীর সমর্থ হয়? শ্রীরামচন্দ্রের কোন্ বীরত্ব অধিক প্রশংসনীয়, কোন্ বীরত্ব তাঁর অমানুষিক কীর্ত্তি? দুর্জ্জন দশানন-বধ, না জীবনাধিক

জানকী-বর্জ্জন? মানবের সংসারী চক্ষু হায় এ তত্ত্ব বুঝে না। আজ যদি হরিশ্চচন্দ্র অযোধ্যার সিংহাসন লয়ে এক জন জ্ঞাতির সহিত বিরোধে ক্ষতাঙ্গ হয়ে প্রাসাদের দুগ্ধফেননিভ শয্যায় রোগযন্ত্রণা ভোগ করতেন, তা হ'লে লোকে রাজধর্ম্ম বীরধর্ম্ম ব'লে তাঁর জয় ঘোষণা করতো, কিন্তু যে অলৌকিক বীরত্বের প্রভাবে তিনি সত্যের জন্য স্বার্থকে যুদ্ধে পরাস্ত ক'রে সর্ব্বস্বান্ত হয়েছেন, অনেকে তা মতিভ্রম বা স্বাভাবিক মানসিক দুর্ব্বলতার পরিচায়ক ব'লে মনে কচ্ছে! কি ভ্রম! কি ভ্রম! অপরকে জয় করা তো অতি তুচ্ছ কথা, সিংহ-ব্যাঘ্রাদি বলবান্ পশুতে তো তা নিত্য ক'রে থাকে। কিন্তু সকল জয়ের শ্রেষ্ঠ জয়—আত্মজয়। আপনাকে জয় করতে হ'লে অলৌকিক বীরত্বের আবশ্যক। ধন্য হরিশ্চন্দ্র! ধন্য হরিশ্চন্দ্র! কিন্তু এখনও পরীক্ষা বাকী, শেষ পরীক্ষা—অতি কঠিন পরীক্ষা! মানবহৃদয়ের অতি কোমল তন্ত্রীতে মায়ার অতিমধুর আবরণে সাংঘাতিক আঘাত! আহা! একে উত্তেজনা অবসাদের দাস পঞ্চেন্দ্রিয়সম্পন্ন পঞ্চভূতের দেহ, তার উপর একটি ষড়রিপুজড়িত মন—লীলাস্থল এই মায়াকানন; পরমায়ু অতি স্বল্প, তাতে পরীক্ষার উপর পরীক্ষা, কঠোর হ'তে কঠোরতর, অস্থিচর্ম্ম-মর্ম্মভেদী পরীক্ষা! মানবের যে পদে পদে পদস্খলন হবে, তাতে বিচিত্র কি? উপায় নাই। নিয়ম—বিধাতার অখণ্ডনীয় বিধান। ভাল, ভয় নাই; যেমন সর্ব্বত্যাগী হয়ে হরিশ্চচন্দ্র, তুমি আমায় মাত্র আশ্রয় ক'রে আছ, আমিও তেমনি তোমায় আমার সম্পূর্ণ তেজে তেজীয়ান্ রাখবো।

[প্রস্থান।

(কামন্দক ও বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ। বলি, দাঁড়াও না ঠাকুর, তোমায় চিনেছি, চিনেছি, ঠিক চিনেছি, মাণিকযোড় তোমরা প্রাণে গাঁথা আছ, ভোলবার যো কি? যখন চিনেছি তোমায় বাপু, তখন সন্ধানটি না নিয়ে ছাড়ছিনি!

কাম। কি চিনেছ? কৈ, আমি তো কোথাও তোমায় দেখেছি ব'লে বোধ হয় না, তুমি কাকে মনে কচ্ছো, বল দেখি?

বিদূ। আর কাকে মনে করবো? ইষ্টদেবতার জায়গাটা জুড়ে নিয়ে তোমার কর্ত্তা আজ ক'বছর ধ'রে ব'সে আছেন, অপর কিছু আর মনে করবার যো আছে? তোমায় ঠিক চিনেছি, বলি, তুমি তো সেই—সেই করুণাকুণ্ড?

কাম। সে আবার কি?

বিদূ। বলি, দয়ার সাগর বিশ্বামিত্রের চেলা যখন, তখন তুমিও তো একটা করুণা-কুণ্ড টুণ্ড কিছু হবে। কি একটি মধুর নামও যে তোমার আছে ছাই ভুলে যাচ্ছি,—কি—কি—আহা—হা—রস,—রস,—হ্যাঁ—কাম—কামগন্ধক না তোমার নাম?

কাম। আমার নাম তো কাম-গন্ধক, মহাশয়ের নাম কি লোভ-হড়েল?

বিদূ। কতকটা এগিয়েছ বটে।

কাম। দাঁড়াও, দাঁড়াও তো, ওহো-হো-হো—বটে—বটে—তুমি সে বিট্‌লে না?

বিদূ। কেন বাবা, তোমার কোন হতুকীর জমীদারীতে আগুন ধরিয়ে দিইছি যে, বিট্‌লে হলেম?

কাম। বলি, তোমায় অযোধ্যায় দেখেছিলেম না, মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের সভায়? তুমি সেই হ্যাংলা বামুন না!

বিদূ। হ্যাঁ দেখ, রাজচক্রবর্ত্তীর খুড়তুতো ভাই, তুমি ঠাউরেছ মন্দ নয়, তবে তখন হ্যাংলামিটে সখের ছিল, এখন কিছু পেশাদারী রকমের দাঁড়িয়েছে।

কাম। কাশীতে কি কসারের চেষ্টায় আসা?

বিদূ। না বাবা, তোমার গুরুর মিষ্ট ব্যবহারে তুষ্ট হয়েই মিষ্টান্নকে পরদারেষু মাতৃবৎ করেছি। কাশী এসেছিলাম মহারাজকে অন্বেষণ করতে, তা এত দিন ধ'রেও তো তাঁর সন্ধান পেলাম না। রাজারাজড়া পোষাক ছাড়লে খুঁজে বার করা বড় দায় বাবা! তবে দণ্ডী, ব্রহ্মচারী, যাই সাজুন, আমার চোখে এড়াতে পারবেন না। মাঠে ঘাটে এই এত দিন ধ'রে ঘুরলেম, লুকিয়ে সন্ধান নেবার জন্য নিজেও বহুরূপী সাজলেম, কিছুতেই কিছু হ'ল না, তিন জনের এক জনকেও পেলাম না, এইবার সন্ধান পাব বোধ হয়।

কাম। আমার কাছে রাজার সন্ধান পাবে মনে কচ্ছো বুঝি? তবে খুব ঠাউরেছ।

বিদূ। বলি, আছে কি? আছে?—তোমার গুরুঠাকুরটি রাজাকে রেখেছেন, না ঝাড়ে বংশে উদরস্থ করেছেন? যে সার্ব্বপ্রাসী ক্ষিদে! শেষে যে রাজার হাড় ক'খানা পায় পেয়েছে, এমনও তো বোধ হয় না।

কাম। কি, আমার সামনে আমার গুরুর নিন্দা কর?

বিদু। জগতে যে অক্ষয় কীর্ত্তি রেখে গেলেন, তাই ঘোষণা কচ্ছি, নিন্দা হ'ল বুঝি?

কাম। জান, আমিও সেই তেজস্বী বিশ্বামিত্রের শিষ্য। মনে করলে এখনই তোমায় ভস্ম করতে পারি।

বিদু। সত্যি নাকি? ক'রে ফেল্ বাবা, ক'রে ফেল্। তোমার গেরুয়া-চিমটের দিব্যি, একবার দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে চেঁচিয়ে—চা—হাড় কখানা জুড়ুক, বরং আমায় ছাই-গাদা ক'রে তুই তাতে শুস, তাতেও আমার আপত্তি নাই, কিন্তু পুরোপুরি বিদ্যে খেয়েছিস্ তো বাবা? একবারে নিছক ছাই করতে পারবি, না ঝলসে ছেড়ে দিবি? মোদ্দা বাবা, জানিস্ যদি, রাজার সন্ধানটা ব'লে দে, একবার কি অবস্থায় আছে দেখি, তার পর যা হয় করিস।

কাম। হরিশ্চন্দ্র রাজাকে পূর্ব্বে কাশীতে দেখেছি বটে, কিন্তু এখন কোথায়, কি অবস্থায় আছেন, আমি তো তাঁর সন্ধান পাচ্ছি না।

বিদু। ধ্যান-ফ্যান কোরে দেখ্ না বাবা, যদি কিছু খবর জানতে পারিস।

কাম। ধ্যান—ধ্যান—

বিদু। ধ্যানের নাম শুনেই অজ্ঞান হও দেখি যে। ও বিদ্যেটুকু হয়নি বুঝি? ঋষিগিরির ভস্ম করাটা শিখে নিয়েছ—তা ঠিক হয়েছে, যেমন গুরুর চেলা!

কাম। গুরু গুরু কচ্ছো কি? বিশ্বামিত্র কি আর আমার গুরু আছে? আমিই অনেক দিন তাঁকে পরিত্যাগ করেছি।

বিদু। কেন? বাবা, ভাগ দেবার সময় কর্ত্তা চেলাকে ফাঁকি দিয়েছিলেন নাকি?

কাম। না ভাই, আমি অনেক দিন সহ্য করেছিলেম, "মহৎ উদ্দেশ্য" "কর্ম্মফল" এই সব ব'লে বুঝুতো; আমিও ভাবতুম, আচ্ছা, তাই থাকি, দেখি শেষটা কি গড়ায়। কিন্তু যখন ছেলেটার সাধের গহনাগুলো খুলে কেড়ে নিলে, তখন আর ভক্তি থাকলো না; আমায় দিয়েই সেই গহনা অযোধ্যায় পাঠিয়ে দিয়েছিল। গঙ্গায় ফেলে দিতে ইচ্ছা হয়েছিল, তা বিশ্বাসঘাতকতাটা আর কল্লেম না, মন্ত্রীকে পুঁটুলিটি দিয়ে সেই অবধি গুরুদেবকে দূরে থেকে প্রণাম করেছি। রাজার এখনকার অবস্থা জানবার জন্য আমিও উদ্বিগ্ন হয়েছি, এস, দুই জনেই অনুসন্ধান করি। কিন্তু সন্ধান পেলেই বা কি করবো?

বিদু। করবো আর কি? করবার উপায় কিছু কি আর তোমার দয়াল ঋষি রেখেছেন, তা থাকলে রাজ্যশুদ্ধ লোক সেই সময় এসে নূতন রাজ্য স্থাপন ক'রে দিত। তবে আমার কথা এই বলতে পারি যে, একবার তত্ত্ব পেলে আর তাঁর সঙ্গ ছাড়বো না। রাজা আসবার সময় ফাঁকি দিয়ে লুকিয়ে পালিয়ে এলেন, আমি জানতে পারিনি ব'লেই তো ব্রাহ্মণীর কাছে অনেক মিষ্টান্ন খেয়েছি।

কাম। এখানে তুমি কোথা আছ?

বিদু। যখন বিশ্বামিত্রের কৃপায় সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছি, তখন আর থাকবার স্থানের ভাবনা কি? যে দিন যে না দয়া ক'রে তাড়িয়ে দেয়, সে দিন তার দোরেই রাজপাট বিছিয়ে নিই, এখন চল—তোমার কোথাও বার-দোয়ারী আছে নাকি?

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বারাণসী-শ্মশান।

(আকাশে ঘোরতর মেঘগর্জ্জন, বজ্রাঘাত ইত্যাদি)

(পরাহু ও ঝিমনের প্রবেশ)

ঝিমন। সর্দ্দার, এ সর্দ্দারজী! আরে কাঁহা বে রে?

পরাহু। আরে ভেইয়া ঝিমন তু কাঁহা—তু কাঁহা? বুড়া মানুষ, হাতটা ধরিয়ে লে—ধরিয়ে লে—কি আঁধার রে বাপ, কি আঁধার। সাড়ে তিন কুড়ি বয়স ভাই মশানে গুজারলো, এমোন আঁধার কভি না দেখলো।

ঝিমন। ঠিক সর্দ্দার দাদা, ঠিক বলচুস—যেন লাখো মশানের কয়লা লিয়ে সারা আকাশে বসিয়ে দিয়েছে, আকাশ ভরে কালা ঢালিয়ে দিয়েছে, বাপ্ রে বাপ্।

পরাহু। আর দেখ্চুস ঝিমন, এক একবার এক এক দিকে বিজলী চমকৃছে, যেন নয়া চুল্লি জ্বালিয়ে দিচ্ছে।

ঝিমন। হামারা আঁখে ভাই বিজুলী চমক লাগছে, হামি কুছ আর দেখতে পাচ্ছে না।

(মেঘগর্জ্জন)

উভয়ে। আরে বাবা—আরে বাবা—সীতারাম! সীতারাম!

পরান্থ। কি আওয়াজ রে বাপ, কি আওয়াজ! আসমানে আজ কি দেবতারা লড়াই করবে ভাই?

ঝিমন। না, সর্দ্দার দাদা, না, আজ বড়া খারাব হামার মনে হচ্ছে। আজ ভূতপ্রেত দানাদের একটা কি ঘটা আছে, আজ মশানে বড় উৎপাত। দত্যি দানা, প্রেত পিশাচ, অঘোরি চুড়েল আজ সারারাত মশানে ফিরবে। এমনি কানী রাতটি পেলে ভূত চুড়েলের বোড়ো ঘটা হোয়। (বজ্রাঘাত) সীতারাম। সীতারাম। আজ মশানে কোন্ বাহাদুর জাগ্‌বে রে ভাই?

পরান্থ। আজ রাত্তে কার পালি আছে রে ঝিমন?

ঝিমন। আজ হরিয়া বেচারীর পালি।

পরান্থ। ওঃ, হরিয়ার! হরিয়ার প্রাণে কুছুতে ডর লাগে না; হরিয়া ভাই কেমন মানুষ, আমি তো সম্‌ঝেতে পারি না।

ঝিমন। আজ কি রাত বড়ি আঁধার, বড়ে বিজুলী। ভূত চুড়েলের ঘটা, আজ কালভৈরবের ভয় লাগে—হরিয়া তো হরিয়া। সর্দ্দার লটুকা হোয় কি কনছু হোয় কা'কে বলিয়ে দিবে, হামার সাথে রবে, হামি থাকে, হরিয়ার জোড়ীদার হোবো।

(মেঘগর্জ্জন)

উভয়ে। বাপ্‌রে বাপ্! সীতারাম! সীতারাম!

পরান্থ। ঝিমন, হাতটি ধরিয়ে লে বুড়ার, ভাই, হামি কুছু দেখতে পাচ্ছি না। (উচ্চৈঃস্বরে) এই-ই-ই—টহালাকা মাতারি একটা মোশাল দেখা রে, মোশাল দেখা, এ-এ-এ কা মাতারি।

[উভয়ের প্রস্থান।

(হরিশ্চন্দ্রের প্রবেশ)

রাজা। কি ভয়ঙ্কর রজনী! আজ কি প্রলয়ের অন্ধকারে অবনী আবৃত! হ'ক প্রলয়, যাক সৃষ্টি রসাতলে, আমার কি। আকাশ, তুমি হরিশ্চন্দ্রের হৃদয়ের ছবি প্রতিফলিত করেছ মাত্র, এ হৃদয়ের সমস্ত আলোক নির্ব্বাপিত হয়েছে—স্নেহ নাই, মমতা নাই, সহানুভূতি নাই; সূর্য্যোদয় হ'তে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত, সন্ধ্যা হ'তে আবার প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত মৃতের সৎকার দেখছি। প্রজ্বলিত চুল্লি-ক্ষেত্রে বাস, শবের পর শবের বিকৃত বদন দর্শন। বালক যুবতী বৃদ্ধের রোদন-রোল শ্রবণ আমার জীবনের নিত্যব্রত হয়েছে। আর বিধবার আর্ত্তনাদে আমার হৃদয় চমকিত হয় না! পুত্রহারা জননী বক্ষে করাঘাত করলে এ প্রাণে আর ব্যথা লাগে না। ব্যথা—ব্যথা, কার জন্য ব্যথা, আমার ব্যথার ব্যথী জীবনের সাথী কোথায় সেই শৈব্যা! আহা, সে কি আছে? রাজরাজেশ্বরী চির-আদরিণী অভিমানিনী আমার—আমার জন্য দাসীবৃত্তি স্বীকার করেছেন, আর কি সে শারদ-চন্দ্রিমা এ চণ্ডালের কর্কশ কালিমা-ভরা হৃদয় আলোকিত করবে? আর কি প্রণয়বাসরের সেই অমৃতময় যৌতুক—সেই জীবনের জীবন প্রতিপদের চাঁদ শতসাধের রোহিতাশ্বকে আমার কোলে—ও কে ও! বামাকণ্ঠ! এ আবার কোন্ অভাগিনীর সর্ব্বনাশ হয়েছে! হ'ক—হ'ক্—আমার কি? আমি চণ্ডালের দাস, কর্ত্তব্য পালনের জন্য প্রস্তুত হই। আ-হা-হা শৈব্যা! আ-হা হা রোহিতাশ্ব!

(শৈব্যার প্রবেশ)

শৈব্যা। (গীত)

নাই রে নাই রে আহা হা হা নাই।
এই যে ছিল ছিল ছিল আর সে নাই॥
এই যে এসেছিলি মা মা মা ব'লে,
এই যাদু এসে ব'সে গেলি কোলে,
এই ডেকে নিনু বুকেতে চাপিনু মুখেতে চুমিনু,
পলক ফিরাতে মরি মরি মরি তখনি হারাই।
আহা আহা আহা বাপ্‌রে আমার,
মা ব'লে ডাক একবার,
দুখিনীর সাধ, প্রতিপদ-চাঁদ, ক্ষিদে ব'লে কাঁদ,
আমি বলি যাদু কোথা কিবা পাই।
আহা দুদিনের স্নেহে যাদু কেন ভুলাইলি,
ভেঙ্গে হৃদয়-পিঞ্জর পাখী কোথা পলাইলি,
মায়ার বন্ধন হ'ল রে ছেদন, মরম-বেদন
যাদু রে বাপ্‌রে কোথায় জুড়াই।
তুই ঘুমুবি চিতায় চল কোলে লয়ে সাথে যাই॥

শৈব্যা। নাই রে! এই যে আমার বাছা ছিল, কোথায় গেল! এই যে মা মা ব'লে কোলে উঠেছিলি, কোথায় গেলি! বাপ্‌রে আমার! বাছা রে আমার!

রাজা। কেন মন, কেন? ও কি আবার? চণ্ডালের বেশ, চণ্ডালের ধর্ম্ম, চণ্ডালের আচরণ, চণ্ডালের অন্নগ্রহণ, শবারণ্যে জীবন-যাপন, আবার

রোদনরোলে কেঁপে উঠ কেন? কোন্ অভাগিনী হৃদয় ছিঁড়ে শ্মশানে ফেল্‌তে আস্‌ছে, এমন কত আসে, নিত্য আসে, তোমার তায় কি?

শৈব্যা। ওহো-হো-হো-হো—না-না-না—আছে—আছে, এই যে ক্ষুদ খেয়ে ফুল তুলতে গেল। এই যে, এই যে। এ কি হ'তে পারে, চাঁদ আমার নাই! দুঃখিনীর ধন নাই! গেছে—একেবারে ছেড়ে গেছে। ওহো-হো-হো-হো! না, না, আমি ভুল করেছি, পাগল হয়েছি, আমার বাছা আছে—ঘুমিয়েছে, আবার উঠবে, আবার মা ব'লে আমার গলা জড়িয়ে ধরবে। আমার বুকের ধন আমি বুকে তুলে ঘরে নিয়ে যাই।

রাজা। (স্বগত) পাগলিনী, ঘুমিয়েছে বটে রে! ও বড় মজার ঘুম! ও ঘুম এক দিন বই দু'দিন আসে না। সবাই জেগে থাকে, আর কে জানে কোথা থেকে এক জন ঝাঁ ক'রে ঘুমিয়ে পড়ে। আজ তোর ছেলে ঘুমুলো, আর এক দিন তুই ঘুমুবি। এই যে আমি কত ঘুমন্তর কাপড় ছাড়িয়ে নিচ্ছি! অঙ্গারের বিছানা পেতে দিচ্ছি। আমিও এক দিন ঐ ঘুম ঘুমুবো। কবে ঘুমুবো, কত দূর—কত দূর—আয় আয় ঘুম, আয় ঘুম আয়!

শৈব্যা। বাবা বিশ্বনাথ, দুধের বাছা আমার তোমার বিল্বমূলে কি অপরাধ করেছিল যে, সেইখানেই তার দংশন হ'ল?

রাজা। হুঁ। সর্পাঘাত! যমের রাজ্য-প্রবেশের দ্বার অসংখ্য। বলে, ব্রহ্মশাপ না হ'লে সর্পাঘাত হয় না। জ্ঞানহীন সুকুমার শিশুকে কেন ব্রহ্মশাপ দিলে! কর্ম্মফল—কর্ম্মফল! জন্মান্তরের ঋণ পরিশোধ। এই যে আমি কি করছি!—আবার আসতে হবে, ঋণ পরিশোধ কর্‌তে হবে।

শৈব্যা। ওহো হো! যদি কখন দেখা পাই, যদি—কখন তিনি আসেন, যদি তাঁর প্রাণের পুত্রকে চান, তখন আমি কি বলবো, কাকে এনে তাঁর কোলে তুলে দিব? পাব কি—পাব কি? আর কি দেখা পাব? তিনি কোথায়? এত দিন কোথায়? আর কি আসবেন? আর কি দাসীকে ডেকে গচ্ছিত হৃদয়-রতন নিতে চাবেন?

রাজা। আহা হা! কে এ অভাগিনী? এও কি স্বামি-পরিত্যক্তা? আহা হা, আমার একটি গচ্ছিত রতন এক জনের কাছে আছে, তাকে তো আমি অকূলে ভাসিয়ে দিয়ে এসেছি; আমার নব কিশলয়ও সেই আশ্রয়চ্যুতা হিম-মলিন লতার স্নেহময় কোলে বর্দ্ধিত হচ্ছে কি? আছে কি—তারা আছে কি? ওহো-হো-হো, জগদীশ! জগদীশ! এই কাতরা কামিনীর করুণ ক্রন্দনে আজ আমার হৃদয়-তারে বহুদিন-বিস্মৃত কোমল সুর কেন বেজে উঠছে? কেন প্রাণ—কেন প্রাণ—কেন প্রাণ এত অস্থির হচ্ছো? (মেঘগর্জ্জন)

শৈব্যা। ওহো হো-হো, কি ভীষণ! এই ঘোর কালিমাময় রজনী! অসহায়া নিরাশ্রয়া মৃতপুত্র কোলে আমি একাকিনী! বিধাতা আরও কি দেখাবে? বিপরীত পরিবর্ত্তন তো খুব দেখালে। ঐ আকাশে কাল জ্যোৎস্নার রজত-প্লাবন দেখেছি, আজ আবার কপালীর করাল ছায়া—দানবের অনল-ফুৎকার দেখছি! কে আমি আজ এখানে! অদৃষ্ট আর কত বিদ্রূপ করবে! আমি কে যে, আজ এখানে! যার ইঙ্গিতে শত সহস্র দাস দাসী—(মেঘগর্জ্জন)

রাজা। কে এ! কে এ! জগতে আরও হরিশ্চন্দ্র আছে নাকি? আরও শৈব্যা, আরও রোহিতাশ্ব!—অদৃষ্ট! একসঙ্গে কত রাজরাণীকে পথে বসিয়েছ!

শৈব্যা। বাপ রে আমার! তোর এই সোনার অঙ্গ অনলে আহুতি দিতে হবে, তোর মুখ চেয়ে যে বাপ আমি সকল দুঃখ ভুলেছিলেম।

রাজা। রাজচণ্ডাল! এ সঙ্গীত তো অনেক শুনছো, এখনও কি অরুচি হয় নি? আরও শুনতে বাসনা? ওঠ ওঠ, কর্ত্তব্য পালন কর, প্রভুকার্য্য কর। চল, অভাগিনীকে পুত্র-সৎকারে সহায়তা করি। এ ভীষণ শ্মশানে একটা জীবন্ত প্রেত দেখলেও অনাথিনী কতটা আশ্বস্ত হবে। (অগ্রসর হইয়া) দেখ, তুমি ঘরে যাও, দান রেখে যাও, যা করবার, আমি করবো এখন, তোমায় আর দেখতে হবে না! তুমি জন্মকাঙ্গালিনী নও, আমি বুঝতে পাচ্ছি।

শৈব্যা। ভদ্র! তুমি কে?

রাজা। দেবি! আমি ভদ্র নই, এই শ্মশানরক্ষক চণ্ডালের দাস মাত্র। যে কাজে এসেছ, এ কাজ তোমার নয়, তোমার সাজে না। তাই বলছি, প্রাপ্য দান আমায় দিয়ে তুমি চ'লে যাও।

শৈব্যা। তুমি চণ্ডাল হ'লেও অতি ভদ্র-হৃদয় বুঝলেম, কিন্তু তোমার উপকার নিতে পাচ্ছি না, ক্ষমা কর,—এ ক্ষত্রিয়-সন্তানের দেহ কেমন ক'রে চণ্ডালকে স্পর্শ করতে দিব?

রাজা। ক্ষত্রিয়-সন্তান! ক্ষত্রিয়-সন্তান! আর তুমি একাকিনী ভদ্রে, তোমার কি কেউ নাই, এ বালকের পিতা কি—

শৈব্যা। বলো না—বলো না চণ্ডাল, শুধু ঐ কথাটি শুনতে বাকী, এ ললাটের সব গিয়েছে, কেবল বড় যত্নে—বড় আশায় সিন্দূরটুকু রেখেছি।

রাজা। পিতা জীবিত! না জানি, তবে সে কেমন নিষ্ঠুর—কেমন কঠিন তার প্রাণ! জীবিত আছে, অথচ আজ তার প্রাণ আকুল হয়ে কেঁদে উঠেনি! সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ ক'রে সে এখনও এ শ্মশানে ছুটে এসে পড়েনি! পুত্র মৃত—বনিতা পাগলিনী—সে কেমন পিতা? কেমন সে পতি?

শৈব্যা। কেন ভদ্র, সদয় হয়ে আবার নিদয় হচ্ছো? পুত্রহারা কাঙ্গালিনীকে কেন পতিনিন্দা শোনাচ্ছ? চণ্ডাল, তুমি জান না, কাকে কি বলছো, চণ্ডাল, জান না যে, তুমি কোমলতার আধার দেবতাকে কঠিন বল্‌ছো; জান না যে, সত্যের অবতার, স্নেহের সাগর দয়ার পয়োধি গুণনিধিকে আমার সমক্ষে কুবচন ব'লে বজ্রাহত প্রাণে বিষবাণ বিদ্ধ করছো।

রাজা। পতিব্রতে! অপরাধ ক্ষমা কর! একটা পুরাতন মর্ম্মকথা মনে এসেছিল, তাই মনের ঠিক ছিল না।

শৈব্যা। ভদ্র, মায়ের আশা ফুরায় না। বাছাকে আমার—কি আর বলবো চণ্ডাল—বাছাকে আমার—অভাগিনীর কর্ম্মদোষে ফণীতে ওঃ—ওঃ—ওঃ! বুক যে ফেটে যায়, আর বল্‌তে পারিনি।

রাজা। বুঝেছি দেবি, দংশনে মৃত্যু হয়েছে।

শৈব্যা। মৃত্যু! না না,—না হ'লেও তো হ'তে পারে। ওগো কে তুমি, মায়ের প্রাণে আশা দাও না? বল যে, ও ক্ষত হ'লে মৃতের মত দেখালেও শীঘ্র মৃত্যু হয় না। শুনেছি, তোমাদের জাতি অনেক মন্ত্র তন্ত্র চিকিৎসা জানে; ওগো দেখ না, যদি আমার যাদুকে—অঞ্চলের নিধিকে—আমার সর্ব্বস্ব ধনকে—আমার হারান হৃদয়-দেবতার গচ্ছিত রতনকে বাঁচিয়ে দিতে পার! এই আমি মুখের কাপড় খুলে দিচ্ছি, তুমি একবার ভাল ক'রে দেখ দেখি। যে অন্ধকার, এখানে কি আলো পাওয়া যায় না? কেমন ক'রে দেখবে?

(বিদ্যুৎপ্রকাশ)

রাজা। কি—কি—কি এ! না না! বিদ্যুৎ, আর একবার—আর একবার দেখি। ভগবান্! আর একবার। ইহলোকে সর্ব্বস্ব গিয়েছে, আমার পরলোক নাও, একটি বিদ্যুতের চমক ভিক্ষা দাও, তার পর যা ভেবেছি, যদি তা হয়, আমার মস্তকে বজ্রাঘাত করো।

শৈব্যা। কেন—তুমি—কেন?—তুমি কে? তুমি কেন অমন কল্লে?

রাজা। তুমি কে? ও মুখও যেন দেখেছি, চকিতে তবু যেন চিনেছি। তুমি কে? বল—বল—ভাল ক'রে কথা কও। না না, শোকে তোমার স্বর বিকৃত, বুঝতে পাচ্ছিনি। তার রোদনের স্বর তো কখনও শুনি নি, সে রব আমার কানে নাই; তুমি বল, স্পষ্ট ক'রে বল—বল—তোমার নাম শৈব্যা তো নয়? বল—তুমি হরিশ্চন্দ্র ব'লে কাকেও চেন না তো? তোমার রোহিত ব'লে একটি পুত্র ছিল না তো?

শৈব্যা। ছিল! ছিল! গেছে—আর নাই! মা ব'লে ডাকবার আর নাই। তুমি কে? তাই কি অমন ক'রে উঠলে? সেই—সেই মহারাজ! আমার হৃদয়েশ্বর!

রাজা। ছুঁও না, ছুঁও না—চণ্ডালকে ছুঁও না, স্ত্রী-পুত্র-বিক্রয়কারী চণ্ডালকে ছুঁও না।

শৈব্যা। বটে! বাঃ বাঃ! ভগবান্, তবু তোমায় দয়াময় বলতে হবে, তা হবে না? কেমন নিমিষে পুত্রশোক ভুলিয়ে দিলে। খুব দেখালে। খাঁড়ার ঘায়ে প্রাণের কাঁটা তুল্লে। রাজরাজেশ্বর সহস্র কিরীটের অধীশ্বর আজ চণ্ডালের দণ্ডগ্রহণ ক'রে শ্মশানে শৃগাল তাড়না কচ্ছে। বাঃ! বাঃ!

রাজা। শৈব্যা! শৈব্যা! শৈব্যা!

শৈব্যা। আছি—মরি নি, মরবার নয়! পতি আমার, আরাধনার দেবতা আমার, অভাগিনীর ইহকাল-পরকাল, খুব কাজ করেছি, খুব বুকে তুলে দিয়ে গিয়েছিলে, খুব যত্নে রেখেছি, ঐ নাও—তোমার পুত্র নাও, তোমার রোহিতাশ্বকে নাও, এমন রাক্ষসীর কাছেও রেখে যায়!

রাজা। বিশ্বামিত্র! বিশ্বামিত্র! ক্ষত্রিয়-ত্যাগী ক্ষত্রিয়হিংসক তপস্যাগর্ব্বী যাজ্ঞিক, আরও দক্ষিণা বাকী আছে। এই নাও, ভাগীরথী-জলতলে অন্বেষণ করো, পাবে। (বেগে গমনোদ্যোগ)

শৈব্যা। (ত্রস্তে ধরিয়া) নাথ—নাথ—কোথা যাও?

রাজা। আর কেন শৈব্যা—আর জীবনে কাজ কি?

শৈব্যা। রাজধানীতে কথায় কথায় অভিমান করতেম, তাই কি আজ আমায় শাস্তি দেবে? তাই কি শৈব্যার শেষ বৈধব্য ঘটাবে? তোমার জীবনে যদি কাজ না থাকে, নাথ, তবে এ ছার প্রাণেই বা এত কি প্রয়োজন? তীরে দাঁড়াও, এ অচেতন

সোনার পুতুল কোলে ক'রে জলে ঝাঁপ দিই দেখ, তার পর তোমার যা সাধ থাকে, করো।

রাজা। তুমি মর্‌বে? মর্‌তে পারবে? বসন্তের নব মুকুলিতা লতিকা আমার—তোমায় চক্ষের উপর অনলে ডালি দিব। তুমি এক ব্রাহ্মণের দাসী হয়েছিলে? মরবার জন্য তাঁর অনুমতি লয়ে এসেছ?

শৈব্যা। তুমি-ই কি তোমার চণ্ডাল প্রভুর অনুমতি লয়েছ?

রাজা। না, মরবারও অধিকার নাই, দাসের নিজ দেহপ্রাণেও অধিকার নাই। না, মরা হ'ল না, বুক ফেটে গেল! শৈব্যা, মরতে পেলেম না! শৈব্যা, ওঃ—ওঃ—ওঃ! শৈব্যা—প্রাণের শৈব্যা আমার—

শৈব্যা। নাথ—নাথ—

রাজা। কি হবে, বল আমার কি হবে, এ স্মৃতি ল'য়ে কেমন ক'রে বেঁচে থাকবো? ওহো হো! শৈব্যা, তোমার কি হবে? অভাগিনী কাঙ্গালিনীর কি হবে? ঐ আবার প্রভাতের আলো আসছে, আবার এই সংসার দেখতে হবে।

(বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

বিশ্বা। অবশ্য দেখতে হবে! কেন দেখবে না? সংসারের ঘোর ঘটনাবৃত অমাবস্যা দেখলে, কৌমুদী-হাসি-রাশি-ভাসিত পূর্ণিমা দেখবে না? তোমার পুত্রের মুখচুম্বন করবে না? রোহিতাশ্বকে রাজসভায় ব'সতে দেখবে না?

রাজা। ঋষি! ক্ষত্রিয়ের মর্ম্মযাতনা ল'য়ে বিদ্রূপ করা কি যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের অধিকারভুক্ত?

বিশ্বা। রাজন্!—না, এ সম্বোধনে তোমায় সম্মান হয় না। মানবশ্রেষ্ঠ! আমি তোমায় বিদ্রূপ করতে আসি নি, যাতনা দিতে আসি নি, তোমার সত্যনিষ্ঠা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, হৃদয়ের অপূর্ব্ব বল—অলৌকিক মহত্ত্বের নিকট পরাজয় স্বীকার করতে এসেছি। হরিশ্চন্দ্র! এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিশ্বামিত্রকে কেউ চমৎকৃত ও মোহিত করতে পারে নাই, তুমি করেছ। আমি সৃষ্টিকর্ত্তাকেও তুচ্ছ করেছি, কিন্তু হরিশ্চন্দ্র, নরদেহে তোমার কার্য্য দেখে স্তম্ভিত হয়েছি! আর রাজলক্ষ্মী মহীয়সী মানবী, তোমায় আর কি বল্‌বো, তুমিই সত্য সহধর্ম্মিণী! স্ত্রীলোকের এ অপেক্ষা অধিক প্রশংসা আর আমি জানি না। চরাচরে দেবনরে তোমাদের কীর্ত্তি কীর্ত্তন করবে। আপাততঃ আমার প্রথম কর্ত্তব্য সম্পাদন করি। অযোধ্যার প্রজাপুঞ্জের আশাকমল, তোমাদের জীবনসর্ব্বস্ব রোহিতাশ্ব বিষাচ্ছন্ন, এই যজ্ঞীয় শান্তিজল-সেচনে তার চৈতন্য হ'ক। (জলসেচন)

রোহিত। মা—মা—

শৈব্যা। বাপধন রে আমার, ডাক—ডাক, আবার বল, আবার বল।

রাজা। জীবনাধার রোহিত আমার! আবার তোমায় দেখলেম—

রোহিত। মা—মা—মা—

শৈব্যা। বাবা, বাবা, দেখ, দেখ, আর কে কোল পেতে দাঁড়িয়ে দেখ,—মহারাজ, চিন্‌তে পাচ্ছ না?

রোহিত। অ্যাঁ! বাবা—বাবা—বাবা, এমন!

রাজা। চণ্ডাল—চণ্ডাল রে রোহিত! বাপ কি কখন পুত্র ত্যাগ করে, তার গর্ভধারিণীকে বিক্রয় করে?

শৈব্যা। মহারাজ! এ আনন্দ-দিনে কেন ভৎর্সনা করেন?

রোহিত। বাবা—বাবা, আমার কত ভাগ্য যে আমি আপনার পুত্র।

রাজা। (বিশ্বামিত্রের পদতলে পড়িয়া) দেব! আর তো আমার নূতন পৃথিবী নাই, দ্বিতীয় শৈব্যা নাই, অন্য দেহ নাই, কি দান ক'রে, কি দক্ষিণা দিয়ে আপনার সম্মান করবো? এই মহামূল্য পুরস্কার দেবেন ব'লে কি তুচ্ছ মৃত্তিকামুষ্টি গ্রহণ করেছিলেন? আজ এই অমৃত-হ্রদে অবগাহনের সুখ শতগুণ বর্দ্ধিত করবার জন্যই কি দু'দিন দীনতার তাপ দিয়েছিলেন?

বিশ্বা। মহারাজ! সকলই কর্ম্মফল। তোমারও আমারও, আজকের ঘটনা তোমার অপূর্ব্ব কর্ম্মফল। রাজদম্পতি, এ ধরাকারাগারে বাস আর তোমাদের সাজে না। যদি আমার তপস্যার প্রভাব থাকে, তবে তোমরা সশরীরে স্বর্গে গমন করবে, রোহিতাশ্ব অযোধ্যার সিংহাসনে ব'সে পৃথিবী পালন করবে। এই বারাণসীধামে আমি কুমারকে স্বয়ং অভিষিক্ত করবো! তোমার সাধু-হৃদয় মন্ত্রী প্রভৃতি অনেকেই এসেছেন, আমার আদেশে দশাশ্বমেধ-তীর্থে তারাই আয়োজন কচ্ছেন, চল, আমরা সেখানে যাই।

(ধর্ম্মের প্রবেশ)

(ধর্ম্মকে দেখিয়া) কি দেবতা! আমি তো কার্য্য সমাধা করলেম, এখন আপনার উদয় কি জন্য?

আশীর্ব্বাদ করুতে? আপনার সেবা ক'রে এদের কিরূপ শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে, দেখলেন তো? দুর্গতিটি আপনার সহোদরা, না জ্যেষ্ঠ-সন্তান?

ধর্ম্ম। বলি, সে কথা তোমাতে আমাতে না হয় পরে বিচার হবে, আপাততঃ ধর্ম্মের প্রভাব ধার্ম্মিকের জয়টা তো দেখলে?

বিশ্বা। দেখলেম না, খুব দেখলেম! সসাগরা ধরাধিপের শূকরচারণ, অকলঙ্ক চন্দ্রমাসম রাজকুমারের সর্পাঘাত, অসূর্য্যম্পশ্যরূপা রাজরাজেশ্বরীর মৃতপুত্র ক্রোড়ে বিভীষিকাময় শ্মশানে একাকিনী হাহাকার! ধর্ম্ম, তোমায় আমি মর্ম্মে মর্ম্মে চিনি।

ধর্ম্ম। তার পর মৃতপুত্রের জীবনলাভ, সসাগরা ধরার আধিপত্যলাভ, ধার্ম্মিক রাজদম্পতির সশরীরে স্বর্গলাভ—

বিশ্বা। বটে, বটে, ধর্ম্মের স্মৃতি চিরদিনই দুর্ব্বল! বিস্মৃত হচ্ছেন কেন, এগুলি যে আমার ব্যবস্থা। শুদ্ধ তাই? আমার তপঃ-প্রভাবে আমার আজ্ঞায় হরিশ্চন্দ্র সস্ত্রীক সশরীরে অনন্তকাল স্বর্গে বাস করবে, আর এদের জন্মপরিগ্রহ করতে হবে না।

ধর্ম্ম। সাধু—সাধু ঋষিবর! এরূপ মুক্তকণ্ঠে পরাভব স্বীকার আপনার ন্যায় ব্রাহ্মণেরই উপযুক্ত।

বিশ্বা। পরাভব! বিশ্বামিত্রের পরাভব! কার নিকট পরাভব?

ধর্ম্ম। আর কার! এই আমার নিকট মাত্র। এতে আপনার গর্ব্বিত ভিন্ন লজ্জিত হবার কারণ নাই। অপূর্ব্ব ধর্ম্মপ্রভাবে হরিশ্চন্দ্র জন্মজন্মান্তরের কর্ম্মফল একজন্মে খণ্ডন ক'রে অক্ষয়স্বর্গ লাভ করবে, তাই ব্রহ্মপদ-তুচ্ছকারী তুমি বিশ্বামিত্র, একদিন যাগযজ্ঞ পরিত্যাগ ক'রে ধার্ম্মিকের রাজ্য রক্ষা করেছিলে। আমার অতীত তুমি বিশ্বামিত্র, শৈব্যার অলৌকিক পাতিব্রত্য-ধর্ম্মে মোহিত হয়ে আজ তার মৃতপুত্রকে যজ্ঞজলে পুনর্জীবিত করলে; দম্ভের অবতার তুমি বিশ্বামিত্র, আজ পুণ্যশ্লোক হরিশ্চন্দ্রের অতুলনীয় স্বার্থত্যাগে—অনির্ব্বচনীয় সত্যধর্ম্মে মোহিত ও বিস্মিত হয়ে স্বয়ং তার অক্ষয় স্বর্গবাসের ব্যবস্থা করলে। ঋষিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র, আমার মহিমা তোমার ন্যায় অল্প লোকেই ঘোষণা করেছে, অল্প লোকেই তোমার ন্যায় আমার সম্মান করেছে।

বিশ্বা। ধর্ম্ম, তুমি আছ, আমি বলছি, তুমি আছ। ফলটা অনেক সময় অপ্রত্যক্ষভাবে দাও, কিন্তু আজ বিশ্বামিত্র দর্পী, কিন্তু মুক্তকণ্ঠ, তুমি সত্য সত্যই আছ।

(বিদূষক, পরাহু ও কামন্দকের প্রবেশ)

পরাহু। ছুঁসনি ঠাকুর-বাবা, ছুঁসনি, হামি চণ্ডাল। আরে হামার হরিয়া রাজা রে—হামার হরিয়া রাজা!

বিদূ। ছোঁব না কি রে বুড়ো, তোকে ছোঁব না কি? তুই চণ্ডাল! আমার মহারাজকে তুই ছেলে বলেছিস, তোকে কাঁধে ক'রে নাচতে নাচতে আমি কাশী প্রদক্ষিণ করবো—ছোঁব না?

পরাহু। আরে বাবা, হামার হরিয়া রাজা রে—হামার হরিয়া রাজা! হামি পাগল হয়েছে রে পাগল হয়েছে। হামার হরিয়া রাজা রে—হামার হরিয়া রাজা! আরে টহলাকা মাতারি, হামার হরিয়া রাজা রে, তুহার হরিয়া রাজা! পরাহু চণ্ডালের ছেলিয়া হরিয়া রাজা রে রাজা।

বিদূ। চণ্ডাল কি! চণ্ডাল কি! আমার মত সাতটা বামুনের সাতগাছা পইতে হ'লে তবে বুড়ো তোর মান্য হয়! তুই আমার রাজাকে প্রাণ দিয়ে যত্ন করেছিস, আমি সব শুনলেম।

বিশ্বা। কামন্দক যে, কোথা থেকে?

কাম। আজ্ঞে জানেনই তো, বুদ্ধি-শুদ্ধি তেমন কখনও সুবিধা রকমের নয়, তাই আপনাকে দূরে থেকে নমস্কার করেছিলেম; কিন্তু প্রভু, আপনি যে মধ্যে মধ্যে দেবতাদের নাকানি-চোবানি খাওয়ান, তা বেশ করেন। এই সদ্যঃ গব্যননীর মতন এত বড় একটা দলদলে প্রাণ নিয়ে একটা দিক্‌পাল রাজার বুকে না দিয়ে, দেবতারা কি না এই চণ্ডালের হাড়-মাংসের ভিতর পূরে দিয়েছে! প্রভু সব করেছেন, এক গণ্ডুষ জলটল দিয়ে এই চণ্ডালটির কিছু ক'রে দিন, এ লোকটা চণ্ডাল!

পরাহু। আরে কুছু করতে হবে না রে, কুছু করতে হবে না! হরিয়া তুই বাবা মটুকটি মাথায় দিয়ে বোস, হামি একটিবার দেখিয়ে শুয়ে পড়ি, মরিয়ে যাই। হামার হরিয়া রাজা রে—হামার হরিয়া রাজা।

রাজা। মহর্ষি! এই মহানুভব কোমলহৃদয় চণ্ডাল দারুণ দুর্দ্দিনে আমার প্রাণে শান্তি দান করেছে, যদি আমার কিছু পুণ্য থাকে, আমি তা-ও অর্পণ করতে প্রস্তুত আছি, আপনি এর স্বর্গবাসের ব্যবস্থা করুন।

পরাহ। স্বর্গে! ও বাবা, সেখানে বামুন আছে, রাজা আছে, ভদ্দর ভদ্দর আদমি আছে, হামি সেখানে গিয়ে কি করবো বাবা। হামার হরিয়া রাজা রে, হামার হরিয়া রাজা।

রাজা। চণ্ডাল! পিতা!

পরাহ। বোল বোল আবার বোল, হামার স্বর্গ হয়েছে। হামি রাজার বাবা রে রাজার বাবা। হামার হরিয়া রাজা রে, হামার হরিয়া রাজা।

বিশ্বা। সাধুহৃদয় চণ্ডাল, কুসুমদলের সঙ্গে ক্ষুদ্র কীটও দেবতার শিরে স্থান পায়। তোমার নিজের হৃদয় অতি মহান্, আবার এই বারাণসীর শ্মশানে লক্ষাধিক শবের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার দ্বারা তোমার জন্মান্তরীণ কর্ম্মফল খণ্ডন হয়েছে, হরিশ্চন্দ্রের সাধু সঙ্গে তোমার স্বর্গে অধিকার হয়েছে, যাও, ধর্ম্মের প্রভাবে ও আমার আশীর্ব্বাদে তুমি সেখানে যাও। যেখানে ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, ধনি-দরিদ্র, রাজা-প্রজা বিচার নাই, যেখানে বিশুদ্ধ পবিত্র আত্মা-মাত্রকে আলিঙ্গন দিবার জন্য আনন্দময় পরমাত্মা শুভ্র জ্যোতির্ম্ময় অঙ্ক বিস্তার ক'রে পদ্মাসনে ব'সে আছেন, তুমি সেইখানে যাও। ধর্ম্ম, আমি আবার বলি, তুমি, আছ—আছ—আছ। আমি তোমার নিন্দা করেছি, আমি তোমার জয় ঘোষণা কচ্ছি, ত্রিলোকে অবশ্য করবে। "যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ।"

সকলে। "যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ।"

ধর্ম্ম। জয় ধর্ম্মবীর হরিশ্চন্দ্রের জয়!

সকলে। জয় ধর্ম্মবীর হরিশ্চন্দ্রের জয়!

যবনিকা-পতন।

২৬

আদর্শ-বন্ধু

[নাটক]

অমৃতলাল বসু প্রণীত

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ।

দওার সিংহ	...	সেনাপতি (ভবিষ্যতে মন্দাবতী-পতি)।
রাও দিনকর	...	ভা'স্নাতের প্রধান সর্দ্দার।
„ পৃথ্বীধর	...	সৈন্যাধ্যক্ষ।
„ মতিচাঁদ	...	ভা'স্নাতের নব-সভাপতি।
„ দুলাইচাঁদ	...	সর্দ্দার।
অংশু	...	দিনকরের পুত্র।
পাহাড় সিংহ	...	সেনানায়ক।
রাও কুম্ভ সিংহ	...	পৃথ্বীধরের পিতা।
চটুসাঁই	...	
উদরায়ণ	...	পুরোহিত।
লটকা	...	দিনকরের ভীল-ভৃত্য।

ভট্টদ্বয়, সৈনিকগণ, সর্দ্দারগণ, ভৃত্যগণ, জহুরী, সরবতওয়ালা, ফুলওয়ালা, বালকগণ, গ্রহাচার্য্য ও ঘাতক ইত্যাদি।

স্ত্রী।

আশাবতী	...	পৃথ্বীধরের বাগ্দত্তা-পত্নী।
হিরণ্ময়ী	...	দিনকরের পত্নী।
অরুন্ধতী	...	আশাবতীর মাতা।
শিলাবতী, কমলা, যমুনা ও ভদ্রা		পুরকন্যাগণ।
ভাগীরথী	...	পরিচারিকা।

নাগরিকাগণ।

আদর্শ-বন্ধু

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মন্দাবতীর চক।

(নাগরিকাগণ)

(গীত)

মধু যামিনী জাগো—জাগো ব্রজবালা।
আজি দোলে দোলে, হোরি খেলে নন্দলালা॥
মারে কুঙ্কুম পিচকারী, শ্যামলিয়া গিরিধারী,
লাল পিয়ারী অঙ্গভালা ফাগে উজালা॥
লাল তপন-তনয়াতট, লাল কদম্ব বট,—
লাল গোপী-কটি-শোহন ঘট,
লাল তনু কালা শঠ নট ;—
লাল কেশ লট পট ছোটে যুবতী-মালা॥
[নাগরিকাগণের প্রস্থান।

(ভট্টদ্বয়ের প্রবেশ)

শোহন। তোমাদের মন্দাবতীতে তো হোরির ধুম খুব বেশী দেখতে পাই।

দোকান। আইয়ে ভট্টজী মহারাজ, দো এক পুরুয়া তনি সরবৎ তো পি লিজিয়ে,—সরবতে আনার, আঙ্গুর কি সরবৎ, ফলসা কি সরবৎ, সরবতে বনকৃসা—

লছমী। চলো ভাইজী, থোড়া সরবৎ তো পিও।

শোহন। আরে সরবৎওয়ালে, তোম কোন্ জাত হো ?

দোকান। কুছ ডর নেই, পি লিজিয়ে, ময় গন্ধি হুঁ, আইয়ে বৈট যাইয়ে।

(জনৈক জহুরীর প্রবেশ)

জহুরী। আরে গন্ধি ভাই, এক পুরুয়া বনকসা আউর পুদিনা মিলায়কে দেও, তনি গোলাপতি দে দেও, আজ বড়া গরম চড়া।

দোকান। আইয়ে, কহিয়ে শেঠজী, হোরিকা দিনমে বিচা-কিনা ক্যায়সা ভয়া ?

জহুরী। আউর বিচা-কিনা! যো দেশমে রাজা নেহি, হুঁয়া জহুরীকো, আউর বড়া বড়া ক্যারিগরকো অন্ন কাঁহা ?

শোহন। দেশে রাজা নাই, এ কি রকম কথা ? তবে তোমাদের শাসন পালন চলে কি রকম ?

লছমী। তুমি কি জান না, প্রায় ষাট সত্তর বৎসরের উপর আমাদের কচ্ছ দেশে রাজা নাই শেষ রাজা ধান্নুকী সিংহ অপুত্রক ছিলেন, তিনি মৃত্যুকালে রাজ্যের সমস্ত বিশিষ্টলোককে শয্যাপার্শ্বে ডাকিয়ে বলে গিয়েছিলেন, "দেখ, পোষ্যপুত্র দ্বারা আমার বংশ ও রাজ্যরক্ষা করা চিরদিনই অনিচ্ছা; তোমরা প্রজাবর্গ আমার সন্তান, আমি এই রাজ্য আমার সন্তানকে দান ক'রে গেলেম। তোমরাই আমার প্রকৃত উত্তরাধিকারী, সকলে মিলে তোমাদের মধ্য হ'তে একাধিক যষ্টিজন সচ্চরিত্র সুবিদ্বান্ শাস্ত্রজ্ঞ সদ্বংশজ নাগরিককে সাধারণের অভিমতে সর্দ্দাররূপে মনোনীত করবে।

শোহন। বাঃ, এ তো মন্দ নয়, মহারাজ ধান্নুকী সিংহ এ বুদ্ধি পেলেন কোথা থেকে ?

লছমী। তাঁর বুদ্ধির যথেষ্ট প্রশংসা কত্তে হয় বটে, কিন্তু কচ্ছরাজ্যে এ প্রণালী একেবারে নূতন নয়। পূর্ব্বে রাজতন্ত্র বর্ত্তমানেও রাজা সকলের সম্মানভোগী হ'য়ে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকতেন বটে, কিন্তু দুই শতাধিক উচ্চবংশজ ঠাকুরগণই রাজ্যের বিধি-বিধানাদি সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন; তবে মহারাজ ধান্নুকী সিংহ সেই প্রথা অধিক প্রসারিত ক'রে দিয়া গিয়েছেন; কেবল মৌলিকঠাকুরগণই নয়, যোগ্য হ'লেই সকল প্রজারই সাধারণের মত লইয়া ভা'য়াতে আসন লাভ করবার অধিকার হয়েছে।

শোহন। ভা'য়াত কি ?

লছমী। আগেকার ঠাকুর-সঙ্গতকে ভাদিয়াৎও বলতো, ভাইয়াৎও বলতো; এই ভা'য়াতে

প্রতিবৎসর এক জন ক'রে প্রধান নির্ব্বাচিত হয়। অধিকাংশ সর্দ্দার যাঁর পক্ষে মত দেন, তিনিই প্রধান হ'ন। এই হোরিপূর্ণিমায় সেই নির্ব্বাচন হয়, তাই আজ এখানে অন্য দেশের চেয়ে হোরির ধূম বেশী দেখছ।

শোহন। বটে, তাই এত উৎসাহ!

লছমী। উৎসাহ হবে না! প্রতি প্রজারই মনে আছে, উপযুক্ত হ'লে তার না হয় তার সন্তান-সন্ততির একদিন রাজকার্য্যে ক্ষমতা হবে।

(চট্টসাঁইয়ের প্রবেশ)

চট্ট। হবে হবে—রাজা হবে। বাবা তোমরা দুজনে কে বাপ, এক বোঁটাতে দুটি বেগুণ; এলেবাস পোষাক, মাথার টোপর ঠিক এক করেছ; ভট্ট বুঝি? তবে খট্‌কা রেখ না বাপ; যাদুধন মোর, শিয়াল কি কখন বাঘ হয়? মনিষ্যি কি দেবতা হয়? রাজা বলে তো একটা মানুষ ভগবান্ পয়দা করেন না; যার হাতে জোর, সেই মন জোর; বাপ রে আমার, ক্ষমতাটি পেলেই অমনি ভারী হয়ে উঠতে হয়। এই দেখ না, বাপ মাকে ভুলিয়ে পালালেম, একটা মেয়েমানুষের কাছেও কয়েদ হলেম না, গাছপালাকে আপনার করে নিয়ে সংসার করলেম; যতদিন লুকিয়ে ছিলেম—ছিলেম ভাল, তার পর চট্ট টট্ট পরে চিমটে হাতে নিয়ে যেই দু'দিনের তরে সহরে এলেম, অমনি দেশ শুদ্ধ মিলে আমায় মাটী করবার চেষ্টা করেছিল।

লছমী। সে কি সাঁইজী, তুমি কৌমার সন্ন্যাসী, তোমায় মাটী করে কে?

চট্ট। আর মাটী করে কে? মাটী করে মাটী; এই মাটীর দোষ রে বাপ, মাটীর দোষ! কারুর কি এতে রক্ষা আছে? যেমন ছুঁয়েছ মাটী, অমনি হয়েছ মাটী। দেখ না, তুই নারাণে, অমন গোলোকের মজা ছেড়ে দীনবন্ধু হতে মাটীর মানুষ হয়ে মাটীতে এলি, আর অমনি সে বৃকভানুর সুন্দর মেয়েটাকে দেখে মাটী হয়ে গেলি; দুর দুর, এই মাটীই খারাপ—এই মাটীই খারাপ! এতে রাম মাটী, কৃষ্ণ মাটী, যে আসে সে মাটী, সব মাটী।

দোকান। সরবৎ পিওগে সাঁইজী?

চট। কে তোর সরবৎ খায়—মাটী গোলা, মাটী গোলা; মানুষের পেটে মানুষ হয়, ছাগলের পেটে ছাগল হয়; তোর বনকুসাই বল্, আর আনারই বল্, আনানাস ফল্‌সা যাই হোক, সব তো মাটীর পেটে হয়েছে, মাটী নয় তো কি? ও মা, দেখ না, কাপড় চোপড় ছেড়ে চট পরলেম, কোথায় লোকে আমায় ঘেন্না করবে, না আস্‌ছেন পাদোদক জল নিতে, উনি আস্‌ছেন চরণে ফুল দিতে, ইনি এলেন মুখে ক্ষীর দিতে; ঝগুয়া বলে, ঔষধ দাও, সুভদ্রা বলে, ছেলে দাও, ভজুয়া বলে, টাকা দেও, মুন্নালাল সভা ক'রে আমায় বলে, ধর্ম্মের বক্তিমে দাও; এ এসে বাজনা বাজায়, ও এসে ফুলের মালা দেয়, আবার কারু কারুর কাছে শুনতে পাই, আমি "বুদ্ধদেব"—আবার জন্মেছি। আর মাগীদের তো কথাই নেই, পান চিবুতে চিবুতে ভক্তিভাবে নয়ন ঠেরে "বাবা" ব'লে আমায় প্রেমের ফাঁদে ফেলতে চায়। দূর দূর, মাটী না ছাড়লে মাটী যায় না।

শোহন। তা সাঁইজী, কেন বনে যাও না।

চট্ট। যাব তো মনে করি, কিন্তু মনের কোণে মাটীর ঘা লেগেছে। পণ্ডিত মথুরাদাস আমার স্তোত্র লিখেছেন। জগমল ভাস্কর আমার মূর্ত্তি গড়ে বেচেছে। আর রোজ রেতে মেয়েমানুষ পা টিপতে আসে। সংসার ছেড়ে পালিয়েছিলেম, কিন্তু মাটী ছেড়ে পালাতে পাচ্ছিনে; তাই বল্‌ছিলেম, তোদের মাটীর রাজ্যি, এতে কোন উপায় নেই; নামে কি এসে যায়, তোদের রাজার ছেলেই রাজা হোক, আর কেলুয়া ভুলুয়াই সর্দ্দারী করুক; যার হাতে দাণ্ডা, সেই যণ্ডামীর পাণ্ডা, সেই কোলের দিকে টান—কাঙ্গালের মৃত্যুবাণ। মধু ময়রাণী ধারে মুড়ি দেয়নি,—তার চাল কেটে দে। "জোর যার মুল্লুক তার" দুনিয়ার এই আচার;—সব ভুয়ো—সব মাটী।

(গীত)

ওরে ওরে দেহখান দর্পণে দেখে বয়ান,
ছল করে বল রে মন আমি বড় রূপবান্।
কিন্তু সব মাটী—সব মাটী!
মাটীতে ফোটে ঘাস, গরু এসে করে গ্রাস,
তাতেই সে জীবন ধরে, মাটী দুধ হয়ে ঝরে,
বাবু ভাই রাজা মশাই খায় আদরে,
আরে সেও মাটী—সেও মাটী!
রাজা বসে দমকে, শিরে হীরে ঝমকে,
সে ময়লা কাটা কয়লাখানা;
পোড়া মাটীর বাবুয়ানা,—
খালি চক্-চকানে ঝক্-ঝকানে মাটী।।
ওরে যার চোখটি দেখে হয় মাতাল,
ভাবছিস্ বসে আকাশ পাতাল,

কর্‌ছিস্ মনে হলি মাটী ;
সেই কাল কেশ—এলো বেশ,
চল্ ঢলাঢল্ মুখটি সরেশ ;
ওরে চটুর্সাই কয় আর কিছু নয় ;
সেও মাটী—সেও মাটী ॥

[প্রস্থান।

জহুরী। পাগলা কেয়া বোলে—মিট্টি মিট্টি, আরে যব তক্ জিন্দগি, তব তক্ সম্‌ঝো আপনা ভালাই ; বোল্‌তে হো হীরাকো কয়লা। কয়লাকা দাম মে কভি হীরা মিল্‌তা হায় ?

শোহন। জানতা হুঁ ভাই সব, আদমীকা তন আউর কুছ নেই—স্রেফ মিট্টি মিট্টি। লেকেন এক হাঁসিয়া আঁখি সুরতি বদন দেখকে কোন্ চুপ রহ সকে ?

লছমী। জহুরী মশাই যা বল্‌ছেন ঠিক ; আর চটুর্সাই যা বল্‌ছিলেন যে, ক্ষমতা পেলে সামান্য-লোকও রাজার মেজাজ ধারণ করে, তা নিতান্ত মিথ্যা নয় ; এই আমরাই ত মত দিয়ে এক জনকে ভাঁয়াতে পাঠাই, তার পর সেই আবার আমাদের চিন্‌তে পারে না।

জহুরী। আমার পরদাদার কাছে শুনেছি যে, আগে কেত জহরৎ—কেত বেনারসী শাড়ী—কেত তস্‌বীর, কেত পুতলি এই মন্দাবতীরাজ্যে বিক্রী হতো ; রাজা আপনি নিতেন, তাই দেখে বড় বড় সর্দ্দারেরা, এমন কি, ছোট ছোট রায়তরা থোড়া দামে কিনে নিত। কিন্তু ভাঁয়াতের রাজ্য হয়ে সব কমিনা কর্ত্তা হয়েছে, তাদের কাছে আর আমরা সওদা বিচবো কি ?

লছমী। তা সত্য, রাজা উৎসাহ না দিলে কলা-কবিতাদির আদর হয় না, এখন চল।

(ফুলওয়ালা বালকগণের প্রবেশ)

(গীত)

দোলের দিনে ফুলের মালা গলায় দোলা না।
ভুলিয়ে লালা জুয়ান বালার মনটি ভোলা না ॥
আমার মন-মাতান জাতি ফুলের হার,
মাঝে মাঝে থাকে রমণের বাহার ;
আপনি সেজে সাজিয়ে তারে,
(আয় রে আয়) শেষে ঝোলা না।
দেখ দেখ টাট্‌কা ফুল আটকা সুতোয়
কালকের তোলা না ॥

শোহন। ইধার আও বাচ্চে, দেখে তেরা হার ; জোড়ি কেত্তা লেওগে ?

১ম। ভট্টকে পাশ দাম নেহি লেতে, এই লেও—পহিন লিজিয়ে, আশিস্ দিজিয়ে—

বালকগণ। দাম নেহি লেতে, আশিস্ দিজিয়ে, মেরা মালা লেও, মেরা মালা লেও।

(মালাদ্বারা ভট্টদ্বয়কে সজ্জিতকরণ)

ভট্টদ্বয়। জীতা রও বাচ্চে, জীতা রও, কিষণজী মঙ্গল করে।

[বালকগণের প্রস্থান।

শোহন। আহা, ওই মালীর ছেলেগুলি তো বড় শান্ত, ভক্তি-শ্রদ্ধা আছে।

লছমী। ভাইজী, ভারতবর্ষে ভট্টের সম্মান এখনও মলিন হয় নাই।

(তিন জন সর্দ্দারের প্রবেশ)

১ম সর্দ্দার। আপনি বুঝছেন না, মতি চাঁদকেই প্রধান করা উচিত।

২য় সর্দ্দার। কেন কেন—আমি শুন্‌তে চাই কেন ? আমি যদি শোহনলালের দিকে মত দিই ?

১ম সর্দ্দার। শোহনলাল কে ? তুমি কি দণ্ডারের কথা মান্‌বে না ?

২য় সর্দ্দার। কেন, দণ্ডারের কথা মান্‌বো কেন ? আমি কিছু ধারি তার—না হয় দেব—সময় হলেই দেব।

১ম সর্দ্দার। সময় হলেই দেবে কি ? তিনি স্পষ্ট বলেছেন—"যে আমার দেনা রাখে, আজই দি'ক—নয় মতিচাঁদকে প্রধান করুক ; যে না এ কথা শুন্‌বে, দেনার দায়ে সে আমার গোলাম হবে।"

৩য় সর্দ্দার। তা অনেক সর্দ্দার কাজে কর্ত্তব্যে দণ্ডারের গোলাম হয়েই আছে। মতিচাঁদ প্রধান হবেই-হবে।

[সর্দ্দারগণের প্রস্থান।

শোহন। ও ভাইজী, তোমাদের প্রজাতন্ত্র তো বুঝছি ; সেই গোলমাল, সেই বলের প্রভুত্ব, ধনের আধিপত্য। চটুর্সাই যা ব'লে গেল, মিথ্যা নয়। ঐ শোন, কোথায় আবার হোরির গান হচ্ছে, চল দেখি গে। একে নবীন বসন্ত—তায় দোললীলা, জন-সাধারণের আমোদ হবে না কেন ; বৃন্দাবনের কবি-বর্ণিত ছবি যেন আজ চোখে আসছে।

(গীত)

সাজিয়া শ্যামল বেশে, ফুল পরে হেসে হেসে,
যৌবনে জাগিয়ে ধরা করে ঢলমল।
মধুময় বৃন্দাবন, আনন্দেতে নিমগন,
মধুমাসে মধুরসে ভাসিল সকল॥
নাশিয়ে নিশির মসী, আকাশে বসিল শশী,
চাঁদির চাঁদনী ঢেলে ভুবন ভুলায়।
মৃদুল পবন বায়, ফুলে ফুলে ব'য়ে যায়,
ব্রজের দুলালী মন মদনে দুলায়॥
তরুণ তমালতলে, নীপমূলে দলে দলে,
সেবা-কুঞ্জে গোপীকুঞ্জে প্রমোদেতে ধায়।
হাতে আবীরের থালা, প্রেমিকা গোপের বালা,
আকুলিতা পুলকিতা দেখে শ্যামরায়॥
নাচে গোপী বনমাঝে, কাঁকালে মেখলা বাজে,
শ্যাম সনে নাচে রাধা শুনে প্রেমগান।
নাচিতে ফেলিতে পদ, ফুটে উঠে কোকনদ,
ফুল্লমদে হৃদিহ্রদে বহিছে তুফান॥
করে লয়ে পিচকারী, শ্যামে করে টিটকারী,
(বলে) কোথা দেব কানু ফাগ তব কাল অঙ্গে।
আয় আয় সরে আলি, চাঁপায় লাগিবে কালি,
কাজ নাই ওলো রাই থেকে কাল সঙ্গে॥
রাই বলে ছি ছি ছি ছি, ও কি কথা বল সখি,
শ্যামের সুষমা যত বলাতে কি আছে।
কাল গায় ফাগ-ঘটা, জলদে বিজলী-ছটা,
যদি বলা চা'স বালা যা ওই চাঁদের পাছে॥
উঠিল হাসির রঙ্গ, বাঁধ ছাঁদ হলো ভঙ্গ,
প্রেমের তরঙ্গে আজ মাখামাখি খেলা।
সরমে ভরমে ঢিল, লাজের দুয়ারে খিল,
কোলাকুলি খোলাখুলি আবীরের মেলা॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নগরপ্রান্ত।

পাহাড় সিংহ ও কতিপয় সৈন্য।

সৈন্যগণ। জয় দণ্ডার সিংহের জয়, সেনাপতির জয়।

পাহাড়। আস্তে আস্তে, এখনও সময় হয়নি, এখন অত বাড়াবাড়ি ক'রে কাজ নেই—দণ্ডার সিংহের জয় ঘোষণার দিন শীঘ্রই আসবে,—তখন যত সাধ থাকে, যত উৎসাহে পার, তাঁর জয়গান করো।

১ম সৈন্য। দিন আসবে কি—এসেছে; আমরা যোয়ান, যুদ্ধই জানি, সেনাপতিকেই চিনি।

২য় সৈন্য। তা বৈ কি! সর্দ্দারেরা আমাদের জন্যে কি করেছেন? যুদ্ধ বাধলে যে আমরা বুকের রক্ত দিতে—প্রাণ দিতে যাই, তা কি তাঁরা মনে রাখেন? একটু আমোদ করে স্ফুর্ত্তি করে বেড়ান দূরে থাক, আমরা পেট ভরে খেতেই পাইনে।

৩য় সৈন্য। হুঁ, পেট ভরে খাবে? আমি যা পাই, তাতে আমার মাসে পোনের দিনও কুলায় না, তা তোরা দিবি না দিবি—যোয়ানের যা কাজ লুটেপুটে খাই, তাই করতে দে। তা' নয়—সব ধর্ম্মের রাজ্য কচ্ছেন। আমি একদিন একটা চামারের খাসী কেড়ে নে গে মেরে খেয়েছিলেম, তা ঐ সর্দ্দার দিনকর কি না আমায় তিন দিন কয়েদ করবার হুকুম দিলে, আর খাসীর দাম বলে আমার মাইনে থেকে কেটে আটদাম সেই পাজী চামার বেটাকে দিলে।

১ম সৈন্য। হ্যাঁ, ঐ দিনকর বেটা ধর্ম্মের ঢেঁকি। আমি একবার একটা দোকানদারের কাছ থেকে একটা সাচ্চা টুপি নে হাসতে হাসতে মাথায় দিয়ে চলে গিয়েছিলেম, তার পর ভাং খেয়ে কোথায় পড়ে যায়, আজও খুঁজে পাইনে; তা এই জন্যে কি না সাজা দিয়ে আমায় অপমান করলে।

৩য় সৈন্য। যা হোক বাবা, আমাদের দণ্ডার সিংজীর জয়জয়কার হোক্, তাঁর চাঁদীতে এ বছরের হোরীটে মজায় কাটবে; আমি তো এক ঘড়া ভাং আর দুটো খাসী একলা খাব। কি বলবো, হাতিয়ার সব কেড়ে রেখেছে, নৈলে আজ সকলে ভাং আর খাসী খেয়ে এই ফাগুয়ার রাতে বাজারকে বাজার লুটে ফেলতেম; জঙ্গী যোয়ানের হাতে হাতিয়ার নেই—লুঠ করবার এক্তারই নেই, ছোঃ ছোঃ ছোঃ! কি অন্যায়—কি অরাজক!

পাহাড়। ঐ যা বল্লে অরাজক, আসল কথা—অরাজক; দেশে রাজা না থাকলে কি জঙ্গী যোয়ানের কদর হয়? সামান্য লোক সব রাজ্যের ক্ষমতা পায়, তাদের ছাতী কত? যে আমাদের খেলাত দেবে, বক্সিস্ দেবে, লুঠ তরাজ করবার হুকুম দেবে? রাজা চাই—রাজা চাই।

২য় সৈন্য। কিন্তু—কিন্তু একটা কথা তো মানতে হবে? আমাদের রাজা ধানকী সিংহ তো এই মন্দাবতী সব প্রজাকে দান ক'রে গেছেন; আমরাও

তো প্রজা, একদিন আমাদের ছেলেপুলেরাও তো সর্দ্দার হ'য়ে হুকুম চালাতে পারবে ?

১ম সৈন্য। ছাই পারবে, আমাদের কপালে ছাই হবে; এই জনকতক বড়লোক আর শাস্ত্রপড়া মুখ-গোমড়ারা খালি আপনাদের ভেতর বাছাবাছি করে সর্দ্দার হচ্ছেন, সভাপতি হচ্ছেন, আর মজা করে আপনাদের যে যেখানে আছে, তাদের পেট ভরাচ্ছেন।

পাহাড়। আর আমাদের তো ভা'য়াতে প্রবেশ করবার অধিকার নেই, সৈন্যদের জন্য ভা'য়াতের দরজা চিরকালের জন্য বন্ধ।

৩য় সৈন্য। দেখ দেখি, কি অন্যায়। শত্রুর মুণ্ড নিতে আমরা, বুকের রক্ত দিতে আমরা, আর আমাদেরই কখনও সর্দ্দার হবার সম্ভাবনা নাই? অরাজক!—অরাজক!!

পাহাড়। ঠিক—ঠিক, অরাজক! অরাজক! রাজা চাই—রাজা চাই।

১ম সৈন্য। সে আর আমাদের অদৃষ্টে হবে না, রাজবংশ তো লোপ হয়েছে।

পাহাড়। তোমরা কি জান না যে, আমাদের দণ্ডার সিংজী পুরাতন রাজবংশীয়?

সকলে। সে কি! সে কি!

পাহাড়। খুব নিকট—বার পুরুষ ছাড়াছাড়ি; তার উপর আমার বোধ হয়, যে—চামুণ্ডা মায়ীর ইচ্ছা—দণ্ডার সিংজীই মন্দাবতীর রাজা হন।

১ম সৈন্য। চামুণ্ডা মায়ীর ইচ্ছা! তিনি কি কোন স্বপ্ন টপ্ন দিয়েছেন?

পাহাড়। না, কিন্তু সে বড় অদ্ভুত কথা, তোমরা শুনলে আশ্চর্য্য হবে।

পাহাড়। ভা'য়াতের সর্দ্দারদের নিকট তিনি মন্দুরা হ'তে দুঃখী সৈন্যদের জন্য খাদ্য, অর্থ ও অস্ত্র-শস্ত্র চাইবার জন্য এখানে আসছিলেন, পথে মধুবনের ভিতর দিয়ে আসতে আসতে সিংজী বড় ক্লান্ত হয়ে একটি গাছতলায় শয়ন করে নিদ্রা যান, মুখের উপর রৌদ্র পড়েছে দেখে একটি রাজসাপ তাঁর মাথার কাছে এসে ফণা ধরে রৌদ্র নিবারণ করে।

সকলে। কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য!

পাহাড়। তার পর শোন, এমন সময় কোথা থেকে একটি নীলকণ্ঠ পাখী উড়ে এসে সেই ফণার উপর নৃত্য কত্তে থাকে।

সকলে। অদ্ভুত! অদ্ভুত! জয় চামুণ্ডা মায়ীকি জয়! জয় নাগরাজ কি জয়! জয় নীলকণ্ঠ কি জয়!

পাহাড়। এমন সময় একটা রাখালের গোরু সেখানে ছুটে আসতে সিংজীর নিদ্রাভঙ্গ হলো, অমননি পাখীটে—

৩য় সৈন্য। ফড় ফড় করে উড়ে গেল?

পাহাড়। আর সাপটা?

৩য় সৈন্য। সড় সড় করে গড়ে গেল? আর সন্দেহ নেই, আর কথায় কাজ নেই, একে রাজার জ্ঞাতি, তার উপর সাপের ফণা—পাখীর নাচ, আর তার উপর রাজার মতন দুহাতে আমাদের অর্থ দিয়েছেন। আমরা দণ্ডার সিংহ মরতে বললে মরবো, বাঁচতে বললে বাঁচবো; আমরা আর কারেও চাইনে।

পাহাড়। দেখ ভাই যোয়ান সব, আপাততঃ মহারাজজী তোমাদের বড় অল্প অর্থই দিতে পেরেছেন, তিনি এতে বিশেষ লজ্জিত; কিন্তু শীঘ্রই তাঁর জায়গীরের খাজনা এসে পৌঁছিবার কথা—তখন তিনি তোমাদিগকে এ অপেক্ষা বেশী অর্থ দেবেন, আর যদি সে দিন হয়—বুঝেছ—তখন—

সৈন্যগণ। আর বলতে হবে না, আর বলতে হবে না, খুব বুঝেছি, শীঘ্রই সে দিন হবে;—জয় মহারাজ—

পাহাড়। আবার? যাও, এখন তোমরা খুব আমোদ কর গে, কিন্তু খুব হুসিয়ার থেকো, কাছাকাছি থেকো—যা বলেছি, মনে আছে তো?

২য় সৈন্য। খুব মনে আছে, একবার সঙ্কেত পেলে হয়।

পাহাড়। আচ্ছা, তবে আমি চল্লেম, সিংজীকে তোমাদের কথা বলি গে।

৩য় সৈন্য। হ্যাঁ যাও, বহুত বহুত রাম রাম বোলো—বহুত বহুত রাম রাম বোলো।

[পাহাড়ের প্রস্থান।

একবার হুকুম পেলে হয়, আমাদের জঙ্গী লোকের হাতীয়ার কেড়ে নিয়ে অপমান! আমাদের গড়ে আমাদের যায়গা নাই! আর ভয় কি? দণ্ডার রাজা হবেই হবে, সাপের কথা শুনলিনি?

(চটুসাঁইয়ের প্রবেশ)

চটু। ঐ সাপের কথা—ঐ সাপের কথা, ভারি ঠিক—ভারি ঠিক; খতিয়ে দেখিস্, মিলিয়ে নিস্; ফরাক্ নয় এদিক্ ওদিক।

১ম সৈন্য। কি সাঁইজী, কি বলছো? তুমি আবার সাপ দেখলে কোথায়?

চট্টু। ছুনিয়াময়—ছুনিয়াময়!
বাপ, খালি সাপ—খালি সাপ।
উড়ছে দু দশটা চিল,
বাকী সব সাপ কিল্ বিল্।
কেউ আছেন ঘুসড়ে মাথা
কেউ ধরেছেন ফণা;—
দেখতে দেখতে ছাড়বে বিষ একটু চেপে র'না।

২য় সৈন্য। সাঁইজী, তুমি কি বল টল, আমরা বুঝতে পারিনে; আমরা জঙ্গী যোয়ান লোক, মার কাট ক'রে খাই, তোমার হেঁয়ালী কি বুঝি?

চট্টু। বুঝবি বুঝবি বাপ, চোখ বুজলেই বুঝবি।

১ম সৈন্য। আপাততঃ তো সাঁইজীর ভাং খেয়ে আধখানা চোখ বুজে এসেছে।

চট্টু। আক্কেলও তাই খুলেছে, রাজ-সাপ দেখতে পাচ্ছি।

১ম সৈন্য। (জনান্তিকে) ওহে, সাঁইটে বোধ হয় সিদ্ধ পুরুষ; কি হবে সব—জানতে পেরেছে, তাই পাগলামী ক'রে বলছে।

২য় সৈন্য। চল, আর এখানে গড়িমসী ক'রে কাজ নেই। আর একটু ভাং খেয়ে আমোদ ক'রে সেই ঠিক যায়গায় যাওয়া যাক্, লড়ায়ের গন্ধ পাচ্ছি।

[প্রস্থান।

চট্টু। ভাং খাস্‌নি, সিদ্ধি খা, বুদ্ধি বাড়বে। আগে ঘরের শত্রু তাড়া,—তার পর রাজ্যের শত্রু তাড়াবি; সিদ্ধি খা আর ধর্ খাঁড়া, ঘরের শত্রু তাড়া। খুব রাগ, খুব রাগ, বাগ দেখবি আর তেড়ে লাগবি, আগে ছিল পাঁচ বেটা, ফের জুটলো এসে ছটা ঠেঁটা; নয় হেজি পেঁজি,—এই এগার বেটা ভারি তেজী। আমি দিন-রাত করছি লড়াই—এই তাড়াই—আবার আসে, ফের তাড়াই—ফের আসে,—ফের তাড়াই,—উঃ বাপ রে বাপ, কার মাইনে খাই যে, এত লড়াই।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

ভা'য়াত সভার সম্মুখ।

দণ্ডার সিং।

দণ্ডার। বটে—
দুই দিন তরে পাইয়া প্রাধান্য
আমারে নগণ্য কর!
ইতর সমান,
সাধারণে হই অপমান।
কপটী আমারে বলে—
ঘোর অত্যাচারী ব'লে ঘোষণা আমার।
দুর্দ্দান্ত দণ্ডারে—দিয়ে গণ্ডার উপাধি
করে লোকে উপহাস।
দেখিব এবার—দেখিব এবার
কোথা যাও সর্দ্দারের দল?
এক বর্ষ হয় নাই পূর্ণ,
দর্প চূর্ণ—
দেখি, পারি বা না পারি করিবারে?
বড় বটে বিদ্যাবল।—
সাংখ্যের শোলক আর বেদান্ত আলোক;
দেখি শস্ত্র-বলে শাস্ত্র-বল
হয় কি না হয় পরাজয়।
ছড়াইয়ে রজতের রাশি
একত্র করিব অসি,
কুটিল কৌশল তায় সহায় আমার;—
এ রণে কে জিনে—কে হারে
দেখি একবার।
নির্ব্বাচন—নির্ব্বাচন—
প্রজাতন্ত্র বিসর্জ্জন।
তবে ত দণ্ডার নাম ধারণ আমার।
কে না হয় অর্থে বশীভূত?
কয় জন দিনকর ভা'য়াত সঙ্গতে?
মতিচাঁদ যদি আজি হয় সভাপতি—
ভীরুর সমান না করি পাতক-ভয়,
মম পাতক নিচয়
করে তারে নির্ব্বাচন,
করে যদি সম্ভাষণ প্রধান বলিয়া;
কৌশলে উঠিয়া বসি রাজার আসনে,
বলিদান দিব এই স্বায়ত্ত-শাসনে।

(পাহাড়ের প্রবেশ)

কি সংবাদ, কি সংবাদ পাহাড় তোমার?

পাহাড়। শুভ সমাচার—শুভ সমাচার।
প্রতি-যোদ্ধা দাস আপনার;
পর্ব্বদিনে গর্ব্ব ক'রে করে জয় গান—
দণ্ডার দিয়েছে সবে পার্ব্বণের দান;
ব্যঙ্গ ক'রে কয় সবে ভা'য়াতের কথা।
ইঙ্গিতে তোমার আজ্ঞা পেলে,
জনে জনে
প্রাণপণে প্রবেশিবে গড়ের ভিতর।

দণ্ডার। কিন্তু আশঙ্কা হ'তেছে মনে;
আজিকার নির্ব্বাচনে
মতিচাঁদ যদি নাহি হয় হে প্রধান;
আমার স্বপক্ষ সবে—
এক রবে যদি নাহি দেয় মত?
কর্ত্তব্যের ব্রতে—বচনের স্রোতে
যদি সবে মাতায় সে দিনকর;—
পাহাড়। তা হ'তে কঠিন ফাঁদ পাতিয়াছ তুমি
রচি রজতে শৃঙ্খল;
সর্দ্দারের দল
অধিকাংশ কিঙ্কর তোমার;—
ক্ষীণ শিরে বহে তব ঋণভার।
স্বাধীনতা অধিকার,
মনুষ্যত্ব সদাচার,
বন্ধক দিয়েছে তব সিন্দুকের পায়;
তব বাসনার দাস রসনা তাদের।
দণ্ডার। বলেছ কি সৈন্যগণে
আরও অর্থ দিব জনে জনে?
পাহাড়। অক্ষরে অক্ষরে আজ্ঞা করেছি পালন
দণ্ডার। অক্ষরে অক্ষরে!
অসিধারী। মসীপাত্র সাথে
কতদিন সম্বন্ধ তোমার?
কবে হ'তে পরিচয় অক্ষরের সনে?
ভাল যাক—
বলেছ কি ফণীছত্রে নীলকণ্ঠ কথা?
পাহাড়। অসিজীবী হলধর, গ্রাম্যকুট,
সহজ বিশ্বাসী সবে,—
লক্ষণালক্ষণ মানে মনে;
শুনি—
ফণিফণা ছত্র'পরে নীলকণ্ঠনৃত্য
সিদ্ধান্ত করেছে স্থির,
তব শিরে বীরবর
রাজচ্ছত্র শোভিবে সত্বর।
দণ্ডার। রাজচ্ছত্র! রাজচ্ছত্র!
নহে শুধু দুর্গাধিপ কিল্লাদার,
রাজা—
দণ্ড করে—ছত্র শিরে
সিংহাসনে অধিষ্ঠান।
উচ্চ আশা
পুরুষকার সাধনা যাহার,
জনগণ-মন
যেই জন জানে কিনিবারে
কিবা অসম্ভব তার পক্ষে?
কে বলিতে পারে, ভাগ্যের ভাণ্ডারে,
কি আছে সঞ্চিত তার তরে?
মন্দাবতী-রাজরক্ত
সঞ্চালিত শিরায় আমার,
সিংহাসন অধিকার
কেন হবে অসম্ভব?
যাক,—সে তো, দূর ভবিষ্যৎ কথা।
আজিকার নির্ব্বাচনফলে
ঝুলিতেছে অদৃষ্ট আমার।
পাহাড়। বৃথা চিন্তা কেন কর বীরবর?
আশঙ্কার—সংশয়ের নাহি কিছু হেতু।
দণ্ডার। কিন্তু কি হেতু বিলম্ব এত?
এখনও কি তর্কাতর্কি মতামত—
হয় নাই শেষ?
হাঃ হাঃ হইয়াছে সভাভঙ্গ;—
জয় চামুণ্ডা জয়দে!
আসে দ্রুত মতিচাঁদ
জয়োল্লাস সহাস্যবদনে,
ফুল্লমুখ ঢুলাই পশ্চাতে চলে।
কি সংবাদ—কি সংবাদ বন্ধুবর?

(মতিচাঁদ ও ঢুলাইয়ের প্রবেশ)

বল শীঘ্র প্রধান হয়েছ তুমি,
বল মিত্র মতিচাঁদ?
মতি। হয়েছি হয়েছি প্রভু রাজ্যের প্রধান।
সমধিক সর্দ্দারের সাধু অভিপ্রায়ে,
এবে বিশ্বাসের—সম্মানের
অতি উচ্চতর পদে প্রতিষ্ঠিত আমি।—
তুষিতে তোমার মন,
সাধিতে তোমার কার্য্য, সেবিতে তোমায়,
আজ্ঞা করিতে পালন।
বার বার—
কত উপকার পাইয়াছি তব করে,
এইবার সেই ধার
স্বল্পমাত্র শুধিবারে করিব সাধনা।
ঢুলাই। আশা-গিরি-উচ্চশিরে উঠিয়াছ প্রভু;
চড়ি চূড়া'পরে—
বিস্তার বাসনা তব, উদ্দাম উদ্দেশ্য,
দিক্ দৃষ্টি সীমাশূন্য কর্ম্মক্ষেত্র পানে।
দণ্ডার। বড়ই বন্ধুর এই পর্ব্বতের পথ;
ভয় করি ভীষণ সাহসে,
বহুদিন হ'তে
বিপদ-সঙ্কুল এই পথে,

উপেক্ষিয়া শৈলাঘাত কণ্টকের ক্লেশ,
তীব্রতর পতন-যন্ত্রণা,—
ধৈর্য্য ধরি
ধীরে-ধীরে আরোহণে করেছি আয়াস,
দেখিতেছি আশার আলোক—
তবু নাশিয়াছে তামসের সীমা।
ভাল—তা'য়াতের অভিপ্রায়
হইয়াছে মনোমত মোর।

ফুলাই। কিবা বলে সেনাদল?

দণ্ডার। সহ এই নায়কের সাক্ষ্যে।

পাহাড়। সঙ্কেতের প্রতীক্ষায় প্রস্তুত সকলে।

দণ্ডার। যাও দ্রুত পাহাড় আবার;
মম ভাণ্ডার হইতে
লহ প্রচুর কাঞ্চন,
বণ্টন করহ গিয়া সৈন্যদল মাঝে।
পূর্ব্বের রজত দানে প্রস্তুত তাহারা—
স্বর্ণের উজ্জ্বল বর্ণে হবে মাতুয়ারা;
মুক্ত-হস্তে কর বিতরণ।

[পাহাড়ের প্রস্থান।

এস মিত্র মতিচাঁদ, কোল দাও মোরে,
কৃতজ্ঞ রহিব তব পাশ।

মতি। ঋণী আমি তোমার নিকটে।

ফুলাই। আমারও রেখেছ মান,
অর্থ দিয়ে বিপদ সময়ে।

দণ্ডার। তবে পর ভাব তোমরা আমায়,
এই কি জগৎ—
মিত্রে মিত্রে শ্রেষ্ঠীর সম্বন্ধ!
কেন তুচ্ছ সে সাহায্য-কথা?
তোমার সহায়ে
হাসিবেন ভাগ্যলক্ষ্মী আমাপানে চাহি।
গিয়াছে সে দিন,
এক বর্ষ পূর্ব্বে—
যবে লক্ষ্য করি ধর্ম্মাধ্যক্ষগণে,
করি আমি অভিযোগ,
যোগাযোগ—অপরাধে শত্রুগণ সনে
অপবাদ মিথ্যা বলি সর্দ্দারের দল,
লোক-চক্ষে
ক'রেছিল নিন্দার ভাজন মোরে,
বঞ্চিত করিয়া
উচ্চপদ হ'তে হীনজন প্রায়।

ফুলাই। স্পর্দ্ধা ত কম নয়—
আপনাকে পদচ্যুত!
কে দিনকর?

দণ্ডার। হাঁ৷ হাঁ৷, চিরশত্রু মোর!
স্বদেশহিতৈষী—ভণ্ড—
বক্তৃতা-বাগীশ—বিদ্বান্,
চিরদিন মম কার্য্যে দিয়াছে সে বাধা;
কখন প্রসন্ন নয় নির্দ্দয় বঞ্চক।
কিন্তু গিয়েছে সে দিন—
সে দিন গিয়েছে;
আমার ইচ্ছার পদে
এবে রাজবিধি হবে অবনত;
মন্দাবতী-রাজতন্ত্র—
মম মন্ত্রে হইবে চালিত,
আমি গঠিব তারে নব কলেবরে।
শুন হে ফুলাই,
বাক্‌পটু—বিজ্ঞ মূর্ত্তি—গম্ভীর দর্শন
সর্দ্দারের দল,
ভৃত্যভাবে নিত্য যারা সেবে দিনকরে,
দেখিবে বিষাদে—
দণ্ডারের স্মৃতি-হুতাশন;
কভু নাহি যায় নিভে;
মর্ম্মাঘাত সে কভু না হয় বিস্মরণ।

ফুলাই। বুঝাও বুঝাও দেব,
বিক্রম তোমার— ঐশ্বর্য্য অপার
একবার দুষ্টগণে দাও বুঝিবারে।

দণ্ডার। বহুদিন হ'তে পুষেছি হৃদয়ে বিষ,
কালসর্প দন্ত হ'তে তীব্র তীক্ষ্ণতর
অজ্ঞাতে দংশন হবে;
কিন্তু শিরে শিরে
ধীরে ধীরে প্রতি গ্রন্থি করিয়া জর্জ্জর,
সাংঘাতী গরল
কলেবর করিবে বিনাশ।
বহুদিন হ'তে
এই চিন্তা চক্রান্ত আমার
বিজড়িত প্রতি শিরাসনে।
(নেপথ্যে) জয় জয় সেনাপতির জয়।

মতি। শোন শোন বীর অধীর সৈনিকদল
অবিবাদে উচ্চনাদে
করে তব জয় জয়।

দণ্ডার। (আনন্দোৎফুল্ল কণ্ঠে)
ভাল ভাল হে পাহাড় সিং
বুঝিলাম করিতেছ কর্ত্তব্য পালন,
আজ্ঞামত সাধিছ আমার কাজ।
হে সাধু ফুলাই, মিত্র মতিচাঁদ,
তা'য়াতের সর্দ্দার তোমরা—

হেথা আর রহিতে উচিত নয়,
প্রস্থান করহ ত্বরা।
নবরঙ্গ হইবে সূচনা,
মম সঙ্গে সাধারণে যদি দেখে দোঁহে,
বুঝে যদি মম কার্য্য-সহযোগী,
বিস্তর বিতণ্ডা হবে ;—
হবে আশা-সিদ্ধির ব্যাঘাত।
নেপথ্যে। চল চল গড়ে গিয়া পড়।

(পাহাড় সিংহ ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

দণ্ডার। কে বলে গড়ে চড়াওের কথা ?
পাহাড়। এই এই—দেখ ভাই সব
বীরেন্দ্র-কেশরী
সেনাপতি দণ্ডার স্বয়ং।
জয় জয় সেনাপতি !
আমাদের—আমাদের সেনাপতি।
সৈন্যগণ। জয় জয় সেনাপতি !
আমাদের—আমাদের সেনাপতি।
দণ্ডার। দেখ দেখ বন্ধুগণ,
যেন বদ্ধ হয়ে তব ভালবাসা-পাশে
চিরারাধ্য সত্যে
অদ্য নাহি দিই বিসর্জ্জন।
যেন গলি স্নেহ-ভাবে—
ধর্ম্মে এবে মর্ম্ম হতে না দিই ভাসান,
না লেপি কলঙ্ক-পঙ্ক নিষ্কলঙ্ক কুলে।
যদি মম মনে না হতো ধারণা,
বারিতে তাড়না, সাধিতে রাজ্যের হিত,
দিতে প্রপীড়িত সৈন্য-চিতে প্রীতি,
বাসনা সবার দুর্গ অধিকার তরে ;
তবে জানু পাতি যুড়ি কর,
তুলি করুণার স্বর
মাগিতাম তোমা সবে হইতে নিবৃত্ত।
কিন্তু বৃথা আশা !
বৃথা প্রবোধিব মনে !
সঘনে বলিছে কাল,
ঘুচাও জঞ্জাল
না কর বিলম্ব আর।
সহি অত্যাচার, হাজার হাজার
বীরবাহু আছে প্রতীক্ষায়,
অসীম আশায় রুষি
আসে তোমা পাশে ;
বড় ব্যস্ত অস্ত্র হাতে দিতে যোগদান
তোমা সবা সাথে।

গৌরব অর্জ্জন করি
রাখিবে জাতির মান,
কিন্তু কি জানি ভা'য়াত যদি,—
পাহাড়। ভা'য়াত নিপাত যাক্,
অঙ্গ জ্বলে শুনিলে ও নাম।
তোমার, তোমার অধীন মোরা—
নহে ভা'য়াতের দাস ;
অস্ত্রধারী মোরা
ঘৃণা করি বাক্যের গর্দ্দায়ে !
আগুয়ান আগুয়ান—জয় সেনাপতি !
সৈন্যগণ। আগুয়ান আগুয়ান—জয় সেনাপতি।
দণ্ডার। কোন্ দিন কবে আহবের রবে
নিদ্রিত আছিনু আমি ;
কোন্ দিন হীনপ্রাণ সম
শুনি নাই বীর-আবাহন,
কোন্ দিন অনীকিনী
শুনি দুন্দুভির ধ্বনি
আছিনু বধির আমি,
কোন্ দিন শুনি তোমাদের স্বর
আসিনি সত্বর
দিতে কায়মন এ হৃদয় ভুজদ্বয়
স্বদেশের তোমাদের ক্ষত্রিয়ের কাজে ?
কিন্তু কেনো বোধ
রেখো মোর এক অনুরোধ ;
নিষ্কোষিত অসি তব
ঝলিবে ভাস্কর-করে,
হুহুঙ্কারে কাঁপিবে মেদিনী,
দেখি শুনি পাবে ভয়
ভণ্ড পাষণ্ডের দল,—
ছিদ্রান্বেষী বীরদ্বেষী সবে ;
অহেতু আঘাত না কর কাহারে,
রক্তপাত নহে সুলক্ষণ,
ব্রজেৎ ব্রজেৎ হয়ে সমবেত
হও দুর্গে আগুয়ান।
সৈন্যগণ। দুর্গে আগুয়ান ! দুর্গে আগুয়ান !
জয় সেনাপতি বীরেন্দ্র দণ্ডার।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

নগরের উপকণ্ঠস্থ পথ

দিনকর।

দিন। অবশেষে হায়—
দণ্ডারের অভিপ্রায় হইল সফল,
মতিচাঁদ হয়েছে প্রধান,
বুঝেছিনু পূর্ব্বে আমি,
ঘটিবে এ অঘটন;
কালচক্রের কুটিল ঘূর্ণনে
অসম্ভব কিবা।
পলায়েছে ধর্ম্ম এবে মন্দাবতী হ'তে;
স্বদেশের হিত, জাতির মঙ্গল
স্বার্থস্রোতে গিয়েছে ভাসিয়া;
আত্মসুখ আশ, বিলাসের দাস
নাহিক ধর্ম্মের ভয়; নিজের সম্মান
দেছে বলিদান সেই সব নীচাশয়,
কি আশা তাদের হ'তে?
উচ্চ বংশ অবতংস কত যুবাজন
ধ্বংস করি কুলের গৌরব,
বিলাসের ক্ষণিক সৌরভ লোভে—
করিছে বিক্রয় সম্মান মর্য্যাদা পদ,
হৃদয়ের স্বাধীনতা, রাজ্যের মঙ্গল
হীন চাটুকার প্রায় ধনিজন-পায়
দণ্ডেকের আমোদের তরে।
স্রোতস্বিনী ধায় বেগে মিশিতে সাগর,
কিন্তু তা হ'তে দ্বিগুণ বেগে
যায় বিলাসের দাস—
ধনিজন হাসি আশে,
লুটিতে চরণে তার—
লিখে দিতে দাসখত
বিকাইতে আত্মা মন কায়।
সেই শুনে জ্বলিছে অন্তর মোর!
আহা আহা মন্দাবতী
আর আশা নাই তোর;
ডুবিল সৌভাগ্যের রবি!—
গৌরবের ছবি হলো অন্ধকার!
কিন্তু তবু—
তবু জনমের ভূমি তুমি মোর!
লালন-পালন হইয়াছি তব কোলে;
এখনও—এখনও
তুমি মাতৃভূমি মোর।
নিদয়া হইয়া মাতা
আমারে ঠেলিছ পায়,
তবে জনমের সনে শিরায় শিরায়
সেই স্নেহ—
স্বদেশের প্রেম আছে যা জড়িত,
বিদূরিত পারি কি মা করিবারে তায়!
শোকেতে তোমার, নয়নেতে বহে ধারা,
ঘৃণার ভাজন নহে তুমি কভু মাতা।

নেপথ্যে। (কোলাহল ধ্বনি)
জয় জয় সেনাপতি!

(লটুকার প্রবেশ)

দিন। লটুকা যে, কি সংবাদ?
কিসের এ গোলোযোগ?
লটুকা। হুল বুল গোল—ভারি গোল।
দিন। কি কি শীঘ্র বল?
লটুকা। আর বল্‌বে কি—সে সব হয়ে গেছে!
দিন। কি কি, হয়ে গেছে কি?
লটুকা। আর কি? কাম সেরে দিয়েছে।
দিন। খুলে বল্ ভাল করে?
লটুকা। আর খুলে বল্‌বো কি, তারা
ঢুকেছে, দলকে দল ঢুকেছে।
দিন। কে ঢুকেচে? কোথা?
লটুকা। কুথা আর?—কিল্লা—কিল্লা—কিল্লাদখল
করেছে!
দিন। কিল্লা! কোন্ কিল্লা?
লটুকা। আউর কোন্ কিল্লা? গড়—গড়—
মাদার গড়।
দিন। মান্দার গড় দখল! সে কি? কে
করলে?
লটুকা। আউর কে করবে? যে মন্দাবতীর
মাথা খাবে—দণ্ডার সিং।
দিন। অ্যাঁ, দণ্ডার সিং?
গড়মান্দার দণ্ডারের করে!
এ কি কথা শুনি?
কেমনে?—কোথায়?—কখন্?
দণ্ডারের করে!
প্রতারক দণ্ডারের করে!
অত্যাচারী দণ্ডারের করে!
কেমনে? কেমনে?
বল্ বল্ লটুকা, শীঘ্র ক'রে বল্।
লটুকা। বাজারে হুই চুই পড়েছে; সব বুল্‌ছে,—
হাজার হাজার জুয়ান জঙ্গী লিয়ে গণ্ডার

গাঁ গাঁ করে কুঁদে কুঁদে গড়ে ঢুকিয়েছে।
হাতিয়ার সব হাত করেছে, ধন কৌড়ী সব লুঠ
নিয়েচে।

দিন। সে কি? যা, দেখে আয় ভাল ক'রে।
বজ্রাহত প্রায় আমি হয়েছি অবাক,
চৈতন্য বিকল।
মান্দারের গড়——
স্তূপাকার অস্ত্র-শস্ত্র সহ,
শোণিত-পিপাসু সেই সৈনিকের করে!

নেপথ্যে। (কোলাহল শব্দ) জয় জয়—
সেনাপতি।

দিন। আবার—আবার ঐ দস্যুর গর্জ্জন,
দেবগণ! এ কি দেখি!—
পতাকা নিজের
উড়ায়াছে গড়ের চূড়ায়!
অই না আইসে রাহুর উপগ্রহ দল
বাহু ভরি লয়ে লুণ্ঠনের দ্রব্য যত,
আর অস্ত্র রাশি রাশি!
হায়, কি করিলি—কি করিলি
মাতৃঘাতী ক্রীতদাস দল।

(পাহাড় সিংহ ও কতিপয় সৈনিকের প্রবেশ)

পাহাড়। জয় দণ্ডারের জয়! জয় দণ্ডারের জয়।

সৈন্যগণ। জয় দণ্ডারের জয়! জয় দণ্ডারের জয়!

দিন। বাক্‌রোধ হোক!
গণ্ডগোল করি ভণ্ড প্রতারক দল,
না করিস্ পাপকণ্ঠে
নগরের শান্তিনাশ;
আরে দুষ্ট দল-নেতা
চলিয়াছ আগে আগে,
বল্ দে উত্তর আমায়
সর্দ্দার আমি—এ রাজ্যপালক,
কি দুষ্কর্ম্ম করেছ সাধন?

পাহাড়। বিদ্যা-গর্ব্বী—বক্তৃতাবাগীশ,
শুষ্ক দর্শনের দাস,
কোন্ বীরকর্ম্ম মোরা করেছি সাধন
বলিতাম বুঝে নিতে নিজ বুদ্ধি হ'তে,
কিন্তু বড় সুখ
ঢেলে দিতে বিষ তব কানে—
দেখিতে গম্ভীর চক্ষু রোষেতে রক্তিম,
জ্বালাইতে হৃদে তব বিষের অনল।
বলি তাই,—তব আশায় ঢালিয়ে ছাই
আয়ত্ত করেছি মোরা মান্দারের গড়।

দিন। দেবগণ, দেবগণ! ধৈর্য্য দাও হৃদে।
ভুলিয়া গাম্ভীর্য্য, স্থৈর্য্য, শিক্ষা, অভিমান
রোষবশে—
খণ্ড খণ্ড নাহি করি এ পাষণ্ড দেহ।
রে ভুজঙ্গ! হও স্থির, হও স্থির,
ক্ষমিলাম তোরে ভীরু পিশাচের দাস।

পাহাড়। শুন সৈন্যগণ—দেখ সৈন্যগণ
কে ভীরু?
আমারে দিয়াছ গালি,
দিব তব মুখে কালি,
বীর দণ্ডারে আবার বলেছ পিশাচ;
এই মন্দাবতী রাজ্যে,
দাঁড়াইয়া রাজপথে সবার সমক্ষে
উচ্চকণ্ঠে বলি আমি তোরে—
মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক।

দিন। বেয়াদব দাস—

পাহাড়। সৈন্যগণ! ঘায়ে ঘায়ে কর খণ্ড খণ্ড।

সৈন্য। মার্ মার্ কাট্ কাট্।

(সকলের দিনকরকে আক্রমণোদ্যোগ,
অপর দিকে পৃথ্বীধরের প্রবেশ)

পৃথ্বী। হট্ হট্—যদি থাকে জীবনের ভয়;
ভীরু বিশ্বাসঘাতক পাতকীর দল—
চেন কি আমায় সবে?
দেখ মুখপানে,
চেন কি ধর্ম্মের তরওয়াল—
ফিরে যাহা করেতে আমার?
আছে তো স্মরণ—
দেখেছ ত খেলা এর কত রণ-ক্ষেত্রে,
কি সাধ এখন?—করিবে কি অনুভব
সুতীক্ষ্ণ শীতল পরশ ফলকের
কম্পান্বিত কলেবর সবে।
এই দেহ, এ হৃদয়—
হৃদয়ের মর্ম্মের শোণিত,
দুর্ভেদ্য বর্ম্মের প্রায়
আবরিবে ও পবিত্র অঙ্গ।
অসি করে এই দাঁড়ানু সম্মুখে,
সাধ্য কার হও আগুয়ান।
তুমি না পাহাড় সিং?
ছিঃ ছিঃ তোমারও কি নাহি লজ্জা!
দেখেছি তো যুদ্ধকালে সাহস তোমার,
তবে কোন্ লাজে দলবল সাজে
কাপুরুষ ভীরুর সমান

একজনে কর আক্রমণ ?
নাহি লজ্জা ! ধিক ধিক ধিক হে তোমায়,
পাহাড়—পাহাড়
হায় এই জনে আমি যোদ্ধা ভেবেছিনু।

পাহাড়। বীরবর পৃথ্বীশ অসিধারী তুমি,
নায়ক মোদের ; আজ্ঞায় তোমার
ক্ষমিলাম আজি এই মসীজীবী জীবে,
প্রসন্ন শঙ্কর আজি পণ্ডিতের প্রতি ;
তাই পড়িতে উহার প্রাণ
মন্দুরা নগর হ'তে
আচম্বিতে উপনীত মহাশয়
রক্ষিবারে পাতকের প্রাণে।
• চল চল সৈন্যগণ,
এতক্ষণ
বীরেন্দ্র দত্তার আছে অপেক্ষায়।
[পাহাড় সিংহ ও সৈন্যগণের প্রস্থান।

পৃথ্বী। ভাই, ভাই—
শত সহোদরাধিক সুহৃদ্ আমার,
হৃদয়ের আধ বন্ধু দিনকর,
নিরাপদ এবে তুমি,
উন্মত্ত পাতকদল গিয়েছে চলিয়ে।

দিন। ধন্য মিত্র—
ধন্য বীর-মাতা বীর আদর্শ সুধীর।
অদৃষ্টের ফলে
ইষ্টদেব মম তোমারে আদিষ্ট করি
পাঠালেন রাজ্যের এ অসময়ে
সাহায্য করিতে মোরে।
দৈবের ঘটনা বিনা কে আনে তোমায়
মন্দুরা নগর হ'তে—
দূর মন্দারবতী হাতে।

পৃথ্বী। রণস্থল হ'তে
কিছুদিন লইয়াছি অবসর ;
বলিব কি কেন ভাই ?—বলিব কি কেন ?
অন্তরের অতি অভ্যন্তরে
আছে তো তোমার স্থান ;
আসিয়াছি যাপিবারে কুসুম-বাসর
প্রেম পরিণয়ে—
আশাবতী পাণি করিয়ে গ্রহণ ;
মনের হরষে
প্রিয়তমা পাশে এসেছিনু দেশে,
কিন্তু তা হ'তে সহস্রবার
আনন্দ অপার হতেছে আমার মিত্র,
আসি তব ঘোর দ্বন্দ্ব সন্ধিস্থলে
দেববৃন্দ কৃপাবলে।
কিন্তু কিসের কলহ ?
কি কারণ
রাজ্যমাঝে হেন রূঢ় আচরণ ?

দিন। হা পৃথ্বীধর—
বড়ই বিপদে মাতৃভূমি আমাদের ;
মন্দারবতী-ভাগ্য ঘোর অন্ধকারে !
কিন্তু বলিলে না তুমি
আসিয়াছ বিবাহ করিতে ?

পৃথ্বী। হাঁ ভাই, হইয়াছে ধার্য্য
গোধূলিতে আজি !
আশাবতী হবে ভার্য্যা মোর।

দিন। তবে তব হৃদে নাহি দিব তাপ।
পাপ কথা ব্যক্ত করি,
দেখাইয়ে প্রাণের এ অগ্ন্যুৎপাত
হর্ষে তব দিব না ব্যাঘাত,
সে কথা বলিলে জ্বলিবে হৃদয় তব।
এই প্রাণময় কায়া
হবে স্বদেশের মায়া ;
অস্থির হইবে বীর।
পারিবে না অক্ষত শরীরে,
ফুল্ল-প্রাণে ধরিতে হৃদয়ে
প্রণয়-মগনা বরাঙ্গনা তব।
আহা !
কেন আমি এতদিন লইনি বিরাম,
(আরামদায়িনী মম মমত্ব'-প্রতিমা)
সে সতীর স্নেহমাখা হৃদে !
কেন নাহি সন্তানে করিয়ে কোলে,
তার সুমধুর বোলে গ'লে গিয়ে
ভুলি নাই কূটময় রাজ্যতন্ত্র কথা
কেন যাইয়ে সুদূরে প্রকৃতির ঘরে
করি নাই শান্তি-কুঞ্জে প্রেম আলাপন
এ গুরু বেদনা—বিষের যাতনা
তবে আজি নাহি হ'ত ভোগ ;
কিন্তু—
উহু উহু এ কি মায়া ঘিরেছে আমায় !
এ বন্ধন ছেদা নাহি যায়,
ওহো মিত্র পৃথ্বী—
প্রজাতন্ত্র-ভিত্তি বুঝি ভেঙ্গে যায় !
সম্মুখে—সম্মুখে দেখি ভীষণ আঁধার
বিষাক্ত কণ্টকবন।
আত্মজন করে ঘর নাশ,
জ্বালি গরলের বাতি

চির অমারাত্রি—
আনিতেছে আশু বাড়ি ভাগ্যের আকাশে।
কি কব হে মিত্র, কি কহিব আর
ইহা হ'তে শত গুণে হ'ত শ্রেয়স্কর
হইতাম ভিন্ন জাতি তস্করের দাস!
কি কথা বলেছি হায়—
বিদেশীর দাস!
তা হ'তে
শতেক গুণ সহস্র সহস্রবার
ভাল আত্মীয়ের অত্যাচার।
আহা—আহা
স্বাধীনতা! কি সুন্দর নাম তোর—
কি মধুর ছায়া।
বিদায়—বিদায়—বিদায় এখন ভাই।
(প্রস্থানোদ্যত)

পৃথ্বী। না—না—যাব আমি তব সাথে
শুনিব সকল কথা,
সামান্য কারণে
প্রশান্ত হৃদয়ে তব জ্বলেনি অনল।

(চট্টসাঁয়ের প্রবেশ)

চট্ট। কি রে বাপ, কি জ্বল্‌ছে? আগুন,—কোথায় জেলেছিস্? বুকের ভিতর, এত কাঠ পেলি কোথা?

দিন। সাঁইজী, কাঠ আপনার লোক যোগাচ্ছে, আর পা'ব কোথা?

চট্ট। তবে তোর ভাগ্যি ভাল, ভাগ্যি ভাল; প্রাণের ভিতর চুলি জেলে এত রোসনাই করেছিস; আমি একটি সল্‌তে পাকিয়ে প্রাণের প্রদীপে দিয়ে রেখেছি—আর চকমকি ঠুকছি, জ্বলে আর নিভে যায়, জ্বলে আর নিভে যায়;—যে অন্ধকার, সেই অন্ধকার। তুই কাঠের পাঁজায় বুকটা বোঝা ক'রে রেখেছিস্, আর আমি একেবারে আকাট মেরে গেছি।

পৃথ্বী। সাঁইজী, তুমি ত আর সত্য পাগল নও; তুমি নিজে বলছ অন্ধকার, কিন্তু আমরা জানি, যদি কারুর প্রাণে আলো থাকে, সে তোমারই। আচ্ছা বল দেখি, আমাদের দেশের দশা কি হবে?

চট্ট। দেশের দশা? খুব হবে, জাঁকিয়ে হবে; শুধু দশা কি, মেয়েরা চতুর্থী করবে, বড় ছেলে দশা করবে, নাতিপুতিতে মিলে শ্রাদ্ধ করবে, তার পর যে যেখানে আছে, সকলে মিলে ধুমধামে সপিণ্ড-করণ সারবে। কিছু ভাবিস্‌নি, কিছু ভাবিস্‌নি, ভারি ঘটা—পাত পেতে বসে থাক্; কণ্ঠশ্বাস হয়েছে—এই ম'ল ব'লে; তার পর চতুর্থী, দশা, শ্রাদ্ধ, সপিণ্ডকরণ; শেষ লুচি, মণ্ডা মিঠাই, বলিদান, লাড্ডুর পিত্তেশ থাকে ত একটা পাবি; পাত পেতে রাখ, পাত পেতে রাখ।

দিন। বুঝেছ পৃথ্বী, সাঁইজী যা বল্‌ছে, তা মিথ্যে নয়, সত্যই স্বদেশের মৃত্যু আসন্ন।

চট্ট। অ্যাঁ, স্বদেশের মৃত্যু আসন্ন! তোর দেখছি মতিচ্ছন্ন ধরেছে। চল্—যাবি? দেশে যাই।

পৃথ্বী। আবার দেশ কোথায়?

চট্ট। আমাদের দেশ, বাবা, দুদিন বিদেশে এসে সব ভুলে যাচ্চ; চ—চ, দেশে যাবি চ—চ;

এক রাজার প্রজা মোরা, এক চালাতে ঘর করি।
একটি ঘাটে দেয় রে খেয়া, একখানি বই নাই তরী॥
ফেলে বিষয় আশয় আপনার জনে।
কলার বাসনা চড়ে এসেছি রে ঘোর বনে॥
এখন আঁদাড়েতে পাঁদাড়েতে
দিনে রেতে ঘুরে মরি।
কাজ নাই আর ছদ্মবেশে এ বিদেশে,
চুপটি ক'রে সরে পড়ি॥

পৃথ্বী। কোথায় তোমার দেশ শুনি?

দিন। ওহে পৃথ্বী, বুঝতে পাচ্ছ না, চট্টসাঁই পরকালের কথা বল্‌ছেন; ওঁর কি সংসারে মায়া আছে?

চট্ট। না, তোদেরই আছে; ও কি সহজে যায়, ও রক্তবীজের ঝাড়, যত কাটি, তত বাড়ে। মনে করলুম, একেবারে দুটোকে পারব না, 'ম্যা' বেটাকে কেটে, 'মা' বেটীকে রাখি। মা, মা বেটী কল্লে কি না জীব বেটার উপর চড়ে না বসে বল্লে, যাবি কোথা—থাক না; "ম্যা" কাটালি দিন কতক "ম্যা" "ম্যা" বল না, পাঁচজনকে শোনা না, ঐ "ম্যা" বেটা এসে মা'র ডাইনে বস্‌লো, আর নে যায় কে? চল ছুটে পালাই, ছুটে পালাই, নইলে যেতে পারব না।

দিন। সাঁইজী যা বলছ সত্য, কিন্তু কাজ ফুরাবার আগে পালাবার এক্তার কি? সংসারে যত দিন থাকতে হবে, তত দিন তো কর্ত্তব্য পালন কত্তে হবে।

চট্ট। কর্ত্তব্যটা কি শুনি; 'আমি' আর 'তুমি' বলে দুটো পুতুল গড়ে মাথা ঠোকাঠুকি করান, তা বুঝেছি, তোর এখন ঠোকাঠুকির সাধ মেটেনি, তা কর্, খুব ঠোকাঠুকি কর্। আমার

কথায় কাজ কি ? আপনি আগুন জ্বালাবি, পুড়বি, পোড়াবি, তা পোড় পোড়,— পুড়তে পুড়তেও খাদ কেটে যায়। দেখ যদি আপনার খাদ কাটিয়ে পরের খাদ কাটাতে পারিস্। [চট্টনাইয়ের প্রস্থান।

পৃথ্বী। ওর সব কথা পাগলামী নয়, ভিতরে অর্থ থাকে, যা বল্লে তাতে যেন বিপদের আশঙ্কা বোধ হচ্ছে।

এস মিত্র, শুনিব সকল কথা,
প্রাণে যদি থাকে তব ব্যথা,
অধিকারী আমি তব পাইবার ভাগ।

দিন। সে কি কথা!
আজি তব বিবাহের দিন,
বাড়িতেছে বেলা;
নহে দূর বধূটির ঘর
ঐ দেখা যায় কুঞ্জ মনোহর,
আসিলে প্রবাস হতে বহুদিন পরে
অবশ্য উৎসুক বালা দেখিতে তোমায়;
যাও ত্বরা সম্ভাষিতে তারে।

পৃথ্বী। কিন্তু মিত্র তুমি।

দিন। আহা—আহা—
ঐ দেখ আপনি আসিছে বালা।

পৃথ্বী। কি ? কোথা ? আশাবতী!
না—কই—আমি নাহি দেখি;
সে কেন আসিবে পথে ?
ভাল পরিহাস বটে।

দিন। দেখ এই দিকে—বৃক্ষাবলী-মাঝে।

পৃথ্বী। সেই, সেই বটে!
বিশ্ব-বিমোহিনী
মম মমতার ধন।

(সম্ভাষণ করিতে অগ্রসর হওন ও আশাবতীর প্রবেশ)

আশা। জয় ভগবতি!
নিরাপদ দুই জন!

পৃথ্বী। কেন আশাবতী, কিসের আপদ ?

আশা। বড় ভয় হয়েছিল মনে
শুনি দাসী-মুখে
বিবাদ কি বাধিয়াছে পথে
বিদ্রোহী সৈনিকগণ সাথে।

পৃথ্বী। কিছু নয়—কিছু নয়।

আশা। ভাল প্রিয়বর!
প্রবাসে ছিলে তো ভাল
ভুলি দুঃখিনী বালায় ?

পৃথ্বী। ভুলিব তোমায়!
ভালবাসা সনে ভুলের আলাপ কোথা!
স্থির বিজলীর ছটা
মধুর মাধুরী ঘটা,
প্রফুল্ল অধরে—
ধীর-ভাষে প্রেম-সম্ভাষণ,
প্রাণে প্রাণে প্রিয় আলাপন—
উভয়ের হৃদয়ের প্রথম বিকাশ
কে পারে ভুলিতে ?

আশা। বিজয়ীর বেশে, মাতি রণোল্লাসে
ফিরিয়াছ কত দেশে,
খুলি রূপের পসরা, কতই অপ্সরা
করিয়াছে বীর-শিরে পুষ্প বরিষণ,
কি জানি কেমনে কোন্ আঁখি
ফাঁকি দিয়ে ভুলায়েছে
আমার সাধের বরে।

পৃথ্বী। শোন আশাবতী,
জানি—
শরতের শশধর বড়ই সুন্দর;
জানি সরসীর বুকে
ফুল্লমুখী সরোজিনী বড় মনোহর;
জানি তারামালা করি ঝলমল
বড়ই উজ্জ্বলরূপে
বিভাসে তামসী নিশি;
জানি চম্পকের কলি
ডালে ডালে দুলি ছড়ায় মাধুরি;
জানি নবীন নীরদে মারি উকি ঝুকি
চপলা চমকি—
হেলে দুলে তোলে রূপের লহর
জানি সুনীল ফেনিল জলধির জলে
কমলা কমলদলে হইয়া প্রকাশ
অঙ্গের সৌরভে,
রূপের গৌরবে
করেছিল বিশ্ব বিমোহন,
নিঃশব্দ নিস্তব্ধভাবে
দেবাসুর নর,
করেছিল রূপসুধা পান।
কিন্তু স্বভাবের সৌন্দর্য্যের,
কবিতার ঐশ্বর্য্যের
সমস্ত মাধুর্য্য-ঘটা,
পায় পরাজয় নয়নে আমার
তোর ছটা-পাশে,—
ভালবাসা আশা-কুল আশাবতী মোর!

আশা। তবু তো হে আসিয়া স্বদেশে
প্রথম সম্ভাষ তুমি করনি আমায়,
আগে আলিঙ্গন পাইয়াছে বন্ধু তব।
যে হবে বনিতা—হৃদয়-সবিতা
না দিল তাহারে কর,
আমারে অন্তরে রাখি বর মোর
বন্ধুবরে টানিল অন্তরে আগে;
খাইয়া লাজের মাথা, না বলিয়া মায়
আসিয়াছি ত্বরাত্বরি ভেটিতে তোমায়।
দিন। (একান্তে) ঠিক—ঠিক
পাঠালে দণ্ডারে যমের ভাণ্ডারে
পাপমুক্ত হয় মাতৃভূমি।
বনিতা বালক—মায়ার পুতুলি দুটি
পাঠাইব কানন-বাটীতে,
নিরাপদে রহিবে তাহারা;
আমি হেথা
নিশ্চিন্তে করিব এই প্রাণ বিসর্জ্জন
রক্তক-রুধিরে করি মাতার তর্পণ।
পৃথ্বী। বল আশাবতী
জননী তোমার আছেন কুশলে?
আশা। জননী আমার বড়ই ব্যথিতা
পরে দিতে একমাত্র দুহিতা তাঁহার
কিন্তু সেই পর তুমি মোর বর,
এই ভেবে বিষাদে হরষ তাঁর।
পৃথ্বী। জান কি সংবাদ কিছু পিতার আমার?
আশা। জান ত
প্রাচীন অতি সেই মহামতি বীর,
কাল করিয়াছে গ্রাস হর্ষ ত্রাস তাঁর;
বুদ্ধি হ্রাস হইতেছে দিনে দিনে।
অতি ক্ষীণ কলেবর
দুগ্ধ শুধু আহার এখন;
কি জানি কি কথা আসি মনে
বিকাশে সরল হাসি প্রশান্ত বদনে;
(আহা যেন ভাষাহীন শিশুর সে হাস!)
কিন্তু প্রিয়তম হয় ত্রাস,
ঐ হাসি হেসে নর প্রবেশে ধরায়;
কুশলে মর্ত্ত্যের লীলা হ'লে অবসান,
ঐ অর্থহীন হাসি হেসে
শেষ চ'লে যায়।
অন্ত বিদায় আগে দ্বিতীয় শৈশব!
সেই আধহাসি—সেই ভোলা রব।
পৃথ্বী। আহা আদরিণী মোর
না হ'তে বাসর ভোর,
ছাড়ি বধূর মধুর খেলা
করিবি গো গুণবতী
স্থবির শ্বশুরে শুশ্রূষা।
আহা!
শৈশবে আমার ছাড়িয়া গিয়াছে মাতা
কে মমতা করিবে তোমায়।
আশা। কোন্ ভাগ্যবতী নারী
পায় হেন অধিকার
বল প্রাণসখা দয়িত আমার।
কার ভাগ্য ধরে পেয়ে নববরে
ঘরেতে যাইয়ে তার হইতে ঘরণী,
সব স্নেহে তোর আমি হব চোর
রজনী করিব ভোর প্রেম-আলাপনে।
পুনঃ সারাদিন হ'য়ে,
প্রাণপণ করে পালিব সংসার-কাজ।
ওহে হৃদিরাজ,
কন্যার সমান
করিয়ে যতন সেবিব জনকে তব;
ভুল ভ্রান্তি না গণিয়া কিছু
করিব গো জীবনের ক্লান্তি-শ্রান্তি দূর।
পৃথ্বী। ধন্য ধন্য আমি!
এ হেন রতন
আলোকিবে আলয় আমার,
ফুল্লমুখী বালিকা গৃহিনী মম!
দিন। (একান্তে স্বগত) আর কি—আর কি,
সাহসে করিয়া ভর একটি আঘাত,
বস্ কার্য্য শেষ;
দেবগণ দেও বল
নহেক অধিক
সাংঘাতিক একই আঘাত—
মন্দাবতী স্বাধীন আবার,
দণ্ডার শমন-ঘর।
পৃথ্বী। (দিনকরের অঙ্গস্পর্শ করিয়া)
কেন কেন, ভাই দিনকর?
দিন। কে ও—কে ও—
পৃথ্বীধর?
আহা, আর কে এখানে,
গুণবতী রূপবতী ভগিনী আমার;
হয়েছে স্মরণ—
হবে তোমাদের পরিণয়।
প্রাণের অধিক মিত্র,
সোদরের স্বর্গ-চিত্র,
প্রণয় বিজয় দুই মুকুট উজ্জ্বল।

আজ যে, দই এল, মিঠাই এল, নাচ হবে, গান হবে।

হিরণ। ভাগী ভাগী, বল বল কোথায়—কোথায়—কোথায় তিনি? পৃথ্বীধরও কি সঙ্গে আছেন?

অংশু। ও মা, চল মা চল, বাবাকে কে মারছে, চ মা চ, তাকে মারবি চ।

ভাগী। খবরটা শুনলে দিতে হয়, দিদি, তাই দিলুম, আমার ঢের কাজ—আর দাঁড়াতে পারিনে।
[প্রস্থান।

অংশু। ও মা, চল না মা।

হিরণ। কোথায় যাব? মহেশ্বর, কি কল্লে, কি কল্লে? কিসের লজ্জা—আমার স্বামীর বিপদে লজ্জা কিসের? আয় অংশু, তাঁর কাছেই যাই। (অংশুকে কোলে লইয়া যাইতে উদ্যত)

(দিনকরের প্রবেশ)

এই এই এই যে, আমার পতি।
নাথ নাথ,
ভগবান্ শুনেছেন
দুখিনীর দীর্ঘশ্বাস।

দিন। প্রিয়তমে, আছে আছে
ঘুচে নাই সিঁথির সিন্দুর তব।

হিরণ। কি লজ্জা! কি লজ্জা!
ছি ছি,
হেন অমঙ্গল কথা কেন আন মুখে।
বিশৃঙ্খল সৈনিক সকল
তোমা সম ধর্ম্মবীরে করে অপমান!
কিন্তু--
তবু ভাল, তবু ভাল নিরাপদ তুমি,
মন্দিরে মন্দিরে দিব দেবপূজা আমি।
কিন্তু হে পুরুষ!
তব পৌরুষের দায়,
চিরদাসী প্রেম-অভিলাষী
রমণীর প্রাণ যায়।
যবে সম্মানের আশে
উচ্চ অভিলাষে প্রবেশ সংসার-রণে,
একবার নাহি ভাব মনে,
আছে ঘরে
আঁখিধারা ঝরে।
ভালবাসা-আশী প্রণয়ের দাসী,
আদরেতে তুলে পা'দুখানি কোলে
সতত সোহাগে সেবিতে প্রয়াসী।
শুধু পেতে উচ্চপদ হৃদি গদ গদ
প্রেম-নদে না পাইয়া কূল,
আকুল রমণী মোরা,
কভু নাহি ভাব মনে।
কিন্তু,
সে যে প্রতিক্ষণে আঁখিধারা বরিষণে
ডাকে ভগবানে
তোমারে রাখিতে সুখে,
কভু নিন্দে বিধাতায়,
বলে, কেন করে পুরুষ কঠিন এত
দিয়ে
দুর্দ্দম দুরাশা-ভরা অশান্ত হৃদয়।

অংশু। বাবা—বাবা! তোমায় কে মেরেছে?

দিন। এস বাবা, কোলে এস, কেউ মারেনি
—মারবে কে?

অংশু। হ্যাঁ বাবা, কে মেরেছিল, ভাগী বলছিল, দাঁড়াও না, আমি বড় হয়ে তাদের খুব মারবো, তোমার সেই খুব বড় তলওয়ারখানা দুহাতে ধরে ধুপ ধুপ ক'রে মারবো।

দিন। (অংশুর প্রতি)
দেখ হিরণ্ময়ি
নগরের রুদ্ধ বায়ু বড় অপকারী;
মনে মনে হয়
ক্ষীণ অতি হতেছে তনয়,
আমাদের প্রাণাধিক আঁখির মাণিক
যেন হারায়েছে সে লাবণ্যছটা।

হিরণ। না না নাথ,
হইয়াছে নয়নের ভ্রম তব,
বড় ভালবাস তাই সদা শঙ্কা মনে,
চেয়ে দেখ বদন তাহার,
ফুটিয়াছে যুগল গোলাপ,
ধোয়া যেন শিশিরের জলে।

দিন। দেখ হিরন্ময়ি,
আমি করিয়াছি স্থির,
বাছারে লইয়ে তুমি কিছুদিন তরে
যাবে মোর কানন-বাটীতে,
করি পান নির্ঝরের নিরমল নীর,
সেবি
কুসুম-সুরভি-ভরা শীতল সমীর,
খেলাইয়া ফুল্লমনে
গিরি বনে তৃণদলে,
সবল সুন্দর হবে
স্নেহের পুতলি মোর।

তুমিও লো প্রিয়তমে,
পাবে বল ও কোমল কায়।
হিরণ। ভাল ভাল,
তুমিও তো রবে সাথে?
দিন। জান হিরণ্ময়ি,
হৃদয়ের বাতী চির-সাথী মোর,
তিল নাহি চাহে প্রাণ
নয়নের আড়ে রাখিতে তোমারে,
প্রাণের বাহিরে মোর।
কিন্তু তাও জেন গুণবতি,
পতি তব
যেই ব্রত করেছে গ্রহণ,
সেবিবারে মাতৃসম জনমের ভূমি,
প্রাণের মায়ায় ত্যজিয়ে তাহায়
যাইতে সে পারে না কখন।
কঠিন কর্ত্তব্য হেথা বিরোধী হৃদয়াসনে।

(লটকার প্রবেশ)

লটকা। এ রাজা!
দিন। চুপ! যাও সরে।
(হিরণ্ময়ীর প্রতি)
এইক্ষণে তব সনে না পারি যাইতে।
রাজকার্য্য ভার মস্তকে আমার,
যাইবার নাহি অধিকার।
নাহি অধিকার
প্রিয়াসনে করিতে বিহার
ফুল্লমনে কুসুম-কাননে
খেলিতে খেলাতে
সন্তান লইয়ে নিশ্চিন্তে বসিয়া।
কিন্তু
ত্বরিতে ত্যজিতে তোমা হইবে নগর,
শিশুরে লইয়ে কোলে।
সেবক লটকা অবশ্য যাইবে সাথে।
হিরণ। প্রাণনাথ, কিছু কি হয়েছে?
দিন। ও কি ও!
কেন প্রিয়ে, বিরস বদন,
কেন দেখি এসেছে আঁখিতে জল?
শুন মোর কথা, র'য়ো নাকো হেথা।
হিরণ। ক্ষম নাথ অশ্রুপাত!
চুরি করে চোখেতে এসেছে জল
রমণীর মন সহজে দুর্ব্বল,
কিন্তু
হৃদয়ের আরাধ্য চিরদাসী তব।
"কেন" "কি" "কিসের জন্যে"
কখন কি জিজ্ঞাসা করেছে দাসী?
তুমি ভর্ত্তা কর্ত্তা দেবতা ধরায়,
আমি বিক্রীতা তোমার পায়,
পতি সদা দিবে অনুমতি
সতী তাহা করিবে পালন,
সর্ব্বস্ব সম্পত্তি, তুমি গুণনিধি,
এই মাত্র জানি আমি দাম্পত্যের বিধি।
দিন। সংসার-অরণ্যে বহুবহু পুণ্যে
মিলে পুরুষের ভাগ্যে তোমা সম সতী।
হিরণ্ময়ি! হিরণ্ময় প্রাণ মোর
একে প্রেম-ডোরে আছি বাঁধা তোর,
তাহাতে অধিক জোরে করেছ বন্ধন,
করি দান
নন্দন-প্রসূন সন্তান-রতনে।
কতক্ষণ রব আমি একা,
যাব সদা জানিতে কুশল।
আজি যদি পায় অবসর
তব প্রাণেশ্বর, হয়ে অগ্রসর
চুমিবে আদরে চাঁদের কোলেতে চাঁদ।
হিরণ। যাবে—যাবে নাথ?
এত ভাগ্য মোর!
আজই তবে পাব দরশন!
দেখ আশা দিলে মোরে,
রহিব আশায়।
দিন॥ নিশ্চয়;
কিন্তু দেখ না কর বিলম্ব আর,
শুভযাত্রা কর ত্বরাত্বরি।
কিন্তু তবু—তবু
ক্ষণিক এই বিচ্ছেদের আগে
একবার প্রাণাধিকে করিব চুম্বন।
হিরণ!
একটি রতন মাত্র দেছেন বিধাতা
তোমায় আমায়,
এ যুগল হৃদয়ের একমাত্র ফল
অমৃতের প্রায় ওই শিশু হায়!
দে'খ দে'খ সদা রেখো মনে,
অতি সযতনে রেখে নয়নে নয়নে
করিবে পালন।
আপদে সম্পদে, গৃহে কি বাহিরে
আঁখি রাখিবে উহার প'রে।
গুণবতী সতী তুমি, কি আর বলিব।
জেন জেন জেন—স্থির জেন মনে,

সন্তানের মন করিতে গঠন
একমাত্র পারে জননী তাহার।
স্বভাব তাহার
মাতায় ব্যাভার করে চির অধিকার।
স্তন-ক্ষীর সনে, শিশুদের মনে
প্রবেশে মায়ের মন,
দিবে হেন উপদেশ,
যেন অবশেষ
হয় শিশু রাজা হ'তে রাজা,
উচ্চ হ'তে উচ্চ,
শোভে এ ধরায় উজ্জ্বল বিভায়।
তুচ্ছ করি অবনীর সাম্রাজ্য-মুকুট,
পরে শিরে
অমরার দেব-বিভাছটা।
হেলায় ঠেলিয়ে প্রলোভন-ঘটা,
করে একমাত্র উপাধি ধারণ
"ধার্ম্মিক মানব" ব'লে।

অংশু। হ্যাঁ বাবা, মা কোথায় যাবে?

দিন। সেই যে তোমার পাহাড়ের বাড়ীতে, তুমিও যাবে—তোমায় কি আর ফেলে যাবে?

অংশু। আর তুমি?

দিন। আমিও যাব; যাব আসবো, কেমন? সে বাড়ী ভাল তো?

অংশু। হ্যাঁ ভাল—বেশ ভাল; কত ফুল রাঙ্গা রাঙ্গা, কেমন ঝর ঝর ক'রে জল পড়ে, লটকা রাঙ্গা পাখী পেড়ে দেবে, আমায় নিয়ে ঘোড়া ঘোড়া খেলবে; লটকা ঘোড়া হবি ত?

লটকা। হুঁ।

দিন। হিরণ, নাও, তুমি আর বিলম্ব কর না, আজ পৃথ্বীর বে, আমাকে সেখানে একবার যেতে হবে।

হিরণ। যাবার সময় দেখা হবে না?

দিন। এই যে হ'ল।

হিরণ। তবু—

দিন। ছিঃ, ও কি? লক্ষ্মীটি, চোখের জল ফেলতে নেই, অংশু, খাও তো ও চোখে একটা চুমো, দুষ্টুমি ক'রে কাঁদচে।

অংশু। এ্যাঁ মা!

দিন। (চোখের জল মুছাইয়া) ছি ছি, এক-বার হাস দেখি, এই অংশু, হেসেছে রে—আমি আসি।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

অন্তঃপুরস্থ উদ্যান।

কুম্ভ সিংহ ও আশাবতী।

আশা। এই—এই কেমন দেখুন দেখি, কেমন কত ফুল ফুটেছে, কত পাখী ডাকছে। এইখানে এক জায়গায় বসিয়ে দিই, ব'সে ব'সে দেখুন, কেমন?

কুম্ভ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ নৌকা যাচ্ছে না?

আশা। নৌকা কোথা বাবা?

কুম্ভ। ঐ যে মস্ত মাস্তল—কেমন দুলছে দেখ দেখি, আহা, ডুবে যাবে না ত?

আশা। নৌকা ডুববে কি? দেখতে পাচ্ছেন না, ওটা মস্ত ঝাউগাছ, কেমন বাতাস সোঁ সোঁ কচ্ছে?

কুম্ভ। ও বাবা, সোঁ সোঁ কচ্ছে, তবে আমি কোথায় লুকাব? তাই তো ভারি শীত কচ্ছে, একখানা কম্বল মুড়ি দে আমায়।

আশা। শীত কই বাবা? আপনার কপালে ঘাম বেরুচ্ছে, দাঁড়ান, আমি মুছিয়ে দিই।

কুম্ভ। মুছিয়ে দিবে? দেখ, দেখ, যেন আমার চোখের কাজল মুছে যায় না।

আশা। কই, চোখে ত কাজল নাই।

কুম্ভ। হ্যাঁ, আছে বই কি, মা যে আমায় দুধ খাইয়ে, গা মুছিয়ে, কাজল পরিয়ে দিয়েছে। দোলায় শুয়েছিলুম, কেন আমায় তুলে আনলি?

আশা। আহা, একেবারে যেন শিশু! তখনকার কথা আসছে। বাবা—বাবা!

কুম্ভ। কেন মা আমার, তুমি তো আমার মা! কে জানে কেন ভুলে যাচ্ছি।

আশা। হ্যাঁ, আমি আপনার মা, এখন থেকে আমিই মা হ'ব।

কুম্ভ। তা আমায় মারবে না?

আশা। কেন, মারবো কেন?

কুম্ভ। যদি আমি দুষ্টুমি করি। দেখ মা, আমি লড়াই কত্তে গিয়েছিলুম—তাই জানতে পারিসনি? তা মা, আমি ছেলেমানুষ কি না—একশটা, দু'শটা, দু'শটা, এগারটা বই দুষমনদের কাটতে পারিনি। তা রাজা কল্লে কি না—আমায় কোলে করে তুলে আমার গলায় এক ছড়া ঝকঝকে মটরের মালা দিলে।

আশা। মটরমালা তুমি তার পর কি কল্লে ?

কুন্ত। ওমা, পিসীমাকে বলিস্‌নি, কেড়ে নেবে, তোকে পর্‌তে দেবে না। তোর জন্যই লুকিয়ে রেখেছিলুম।

আশা। কৈ, মটরমালা তোমার মাকে দিলে না ?

কুন্ত। ও মা, দেব কি, সে কথা কাউকে বলিস্‌নি ; একটা মা, ছোট ছেলে, আমার চেয়েও ছোট—সে নাচতে নাচতে আমার গলাটা না জড়িয়ে ধরে বল্লে—'বাবা'। আর অমনি কেঁদে ফেল্লুম ; কেন মা, আমি কাঁদলুম ? সে ত আমায় মারেনি।

আশা। আহা, এ আমার প্রিয়তম। তাঁকেই রণজয়ের পুরস্কার মতির মালা দিয়েছিলেন, তাই এখন মনে হচ্ছে। বাবা তুমি কাঁদলে কেন ?

কুন্ত। কান্না যে এল, তা আমি কি করব, এই একটা ছোট ছেলে যদি অমনি তোর কাছে নাচতে নাচতে এসে মা বলে, তুই কি কাঁদিস নে ? এই দেখ না, তুই এখনি কাঁদবি, আমি তোর গলা জড়িয়ে ধরি। মা—মা—মা।

আশা। কেন কেন বাবা, আমার, বাবা, কুমারীকে তুমি সন্তান-স্নেহ আগে বুঝিয়ে দিলে।

কুন্ত। হ্যাঁ মা, যে আমায় ফুল দেয়, সে আজ দিলে না ?

আশা। আমি তোমায় ফুল তুলে তোড়া বেঁধে এনে দিচ্ছি ; তুমি এখানে ছায়ায় ব'সো।

[কুন্তকে বসাইয়া আশাবতীর প্রস্থান।

কুন্ত। চাঁদি মামা চাঁদি মামা টিপ দিয়ে যা।
কোলে দোলে রতনমণি চুমো খেয়ে যা॥

(অরুন্ধতী ও ভাগীরথীর প্রবেশ)

অরু। কৈ, আশা কোথায় গেল ?, ভাগীরথী, তোর কি ভীমরথি হয়েছে—দেখ না খুঁজে, আজ তার বে, সাজবে গুজবে না, এই ঠিক দুপুর বেলায় বাগানে এল। তবু ভাগী দাঁড়িয়ে রইলি, আশাকে খুঁজে ডেকে আন্‌ না।

কুন্ত। মা মা, কোথায় গেলি ? বড় ক্ষিদে পেয়েছে, একটা আমায় পেঁড়া দে।

ভাগী। ও বাবা, এ কি ! ওমা, ঐ দেখ, দেখ, ঝাউবনের ভিতর শাদাপানা কি নড়ছে। ও বাবা ! ও বাবা ! রাম রাম রাম। (পলায়নোদ্যত)

অরু। ও ভাগী, তুই কোথা যাস্—কোথা যাস্ ? ভয় কি, তোর চুলে বাবাঠাকুরের মাদুলী আছে।

ভাগী। আর মাদুলী আছে ! ঘাড় ভাঙ্গলে তখন কি হবে ?

কুন্ত। ও মা, দোলাটা দুলিয়ে দে ?

অরু। রাম রাম ! ওকি সত্যি ভূত না কি ? আমার বাড়ীর ঈশানকোণে কালভৈরবের নো পোতা আছে, ভূত আস্‌বে কেমন ক'রে ? ভাগী, আমি যাই, তুই মেয়েকে খুঁজে নিয়ে আয় !

[প্রস্থান।

ভাগী। ও গিন্নি, ওই ব'লে পালালে বুঝি, পালালে বুঝি ? রাম রাম !

(পুরোহিত উদরাময় শর্ম্মার প্রবেশ)

উদ। উঃ, ভারি তেজ ! দিগ্‌গজ সব পণ্ডিত এসেছেন, আমার সঙ্গে সব তর্ক ! ক চ ট ত প, ব ড় দ ঘ ভ, সহর্ণের্ঘ ইতি পরাশরের রঘুবংশের সমস্ত শ্লোকই আমার কণ্ঠাগত, আমায় কি না বিবাহ শাস্ত্রের মন্ত্রার্থ জিজ্ঞাসা করে ! আরে দূর দূর লোমহর্ষণের মুদ্রারাক্ষস তন্ত্রের নিরুক্ত অধ্যায়ে বিবাহের সমস্ত মীমাংসাই খণ্ড খণ্ড খণ্ডীকৃত বিভক্তিত বিবস্বত হয়ে আছে, তা সকলই আমার উদরস্থ। কৈ, গৃহকর্ত্রী অরুন্ধতী কই ?

ভাগী। ও মা, পুরুতঠাকুর যে, ও উদরাময় ঠাকুর !

উদ। উদরাময় নয়—উদরায়ণ।

ভাগী। তা হ'লেই বা তোমার উদরাময় ক্ষতি কি ?

উদ। ক্ষতি প্রতিদিন একটি ক'রে পক্ক বো আবশ্যক, উদরাময় কি সহজ বস্তু ? অত্যাতিসারে বিনিময়, আমি তা নই—তা নই।

কুন্ত। ও মা, তবে আমায় শিয়ালে নিয়ে যাক

উদ। ও ভাগীরথী, মধ্যাহ্নকালে এ কি ভূতোক্তি ?

ভাগী। পুরুতঠাকুর, আমায় ধর, আমায় ধর আমার চুলে বাবাঠাকুরের মাদুলী আছে, তা ধরে মন্তর পড়। (পুরুতকে জড়াইয়া ধরা)

উদ। এ কি, এ কি ! তুমি যে আমা চপেটাঘাত কল্লে ? আরে বিচ্ছেদ হও, বিচ্ছেদ হও আমার সতীত্ব নাশ হবে—সতীত্ব নাশ হবে।

ভাগী। ও উদরাময় ঠাকুর, ও উদরাময় ঠাকু আমায় রক্ষা কর, রক্ষা কর, চোখ টিপে ধর।

উদ। আরে বিচ্ছেদ কর, বিচ্ছেদ কর, ব্রাহ্ম দেখ্‌লে আমায় কি বল্‌বে ? আরে সতীত্ব না হ'ল, সতীত্ব নাশ হ'ল।

কুম্ভ। (অগ্রসর হইয়া) ও হাড়গিলে, ও হাড়গিলে, তোমরা দুজনে ঝটাপটি কর্‌ছো কেন? শোন শোন, মা—আমার মা কোথায় গেল? আমায় যে দুধ খাইয়ে দেবে।

উদ। ভাগীরথী, ভাগীরথী, এ বালভূত, মহাকালের মাসতুতো সোদর; আমায় ছাড়, অত পেট টিপ না, আমার গর্ভস্রাব হবে। (ভাগীরথীকে দূরে নিক্ষেপ।)

ভাগী। আমি নেই, আমি নেই, চোখ বুজেছি, কেউ যেন আমায় দেখতে না পায়। রাম, রাম, রাম।

উদ। ধুল মন্তর ধুল মন্তর যা যা উড়ে যা, ভূত প্রেত, চড়েল, হঁ ক'রে গে খা; কেওড়াগাছের পাতা, কেউটেসাপের মাথা, গোঁড়ি গুগলির হাড়, গিরগিটের ঘাড়, ছাড় ছাড় যা যা তফাৎ তফাৎ যা।

(পৃথ্বীধরের প্রবেশ)

পৃথ্বী। বাবা—বাবা, আমি জান্‌তেম না, আপনি এ বাগানে আছেন। কোথায় আপনি?

ভাগী। ও জামাই, ও জামাই, এখান থেকে পালাও, আজ তোমার হাতে সুতো।

পৃথ্বী। তুমিও যে এখানে?

ভাগী। ও জামাই, পালাও, সোঁদা ছেলেকে আগে ধরে; আমায় নিয়ে চল, পা নেটিয়ে পড়ছে —চলতে পাচ্ছিনি।

পৃথ্বী। সে কি, তোমার কি হয়েছে? বাবা কোথায়? বাবা—বাবা, আপনি এখানে? সঙ্গে কেউ নেই? (প্রণাম)

উদ। ধরেছে ধরেছে, বরকে ধরেছে। এ বাবা সোজা ভূত নয়। পলায়তঞ্চ, কচ্ছং গলিতং, টিকিং তুলিতং, যৎ পলায়ন্তি স জীবতি।

(উদরাময়ের পলায়ন)

ভাগী। ও পুরুতঠাকুর, আমায় একেলা ফেলে, একেলা ফেলে। [প্রস্থান।

পৃথ্বী। ভয় নাই ভাগীরথী, আমার বাবা। বাবা—বাবা, আপনার আশীর্ব্বাদে আজ যে আমার বিবাহ; আপনি যে আমার শ্বশুরালয়ে এসেছেন, বুঝুন না—বুঝুন না, আপনি নববধূ ঘরে নিয়ে যাবেন, সে কত যত্ন করবে।

(আশাবতীর প্রবেশ)

আশা। বাবা—বাবা, এই দেখ আমি কত ফুল এনেছি; এ কি, এ কি, তুমি এখানে।

(যমুনা, কমলা, ভদ্রা প্রভৃতি পুরকন্যাগণের প্রবেশ)

যমুনা। ভোমরা আসে মধু আশে
পেলে ফুলের বাস।
যার যেখানে সেই, সেই
ছোটে তারির পাশ॥
কে জানে ভাই নাম করবো না
যদি রাগে কেউ।
স্রোতের মুখে বাতাস পেলে,
আপনি উঠবে ঢেউ॥

আশা। পিতা বড় ফুল ভালবাসেন, তাই আমি ওঁর জন্যে নানারকম ফুল তুলে এনেছি।

পৃথ্বী। আশাবতী, তুমি এর মধ্যেই পিতার সেবা আরম্ভ করেছ, ওঁকে এখানে আন্‌লে কে?

আশা। আমিই লোক পাঠিয়ে আনিয়েছি।

পৃথ্বী। মিছে আনা, আহা, কিছুই বুঝতে পাচ্ছেন না

আশা। তবু তবু—

পৃথ্বী। তবু তুমি বেশ করেছ।

কুম্ভ। আমার ঘুম পাচ্চে, বড্ড ঘুম পাচ্চে, কে আমায় শুইয়ে দিবে?

আশা। ঘুম পেয়েছে—শোনেন? (পৃথ্বীর প্রতি) তুমি এইখানে থাক, আমি বাবাকে শুইয়ে রেখে আসি। বাবা, উঠুন চলুন, আমি আপনাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে আসি।

[প্রস্থান।

ভদ্রা। এরা ভাই আর ঠিক বর-কনে নয়, ছেলেবেলা থেকে যাওয়া আসা, একসঙ্গে খেলা, এ যেন ভাই-বোনের বে। কেমন ভাই, তোমাদের ভাই বোনে বে হচ্চে না? এতে বড় আমোদ —কেমন?

পৃথ্বী। কি ক'রে বল্‌বো বল, তুমি তোমার জলধর দাদাকে বিয়ে ক'রে দেখ না, ভাই বোনে বেতে কেমন আমোদ হয় বুঝ্‌তে পার্‌বে।

ভদ্রা। যাও।

পৃথ্বী। কেন, তার বেলা যাও? হাঁ যমুনা, আমি কি মন্দ বলেছি? ভদ্রাই তো বল্লে, ভাই-বোনে বেতে বড় আমোদ, আমিও ওকে সেই আমোদই কর্‌তে বল্‌ছি, এ আর অন্যায়টা কি?

যমুনা। তোমার সঙ্গে আর আমি কথা কব না। আমাদের খেলার সাথী আশাবতীকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ভেকে নিয়ে যাচ্ছেন, আবার সেধে সেধে

ভাব করতে আসছেন, এমন বেহায়া পুরুষ দেখিনি।

পৃথ্বী। বেহায়া পুরুষ না দেখতে পার, কিন্তু বেহায়া মেয়ে তো দেখেছ?

যমুনা। হ্যাঁ, দেখিছি, কোথায় দেখিছি?

পৃথ্বী। কেন, তোমার আরসীতে।

যমুনা। কোথায়?

কমলা। হ্যাঁ লা যমুনা, তুই এমন ন্যাকা, তোকেই বেহায়া ব'লে গাল দিলে, বুঝতে পাচ্ছিস্‌নি?

যমুনা। আমি তো অত শাস্ত্রও পড়িনি, মন্দুরা-নগর থেকে রঙ্গও শিখে আসিনি।

পৃথ্বী। তা চল, তোমার সখীর সঙ্গে আমাদের ঘরে চল, যত চাও রঙ্গ শিখিয়ে দেব এখন।

যমুনা। যাকে শিখাবার, তাকেই আগে শিখাও, আমাদের রঙ্গ শিখাবার লোক আছে।

কমলা। দূর পোড়াকপালী, কি বল্‌ছিস্?

যমুনা। কেন, আমায় খোঁটায় কেন?

কমলা। তা ও কথার কি ঐ জবাব? বল, যে আমায় রঙ্গ শিখাবে, সে পূর্বজন্মে অনেক তপস্যা করেছে।

(ভাগীরথীর পুনঃ প্রবেশ)

ভাগী। তা তপিস্যে কর—এইখানে বসেই তপিস্যে কর, খুব কর; মুণ্ডমালা-টালা ছাইটাই এনে দেব না কি?

কমলা। তোর খাওয়া হয়ে গেছে না?

ভাগী। কেন হবে না, কারুর তো আর ধার ক'রে খেতে হয় না? খেটেছি খুটেছি, পেট ভ'রে খেয়েছি।

কমলা। তবে আর ছাই পাবি কোথায় যে আন্‌বি?

ভাগী। আমি কি ছাই খাই না কি?

কমলা। তা তুই আপনি বোঝ, আমি কিছু বলেছি, এখন কি দরকার বল।

ভাগী। দরকার আর কি,—বর কার?

যমুনা। কেন—আশাবতীর।

কমলা। তবে তোমরা তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে কুঞ্জের ভিতর তপিস্যে কচ্ছ কেন?

যমুনা। তোর জন্যে আমরা সকলে প'ড়ে হাতে ধ'রে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বল্‌ছিলুম যে দেখ, ভাগীরথী থাক্‌তে আশাবতীকে বে করাটা তোমার ভাল দেখায় না; লোকে বলবে পৃথ্বীধরের চোখ নেই, তাই সুন্দর-কুৎসিত চিন্‌তে পারে না, বল্‌লুম ভাগীরথীর চেহারার চটকে কত বড় বড় ভুত প্রেত আটক পড়ে।

ভাগী। ওগো ওগো ওগো, থাম থাম থাম, আমরাও পুরুষ দেখেছি—ঠাট্টাও বুঝি,—আমাদেরও বয়স ছিল, মা'র পেট থেকে পড়েই বুড় হইনি।

পৃথ্বী। কৈ, তুমি তেমন বুড়ো কৈ? তোমায় তো এমন বয়স হয়েছে দেখায় না।

ভাগী। শোন শোন শোন, ভদ্রলোকের কথা শোন, যারা রূপ চেনে, যাদের চোখ আছে, তাদের কথা শোন; যৈবনের গুমরে ফেটে পড়লেই হয় না। রূপ যৈবন চিরদিন থাকে না, থাকে না—ঐ যে কি গান আছে না—কি যৈবন কি?—

কমলা। (ভাগীর হাত ধরিয়া) কি গান বল না ভাই, গেয়ে বল, তোর পায়ে পড়ি।

ভাগী। আমি কি গান গাইতে জানি?

পৃথ্বী। তা গাও না, তোমার গলা তো মন্দ নয়।

ভাগী। না—না, অমনি এক রকম, অভ্যাস নেই—কসরৎ নেই।

কমলা। তা বই কি, শুনেছি, সেকালে ভাগীরথী দুহাতে দুটো তানপুরা নিয়ে তানসেনের গোরের উপর বসে মহম্মদী খেয়াল গাইত।

যমুনা। আর শিয়ালগুলো সব বাহবা বাহবা করতো।

ভদ্রা। এই যে তবে না কি যমুনা কথা কইতে জানে না? এখন ভাগীরথী দিদি গাক্ শোন।

ভাগী। এ্যা—উ—হুঁ—(সুরে) তানা নানা দিন নানা না—

সকলে। বাহবা বাহবা।

ভাগী। ধুম তানা নানা নানা—এ্যাঁ এ্যাঁ—

(গীত)

এ যৈবন চিরদিন নয়।
(ধুব) যৈবন চিরদিন নয়।
তাই করি মানা করিসনেকো অপচয়॥
যেমন ভাদ্দর মাসে ভরা গাঙ্গে ষাঁড়াষাঁড়ির বান,
এক জোয়ারে আসে ছুটে
উথলে উঠে বাড়ায় নারীর মান;
আবার দেখতে দেখতে পড়ে ভাঁটা
তখন কাদা ঘাঁটা হয়।
নবীন নারী কেঁদে মরে যৈবন হ'লে ক্ষয়॥

সকলে। বাহবা বাহবা। কে বলে তোমার বয়স গিয়েছে?

(গীত)

কে বলে যৌবন গিয়েছে চলে।
শ্রাবণে প্লাবন যেন কূলে কূলে উথলে॥
পূরন্ত বাসন্তীলতা, আগা মূলে ভরা পাতা,
বদনে চাঁদিনী খেলে, আঁখিতে জোনাকী জ্বলে,
(রস)' ঢল ঢল ঢল ঢল চলকে পড়ে
(রূপ) টল টল টল টল দোলে ঝড়ে,
বয়স গিয়েছে, গেছে সরস
প্রাণে প্রাণ তো দলে॥

যমুনা। ও মা ও মা, মাসী যে।

(অরুন্ধতীর পুনঃ প্রবেশ)

অরু। বাঃ বাঃ বাঃ! তোদের কাণ্ডখানা বেশ যা হোক; এঁ্যা! অবাক্ কল্লি যে। ও দিকে সব প'ড়ে রয়েছে আর তোরা এখানে ধেই ধেই ক'রে নেচে গান কচ্ছিস্? আর বাবাজী, তুমিও নিশ্চিন্দি হয়ে এদের রঙ্গ দেখছো, তোমার না আজ বে?

পৃথ্বী। না মা, এই আমি বাড়ীর ভিতর যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

ভাগী। তাই তো বল্লুম যে, জামাইজী, তোমার আজ এই বীতিকিচ্ছি বিপদের দিন।

অরু। ও কি কথা রে মাগী? শুভদিন—বিপদ্ কি রে?

ভাগী। ও তাই হ'ল, একটা বিটকেল কাণ্ড তো আজ হবে. তা আজ আর গান শুনে কাজ নেই, আর এক দিন তখন শোনাব।

অরু। এঁ্যা তুই কি বলছিস্? হ্যাঁ রে যমুনা, আমি ঘুমিয়ে না জেগে? ভাগী গান গাচ্ছিলো না কি? ভাগী ভাগী ভাগী, গান গাচ্ছিলি কি লো? হ্যাঁ মাগী, তুই গান গাচ্ছিলি কি লো?

কমলা। তা মাসী, সেটা যেন আমাদের দোষ, আমরা যেন গাইতে বলেছিলুম, কিন্তু ও নাচলে কেন? আমরা তো আর নাচতে বলিনি।

অরু। এঁ্যা, নাচলে! ভাগী নাচলে!

কমলা। ঘুরে ঘুরে মাসী, ঘুরে ঘুরে চোখ মটকে, কাঁকালে হাত দে।

ভাগী। আর তোমরা নাচনি?

অরু। বেশ করেছে নেচেছে, ওদের নাচবার বয়স নেচেছে, তা ব'লে তুই? আজ আসুক দিনকর, তাকে ব'লে মাগীকে ঠাণ্ডা গারদে পাঠাচ্ছি।

ভাগী। কি, ঠাণ্ডা গারদে পাঠাবে, আমি পাগল না কি? আমার খুসি আমি গাইবো, আমার খুসি আমি নাচবো। আজ বাসরঘরে নাচবো গাইবো; আমার আশাবতীর বে, আমি নাচবো না? ওরা নাচের কি জানে?

যমুনা। হ্যাঁ ভাগী দিদি, তুমি নাচ শিখেছিলে কার কাছে?

অরু। ওর সেই মিন্‌ষে যখন বেঁচে ছিল, সে যে ভাল্লুক নাচাতো, তাই দেখে শিখেছে। এখন আয় সব গোছগাছ করবি আয়, আজ কি বসে গল্প কর্‌বার সময়? আয় সব আয়।

[ভাগীরথী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ভাগী। গাব না, কেন গাব না?
যৈবন চিরদিন রয় না।
শোন হীরেমন সুরী ময়না॥

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

অলিন্দ।

(পৃথ্বী ও আশাবতী)

আশা। স্ত্রীলোকে সন্তান গর্ভে ধ'রে মায়ের সুখ মায়ের আহ্লাদ বুঝতে পারে, কিন্তু আমি কি ভাগ্যবতী! বাবাকে পেয়ে আমি মালা বদলের আগেই সেই অনির্বচনীয় মধুর আনন্দ উপভোগ কচ্ছি।

পৃথ্বী। স্নেহময়ী আশাবতী—মমতা-মাখান আশাবতী আমার, জানতুম, তুমি কেবল খেলিয়ে বেড়াও; গান গাওয়া, ফুল তোলা, আমোদ করা যেন তোমার জীবনের সর্বস্ব, এই মনোহর কুঞ্জই যেন তোমার সমস্ত জগৎ, কিন্তু জানতুম না, ঐ শুক্ত-গর্ভ বিষলহরী, এই নৃত্যশীল বীচিমালার গভীর তলে এত রাশি রাশি উজ্জ্বল রত্ন লুকায়িত আছে! কোথায় পেলে তুমি এই মধুর গাম্ভীর্য্য, কোথায় পেলে তুমি এই কোমল স্নেহের সৌন্দর্য্য! জননী-খেলা খেল্‌তে কোথায় শিখলে তুমি প্রিয়তমে? পিতা আমার এরই মধ্যে অঞ্চলের স্নেহে আবদ্ধ হয়েছেন, এরই মধ্যে তোমার ইঙ্গিত আদর বুঝতে শিখেছেন, এরই মধ্যে সত্য সত্যই যেন তোমাকে আপনার মমতাময়ী মা ব'লে চিনেছেন; তুমি যেমন আদর ক'রে ভুলিয়ে সহজে আজ দুধ খাওয়ালে,

মাতা আপনার ক্রোড়স্থ শিশুকে পারে কি না সন্দেহ!

আশা। পৃথ্বীধর, তুমি আমার বাল্যসখা—আজ আমার প্রাণসখা, রজনীতে আমার প্রাণপতি হবে। তোমার কাছে আমি লজ্জা জানি না, মান জানি না, ভাণ জানি না; কিন্তু প্রিয়তম, এই সুখের উপরও যদি কিছু সুখ থাকে, সে পিতাকে যত্ন ক'রে, তাঁর এই বিষাদ-মাখা মধুর শৈশবের সেবা ক'রে, সে সুখ আমার হচ্চে। আমি সত্য বল্‌ছি, আমার মনে হচ্চে, আমি একটি সদ্যঃ-প্রসূত নব-কুমার কোলে পেয়েছি; প্রিয়তম, আমার এক একবার ভয় হচ্চে,—এত সুখ, এত আনন্দ, এত সৌভাগ্য তো কারুর ললাটে ঘটে না, আমার কি সহিবে?

পৃথ্বী। ছি ছি কুসুমকলি আমার, ও কথা কি মনে আন্‌তে আছে? তোমার মত মাধুরীময়ী সরলার পানে দেবতারাও সহাস্যে দৃষ্টি করেন। আদরিণি! পূর্ণচন্দ্রের কিরণ, বসন্তের সমীরণ, কমলের সৌরভ, কমলার গৌরব, দেবতার দয়া, মানবের মায়া, জগতের অমরার সমস্ত সৌন্দর্য্য যদি একীভূত হয়, তা হ'লে তার নাম হয় আশাবতী।

আশা। দেখ, তুমি অমন ক'রে বেশী আদর দিলে আমার মাথা ঘুরে যাবে, আমি দুষ্ট হব।

পৃথ্বী। তুমি দুষ্ট হও রুষ্ট হও, আমি সবে তুষ্ট থাক্‌বো; এখন বল দেখি, তোমার সেই সাধের বাগানবাড়ী নেওয়াই কি স্থির হলো, সেইখানেই কি সংসার পাতবে?

আশা। প্রিয়তম অতি মনোরম স্থল।

স্বচ্ছজলে টল টল হ্রদ
শুয়ে আছে গিরি-কোলে,
হৃদ ফুল্ল কোকনদ
হাসিতেছে রাশি রাশি;
তলে বালু দেখা যায়,
রজত-সফরী খেলিছে তথায়,
তীরে বসুমতী তুলিছে তরঙ্গ
শৃঙ্গের উপরে শৃঙ্গ সুরঙ্গে বিহরে,
শ্যাম তৃণদলে আবরিত কায়
তরুলতা কত শোভা পায়,
থরে থরে
পাতার মাঝারে ফুটিয়াছে ফুলদল,
পরিমল পবন ছড়ায়।
শাখী'পরে
ঝাঁকে ঝাঁকে বসে নানা পাখী—
বিবিধ-বরণ নয়ন-রঞ্জন,
খেয়ে বিনিমূলে কেনা ফল
প্রকৃতির উপহার,
মনসুখে তোলে স্বর লহরে লহরে!
সেই গানে মিলাইয়া তান
নির্ঝরিণী গিরি-গায় গাড়াইয়া পড়ে,
ছাওয়া উলুখড়ে,
রমণীয় মণ্ডপ তথায়
সুখের আবাস স্বপনের ছবি মম!
নিরজনে
প্রেম-আলাপনে রহিব দুজনে
আহা মনে হয়
যবে চন্দ্রিকা-নিশায়,
পাতায় পাতায় রজত মাখায় শশী
নীরদ ঘোমটা খুলি
হ্রদ-জলে দেখে নিজ মুখ,
ছাড়িয়া অমরা,
আসিয়ে অপ্সরাদল
সেই জলে করে স্নান;
করে গান নেচে নেচে
সুকোমল গিরিতলে
দলিয়া ঘাসের কুসুম চরণে।

পৃথ্বী। কল্পনা লইয়া খেলা
সদা তব দেখি বালা!

আশা। সত্য বটে
স্বভাবের মাধুরীতে
যোদ্ধার কি কাজ;
রণ হুহুঙ্কার, ধনুক-টঙ্কার
নৃত্য গীত যার;
শত্রু করে পলায়ন
সেই চিত্র দরশন,
কি সম্বন্ধ তার কল্পনার সনে!
কিন্তু আছে প্রভু
অন্য প্রলোভন টানিতে তোমায় সেথা;
মিত্র-প্রেম—
ফাঁদে বাঁধা যার তুমি,
অভিন্ন-হৃদয় অন্য কলেবর তব,
সেই দিনকর
করিয়াছে কানন রচনা তথা।
আহা আহা হাসি আসিয়াছে মুখে,
আহ্লাদেতে গদগদ দেখি!
প্রণয়ে আমার নাহি কিছু ধার,
কিন্তু রবে বন্ধু-সন্নিধানে
তাই এ আনন্দ তব।

পৃথ্বী। আপনি দিনকর
করেন তথায় বাস ?
আশা। না।
কিন্তু প্রেমময়ী হিরণ্ময়ী তাঁর
লয়ে আপন সন্তানে
(মরি মরি কি সুন্দর সোনার সে শিশু !)
গেছে জুড়াইতে সেথা,
ত্যজি
নগরের বদ্ধ বায়ু, ঘোর কলরব।
পেলে অবসর তব বন্ধুবর
যান তথা দেখিতে তাদের।
এখন—
এখন বল পৃথ্বীধর
প্রণয়ের ঘর মোর বাঁধিবে সেখানে ?
পৃথ্বী। আদর আমার
হয়ে তুমি কর্ণধার যদি ধর হাল,
সুখে তুলে পাল হেলায় যাইতে পারি
সুদূর সাগরপারে,
রামচন্দ্র সেতুবন্ধ করি উত্তরণ,
নিকটে বিপিন বাস
নিতান্ত সামান্য কথা।
আশা। ভাল জান
ভুলাইতে সুমধুর তোষামোদে,
দেখ পুনঃ
স্বভাবের সেই খেলা-ঘরে,
খেলিবে আদরে
আমাদের স্থবির সন্তান,—
ভোলা মন দ্বিতীয় শৈশবে।
পৃথ্বী। বড় সাধ হতে সন্তানের মাতা।

(লটুকার প্রবেশ)

আশা। কি রে লটুকা !

লটুকা। হামার রাজা কুথা ? হামি যে শুন্‌লো, সে তোদের কাছে আছে, আর একটা সর্দার আমাকে বোল্লো, তু তাকু ডাকি আন, বড়া ভারি কাম আছে।

পৃথ্বী। তিনি এইখানেই আছেন, আমাদের সঙ্গে দেবদর্শনে যাবেন। নিতান্ত প্রয়োজন হয়, যাও পিছনে, ঐ নেবুবাগানে তাঁর দেখা পাবে।

লটুকা। ভাল। [প্রস্থান।

পৃথ্বী। আবার কি হ'ল ? এখন কি প্রয়োজন ? আমাদের এই শুভকার্য্যে বন্ধু উপস্থিত থাকতে পারবেন না না কি ?

আশা। ইস্, থাকবেন না—কেন থাকবেন না ? তাঁকে খুঁজতে এসেছে লোকটি কে ?

পৃথ্বী। ওটি একটি ভীল, ওকে ছেলেবেলা ডাকাতরা ধ'রে এনে এখানে বিক্রী করে, তার পর দিনকর কিনে নেন; একটু বড় হ'লেই দিনকর ওকে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন; কিন্তু ও কোনমতেই গেল না, স্বেচ্ছায় ভৃত্য হয়ে রইলো; ও বলে, দিনকরের মত সদয়-হৃদয় মহাপুরুষের সেবা করায় স্বাধীনতা অপেক্ষা অধিক সুখ, অধিক আনন্দ।

আশা। দেখ, তুমি থাম, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বন্ধুর একটা কথা পেলেই অমনি তাঁর গুণ-ব্যাখ্যা আরম্ভ হলো। দেখ, সত্যি বলছি, আমি যদি তোমার ঘোড়াকে, কি একটি পাখীকে বেশী আদর করতে দেখি, তা হলেও আমার মনে মনে রিষ হবে, আমি ভারী রাগ করবো; কেন তুমি আর কাকেও আমার চেয়ে ভালবাসবে ?

পৃথ্বী। কাকে তোমার চেয়ে ভালবেসেছি ?

আশা। কেন, তোমার বন্ধুকে ? তাঁকে তুমি প্রাণের চেয়ে বেশী ভালবাস না ?

পৃথ্বী। বাসি, সত্য বাসি, সেও আমায় তেমনি ভালবাসে।

আশা। তবে আমাকে তেমনি ভালবাস ?

পৃথ্বী। তোমায় আমি শুধু ভালবাসি; কেমনিও নেই, এমনিও নেই।
ভালবাসা তোরে জীবন আমার,
অন্য প্রাণ নাহি মোর।
আশাবতী তুমি তুমি,
আমিও যে তুমি, তব মুখ চুমি
পৃথ্বীধর নাহি আমি আর,
আমিত্বও গিয়াছে আমার।
হৃদয়-কলস ভরি ভালবাসা-জল
ঢালিয়া দিয়াছি তব প্রণয়-ক্ষীরোদে,
মিশে গেছে জলে জল।
সুধাময় হয়ে গেছি মিশিয়া তোমাতে,
নাহি ভিন্ন কায় ভিন্ন প্রাণ
ভিন্নবৃত্তি ভিন্ন পৃথ্বী আর।
আশা। কথক ঠাকুর, নমস্কার—নমস্কার !
তবে আর কেন
ওই ওই আসে দিনকর।

(দিনকরের প্রবেশ)

দিন। পৃথ্বী—
আশাবতী না জানিবে কিছু।

আশাবতী করি আশীর্ব্বাদ
অবিবাদে অবিচ্ছেদে ভুঞ্জ পতি-সুখ,
দেবগণ
কৃপা বরিষণ করুন তোমার শিরে,
দেব-কৃপা রহুক তোমারে ঘিরে,
দিবারাত্রি সাথে সাথে
দেবগণ, রক্ষুন তোমারে।
পৃথ্বী, বলি শোন,—
(জনান্তিকে) জান কি—জান কি পৃথ্বী, এই
মাত্র কি শুনিনু আমি!
আশা। হে ধার্ম্মিক,
তব আশীর্ব্বাদ বিফল না হবে।
দেখ সখা এই পৃথ্বী তব
সারা বেলা ধরে বিমুক্ত অন্তরে,
কেবল বলিতেছিল কত ভক্তিভরে
ভালবাসে সে তোমায়;
"দিনকর ভাই দিনকর ভাই"
আর কথা নাই।
দিন। কি আর কথা নাই এই সারা বেলা?
প্রেমের প্রলাপে
করেনি আলাপ আশাবতী সনে?
(জনান্তিকে) সর্ব্বনাশ আমাদের!
শুধু আমাদের নয়—
অভাগী জনমভূমি, পৃথ্বী!
পৃথ্বী সে কি কথা? বল স্পষ্ট করি।
দিন। (জনান্তিকে) বুঝেছ কি পৃথ্বীধর,
রাজার রাজত্ব পুনঃ!
পৃথ্বী। সে কি? কোথায়? কে রাজা?
অসম্ভব।
দিন। সত্য সত্য
সত্য আমি বলি শুন,
দণ্ডার পরিবে আজি রাজার মুকুট;
তারি আজ্ঞাধীন সৈন্যগণ,
সারি দিয়ে দাঁড়ায়েছে পথে।
পৃথ্বী। কিন্তু ভা'য়াত!
ভয়াতুর দুর্ব্বল ভা'য়াত!—
সত্যই কি মত দেবে ইথে?
নাহি—নাহি কি হে কেহ
এক জন বাধা দিতে তাহে!
দিন। বাধা দিবে তারে?
(প্রকাশ্যে) দেবগণ দেবগণ
হও সহায় আমার,
কিংবা করহ বিনাশ,
আমি বাধা দিব তারে
আমি—আমি—আমি—
অনল-গহ্বর গিরি
করে যদি অগ্ন্যুৎপাত স্বপক্ষে তাহার!
আসে ভৈরব বেতাল
দধীচির সমস্ত কঙ্কাল,
বজ্ররূপে পুরে তার অস্ত্রাগার,
বিপক্ষে একাকী দাঁড়াব আমি।
একাকী—একাকী!
হাঃ হাঃ কোথা গেল,
তুলিয়াছি ছুরিকা আমার।
আশা। এ কি—এ কি পৃথ্বীধর।
পৃথ্বী। অকস্মাৎ ঘটেছে ঘটনা,
রাজ্যে গোলযোগ—
আলোড়িত হৃদি তাই হয়েছে সখার,
ধৈর্য্য ধর আশাবতী কিছু নাহি ভয়।
দিন। পৃথ্বীধর,
এসেছিনু শুভকার্য্যে, বিবাহ-সভায়,
শান্তির আবাসে
শান্তবেশে আসিতে উচিত,
সে কারণ নিরস্ত্র এখন;
সখা, দেহ মোরে তব তরবারি।
পৃথ্বী। কেন—কি করিবে?
দিন। যা করি;—দাও—দাও।
আশা। পৃথ্বীধর! পৃথ্বীধর!
মোর দিব্য
বল কিবা অভিসন্ধি বন্ধুর তোমার?
পৃথ্বী। দিনকর, কোথায় যাইবে বল?
দিন। ভা'য়াত সভায়।
পৃথ্বী। তবে আমি যাব তব সাথে।
আশা। কখনই না।
দিন। না—ভাল বলিয়াছ সখী,
কখনই না।
(জনান্তিকে) না না—
কখন হবে না তা।
কি করিবে গিয়া সাথে?
ভা'য়াতের বিধিমতে
যোদ্ধার নিষেধ
অস্ত্রহাতে প্রবেশিতে সভাতলে;
তবে, মম স'নে গমনে কি ফল?
আশাবতী
লও লও, লয়ে যাও ঘরে ধ'রে,
দেবগণ রাখুন দোঁহারে সুখে।

পৃথ্বী। ভাল, প্রতিজ্ঞা করহ তবে,
আবাল্য সখ্যতার করহ শপথ,
ধৈর্য্য ধ'রে রবে কার্য্যকালে;
উন্মত্ত রোষের বশে না করিবে কিছু;
দুঃসাধ্য দুষ্কর কার্য্যে তুলিবে না কর।
দিন। স্থির কর মন,
ক্রোধে বোধাবোধশূন্য নাহি হব!
(উভয়ের হাতে হাত মিলাইয়া)
ভাগ্যবতী স্নেহের পুতলি!
প্রিয়তম পৃথ্বীধর
এত দিন আছিল আমার,
প্রফুল্ল হৃদয়ে
আজি হতে দিলাম তোমায়।
আসি তবে—বিদায় এখন।
পৃথ্বী। না—
আমি যাব তব সাথে—
দিন। আশাবতী, লয়ে যাও হাত ধ'রে,
আদর জান না?
হয় তো
লগন-সময় পুনঃ হব উপস্থিত
হইতে মগন তোমাদের সাথে সুখে।
[পৃথ্বী ও আশার প্রস্থান।
দিন। এইবার—
এইবার মন্দাবতী তোমার সেবায়
থাকে কিংবা যায় প্রাণ, তুচ্ছ এই কায়।
[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

ভা'য়াত-সভা।

মতিচাঁদ, দুলাই, সর্দ্দারগণ ও দণ্ডার সিংহ।

দুলাই। এ্যাঁ, না করিতে আক্রমণ,
এত শীঘ্র
পলাইল শক্রদল আগে হ'তে।
দণ্ডার। হে সুধীর সর্দ্দার-মণ্ডলী
রাজ্যের ভূষণ সবে,
কি কবে অধিক দাস,
সবে মাত্র করেছি সজ্জিত
অসীম-সাহসী রাজ্যের হিতৈষী
মম বীরদলে,
কোথা হ'তে
ঠিক যাদুবলে যেন
বার্ত্তা গেল চ'লে বিপক্ষ-শিবিরে।
ছিল ক্রুদ্ধ, পেলে শঙ্কা,
থামিল যুদ্ধের ডঙ্কা,
তাম্বুতলে পলাইল পাহাড়ীয়া দল,
বন্য পশুর সমান
আপন বিবরে সবে
চর-মুখে পেয়ে সমাচার
করিলাম সসম্ভ্রমে সবার গোচর।
রাজ্যের মঙ্গল হেতু হয়ে জ্ঞানহারা
লঙ্ঘন করেছি বিধি;
প্রস্তুত শাস্তি তরে।
মতি। হে পণ্ডিত সর্দ্দার সজ্জন,
ভ্রাতৃগণ করহ শ্রবণ!
সত্য বটে
ভা'য়াতের অনুমতি আগে,
প্রবেশিয়া গড়ে
খুলি অস্ত্রের ভাণ্ডার,
বিধি-বহির্ভূত কাজ করেছে দণ্ডার;
সত্য বটে
আপনার মনের মহত্ত্বগুণে
দোষ করিয়ে স্বীকার
যাচিছ আপন মুখে আপনার দণ্ড;
কিন্তু সবার ইচ্ছায়
ভা'য়াতের সভাপতি আমি;
শুন সবে মম অভিপ্রায়।
দূরে যাক দণ্ডারের দণ্ডের কথা,—
যেই ভীষণ বিপদে
আজি সবে পেনু পরিত্রাণ,
হ'ল রক্ষা মন্দাবতী বিপক্ষের করে,
বিনা রক্তপাত, প্রজাক্ষয়, অর্থব্যয়,
একমাত্র
সেনানীর অপূর্ব্ব বুদ্ধির বলে।
উচিত সবার হয় এই সভাতলে
প্রদানিতে বীরমাল্য সেনাপতি গলে।
দণ্ডার!—
আজি প্রকাশ্য সভায়
এ ভা'য়াত ধন্যবাদ দিতেছে তোমায়!
দণ্ডার। মান্যবর সভাপতি!
অতি দীন যোদ্ধা আমি,
ভৃত্য তব, এ রাজ্য-সেবক,
পালন করেছি মাত্র কর্ত্তব্য আমার,
ইথে আর পুরস্কার কিবা প্রয়োজন?

কোন্ গুণে লব ধন্যবাদ ?
কর্ম্মফলে প্রভুদল সন্তুষ্ট সবাই,
ধন্যবাদ এ অধিক নাহি আমি চাই।
ঢুলাই। না—না,
তব কর্ম্মফলে এখন (ও) জীবিত মোরা,
ধন্যবাদ অবশ্য দানিব।
মতি। হে বীর দণ্ডার,
হায় কত গুণ বাখানি তোমার!
হয় মনে
রাজ্যেশ্বর বলি তোমা করি সম্বোধন;
ভুজবলে বুদ্ধিবলে
কর প্রজার রক্ষণ;
এ বিপত্তিকালে
রাজ্য ঘেরা শত্রুজালে,
যুদ্ধের আশঙ্কা সদা।
ঢুলাই। অন্তরের অন্তর হইতে
সুন্দর প্রস্তাব করি আমি সমর্থন,
ল'য়ে রাজার আসন
করুন দণ্ডার সুখে প্রজায় পালন।
দণ্ডার। হে পণ্ডিত সর্দ্দারমণ্ডলী—
ঢুলাই। মহামতি সেনাপতি
করি হে মিনতি, ক্ষণেক নীরব রহ;
এ সভায় জানি মোরা সবে
নিজ বিনয়ের গুণে কি বা কবে তুমি।
দিন। (নেপথ্যে) নীচাশয় দাস কারে দিস্ বাধা ?
চণ্ডালের হাতে করাইয়া বেত্রাঘাত
দ্বিধা ক'রে দিব শির।
সকলে। ও কি, কি, কি, কি ?
মতি। গভীর যুক্তির কালে
মন্ত্রণা-আগারে,
অসভ্যের ন্যায় করি কলরব
কে করে প্রবেশ ?

(দিনকরের প্রবেশ)

দিন। কেহ নয়, সর্দ্দার জনেক!
প্রথম জিজ্ঞাস্য কিছু আছয়ে আমার,
কেন দেখিলাম পথে, আসিবার কালে
বসিবার তরে
তোমা সবাকার সাথে পবিত্র সভায় ?
কেন দেখিলাম পথে পথে
অস্ত্রধারী সৈন্যগণ করে বিচরণ ?
শুধু পথে নয়,
এই পবিত্র মন্দিরদ্বারে
কাতারে কাতারে
নগ্ন-অসি সৈন্যবৃন্দ দিতেছে পাহারা!
পুনঃ জিজ্ঞাসি সবায়,
শান্তভাবে ধীরে ধীরে চিন্তায় মগন,
কর্ত্তব্যসাধনে
প্রবেশিতে যাই সভার ভিতর,
কেন
অসি তুলি দস্যুদল রোধিল আমায় ?
সর্দ্দারের অধিকার গিয়েছে কি মোর ?
মন্ত্রণাগারে নাহি মম স্থান ?
কাহার স্পর্দ্ধায়, আমার গলায়,
নরঘাতী যুদ্ধের নফর
অসি তোলে করিয়া সাহস ?
নাম তার পাষণ্ড পাহাড়
কলঙ্কী, নারকী, নীচ, বিশ্বাসঘাতক!
কার বলে
সৈন্যদলে ঘিরেছে ভা'য়াত-সভা ?
মতি। ভ্রাতৃগণ,
কঠিন সমস্যা।
শুভাশুভ দেশের মোদের
নির্ভর যাহাতে করে,
হইবে অচিরে করিতে পূরণ।
বাতুলের প্রলাপ-বচন
শ্রবণের যোগ্য নহে এবে!
ঢুলাই। এক কথা শুধু আমি করেছি জিজ্ঞাসা;
যদি ভুজবলে, বুদ্ধির কৌশলে
না রক্ষিত দণ্ডার মোদের,
কি হইত এতক্ষণ দশা সবাকার ?
দিন। কি হইত দশা—
অধীনতা হীনতার বিপরীত দশা।
আর কোন্ দশা!
স্বাধীনতা-গরিমায় হইয়ে উজ্জ্বল,
অবহেলে
ভুঞ্জিতাম স্বাধীন জাতির সুখ;
বিধিদত্ত মানবের সত্ত্ব সমুদয়
নিজের রাজ্যের কার্য্যে নাহি হ'ত ক্ষয়।
মুক্ত প্রাণে রাজপথে করিতাম বিচরণ,
মুক্তদ্বার হ'ত মন্ত্রাগার,
মুক্তকণ্ঠে কহিতাম কথা
মুক্ত ক'রে কাজ।
মতি। সম্ভাষি জিজ্ঞাসি আমি সচিব সকলে,
সহিব কি স্থিরভাবে
বিদ্রোহীর বিদ্বেষ-বচন ?

দিন। বিদ্রোহী! বিদ্রোহী!
হাঁ রে মতিচাঁদ, কে ছিল বিদ্রোহী,
যবে
মম অভিযোগে সমগ্র ভা'য়াত-সভা
ষড়্‌যন্ত্রকারী ব'লে,
একবাক্যে
সৈন্যাধ্যক্ষে করেছিল কর্ম্মচ্যুত?
যবে বর্ষণ-বিহীন কর্কশ-গর্জ্জনে,
কুতিক্ত বক্তৃতা তব
গিয়েছিল আকাশেতে ভেসে,
তবে কে ছিল বিদ্রোহী?
দুলাই। চুপ চুপ চুপ, দিনকর,
সভাকার্য্যে হতেছে ব্যাঘাত;
নহে—
দিন। কি—কি, কে বলে আমারে চুপ?
দুলাইচাঁদ?—
বচনের ছাঁদে মিঠি মিঠি বুলি,
যেন ভুঁয়ে গতা লতা, পাদুকার ধূলি;
তুমি?
ভাল ভাল, শুনি কি তব প্রস্তাব;
ভাল, রহিনু নীরব;
বল,—
মতি। এইবার কর স্থির
প্রবীণ সচিবগণ,
যোগ্যতর কেবা আর
মহাত্মা দণ্ডার চেয়ে?—
আমাদের শীর্ষস্থান ক'রে অধিকার
দেখে রাজকার্য্য, আমাদের হ'য়ে;
শুধু কেন, তাই?—
সম্পূর্ণ প্রভুত্বে করে রাজ্যের শাসন;
যেই কার্য্যে
বহুদিনে প্রাণ হয়েছে ধার্য্য
অন্যায্য অযোগ্য রূপে ব্রতী মোরা এবে।
যদিও
মনে মনে অনেকের আছে অভিমান নাহি
মোদের সমান কেহ শাসক পালক,
বল, একমাত্র মহান্ দণ্ডার
হয় কি বা নয় যোগ্যতর?
দুলাই। কে তবে অধিক যোগ্য?
বীরভোগ্যা বসুন্ধরা,—
এ বিপত্তিকালে একমাত্র স্তম্ভ হ'য়ে
কে আর ধরিবে শিরে,
বিপুল ক্ষমতা-ভার?

মতি। যদি তাই হয়,
কিবা চায় রাজ্য আর মঙ্গল অধিক
সাধারণ প্রজাগণ তরে।
কি অভাব আমাদের—কি করি আমরা।
মন্ত্রণার ভাণে
এক সঙ্গে বহু লোক জনতা,
কেবল কলহ তর্ক বাচাল বক্তৃতা;
এই তো মোদের কাজ।
তাই বলি ওহে সর্দ্দার-মণ্ডলী,
ওহে স্বদেশীয়গণ,
চাই
করিতে বরণ হেন জন উচ্চপদে,
যিনি ভুজবলে, বুদ্ধির কৌশলে,
সমস্ত প্রভুত্ব পেয়ে করতলে,
আমাদের চেয়ে
ভালমতে করিবেন রাজ্যের শাসন।
তাই স্বার্থে দিয়ে বিসর্জ্জন,
সাধারণ হিতের কারণ,
এই শুভক্ষণে, আজি প্রকাশ্য সভায়
সভাপতিরূপে আমি করি হে প্রকাশ—
এইক্ষণ হ'তে ভা'য়াতের নাশ।
কেশরী বিক্রমে, বুদ্ধে বৃহস্পতি,
ঐশ্বর্য্যে কুবের সম,
রাজজ্ঞাতি মহান্ দণ্ডার
আজি হ'তে
হইলেন মন্দাবতী রাজ্যের ঈশ্বর।
দিন। রাজ্যেশ্বর! রাজা!
১ম সর্দ্দার। এতে সম্পূর্ণ সম্মতি মোর।
২য় সর্দ্দার। এ প্রস্তাবে আমিও সম্মত।
দুলাই। সকলেই—সকলেই সন্তুষ্ট ইহাতে।
দিন। সকলে—সকলে!
সত্য কি হে সন্তুষ্ট সবাই?
হ'ল সর্ব্বনাশ;
জাতির জাতিত্ব, প্রজার স্বায়ত্ত,
সমুদয় সত্ত্ব
বঞ্চনায় হ'ল বিসর্জ্জন,
তুড়ি দিয়ে নিল কাড়ি প্রজার অধিকার।
আর সন্তুষ্ট সবাই!
আরে রে রে ক্রীতদাস দল,
ও হে,
পিতৃহন্তা মাতৃঘাতী পাতকী-নিচয়,
ওহো ভগবান্, ভগবান্—
কি বলিব আর।

মুখপানে চাহিয়া এদের
সম জাতি মনুষ্য যে আমি,
এ কথা বলিতে হইতেছে লজ্জা মোর!
হাঃ হাঃ, কি করিলি—কি করিলি,
স্বহস্তে স্বেচ্ছায় দিলি কি না ডালি,
প্রাণাধিক প্রিয়তর স্বাধীনতা-ধন?
রাজ্যের প্রধান ভিত্তি করিলি খনন?
ঠেলে ফেলে
দিলি ওরে গৌরবের চূড়া তার!
স্বেচ্ছাচার অত্যাচার,
রক্তারক্তি একাকার,
পীড়িতের হাহাকার,
হবে এবে পবিত্র মন্দিরে!
কেন—কিসের কারণ,
ওহে ভাইগণ,
নিজ করে বাঁধি শিলা আপন গলায়,
ডুবিতেছ জনমের মত
অতল গরল-সাগর আঁধারে?
কভু কি পাইবে কুল,
কভু কি ভাসিবে আর?
যদি কভু ভাস হায়,
পূতিগন্ধ শবপ্রায়,
জগৎ কুঞ্চিবে নাসা দেখিয়া ঘৃণায়,
কেন রে কেন রে ভাই,
স্বহস্তে রচিয়া চিতা অগ্নি জ্বালি তায়,
দিতেছ ইচ্ছায় ডালি আপনার কায়?

৩য় স। আমি কভু দিই নাই মত।

৪র্থ স। না—না আমিও না।

৫ম স। না—না—

দিন। হও চিরজীবী, লও ধন্যবাদ।
কে রে ভাই,
ক্ষীণ-কণ্ঠে উৎকণ্ঠা করিলে বারণ?
কিন্তু হায় হায় হায়,
কয়জন মাত্র পাত্র
দুর্ব্বল ভাষায় তুলিল আশার রব!
ছি ছি মন্দাবতীবাসী!—
না না, কর মাপ,
নাহি দিব শাপ, না বলিব কটু।
করপুটে জানু পাতি করি নিবেদন,
ওহে স্বদেশীয়গণ
ভ্রাতার সমান সবে জীবনের ধন,
দেখ অন্ধ আঁখি অশ্রুতে আমার,
কণ্ঠে বাক্ নাহি সরে আর,
দেখ, হীনজন প্রায় লুণ্ঠিত ধরায়
ধরি সবাকার পায়,
বচন না জুয়ায় আমার।
কি বলিব আর—
জ্ঞানহীন বাক্যে দীন আমি!
দেখি আজিকার এই ব্যবহার,
স্বর্গে বসি শোকে সব ফেলে অশ্রুধার।
সন্তানেরা স্বাধীনতা দিতেছে বিদায়,
দেখে—
স্বর্গ আত্মা করে হায় হায়!
গৃহেতে রমণী আছে
কেমনে যাইবে কাছে?
শিশুসুত ল'য়ে কোলে
চোখের সুমুখে তুলে
কেঁদে কেঁদে সুধাইবে যবে সবে,
কেন পুত্র, কেন নাথ, কেন ভাই,
কোন্ দোষে
এ সবারে করিলে হে চিরদাস?
কি উত্তর দিবে তবে,
কেমনে লজ্জায় তুলিবে বদন হায়?

মন্ত্রি। প্রধানের পদে প্রতিষ্ঠিত আমি,
দুই এক ক্ষুদ্র জন হইলে অমত
প্রভূত আমার মতে হবে তা খণ্ডন,
আমি বলি এই মত—এই মত,
রাজদণ্ড দণ্ডারের করে!
জানু পাতি করি নমস্কার
বলি রাজ্যেশ্বর সম্ভাষি তোমায়,
জয় মহারাজ দণ্ডারের জয়।

সকলে। জয় মহারাজ দণ্ডারের জয়।

দণ্ডার। বন্ধুগণ, স্বদেশের সজ্জন সকল,
কৃতজ্ঞ রহিনু আমি সবাকার ঠাঁই।

দিন। হা দেবগণ, হা ভগবান!
হা—হা মাতৃভূমি, জননী আমার।

দণ্ডার। অবসরমতে মুকুট পরিব শিরে,
রাজদণ্ড করিব ধারণ,
যোগ্যজনে মিত্রগণে করিব সম্মান;
কিন্তু চাহি এবে
করিবারে দূর এই পুরী হ'তে,
যাদের উৎপাতে শান্তিভঙ্গ হয় রাজত্বের,
যা'রা চীৎকার কলহ করে
প্রতিদ্বন্দ্বী হ'তে রাজশক্তি সনে।
(অগ্রসর হইয়া দিনকরের প্রতি)
যাও, যাও চলে।

দিন। ভা'স্নাতের সভ্য আমি,
ভা'স্নাতসভার মাঝে
রহি দাঁড়াইয়ে নির্ভীক অটল।
দণ্ডার। বেয়াদব, বিশ্বাসঘাতক,
সম্মুখে আমার—
মুখের উপরে হেন কথা কও?
দিন।—বিশ্বাসঘাতক!—কাকে? কাকে
হেন কথা?
বুকে হাত দাও আপনার,
দেখিবে
বিশ্বাসঘাতক কোথায়!
মন্দাবতী, মন্দাবতী!
মা গো, এই ছিল ভাগ্যেতে তোমার!
হা ধর্ম্ম—স্বাধীনতা!
তোমাদের নামে
আজি হ'ল হেন ব্যভিচার!
যেই নাম নিলে রসনায়
পুলকেতে প্রাণ ভেসে যায়,
মানব-হৃদয়
উচ্চ হ'তে উচ্চস্তরে করে আরোহণ,
মাতা মন্দাবতী সতী,
হারালে মা, হারালে চিরদিন তরে!
না রে, না রে দণ্ডার,
আমি নহি প্রতারক,
কিন্তু মাতৃভূমি-ভক্তিবলে
এই সভাতলে
ডেকে বলি প্রতারক তুমি।
দণ্ডার। রক্ষিগণ, রক্ষিগণ!
দিন। বাঃ বাঃ, হইয়াছে সুরু,
গুরু ডাকিতেছে নরঘাতী চেলাদলে।
(পাহাড় সিংহ ও কতিপয় সৈন্যের প্রবেশ)
দণ্ডার। বন্ধন কর।
দিন। বটে!
তবে লহ লহ রে পামর,
একজন স্বাধীনের
এই শেষ—শেষ উপহার!
(দণ্ডারকে ছুরিকা হস্তে আক্রমণ, সৈন্যগণ
কর্ত্তৃক দিনকরের বন্ধন।)
নে—নে, ভাগ্য-তারা তোর উন্নত এখন,
মন্দাবতী—প্রাচীন নগরী
আজি হ'ল ধূলিসাৎ।
বস! হ'য়ে গেছে
আর কি?
অধম গোলাম মোরা জনমের তরে!
দণ্ডার। শুন, সভাস্থ সকলে,
যদি কেহ থাকে হে বিদ্রোহী,
গর্ব্ব খর্ব্ব হবে তার এবে।
দৃষ্টান্ত দেখাব আজি অতীব ভীষণ,
সাবধান, হবে যেতে
রাজদ্রোহী নরঘাতী নীচাশয় যত।
এই দিনকরে দিব জল্লাদের করে;
ঘাতকের জঘন্য কুঠার,
সামান্য তস্কর সম
কাটিবে ইহার শির;
না দিব যোদ্ধার মত অসির সম্মান!
ইতর জনের প্রায় লইবে মশানে
অস্পৃষ্ট ঘাতক ছেদন করিবে শির।
দিন। স্বদেশীয়গণ, সর্দ্দারের দল,
পুতিয়াছ বিষবৃক্ষ—হাতে হাতে ফল।
আনন্দে ভক্ষণ করি, নিদ্রা যাও
পার যদি বিষাক্ত বহ্নির মাঝে!
দাসের শৃঙ্খল
করিতে ধারণ হইয়াছি বাদী,
ভুঞ্জ দাসত্বের সুখ, ক্ষম অপরাধ!
ওগো মা জনম-ভূমি!
আজি মনে রেখো তুমি,
তোমার উদ্ধার তরে
অনেক যতন ক'রে না পেয়ে উপায়,
ম্লান রাঙ্গা পায়
এই দেহ দিব বলিদান।
চল রে পাহাড়, লয়ে চল কারাগারে।
[দিনকরকে বেষ্টন করিয়া পাহাড় সিংহ
ও সৈন্যগণের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

অলিন্দ।

(পৃথ্বীধর)

নেপথ্যে। জয় মহারাজ দণ্ডারের জয়।
(কোলাহল)
পৃথ্বী। কিসের এ কোলাহল!
বরিষার কালে ভীষণ কল্লোলে
নামে বর্ষা-জল-স্রোত পর্ব্বত হইতে,

সেই মত
গোল আজ হতেছে নগরময়।
দেবগণ, কি হ'ল, কি হ'ল।
সখার কারণে
উৎকণ্ঠায় কাঁপিতেছি আমি
কে আছ ওখানে?

(একজন ভৃত্যের প্রবেশ)

ভা'য়াতের সমাচার শুনিলে কি কিছু?

ভৃত্য। না প্রভু।

পৃথ্বী। হ'ল বহুক্ষণ,
পাঠিয়েছি সংবাদের তরে
ফিরেছে কি কেহ?
কাম চোট্টা, অলসের দল।

ভৃত্য। এখন (ও) ফিরে নাই কেহ।

পৃথ্বী। যাও, শীঘ্র দ্রুতগতি
দৌড়িতে সক্ষম তুমি,
জান ত সর্দার দিনকরে,
দেখ ভাল ক'রে তাঁরে,
কি বলেন কি করেন তিনি;
যাও যাও—

ভৃত্য। যথা আজ্ঞা প্রভু! (যাইতে উদ্যত)

পৃথ্বী। আর শুন—বেশ করে বুঝ
ক্রোধের লক্ষণ উত্তপ্ত বচন,
হয় যদি কিছু তাঁর দণ্ডারের সনে।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

যাও, যাও—
যৌবনের উন্মাদ শোণিত
না বহে শিরায় আর;
স্থির বুদ্ধি দর্শন-শাস্ত্রের জ্ঞানে;
তথাপি সখার আমার
হৃদয়ে তেজ বড়ই প্রখর।

(অপর ভৃত্যের প্রবেশ)

২য় ভৃত্য। প্রভু!

পৃথ্বী। কি সংবাদ, কি সংবাদ—
এলে কি ভা'য়াত হ'তে?

২য় ভৃত্য। না, প্রভু
ভা'য়াত-সভায় যাই নাই আমি।

পৃথ্বী। কি, যাও নাই?
আমি আজ্ঞা দিয়েছিনু যাইতে তথায়।

২য় ভৃত্য। আমি নহি, অন্য একজন।
আমি আসিয়াছি প্রভু নিবেদন হেতু,
সকলে প্রস্তুত;
পুরোহিত—
কুটুম্ব সমাজ উপস্থিত সবে।
কন্যা হয়েছে সজ্জিত,
দেব-দেবী প্রণামের তরে
মন্দিরে হইবে যাত্রা, আসুন সত্বর।

পৃথ্বী। কি হয়েছে সময়?

২য় ভৃত্য। লগ্ন ব'য়ে যায় প্রায়, বিলম্ব না সহে।

[প্রস্থান।

পৃথ্বী। ধৈর্য্য-হারা কখন কি বর
হইয়াছে হেন বিবাহ-বাসরে;
ভগ্ন মন—শুভ লগ্ন হ'ল উপস্থিত,
কিন্তু কি করিব আমি, চলে না চরণ,
দোলায় দুলিছে প্রাণ,
দিনকর আশাবতী মাঝে।
সখার না পাইলে সংবাদ
কোন সাধে মন নাহি যায়;
বিষম বিপদে তিনি,
হয় ত বা মৃত্যু-মুখে!
আর প্রেম-ফাঁসি পরিবার আশে
নিশ্চিন্তে হেথায় আমি!
মৃত্যু-মুখে সখা, মৃত্যু-মুখে।
কেন হেন কথা এল মম মনে!
আর না, আর না, এখনি যাইব আমি।
পাথর বাঁধিয়ে পায়,
আজি চলিছে সময়;
প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠায়
যখন অস্থির প্রাণ,
পদ চলে মন্থর-গমনে।
হা জগদীশ!
কেহ নাহি আসে, কেহ নাহি বার্ত্তা আনে
হৃদয়ের ভার মোর করিতে লাঘব!
কি করি—কি করি?
এ কি আশাবতী!

(আশাবতীর প্রবেশ)

আশা। প্রিয়তম পৃথ্বীধর!

পৃথ্বী। কেন আদরিণী?

আশা। শুনিনু গোপনে জননীর ঠাঁই,
অসুস্থ হয়েছ তুমি,
তাই দেখ এই কন্যা-সাজে
না করিয়া লাজ,
না করিয়া ব্যাজ,

(আসিতে হেথায় যদিও উচিত নয়,)
তবু আইলাম ত্বরান্বিত দেখিতে তোমায়;
সুধাইতে দেহের কুশল
করিতে সান্ত্বনা।

পৃথ্বী। কি বলিব, জননী তোমার,—
কেন বৃদ্ধা হেন কালে
দিল ক্লেশ কোমল প্রাণেতে তব?
ছি ছি, নাহি কিছু বিবেচনা!
প্রাণাধিকে, আছি আমি সুস্থ সুখে,
মহাসুখে—মহাসুখে!
শশিকলা, না হও উতলা।

আশা। আর বলিতেছিলেন মাতা,—
কিন্তু সে কথায় আমি নাহি দিছি কাণ!

পৃথ্বী। কি—কি সে কথা?

আশা। বলিতেছিলেন
বসি চণ্ডীর ঘটের কাছে,
পাছে আজি আমি—না জানেন তিনি;
কেঁদে কেঁদে বলিলেন মাতা চণ্ডিকায়
খণ্ডিতে আপদ গ্রহ,
ফিরাতে বরের মন,
যদি
বিবাহে বিরক্তি কিছু হ'য়ে থাকে তাঁর।

পৃথ্বী। আহা, আহা, সরলা আমার,
কেন নয়নেতে বহে ধার?
শশিকলা, হ'ও না বিকলা,
উতলা অধিক কর না আমায়
ফেলে তুমি আঁখি-জল।
শুন সুকুমারি,
এ হৃদয় দিয়েছি তোমায়,
বিকায়েছি কায়,
বাঁধা আমি রূপ-ফাঁদে তোর!
বালক বয়সে খেলিতে খেলিতে
গলায় দিয়েছি মালা,
পুনঃ আজি মালা পরাব যে হায়
জীবন থাকিতে টুটিবে না আর;
জীবনের পারে সেই হেমহারে
অমরায় রব গাঁথা দুই জনে!
হাসিলে কি শশিমুখী?
শুকাল শিশির, ফুটিল কমল!
দেখে ওই হাসি,
প্রেম-ফাঁসি পরিবারে
হৃদয়ে ধরিতে তোরে হইনু অধীর।
চল, চল আশাবতী,
চল আনন্দদায়িনী,
আমাদের অপেক্ষায় রয়েছে সকলে।

(গমনোদ্যত)

(লটুকার প্রবেশ)

কোথা লটুকা—
বল বল, কোথা তোর প্রভু?
কব ছু'ট কথা, বল কোথা তিনি?

লটুকা। সর্দ্দার হামাকে তোকে লিয়ে যেতে
বলেছে।

পৃথ্বী। কোথায়—কোথায়?

লটকা। সে—সে আপনি বলবো।

পৃথ্বী। কোথায়?
কখন্ হইবে দেখা?
এক কথায় পার না বলিতে;
ও হো হো হো,
বুঝিয়াছি বুঝিয়াছি, আঁখি দেখে তোর,
মৃত্যু! মৃত্যু!—
প্রাণদণ্ড হইয়াছে সখার আমার!

লটকা। রাজা—রাজা—হ্যা রে হামার রাজ
রাজা রে হামার—
বাপ রে হামার—

পৃথ্বী। দিননাথ, দিননাথ!
এই হ'ল অবশেষ!
হা সখা—হা সখা,
ছি ছি বিশ্বাসঘাতক স্বার্থপর আমি!—
অচল অটল দেখিব দাঁড়ায়ে,
যবে বন্ধু পতঙ্গের প্রায়
গেল বেগে জ্বলন্ত পাবক-মুখে!
যথা দেখে লোক দীপ্ত দিনকরে,
সেইমত সুস্পষ্ট বুঝিনু আমি,
অসংখ্য নৃশংস বিপক্ষ সমাজে
ক্রোধে একা গেলে
সখা নিশ্চয় হারাবে প্রাণ।
ধিক্ ধিক্ ভীরু প্রাণ,
আমার বিপদে
কভু সখা না করিত হেন ব্যবহার!—
ধিক্ ধিক্, রে আমায়!—

লটকা। শুন সর্দ্দার—

পৃথ্বী। ব'ল না—ব'ল না—কিছু না বলিতে হবে,
জানি আমি কিবা আসে তব রসনায়।
হায় পক্ষীর সমান
যাব আমি সখার সদনে,

নহে শবদেহ তার
নীরবেতে তিরস্কার করিবে আমায়।
আশা। পৃথ্বীধর পৃথ্বীধর, কি কর কি কর?
পৃথ্বী। আর না—আর না—ধর না আমায়,
যেতে দাও সখার সকাশে।
আশা। শুন প্রিয়তম—
পৃথ্বী। ছেড়ে দাও, শুন কথা—
নহে
তুমি আমি সম পাপী বন্ধুর মরণে;
রূপের ছটায় মধুর কথায়
তুমি ভুলায়ে রাখিলে মোরে—
রহিলাম ভুলে রমণী-অঞ্চলে বাঁধা।
কামিনী—কামিনী জগৎভুলানী
রহ দূরে;—(কিঞ্চিৎ সরাইয়া দেওন)
আশা। হা নির্দ্দয়!
পৃথ্বী। কেঁদেছে—কেঁদেছে?
আশাবতী কাঁদাইনু তোরে!
ক্ষমা কর,
দয়া কর, বাতুল উন্মাদ আমি।
কি করি কি করি? ওহো আশাবতী,
নাহিক উপায়,
প্রাণ যায় সখার আমার।
অদৃষ্ট-আকাশে মোর
উঠেছে রাক্ষস গ্রহ,
লয়ে যায় ছিঁড়ে মোরে তোর হৃদি হ'তে!
চল চল লট্‌কা, চল চল।
[পৃথ্বীধর ও লট্‌কার প্রস্থান।
আশা। পৃথ্বীধর পৃথ্বীধর
ছায়া যাবে সাথে সাথে।
[আশাবতীর প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কারাগারসম্মুখস্থ পথ।

(দিনকর)

দিন। (স্বগত) পাব না, পাব না দেখিতে আর,
মুদিবে কি আঁখি, না দেখে শেষ দেখা।
বুঝ তো পতির প্রাণ পিতার মমতা,
তবে হেন ব্যথা কেন দিতেছ অপরে?
হ'ল না স্মরণ?
মম আবেদন যবে করিলে অগ্রাহ্য
মাৎসর্য্যের ভরে, হে নৃপতি,
আছে নিজ ঘরে বনিতা দুহিতা।
ভাল, কেন এ পিয়াসা,
আঁখি মুদিবার আগে দেখিতে বাসনা!
যা'ব কোথায় যে চ'লে কোন্ অন্ধকারে,
বিস্মৃতি-সাগরে
কিছুক্ষণ পরে হইব মগন।
কেন তবে এই দরশন-আশ?
সকলি তো বুঝি সকলি তো জানি,
কেহ কারু নয় মিছা অভিনয়;
তবে নির্ব্বোধের প্রায়
এখনও হৃদয়
কামনায় কেন কাঁদে সাধে?

(চট্টসাঁইয়ের প্রবেশ)

চট্ট। কাঁদে কি সাধে, ঐ এক জায়গায় বাধে,
বুদ্ধিশুদ্ধি চিত্তশুদ্ধি শুনতে বড় বেশ।
পরের বেলা বুঝিয়ে দিতে নাইকো
জ্ঞানের শেষ॥
কি বুদ্ধি থাকে মাথার ভিতর,
আর একটা কে বুকে।
সেইটে দেয় না হেসে খেলে যেতে
শিঙ্গে ফুঁকে॥
তারি বাপ তারি মা তারি মাগ ছেলে।
বেড়াল কুকুর কোলে করে এ সব না পেলে।
সেই পাঠায় ঠোঁটে হাসি,
চোখের কোণে জল।
চট প'রে তার খট্‌কাতে ভাই হয়েছে পাগল॥

দিন। কি সাঁইজী যে, আপনি তো মহাজ্ঞানী।

চট্ট। তা ঠিক, জ্ঞানের আমার অবধি নাই, তা না হ'লে অজ্ঞান হয়ে ঘুরে ঘুরে মরি?

দিন। আপনি যে যথা-তথা ভ্রমণ করেন, তা জীবের হিতের জন্য।

চট্ট। এ বদনাম কেন বাবা!—কোন্ দিন তোমার কি হিত করেছি? খামকা একটা দাবী ঘাড়ে চাপাও কেন? তুবড়ী বাজীতে আগুন দিয়েছ, জলন্ত ফোয়ারা ফুল কাটছে; বারুদও ফুরুবে, অন্ধকারে খেলাটা প'ড়ে থাকবে।

দিন। কিন্তু আপনার ঐ তুবড়ির আলোয় অনেকে পথ দেখতে পায়।

চট্টু। আর খুদে খুদে পোকামাকড় বেচারারাও বিস্তর মারা পড়ে; সে যা হোক্, এখন তোমার কি জ্ঞানটার আবশ্যক?

দিন। জানেন কি, আমার আসন্নকাল নিকট?

চট্টু। বেশ তো, আর কাঁটাখোঁচা ভেঙ্গে পথ চল্‌তে হবে না, ঘরে পৌঁছে নিশ্চিন্ত হ'বি।

দিন। কিন্তু পথে যা'রা সঙ্গে ছিল, তা'দের জন্য প্রাণ এত আকুল হচ্চে কেন?

চট্টু। বারণ কর না।

দিন। বারণ শোনে কই?

চট্টু। তোর অত বুদ্ধি, এত বড় একটা রাজ্যি চালালি, আর এইটে ঠিক কর্‌তে পাচ্ছিসনে? কত শাস্ত্র পড়েছিস্, জানিস্ ত সব মায়া!

দিন। জানি বটে এ সংসার মায়াময়,
দারা-পুত্র কেহ কারু নয়!
আছে এই আজি নানা ভাবে সাজি,
এই চলে যায় যেন ছায়াবাজী প্রায়!
সবই বুঝি—সবই জানি,
তবু মন বারিবারে নারি;
চুরি ক'রে আসে বারি নয়নের কোণে,
স্মরি তাহাদের মুখ—
জুড়াইত বুক যারা দুঃখের সংসারে॥
জানি—
দীনবন্ধু দয়াময় উপায় সবার,
তবু প্রাণ করে হাহাকার;
ভেবে অকূলে যেতেছি ফেলে,
ছিল যারা
স্নেহের পুতলি মুখ চেয়ে মোর।
এ কি ঘোর মনের বিকার!
বুদ্ধি তর্কে না কুলায় আর;
পরমাত্মা সদা নির্বিকার
তবে কেবা করে আকুল পরাণ?

চট্টু। আছে চিত্তের ভিতরে চিত
গেড়ে মস্ত ভিত, করে বুদ্ধির উপর জিত।
এই হাড় আর মাসে ফেলে ফাঁদে
খানিক হাসে খানিক কাঁদে,
সেটা কেউ নয়—
তোর হৃদয়—তোর হৃদয়!
তারে ফেল্‌বার নয়—ভোলাবার নয়,
সে সকল কয়—সকল সয়,
সে একেই পাঁচ—একেই ছয়,
ওই তোর হৃদয়—তোর হৃদয়!

গীত।

ওই বুদ্ধি ছাড়া আর কিছু কি।
ওরে সেইটুকুতে ঠেকে গেছি;
ও সে তোর হৃদয় তোর হৃদয়
শাস্ত্রতর্ক আর বিচারে,
প্রমাণ করি সব মিছারে;
তবু আর কেটা কে, কোথা থেকে
টান দে ধরে মন-কাছি॥
ও সে তোর হৃদয় তোর হৃদয়!
জানে সবাই সব মায়া,
কায়াখানা কেবল ছায়া,
জায়া সুত ভগ্নী ভায়া,
খালি ছবির খেলা, ছায়াবাজী!
এক জন খালি হয় না রাজী!!!
সে তোর হৃদয় তোর হৃদয়!
মায়ার জলে রান্নাবান্না,
মায়ায় খুঁজি হীরে পান্না,
মায়ার দোরে দিয়ে ধন্না,
হন্যে হয়ে ঘুর্‌তে লেগেছি,
ঘোরাচ্চে যে কানামাছি।
সে তোর হৃদয় তোর হৃদয়!
তবু বুদ্ধি ছাড়া আর যে আছে,
বেঁধে রেখে মায়ার কাছে,
পাক খাওয়াচ্ছে ঘানিগাছে,
এমনি সেটার কারসাজী।
সে বোঝে নাকো বুঝিসুজি,
ভবের মেলা ভোজের বাজী॥
সেই পাজীটা তোর হৃদয় তোর হৃদয়!
যা' বল্‌বার ছিল বল্লুম শেষে,
চট্টসাঁই যে চল্লো দেশে,
কাজ ফুরুলো, গাছ মুড়লো,
সাঁই গুড়ুলো মাটীর কাজ।
আজ থেকে তার অম্বুদয়॥

[প্রস্থান।

দিন। ঠিক ঠিক, হৃদয়—হৃদয়!
দয় ব'লে নাম তার হয়েছে হৃদয়!
হৃদয়ই তোর পিপাসা বাড়ায়,
আশারে তাড়ায়,
দেখাইয়ে প্রলোভন তখনি ভাঁড়ায়।
হৃদয় আপন ক'রে,
আপন গোপন করে,
পর তরে অশ্রুধারে আঁখিরে ভাসায়

মমতা-নেশায় আসন্ন সময়
মানবে মাতায়ে রাখে;
ধন্য ধন্য রে দণ্ডার!
জীবনের সাথী এ হেন হৃদয়ে
অনায়াসে দেছ বলিদান।

(পাহাড় সিং ও রক্ষিগণের প্রবেশ)

পাহাড়। সকলি প্রস্তুত,
প্রস্তুত—প্রস্তুত।
দিন। মুহূর্ত্তের তরে কর অপেক্ষা, পাহাড়!
পারি নাই বিদায় হৃদয়ে নিতে
তব প্রভুর সমান;
তাই কেঁদে উঠে প্রাণ;
সাবধানে শুন এক শেষ অনুরোধ,
দিও এই লিপি পৃথ্বীধর-করে—
একমাত্র বন্ধু যেই, তত্ত্ব লবে মোর।
মিনতি তোমায়,
যদি কভু দেখ পৃথ্বীধরে
ব'লো তারে,
দিনকর মরণের পূর্ব্বক্ষণে
করিয়াছে সবারে আশিস্।
আরও ব'লো—
নিশ্চিন্তে মরেছি আমি,
শান্ত-মনে সুদৃঢ় বিশ্বাসে।
জানি বন্ধুভাবে পিতৃভাবে
করিবে পালন বনিতা-শিশুরে মোর;
উদার হৃদয়—
নেপথ্যে পৃথ্বী। হঠ হঠ সেনাগণ,
অসম্ভব!
হত্যা করিবে তাহায়
আমা সনে আলাপের আগে?

(পৃথ্বীধরের প্রবেশ)

পৃথ্বী। আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধু সম আমি তাঁর
হৃদয়ের ভাই,
আপন হইতে আপনার।
মৃত্যু-আগে বলিবার থাকে যদি কিছু,
আমি মাত্র অধিকারী শুনিবারে তাহা;
ছেড়ে দাও পথ।
হা দিনকর। হা দিনকর!
দিন। শেষ বাঞ্ছা ছিল মনে দেখিব তোমায়,
কিন্তু—
কেঁপেছিল হৃদি ভেবে সাক্ষাতের ভয়;
ধৈর্য্য ধর পৃথ্বীধর, পুরুষ আমরা—
পুরুষের রোদন না সাজে!
পৃথ্বী। দণ্ডাজ্ঞার সাথে সাথে মৃত্যু।
নাহি সহে মুহূর্ত্ত বিলম্ব?
দিনকর! কোন আশা নাহি আর,
সকলি কি অসম্ভব?
দিন। আমার স্বপক্ষে অসম্ভব সব।
দণ্ডারের পক্ষে সকলই সম্ভব!
পড়িয়ে মায়ায়, বারেক জায়ায়
দেখিবারে হয়েছিল সাধ.
আনাইয়া তারে হেথা;
তাই দ্বাদশ দণ্ডের তরে,
চাহিয়া সময় করেছিনু এই ভিক্ষা।
পৃথ্বী। দিলে না, দিলে না?
দিন। এক দণ্ড নয়!
কিন্তু আকুল হয়েছে প্রাণ
একবার
চুমিবারে স্নেহভরা সেই মুখ।
আহা! হবে অনাথিনী
আদরিণী প্রেয়সী আমার!
আহা!
অনাথ হইবে শিশু—বক্ষের পঞ্জর!
আহা! হ'ল না হ'ল না
নিরঞ্জন আগে আর একটি চুম্বন,
মুখে ভাষা নাহি আসে,
কণ্ঠে যেন বিঁধেছে কণ্টক;
ছি ছি, হইয়ে পুরুষ,
আজি কাঁদিলাম রমণীর মত।
পৃথ্বী। স্নেহ-প্রেমে গলা'য়ে হৃদয়,
অশ্রুজল উথলে নয়নে
ভালবাসা জনার কারণ,
প্রতি বিন্দু তার পূরিত পৌরুষে।
অমৃতের কণা ভেবে
দেবগণ চায় তার পানে।
বলিতেছিলে না তুমি,
চাহ দেখিবারে একবার
বনিতায় বালকে তোমার,
চির-বিদায়ের আগে?
দিন। পৃথ্বীধর,
যদি সহস্র বৎসর
হ'ত পরমায়ু মোর,
দিন দিন নব নব সুখ তায়;—
সে সুখের সুদীর্ঘ সময়

হেলায় দিতাম ফিরে বিধাতায় ;—
মুহূর্তের তরে—
যদি পারিতাম ধরিতে হৃদয়ে,
প্রাণের প্রিয়ারে, শিশু অংশু সহ।

পৃথ্বী। পাহাড় সিং,
ল'য়ে চল ভদ্র মোরে
এই দণ্ডে দণ্ডারের পাশে ;
উচিত মোর বলা মহারাজ,
নব অভিধান তাঁর ;
চল ল'য়ে রাজার নিকটে।
এ কি! এই যে আসেন এই দিকে।

(রাজবেশে দণ্ডার সিংহ ও দুলাইয়ের প্রবেশ)

দেখ দেখ নবীন ভূপতি,
চরণেতে পতিত তোমার আমি।
যদি ভালবাস ভার্য্যায় তোমার,
যদি থাকে স্নেহ আপন সন্তানপরে,
যদি মায়াময় মনে
পার বুঝিবারে পতির—পিতার মন,
শুন যোড়করে মম নিবেদন ;
দাও অনুমতি, ওহে মন্দারতী-পতি,
মরণের আগে দিনকরে যাইতে ভবনে,
একবার দেখিতে বনিতা,
কোলে ল'তে স্নেহের পুতলি শিশু।
অষ্ট দণ্ড তরে প্রাণদণ্ড রাখ বন্ধ,
আমার চরণ-করে
রক্ষিগণ পরাক শৃঙ্খল ;
মৃত্তিকার তলে—
ঘোর কারাগারে রাখুক আমায় ;
র'ব বন্দী বন্ধুর কারণ
যতক্ষণ ফিরে নাহি আসিবেন তিনি ;
দাও এই ভিক্ষা, শুধু এই ভিক্ষা দাও।

দণ্ডার। কি আশ্চর্য্য!
বন্দী রবে পরের কারণ!
প্রাণদণ্ড-প্রতীক্ষায়—
বন্দী তার বিনিময়ে!
কে তোমার—সহোদর?

পৃথ্বী। না, না, ঠিক সহোদর নয়,
না—হ্যাঁ—
আমার—আমার প্রাণের অধিক ভাই।

দণ্ডার। দিনকর,—
পড়িয়া তোমার শাস্ত্র
বুঝি এই বাতুলতা

দিন। নহে বাতুলতা,
নহে কোন আত্মীয় আমার,
যে ভাবে আত্মীয় লোকে বলে এ সংসারে,
ভালবাসা হৃদয়ে হৃদয়ে
হইয়াছে হৃদয়ের ভাই দুইজন।

দণ্ডার। (দিনকরের প্রতি)
তব অনুরোধে, আগ্রহে তোমায়
ফেলিছে বিপদে আপনার শির।

পৃথ্বী। না, ঈশ্বর শপথ।

দণ্ডার। ভাল, শুনি তব সখার মিনতি।
(দিনকরের প্রতি)
যদি আমি মুক্তি দিই তোমারে এক্ষণে,
দিই অনুমতি যাইতে ভবনে,
বিনা রক্ষী
অথবা—
প্রহরী অলক্ষিতে রক্ষিতে তোমায়,
কিছু কি ভাবনা তব নাহি হবে মনে?
কেন বাধা ভয় এই বন্ধুর কারণে?
জান কি নিশ্চয়?
আসি ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়,
আপন অদৃষ্ট-লিপি করিয়া পূরণ,
উদ্ধারিবে বন্ধুরে তোমার,
নিবারিয়া প্রাণ-নাশ তার?

দিন। নিশ্চয়—নিশ্চয়!
স্বর্গে বসি শুন দেবগণ,
আসিব সময়ে নিশ্চয়, নিশ্চয়!
শূন্য-গর্ভ বস্ত্র করে শব্দ সমধিক ;
দেখে সখার ব্যবহার,
উথলিছে হৃদয় আমার,
নাহি শক্তি করিবারে বাক্য আস্ফালন।

দণ্ডার। ভাল, রাখিলাম প্রার্থনা তোমার।
কত দূরে আছে তব পুত্র পরিবার?

দিন। চারোয়ার গিরিধারে উপবনে মোর,
বার ক্রোশ হেথা হ'তে।

দণ্ডার। ভাল, পোনের দণ্ডের তরে
দিনু সময় তোমায়,
প্রাণদণ্ড বন্ধ রবে পঞ্চদশ দণ্ড।
মধ্যাহ্ন-ভাস্কর মাথার উপর এবে,
যাও শীঘ্র—
পঞ্চদশ দণ্ড পরে,
ঠিক সন্ধ্যার সময়
উপস্থিত হইবে এখানে,
থাকে যদি ধর্ম্মভয়,

ইচ্ছা থাকে রক্ষিতে বন্ধুর প্রাণ।
যাও লয়ে যাও জামিনে কারায়।
(দিনকরের বন্ধনমোচন)

দিন। আসি ভাই, কি কব তোমায়!

পৃথ্বী। কোন কথা না, কোন কথা না,
যাও ভাই নিরাপদে
যেইখানে পড়ে আছে প্রাণ তব।
যাও দ্রুতগতি
ধৈর্য্য ধর ভাই!

দিন। ভাই, ইচ্ছা করে কাঁদি নাই,
কিন্তু
তোমা হেন বন্ধু—এ হেন মহান্ প্রাণ!
কভু দেখে নাই দেবগণ অমরায়।

পৃথ্বী। আর কেন, বিদায়—বিদায়!
এস হে নায়ক, কর আবদ্ধ আমায়।

দিন। পাহাড় সিং,
দাও ভদ্র মোর সেই পত্রখানি;
পৃথ্বীধর, আর একবার
দাও কোল, কর আলিঙ্গন। (আলিঙ্গন)
ভাই ভাই—
সত্বর আসিব, বিদায় এখন!

পৃথ্বী। যাও, ঘরে গিয়ে দেখ সবে সুখী।

[দিনকরের প্রস্থান ও পৃথ্বীধরকে বন্ধন করিয়া রক্ষিগণের অপর দিকে প্রস্থান।

দণ্ডার। দুলাই দুলাই,
সত্য কি দেখিনু যাহা!
জাগ্রত কি আমি!
না—
দেখিলাম স্বপনেতে কোন দেবলীলা!
সত্য কি এ মাটীর ধরায়
দেবের দুর্লভ এ কেন হৃদয়!

দুলাই। আশ্চর্য্য—আশ্চর্য্য!

দণ্ডার। আশ্চর্য্য—আশ্চর্য্য কি হে?
মহাভারতের কথা পুরাণ কল্পনা,
উপকথায় ললিত রচনা,
আদর্শ যা কিছু আছে,
এই বন্ধুত্বের কাছে সব পায় পরাজয়।
এনে দাও ছদ্মবেশ মোর,
আপনি ভেটিব পৃথ্বীধরে কারাগারে,
সময় মতন দেখাইব প্রলোভন;
যদি দেখি স্থির এই বন্ধু-বীর
রহিল অটল,
যদি জীবনের ডরে
তার সত্য নাহি নড়ে,
ধিক্ তবে মুকুটে আমার!
তুচ্ছ গৌরবের রব—রাজত্ব অর্জ্জন!
তুচ্ছ সিংহাসন—শিশুর খেলানা!
ঐশ্বর্য্য—সুখের দারিদ্র্য;
ধর্ম্মে, প্রেমে নাহি যদি শোভে নরকায়া,
রাজত্ব, ঐশ্বর্য্য সব ছায়া—ছায়া ছায়া!
[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

আশাবতীর বাটীর পশ্চাৎ।

(লটুকা ও দিনকর)

লটুকা। এ মেরা রাজা—এ মেরা সর্দ্দার—এ মেরা বাপ—আরে জান বেঁচে গেছে রে বাপ, জান বেঁচে গেছে।

দিন। বেঁচে গেছি, সে কি?

লটুকা। আরে, ঘোড়া ঘড়ি তো বেঁচিয়েছে। ঘোড়া ঘড়ি তো বেঁচিয়েছে! আরে মেরা বাপ!

দিন। যাক্, আমার ঘোড়া—আমার ঘোড়া—আমার ঘোড়া কোথায়? ঘোড়া এখানে রেখেছ কেন?

লটুকা। হামি জান্‌লে সর্দ্দার তুই সিংজীর সাদিতে আস্‌বো, নেওতা খাবো—সেই ঘোড়াটা এখানে রাখলো। উঃ ওঃ, পিপড়কা পেড়ে বেঁধিয়ে দিয়েছি, ঘণ্টুয়া সাথে আছে; তেজী ঘোড়া কচ্ছী কচ্ছী রে রাজা, তুহার বিজলী, নয়া মাজিয়েছিস্ বেটা, তীরেসা ছুটবে।

দিন। কি আমার কচ্ছী? কি বিজলী? লটুকা, তোমার খুব খুব বুদ্ধি, ঠিক ঘোড়া প্রস্তুত রেখেছ, চল।

(আশাবতীর প্রবেশ)

আশা। দিনকর, সত্য কি যা' শুনি?

দিন। আশাবতি, ক্ষম মোরে।
শুনিতেছি তব স্বর ডাকিছে আমায়,
তবু না সন্তোষ
বাধ্য আমি হ'তে অগ্রসর;
কয় দণ্ড মাত্র পাইয়াছি অবসর,
জীবন মরণ মাঝে অমূল্য এ দণ্ডচয়!
পলমাত্র অপচয় করিবারে নারি!

আশা। রাও দিনকর,
দেহ উত্তর আমার, সত্য কি যা' শুনি ?
না কি তব অভিমতে
প্রতিভূ রাখিয়ে প্রাণ,
আছে মম পৃথ্বীধর বন্ধ কারাগারে,
আগমন প্রতীক্ষায় তব ?
দিন। বোঝ তুমি,—অন্যে গিয়া অকস্মাৎ
জানাবে মরণ-বারতা মোর,
তা হ'তে নহে কি ভাল
নিজে আমি গিয়ে ঘরে
বলি ধীরে ধীরে—
"হিরণ ! বিদায় দাও, যাই মরিবারে ?"
আশা। না, তা কেন ?
হেসে হেসে বল গিয়া তারে
"দেছে প্রাণ পৃথ্বীধর তব বিনিময়ে"।
নগরে উঠেছে গোল,
পল্লীর সবাই বলিছে আমায়
"আশাবতী,
ভাঙ্গিছে কপাল তোর, হও লো সাবধান।"
দিন। তোমার কি মনে হয়,
প্রতারণা আমি করিব সখায় ?
আশা। মনে হয় ?—
মন কোথা মোর, কে করিবে মনে ?
কি সম্ভব অসম্ভব কিবা
কেমনে জানিব ?
কে জানে অচিন্ত্য কোন্ দৈবের ঘটনা
তিলমাত্র লঘুভারে
পারে পালটিতে অদৃষ্টের তুলাদণ্ড,
পণ্ড করিবারে
মানবের সকল সংকল্প !
কি আর তখন ?
পৃথ্বীর মরণে,
কেন নাহি সুখী তবে হবে দিনকর
বাঁচাতে ঘৃণিত-প্রাণ ?
দিন। আশাবতি,
শপথ না করি ;
যথা সন্দেহ আপন মনে
সেইখানে শপথের ঘটা,
কথায় কথায় দিব্য গুরুতর।
আমি যে আসিব ফিরি সখার সকাশে
অতি স্বাভাবিক কথা এই,
সভ্য প্রকৃতির নিত্য নিয়মের মত।
ইথে যদি করি দিব্য
পবিত্র বন্ধু নামে লেপিব কলঙ্ক।
ক্ষণকাল তরে বিদায় কল্যাণি !
(যাইতে উদ্যত এবং আশাবতী কর্ত্তৃক দেওন)
ছি ছি, ধর' না আমায়।
আশা। এ হ'তে অধিক জোরে
ধরিবেন হিরণ্ময়ী,
কিন্তু তারে তুমি করিবে না মানা !
রাখিতে জীবন, ধরিয়ে চরণ
দু'নয়নে ফেলিবে অশ্রুধার ;
হৃদয় বিদারি হাহাকারে—
বিঁধিবে অন্তর তব,
হইবে অস্থির তুমি ;
হেথা পৃথ্বীধর হারাইবে শির।
দিন। শান্ত হও, ছেড়ে দাও মোরে।
আশা। কর দয়া দিনকর, দুঃখিনী বালায়।
দিন। সময় পলায়,—
অতি অনিচ্ছায় ছাড়াইনু তব কর।
বর্ব্বরতা ক্ষমা কর গুণবতি !
আশা। দিনকর—সখা দিনকর !
দয়া কর—দয়া কর !
দিন। দেবগণ করুন করুণা,
রক্ষুন তোমারে।
[দিনকরের প্রস্থান।
আশা। দিনকর, দয়া—দয়া—দয়া দিনকর !
অবলারে ক'রো না গো অনাথিনী,
ওহো, বালিকার সর্ব্বস্ব যে ভেসে যায় !
গেলে ?—গেলে ?—
ওহো, ঐ যায়, ছুটিয়া পলায় !
অন্তরে অন্তর হইতে মম
কে যেন বলিছে ডেকে,
"এই গেল ফিরিবে না আর,"
ফিরিবে না আর রাখিতে নাথের প্রাণ।
প্রাণের ব্যথায়
হিরণ্ময়ী লুটাইবে পায়,
জড়াইয়া গলা—
ফুকারিয়া রোদন করিবে শিশু,
জাগাইবে মানবের
সহজাত জীবনের আশা।
কে না চাহে রক্ষিতে আপন প্রাণ ?
কিংবা কোন দৈবের ঘটনা
রোধিবে তাহার পথ,
বাধা দিবে ফিরিতে সময়ে ;

সেই বাধা পৃথ্বীরে বধিবে মোর!
ওহো, কি করি—কি করি আমি!
ধাই পাছু পাছু
বুঝাইব এই সব পায়ে ধ'রে তাঁর,
হৃদয় গলা'য়ে আনিব ফিরা'য়ে।
মগ্নপ্রায় ভগ্ন মন অভাগার মত,
প্রাণের আকুল আশায়
ধ'রে রব দিনকরে।
কিন্তু হায় হায় যাইব কোথায়!
ওহো! কত পথ গেছে,
কেমনে যাইব পাছে?
তুরঙ্গ কুরঙ্গ বেগে ধায়—
দ্রুত দূরে যায়;
ওহো! আমার কপালে বাজ
অশ্ব হ'ল পক্ষিরাজ,
চরণে পবন দলিয়া চলে।
পৃথ্বীধর পৃথ্বীধর!
এখনও চন্দন-চর্চ্চা বসিয়ে কপালে
করিতেছে কপালেরে হেসে পরিহাস।

(বৃদ্ধ রাজকর্ম্মচারিবেশে দণ্ডারের প্রবেশ)

দণ্ডার। তুমি না গো আশাবতী?
পৃথ্বীধরে পতিত্বে বরণ তুমি না করিবে?
আশা। কি?—কি?—পৃথ্বীধর?
কি সংবাদ তার—কি সংবাদ তার?
দণ্ডার। বলি, তুমি তো বিয়ের ক'নে,
পৃথ্বীধর বর?
আশা। হ'য়েছিল সব আয়োজন,
উঠেছিল হুলুধ্বনি ভেদি চন্দ্রাতপ,
কিন্তু কালরূপী কাল ঘটালে জঞ্জাল!
দেখিতে দেখিতে—
নিভে গেল আনন্দের আলো,
নহে বাসরের দীপাবলি,
নাচে চিতা-অগ্নি নয়নে আমার!
ওহো! কখনও কখনও সে ফিরিবে না।
দণ্ডার। না, ফিরিবে না।
আশা। না।
সন্দেহ আমার প্রবল করিলে তুমি,
যথেষ্ট আঁধার আছিল হৃদয়ে!
কোন্ অন্ধকার হ'তে এলে তুমি
পুনঃ শুনাইতে অমঙ্গল ভাব?
ও কি হাসি বদনে তোমার?
কি বিকট ভয়ঙ্কর হাসি।

দণ্ডার। শুন আশাবতি,
পাষণ্ড দণ্ডার করেছে প্রতিজ্ঞা,
দিতে আজ্ঞা অনুচরে
দিনকরে রোধিতে রথ্যায়,
বারিতে প্রবেশ তার সময়ে নগরে।
আশা। জগদীশ, জগদীশ! একি হ'ল!
দণ্ডার। এই অত্যাচারী পীড়কের গৃহে
আমি কর্ম্মচারী,
সেই সূত্রে জানিয়াছি গোপন মন্ত্রণা,
গূঢ় সাংঘাতিক অভিপ্রায়।
আশা। যদি করেছ এ দয়া
পূর্ণ কর পুণ্য তব;
খুঁজি মন্দাবতীধাম
লও জবাধিক অশ্ব,
দ্রুত ধেয়ে ধর দিনকরে,
জানাও তাঁহারে এই জঘন্য জল্পনা;
জানি আমি সদাশয় তিনি,
আছে ধর্ম্ম-জ্ঞান,
প্রকৃতিতে কোমলতা,
জেনে শুনে বন্ধুরে বঞ্চনা
মনে হয় কভু নাহি করিবেন তিনি।
পিতৃসম তুমি,
ধর গিয়ে তাঁরে, বাঁচাও পতির প্রাণ।
দণ্ডার। আগে হ'তে আমি এক করেছি উপায়
বাঁচাতে তাহায়;
পৃথ্বীধর সনে তুমি
কর পলায়ন মন্দাবতী হ'তে।
আশা। কি বল কি বল!
আছে কি উপায়
বাঁচাইতে তাঁর প্রাণ?
দণ্ডার-সর্পের দন্তে পেতে পরিত্রাণ?
দণ্ডার। নিরাপদে চিরদিন তরে,
কার্য্য কর যদি তুমি
পরামর্শমত মোর।
আশা। আজ্ঞাধীন হব তব,
মাগিব কল্যাণ
দেব-সন্নিধানে তব মঙ্গল কারণ।
দণ্ডার। এস তবে,
এস মম সাথে।
আশা। দেখিব—
দেখিব তাহায় পুনঃ?
চল—চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

(ভাগীরথার প্রবেশ)

ভাগী। কই, নেই তো এখানে? জ্যালা জ্যালা, আশাবতী মেয়ে বটে, ক্ষেত্রীর ঝি কিনা? ঘোড়া চড়া খাঁড়া ধরা মেয়ে সব কি না? তোর আজ বে—কত কাঁদবি, ছ্যাকরা করবি; আমার যে দিন বে হয়েছিল, কান্নার চোটে পাড়া থেকে লোক তাড়িয়েছিলুম, আমায় কি কেউ থামাতে পারে? ও মা, তুই আজ ক'নে, পা পর্য্যন্ত ঘোমটা টেনে পিঁড়ির উপর ব'সে থাকবি, তা নয় কেবল ছুটোছুটি। আহা, মনে ক'রেছিলুম, আজ কত পুরী লাড্ডু খা'ব, ধমুয়ার মাকে ব'লে রেখেছিলুম, তাকে কত দেব, ঐ জয়পুরী পাথরের লোটাটা কত দিন ধরে দেখছি, মনে করেছিলুম, আজকের গোলমালে লুকিয়ে রাখবো, তা চুলোয় যাক্—বাসরে কত ভাল ভাল গান গাইব, নাচবো, তা কিছুই হ'ল না গা।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কারা-প্রাঙ্গণ।

দণ্ডার সিংহ।

দণ্ডার। রাখিয়াছ এই কারাগারে?
অনর্গল কর দ্বার;
থাকে যেন মনে বলিয়াছি যাহা,
আনহ বন্দীরে।

[একজন রক্ষীর প্রস্থান।

(স্বগত) ভাল করে করিব পরীক্ষা;
(প্রকাশ্যে) বীরবর পৃথ্বীধর!

পৃথ্বীধর নেপথ্যে—
কি আবার, কে ডাকে আমায়?

(পৃথ্বীধরের প্রবেশ)

দণ্ডার। বন্ধু, হিতৈষী তোমার,
অমূল্য সময় নাহি কর ক্ষয়,
শীঘ্র এস, এস মম সাথে।

পৃথ্বী। কোথা যেতে হবে?

দণ্ডার। কিছু উপকার করিতে তোমার,
দানিতে সাহায্য বিপত্তির কালে
আসিয়াছি আমি হেথা।

পৃথ্বী। কে তুমি?
পার কি বা উপকার করিতে আমার?

দণ্ডার। এই অত্যাচারী দণ্ডারের ঘরে
বসতি আমার;
জেনেছি দৈবাৎ বিষম উৎপাত
হবে যা তোমার 'পরে।

পৃথ্বী। কি—জীবনের শঙ্কা?

দণ্ডার। হাঁ—জীবনের শঙ্কা।
এই পঙ্কিল কর্ম্মের তরে
বিংশতি নৃশংস সৈন্যে করেছে প্রেরণ,
রোধিতে মিত্রেরে তব আসিবার কালে,
নিবারিতে উদ্ধার তোমার।

পৃথ্বী। সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্, এ কি শুনি!

দণ্ডার। সময়েতে সখা তব
নাহি হ'লে উপস্থিত,
সে দণ্ডার পাথরের চিত্ত,
লইবে তোমার প্রাণ;
পরে—
পাঠাইবে দিনকরে শমনের ঘরে।

পৃথ্বী। বিষম এ সমস্যায়
হায় দিয়েছিনু প্রাণ বাঁধা।
ভেবেছিনু তুমি আমি—
দুজনার এক জন যদি বাঁচি,
হয়—আমি পালিতাম পত্নী-পুত্রে তব,
নয়—তুমি পুত্রের সমান
সেবিতে পিতারে মোর,
সান্ত্বনা করিতে দান আশাবতী ধনে।
কিন্তু এবে দেখি,
দোঁহাকার ঘরে হবে হাহাকার;
কেহ না বাঁচিবে আর এ নীচ চক্রান্তে।

দণ্ডার। পৃথ্বীধর,
আমি আসিয়াছি বাঁচাতে তোমায়।

পৃথ্বী। কোন্ পণে? কি আছে উপায়?

দণ্ডার। শুনি তব প্রাণের মহত্ত্ব,
এই আদর্শ-বন্ধুত্ব,
বিশ্বাসে আশায়
হায় পিশাচ দিতেছে ছাই,
আঘাত লেগেছে মম হৃদয়ের তারে।
প্রাণ মোর নাহি চাহে আর,
রাখিতে এ পাপের সভায়।
গোছেগাছে উৎকোচে,
খুলিয়াছি কারাদ্বার;
তব জীবনের সাথী আশাবতী

হয়েছে সম্মত পালাতে তোমার সনে।
জনক তোমার—
পৃথ্বী। মহাশয়! মহাশয়!
দণ্ডার। শুন দিয়ে মন।
জনক তোমার—
প্রাচীন স্থবির জনক তোমার—
তুমি যাঁকে ভাব বকেন প্রলাপ,
না ক'রে আলাপ
বহুদিন হ'তে অপরের সনে,
সেই পিতারে তোমার
আমি করিয়াছি নমস্কার;
বুঝায়ে বলেছি ভাল ক'রে
সকল ঘটনা।
ক'রে প্রণিধান, আমার বাখান,
আলিঙ্গন দান দিয়াছেন মোরে,
আপনি উঠিয়া
বিরামের শান্তি-শয্যা হ'তে তাঁর।
পৃথ্বী। অদ্ভুত ঘটনা তুমি করিছ রটনা!
দণ্ডার। না হও আশ্চর্য্য।
নিদ্রিত মস্তিষ্ক জেগে উঠে
অকস্মাৎ প্রবল উচ্ছ্বাসে।
গোপনে গোপনে আমি রেখেছি গুছায়ে,
তব যাত্রা হেতু যেবা কিছু প্রয়োজন।
সম্মুখে বন্দরে ঐ আছয়ে প্রস্তুত পোত;
নাখোদা জনেক
বান্ধব আমার—অধিকারী তার।
অতি দ্রুতগামী পোত,—
পেয়ে অনুকূল বায়ু তুলিতেছে পাল,
এখনি নঙ্গর তুলি যাইবে গুর্জ্জরে;
উঠ গিয়া পোতে, আশাবতী সাথে,
পশ্চাতে মিলিব আমি
ল'য়ে পিতারে তোমার।
পবিত্র দ্বারকা তীর্থে
হ'বে অন্তিম আবাস তাঁর।
এই যে সুশীলা বালা!
এস ত্বরা, এস সতি স্বামীর সকাশে।
পৃথ্বী। সত্য—সত্য—সত্য—সত্য
এ কি দুর্ব্বোধ্য বিধির লীলা।
সত্য এস আশাবতী, সত্য তবে সব!

(আশাবতীর প্রবেশ)

আশা। প্রিয়তম পৃথ্বীধর,
কৌমার লজ্জায় আমি দিছি বিসর্জ্জন,
আসিয়াছি বলিতে তোমায়;—
এসেছিল শুভক্ষণ
হৃদয়ে ধারণ তুমি করিবে আমারে,
কিন্তু দৈবের বিপাকে—
এসে চলে দাসীরে ঠেলিয়া পায়;
ক্ষমিয়াছি, ভুলে গেছি সেই হতাদর।
ভাব মনে, কত দিন উভয়ে উভয়ে
নিভৃত নিকুঞ্জে—
করিয়াছি প্রাণ বিনিময়;
ভাব মনে কত দিন হ'ল
ভালবাসা-ভরা
এই ক্ষুদ্র হৃদয় আমার,
করি কৃতাঞ্জলি
দিয়েছে অঞ্জলি চরণে তোমার।
লয়ে বালিকার রূপ
কত তুমি ক'রেছ বিদ্রূপ,
প্রেমে গ'লে ক্ষমেছি তোমারে সব;
সেই ভালবাসা বাসিব তোমায়
যত দিন রহিবে জীবন।
প্রাণের প্রণয় দিব হে তোমায়,
রমণী ধরায় হৃদি-প্রতিমায়
বাসে নাই কভু হেন ভালবাসা!
চল নাথ মম সাথে সদূর-প্রবাসে।
পৃথ্বী। শুন আশাবতি,
বুঝ মম ভালবাসা,
নাহি কর উপহাস;
জননীর কোলে শিশু—দু'জনে ঘুমায়,
থেকে থেকে জেগে মাতা শিশুমুখ চায়;
হ'লে ঘুমে অচেতন মুদিবে নয়ন,
কিছুক্ষণ সে বদন নারিবে দেখিতে
তাই করে প্রাণ কেমন কেমন!
রাখি চোখে চোখে মিলাইয়া বক্ষে
করে তারে গাঢ় আলিঙ্গন।
তাহার অধিক প্রাণাধিকে মোর,
উচাটন হয় প্রাণ, তোমার কারণ।
প্রিয়া মম চুরি ক'রে
হৃদয়ে হৃদয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছে ডোর,
মনে ছিল—
ফুলের বাসর কভু না হইবে ভোর।
আহা আশাবতি,
ভালবাসা সীমায় আমার,
উপমা কোথাও না মিলে!
ভারতের সমগ্র ঐশ্বর্য্য,

তব সৌন্দর্য্যের কাছে
বিলীন হইয়ে যায়।
কি মোহিনী নয়নে তোমার,
স্বর্গ মর্ত্ত্য ছার নিকটে তাহার!
কিন্তু তব রূপ, তব গুণ,
হ'ত যদি লক্ষ লক্ষ গুণ অধিক উজ্জ্বল,—
আপনি মোহিনী
আসি যদি বসিত লো নয়নে তোমার,—
সৌন্দর্য্য হইতে সুন্দর হইতে যদি,
ধরি কোটি কমলার
অতুল লাবণ্য সুন্দর বদনে তব,—
তথাপি তথাপি ওলো পতি-পাগলিনি,
করিয়াছি যেই সত্য—ধর্ম্ম সাক্ষী করি,
প্রত্যক্ষ ঈশ্বর-পদ করিয়া স্মরণ,
(জীবন অধিক মানবের মান)
নিজ মুখে রাখি বাঁধা,
সেই সত্য কখন না হইবে খণ্ডন;
হইব না আত্মঘাতী
দিয়ে মানে বলিদান।

আশা। বুঝিতে না পারি কিবা বল তুমি?

দণ্ডার। সতি, কিবা তব অভিপ্রায়?

পৃথ্বী। জান না কি আশাবতী তুমি,
সেই দণ্ডার রাজন্
দেছে অবসর দিনকরে,
জামিন রাখিয়ে জীবন আমার।

দণ্ডার। (স্বগত) আশ্চর্য্য! অদ্ভুত।
স্থির-প্রতিজ্ঞার-রেখা এখনও ললাটে,
অকপটে চাহে সত্য করিতে পালন;
নয়নে কুঞ্চন নাহি।

আশা। পৃথ্বীধর! হৃদয়ের দেবতা আমার—
প্রাণের প্রাণের নিধি প্রিয় পৃথ্বীধর,
আমি তবে নহি কেহ?
ঘৃণায় ঠেলিছ পায়!

দণ্ডার। কিন্তু সেই অত্যাচারী রাজা
নিজে নাশিছে বিশ্বাস
গোপনে মন্ত্রণা করি।

পৃথ্বী। শুনিলাম বটে তব ঠাঁই।

আশা। পারিবে না দিনকর
রাখিতে তোমার প্রাণ আসিয়া সময়ে।

পৃথ্বী। প্রিয়তমে আশাবতি, শুনিয়াছি সব।

আশা। আর তুমি?—
ওহো ভগবান! ভগবান!
তুমি হারাইবে প্রাণ না আসিলে সেই।—

পৃথ্বী। তাও জানি আশাবতি—হিয়ার হীরক।

আশা। যদি জানহ সকল,
কেন তবে অচল এমন?
কেন নাহি পলাইছ
আমারে লইয়ে হৃদে?
দয়াগুণে—
এ প্রাচীন করেছে উপায় যবে,
হায় হায়, কেন নাহি চল?

পৃথ্বী। এই প্রলোভন শ্রবণ আমার
উচিত না হয় কদাচিৎ;
কিংবা যদি পশে কানে,
মিথ্যা বলি জানে যেন প্রাণ।
থরে থরে ঘটনার স্তরে
ঘুরিতেছে এই ধরা,
কেবা জানে কোন্ সূক্ষ্ম তন্ত্রে
মন্ত্রণার যন্ত্র তব করিবে বিকল!
কিবা সূত্রপাতে করিবে নিপাত!
কিন্তু জেন স্থির—নাহি হেন বুদ্ধবীর,
সে টলাবে মম হৃদি
সত্য হ'তে এক পদ।
পুরুষ বলিয়া—
মনে মনে আছে যে সম্মান,
কার সাধ্য কে করিবে আন?
ধর্ম্মের দুয়ারে রাখিবে পৌরুষ,
ভীরু নাহি হব আমি।
শুন আশাবতি,—
কোন মতে সখা মোর পারিবে ফিরিতে;
কোন মতে—কোন মতে,
এই আশা—নিরাশা এ আশা!—
তবু করে বিশ্বাস তাহায়;
এ প্রসঙ্গ সাঙ্গ কর সতি।
কালের বদন অতীব ভীষণ,
প্রজ্বলিত চিতা-চিত্র অতি জ্বালাদায়ী!—
তথাপি—তথাপি—
নিশ্চয় (এ) মরণ প্রার্থনীয় শতবার,
সম্মানে কলঙ্ক-রেখা সন্দেহের চেয়ে।

দণ্ডার। দেখ দেখ চেয়ে,
গরুড়ের পক্ষ সম
শ্বেত বক্ষ করিয়ে বিস্তার,
আনন্দে উড়িছে পাল অনুকূল বায়ে;
কচ্ছ সাগরের সুনীল সলিলে,
হিল্লোলে দুলিছে পোত।
আসে ক্ষুদ্রতরী তীরে

লইতে আরোহিগণে ;
নাহিক সময়,
এখনি—এখনি যাইতে হবে।
চল পলাইয়ে কেহ না বলিবে কিছু,
কর ধীর মতি স্থির,
নহে ত্যজি তীর যাবে তরী
কর্ষিয়া তরঙ্গস্তূপ ;
এখন যদি না যাও যাবে না কখন।

আশা। দেখ দেখ, তীর-বেগে আসে তরী
আরোহি লহর-মালা,
শুন শুন ক্ষেপণীর ঘাতে
তালে তালে জলোচ্ছ্বাস-রব ;
দেখ স্বাধীনতা সম্মুখে তোমার,
দেখ স্বাধীন তরণী ;
অনন্ত স্বাধীন সাগরের জল,
কলকলে ডাকিছে তোমায়
তরণীর নিরাপদ কোলে।
পৃথ্বীধর। ও আমার পৃথ্বীধর।
চল চল কালের কবল হ'তে,
হেসে ভেসে নাচিয়া তরঙ্গ-রঙ্গে
পবিত্র দ্বারকা-দ্বীপে।

দওয়ার। লাগিয়াছে তরী ঘাটে,
এখনও কি ইতস্ততঃ ?

পৃথ্বী। না—না—
ভগবান্ বড় প্রলোভন।
রক্ষা কর রক্ষা কর মোরে ;
আশাবতী কাঁদে, ধারা বহে মুখচাঁদে,
"না" বলিতে ফেটে যায় প্রাণ,
ছিঁড়ে যায় হৃদি-গ্রন্থি।
যাক্—যাক্—
তবু না—না—দেখিব না মুখ ;
কি করে বুকের মাঝে ;
বুদ্ধি বল হারাই হারাই,
জগদীশ দোহাই।—
দেহ বল অন্তঃস্থলে মোর,
রাখ পুরুষের মান,
পলাইছে জ্ঞান, আমি পালাই পালাই।

[বেগে কারাগারের ভিতর প্রস্থান।

আশা। ওরে আশা ফুরাইলি একেবারে,
হল সর্ব্বনাশ।
দীননাথ। (মূর্চ্ছা)

দওয়ার। এ কি! এ কি! কে আছে?

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

অন্তঃপুর।

(অরুন্ধতী)

অরু। গোপীনাথ, গোপীনাথ, কি হ'ল! এমন সুখের সময় বিনা মেঘে বজ্রাঘাত কেন হ'ল?

(কমলার প্রবেশ)

কমলা। ও মাসী-মা, আমরা হাতাহাতি ক'রে হাজারের উপর পাণ তো সেজে ফেলেছি, এখন সিন্দুকের চাবিটে দাও, তার ভিতর রেখে দিই, আবার বাইরে রাখলে, কেউ খেয়েটেয়ে ফেলবে।

অরু। আর পাণ কি হবে?

কমলা। ও মা, সে কি গো! পাণ কি হবে? —বে-বাড়ীতে পাণের কি কম খরচ! হুদো হুদো সব নিমন্ত্রণে লোক আসছে, তোমার সিন্দুকে না রাখ, কোথায় তুলে রাখবো বল?

অরু। হ্যাঁলা কমলা, এত বড় মেয়ে হলি, তবু কিছু জ্ঞান হ'ল না? মাথার উপর কি বিপদ্ পড়েছে, বুঝতে পাচ্ছিস্ নি? বর কোথায় যে বে হবে?

কমলা। সে বাপু আমরা কি জানি, তোমরা গিন্নিবান্নী আছ, তোমরা বুঝবে। আমাদের যা কত্তে হয়, আমরা কচ্ছি। মাসীর কথা শোন, বের আগেই অমন একটা গোলমাল হয়ই হয়, তা ব'লে কি বে বন্ধ থাকে?

অরু। আরে বাছা, এ যে বরের প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

কমলা। প্রাণ নিয়ে টানাটানি, না হাতী নিয়ে টানাটানি ; রাজা তো রাজা—বাদশা হলেও প্রাণে মারতে পারে না, আমি জানিনি বটে, বরের সাতখুন মাপ।

অরু। বাছা, জন্ম জন্ম ছেলেমানুষ থাক, আমাদের মতন বুড়ো হয়ে কথায় কথায় যেন নির্ভরসা হ'তে না হয়।

(উদরাম্বণ পুরোহিতের প্রবেশ)

উদ। গৃহিণি কত্থং, কত্থং গৃহিণি? তুমি কত্থং —অর্থাৎ কোথায়?

অরু। (স্বগত) মরছি একে আপনার জ্বালায়, আবার বুড়ো বামুন তার উপর এল জ্বালাতে।

উদ। বলি কেন বাক্‌রোধং? আপনা আপনি কি বিজবিজং?

অক্রু। হ্যাঁ পুরুতঠাকুর, কি বিপদ্ হয়েছে, বুঝছো না?

উদ। আমি বুঝছিনি? বেদবেদান্ত শড়্‌ষড়্‌যন্ত্র স্থায় অন্যায় দর্শন অর্শেন ষড়্‌বিংশপুরাণ অষ্টাবিংশ মহাভারত কোকিল পাতরেঞ্জল সব আমি বুঝি, আর আমায় বলে বুঝ্‌ছো না, তবে আমি নির্ব্বিরোধ মূর্খ অবজ্ঞান?

অক্রু। বিপদের সময় ভাল লাগে না বাপু।

উদ। বিপদ, কিসের বিপদ্? হনুমান পুরাণ পড়েছ? তা যদি পড়তে, তা হ'লে বিপদ্‌কে এতক্ষণ আমার মতন চতুষ্পদে মথন কত্তে পার্‌তে।

(শীলাবতীর প্রবেশ)

শীলা। হাঁ ঠাকুরদাদা, আপনি কি চতুষ্পদ?

উদ। নয় তো কি? আমি কি অসামান্য মানব যে, সকলের সমপদ হব? আমি চতুষ্পদ, আমার পিতা ছিলেন ষট্‌পদ; কথং কিবা চিন্তা করন্তি মনে মনে জানন্তি কেহং যে হতজ্ঞান করিস্! একাদিক্রমে বাইশ বৎসর নানা শাস্ত্রং যতং ময়া করবার পর অধ্যাপক আমায় প্রশ্নিইলেন "কি উপাধি লবে?" আমি বল্লুম, "বিদ্যারাসভঃ" নিক্ষাতরে বিদ্যার বোঝা বইতে পারি।

অক্রু। ঠাকুর, এখানে না বকে দুটো তুলসী-টুলসী দাও গে, যাতে আমাদের এই গেরোটেরো খণ্ডন নয়।

উদ। তা কি বাকী আছে? যে কাজ করেছি, তার জন্যে দুটি স্বর্ণ দক্ষিণা দিতে হবে। এ দক্ষিণাটা উদ্ভিদ্ বিবাহের বিদায়ের ভিতর ধরিতব্য নয়। বল্‌ছিলে দুটি তুলসীপাতা, এ শকট সংকট বিপদে ক্ষুদ্রমতি তুলসীপাতায় কি কাজ হয়? আমি স্বচক্ষে একশ একটা বড় বড় কচুপত্র উদ্ঘাটন ক'রে ঘটে চড়িয়েছি, আর বীজমন্ত্রটন্ত্র নয়—শক্ত শক্ত গুড়িমন্ত্র পাঠ করেছি, এতক্ষণ বর দেখ গে বাসায় ব'সে নিপাত।

সকলে। বালাই! বালাই।

শীলা। হাঁ ঠাকুরদাদা, ও কথা কি মুখে আন্‌তে আছে? বর নিপাত কি গো?

উদ। ওরে শ্যালিকা অর্থাৎ মাদীশালা সমস্কৃষ্ট তো পড়লিনি, তা বচনের বাক্য বুঝবি কেমন ক'রে?—বরনিপাত কি না বরের বিপদ্ নিপাত। বি ধাতু পদ প্রত্যয়ের অনটের সঙ্গে নট্ ঘট হয়ে ওটা গুহ্ হয়ে গেল; আমাদের সমস্কৃষ্টের অনেক কথা গুহ্ হয়ে লোপ পেয়েছে।

(ভাগীরথীর প্রবেশ)

ভাগী। দাও দাও দাও, শীগ্‌গির দাও।

অক্রু। কি দেব লো? আর জ্বালাসনি বাপু এ সময়।

ভাগী। আমি জ্বালাচ্ছি গো! তা মেয়ের বে দাও, জামাইকে নিয়ে খাও দাও শোও, তার পর জ্বালাকে বিদায় দিও; আজ ত এখন দাও, মেয়েটা মেঝেয় পড়ে কাঁদ্‌ছে, কত বোঝালুম,—যাচ্ছে তাই বল্লুম, খোঁপাটা আলগা হয়ে গিয়েছিল, ক'সে দিলুম, ফুলগুলোর ছিরিও নেই ছাঁদও নেই—হ্যাঁগা এ কি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাজর ব্যাজর বকছ কেন? দাও না—

উদ। কিং দত্তং কিং দত্তং?

ভাগী। ফড়িং কি গত্তং ফড়িং কি গত্তং—আমার শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়তে এলে?

(কুম্ভসিংহের প্রবেশ)

কুম্ভ। কত বাজনা আস্‌ছে, বাঁশী বাজছে, রাঙ্গা কাপড় এয়েছে; আজ বিয়ে—কার বিয়ে? আমার—না আর এক জন? আমার। এই যে নাচঘর, ঐ যে বাইজী সব দাঁড়িয়ে আছে, বাইজী, বাইজী, আমায় চিন্‌তে পার? এই যে মুনীয়া এসেছ, সেবার আমার বিয়েতে নেচেছিলে, বাবা তোমায় একখানা পান্না দিয়েছিল, কেমন, মনে আছে? এ কে দাঁড়িয়ে—গণশী? তুমি এত ছোট হয়ে গেছ, অনেক বয়স হয়েছে, দেহ গুঁড়িয়ে আসছে কি না!

ভাগী। ওরে বুড়ো, কি ন্যাকামো কচ্ছিস্, এ দিকে তোর ছেলে মরে, আমাদের খরচপত্তর করিয়ে সব মাটী করে!

অক্রু। ভাগী, কি বলিস, তোর মুখের সামাই নাই?

ভাগী। না, আমার সামাইও নেই, কামাইও নেই, তোমার জামাই এই ঢং ক'রে লেঠা বাধাতে পারে, আর আমি বল্‌তে পারিনি? আর বুড়ো মড়া—তোমার বেয়াই এসে ন্যাকাপ কচ্ছেন, কেউ ধ'রে ঠাণ্ডা গারদে দেয় না গা? আমায় বলে কি না বাইজী!

শীলা। ও ভাগী দিদি, তোকে বলেনি, তোকে বলেনি, আমাদের বাইজী বল্‌ছে।

ভাগী। হ্যাঁ, তোদের বলেছে, খুঁড়িয়ে বড় হওয়াটা বুঝি বৈবনের দোষ! আমার চোখ দেখে, হাত-পা নাড়া দেখে মিন্‌ষে বুঝেছে যে, আমার ভাও বাত্তলান অভ্যাস আছে, তাই আমাকে বাইজী বলেছে। আমি বাইজীই থাকি, আর ভাইজীই থাকি, তা ও মিন্‌ষের কি?

কুম্ভ। ও বাঁদী, কি বল্‌ছিস? বাইজীদের পাখা কর না। সারেঙ্গীওয়ালারা কোথায় গেল? ধর দেখি তান, "মেরে এঙ্গী এঙ্গী ভালা, রাম নাম সত্য হ্যায়।"

ভাগী। ঐ গান গেয়েই এবার তোমার বিয়ে হবে বটে, বুঝ্‌লে মিন্‌ষে? ছেলের বে—প্রাণ যায়, তোমার ছেলে—তোমার ছেলে।

কুম্ভ। এ্যাঁ এ্যাঁ, আমার—আমার! আমার ছেলে, ছেলে!

ভাগী। হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার ছেলে পৃথ্বীধর, মন কি পুড়িয়ে রেখেছ? পৃথ্বীধর—

কুম্ভ। পৃ—থ্বী—ধর! পৃথ্বী—ছেলে?—আমার?—সেই তো—হাঁ, নাম রেখেছিল যে, সে ত অনেক দিন চ'লে গেছে, কোথায় সে?

ভাগী। ওগো, তোমার ছেলে—আজকের যে বর, পৃথ্বীধর—পৃথ্বীধর—

কুম্ভ। হ্যাঁ—হ্যাঁ—ঐ—ঐ—আমার ছেলে, আমার ছেলে—কোথায় গেল? দে দে, এনে দে, দে—পৃথ্বীকে দে, আমার মা কোথায় গেল? আমার ছোটখাট মা—টুক্‌টুকে মা, দুধ খাওয়ালে, ফুল দিয়ে ভুলালে, ঘুম পাড়ালে, কোথা গেল মা? মা আমার কেন লুকালো? আপনি লুকালো, আমার বাবাকে লুকিয়ে রাখ্‌লে—পৃথ্বীকে লুকিয়ে রাখ্‌লে।

লীলা। ও মামী, দেখ দেখ, বুঝি মনে মনে বুঝ্‌তে পেরেছে, চোখ থেকে জল গড়াচ্ছে; মনের ভেতর বুঝেছে, আহা, বাপের প্রাণ।

উদ। বাপস্য প্রাণ তলয়ারস্য খাপ, মনে মনে বোঝন্তি—খাপ লাগন্তি কাপে কাপ।

কুম্ভ। ও মা, তুই কোথায় গেলি? আমার টুক্‌টুকে মা, বাবাকে নিয়ে আয়, দুজনে আয়।

অরু। দেখ, গেরোর উপর গেরো দেখ, আহা, বুড়ো মানুষ বুঝেছে, বুঝ্‌তে পাচ্ছে না যে বুঝেছে—কিন্তু প্রাণ বুঝেছে, এই কাঁদতে লাগলো, লোকজন-পোরা বাড়ী, এখন কি করি?

কুম্ভ। মা! গলা শুকিয়ে উঠ্‌ছে, মাই দে না মা—

কমলা। তোমায় সে মার কাছে নিয়ে যাব—এস।

কুম্ভ। যাবি? তুইও বেশ মা—এও বেশ মা—সব্বাই বেশ মা! গাছপালাও মা, পৃথিবীটেই মা—মা মা চ মা।

[ভাগীরথী ও পুরোহিত ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

উদ। কিমাশ্চার্য্য ধনুর্দ্ধরম্! আস্তিকস্য ভাগীরথী এ কি হ'ল, কস্তং?

ভাগী। আর কি হবে?—এখন পাঁজি পুঁথি বগলে নিয়ে গস্তং গস্তং।

উদ। এত পরিশ্রম, মন্ত্রপাঠ, দক্ষিণার কি?

ভাগী। ঐ যা বল্‌ছ কস্তং, কলাগাছে কাঁদী কাঁদী নস্তং।

উদ। ওরে আর্ব্বাচীনে পাষণ্ডী পপিয়া! আমাকে পরিহাস?—বিদর্ভ?

(নেপথ্যে কোলাহল)

ঐখানে পাহাড়ের উপর, ঐখান থেকে দেখা যাবে। চল চল, শীঘ্র চল, চল্‌তে পার না? পাহাড়ে উঠবে কেমন ক'রে?

(কমলার বেগে প্রবেশ)

কমলা। ও ভাগী, ও ভাগী, খিড়কী বন্ধ ক'রে ভিতরে আয়, ভিতরে আয়, সহর শুদ্ধ লোক বেরিয়ে পড়েছে, পাহাড়ের দিকে ছুটছে, দিনকর আসছে না কি দেখতে।

ভাগী। আস্‌বে—আস্‌বে—মুখপোড়া আবার আস্‌বে? চল তো দেখি গে। [প্রস্থান।

উদ। অয়ি প্রিয়ে চারু কদম্বশীলে—মুগ্ধ মম্মি খুদি অবলে, আমি পুরোহিত—রমণীবিশেষ, তোমাদের সহিত অবলুণ্ঠন দিয়ে অভিসার করবো—চল। [সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

চায়রার উপত্যকা।

দিনকরের উপবন-বাটিকা।

(অংশু ও হিরণ্ময়ী)

অংশু। মা মা, দেখ দেখ, আমি একটা—দুটো কি পেয়েছি।

হিরণ। দেখি, ও মা, এ যে নিচু, কোথায় পেলে?

অংশু। ঐ যে প'ড়ে ছিল, আমি কুড়িয়ে আন্‌লুম।

হিরণ। হুঁ, বুঝি বাদুড়ে—

অংশু। কে এনে দেছে মা?

হিরণ। তোমার শ্বশুর তোমার জন্যে এনে দেছে বাবা।

অংশু। মা, শ্বশুর কেমনতর পাখী? কোন্ গাছে থাকে? আমায় একদিন দেখাবে?

হিরণ। হ্যাঁ দেখাব, এখন যাও, লিচুগুলো আর নেবুটা নিয়ে ঐ ঝুড়িটার ভিতর রেখে এস ত বাবা।

অংশু। আমি রাখবো, আমি রাখবো (ফল লইয়া ঝুড়িতে রাখিয়া) ও মা, আজ গাছগুলোর কাছ থেকে সব ফলগুলো কেড়ে নিয়েছিস্? এ ডালাটা সব ভ'রে গেছে। ও মা, আনারসটা পেড়ে ফেলেছিস্? তবে আমি "বন থেকে বেরুল টে,— সোনার টোপর মাথায় দে" কারে বলুব?

হিরণ। আরও আনারস আছে বাবা।

অংশু। হ্যাঁ মা, আজ এত ফল কেন তুল্‌ছিস্? আজ কি বাবা আস্‌বে?

হিরণ। কি ক'রে বলুব বাবা, কেশবনাথ জানেন।

অংশু। কেচ্ছবনাথ কেন আমায় ব'লে দেন না; বাবাকে কদ্দিন দেখিনি, বাবা বড় দুষ্ট হয়েছে, আমায় দেখ্‌তে আসেন না, আজ এলে বাবার কাছে ত যাব না।

হিরণ। শুন বাবা, লটকা বলেছিল, এমনি সময় তিনি আসবেন। তুমি যাও ত ফটকের কাছে যাও, তা হ'লে এলেই তিনি তোমায় কোলে নেবেন, এই বাগানে আস্‌তে আস্‌তে তোমার মুখের রং কেমন সুন্দর হয়েছে, দেখে ভারী খুসি হবেন। দেখ বাবা, রাস্তায় যেও না, ফটকের কাছে আম গাছে যে দোলনা আছে, তাতে ব'সে দোল গে। কোলে উঠ্‌তে পারলে যেন আর কোন দিকে ভুলিয়ে নিয়ে যেও না; বুঝলে অংশু, —মায়ের-ছেলে মা'র কাছে এস।

অংশু। তবে আমি যাই, দোলায় দুলুব, বাবা এলেই ঝাঁপিয়ে কোলে উঠবো, বাবা আমার জন্যে কত কি নিয়ে আস্‌বেন।

[অংশুর প্রস্থান।

হিরণ। চম্পকের কলি মোর।
প্রথম আদরে তাঁর
এবে তব অধিকার,
তুমি পাবে কোমল কপোলে
প্রথম চুম্বন;
কেন নাথ হইয়ে নিষ্ঠুর
পাঠাইলে এ দাসীরে নির্জ্জন নিবাসে?
সন্দেহ-দোলায় সতত দুলিছে মন,
এই আশা—এই ভয়!—
নাহি জানি রমণীর মন
অকারণ কেন হয় সচঞ্চল।
তাহার উপরে
আসিয়াছি দেখে তোমারে বিকল,
রাজতন্ত্রে বিদ্রোহ-সূচনা।
এস নাথ এস মম পাশে,
মিছা হাসি হেসে ভুলায়ো শিশুরে।
না দেখে তোমার মুখ শূন্য মোর বুক,
জগৎ বিষাদময়!

(অংশুকে কোলে লইয়া দিনকরের প্রবেশ)

অংশু। মা, দেখ দেখ, বাবাকে ধ'রে এনেছি।
হিরণ। এ্যাঁ, এই যে এলে!
দিন। হিরণ্ময়ি, সর্ব্বস্ব আমার!—
হিরণ। হৃদয়ের অধীশ্বর মোর,
দেখ ভালবাস ব'লে
তুলিতেছিলাম ফল তব তৃপ্তি হেতু;
কিন্তু নাথ। আসিবে আসিবে ব'লে,
গুণে পলে পলে
প্রতীক্ষায় কেটে যায় দিন;
হৃদয়ে শুকায় আশা!
হয় তো আসিছ তুমি, এই ভাবি মনে
কতবার ঘর বার করিয়াছি ভুলে।
উত্থিত কুয়াসা-ধূম উপত্যকা-পথে,
আলয় আলোকহীন তোমার বিহনে।
দিন। তবে কি—তবে কি
আমি না থাকিলে কাছে,
আপনায় ভাব তুমি এত অসহায়,
হৃদয়ের হিরণ আমার?
হিরণ। কি করে আমার মন
জান না কি মনে মনে?
ওহে জীবন-সর্ব্বস্ব
প্রাণাধিক প্রিয়তম দয়িত আমার,
যদি বলি খুলে—
থর থরি কত কাঁপে অন্তর আমায়।
কি যে সন্দ হয় মনে, মন্দাবতীবাসে—
তুমি যবে থাকহ একাকী,

ব্যস্ত রাজকাজে।
কি! না শুনিতে চমকিলে কেন?
পুরুষ বলিয়ে বড়ই পৌরুষ তব;
কিন্তু যদি অবলা হিরণ
বলে তার মর্ম্মের কাহিনী,
পারে ছুটাইতে
অশ্রুধার নয়নে তোমার।
এই লইলাম হাতে হাত,
বল সত্য ক'রে নাথ,
আর নাহি ফেলিয়া রহিবে মোরে?

দিন। বল দাও, বল দাও মোরে জগদীশ!

হিরণ। সত্য সত্য কর প্রাণেশ্বর,
আমি ধরিয়াছি কর;
যদি না থাকিত অংশু সাথে,
সুধাংশুবদনে না শুনাত মোরে
মধুমাখা আধ-আধ ভাষ,
কত কি করিবে বাছা বড় হলে পরে,
অসহ্য হইত মম নিভৃত নিবাস।
আয় বাবুয়া বল—যা বলিস মোরে
নিতি নিতি, শুনিবেন উনি।

দিন। হাঁ বাবা, হাঁ বাবা অংশু,
বড় হয়ে কি হইবে তুমি?

অংশু। তলয়ার বেঁধে করিব লড়াই।

দিন। না না, লড়াই কি ভাল?

অংশু। না, আমি করিব লড়াই,
কাকাজী পৃথ্বীর মত
আমি হব এক জন,—
'এক জন' কি বলে মা?—
সেই যে—সেই যে—
হাঁ হাঁ যোদ্ধা—
কাকা যোদ্ধা, আমি যোদ্ধা।

দিন। বেঁচে থাক বাবা,
আছে বীরের লক্ষণ তোতে!
যাও তো চাঁদ, যাও ঐ পাঁচীলের ধারে
আছে যে লতানে গাছ,
আন গুটীকত ফুল তুলি—
গেঁথে দিব মালা তোরে।
(অংশু যাইতে উদ্যত)
শুন শুন,
নন্দন-লাঞ্ছিত হার
একবার পরা রে গলায়,
বেড়ে ধর কণ্ঠ মোর সুকোমল করে;
আহা হয়েছে—হয়েছে, জুড়াইল প্রাণ।
হবে এক জন, বেঁচে থাক বাছা;
যাও, আন ফুল দুলাল আমার।
(স্বগত) এইবার দয়াময়—
জড়িত রসনা, কেমনে প্রকাশি?
[অংশুর প্রস্থান।

হিরণ। দিন দিন কলা কলা।
সুধাংশু পূরয়ে যথা,
অংশুর আমার
রূপের মাধুরী বাড়িতেছে সেইমত।

দিন। আদরের আদরিণী,
সংসারের জ্যোতিঃ সতী হিরণ্ময়ী মোর,
করহ স্মরণ বিবাহের দিন হ'তে
কখন কি ভুলে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়
বলিয়াছি কুবচন?
চাহিলে তোমার পানে,
কুপিত নয়ন দেখেছ কি কভু?

হিরণ। না—না, জানেন ভবানী, কখনই না।
কত ভাগ্যবতী, তাই পাইয়াছি
শিবের সমান এ হেন সুন্দর পতি!

দিন। বল—
হৃদয় হইতে বলিতেছ এই কথা?

হিরণ। সত্য সত্য নাথ!
তোমার শিক্ষায়
কপটতা শিখি নাই আমি।
পরিহাসে তব পাশে
মিথ্যা কভু কহি নাই,
জান না কি নাথ তুমি?—
হৃদয় আমার,
দর্পণ সমান আছে বিদ্যমান
প্রাণের সম্মুখে তব।

দিন। শান্তি পেলে অশান্ত এ প্রাণ।
আহা স্নেহবতী সতী—
হৃদয়-সাগর তোর
প্রেমের সলিল তায়
উছলিছে কানায় কানায়!
হ'লে মম দেহান্তর,
ও অন্তর ঢেলে দিবে নিরন্তর
সমুদয় সুধারাশি সন্তানে মোদের,
ডুবাইবে তারে জননীর অমৃত আদরে।

হিরণ। ছি ছি, ও কি অলক্ষণ!
মরণের কথা এনো নাকো মুখে
যত দিন জীবে দাসী।
বল সর্ব্বস্ব আমার,

কিবা পুরস্কার আর্য্য-সতী চাহে আর
পতিকোলে পরলোক-গতি বিনা ?
নাথ নাথ ! ও কি ভাব মুখে ?
কেন পাংশু সুধাংশু অধর ?
কিংবা কোন বিষয়ের শোকে
অঙ্গ যেন ভেঙ্গে পড়ে, কাঁপে থর থর।
পীড়িত কি তুমি ?
হইয়ে হতাশ হয়েছ উদাস।
বল কি ব্যথায় ব্যথিত হৃদয় ?
বল অন্তরের শান্তি হরিয়াছে কে ?

দিন। শুন প্রাণের হিরণ,
যদি আমি শুনাই তোমায়
কোন ভয়ঙ্কর গুরুতর
বিষাদ-সংবাদ,
পারিবে কি ধরিবারে ধৈর্য্য ?

হিরণ। সংসারের কি দুঃখের কথা নাথ
শুনাবে আমায়,
তব সহবাসে
পরিহাসে উড়াইতে পারি ;
আপনি হাসিয়ে হাসাব তোমায় ;
হইয়ে সেবিকা
শিখাব তোমায় হ'তে সুখী ; অদৃষ্টের
ফেরে বল খুলে কি বেদনা হৃদে ?

দিন। লিখেছিনু এই পত্র মিত্র পৃথ্বীধরে,
হয় নাই প্রয়োজন পাঠাতে তাঁহায় ;
কর পাঠ তুমি (পত্র প্রদান)
এই পত্রে
দুই তিন ছত্রে বুঝিবে সংবাদ ;
রসনা বিবাদ করে হৃদয়ের সনে,
মুখে না বলিতে পারি।

হিরণ। (পত্র পড়িয়া) এ কি—এ কি !
কালভুজঙ্গের বিষে লেখা এ লিখন !
কুরে কুরে খায় প্রাণ মোর !
দিনকর !—মৃত্যু !—কখন্ !—কেমনে ?
কিছু না বুঝিতে পারি !
মৃত্যু !—কোথায় !—কি দোষে ?

দিন। দণ্ডার হয়েছে রাজা,
আজ্ঞায় তাহার প্রাণদণ্ড মোর।

হিরণ। কিন্তু কই তুমি নহ কারাগারে,—
শৃঙ্খল নাহিক পায় ?
কি জানি কেমনে পেয়ে অবকাশ
এসেছ হেথায়,—
একাকী ! একাকী ! নাহি কোন রক্ষী !
চল যাই পলাইয়ে রাজপুতনায়,
অথবা গুর্জ্জরে।
কোথাও—কোথাও,
মন্দাবতী ছেড়ে হোক্ যেখানে সেখানে,
যেথায় সেথায়।

দিন। নহেক কোথাও।
লইয়ে বিদায় এস্থান হ'তে
যাইব সটানে
মন্দাবতীধামে।
এতক্ষণ ফুরাত জীবন !—

হিরণ। না—না।

দিন। শুন বলি,
এতক্ষণ ফুরাত জীবন !
কিন্তু হৃদয়ের সখা পৃথ্বীধর,
খসায়ে শৃঙ্খল মোর
পরেছে আপন পায়,
মম আগমন-প্রতীক্ষায়
নিজের জীবন দিয়েছে জামিন,
পায়ে ধ'রে পাপাচারে
মেগে লেছে অবসর,—
পাঠাতে আমায় তোমার সকাশে
চির-বিদায়ের তরে।

হিরণ। সকলি দৈবের লীলা !
দেবদত্ত অবসর,
নাহি দিব যাইতে তোমায় ;
এই ধরিলাম বুকে,
প্রেমমাখা ভুজে কঠিন বন্ধনে,
যাও দেখি ?—দেখি হৃদয় ধরেছে হৃদি !

দিন। না—না।

হিরণ। কখন না—কখন না !
থাকিতে জীবন, যেতে নাহি দিব কভু !
না—না !

দিন। না ?—না ? না যাব ফিরিয়ে ?
নাহি খসাইব সখার চরণ-শৃঙ্খল ?
ওরে আপনি যে দিয়েছি পরায়ে তারে !

হিরণ। জীবন—জীবন—অমূল্য জীবন,
রক্ষিতে তাহায় যে কোন উপায় !
কুকর্ম্ম সুকর্ম্ম হয়,
পাপপুণ্যে পরিণত।
যেই জগদীশ করেছেন সৃষ্টি,
দেছেন চৈতন্য জীবে,
অহরহঃ তিনি বলেন সবায়,
প্রকৃতির বশে—মানসের রসনায়

"রক্ষ রক্ষ রক্ষ সবে, রক্ষ আপনায়।"
যদি ভালবাস মোরে,
ভালবাস প্রাণের কুমারে,
বলি জানু পাতি—(জানু পাতিয়া উপবেশন)
ও কি, কেন আগুন নয়নে!

(অংশুর ফুল লইয়া প্রবেশ)

ভাল ভাল নাথ নয়নে তড়িৎ তব,
বাকী কেন থাকে বজ্রাঘাত!
বধহ আমায়, নহে রাখ প্রাণ
আমাদের তরে।
আহা দেবগণ সময় বুঝিয়ে
এনেছে তনয়;
ওরে হবি রে অনাথ!
তুলি ক্ষুদ্র ছুটি হাত
জানু পাত মম পাশে,
বল মধুর-বচনে বীণার রোদনে,
বল
শৈশবে অনাথা না ক'রে তোমায়;
(ওহো! শৈশবে—শৈশবে—
না বুঝিতে কিছু!)
করুণাসাগর প্রাণেশ্বর মোর
চেয়ে দেখ মুখপানে,
পতি—দেখ প্রাণের দুর্গতি!
দেখ
বনিতা-বালক লুটায় চরণে তব।

দিন। দেখিয়াছি—দেখিতেছি সব
দেবতা দানব———
করিছে আহব হৃদয়ে আমার
শিরায় শিরায় অন্তর্ভেদী তড়িৎ-তাড়ন!
কিন্তু না—কিন্তু না—
যা রে যা রে মুদে আঁখি,
হ রে বধির শ্রবণ,
না দেখিস না শুনিস
এই কাতরতা।
মায়ামোহে দারাপুত্র দেখাইছে লোভ,
নাশিতে বিশ্বাস, হ'তে ধর্ম্মচ্যুত।
হিরণ! হিরণ! সহধর্ম্মিণী আমার,
হও ধর্ম্মেতে সহায় পতির তোমার।
কাঁদ—কাঁদ—কেঁদে কিন্তু দাও হে বিদায়।

(স্ত্রী-পুত্রকে আলিঙ্গন)

হিরণ। কেঁদেছি—কেঁদেছি—হৃদয় বেঁধেছি,
অন্তরে অন্তরে ফাটিতেছে হাড়ে হাড়ে,
আষাঢ়ের ধারা দুনয়নে না কুলায়!
ওহো পতি যায়—প্রাণ যায়—
যায় সর্ব্বস্ব আমার!
ওহো আমি কোথা আর,
কোথায়—কোথায়! (মূর্চ্ছা)

দিন। হিরণ!
জীবনের জীবন আমার,
খোল আঁখি, দেখ চেয়ে,
জাগ জাগ হিরণ আমার,
পলায় সময়, অন্তিম কালের কাল
আসিছে নিকটে মোর,
কর্ত্তব্যের কঠিন তাড়ন,
নাহিক অপেক্ষা
কথায় কথায় কাটাতে সময়।
আহা! অচেতন মলিন-বরণ,
দৃষ্টিহীন নাড়ী ক্ষীণ,
শবপ্রায় অবয়ব —
এই ভাবে হবে তোরে যেতে
সময়েতে হ'তে শব ভীষণ মশানে।

(দিনকর কর্ত্তৃক উচ্চস্থানে শয়ন)

আহা হা রাখিব না মৃত্তিকায়;
আয় আয় চূর্ণ-বিচূর্ণ এ হৃদে
একবার ধরি তোরে জনমের মত!
ওরে এই শেষ—এই শেষ।
বিদায়—বিদায় প্রিয়ে,
বিদায় জনম-মত!
নিরঞ্জন আগে এই বিদায়-চুম্বন,
ওহো পারি না রে, আর একবার!

অংশু। বাবা, মা কথা কইতে কইতে ঘুমিয়ে পড়্‌ল কেন? তুমি কি বলচ, তুমি কাঁদ কেন বাবা?

দিন। ওরে অংশু রে আমার,
ফেটে গেল—ফেটে গেল বুক!
আর নাহি সহে!
কুসুমের কলি, হলি রে অনাথ;
বক্ষের পঞ্জর—প্রাণ চেয়ে প্রিয়তর,
শৈশবের সুচিত্র সুখের,
প্রীতি-মাখা প্রতিবিম্ব মোর!
দীনবন্ধু দীনবন্ধু দেখিবেন তোরে!
থাক থাক বাবা, ভোলাস্ মায়েরে,
গেল বাপ অকূলে ফেলিয়ে।

অংশু। ও মা—ও মা, উঠ না মা।

[দিনকরের বেগে প্রস্থান।

——

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

পর্ব্বত-পথ।

(লটকা)

লটকা। যাঃ—হুয়ে তো গেছে, কাম তো সেরে দিয়েছে, রাজা মোর ফিরে মরুতে যেতে পারবে না। এখন যা হোয় লটকার লিলাটে হোবে। লেকেন বড়া খাপা হোবে, হামার জানটি বি লিতে পারে। সে লেবে—তার পর ঠাণ্ডা হোলে লটকা লটকা বোলে বুক চাপড়াবে আর রোবে, তখন কেমন মজাটি হোবে! ঐ সর্দ্দার আসছে, এক থাপ্পড়ে হামাকে মারিয়ে ফেলবে। ভাগ—ভীলের বেটা ভাগ। আরে ভাগ, এই এসে গেল।

(দিনকরের প্রবেশ)

দিন। আর কি—যা হবার হয়ে গেছে। ব'লে ফেলেছি, জন্মের শোধ একবার দেখে নিয়েছি, জন্মের শোধ বুকে ধরেছি, চুমো—খেয়েছি। আহা! মূর্চ্ছিতাবস্থায় ফেলে চল্লুম, শিশুর হৃদয়-বিদারণ ক্রন্দনে কান দিলুম না, কি নিষ্ঠুর—কি নিষ্ঠুর আমি! তা কি করব, উপায় কি? ধর্ম্ম সত্য, দেবতুল্য নির্দ্দোষ প্রাণ! লটকা, শীঘ্র ভিতরে যাও, তোমার প্রভুপত্নী মূর্চ্ছিতা, অংশু কাঁদছে, তাদের দেখ গে, সান্ত্বনা কর গে। ব'লো, আমার কি ভয়ানক অবস্থা! ব'লো, আমার হৃদয় চুরমার হয়ে ভেঙ্গে গেছে! ব'লো, ঘাতকের খড়্গে এ প্রাণ যাবার অনেক আগেই আমি মরেছি, যাও।

লটকা। বাঁচ্ গিয়া রে বাপ। (যাইতে উদ্যত)

দিন। এই লটকা, শুন, আমার ঘোড়া কোথা রাখলে, শীঘ্র এনে দে যাও; বিস্তর বিলম্ব করেছি—আর না। পবনদেব! আর অধিকক্ষণ আমার নিশ্বাস তোমায় কলুষিত করবে না; এ জন্মের মতন আমায় নিয়ে চল, আমার ধর্ম্ম রক্ষা কর। ওহো, দেখতে দেখতে এই যে সূর্য্য পশ্চিমাকাশে ঢ'লে পড়ছেন। ঘোড়া—ঘোড়া—লটকা, দাঁড়িয়ে কি কচ্ছ?

লটকা। এ রাজা। (কম্পন)

দিন। কাঁপছ কেন? কেন মুখ চূণ? স'রে যাও, মানুষের মত হও। লট—চট্ ঘোড়া নিয়ে এস। যাবে আর আসবে, আমার প্রাণের অবস্থা বুঝছ না?

লটকা। রাজা, রাজা——

দিন। গোলাম, আমার কথা শুনছিস্ কি না শুনছিস্? নিয়ে আয় এখানে; ঘোড়া—ঘোড়া—আমার ঘোড়া? আমার এতক্ষণ অর্দ্ধেক পথ যাওয়া উচিত ছিল।

লটকা। এ রাজা, এ অন্নদাতা তু হামাকে মেরে ফেলবি?

দিন। ভীল, তুই কি পাগল হয়েছিস্ না কি? এই ভয়ঙ্কর অন্তিম সময়ে বিদ্রূপ কচ্ছিস্? কি, কথা কচ্ছিস্ না যে?

লটকা। সর্দ্দার মেরা, রাজা মেরা, বাপ মেরা, তু কভি হামাকে কড়া কথাটি বোলিস না, ছেলিয়ার মত হামাকে ভাল বাসিয়েছিস্।

দিন। ও সব কথা এখন কি আবশ্যক? ওরে, শীঘ্র ঘোড়া এনে দে, সময় যায়—সময় যায়—না হয়, কোথা আছে বল, আপনি গিয়ে নিচ্ছি।

লটকা। রাজা, খুসিসে গিয়ে আপন মাথাটি দিবি, হামি এ দেখতে পারবে না, লটকার প্রাণটি কেমন কেমন কোরতে লাগলো।

দিন। কি, বল—শীগগির বল।

লটকা। (পদে পতিত হইয়া) বাপ! তুহার জান বাঁচাবার আশ কোরে হামি ঘোড়া—

দিন। কি?

লটকা। মারিয়ে ফেলেছি, তোকে বাঁচাতে ঘোড়া মারিয়ে ফেলেছি।

দিন। জগদীশ! জগদীশ!

লটকা। মাপ কর রাজা, মাপ কর বাপ।

দিন। রাক্ষস, এখনও আমি কেন চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছি, তা জানিস্? দেখ্‌ছি—দেখ্‌ছি, আমার প্রাণের প্রার্থনা শুনে দেবতারা তোর মাথায় বজ্রাঘাত করেন কি না, দেখছি! এখনও হ'ল না—এখনও এক বজ্রপাতে দুর্জ্জনের মৃত্যু হ'ল না! ভাল, থাক দেবতারা, আপন হাতে আজ পিশাচের ভয়ঙ্কর দণ্ডবিধান করব। আয় প্রেত, তোর দেহ এখনি খণ্ড খণ্ড করি।

লটকা। মারিস্‌নি, মারিস্‌নি, প্রাণ দে রাজা, প্রাণ দে। বাপ! হামি মরতে পারবে না, বাপ! হামি মরতে পারবে না—বাপ, হামি তুহার প্রাণ বাঁচিয়েছি, হামার প্রাণটি দে, হামার প্রাণটি দে।

দিন। সখা আমার, সখা আমার! উঃ! কেন আমার হৃদয়ের অগ্নিশিখা তোকে ভস্ম কচ্ছে না?

পৃথ্বীধর প্রাণ হারাল, আমার জন্য প্রাণ হারাল! হায় হায়, পৃথ্বীর রক্তে আমার আত্মা কলুষিত হ'ল! মহাপাতকী আমি, আমিই তারে হত্যা করলেম; আহা—"দিনকর, তুমি কোথায়" ব'লে সখা আমার এতক্ষণ কাতরে ডাকছে। আর দিনকর, তুমি কোথায়? পাপিষ্ঠ দিনকর নিশ্চিন্তে দূরে দাঁড়িয়ে? ওহো—ঐ—ঐ—ঘাতক খড়্গ তুলেছে, ঐ পৃথ্বীর কাতর চক্ষু, ঐ আশাবতী কাঁদ্‌ছে, মর্ম্মের অভিসম্পাতে আমাদের দগ্ধ কচ্ছে। ঐ রক্ত-স্রোত—ঐ রক্ত-স্রোত—পৃথ্বীর রক্ত আমায় ডুবালে ডুবালে!

লট্‌কা। ওঃ বাপ, প্রাণ দে—প্রাণ দে—

দিন। কেবা ডাকে হৃদয়ে আমায়
প্রতিশোধ—প্রতিশোধ!
বলিদান—বলিদান!
তাই হবে, তাই কর্‌ব।
চল্ চল্!

লট্‌কা। কুথা—কুথা যাবে?

দিন। বৈতরণীপারে—কালের আঁধার দ্বারে!
মন্দাবতী বহুদূরে,
শমনের ঘর এই যে নিকটে!
ওই যে ওই পাহাড়ের পাশে
অন্ধকার গভীর গহ্বর,
ঘাড়ে ধ'রে ঘুমাইয়া তোরে
ফেলিয়ে অতলে,
সঙ্গে সঙ্গে নিজে দিব ঝাঁপ।
না—না, গোলাম পালাবি কোথা?
কাতরে কাঁদিছে পৃথ্বীধর
বিশ্বাসঘাতক তরে।
বিশ্বাসঘাতক আমারে করিলি তুই!
ওই—ওই রক্তমাখা কবন্ধ তাহার
ছুটে আসে বধ্যভূমি হ'তে,
রক্তমাখা—
শৃঙ্খলিত-করে করে আবাহন
ঐ লম্ব-গিরি শৃঙ্গ হ'তে।

লট্‌কা। প্রাণ প্রাণ, দয়া দয়া—

দিন। চা'স্ দয়া প্রেত-পিশাচের কাছে,
দিনকর ভুলেছে করুণা!

[লট্‌কাকে টানিয়া লইয়া বেগে প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বধ্যভূমি।

(পাহাড় সিংহ ও দুলাই)

পাহাড়। বড়ই আশ্চর্য্য খেয়াল
দেখি এ রাজার।

দুলাই। আশ্চর্য্য মনের গঠন তাঁহার,
হেন বিপরীত ভাব-সমাবেশ
নাহি দেখা যায় বহু জনে।
উচ্চ হ'তে উচ্চতর হইবার আশ,
বিদ্যা-বীরত্বের একত্র মিলন।
দুন্দুভি-নিনাদে, রণের হুঙ্কারে
উন্মাদ যে প্রাণ,
সেই প্রাণ গ'লে যায় পুনঃ,
বাণী—বীণা মধুর ঝঙ্কারে!
দেখিয়াছ রণক্ষেত্রে নির্ম্মম হৃদয়
ভ্রূকুটি-কুটিল ভয়ঙ্কর রূপ
বিপক্ষে বিনাশ কালে—
আবার দেখেছি আমি
সঙ্গীত-নায়ক বড় বড় কলাবতে,
রাগ-রাগিণী আলাপে
করিবারে পরাজয়;
মম মনে হয়, সে সময়
রণজয়-ধ্বনি হ'তে, শ্রোতার "বাহবা"
মিষ্টতর লাগে তার কানে।

পাহাড়। উপস্থিত ক্ষেত্রে
মিত্রতার অপূর্ব্ব আদর্শ,
হৃদয়ের বিচিত্র বিকাশ,
আকর্ষণ করিয়াছে তাঁরে;
চিরদিন বিশ্বাস রাজার—
শোণিত-মাংসের দেহে
স্বার্থের প্রভুত্ব বড়ই প্রবল!
অন্যের কারণে, বন্ধুত্বের প্রয়োজনে
স্বার্থ-বিসর্জ্জন—
মন তাঁর না করে প্রত্যয়।
বোধ হয়
এই জন্য অদ্যকার অদ্ভুত পরীক্ষা—
কিবা মনে হয়, আপনার,
দিনকর আসিবে কি ফিরে?

দুলাই। শোণিতের সনে,
জীব-মনে জন্মে সংস্কার

রক্ষিতে আপন প্রাণ।
দূরে থাক জীবগণ-কথা,
বাক্য-বুদ্ধিহীন তরুগুল্মলতা
রক্ষিবারে জানে নিজ উদ্ভিদ্-জীবন!
দেখ লজ্জাবতী-লতা, হয় সঙ্কুচিতা
অঙ্গুলি হেলালে কাছে,
দেখ সদ্যোজাত ছাগ-শিশু
জানে না সে মরণের সাংঘাতিক ফল;
লয়ে গেলে নদীজলে তায়,
কাঁপিবে সে থর থর, চাবে পলাইতে।
প্রাণ সনে দিয়াছেন বিধি
প্রাণের এ মায়া;
যত দিন রয় কায়া, এ মায়া না যায়!
তাই ভাবি অসম্ভব,
"দিনকর ফিরিবে আবার।"

পাহাড়। সত্য কভু না ফিরিবে সে!

দুলাই। বল কি?—বদ্ধপ্রাণ হয়েছে বিমুক্ত,
খসিয়াছে বন্দীর শৃঙ্খল,
স্বাধীনতা নিশ্বাস-প্রশ্বাসে,—
মুক্ত সমীরণ খেলিতেছে অঙ্গে
বহি পর্ব্বত-তরুর বাস,
অসীম জগৎ-উদ্যান প্রফুল্ল চৌদিকে,
জীবন মরণ নিজ স্বেচ্ছাধীন;
হেন অবস্থায়, বাতুল না হ'লে
কে দেয় বাড়ায়ে গলা জল্লাদের করে?

পাহাড়। কিন্তু তাই যদি হয়,
রাজার সকাশে আছে কি ক্ষমার আশা
পৃথ্বীধর-ভাগ্যে?

দুলাই। কিছুমাত্র না!
লয়ে এক মুহূর্ত্তের আয়ু,
জীবনের বায়ু,
নাহি দিবে সেবিতে তাহারে রাজা।
দেখে এই উন্মত্ত হৃদয়-বল,
গর্ব্বিত শিক্ষার ফল,
ক্রোধানল প্রজ্জলিত তাঁর;
দেখে এই উচ্চভাব, ভয়ের অভাব,
মনে মনে ভেবেছেন আপনারে হীন।
দেখেছ অদূরে ঐ গিরিশিরে,
কাতারে কাতারে কত দাঁড়ায়েছে লোক?

পাহাড়। উদ্‌গ্রীব নীরব সবে
উৎকণ্ঠা-আবেগে!
দেখিতে শুনিতে এই
অপূর্ব্ব ঘটনাপূর্ণ নাটকের শেষ,
দেখ—
ছাদে ছাদে উঠিয়াছে কত নরনারী;
হাজার হাজার চক্ষু
চেয়ে আছে পথপানে;
দণ্ডকাল আগে—
অতি দূরে উঠেছিল কোলাহল,
সাগরের জল যথা চঞ্চল তরঙ্গে!
কিন্তু সময় হতেছে শেষ,
পরিশেষ—
দেখিবার আশে রব-হীন স্থির সবে;
যেন ত্রিযামায় নগর ঘুমায়।

আশা। (নেপথ্যে) কার সাধ্য কে বারে
আমায়?
যদি মৃত্যু হয় তাঁর,
স্বচক্ষে দেখিব আমি,
তার পর চিতায় যাইব সাথে।

(আশাবতী ও অরুন্ধতীর প্রবেশ)

অরু। মা আমার—মা আমার, কি কর?

আশা। আর না—
আর না শুনিব সান্ত্বনা তোমার;
মমতার স্বরে আর নাহি প্রয়োজন!
শুনিব কেবল—
শ্মশানেতে প্রেতের চীৎকার।

অরু। ও মা আশাবতী, ঘরে চল, লজ্জাসরম সব গেল, বড়ঘরের মেয়ে তুই, এখানে আসতে আছে বাছা?

আশা। আমা হেন অভাগীর তরে
কোন্ স্থান আছে আর শ্মশান সমান!
আমি পত্নী তাঁর,
পত্নী ধর্ম্মের সমক্ষে;
বহুদিন হ'তে হৃদি-পুষ্পহার
হইয়াছে বিনিময়;
পত্নী—পত্নী
বাকি শুধু সংস্কৃতে উচ্চারিতে
শাস্ত্রের শপথ গোটাকত,
দুজনার কেহ কিছু না বুঝিব;
পতি-পত্নী প্রাণে প্রাণে মোরা;
জীবনে মরণে স্থান মম তাঁর পাশে!
ঐ—ঐ—ঐ বধ্য-মঞ্চ—
ভয়ঙ্কর বাসর আমার!
ঐ—ঐ ঝুলিছে কৃপাণ!
দীনবন্ধু—দীনবন্ধু!

অরু। ও মা, তুই, কি করিস ? ঘরের ছেলে ঘরে আয় মা! ও বাবা দুলাই রায়, তুমি তো আমার ঘরের ছেলে, একটু উপকার কর বাবা। আমার দুঃখিনী মেয়েকে ধ'রে ঘরে পাঠিয়ে দে বাবা। আমি দেখি কোথায় রাজা; তাঁর পায়ে ধ'রে পৃথ্বীর প্রাণ ভিক্ষা নেব।

[প্রস্থান।

আশা। দিও নাক বাধা,
ভয়ঙ্কর আনন্দে আমার
ক'রো না ব্যাঘাত;
প্রাণ ভরে—প্রাণ ভরে যতক্ষণ পারে,
দেখিবে উন্মাদ প্রাণ বারেক সে মুখ!
শেষ দেখা লেখা ছিল ভীষণ মশানে!
কারে জান ? তারে—তারে—
যারে বরবেশে দেখেছি প্রভাতে,
যারে ভেবেছিনু দেখাব বাসরে,
কৌমার-সরমের সুধামাখা সমাদর।
যারে, এবে দিয়ে লজ্জা বিসর্জ্জন,
আসিয়াছি শেষ দেখা দিতে
বিপরীত স্থলে,—
ধরণীর যমালয় নৃশংস মশানে।
আর লজ্জা নাই—নাহি আর ভয়,
আছে শুধু ভালবাসা—
জ্বলন্ত আগুনে একসঙ্গে জ্ব'লে,
হবে ভস্মরাশি!

(ছদ্মবেশে দণ্ডার ও গ্রহাচার্য্যের প্রবেশ)

এই যে তুমি!
তুমিই প্রথমে মোরে দেছ কুসংবাদ,
তোমারি কথায়
হৃদয়ের উত্তপ্ত শোণিত
হয়েছে তুষার-জল।
ঠিক বলেছিলে তুমি
"ফিরিবে না দিনকর!"
ওহো কপালে আমার
মিত্র হ'ল স্বার্থপর, প্রতারক রাজা!

দণ্ডার। শুন আশাবতি,
মিথ্যাকথা বলেছি তোমায়।

আশা। কি?

দণ্ডার। কোন নিগূঢ় কারণে,
উপকথা করিয়ে রচনা
গিয়েছিনু তব পাশে।

আশা। কি কারণ?—
জিজ্ঞাসায় নাহি প্রয়োজন
এবে ইচ্ছা ক'রে নির্দ্দয় হৃদয়ে
কেন, হেন মিথ্যা কথা র'চে,
করেছিলে প্রাণে মোর কশাঘাত?
কি হবে জিজ্ঞাসি আর!
কিন্তু বালিকার মাথা খাও
একবার কহ সত্য কথা,
অভ্যাসের দোষে রসনা তোমার,
যদি না অশক্ত হয় সত্য উচ্চারণে;
দাও সত্য প্রশ্নের উত্তর,
আছে কি গো আশা?
পারে কি গো দিনকর ফিরিতে এখনো।

দণ্ডার। পারে—যদি থাকে মন,
আসা বা না আসা
সম্পূর্ণ নির্ভর ইচ্ছায় তাহার;
এখনও স্বাধীন সে সমীরণ সম।

আশা। রাখে নাই সৈন্য তবে দণ্ডার রাজন
রোধিবারে পথ?

দণ্ডার। না না, সত্য কথা।

আশা। যে হও সে হও তুমি,
এই একটি কথার তরে
দেবতার আশীর্ব্বাদ—
বর্ষুক তোমার 'পরে;
হও সুখী পুত্রপরিবার সনে।
আহা! এই ক্ষীণ আশার কিরণ
নবীন জীবন দিতেছে আমায়!
নবীন আলোক দেখি গো নয়নে।
অবিরোধে দিনকর পারে ফিরিবারে।
কিন্তু—কিন্তু—ওহো ভগবান্,
এখানে যে কাল—
করাল বদন করিয়ে ব্যাদান
এসেছে শিয়রে!
ওহো দুয়ারে দাঁড়ায়ে যম!
কতক্ষণ আছে গো সময়?

দণ্ডার। সুধাও এ গ্রহাচার্য্যে—

আশা। হে আচার্য্য—

গ্রহ। চৈত্তিরির আজ ন'টি হীন।
সমান সমান নিশিদিন॥
ছটি কলা দিয়ে বাদ।
আকাশেতে উঠবে চাঁদ॥
ত্রিশ দণ্ড শূন্য পল।
রবি যাবে অস্তাচল॥

বাকী সিকি দণ্ড ছ'বিপল।
আস্‌তে আঁধার ধরাতল॥

আশা। এই—এই—এইমাত্র
আছে গো সময়!
ওহো! জ্যোতির্ম্ময় আলোক-আধার—
জগৎজীবন দিনকর!
"লগ্নে" দানিতে প্রাণ
বীরের কবলে আছিলে আবদ্ধ তুমি;
দুর্ব্বলা অবলা—বাহুতে নাহিক বল,
আছে মাত্র ভক্তিবল প্রাণে,
করুণা-নয়নে দেখ চেয়ে দাসীপানে।
পতির প্রাণের হইয়ে প্রয়াসী,
শ্মশানে সন্তাপে ডাকিছে, তোমায় সে।
হে পিতা সবিতা! তনয়া হয়েছে ভীতা
বিবাহের আগে বৈধব্য শঙ্কায়,
রক্ষা কর তারে!
যাও মন্থর-গমনে
পশ্চিম-গগনে তব;
হে তিমির! ডুবাও না অনন্ত তিমিরে,
এক সাথে গাঁথা যুগল জীবন;
এস যদি সন্ধ্যাদেবী খুলে কাল কেশ,
জীবনের অভিনয় হবে মম শেষ।

দণ্ডার। দেখ সময় পলায়,
ঐ ঘটিকায় বালু ঝ'রে যায়,
তথাপি না আসে ফিরে দিনকর রায়;
শুন শোকাকুলা বালা,
পলে পলে পল
তব আশা-তরুতলে করিছে আঘাত,
ক্ষীণ রবিকর, উঁকি মারে রাত।

আশা। ওগো গ্রহবিপ্রবর!
ভূত ভবিষ্যৎ গোচর তোমার,
বল খুলে তব জ্যোতিষের বলে
কত দূরে দিনকর?
আছে কি আশার আশা?

গ্রহ। আটকা আছে ছ'পা ব'লে,
চার পা পেলে আস্‌বে চ'লে;
দোরে এসে খাড়া ছ'পা,
বেঁচে যাবে খাঁড়ার ঘা।

আশা। এ কি প্রহেলিকা ভাষার তোমার,
বুঝিতে না পারি কিছু।

গ্রহ। এসেছে যা মনে,
বল্লুম তা গ'ণে।
দাদার কড়ি দিদিকে দিস্‌,
মধু ঢাল্‌তে ঢেলেছে বিষ;
বাঁচতে বলে কানে কানে,
আপনি মরে মর্‌তে টানে;
বিষম গণ্ডী খণ্ডালে কি
হ'তে চাবি রাজার ঝি।

আশা। বুঝিলাম তুমি বচনের সার,
তোমা হ'তে উপকার
হবে না আমার কিছু;
সত্যের নিশান তুমি হে তপন।
জানে জগজন
প্রভাকর সত্যের আকার,
তব পবিত্র বিশ্বাসে
আজি যদি হয় সত্য নাশ,
যাও চির-রাহুগ্রাসে;
আকাশে প্রকাশ—
কভু নাহি আর তুমি হও হে ভাস্কর।
অনন্ত আঁধারে ঘেরুক অবনী,
পাপ পুণ্য যাক্ রসাতলে,
মানব-সমাজ হইয়ে তস্কর
পরস্পরে করুক বিনাশ!
যদি দিনকর—
স্বার্থে ভুলি পদতলে দলে এ বিশ্বাসে,
পৃথ্বীরে আমার—
হেলায় ফেলায় কালের কবলে,
যদি ধর্ম্ম!—ওহো! শৃঙ্খলের ঝিঞ্জন
পশিতেছে কানে মম,
কারাগার খুলেছে দুয়ার,
আর এক দুয়ারের ধারে
আনিছে পতিরে মোর!

(কারাগার উন্মোচন ও বন্দিভাবে
পৃথ্বীর প্রবেশ)

আশা। পৃথ্বীধর—পৃথ্বীধর—
ওহো এই কি হে বরবেশ!

পৃথ্বী। আহা আশাবতী এসেছ এখানে?
মমতা-মাখান প্রাণ বালিকা আমার,
প্রণয়ের আদর্শ-প্রতিমা;
যুপের সম্মুখে প্রথমে তোমার
নয়নে নয়ন মিলেছে আমার,
চিতায় বিদায় সব শেষ লবে তুমি।
দুঃখের ধরায় ঘটনা-নিচয়,
কেমনেতে হায় হয় বিপর্য্যয়!
কোথা আজি হবে মম পরিণয়,

কিন্তু আশাবতী তব সুখের আশায়,
হেন কাল-পরিণাম
কভু ভাবি নাই আমি।
ভেবেছিনু আজি নিশা আরামে ঘুমাব
তব সুকোমল বক্ষঃস্থল
করি উপাধান,
নহে করি আলিঙ্গন
রসহীন-দারু-জ্বালাময় হুতাশন।
ভেবেছিনু ভাষাহীন;
প্রণয়-সঙ্গীত তব,
অলক্ষ্যে বাজিবে বক্ষে সুমধুর তাল,
সেই তালে হইয়ে বিভোর—
ঘুমঘোর ঘেরিবে আমায়,
স্বপনের নন্দন-কাননে
তোরে লয়ে ভ্রমিব সোহাগে;
কিন্তু ফুরাইল সব,
ধূম্রাকার অন্ধকার দেখিছে নয়ন!
জীবনের আগে
ফুরায়েছে জীবন-স্বপন!

আশা। ধৈর্য্য ধর প্রিয়তম!
এখনো আছে গো আশা,
ফিরিবারে পারে দিনকর।

পৃথ্বী। না—না—আশাবতি,
মুছে ফেল আশা।
নাহিক স্মরণ ওই বৃদ্ধের বচন?
নাহি জানি কবে কিবা করেছি রাজার,
সঙ্কল্প তাঁহার, সুখের-বাজারে
আগুন লাগাতে মোর।
নগর-দুয়ারে
মিত্রবরে না দিবেন করিতে প্রবেশ।

আশা। শুক্র-শ্মশ্রু এই বৃদ্ধ দুষ্ট মূর্দ্ধা হ'তে
সেই গল্প করেছে কল্পনা,
নিজমুখে করেছে স্বীকার
মিথ্যা সে রটনা;
হউক রাজার জয়
কেহ নাহি দিবে বাধা।
ঋণ পরিশোধ সাধ
থাকে যদি সখার তোমার,
কণামাত্র ধর্ম্মজ্ঞান মনে যদি থাকে,
অনায়াসে আসিতে সে পারে
পবিত্র এ বন্ধুত্বের রাখিতে সম্মান।

পৃথ্বী। আসিতে সে পারে?
এখন (ও) সম্ভব!—এ কি কথা!
বল—বল আশা কি সম্ভব?
ওহো জীবন-আশা! জীবন-আশা!
ওরে প্রাণ এ কি এ কঠিন মায়া!
কায়া সনে কত তোর প্রেম!
অগ্রসর যতই শমন,
ততই সজোরে—ততই আবেগে
কর এই রক্তমাংসে দৃঢ় আলিঙ্গন।

আশা। যে তুরঙ্গে করি আরোহণ
আসিছেন সখা তব,
দৈববলে হোক বলী পদ তার,
স্রোতস্বতী-গতি বিজলীর জ্যোতিঃ,
ঝঞ্ঝাঝড়বেগ করি অতিক্রম
আসুক সে পক্ষিরাজ,
কাজ নাই মাতা বসুমতী
কঠিনতা তব মৃত্তিকায়
রোদন আমার গলিয়ে সলিল হয়ে,
স্রোতে ভাসাইয়ে
দ্রুত আসুক ঘোটকে হেথা।

পৃথ্বী। দেখ অস্তগামী-তপন-আভায়
আকাশ ধরায় মিলেছে যেখানে,
হইয়াছে সুপ্রকাশ;
যত দূর দৃষ্টি যায়, কেহ আসিবার—
কোন চিহ্ন নাহি দেখা যায়;
কি জানি যদ্যপি?—
না—না—কভু নাহি সম্ভব তাহার!—
সে কি পারে হেন কার্য্য করিবারে?
যদি পড়িয়ে মায়ায়—
না—না—অসম্ভব! অতিশয় অসম্ভব!

আশা। অসম্ভব!—
ঘোর মিথ্যাবাদী সখা তব;
বিশ্বাসঘাতক—
নরহন্তা—মিত্রঘাতী—হত্যাকারী তব,
নীচের অধম নীচ প্রতারক,
রক্ষিতেছে ঘৃণিত জীবন আপনার
সত্য—ধর্ম্ম—বিশ্বাস—মিত্রতার প্রেম
একসঙ্গে দিয়ে বলি;
কলঙ্কিত কলুষ-পূরিত প্রাণ!
আর একবার—শেষবার
হে ভাস্কর সাধিব তোমায়;
জগতের চক্ষু থাক উন্মীলিত,
ক্ষণেকের তরে, মেঘমালা সম
এই তরঙ্গিত পর্ব্বত-শিখরে
কর অবস্থান।

উজ্জ্বল আলোকে
ইহলোক হ'তে নাথেরে আমার,
মিত্রতার স্বার্থশূন্য সত্য অপরাধে
কেহ না করিবে হত্যা;
থাকিতে তোমার কর,
কারু না উঠিবে কর।
দণ্ড দিতে ভণ্ড-প্রাণ-ত্রাণকারী জনে।
হায়—হায়
কেহ না শুনিছে উন্মাদ রোদন মোর!
নিপাতন তরে,
ওগো আনে টেনে প্রাণধনে মোর!
পৃথ্বীধর! প্রিয়তম পৃথ্বীধর—

পৃথ্বী। ওহো ভয়ে দীন সৈন্য আমি!
রণক্ষেত্রে—
জীবনযাপন করিয়াছি চিরদিন
হাসিতে হাসিতে
পারিতাম হেলায় মরিতে,
উপেক্ষিয়া দণ্ডারের পৈশাচ গরব;
কিন্তু বেদনা বাজিছে প্রাণে,—
উদয় যখন মনে
নবীন জীবন আমার,
না পরিতে প্রণয়ের সুখ-হেমহার,
হইছে আধার ছিন্ন,
অভিন্ন-হৃদয়
বান্ধবের স্বার্থপরতায়!
আমার মরণ সনে
সেই সুহৃদের কলঙ্ক রহিবে গাঁথা,
ভেবে প্রাণে লাগে ব্যথা!
ফুটিতে ফুটিতে, হায় হৃদয়-কলিকা
হইল দলিত,
ঝ'রে গেল সুশ্যামল পাতা
অবিশ্বাসে তার,
প্রাণ হ'তে শতগুণ
করিতাম বিশ্বাস যাহারে।
না—না কেন এ কুচিন্তা?
দিনকর—দিনকর
সহোদর-অধিক আমার;
ছদ্মবেশে এ সংশয়
এসেছিল চুরি ক'রে;
ধিক্ ধিক্ ধিক্ এ সন্দিগ্ধ মনে।
হবে আজিকার এ ঘটনা,
অবোধ রহস্যময় লীলা বিধাতার!
আছে—
স্নেহময় পুত্র, প্রাণের বনিতা তাঁর,
পালিতে তাদের সখা বিনা নাহি কেহ,
কে জানে তাদের মঙ্গল কারণ
কিবা দিয়ে বাধা,
অনিচ্ছায় রেখেছেন বেঁধে বিধি।
সখারে আমার,
বন্ধন-বিহীন মম প্রাণ
নিতে বিনিময়ে।
দিনকর পৃথ্বীধর দুজনার মাঝে
কার প্রাণ সমধিক মূল্যবান্?
ছি ছি সখা সনে আমার তুলনা?
কমলের সনে শ্যাকুলের ফুল?

পাহাড়। চ'লে এস পৃথ্বীধর।

আশা। না—না—
কেন?—কেন কেন গো এখনি?
এখনো সময় আছে;
দেখ দেখ অস্তাচলে
কিরণের রেখা এখন ত দেখা যায়।
বিপ্রবর, বিপ্রবর!
কিছু কি—কিছু কি নাহক সময়?

গ্রহ। উল্টে পাল্টে জুটিবার,
ঝ'রে যাবে বালির ধার।
আসতে হয় আসবে সে,
পা ক'টা ত পেয়েছে।

আশা। কেবল হিঁয়ালী-মাখান কথা,
মনোব্যথা কেহ নাহি বুঝে মোর!

পাহাড়। যে কাঁদে তোমার তরে
বল তারে বিদায়-বচন,
জানাও জীবনের শেষ আকিঞ্চন।
অস্তগামী তপনের পানে
একবার শেষ চেয়ে লও;
না কর বিলম্ব আর—
লম্বমান খড়্গ শিরে, এসেছে সময়।

পৃথ্বী। এস, কাছে এস—এস বক্ষের পঞ্জর;
এক কথা গুণবতী, আশাবতী—
প্রণয়ের ডোরে বেঁধেছি রে যারে
শেষ অনুরোধ তার,—
সখার আমার
যদি কভু পাও হে সাক্ষাৎ,
সম্পাত তাহারে কখন না দিবে;
দৈবের নির্ব্বন্ধে ঘটিল যা ছিল ভালে।
মন্দ ক'রে মন্দ তুমি নাহি বোলো তায়,
অভাগা ভাবিয়ে শান্ত ক'রো তাঁরে।

হৃদয়বাসিনি আদরিণি মোর !
নয়নে নয়ন জীবনে জীবন,
এ প্রাণের কোটিগুণ ধন,
শেষ ইচ্ছা—শেষ আশা—শেষ ভিক্ষা—
প্রেয়সী তোমার পাশে,
ভুল না ভুল না, রেখ লো স্মরণ !

আশা। চুপ চুপ !
ওই—ওই—কি যেন—কি যেন
দাঁড়াও একটু স'রে—

পৃথ্বী। ছিল হৃদয়ে আমার,
ফুরাইল হায় !
দীনবন্ধু লও কোলে,
এই ব্যাকুলিতা বালায় আমার।
তুমি বন্ধু বন্ধু-বিহীনের,
শান্ত ক'রো কামিনীর প্রাণ,
বড় শান্ত শান্তকারিণী আমার।

আশা। আমি দেখ্‌ছি—দেখ্‌তে পাচ্ছি—
যেন—যেন—

পাহাড়। লয়ে যাও কেহ এরে
বধ্যমঞ্চ হ'তে দূরে।

(অরুন্ধতীর প্রবেশ)

অরু। কোথা গেল রাজা ? আমি পায়ে ধ'র্‌ব ব'লে খুঁজে বেড়াচ্ছি, এই যে—এই যে,—
ও মা আশাবতী এখনও এখানে,
ঘরে যাবিনি কি বাছা মোর ?

পৃথ্বী। জননী এসেছ ? বিদায় আমার ;
ল'য়ে যাও তনয়ায় তব,
থাম আর একবার,
বিদায় দয়িতা মোর !
মলিন অধর তব—
দিতে বিদায়-চুম্বন,
অধর আমার কাঁপে ঘন ঘন।
বিদায়—বিদায়
বাল্যখেলা-সাথী প্রেয়সী আমার !
কোথায় ঘাতক, হয়েছি প্রস্তুত।

আশা। এখনো—এখনো, করহ অপেক্ষা ;—
গ্রহাচার্য্য তব ঘটিকায়
আছে বাকী কয় পল হ'তে অবসান ?
ঐ দেখ ; দূরে—অতি দূরে—
আছে কার তীক্ষ্ণচক্ষু কর বিলোকন,
গোধূলি-ধূসরে আঁখির আসারে।
দৃষ্টি নাহি চলিছে আমার।
ওহো কারু কি নয়ন নাহি !
তবু মম আঁখি দেখিতেছে দূরে,
বহু দূরে—চক্রসীমা-পারে
হাঁ হাঁ—ঐ আসে—কি যেন আসিছে—
আঁধারে চলিয়া আসে,
তবু যেন আছে গো আকার ;
কিছু নয়, কিছু নয়—তবু যেন
আঁধারে আঁধার যেন আঁধারের ছায়া।

পৃথ্বী। হৃদয়ের মধু ধরায় আঁধার মোর !

তুলাই। হে নায়ক, কি করে ঘাতক ?
স্বকার্য্য-সাধনে কেন এ বিলম্ব ?
(নায়ক ও ঘাতক অগ্রসর হওন)

আশা। রহিলাম ধ'রে,
না ছাড়িব পতিরে আমার ;
ডাক্ রে রাজায় তব।
কেহ কর সপ্রমাণ,
অদূরে যে ছায়া আমি দেখি বিদ্যমান,
নহে সে আমার আশার আশা ?
কেহ আসে—কেহ আসে—
আশায় আমার দিবে যদি বলিদান,
এই আলিঙ্গনে রাখিব বেড়িয়া সাথে,
দেখি কেবা কাড়ি লয় ?

তুলাই। সজোরে বিচ্ছিন্ন কর,
অরুন্ধতী লয়ে যাও কন্যারে তোমার।

অরু। ওরে একবার ব'লে দে রাজা কোথায় ? রাজবাটীতে তো তাঁকে খুঁজে পেলুম না। একবার দেখা পেলে আমি তাঁর পাদুটি জড়িয়ে ধ'রে চোখের জলে ধুইয়ে দি।

তুলাই। রাজার বিচার যা হবার তাই হবে,
কান্নার সময় নহে,—
কাঁদিলে ত কিছু নাহি হবে।
লয়ে যাও।

আশা। ওগো দূর ক'রে দিও না আমায়।
ওহো পৃথ্বীধর প্রাণেশ্বর !—
প্রণয়-তরুর শাখা
বাহুদুটি কোথায় তোমার ?—
করহ বিস্তার রাখ মোরে।
ওই দেখ আসে—
এখন ত দূরে—তবু কি জানি কে আসে !
ওরে রে বর্ব্বরদল
মর্ম্মর-পাথর হ'তে কঠিন অন্তর,
ওরে নরঘাতী মনুষ্য-পিশাচ,
মুহূর্ত্ত—মুহূর্ত্ত—মুহূর্ত্তের তরে

কর না অপেক্ষা,
এক নিশ্বাসের দেহ অবকাশ ;
আসে—আসে—মা ভবানী ! (মূর্চ্ছা)
দণ্ডায়। সসম্মানে লয়ে যাও বালিকারে,
করহ চৈতন্য-সম্পাদন অন্য স্থানে।
পৃথ্বী। ওরে রে ঘাতক !
তোমার কুঠার-ধারে নাহি হেন ধার,
তীক্ষ্ণধার বাজিবে যা গলাতে আমার
মর্ম্মঘাতী বিদায়ের আঘাত হইতে !
আয় আয়—শীঘ্র শীঘ্র কেটে ফেল মোরে ;
সখা দিনকর,
বাল্যের বান্ধব আমার,
চিতা'পরে ফেল দুটি অশ্রুধার।
(নেপথ্যে কোলাহল)
(কে আসে—কে আসে ?) এল—এল।
জগদীশ জগদীশ !
পর্ব্বত প্রস্তর চরণে করিয়া ভগ্ন
তুরঙ্গ আসিছে বেগে ;
আছে—আছে যে আরোহী,
আছে ধ'রে ঘোটকের গলা ;
নহে দুর্দ্দম এ বেগে
যেতো পড়ে গড়াইয়ে।
নাগরিকগণ
গিরিশৃঙ্গ'পরে উড়াইছে উত্তরীয়,
অশ্বারোহী
দিতেছে উত্তর আপন উত্তরী মেলি।
কিন্তু তবু চিনিতে না চিনিতে পারি,
সবেগ-গমনে
অশ্ববক্ষ স্পর্শিছে ভূতলে।
(নেপথ্যে পুনঃ কোলাহল)
(সেই—সেই—এসেছে—এসেছে।)
কেবা ঐ অশ্বারোহী ?
কার আগমনে উঠে উল্লাসের ধ্বনি !
তাই কি ? না—না—তবু অসম্ভব নয়,
এই যে—এই যে,
এই দেখি—দেখি—দেখি
লুকাইল তুঙ্গের আড়ালে।
হারে রে জীবন আর কেন আশা তোর !
না না, যেন নাহি আসে দিনকর ;
আছে বিবাহিতা বনিতা তাহার,
আছে পুত্র প্রাণের পুতুলি,
ভগবান্ সে যেন না আসে,
যায় যাক্ মম প্রাণ।

দিনকর। (নেপথ্যে)
কোথায়। কোথায়। আছে কি।

(দিনকর অতি বেগে প্রবেশ করিয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মানপূর্ব্বক নিরীক্ষণ)

ওহো বেঁচে আছে, বেঁচে আছে,
গলে নাহি খড়্গ-রেখা !
হাঃ হাঃ হাঃ।
(বাতুলের ন্যায় হাস্য ও পতন)
পৃথ্বী। ভগবান্,
(দিনকরকে ক্রোড়ে লইয়া)
উঠ ভাই মোর, উঠ ধার্ম্মিক সুজন,
মেল মিত্র পবিত্র নয়ন তব।
ওহো মূর্চ্ছাগত হায় !
ঘর্ম্মধারা ঝরিছে ললাটে,
ভিজেছে বসন,
কালিমা পড়েছে মুখে,
অতি বেগে আগমনে
ঘন গুরুশ্বাস তরঙ্গ তুলিছে বুকে।
ভাই ভাই দিনকর !
হৃদয়ের সহোদর !
ডাকে তব পৃথ্বীধর,
না দিবে উত্তর তারে ?
কহিবে না প্রবোধ-বচন ?
দিন। এঁ্যা—কোথায় আমি !
প'ড়ে গেছি অশ্ব হ'তে
পতন-আঘাতে হয়েছিল সংজ্ঞা লোপ।
ভার—বড় ভার, তুলিতে না পারি মাথা ;
কি হ'ল কি হ'ল আমার।
দেখেছি ভীষণ স্বপ্ন,
সব বিশৃঙ্খল—সব ভয়ানক ;
কি যেন কি হ'ল, ছিল কোথা গেল,
কারে করিলাম হত্যা কেবা হত হ'ল ;
এখনো এখনো দেখি ঐ মরে—ঐ মরে
কে ধ'রে রেখেছে মোরে,
দয়া কর, দাও ছেড়ে,
রেখ না রেখ না ধ'রে,
ওহো সে মরে সে মরে !
পৃথ্বীধর সখা মোর,
আরে রে দুর্ব্ব ত্তদল দিবি নাক ছেড়ে ?
দেখিবি এ ভুজযুগে
আছে উন্মাদের বল !
এ কি ! কে এ ! তুমি ! তুমি

কথা কও,
কথা কও, শুনি তব কণ্ঠস্বর।
পৃথ্বী। সখা—সখা—ভাই—ভাই!
দিন। সেই স্বর—সেই স্বর
শুনিয়াছি পশেছে হৃদয়ে,
ওহো উঠিয়াছে কম্পন করিয়ে শির।
বুঝিয়াছি ঐ বধ্যমঞ্চ,
ওই রক্তমাখা যূপ,
ওই ঝুলিছে কুঠার,
কালরূপী ঘাতক দাঁড়ায়ে ওই;
আর সে আমার এখনো রয়েছে,
কে নে যাবে?
এই ধরিলাম বুকে চেপে,
রাখিব অন্তরে পূরে।
পৃথ্বী। দিনকর, দিনকর, সখা!
দিন। হাঃ হাঃ হাঃ (হাস্য)
চুপ চুপ—
ওরে আমায় হাসতে দে;
মুখে নাহি সরে ভাষ,
খালি হাসি—হাসি,
পাগল হয়েছি আমি!
আয় আয় পূরিত পৌরুষে
পবিত্র হৃদয়ে তোর
ধরি চেপে হৃদয় আমার,
রেখেছি পবিত্র তাহা,
ভয় নাই
এ মিলনে ছোঁবে না কলঙ্ক তোরে;
আছে ধর্ম্ম, আছে মান।
পৃথ্বী। কেন নাহি মরণে আমার
রহিল না এ হেন বন্ধুর প্রাণ!
দিন। পৃথ্বীধর—কেমন?
হইয়াছি উপস্থিত ঠিক সন্ধিকালে—
যেন চুলে ধ'রে ফিরাইতে কালে;
সত্য—সত্য ভগবান্!
যদি আসিতাম দুই দণ্ড আগে,
নাহি হ'ত অনুভব
উৎকট আনন্দের
এই তীব্রতর জ্বালা।
ওহো কি বিজয়—কি বিজয়,
দণ্ডারের কিবা পরাজয়
না পারিবে সখারে বধিতে!
কিন্তু সত্য বল মিত্র মোরে,
সন্দেহ কি হয়েছিল আমার উপর?

হ্যাঁ—হ্যাঁ—হয়েছিল,
বল বল, কিছু না করিব মনে।
পৃথ্বী। একবার
মুহূর্ত্তের তরে মাত্র সখা।
দিন। উঃ, সেই বিশ্বাসঘাতক নফর,
পৃথ্বীধর,
নীচমতি ভীল রক্ষিতে আমার প্রাণ
ঘোটকে আমার করেছিল বধ।
করিতাম বিনাশ তাহায়;
কিন্তু
অকস্মাৎ দেখিনু অদূরে,
পথিক জনেক আসে
চাপি বেগবান্ অশ্বে;
হতাশে হতাশে হয়ে জ্ঞানহারা,
বিকট চীৎকারে
করিলাম আক্রমণ তারে,
উন্মত্তের ন্যায় করিনু হুকুম
ত্যজিতে পর্য্যাণ,
করিল সে অস্বীকার।
কিন্তু
স্বীকার বা অস্বীকার কে মানে তখন?
ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূল যথা ধরে ক্ষুদ্র পশু,
সেই মত লম্ফ দিয়ে
আঁকাড়িয়ে ধরিলাম কণ্ঠ চেপে;
এইরূপে পৃথ্বীধর ধরিয়া তাহায়
"দে ঘোড়া—দে ঘোড়া—ঘোড়া তোর"
করিনু চীৎকার।
দণ্ডার। (অগ্রসর হইয়া) দিনকর! দিনকর!
দিন। এই—এই আমি,
চেয়ে দেখ বধ্যমঞ্চপানে,
দেখ—দেখ না আমায়,
সদর্পে দাঁড়ায়ে আছি নিজ সিংহাসনে।
দেখিতেছ ঐ উচ্চগিরিশৃঙ্গ,
রঞ্জিত হয়েছে যাহা
অস্তগামী তপনের রাগে,
ও হ'তে উজ্জ্বল সিংহাসন মোর।
ওহে গিরি দেখিতেছ আমার গৌরব?
যাইতেছি যম জয় করিবারে,
রক্তবস্ত্রে সাজাইয়া অঙ্গ।
বেঁচে গেছে পৃথ্বীধর,
কি ভয় মরণে আর?
মরণ তো—
(নেপথ্যে কোলাহল)—জয় পৃথ্বীধর!

জয় দিনকর।
এ কি! ছাড়িয়ে বসতি
সারা মন্দাবতী আজ চড়েছে পাহাড়ে,
কোটি কর তুলে দেয় আমারে বিদায়!

(নেপথ্যে কোলাহল)

(জয় পৃথ্বীধর, জয় দিনকর, দোহাই রাজার,
দোহাই রাজার।)

দিন। কোটি কণ্ঠে মন্দাবতী করিছে চীৎকার।
নেপথ্যে। জয়—জয়—জয়।
দিন। শোন্ শোন্ কত জয় জয়!
কোথায় দণ্ডার?
ধরিয়াছ রাজদণ্ড মুকুট মাথায়,
কিন্তু কবে—
কোন্ দিন জীবনে তোমায়
হেন জয়োল্লাস শুনিয়াছ কানে?
কবে এত হৃদি, এত কর,
করিয়াছে আশিস্ তোমায়?
পৃথ্বী। সখা সখা, কর মতি স্থির,
নাহি হও জ্ঞানহারা এ হেন সময়।
নেপথ্যে। জয়—জয়—জয়।
দিন। শুন আবার—আবার।
অধিত্যকায় উপত্যকায়
হয় প্রতিধ্বনি,
সাগর-কল্লোল দিয়ে কোলাহলে যোগ
কাঁপাইছে বসুমতী।
বল মোরে বল, স্বদেশ-বিদ্বেষী—
মাতৃদ্রোহী ক্রীতদাসদল,
বল, যারে মাতৃভুমি করেছ বিক্রয়
কোথা সেই দুর্দ্দান্ত রাজন্?
দেখিব তাহারে,
কেন—কি কারণ আসে নাই হেথা?
কোথায় তোদের প্রভু?
দণ্ডারের কি হ'ল এখন?
দেখিবে না এসে মরণ আমার!
বড় সাধ
একবার হাসিব তাহারে দেখে,
তার পর—তার—হাঃ—হাঃ—হাঃ!

(দণ্ডারের অগ্রসর হওন ও ছদ্মবেশ পরিত্যাগ)

দিন ও পৃথ্বী। এ কি হ'ল!
দণ্ডার। আশ্চর্য্য হতেছ?—
ভাল, ধৈর্য্য ধর ক্ষণকাল,
শুনিব যা আছে বলিবার তোমাদের।
আগে বিশেষ আদেশ কিছু
দিতে হবে অনুচরগণে।
যাও শীঘ্র হে দুলাই,
বল গিয়ে রাজভাটগণে
ত্বরিতে করিতে সবারে প্রচার,
উচ্চকণ্ঠে জানাইয়া নাগরিকগণে
পূর্ব্বে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে,
নগরের
এক প্রান্ত হ'তে অন্য প্রান্তশেষে
করুক ঘোষণা,—
"দণ্ডার—অত্যাচারী দুর্দ্দান্ত দণ্ডার"
যারে বলিছে সকলে,
অযাচিত হয়ে
স্বেচ্ছায় সে দিনকরে দানিল জীবন।
পৃথ্বী। সে কি—কি বল দণ্ডার?
বল বল পুনরায়।
দণ্ডার। সব ক্ষমা—সব ক্ষমা।
বিনা বাক্যে সব ক্ষমা!
পৃথ্বী। ভগবান ভগবান্, এ কি শুনি!
তুমি—তুমি—তুমি দিলে দিনকরে প্রাণ?
দণ্ডার। শুধু প্রাণ নয়—পূর্ণ স্বাধীনতা।
পৃথ্বী। মহাত্মা দণ্ডার,
হে আমার রাজরাজেশ্বর,
শুধু প্রাণ নয়—পূর্ণ-স্বাধীনতা!
ক'রে নতজানু চরণে তোমার,
খুলি হৃদয়ের সকল দুয়ার,
ঢালি শতধারে নয়ন-আসার,
কথঞ্চিৎ কৃতজ্ঞতা জানাই তোমায়;
তুমি রাজা বটে!
শুধু পদে নহে, মনে।
সখা—সখা দিনকর!
কেন হেন শরীর নিথর?
দণ্ডার। ধর্ম্ম! তুমি সর্ব্বশক্তিমান,
এ বিশ্ব-বিজয়-ক্ষমতা তোমার!
আজি হ'তে সেবক তোমার আমি
মর্ম্মে কর্ম্মে পূজিব তোমায়!
রাও দিনকর কি হয়েছে?
কেন হেন ভাব?
এস নেমে মৃত্যুর আবাস হ'তে,
সমাদরে মিলাইব
দুই আদর্শ-সুহৃদে।
পৃথ্বী। ওহো দিনকর ভাই!

দিন। পৃথ্বীধর এ মহান্-হৃদয় দণ্ডার।
না—না—হ'ল না—
কি বলিব?—কিছু না বলিতে পারি;
ধর পৃথ্বীধর, ধর মোরে,
না পারি বারিতে,
জলধারা নয়নে আপনি আসে।
ওহো হ'ল দণ্ডারের জয়—
আমারে কাঁদালে শেষে।

দণ্ডার। দিনকর! বিজয় তোমার,
জয়ী পৃথ্বীধর,
মানব-হৃদয়ে দেখায়েছ
অমরার শোভা।
এইজন্য নহে শুধু—
স্বার্থত্যাগ শিখিলাম তোমা দোঁহা দেখে,
বুঝিলাম, ধর্ম্ম-গৌরবের কাছে
অতি ছার রাজসিংহাসন।
হেয় কোটি মুকুটের মান!
সদাশয় মহাপ্রাণ
নাহি ভাব মন্দাবতী হেতু,
স্বদেশরক্ষার হেতু
দৃঢ়মন এক জন,
প্রধানের বড় প্রয়োজন।
সভাতলে হইলে বিতণ্ডা
রাজদণ্ড দেখায়ে সে করিবে বারণ।
নামমাত্র রব আমি রাজা,
হৃদয়ের রক্ত দিয়ে সেবিব স্বদেশে,
অসি হাতে হ'লে প্রয়োজন।
প্রজার কারণ নিত্য-কার্য্য নির্দ্ধারণ
পূর্ব্বের মতন করিবে সকলে;
দিনকর!
তুমি হবে আমার দক্ষিণ-কর;
এস দিনকর,
হও সুখী বন্ধুর সুখেতে।

দিন। রাজন, হারিয়াছি আমি,
দিনকরে করিয়াছ পরাজয়।

পৃথ্বী। আশ্চর্য্য চরিত্র!

(নেপথ্যে জয়ধ্বনি)

জয় মহারাজ দণ্ডারের জয়!

দণ্ডার। বল অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন!
আহা!—আহা! আবার ছুটিয়া আসে বালা,
সুকুমার মুখচাঁদ
কেঁদে কেঁদে হয়েছে মলিন।

(আশাবতীর প্রবেশ)

আশা। ও পৃথ্বীধর—ও আমার পৃথ্বীধর!

পৃথ্বী। আশাবতি, প্রিয়তমে!

আশা। নাথ—পতি—স্বামী—প্রাণেশ্বর!

পৃথ্বী। শুনেছ সকল?

আশা। শুনি নাই?
নগরেতে নাই অন্য রব,
আনন্দে নাচিছে সব—
খালি জয় জয়।
আদর্শ-বন্ধুত্ব,
হৃদয়ের প্রেম নূতন জীবন
দয়া ধর্ম্ম কৃতজ্ঞতা,
ওই কথা সকলের মুখে
রাজগুণ-গান সনে।
হে রাজন্ মহাত্মন্!
দিয়ে এক প্রাণদান
করিয়াছ বহু প্রাণ রক্ষা;
ক্ষুদ্রমতি দীনা হীনা প্রজা
করিতেছে নমস্কার, কর আশীর্ব্বাদ।

দিন। নিরাশ জীবন পুনঃ পেয়ে,
উঠেছিল
মস্তিষ্কে আমার প্রবল ঝটিকা,
অকস্মাৎ হয়ে আশ্চর্য্য অবাক,
বুঝি নাই
কত সুখের সাগর উঠিল উথলি,
ক্ষমিলেন যবে মোরে রাজা!
কিন্তু এবে আনন্দের স্রোত,
অতল গভীর দুকূল প্লাবন করি
ছুটিছে হৃদয়ে মোর।

(লটুকার প্রবেশ)

লটুকা। সর্দ্দার—সর্দ্দার—রাজা! মার মার, খুন কর মোকে, তখন পাহাড়েথে গিরাতে গিছিলি—হামি কাঁদিয়েছিলো, আর কাঁদবে না, ভেইয়া কাঁদে, মা কাঁদে, হামি তা দেখতে পারবে না, লিয়ে এসেছে মার, খুন কর মোকে, ঐ এসেছে তারা।

(হিরণ্ময়ী ও অংশুর প্রবেশ)

হিরণ। প্রাণনাথ! সত্য কি যা জনরব?
রাজা করেছেন ক্ষমা!
অভাগীর সীঁথির সিন্দুর
রয়ে গেছে ঘুচিতে ঘুচিতে!

দিন। যে রাখে সিন্দুর তোমার,
নমস্কার কর তাঁরে ;—
মন্দাবতী-রাজ উনি,
নহে শৌর্য্যে বা সম্পদে, হৃদয়-গৌরবে।
দিনকর আগে আর
কারু কাছে নোয়ায়নি শির।

হিরণ। পতি পাইলে জীবন,
কি হয় সতীর প্রাণ বুঝ কি রাজন্ ?
সেই প্রাণ—
হয় নত জীবন-দাতার পায়।

অংশু। বাবা, বাবা! তোমায় কে মেরে ফেল্‌ছিল না ? তা হ'লে না কি তুমি আর আস্‌তে না, কোলে নিতে না ? আমি তা হ'লে কার সঙ্গে ব'সে খেতুম ?

দিন। বাবা, বাবা, কোথা যাব আমি, এই যে, এস না কোলে।

লটুকা। রাজা, মার মার—হামায় খুন কর, এতো পাহাড় না ফেলিয়ে দিবি, ঐ একটা খাণ্ডা ঝুল্‌ছে, মার বুকে।

দিন। লটুকা! অংশু ছোট, তুমি আমার বড় ছেলে, বন্ধুর প্রাণের আশঙ্কায় উন্মত্ত হয়ে কি করেছিলুম, কিছু মনে ক'র না।

হিরণ। আশাবতী বোন্‌টি আমার,
তব পতিভক্তিগুণে,
নিঃস্বার্থ মহত্ত্বে তাঁর,
আজি রহিনু সধবা আমি।
দুঃখিনী ভগিনী তোর কিবা দিবে আর!
জীবনের পারিজাত অংশু মোর,
সেই অংশু আজি হ'তে তোর।
যাও বাবা মাসীমার কোলে।

আশা। বল মা—মিতে মা,
কোলে নিব তবে।

অংশু। মা—মা মীতে মা—

দিন। সত্য বটে সত্য বলিয়াছে শিশু,
সীতা সম সতী আশাবতী ;
কিন্তু হও কমলা সমান সুখী!

পৃথ্বী। দেখ আশাবতী অংশু হয়েছে তোমার।

দণ্ডার। অংশু আমার :—
জান দিনকর,
আছে একমাত্র শিশুকন্যা মোর ;
আগে যুদ্ধকার্য্য, রাজনীতি
শিখায়ে অংশুরে,
যথাকালে—
দিব পরিণয় কন্যা সনে মোর ;
মন্দাবতী-সিংহাসনে
ভবিষ্যতে পুত্র তব লইবে আসন।
আশাবতী, নাহিক জনক তব,
কিন্তু জান তো রাজা হয় সকলের পিতা,
সেই সম্বন্ধের বলে—
আজি আমি সম্প্রদান করিব তোমায়।
দিনকর, পৃথ্বীধর!
পৃথিবীর সার পুরস্কার
দিলে মোরে তুই জনে।
দেখে নিঃস্বার্থ মহত্ত্ব, আদর্শ-বন্ধুত্ব,
দেখে তোমাদের সত্যের আলোক
পারি যেন চলিবারে আমি—
পুষ্পময় পুণ্যপথে।

(সকলের জয়ধ্বনি)

সকলে। জয় মহারাজ দণ্ডারের জয়!
জয় ধর্ম্মের জয়!
জয় বন্ধুত্বের জয়

নাগরিকগণ।— গীত।

মরি মরি কে মুছালে কে মুছালে আঁখিধারা।
বিষাদ-পাথার মথি তুলিল সুধার ঝারা॥
নিয়ে পরের ব্যথা প্রাণটি পেতে,
আহা কে গেল রে সুখে মেতে,
রেখে প্রেমের মান, প্রেমিক-প্রাণ,
কে হ'ল রে আত্মহারা।
সুখ নাচিয়ে বেড়ায়,
সুখ লতায় পাতায়,
সুখসমীরণ বয়,
ধরা করে মাতুয়ারা।
সখা সখা সবে সুখী দ্বার খোলে কারা॥

———

যবনিকা-পতন

অমৃতলাল বসু প্রণীত

পঞ্চরং-এর পাত্র-পাত্রীগণ

পুরুষ

অবলাসিংহ ... ... পাহাড় দ্বীপের রাজা।
হরদমসিংহ ... ... প্রতিবেশী অন্য রাজ্যের অধিপতি।
প্রেমচাঁদ ... ... উজীর।
দৈত্য।
তিনকড়ি ... ... জেলে।
শম্বর ... ... কাফরি ভৃত্য।
পারিষদ্গণ।

স্ত্রী

তড়িতাসুন্দরী ... ... অবলাসিংহের রাণী (যাদুকরী)
সোনালী ... ... তড়িতার সখী।
অপ্সরাগণ, সখীগণ, মৎস্যকুমারী।

যাদুকরী

—:•:—

প্রস্তাবনা

চন্দ্রলোক

অপ্সর ও অপ্সরী।

(গীত)

অপ্সর।—

বোলো লালপরী,
বোলো লালপরী।
ক্যায়সে কোন্ খেলমে
আজু রাত্ত গুজারি॥

অপ্সরী।—

আরে ওস্তাদ হ্যায় তু,
তুসে হাম কেয়া বাতাই।
কোন এলেম না মালুম
তুমহে তুসে ক্যা ছিপাই।

অপ্সর।—

চাঁদ ছোড়্কে চল তব
দুনিয়া পর উতারি।
দুনিয়াক্যা দস্তর তুমহে
দেখায় মেরা পিয়ারা।
যাদুগীর হ্যায় ইঁহ...
এক পাহাড় টাপুকে রাণী।
চেলা বনায়া কালাদেও
কিয়া মেহেরবাণী॥
ছলা ছিনালী ভালা শিখা
হায় যোড়ি দেখা নেহি।
খসমকে চসম পর চালাওঁয়ে
গোলামসে আশনাই॥

অপ্সরী।—

দুনিয়াকা হাওয়া কড়া হ্যায়
হঁয়া ক্যায়সে যায়ুঙ্গি ম্যাঞ।
শ্বাস না বহতি, কাঁচোরি কসতি,
চমকৃতি আপ তাপ কি রোশনাই॥

অপ্সর।—

ডর ক্যা তেহারি পিয়ারী
যাঁহা হাম রহেঙ্গে জানি
ছাতিপর ছাতি মিলায়েঙ্গে
আঁখোপর আঁখি।
পঙ্খীসে উড়াদেওয়েঙ্গে
হরগুল্সে হাওয়া তেরি লিয়ে॥

উভয়ে।—

চলো দুনিয়া পর উড় চলো,
চলো দুনিয়া পর উড় চলো,
ও মেরি পিয়ারী, মেরি পিয়ারী,
মেরি জানকি পিয়ারী,
মেরি দিলকি পিয়ারী,
মেরি কলিজা কি পিয়ারী॥

——

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কক্ষ।

(রাজা অবলাসিংহ ও রাণী তড়িতার প্রবেশ)

অবলা। বলি প্রিয়ে!

তড়িতা। কি বল্ছো রাজা?

অবলা। বলি ও প্রিয়ে!

তড়িতা। ভাল জ্বালাতন করেছ, দিন নেই রাত নেই, হরঘড়ি প্রিয়ে প্রিয়ে প্রিয়ে।

অবলা। বলি প্রিয়ে, ওহে প্রিয়ে, প্রিয়ে হে।

তড়িতা। কি হুকুম?

অবলা। এই বুঝি উত্তর?

তড়িতা। উত্তর নয় তো কি।

অবলা। তা নয়—এই কি প্রেমের উত্তর?

তড়িতা। তোমার প্রেমের মতন আমার প্রেমে অত উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব্ব-পশ্চিম নেই।

অবলা। হে মনোমোহিনি, তা নয়, আমি অমন মিঠে কড়া রকম গলা কাঁপিয়ে প্রিয়ে ব'লে ডাকলুম, তোমাকেও একটু মিষ্টি সুরে ড্যালসা গোছের উত্তর দিতে হয়, বলতে হয় জীবনাধিক—

তড়িতা। তাই হোক, তোমার জীবনেই ধিক।

অবলা। আহাহা, ব্যাকরণটা বুঝলে না; জীবনা—ছিল—ধিক, জীবনাধিক; আচ্ছা, না হয় বল প্রাণেশ্বর।

তড়িতা। আমার প্রাণখানা কি দুধের কড়া যে, প্রেম-ঘুঁটের আঁচে তুমি তার উপর সর পড়ে আছ।

অবলা। মরি মরি জীবনময়ি! তুমি আমার দুধের কড়াই বটে; সময়কালে যদি আফিং খাই, তা' হলে তোমার ভরসাতেই ধরবো।

তড়িতা। মহারাজ! তুমি তো খুব রসিক।

অবলা। প্রিয়ে, তুমিও তো খুব বুদ্ধিমতী—ধাঁ চিনে ফেলেছ। আচ্ছা প্রিয়ে, তুমি সত্যি আমায় ভালবাস?

তড়িতা। তোমার আঁচটা কি?

অবলা। আমার আঁচনা যদি জিজ্ঞাসা কল্লে, তা হলে তুমি আমায় ভয়ঙ্কর ভালবাস, কেমন—না?

তড়িতা। ভয়ঙ্কর—ভয়ঙ্কর—খুব ভয়ঙ্কর।

অবলা। আচ্ছা, কতখানি ভালবাস?

তড়িতা। গজে মেপে দেখিনি, আন্দাজ চার হাত কি সতের পো হ'তে পারে।

অবলা। ঠিক ঠিক, তা কি জান, বাসতেই হবে, আমায় ভাল না বেসে থাকতেই পার না।

তড়িতা। কেন?

অবলা। এই যে তোমায় কত গহনা দিয়েছি।

তড়িতা। হ্যাঁ হ্যাঁ, তা বটে।

অবলা। তা দেখ, আমিও তোমায় খুব ভাল-বাসি।

তড়িতা। সত্য—এত অনুগ্রহ?

অবলা। হ্যাঁ—তা অনুগ্রহ তোমার উপর খুব আছে।

তড়িতা। কেন বল দেখি?

অবলা। কি জান, আমরা হলুম রাজা লোক, জন্ম জন্ম বহু তপস্যা ক'রে তবে স্ত্রীলোকে আমা'-দের মতন বড় লোকের পায়ে যায়গা পায়; তা আমরা যদি তাদের একটু অনুগ্রহ না করবো, একটু জীবন যৌবন গহনা মাসহারা না দিব, তা হলে তারা যে মনের দুঃখে অভিমানভরে জগৎ-সংসারকে তুচ্ছ ক'রে একাকিনী বিষাদিনী পাগ-লিনী প্রায় ঠিক দুপুরে গাড়ী ডাকিয়ে চিড়িয়াখানা দেখতে চলে যেতে পারে।

তড়িতা। এ বড় অন্যায় বটে, ঘরে এমন জল-জ্যান্ত পতি-বন্ধু থাকতে মেয়েমানুষের খামকা এত কষ্ট ক'রে চিড়িয়াখানা দেখতে যাওয়া কেন?

অবলা। আচ্ছা প্রাণেশ্বরি, আমার মতন সুন্দর পুরুষমানুষ তুমি আর দেখেছো?

তড়িতা। তুমি তো পাঁচ জন লোক আমার কাছে নিয়ে এস না, কোথা থেকে দেখবো বল?

অবলা। আচ্ছা প্রিয়ে, আমি যদি ম'রে যাই?

তড়িতা। নির্দ্দয় নিষ্ঠুর পাগও বুঝাও!

অবলা। খলি, রাগ কর কেন? একটা কথার কথা বলছি।

তড়িতা। কথার কথা কি? তুমি কি জান না, এ রাজ্যে বিধবা-বিবাহ নিষেধ?

অবলা। ঠিক ঠিক, ওটা স্মরণে ছিল না; তবে বলবো না—কেমন?

তড়িতা। প্রাণসখা, জীবনসখা, অভাগিনীর সর্ব্বস্ব! তুমি মরবে?—এই কথা মুখে আনলে? এই বুঝি ভালবাসা? এই বুঝি প্রণয়? এই কি আমার পতিভক্তির ফল! ছি ছি, তুমি কি জান না যে, সেদিন আমি অত টাকা খরচ ক'রে হীরের চন্দ্রহার গড়িয়েছি? হৃদয়-সর্ব্বস্ব! তুমি পটলোৎ-পাটন কল্লে আমি আর তা প'রতে পাব না। হে অবলার গতি! জান তো আমি ইলিশ মাছ কত ভালবাসি, তুমি শিঙায় ফুৎকার দিলে আর কি আমি তেঁতুল দিয়ে মুড়ো বেঁধে খেতে পাব?

অবলা। স্থির হও—স্থির হও, বুকের পাঁজরা আমার!—শান্ত হও; ওঃ, এতদিনে বুঝলুম যে, তুমি যথার্থ আমায় ভালবাস। ওঃ, আমি কি দুষ্ট পুষ্ট পাপিষ্ঠ পতি, এমন আদর্শ সতীর মনে কষ্ট দিচ্ছি! না প্রিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হও, আমি মরবো না।

তড়িতা। ঠিক বলছো?

অবলা। মাইরি—কোন্ শালা ভাড়ায়।

তড়িতা। বল, জ্বর-বিকারে মরবে না?

অবলা। না।

তড়িতা। ওলাউঠায়ও নয়?

অবলা। কখনই না। বল কি প্রিয়ে, তুমি চন্দ্রহার পরতে পাবে না, ইলিশ মাছ খেতে পাবে

না, এ সব কথা মনে ক'রে কি আর আমি মর্‌তে পারি ?

তড়িতা। না, আমার ভয় হচ্ছে—তুমি মর্‌বে।

অবলা। কিসে ?

তড়িতা। তোমরা পুরুষ জাতি, তোমাদের বিশ্বাস কি ? তোমরা শঠ নট বঞ্চক তঞ্চক, মরা ক'রে ফাঁকি দিয়ে ডাম্বেবিটিজ ক'রে বস্‌বে।

অবলা। তা—তা—যদি হয়—একান্তই হয়, তাতেও আমি মর্‌বো না, মিষ্টি খাওয়া ত্যাগ কর্‌বো, গুড় চিনি মিছরী বাতাসা সন্দেশ রসগোল্লা কিছুই খাব না, তোমার অধর সুধাও নয়; যায় যাবে প্রাণ—তবুও আমি মর্‌বো না।

তড়িতা। কিন্তু—কিন্তু যদি পাঁচ জনে উদ্যোগ ক'রে তোলে, তিন চারি জন বড় বড় ডাক্তার আনে,—ভাবছ কি ? কথা কও না যে ?

অবলা। তা হ'লে নিরুপায়; বড় শক্ত সমস্যা,—প্রেয়সি, ভাবি গোলে ফেল্লে! দেখ, তোমার প্রেমের অনুরোধে যমকে এক রকম বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিরস্ত করব মনে কচ্ছিলুম, কিন্তু ঐ ডাক্তারের কথা যা বলছো, তাঁরা ভদ্র লোক,—টাকা পেয়ে অর্দ্ধ ক'রে আমায় ছেড়ে যাবেন কেমন ক'রে ?

তড়িতা। তবে দেখছি তুমি মর্‌বে ? তা হ'লে আমি কিন্তু সহমরণে যাব।

অবলা। না না প্রাণ, কিছু আবশ্যক নাই, আমার জন্য ভেব না। সেখানে শুনেছি, অনেক বিদ্যাধরী-টরী আছে, আমার এক রকম চ'লে যাবেই। তোমার কষ্ট ক'রে সঙ্গে যাবার প্রয়োজন নাই।

তড়িতা। না, আমি যাবই; তবে যদি থাকতে হয়, সতীত্বের মহিমা দেখাবার জন্য আমাকে এ পৃথিবীতে একান্তই যদি থাকতে হয়, তা হ'লে হে হৃদয়বল্লভ, হে শ্যামসুন্দর, হে মদনমোহন, হে নট-বর, হে মধুসূদন, হে অযোগবাহন, তোমার যেখানে যা আছে, আমার নামে লেখা-পড়া ক'রে দিয়ে যাও। তোমার তো সন্তানাদি হয়নি, আমি দারুণ বৈধব্যযন্ত্রণা সহ্য করে সেই বিষয়-সম্পত্তি পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ভোগ-দখল করিতে রহিব।

অবলা। দেখ—দেখ—জগৎ দেখ—সতী স্ত্রীর অসাধ্য কাজ নেই। দেখ তার আত্ম-বিসর্জ্জন, উঃ! পূর্ব্বজন্মের কত পুণ্যফলে—ওঃ ওঃ খঃ খঃ ওমা ওমা ওঃ ওঃ ওঃ ওঃ ওঃ (বিষম লাগার ন্যায়) উঃ, কি বিষমই লাগলো গো, উঃ উঃ!

তড়িতা। ও মা, কি সর্ব্বনাশ হলো গো; ওগো, শুনেছি যে গো, বিষম লেগে হঠাৎ মানুষ মারা যায় গো! ওগো, অবীরার কি ক'রে গেলে গো ? সবে মাত্র যে এই লেখা পড়া ক'রে দিবার কথাটা হচ্ছিল গো!

অবলা। খঃ খঃ ভয় নেই, ভয় নেই।

তড়িতা। ভরসাই বা কি গো! ওরে, কে আছিস্, ওরে সখী, এই প্রাণসখী লোগ, জল্‌দি ইঁয়া আও, রাজাকো দেখো, পাঙ্খা লে আও, পানি ছিটাও, পাট করো, আমি কাপড় কেচে আসি।

[প্রস্থান।

(সোনালীর প্রবেশ)

সোনা। একি একি! রাজার যে বিষম লেগেছে, এই বুঝি গেল গো গেল! মহারাজ! মহারাজ! হুকুম হোক, আমি রাজমাথায় চপেটা-ঘাত করি, নইলে বিষম সার্‌বে না।

অবলা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) নিয়ম নেই, বে-আইন ক'রে থাবড়া মের না।

সোনা। আর মহারাজ, আপনি হুকুম দিলেই আইন হবে।

অবলা। বেদস্তুর, আগে কোতোয়ালের কাছে দরখাস্ত কর।

সোনা। তার পর ?

অবলা। সে পেস্কারকে জানাবে।

সোনা। সে বুঝি সেরেস্তাদারকে বল্‌বে ?

অবলা। হাঁ, সেরেস্তাদার মুন্সীকে খবর দেবে।

সোনা। আর মুন্সী গিয়ে উজীরকে এত্তেলা দেবে।

অবলা। হাঁ হাঁ, তার পর আমার যখন অবসর হবে—উঃ, গেলুম গো—গেলুম গো, যখন অবসর হবে—

সোনা। তখন মাথায় থাবড়ার হুকুম দেবে, আপাততঃ যে একেবারে অবসর হচ্ছে, এখন তো বাঁচ।

(মাথায় চপেটাঘাত ও ফুৎকার দেওন।)

অবলা। ওঃ ওঃ! বাঁচলুম, কে ও ? সখী—সোনালী ? ওঃ! তুমি আজ আমার প্রাণ দান কল্লে! যদিও রাজমাথায় চপেটাঘাতের জন্য

তোমার অবশ্য ফাঁসী হবে, কিন্তু বেশ জেনো, তোমার কাছে আমি জন্মের মতন কৃতজ্ঞ রইলুম।

সোনা। মহারাজ! একেই বলে রাজদয়া, রাজকৃতজ্ঞতার পরিশোধ আর আমি কি দিব, কিন্তু দেখে নেবেন—ম'লে আর আমি এক দণ্ডও বাঁচবো না।

অবলা।, উঃ! সোনালী, কি বিষমই লেগেছিল, যদি মরে যেতুম, তা হলে কি হতো?

সোনা। সর্ব্বনাশ হতো', আর কি হতো! আমাদের পাঁচ বছরের মাহিনা-পত্তর পড়ে রয়েছে, বিষয় কোর্ট-অফ-ওয়ার্ডে যেতো।

অবলা। বলি, তা নয়—তা নয়—আমার কি হতো?

সোনা। তা শ্রাদ্ধ-পত্তর এক রকম হতো, রাণীমার ধর্ম্মে কর্ম্মে মতি আছে, ষোড়শ চৌড়শ কত্তেন; অনেক বামুন-পণ্ডিতকে আশা দিয়ে রেখেছেন—যে, রাজার শ্রাদ্ধে রূপোর ঘড়া গাড়ু দিয়ে বিদায় করবেন।

অবলা। এ্যা! রাণী কি আমি বেঁচে থাকতে থাকতেই আমার শ্রাদ্ধের কথা-টথা বলেন না কি?

সোনা। তা বলেন বৈকি; মিছে কথা বলবো না—অন্য দোষ যাই থাক, রাণী ঠাকরুণ আমুদে আহ্লাদে আছেন। বলেছেন, তিনি চার দল কীর্ত্তন আনবেন, বামুন-ভোজনের দিন পাঁটা-টাটা করবেন, আর নিয়মভঙ্গের দিন সখের যাত্রা দিবেন।

অবলা। আহা, পতিপ্রাণা এখন থেকেই আমার ভবিষ্যৎ ভাবছেন। সোনালী! আমার শ্রাদ্ধে এত ঘটা হবে, আর আমি কিছুই দেখতে পাব না! আমি যে যাত্রা শুনতে বড় ভালবাসি।

সোনা। আপনি গঙ্গাযাত্রাই শুনে যাবেন, সখের যাত্রাটা আপনার বদলে শম্বর একাই শুনবে।

অবলা। শম্বর!—কোন্ শম্বর?

সোনা। আপনার সখের কাফ্রি চাকর, তখন সেই একরকম খোলাখুলি রাজা হয়ে বসবে কি না।

অবলা। কেন, সে রাজা হবে কিসে?

সোনা। রাণীর কা'কে রাজা বলে?

অবলা। কেন, রাণীর পতিকে।

সোনা। তা হলে সে রাজা না হোক্—উপরাজা হলো না?

অবলা। তবে রে হারামজাদী, আমার সঙ্গে ঠাট্টা! কোতোয়াল, কোতোয়াল, এখনই এই পাপীয়সীর মুণ্ডচ্ছেদ ক'রে এর মাথায় ঘোল ঢেলে বনবাস দিয়ে আয়।

সোনা। তা বৈ কি! শম্বর আপনার মাথায় হাত বুলুলে, আপনার তো একটা কিছু করা চাই, আমার মাথায়ই ঘোল ঢালুন।

অবলা। দেখ, হিঁয়ালী রাখ, স্পষ্ট ক'রে বল্।

সোনা। আমি আর স্পষ্ট ক'রে বলবো কি, রাজ্যি শুদ্ধ স্পষ্ট চোখে চেয়ে দেখছে যে, রাণী শম্বরকে স্বয়ম্বর করেছেন।

অবলা। এ্যাঁ রাণী!—আমার প্রিয়তমে সেই বাঁদীর বেটাকে—কৈ, আমি তো কিছু দেখিনে।

সোনা। তা আপনি কেন, কেউই দেখতে পায় না, ও কাজের মজাই ওই, সব্বার চক্ষে পড়ে —কেবল যার বুকের উপর ভাতের হাঁড়ী ওলে, সেই কাণা হয়ে থাকে; তার উপর আমাদের রাণী ঠাকুরুণ যে যাদু শিখেছেন।

অবলা। যাদু কি?

সোনা। তা বুঝি জানেন না, ওঁর একটা পোষা দত্যি আছে, তার নাম কালাদেও, সে রাণীকে কত মন্ত্র শিখিয়েছে; উনি মনে কল্লে এখনই সব উড়িয়ে পুড়িয়ে দিতে পারেন, পাখীকে মানুষ কত্তে পারেন; মানুষকে—এই তার সাক্ষ্য দেখুন না, আপনাকেই তো ভেড়া করে রেখেছেন।

অবলা। ভেড়া! কৈ—না না, কৈ আমার তো শিং বেরোয়নি।

সোনা। শিং ভিতরে ভিতরে গজিয়েছে, মাথায় হাত দিয়ে দেখলে কি হবে?

অবলা। তুই মিছে কথা বলছিস্; আমি রাজা—সুন্দর যুবা পুরুষ—এত ভালবাসি, আমায় ছেড়ে অমন সুন্দরী রাণী—তিনি কি সেই কালো কর্কশ কোঁকড়া-চুলো কাফরি গোলামকি গোলামকে ছুঁতে যেতে পারেন?

সোনা। মহারাজ, আপনি সে দিন বামুনঠাকুরকে পচা মাছ চচ্চড়ি রাঁধতে হুকুম দিয়েছিলেন মনে পড়ে? এত দেশ থাকতে আপনি রাজা লোক—এ সখ হয়েছিল কেন?

অবলা। কি জান, বড় বড় টাট্কা মাছ তো রোজই খাওয়া যায়, একদিন সখ হ'ল, মুখটা বদলে দেখি।

সোনা। তা হোলে কি রাণীর মুখটা বদলাবার সখ হয় না? তার উপর প্রেমের খেলাই একটু উল্টো গোছের।

অবলা। দেখ্ যদি তোর কথা মিথ্যে হয়, গর্দ্দান নেব।

সোনা। মহারাজ, তবে লোকে যা কথায় বলে, "যার মাথার উপর মাথা আছে, সেই রাজা-রাজড়ার সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা কয়" সে কথা সত্য?

অবলা। কেন?

সোনা। এই দেখুন না—একবার আপনার রাজমাথায় থাবড়া মেরে বিষম কাটিয়ে আমার ফাঁসী হয়ে গেল, তার উপর মাঝে একবার মুণ্ডচ্ছেদ হয়ে গেছে, সেই মাথায় ঘোলও ঢেলেছেন, এখন আবার গর্দ্দানা লেবার জন্য দেখাচ্ছেন; না মহারাজ, কিছু নয়—আমি সব মিছে কথা বলেছি। রাণী আপনার সতী লক্ষ্মী সূর্পনখা, তিনি আপনার চোখে নিদ্রাল মন্ত্র পড়েন না, শম্বর কাফরি ব'লে কেউ তাঁর ভালবাসার লোক নেই, তার সঙ্গে বাগানে দেখা করেন না, তাকে আপনার খাবার অর্দ্ধেক ভাগ দেন না, তাকে সোনা হীরে পরান না, আবার তার কাছে মাঝে মাঝে মুখঝামটাও খান না।

অবলা। তুই দেখাতে পারিস্?

সোনা। আপনার মাথায় দুটো চোখ আছে, বাড়ীর পাশে বাগান আছে, রাণীও আছেন, শম্বরও আছে, ইচ্ছা কল্লেই দেখতে পারেন, আর অতটা পরিশ্রম স্বীকার না করেন, বাঁদী হাজির আছে, গর্দ্দানটা নিয়ে মুখ হাত ধুয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুন। সত্যই তো, কে কোথায় কি বলে, বড় লোকের ছোট নজর ক'রে কি তা দেখা উচিত?

অবলা। আচ্ছা, আমি এখনই বাগানে যাচ্ছি, যদি কিছু দেখি, তা হ'লে সেইখানেই দু'জনের,—আর তা না হ'লে ডালকুত্তো দিয়ে তোকে খাওয়াব।

সোনা। তা খাওয়াবেন, যোদ্দাৎ যা করেন, একটু সাবধানে করবেন। আপনার রাণী যেমন তেমন কুহকিনী নয়, তাকে জব্দ কত্তে গিয়ে শেষে নিজে না জব্দ হন।

অবলা। আমি রাজা—রাজা! কার সাধ্য আমার কি করে? দেখছি—

[প্রস্থান।

সোনা। অনেক দিন চেপে চেপে থেকেছি, আর পাল্লুম না; চক্ষের উপর নিত্য নিত্য এ কাণ্ড আর দেখা যায় না; তার উপর আগে বরং রাণী আমাকে একটু ভরম সরম কত্তেন, পুরান গহনাখানা কাপড়খানাও দিতেন, এখন এই যাদু শিখে অবধি মুখের মিষ্ট কথাটুকুও গেছে। কি রুচি বাপু! এমন সুন্দর স্বামী—কত তপস্যা ক'রে মেলে, আমরা এক দিন পেলে বোত্তে যাই; এমন সোনার পুরুষ, রাজ্যের রাজা—তাকে ছেড়ে কি না কালো কাফরি গোলাম—ছি ছি ছি ছি ছি, আরে ছি—ও প্রেমের গতিই উল্টো দিকে।

(গীত)

পীরিতে বিপরীতে মজে ওগো মন।
কামিনী কুরূপে ভজে থাকতে পতি মদনমোহন।
চোলে দোলে কমল কলি,
কোলে তোলে কাল অলি,
লাজে রাঙ্গা রবি-ছবি অস্তাচলে পড়ে ঢলি;
তোর মন মলিনী ছি নলিনী
হেলাতে হারালি রতন।
যার ঘরে ধরে না ননী ছানা,
লুকিয়ে খায় সে চিঁড়ে চানা,
মানুষ কাণা যায় সে জানা,
প্রেমেতে হলে মগন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

উদ্যান।

(অস্ত্র-হস্তে অবলাসিংহের প্রবেশ)

অবলা। বাঁদীর বেটার সাথে!
গা আমার কাঁপছে রোখে,
নিদ্রাল দে আমার চোখে,
ফের তুমি পথে পথে—
হাড়হাবাতে বাঁদীর বেটার সাথে!
আজ এসেছি মাথা খেতে,
রইলুম এই আড়ি পেতে।

(অন্তরালে অবস্থিতি)

(শম্বরের প্রবেশ)

শম্বর। রাণী বেটী খুব মজেছে, একেবারে ঘাড় মুড় ভেঙ্গে পড়েছে,—পড়বে না? আমি কচুবনের কালাচাঁদ, ক্যাথসে আমার প্রেমের ফাঁদ। এই সোনালী শালী বলে আমায় কালো,—আরে কালোই তো ভাল! কালোর চেয়ে কি রং আছে?

বারমাস ব্যবহার কর, ময়লা হবার ভয় নেই; আর তোমার শাদাই বল, গোলাপই বল, চম্পাই বল—ঐ টাট্‌কা টাট্‌কা, হাত না দিতেই দাগ ধরেছে, রং মেড়ো পড়ে আসছে। আমার এই যা রং—এ পাকা রং, একবার চেপে বুরুষ দিলেই ঝাঁ চকচক ক'রে ওঠে; তাই তো মেয়েমানুষ কালো রং বেশী ভালবাসে। নীলাম্বরী কাপড় পরে, কপালে কালো টিপ কাটে, চোখে কালো কাজল দেয়, দাঁতে কালো মিশি লাগায়, হাতে কালো চুড়ীর বাহার মারে, কালো চুলের গরব করে, 'অলোকা' মেখে চুল কালো করে, আর কালো তারায় নয়না ঠারে; বাহবা কালো! কালো—কালো—দুনিয়া আলো! ইস্, আজ এখনও আসচে না?—এই রাজা বেটা বুঝি ধ'রে রেখেছে, আজ আসুক, একটু খেলিয়ে নিচ্ছি; মনে করে বুঝি—আমি চাকর ব'লে একেবারে পায়ের জুতো হয়ে থাক্‌বো?

(তড়িতার প্রবেশ)

তড়িতা। এই যে, বলি, এসেছ?

শম্বর। যাও যাও, যেখানে ছিলে, সেইখানে যাও।

তড়িতা। বলি, ও আমার কালো মাণিক, আজ কি হয়েছে?

শম্বর। কিছু হয়নি, বেশ টকটকে রাঙ্গা রাজা আছে, সেইখানে গিয়ে ব'স না; আমি চাকর-বাকর মানুষ, আমার কাছে কেন?

তড়িতা। তুমি কি যে-সে চাকর, তুমি যে আমার প্রেমের চাকর।

শম্বর। তাই বুঝি মাঝে মাঝে বিচ্ছেদ জুতো-পেটা কর?

অবলা। বেটা—বেটা, প্রেম কত্তে এসেও জুতোপেটা ভুল্‌তে পারনি?

তড়িতা। ইস্, আজ এত গরম কেন?

শম্বর। গরম হব না!—তোমার রূপের সুঁদরি-কাঠ যে জ্বেলে রেখেছো, তার আঁচে আঁচে এই দেখ আমার বাইরের দিকটা সমস্ত কালি প'ড়ে গেছে, আর ভিতরে মেজাজের গরম জল টগবগ ক'রে ফুটছে।

অবলা। দাঁড়াও না বেটা, আমি হাঁড়ী ফাটাচ্ছি, রসে ঢেউ খেলবে এখন।

তড়িতা। আরে বাঃ বাঃ, আমার প্রেমের কাফরি, প্রাণের জাফরি, একেবারে কবি হয়ে পড়েছে দেখছি।

শম্বর। তা হয় হয়, প্রাণে প্রেম ফুটলেই মুখে কবিতা ছোটে।

তড়িতা। তা চল, এক কুঞ্জে ব'সে তোমার কবিতা রসিকতা শোনা যাক্‌।

শম্বর। না না না, আমি আর তোমার সঙ্গে কথা-টথা কচ্ছিনে, আমার রাগ হয়েছে।

তড়িতা। দেখ, একটু তো তাঁকে ভুলিয়ে ভালিয়ে আস্‌তে হবে; টাকার লোক বিয়ে ক'রে এনেছে।

শম্বর। ওঃ! বিয়ে করেছে তো একেবারে মাথা কিনেছে।

তড়িতা। সে তো সত্য কথা, কিন্তু আহাম্মক লোক অত শত তো বোঝে না।

অবলা। তা বৈ কি, বাপের সঙ্গে বকমারি, স্ত্রীকে কাছে বসিয়ে রাখি, চ'রে খেতে ছেড়ে দিইনে, বেজায় আবদার আমার।

শম্বর। দেখ, তোমার ঐ রাজাটার বড় ছোট নজর।

তড়িতা। কিসে?

শম্বর। বড় লোকের এমন হ্যাংলাবৃত্তি কেন? রাজা-রাজড়ার দস্তুর কি? ক্ষীরের বাটিটা সামনে থাক্লে—একটু চাকচেক ক'রে চেকে ছেড়ে দিলে, চাকর-বাকরে বাটিকে বাটি প্রসাদ চুমুক মারুক। নূতন জরীর পোষাক তোয়েরী হয়ে এল, একবার প'রে বেড়িয়ে আসুলে,—তার পর হরকরা বরকন্দাজের দখলে গেল। তেমনি রাণী বিয়ে ক'রে এনেছিস্ বাপু, বাসরঘর গেল, ফুলশয্যা গেল, আর কেন? এখন পাঁচ জন মোসাহেব আছে, আমরা আছি।

তড়িতা। দূর পাগল; আমি যেন তোমায় ভালবেসে ফেলেছি, নহিলে কাজটা কি ভাল? সে হলো পতি, আমি হলুম সতী।

শম্বর। ইস্, মাঠাকরুণের যে ভারি নিষ্ঠে! তবে যাও—যা ভাল বোঝ কর গে, আমি চল্লুম, এখনি চাকরিতে জবাব দিয়ে দেশে চলে যাব। আর তোমার সঙ্গে কথা কইতে চাইনে, আর তোমার মুখ দেখতে চাইনে, চল্লুম।

অবলা। ও বাবা! বেটার জোর দেখ, এ যে দেখছি জমীদারের চেয়ে—পত্তনিদার হওয়া ভাল।

শম্বর। বুঝলে, খোসামোদ কল্লেও আর থাকছিনে, এই চল্লুম।

তড়িতা। ছি ছি! রাগ কত্তে আছে? তুমি হ'লে আমার মনের মতন, প্রাণের ধন, কালো রতন—

তোমার রূপটি ভ'জে, মনে ম'জে,
দিছি লাজে ছাই।
হয়ে রাজকন্যে, তোমার জন্যে,
পাগল হয়েছি ভাই ॥

শম্বর। যাও যাও, আর তোমার মধু ঢাল্‌তে হবে না। বুঝেছি—দুদিন হয়েছিল সখ, তাই খেয়েছিলে বরফির উপর টক্, নইলে আমি কাফরি কালো, আমায় কেন লাগবে ভাল?

তড়িতা। তুমি কি আমার কাছে কালো?
ঐ রূপেতে চুপে চুপে প্রাণে জ্বলে আলো।
দেখে তোমার চোখের চটক্,
খুলে গেছে প্রাণের ফটক্,
তোমায় আমায় প্রেমের নাটক,
কার সাধ্য তা করে আটক?

শম্বর। বের সম্বন্ধ করে ঘটক,
ছন্দানন্দে নাচে তোটক,
বই কিনে পড়ে পাঠক,
উড়ের দেশে জেলা কটক,
বলে যাও না সব টকাটক।

তড়িতা। ছি! নারীর প্রাণ বোঝ না, তা নিয়ে ঠাট্টা কর; সত্য বল্‌ছি, পরে কি ভাবে জানিনে, কিন্তু আমার চোখে তুমি নিখুঁত সুন্দর—একেবারে রতিপতি! ঐ মুখ দেখে আমার মনে হয়—হায় হায়, কি আর বল্‌বো?

(গীত)

সদ্য ফোটা পদ্ম দেখি বদনখানির ছাঁদ।
কি নীল আকাশে ভাস্‌ছে যেন চতুর্দ্দশীর চাঁদ ॥
বুঝলে কি না আমার চোখে,
যে যা বলে বলুক লোকে,
কালাচাঁদ তুমি আমার প্রাণপাখী-ধরা ফাঁদ।
চোখ দুটি তোর ভোরের তারা,
নাক টিকোলো বাঁশী পারা,
দেখে প্রাণ দিশেহারা হারালে বিষাদ।
হাতে তুমি বালা বাজু, গলায় মতির হার,
কাঁকালে মেখলা সখা ঢাকাই গুলবাহার,
ললাটে চন্দন-রেখা, আঁখির প্রিয় অঞ্জন,
কেশেতে "অলোকা" তুমি মুগ্ধ কর মন।
তুমি হীরে পান্না, হাসি কান্না,
রান্না বান্না ভাই রে নানা—
খাঁটিসোনা নাইকো মূলে খাদ।

অবলা।—চাঁদ দেখলে, পদ্ম দেখলে, এইবার তোমায় ধুতুরোফুল দেখাচ্ছি, দেখ না।

তড়িতা। বলি চুপ ক'রে যে? একটা হেসে কথা কও, আড়নয়নে চাও।

শম্বর। ও সব কথার ঘটা, রংয়ের ছটা,
অনেক আছে জানা।
সব বুঝেছি, সব দেখেছি,
নয় তো আমি কাণা।
কাণে যদি থাক্‌তো ব্যথা,
আগে ছুটে আস্‌তে হেথা,
মোলাম প্রাণ গোলাম পেয়ে
এখন ছল কচ্ছো নানা।
জানি, ঢেঁকির ভাগ্যে স্বর্গে
গেলেও আছে ধান ভানা ॥

অবলা। বেটা ধান ভান্‌ছো বটে, কিন্তু ঢেঁকি যে আমার বুকের উপর পড়ছে রে বেটা!

তড়িতা। নিত্যি নিত্যি নেশার ঘোরে
ফেলে তারে,
যাদু, তোর পাশেতে ছুটে আসি,
তবু তোর মন উঠে না,
মান টোটে না,
ঠোঁটে মোটে নাইকো হাসি।

শম্বর। ব্যভারেতে ব্যক্ত প্রেম
মিছে কেন ত্যক্ত কর;
কোঁকড়া চুলে কালো কালো,
নয়কো বেঁটে নয় ছেয়ালো,
আমায় কেন লাগবে ভাল?
রাজা ভাতার সুন্দো তোমার
খেয়ে গিয়ে পায়ে ধর।

তড়িতা। জান্‌তে তোমার নাইকো বাকি;
মনকে কেন দাও হে ফাঁকি;
তোর উপরি আছে নেশা,
তোর উপরি ভালবাসা,
কাঁদে প্রাণ তোরই তরে,
তোরই প্রেমে আছি জ্বরে।

শম্বর। তবে আজও কেন সে না মরে?

তড়িতা। মরণ বাঁচন সমান তার,
তাই ত কিছু বলি না আর।
নইলে পরে যাদুমণি,
এমন যাদু আমি জানি,
আচে মানুষ বানাই মাছ,
ওড়ে বাড়া গজায় গাছ।
যা ইচ্ছে তাই কত্তে পারি,
এমন গুণের আমি নারী।

শম্বর। বোঝা গেছে যাও যাও,
তোমার বিদ্যে নিয়ে ধুয়ে খাও।
অবলা। সোনালী তো মিছে বলেনি,
সত্যই রাণী যাদুকরী।
এখন কি করি?
আর সহ্য হয় না—কি করি?—

তড়িতা।— (গীত)

ছি ছি মণি মিছে মিছে কর কেন মান।
তোমার মানের জ্বালায়,
মন জ্বলে যায় আউটে উঠে প্রাণ॥
মুখটি হলো তোলো হাঁড়ী,
ঝামটা দিয়ে নাড় দাড়ি,
কল্লে যাদু বাড়াবাড়ি ভাল লাগে না কান॥

অবলা। আর পারিনে, এইবার বলিদান।

(গীতান্তে অবলাসিংহ অগ্রসর হইয়া শম্বরকে ছুরিকাঘাত ও প্রস্থান। শম্বরের ভুমে গড়াগড়ি ও বিকটরবে রোদন॥)

শম্বর।
বাপ রে বাপ খুলে খাপ মাল্লে বুকে ছুরি।
খুব করেছি, প্রেমের ঘরে লুকিয়ে সুখে চুরি॥

তড়িতা। হায় হায় মেরে ফেল্লে—মেরে ফেল্লে—
কল্লে কে এ কাজ?
মাল্লে জানে আমার জানে,
কার জানে এ বাঁজ।

শম্বর। ওরে বাপ রে, মা রে, গেলুম রে, মলুম রে, চাচা রে, চাচী রে, জ্যাঠা রে, খুড়ো রে, মেশোপিশে মশাই রে, তালুই রে, বেয়াই রে, সব্বাই রে!

তড়িতা। হায় হায়, ওগো, আমি কি ব'লে কাঁদ্‌বো? এমন সময় কি ক'রে রোদন কত্তে হয়? ওগো আমার তো আগে কখন পতি মরেনি,—একটিও না; এ কান্না যে কি ক'রে কাঁদতে হয়, তা যে আমি জানিনে। ওগো, কেউ নেই—কেউ নেই? বল না, কাঁদবো না,—মূর্চ্ছা যাব? ওগো, আত্মহত্যা কল্লে যে আর বাঁচবো না, নইলে এখনই বুকে ছুরি মাত্তুম। হ্যাঁগা, পাগল হবো কি, চুল এলো কর্‌বো, চোখ কপালে তুল্‌বো? হ্যাঁগা, তোমরা কি রকম লোক—কেউ বল্‌বে না? চুপ ক'রে রইলে যে? বল না—বল না—বুক চাপড়াবো, এক বাটি দুধ খাবো, খিল্ খিল্ ক'রে বিকট হাস্য কর্‌বো? এক গণ্ডুষ জল এনে দাও না, না হয় ডুব দিই; হ্যাঁগা হাত তুল্‌বো, হ্যাঁগা ধেই ধেই নাচবো, হ্যাঁগা ডিগবাজি খাবো? নিষ্ঠুর জগৎ নিস্তব্ধ রইলে! এই দারুণ শোকের সময় কেউ কিছু শিখিয়ে দিলে না? করুণ রসের এমন সুবিধে হারালুম!

শম্বর। পিশেমশাই, ওরে বাবা, ওরে দাদা, ওরে পাড়াপড়শি, ওরে শালারা—

তড়িতা। বল বল, আবার বল, মধু ঢালছিলে আবার ঢাল; আহা, প্রাণকান্ত তুমি, কেন এমন ভ্যাবাকান্ত হলে? হে হৃদয়বল্লভ! তুমি রামবল্লভের মত কেন চুপ করে পড়ে রইলে? হে লোচনানন্দ! তুমি ধূম্রলোচনের মতন কেন শুয়ে পড়লে? হে বীরবর! তুমি থর্ থর্ ক'রে কাঁপচো কেন? হে দাসীর হৃদয়-ফাঁসি! তুমি এর চেয়ে যক্ষাকাসিতে মলে না কেন? হে প্রাণনাথ! তোমায় কুপোকাত দেখে আমার দাঁতে দাঁত লাগছে, আর না, আর না, আমি ম'র্‌বো, আত্মহত্যা কর্‌বো, ছুরিতে নয়, বিষে নয়, আগুনে নয়।

শম্বর। ছি ছি! ও কাজ ক'রো না, ক'রো না, ক'রো না, ওরে বাপ রে, চাচা রে, এ অবস্থায় আমি পুলিসে সাক্ষ্য দিতে যেতে পার্‌বো না।

তড়িতা। না, আমি মর্‌বো, কেউ রাখতে পার্‌বে না; আমি ক্ষীর খাবো, রাবড়ি খাবো, কালিয়া খাবো, পোলোয়া খাবো, অম্বলের ব্যামো কর্‌বো, ডাক্তারী ঔষধ খাবো, তার পর এ জীবন—যা থাকে কপালে।

শম্বর। আর যদি না মর?

তড়িতা। যদি না মরি, না তা হলে দেখবে—দেখবে, জগৎ দেখুক, তা হ'লে আমি গান গাবো। গাই—গাই? কে আছ, সুর দাও, সুর দাও, তবলা বাজাও, তবলা বাজাও।

(সখীগণের দ্রুত প্রবেশ)

সকলে। (সুরে)
হাঁ হাঁ হাঁ হাঁ সখী কর কি কর কি?
আরে ছি, আরে ছি, ছ্যা ছ্যা ছি।

(গীত)

হাঁ হাঁ হাঁ হাঁ সখী গাও যদি, গাইতে হবে নেচে।
নইলে সই লো, কই লো, পড়িবে প্যাঁচে॥
শুনে কাণে গান তোর,
হবে লোকে শোকে ভোর,
দেবে জোরে এন্‌কোর, ধত্তে হবে ফের কেঁচে।
তার পর করতালি, কেহ লো দেবে না আলি।

নাহি দিলে গালাগালি যাবে জেনো বেঁচে,
আয় ভাই কাজ নাই আর সুর এঁচে॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

রাজার গৃহ।

অবলাসিংহ।

অবলা। আজ আসুক হারামজাদী ;
ঝোঁটি মুড়াবো, গাধী চড়াবো,
ধড়া পরাবো,
বানাবো বেটীকে বাঁদী।

(তড়িতার প্রবেশ)

আসছো রাণী গুটী গুটী,
লাল করমচা নয়ন দুটি,
এত কান্না কার জন্যে শুনি ?

তড়িতা। মা যে গিয়েছে ম'রে
পরশু রেতের ভোরে,
খবর নিয়ে এল ছোট নানি।

অবলা। বলিস্ কি পরশু দিন,
সে না আজ বছর তিন ?

তড়িতা। হ্যাঁ হ্যা হ্যা, ভুলে ব'লেছি,
বাবাকে খেয়ে গেছে বাঘে।

অবলা। জানি জানি—সে তো তোর জন্মাবার
সাত বছর আগে।

অবলা।—
মিছ কতুরি ঝোঁটে তোর উপড়ে নেব টেনে ;
হাড়হাবাতি হতচ্ছাড়ি,
কস্‌বিগিরি আমার বাড়ী,
জুতো মেরে থোঁতোমুখ করে দিব ভোঁতা—
বল্ শালী—তোর কাফরি নাগর
কবর দিলি কোথা ?

তড়িতা। বটে বটে তবে তোমারই এই কাজ !
আমার সুখের তরু মুড়িয়ে দেছ,
মাথায় হেনে বাজ !
গরম হ'তে হয় না সরম মরমে ব্যথা দিয়ে,
নরম পেয়ে ধর চেপে দেখাব বাপের বিয়ে।
জ্বালাব, পোড়াব, আগুন ছড়াব,
উড়িয়ে বাড়ী পড়াব দ'।
উল্টে পাল্টে যাক সৃষ্টি,
বিষের ঝটাক রক্ত বৃষ্টি,
পোড়াইয়া রাজ্য দেখাই র'॥
খিল্ খিল্ খিল্ হাসুক মড়া,
জলে কিল্ কিল্ করুক ঘোড়া,
বিড়াল বিউক বেঙের ছা।
ষাঁড়ের ঘাড়ে শোরের মাথি,
শুকিয়ে শিয়াল হোক গে হাতী,
মসলি বসুক আদমি খাঁ॥
হাবলি কাবলি যারে উড়ে,
জঙ্গলে যা সহর জুড়ে,
হুকুম কড়া তোর ট্যাং ভ্যাং ভুঁড়ি !
বদলে হাড়মাস হোক নোড়ানুড়ি॥

(অকস্মাৎ রাজপুরী জঙ্গলে পরিণত, রাজ-পুত্রের অর্দ্ধাঙ্গ প্রস্তরময়।)

চতুর্থ দৃশ্য

রঙ্গপট।

অপ্সর ও অপ্সরী।

অপ্সর।— (গীত)

কাহে নেহারি তেহারি পিয়ারী
আজু এ্যায়সি হাল॥
কোন দুখসে বহতি শ্বাস
আঁখিয়া এ্যায়সি লাল॥

অপ্সরী।—
হাত জোড়ি পিয়ারে তেরে পেঁইয়া পড়ি,
চলো চলো চলো সেঁইয়া দুনিয়া ছোড়ি ;
দিল্ দড়কতী ছাতি করকতা শীর বিগড়তা
ক্যা, কস্‌বি কি চাল॥

অপ্সর।—
পরী রহম সে ভরি হায় দিল,
জানি মেরি তেহার।
দুনিয়াকি দুখ্‌সে ঝরে আঁখোসে
মতিয়াকি হার॥

উভয়ে।—
গম ছোকে কাম নেহি জানি
চলো দোনো মিলি।
ক্যায়সা সুরত সে সমঝ ল্যায়
সয়তানী কি চতুরালী॥

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

সমুদ্রগর্ভ।

মৎস্য-কুমারী ও দৈত্য।

মৎস্য-কু। বলি ওরে দৈত্যি, ওরে অন্ধা!

দৈত্য। কি আজ্ঞা কচ্ছেন মৎস্যগন্ধা?

মৎস্য-কু। বলি আবার যে সিন্দুক থেকে বেরিয়েছ?

দৈত্য। ঠাকরুণ! তোমার রূপখানি একবার ভাল ক'রে দেখব ব'লে।

মৎস্য-কু। কি রকম দেখছ?

দৈত্য। আর কথায় কাজ কি—ভাবছি আপনাদের যারা বে' করে, তাদের ভারি মজা।

মৎস্য-কু। কি রকম?

দৈত্য। মুড়োয় অধরসুধা, ল্যাজে মাছ-ভাজা; প্রেমপিয়াসা পেটের ক্ষুধা একাধারেই মিটে যায়।

মৎস্য-কু। বিয়ে কত্তে ইচ্ছে হয় না কি?

দৈত্য। সম্প্রদান করবেন কে? কাঁকড়া মাসী? আর মন্ত্র পড়াবেন তো হাঙ্গর চাটুয্যে মশায়? ভাল মৎস্য-কুমারীঠাকরুণ! একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, মর্ত্ত্যলোকে শুনেছি তো সুন্দরীরা সোহাগভরে মাঝে মাঝে তাঁদের পতিকে পদাঘাত করেন, আমাদের দেবতাদের মধ্যে যে এ পদ্ধতিটা একেবারেই নেই, তাও বলতে পারিনে, আপনারা প্রেম উথলে উঠলে কি করেন? পা তো নেই—ল্যাজের ঝাপটা মারেন?

মৎস্য-কু। একবার দেখবে কি করি?

দৈত্য। আজ্ঞে না, আপনার চুলে যে ঝাপটা কেটেছেন, তাতেই ম'রে আছি, আর ল্যাজে খেলিয়ে কাজ নেই।

মৎস্য-কু। আমাদের এই জল-রাজ্যে কেমন আছ?

দৈত্য। বড়ই আয়েস; প্রথমতঃ ডুবে মরবার ভয় নেই, তার উপর কাঁকড়া, কাছিম, রুই, কাতলা—আপনারাও পাঁচ জন আছেন, কষ্ট ক'রে আর মেছোবাজারে যেতে হয় না।

মৎস্য-কু। বটে, আমরা কি মেছুনী, এ কি মেছো-হাটা পেয়েছ? মারবো এখনি ঝাঁটার বাড়ী; আচ্ছা এক বালাই এসে জুটেছে, কবে এখান থেকে বিদায় হবে? এই তো সিন্দুক থেকে বেরুতে পার, তবে একটা জেলের জালটাল ধ'রে উঠে যেতে পার না?

দৈত্য। সেইটুকু যে বন্ধ, নইলে সাধ ক'রে কি আর আঁসটে গন্ধ স'য়ে থাকি, সলিমান খুড়ো শাঁপ দিয়েছেন, সিন্দুকের ভিতর থাকবো, সিন্দুক শুদ্ধ যদি কেউ তোলে, তবেই উদ্ধার, নইলে যে পগার—সেই পগার।

মৎস্য-কু। তা কেউ বুঝি তুলছে না?

দৈত্য। না—শালারা যেন টের পেয়েছে; জাহাজ থেকে হাত-সুতো নাবছে, পাহাড় থেকে জাল পড়ছে—এ পাশ ও পাশ চার পাশ, কেবল সিন্দুকটুকু বাদ দিচ্ছেন।

মৎস্য-কু। তুলবে তুলবে, ভয় কি?

দৈত্য। তোমারও কাঁটা আঁস ঝরে যাবে, পা টা হবে, ঘাঘরা শাড়ী পরবে, ভয় কি?

মৎস্য-কু। আচ্ছা, তোমায় যদি এখন কেউ তোলে, তা হ'লে তাকে কি বকশিস দাও?

দৈত্য। এই চরণকমলখানি না তার বুকে চাপিয়ে দিয়ে, জীভখানি ক'গজ মেপে দেখি।

মৎস্য-কু। বটে, সে কয়েদ খালাস ক'রে দেবে, তোমার উপকার করবে, আর এই তোমার প্রত্যুপকার?

দৈত্য। সুন্দরি, তুমি জলে থাক, প্রাণটাও জলের মত চলচলে, পৃথিবী শক্ত মাটী, সেখানকার চাল বুঝবে কি? ভাবছ বুঝি তোমাদের জলেই হাঙ্গর কুমীর আছে—ডাঙ্গায় নাই? সেখানে ভাল কল্লেই মন্দ কর্ত্তে হয়, নইলে লোকে তাকে মানুষ বলে না। তোমাদের তো এ অগাধ সাগর, সেখানে এক বিদ্যাসাগর ছিলেন, তাঁকে যদি কেউ বলতো, "মশায়, অমুক আপনাকে গাল দিয়েছেন," তিনি উত্তর দিতেন, "কৈ বাবা, আমি তো তাঁর কখনও কোন উপকার করিনে"; আর তা ছাড়া—

মৎস্য-কু। তা ছাড়া আর কি?

দৈত্য। আমি প্রথম প্রথম মনে কত্তুম যে, এখন যদি কেউ আমায় তোলে, তা হ'লে তাকে ধন-দৌলত, রাজ্য-ঐশ্বর্য্য সব দিই; কিন্তু বেটারা আমার মন বুঝলে না—আজও তুল্লে না। এখন দিব্বি গেলেছি যে, যে আমায় তুলবে, তাকে উল্টো বকশিস ঝাড়বো; এই সাগরে গঙ্গা এসে মিশেছেন, গঙ্গাজল ছুঁয়ে দিব্বি—লঙ্ঘন তো করবার যো নেই।

মৎস্য-কু। বটে—তুমি এমন সাধু পুরুষ! তবে আমিও তো বাহিরে থাকতে দিচ্ছি, কোন্

দিন আমারই ঘাড় ভাঙ্গতে চাইবে। ঢোকো কর্ত্তা, ঢোকো, এখনই ঢোকো, নীচে যাও, নীচে যাও।

দৈত্য। থাকি না একটু—বেশ ঠাণ্ডায় আছি, তোমার মৎস্য-গন্ধবাসিত বচন-সুধা পান কচ্ছি।

মৎস্য-কু। আর আমি এই কাঁটার বাড়ি ঘা পাঁচ সাত দান কচ্ছি।

দৈত্য। ছিঃ! রসে ডুবে আছ—তবু এমন বেরসিক তুমি।

মৎস্য-কু। এই—যাও বলছি নীচে।

দৈত্য। রাগে আঁস ফুলছে যে, আচ্ছা যাই।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

রঙ্গপট।

অপ্সরীগণ।

(গীত)

আজি জম্ গিয়ে হো খেলা।
দম ছুটেগা, গম খায়েগা, কাঙ্গাদেওকা চেলা॥
ছিনালী জল যায়েগা, রাজাকো জান বাঁচেগা,
মিলা ভালা শলা॥
নয়া রাজা মজা করেগা, যাদু ঠুনা টুটায় দেগা,
ছুটায় দেগা ছলা।

(করতালি ও নৃত্য)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সমুদ্র-তীর।

তিনকড়ি জেলে।

(গীত)

মজালে মুস্কিল হলো ওরে মাছ মিলে না মূলে।
মরবে জানে খানা বিনে আজকে ছেলেপুলে॥
পয়লা খেপে ঠেকছে ভারি,
গুড়ুই দড়ি তাড়াতাড়ি,
ও আল্লা বিষমোল্লা,
মরা ঘোড়া জড়িয়ে এল জালে॥

(ঘোটকের উত্থান ও গীত)

খড়বড় খড়বড় ভড়বড়।
ঘোড়া ট্রামগাড়ীকা টান।
হ্যাকচ হেঁই যাচ্ছি পই জানকা হায়রাণ॥
টগবগ টগবগ টগবগ টগবগ নালকি ঠোক্কর,
জুড়িজঙ্গি চলে চৌরঙ্গি
কদম কদম ধায় বিলাতী ছক্কর,
ঠোক্কর লাগে ছক্কর পর,
বেটুয়া ঠাট্টু, লোটে লবেজান॥

[নৃত্য করিতে করিতে প্রস্থান।

তিন।— (গীত)

ভেড়ীর ভেটকী ট্যাংরা শুঁটকী বাটা পুঁটী কই।
খয়রা খোলসে পাঙাস পার্শে শোল সিঙ্গি রুই॥
ফেলে ছানাপোনা আয় না পোনা,
গাদা গাদা পায়রা চাঁদা
হায়! হায়! হায়!
চারটিখানি চুনো হোলেও চলে।
মজালে মুস্কিল হ'লো ওরে মাছ মিলে না মূলে॥
আবার যে ঠেকছে ভারি,
দোহাই পীর তোর পায়ে পড়ি,
মারো টান্ হিড় হিড় হিড়,
বাহবা জালে ভারি ভিড়।
(জাল তুলিয়া সবিস্ময়ে)
ও আল্লা কি কল্লা এবার আবার কি?
পেঁট্রা পুরে পেঠিয়ে দেছ বুঝি চাঁদির চাকি?
(সিন্দুক তালা-বন্ধ দেখিয়া)
সমুজেও সমাজাতে তুমি পারনিকো আল্লা।
পেঠিয়ে দাওনি চাবিকাটি কেমনে খুলি তালা।
দূর তোর যাক কেঠিয়ে ভাঙ্গি তবলি!
পেট্টা ভরে দেখে নিই চাঁদি ভরা বগলি॥

(সিন্দুক ভঙ্গকরণ, ধূমোদ্গম, দৈত্যের আবির্ভাব)

দৈত্য।

হুম্ হুম্ হুম্ হুরে বেটা তুল্লি মোরে কে রে?
কেমন মরণ মরবি তুই, বল শালা শীগগির ছুঁই।

তিন। ও বাবা আকাশ পাতল দিকধাড়াঙ্গা।
হাম্‌দো মাম্‌দো হাড়ভাঙ্গা,
হেঁকে বলে কর দাঙ্গা—
এখন মুই কাঁহা যাঙ্গা?

দৈত্য। জল্দী জলদী বলবি জেলে,
মজা পাবি তুই কিসে ম'লে?

তোর বুকে ডলি বাঁশ
না গলায় লাগাই ফাঁস ?
চাস্ তো পাক দিয়ে মারি ধরে চুলে।

তিন। ও বাবা, এ কি বলে !—
হাঁগো ছিলে কালাপানির তলে,
তুলে দিলুম জড়িয়ে জালে ;
(এখন) ফাঁস দিতে চাও আমার গলে ?
এই ইয়ারকি কে শেখালে ?

দৈত্য। না, বেটা বড় বকালে।

তিন। আচ্ছা বাপু দৈত্যের পো,
তোমার কেন এমন খল্লো গোঁ।

দৈত্য। মানতুম না খোদার হুকুম,
সলিমান খুড়ো তাই করে জুলুম,
বাক্সোয় পুরে তালা এঁটে ;
দরিয়ায় দিলে রাগের চোটে,
আগে ভাগে ওঠাতিস্ যদি
দিতুম তোরে বাদসার গদী,
দেরি কেন কল্লি পাজী,
জানিস্ আমি বদমেজাজি।

তিন। (স্বগত) আচ্ছা ;—
বুঝেছি তোমার কারসাজি,
খেলা হোলো ভোজের বাজি।
বেশ বেশ—মনে পড়েছে সেই নাপিত-
ভায়ার ফন্দী,
থালির ভিতর ভূতকে পুরে করেছিল বন্দী।
অব তোমায় কচ্চি রোসো সেই চালটি চেলে,
ভূতের ভিতর দৈত্য তুমি,
আমি মানুষের মাঝে জেলে।

দৈত্য। কি রে বেটা—
কি বক্‌ছিস্ গিজি গিজি গিজি ?

তিন। বলছি—
তোমার ঐ কথায় কি আমি ভিজি ?

দৈত্য। ওরে বেটা জেলের পো,
একি! মাছ চুরি তোর সেরকরা পো ?

তিন— (গীত)

তুমি নয় তো নেহাত বাঁওন বাঁটুল বেঁটে।
কেমন ক'রে এমন পেঁড়ায়
ছিলে যাদু এঁটে॥
মিথ্যে কথা কয়োনাকো হয়ে বেহ্মদৈত্যি।

দৈত্য।—দেখবি বেটা দেখবি বেটা
গুটিয়ে যাব খাঁ—এই হয়ে একরত্তি ?
তবু বছরখানেক ধরে খালি জল ক'রেছি পত্তি॥

তিন।—
আছ এই গেঁটাগোঁটা মোটাসোটা,
ঠিক যেন তেতালা কোটা,
অমনি হয়ে যাবে একটি ফোঁটা,
কুমড়ো-ভুঁড়ি গুড়িয়ে যাবে
হাতে থাকবে বোঁটা।

দৈত্য।—
এই তার সাক্ষী দেখ, বাকি্য তুলে রাখ,
তেরেকেটে তাক, তেরেকেটে তাক ;—
দিস্‌নে তালা, বল্‌ছি শালা, ডালাখানা ঢাক॥

(ধুমাকারে সিন্দুক মধ্যে প্রবেশ ও
ধীবর কর্তৃক অবরুদ্ধ)

দৈত্য। (সিন্দুকমধ্য হইতে)
দেখলি বেটা দেখলি ?

তিন। হাঁ—টেনে দিচ্ছি শিকলী।

দৈত্য। সে কি রে শালা ?

তিন। এই আঁটলুম তালা।

দৈত্য। পায়ে পড়ি তোর দে রে খুলে।

তিন। আর কি ভবী কথায় ভোলে।

দৈত্য। এখন কর্‌বি কি তা বল ?

তিন। গড়িয়ে দেব ঠেলে মাঝ দরিয়ার তল।

দৈত্য। মাইরী মার্‌বো না তোরে, কচ্ছেলুম ঠাট্টা।

তিন। যেমনি তুই বুনো ওল, তেমনি আমি খাট্টা।

দৈত্য। ওরে ধন-দৌলত দিব তোরে।

তিন। পয়সা তো পাক দে মেরে ?

দৈত্য। মাইরী না, খোদার কসম।

তিন। তো বেটার কি আছে চশম ?

দৈত্য। মাইরী তোর মাথা খাই।

তিন। আহা! আপ্যায়িত হলাম দৈত্য ভাই।

দৈত্য। একবার ভাই খোল না ডালা।

তিন। তা হলে জেলেভাই তো হবেন শালা।

দৈত্য। দোহাই দোহাই—আক্কেল পেয়েছি খুব।

তিন। বাড়বে আরে বুদ্ধির বহর জলে দিলে ডুব।

দৈত্য। আর ভাই করিস্ নাকো নাকাল,
তোর ভাল করবে মাকাল ;
সত্যি আমি বেহ্মদৈত্যি, কইনে কথা মিথ্যে,
রাগে পড়ে রাগ ছেড়েছি নাইকো মাটী
চিত্তে।

তিন। তবে খুলি—ডালা তুলি?

দৈত্য। খোল খোল—করি কোলাকুলি;

[ডালা উত্তোলন] আঃ আঃ! বাঁচলুম ছেড়ে হাঁপ।

তিন। পালা পালা—বাপ বাপ।

(পলায়নোদ্যম)

দৈত্য। আরে কি হয়েছে—কাঁহা ভাগো ভাই?

তিন। বেঁচে থাক্‌লে বাবার নাম, দৌলতে কাজ নাই।

দৈত্য।—

ডর মৎ করো ভাই—শুন মেরি শল্লা।
তিন পাহার কি বিচমে হায় বড়া কল্লা।
হুরর ফজুরে এক এক দফে ফিকো হুঁহ জাল,
মসলি মিলেগা হর্‌কিসম্‌কি জরুস হররা লাগে!
দরবারমে কারবার করো পাওগে সোনা চাঁদি,
খুশী হোগা জরু তেরা বাপ নানা দাদী।

(অন্তর্দ্ধান)

তিন। পায়ের গোলাম কচ্ছে সেলাম,
তোমার পেল্লী থাকুক ডাঁটা।
যাচ্ছ পাই তো বাঁচবো প্রাণে।
নইলে জানী দেবে ঝাঁটা॥

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাস্তা।

(সোনালীর প্রবেশ)

সোনা। (গীত)

আমি নারী হ'য়ে বুঝলেম নাকো
নারীর কেমন মন।
ফুলের মতন কুলের বালা পাষাণ এমন॥
সংসার শ্মশানে ভাসান,
পতির বুকে চাপান পাষাণ,
কলঙ্ক-নিশান তুলে মদনে মগন॥
ধিক ধিক ধিক্ ধিক ফিক ক'রে হাসি,
ধিক্ আঁখি ঠেরে প্রাণাধিকে ফাঁসি,
ছি ছি ধিক ওলো সর্ব্বনাশী,
তোর কালো কেশরাশি,
ধিক মমতাতে মাখা মধু সম্বোধনে;—
বলিহারি ওলো নারী তোর ভোলান বচন॥

ভাল, সাপেই সাপের বিষ তোলে, আমিও তো জাত-ফণী—দেখি যাদুমণির যাদু ভাঙতে পারি কি না? বুঝেছিলুম, একটা কারখানা হবেই, তাই মোহিনী মন্ত্র পড়বার আগেই সয়ে পড়েছিলুম। এ রাজা মস্ত রাজা—পুরুষ বটে, যেমন তেজ, তেমনি বুদ্ধি, তবু কিন্তু আমি জাতের রীত ছাড়িনে। একটু ফণা ফুলিয়ে বেণী দুলিয়ে বুড়ো উজীরের প্রাণটা টলাতে হয়েছে, নইলে চট্‌ ক'রে এমন সখের রাঁধুনী ঠাকরুণ হ'তে পাত্তুম না। আচ্ছা, পুরুষগুলো কি? সকলেই যে বোকা, এমন কিছু কথা নয়, সব বোঝে, তবু জেনে শুনে মজে। অপরাধই বা কি? এই চোখ দুটিতে যে প্রদীপ জ্বলে,—পতঙ্গ বৈ তো নয়, কতক্ষণ থাকবে? রাজার উজীর—বুদ্ধিতে এই রাজ্যখানা চল্‌ছে, তবু বুড়ো মিন্‌ষে ফস্ কোরে বুঝে গেল যে, আমার এই ছেঁয়ালো ছোয়ালো ছাব্বিশের প্রাণটি তাঁর জন্য পাগল হয়েছে।

(উজীর প্রেমচাঁদের প্রবেশ)

প্রেম। এই যে আমার শশিমুখী—তুমি পথে?

সোনা। হারিয়ে তোমার মনোরথ,
সার করেছি শেষ পথ,
হব কার পদানত ভাবছি এখন তাই,
দেখাচ্ছ বিধি সুখের নিধি
ভাগ্যে রাখে নাই।

প্রেম। আমার ময়না নাচে গয়না পরে
তাই তাই তাই।
প্রাণে আমার হামাগুড়ি হায়-গুড়াগুড় যাই।

সোনা। উজীর সাহেব, তুমি বেশ সুপুরুষ।

প্রেম। হাঁ?

সোনা। তোমার গিন্নী গলায় দড়ি দিয়েছেন?

প্রেম। সে কি?—কেন?

সোনা। অমন স্বোয়ামী রেখে গঙ্গা পাওয়া একটা আধিক্যতার কথা—তাই জিজ্ঞাসা কচ্ছিলুম।

প্রেম। তা—তা—তুমি যখন আমার উপর কৃপা ক'রেছ, তখন তার একপ্রকার মরাই হয়েছে।

সোনা। আচ্ছা উজীর সাহেব! তুমি তো বল্‌ছো আমার জন্যে প্রাণ দিতে পার?

প্রেম। তা পারি—এখনি পারি।

সোনা। আচ্ছা, তা তো পার—টাকা কড়ি কি রকম দিতে পার বল দেখি?

প্রেম। প্রিয়ে, ভেঙ্গে দিলে—একেবারে ভেঙ্গে দিলে—অমন প্রেমের কবিতা একেবারে চুরমার

ক'রে ভেঙ্গে দিলে? সুবদনী প্রাণতোষিণী নয়ন-তারা দধিমুখী! তোমায় যে আমি স্ত্রীভাবে দেখেছি, ঠিক আমার স্ত্রীর মতন থাকবে।

সোনা। কি, তোমার বাড়ী গিয়ে?

প্রেম। না না, তা নয় তোমার বাড়ীতেই,—তবে আমার স্ত্রীর মতন।

সোনা। মতন—ঠিক স্ত্রী নয়?

প্রেম। তা কেন, লোকে তোমায় উজীরণী বলে ডাকবে, অমন গহনা গাঁটী হারে মতি ঘাঘরা এঁটে আর সখী সেজে বেড়াবে না, বেশ মোটা কাপড়-খানি প'রে হাতে শুধু দুগাছি রুলি দিয়ে গেরস্তর মতন থাকবে আর নগদ মাসহারা মাসে মাসে তোমার নামে আমার খাতায় জমা হ'তে থাকবে।

সোনা। উজীর সাহেবের মেজাজটা খুব আমীরি দেখছি। তার পর তুমি ম'লে সহমরণে যাব না কি?

প্রেম। কাঠ মাগগী—কাঠ মাগগী—ডুনোডুনি পড়ে যাবে; তা তুমি এক কর্ম্ম কত্তে পার, জলে ঝাঁপ দিতে পার। তা সে সব পরের কথা পরে, এখন চল, তোমার সঙ্গেই যাই।

সোনা। আচ্ছা, উজীর সাহেব—

প্রেম। একশোবার "উজীরসাহেব—উজীর সাহেব" কি? সে যখন চাকর-বাকয় থাকবে, তখন ব'লো, এখন বল—দোস্ত, ইয়ার, প্রাণনাথ, সেঁইয়া।

সোনা। আমি অত পারসী আরবী বলতে পারবো না, হয় বলবো উজীর সাহেব—নয় পোড়ারমুখো, ড্যাকরা, হাড়হাবাতে, বুড়া মড়া।

প্রেম। হা হা হা, তাতে একটু আত্মীয়তা হয় বটে; তবে কথাগুলো ব্যাভারে ব্যাভারে কিছু অশ্লীল দাঁড়িয়েছে; একটু শুদ্ধ ক'রে ব'লতে পার, দগ্ধবদন—অস্থিদারিদ্র—বৃদ্ধশব—

সোনা। আচ্ছা তাই হবে; কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আমি রাজার বাড়ীর রাঁধুনী হয়েছি, রাজা নিজে আমার হাতে খাবেন, রাণীও খাবেন; আর আপনি উজীর হয়ে আমায় নষ্ট কত্তে চাচ্ছেন?

প্রেম। ওঃ, সকালবেলা একটা ডুব দিয়ে হাঁড়া চড়িয়ে দেবে, তাতে দোষ নেই, অমন রাঁধুনী এখন ঘর ঘর চলেছে।

সোনা। আচ্ছা, এ সব তখন বোঝা যাবে, এখন আমার যা কাজ আছে, রাজাকে রাজী করিয়ে সেটা ক'রে দেবে তো?

প্রেম। দেখ, ও চাওয়াচাওয়িগুলো ছেড়ে দাও, নেওয়া দেওয়া থাকলে কি প্রেম হয়?

সোনা। তুমি দিয়ে থুয়ে দেখ দেখি, তখন আমার প্রেম হয় কি না বুঝতে পারবে। কিছু পেলে আমার প্রেম একেবারে উথলে ওঠে—

টাকায় বসন্ত হাওয়া বয়,
মোহরে কোকিল কুহরে,
আর যদি দাও বাড়ী ঘর,
তা হোলে একেবারে ও হৃদয় জরজর।
তখন ঐ বুড়ো নয়নের চাউনি,
প্রাণে বাঁধবে বাঁউনি।

মোদ্দাৎ একান্তই পয়সা কড়ি তুলে দিতে যদি তোমার বুকের পাঁজরায় ঘা পড়ে, তা আমার কাজ নেই, কিন্তু যে কথা বলেছি—সেই একজনকে জব্দ করবার কথা, তা রাজাকে দে আমায় ক'রে দিতেই হবে।

(নেপথ্যে তিনকড়ি)—(গীত)

"আরে তুম তেরে নানা তুম তেরে নানা"

প্রেম। স'রে যাও, স'রে যাও, কে এদিকে আসছে।

সোনা। সে কি প্রিয়তম দগ্ধবদন, আমি যে তোমার স্ত্রীর মতন, আমার সঙ্গে কথা কইতে তোমার লজ্জা কি?

প্রেম। মান—সম্ভ্রম—ইজ্জত,—দরবারে গোল হবে, সর সর, নইলে আমি পলাই।

(পলায়নোদ্যম)

সোনা। আমায় ছেড়ে পালাও কোথায় প্রাণের বৃদ্ধশব? (হস্তধারণ) এতে দোষ কি? স্ত্রীর মতন হলুম আমি, এই যে বলছিলে।

প্রেম। আরে ছাড় ছাড়, দেখলেই দোষ, আমাদের ভদ্র তন্ত্রের বচনই হচ্ছে—

ব্যভিচার কদাচার কিছু করো না বাকী,
যদি দিতে পার লুকিয়ে রেখে
লোকের চোখে ফাঁকি ॥

আমি পালাই পালাই, এর পর দেখা করবো।

[দ্রুত প্রস্থান।

সোনা। ঐ ধর ধর ধর।
লাফে লাফে পালায় আমার ভদ্র প্রাণেশ্বর ॥

(গীত গাহিতে গাহিতে তিনকড়ির প্রবেশ)

রমজানি তোর বদনখানি দেখেছিলুম ভোরে।
ফেরে ফারে গিয়ে নসীব খুল্লো আখেরে ॥

বিবি তুই মোর বদনা বাটী
জালের কাঁটী—
হাড় মাটী তোর লয়ান কোরে॥
রমজানি তোর বদনখানি দেখেছিলুম ভোরে॥
(তোর) নয়ান দেওয়া বয়ানখানি বড় ভালবাসি,
(আমার) রোজার শশী দেখনহাসি, ওলো রূপসী,
একমরণে মরবো দুজন গাড়বে পেড়ে একগোরে॥

সোণা। ওহে জেলের ছেলে, আজ পুকুরে কি মাছ পেলে? দেখছি যে ভারি ফূর্ত্তি, মনে উঠেছে কার মূর্ত্তি?

তিনি। পুইসা কোথা পাব বিবি যে ফূর্ত্তি করবো। আর মূর্ত্তির কথা যা বলছিলে—তা কি জান, ঘরে একটা আছে সেকেলে রকম, তেমন নয়—এই তোমার কি না—আপনকার বুঝলে বিবি—ঐ পায়ের মেতিপাতার ঘুগ্যিও নয়; বিবি বিবি, তোমার কি চেহারা!

সোনা। বাঃ, তুমি জাল ফেলে শুধু মাছ ধর না, আর কিছু ধরবারও চেষ্টায় আছ, বেশ রসিকও দেখছি।

তিন। এই এই হামেসা জলে থাকি কি না, তাই শরীরটে একটু রসে উঠেছে; বিবিদের সঙ্গে আমি খুব রসের কথা কইতে পারি।

সোনা। বটে?

তিন। হাঁ—বিবি, আজ কি দিয়ে পান্তা ভাত খেলে?

সোন। এখনও কিছু খাইনি,—আজ যে তোমাদের বাড়ী মাকাল পূজোর নেমন্তন্ন।

তিন। (সহাস্যে) বেশ বলেছ—খুব জবাব দিয়েছ, তা দেখ বিবি, অতদূর কষ্ট পেয়ে আর আগমন করবে, টাকাটা আমার হাতেই দাও, আমিই নিয়ে যাচ্ছি।

সোনা। টাকা কিসের?

তিন। ঐ পেন্নামির,—তাই দিতেই তো নেমন্তন্ন যাওয়া।

সোনা। বেশ বেশ, তোমার বড়মানুষি চাল-চলনও অভ্যেস আছে দেখছি যে।

তিন। এই রোজ রুই মাছ ধরি কি না—তাই মেজাজ গরমে গেছে।

সোনা। বটে!—আজ কি মাছ ধল্লে?

তিন। আজকে?—সে কথা আর পুছ কোরো না বিবি, পুছ ক'রো না,—হিঃহিঃহিঃহিঃ (হাস্য) রাজার বাড়ী নজর দেব, বেচবো না—বকশিস্ পাব। সে মাছ যদি তুমি দেখ, তোমারও বিবি মাছ হ'তে ইচ্ছে যাবে। ওঃ তা যদি হও, তা হোলে তোমার ঐ সোনার অঙ্গ হেলিয়ে জলে কিলবিল কত্তে থাকে, আর আমি অমনি গুড়ি মেরে মেরে গিয়ে ঝপাৎ ক'রে পোলো চাপা দিই।

সোনা। তা তখন দিও, এখন কি মাছটা পেলে, আগায় দেখাও না।

তিন। দেখবে দেখো, যেন রং দেখে পাশ কাটিও না। এই,—ক্যা মাছ—ক্যা মাছ! ইয়া লাল, ইয়া নীল, ইয়া সবুজ, ইয়া গোলাপী—জরদ—বাহবা—বাহবা!

সোনা। কি আশ্চর্য্য—কি চমৎকার! এমন মাছ তো কখনও দেখিনে; এ মাছ বেচবে—কত নেবে?

তিন। ইস্, একেবারে হেসে যে আটখানা! ছবুড়ি ছত্রিশ পাটী যে বের ক'রে ফেল্লে।

সোনা। এই বুঝি আমার চেহারা-টেহারা সব গেল? দুটো মাছ চেয়েছি আর চ'টেছ? তাও দাম দেব।

তিন। দাম কেন?—তুমি দম্ দিয়েও নিতে পার। রোসো—মাছ নিয়ে কি করবে? এগুলি রাজার হুজুরে নজর দিয়ে যা পাব, তাতেই শুধু তোমার কেন—তোমার কে কে আছে বল, সব্বারই মাসহারা বরাদ্দ ক'রে দিতে পারবো।

সোনা। রাজাকে মাছ নজর দেবে—তা আমার সঙ্গে এস।

তিন। তোমার সঙ্গে!—সে কি? রাজা কি তোমার ওখানে?

সোনা। আরে দূর, আমি রাজার বাড়ীর রাঁধুনী।

তিন। অ্যাঁ অ্যাঁ, বটে বটে বটে, তা তো বলনি,—তাই তো তোমার গায়ে একটু ডালচিনি এলাচের গন্ধ বেরুচ্ছে বটে, তা চল চল, দেখ,—

যদি দিইয়ে দাও বেশী টাকা।
তুমিও যাবে না ফাঁকা!

(গীত)

মাছ বেচে আজ পাব লাখ টাকা।
ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ বাড়বে ঝাঁজ,
মেজাজ হবে ইয়া বাঁকা (ইয়া বাঁকা)।
তখন যখন ব'সবো হেলে,
কে সুধায় আর কার ছেলে,

তেলা জেতে—T. C. Zalay,
সইটি তো ইংরিজি ছাঁকা ॥
গরীব ইয়ার্ ডোণ্ট কেয়ার,
মজলিসিতে পাব চেয়ার,
সমার সাহেব কাটবে হেয়ার,
ভাগনে টানবে পাখা ॥
পম্প্ ধর্ব্বো ছেড়ে নাগরা,
বিবি পর্ব্বে ঘুরিয়ে ঘাগরা,
কুক্ বেলুন্তি গড়বে ব্রেসলেট্
ঘুচিয়ে তানার হাতের শাঁখা।
হেঁইও পইস্ হাঁকরে সইস্
কোসে তেনা জুড়ি হাঁকা ॥
শ্যাম্পেনেতে রাঙ্গা আঁখি,
বাঙ্গলা কি আর কব নাকি ?
হাঁকাহাঁকি ছোটলোকি
ঘণ্ট টিপে চাকর ডাকা ॥
দরোয়ানের দিব শিক্ষা,
পাওনাদারের গলাধাক্কা,
পাকা বনেদি চাল—ভিতর যত ফাঁকা ॥

——

তৃতীয় দৃশ্য

রন্ধনশালা

সোনা। (মাছ ভাজিতে ভাজিতে)

(গীত)

রাজার বাড়ীর ভাত রাঁধা বড় শক্ত কারখানা।
এতে চালাকি চাই চৌদ্দ গণ্ডা বুদ্ধি ছু'আনা ॥
রাজা খাবেন দাদ্খানি,
ভেটকি মাছের আধখানি,
মুড়োখানি পাবেন রাণী,
গুঁড়ো গাঁড়া "রাজ-ছানা"।
রাজার ভাগনে, ভাইপো, নাতি,
জামাই শালা, জ্ঞাতি,
চিংড়ী খেয়ে তিংড়ে উঠে ফোলাবেন ছাতি,
তাঁদের দুধের বাটি মানা ॥
যার হাতে টাকার তোড়া,
তার পাতে ডিমের জোড়া,
(অন্ত্য) শাকের গোড়া, বেগুন পোড়া,
মাসকলায়ের দানা ॥

(দেওয়াল ফাটিয়া অপ্সরীর প্রবেশ)

অপ্সরী। মাছ—মাছ—মাছ! কে দিয়েছে এমন বরণ, কে দিয়েছে ছাঁচ ?
ছেড়ে যাস্তো যাব ছেড়ে,
নেব বরণ ধরণ কেড়ে;
তাই বলি যা উড়ে উড়ে।

(মৎস্য অদৃশ্য, পাকপাত্র উল্টাইয়া দিয়া অপ্সরীর অন্তর্দ্ধান)

সোনা। মাগো মা, আজকে আবার—
বুঝি কাজ কল্লে কাবার।
সেবার ছিল দৈত্যি দানা—এবার এল পরী।
তেলের কড়া উঠলো জ্বলে,
মাছ গেল আকাশে চলে,
এবার রাম ডাকি কি রহিম ডাকি,
মুর্চ্ছো যাই কি মরি।
ওগো মাগো, আমি এ কি কল্লুম, কোথায় এলুম ? কড়া থেকে লাফিয়ে উনুনে পড়লুম, যাদুর রাজ্যি ছেড়ে ভূতের রাজ্যিতে এলুম। কালও অমনি কড়ায় মাছ চড়িয়েছি, আর কোত্থেকে একটা তালগাছ-পানা ভূত এল, কড়ার তেল গেল পুড়ে—মাছ গেল আকাশে উড়ে।
আমার দাঁতে দাঁতে দাঁতি,
ধড়াস্ ধড়াস্ ছাতি।
তবু রাজার পেত্যয় নাই,
বত্তি বলে আমার হিষ্টিরি বাই ॥
ওমা, ঐ যে দাড়ি দুলিয়ে উজির মুখপোড়া আসছে—
তোরে চিনি—আয় তুই,
আছে বেশ ঠাণ্ডা ভুঁই,
আগে মুড়ি দিয়ে ত শুই।

(প্রেমচাঁদের প্রবেশ)

প্রেম। বাহবা বাহবা ছুঁড়ি,
মাছ ফেলে দিয়েছে মুড়ি ?
সখের মসলি গেল জলে,
ভাজবে তোরে তার বদলে।
সোনা। আজ দৈত্য নয়, সত্যি সত্যি
পেত্নী দেখা দিলে।
ভাগ্যে ছিল হাতে নোওয়া,
নয় ফেলতো গিলে ॥
প্রেম। রাত জেগে রাজার কাজে
দিয়েছিলে ঢিলে।

ভূত ছাড়াবে চাঁড়াল এসে
চড় চাপড় আর কিলে ॥

সোনা। ওগো, ভাজামাছ উল্‌টে দিতে,
পেত্নী দেখা দিলে ভিতে,
মূর্ত্তি দেখে ফুর্ত্তিহারা, ঝাপটে এসে ধল্লে ত্বরা,
উচ্চবাচ্য ঘুচে গেল, মূর্চ্ছা গেলুম ধড়াস্।

প্রেম। সরকারী জল্লাদ দেবে
কোসে গলায় ফাঁস।

সোনা। এসো এবার প্রেম জানাতে—
মুখে দেব পাঁশ।
আর দাড়ী ধরে দুটি গালে ঠাস্ ঠাস্ ঠাস্ ॥

প্রেম। আমায় চড় মাল্লে হবে কি, রাজা আপনি আস্‌চেন রান্নাঘরে, জেলেকেও আনতে গেছে ধরে। ভূতের কথায় প্রত্যয়, রাজার যদি না হয়, তখন কি হবে? এতদিন রাজবাড়ীতে ভূত ছিল না, আর তুমি আস্‌তে না আস্‌তেই ভূত এল, দৈত্যি এল, পেত্নী এল, পরী এল।

আমাদের রাজাকে ত চেন না,
এ ভূত পেত্নী মানে না।
হাল্‌কা রাশ নয়কো রাজার,
এর কাছে ভেল্কী চলা ভার ॥

সোনা। তা বেশ, আমায় ফাঁসী দিক্, আমি মরে যাই, তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খুসী হোয়ে দেখ। তোমার কি?—তুমি বড়লোক—রাজার উজীর—পুঁজীর অভাব নেই—সুজীর পায়েস খাও।

প্রেম। এই মারকুলি খাবার পর থেকে; তুমি জান্‌লে কেমন ক'রে—তুমি জান্‌লে কেমন ক'রে?

সোনা। ওগো, তা দাঁত দেখেই বুঝেছি; আমি কি আর রসিক লোক দেখলে চিন্‌তে পারিনে, মা'র পেট থেকে পড়ে অবধি প্রেম করে আস্‌ছো, পীরিত এখন গায়ে চাকা চাকা হয়ে ফুটে বেরিয়েছে, তাকি দেখতে পাচ্ছিনে; তা বেশ—জন্ম জন্ম প্রেম কর, মারকুলি খাও, সালসা খাও, আমার জন্যে তোমার প্রাণ কাঁদবে কেন? এই যে কথায় বলে—'মেয়েমানুষ যদি ভালবাসে তা হোলেই তার সর্ব্বনাশ'; আমার দেখছি তাই। তা বেশ ভাই বেশ; রূপ আছে—চেহারা আছে—বয়স আছে—ভাবনা কি? মরবো যখন—আশীর্ব্বাদ ক'ত্তে ক'ত্তে মরবো, আমার চেয়ে সহস্রগুণে রূপসী যেন তোমার প্রেয়সী হয়।

প্রেম। তা—তা—তোমার এমনই মনই বটে! তাকি জান, তোমার সঙ্গে এই দুদিন আলাপ, তোমার রূপটাই এখনও পর্য্যন্ত চোখে বড়ই লেগে রয়েছে; এর মধ্যেই তুমি মরবে—সেটা আমার বরদাস্ত হবে না।

সোনা। মনে বল্লুম, রাজার উজীর, তাঁর নজরে পড়েছি, আমার আর সুখের সীমা থাকবে না; তা—কপাল, কপাল! আহা, আজ নিজের হাতে ফুল তুলে, ভাল মালা গেঁথে রেখেছি, বড় সাধ ক'রেছিলুম, একজনকে পরাবো!

প্রেম। কাকে—কাকে?

সোনা। সে আছে একজন—আর নাম ক'রেই বা কি হবে? বিছানায় আতর মাখিয়ে রেখেছিলুম, চন্দন ঘসেছিলুম।

প্রেম। কার জন্যে—কার জন্যে? আমার জন্যে ত নয়?

সোনা। ঘরে ধুনো-গঙ্গাজল দিয়েছিলুম।

প্রেম। তবে সেই—তবে সেই—বুঝেছি—তবে সেই।

সোনা। খ্যাংরাগাছটা ভাল ক'রে ধুয়ে রেখেছিলুম।

প্রেম। হাঁ হাঁ বুঝেছি—এই আমার জন্যে—আমার জন্যে।

সোনা। এই আছে তার মস্ত বাড়ী।

প্রেম। ঐ চৌমাথায়; সে আমার—সে আমার।

সোনা। আর তার আছে, তিনটে ঘোড়া ছ'খানা গাড়ী।

প্রেম। আমার—আমার।

সোনা। আর তার মস্ত লম্বা দাড়ী।

প্রেম। এই আমার—আমার!

সোনা। আর সে বদ্‌মায়েসের ধাড়ি।

প্রেম। তা হোলেই আমি—আমি—আমি—আমি না হয়ে যায় না।

সোনা। তা রাজা এসে আর হুকুম দেবে কেন, জল্লাদ এসে আর ফাঁসী দেবে কেন? এই আপনার বিউনীগাছটা আপনার গলায় দিয়ে তোমার সাম্‌নেই মরি। (গলদেশে বেণীবেষ্টন)।

প্রেম। ছিছি ছিছি, এমন কাজ ক'রো না—ক'রো না, গলায় দড়ি দিয়ে ম'লে ভূত হয়, তুমি পেত্নী হবে?—তখন কি জানি, যদি আমায়ই পেয়ে বসো!

সোনা। তা পেলুমই বা! এই তো এখন আমায় পাবার জন্যে এত পায়-ধরাধরি কচ্চো, আর তখন যদি আমি আপনিই এসে পেয়ে বসি, সে তো তোমার পক্ষে ভালই হবে।

প্রেম। আরে বল কি—সে কি? ম'রে পাবে কি?

সোনা। কেন এই মানুষ র'য়েছি—এত ভাল-বাসা—আর মরে গেলেই কি এত ভয়?

প্রেম। ও সব কথা ব'লো না—ও সব কথা ব'লো না, আমার যার একলা শুতে হয়। ছেলে-পুলে হবার পর থেকে গিন্নী আলাদা বিছানা ক'রেছেন।

সোনা। এই তো দেখছি ভুত মানো, তবে আমার কথায় পেত্যয় হ'চ্ছেনা কেন?

প্রেম। আরে মানি—রাত্তিরে মানি, অন্ধকারে মানি, একেলা মানি, তা বলে পাঁচজনের কাছে, সভ্য-সমাজের কাছে মানবো কেন?

সোনা। ওগো, ভুত মেনো, গো-ভুত মেনো, ওগো, বড্ড আছে! আমার কাঁচা বয়স, আর আইবুড়ো পেয়ে ভুতে যে উপদ্রব করে গো, তা তোমায় আর কি বল্‌বো; শোন যদি তোমার কান্না আস্‌বে। ওগো, সে রকম রকম ভুত গো!

(গীত)

এই কাঁচা বয়েস দেখে ওগো নজর দেয় ভুতে।
কে যেন পাছে পাছে, ছম ছম করে গা,—
পারিনে একেলা শুতে ॥
নবযৌবন যবে ফোটে,
কোথা থেকে কত ভুত জোটে,
ফেরে পাবার আশে,
আশে পাশে আগু পিছুতে।
বেহ্মদৈত্যি লুকিয়ে দেখে,
চ্যাংড়া ভুতে চিঠি লেখে,
আর গলায় দড়ে জ্বালায় বড়, আসে শুঁকুতে।
ভুতের ভিতর আছে বড়লোক,
এত বড় জিভখানা তার অতি ছোট চোখ,
গঙ্গামঙ্গরা হার মেনে যায়
সে যে যায় না কিছুতে।
আদুরে আবদারে পুত,
বড় প্যান্‌প্যানে ঘ্যান্‌ঘেনে ভুত,
ঘুনিয়ে ঘুনিয়ে কাছে আসে,
চায় বিছানা ছুঁতে;
নাকে কথা কয়, পড়ে বোধোদয়,
আমায় দেয় না ঘুমুতে ॥

প্রেম। আর বল্‌তে হবে না,—আর বল্‌তে হবে না, থাম—আমি মেনে নিয়েছি। আজকাল তোমার আমার এক প্রাণ তো, যখন তুমি দেখেছ, তখন আমারও দেখা হোয়েছে; রাজা এলেই বল্‌'বো এখন, আমিও ভুত দেখেছি, হ্যাঁ কটা বল্‌বো? মেয়ে ভুত, না পুরুষ ভুত—কি ব'ল্‌বো?

সোনা। বোলো দাড়ীও আছে, শাড়ীও পরে, এমন ভুত এখন অনেক আছে, রাজা বুঝে নেবে এখন।

প্রেম। তবে যাই, এখানে থেকে কাজ নেই। রাজা আসছেন, আমরাও যাই চল; যেতে যেতে পথেই হয় তো দেখা হবে; কিন্তু বুঝেছো সোনালী—

সোনা। হুঁ হুঁ—একশোবার কি মুখে বল্‌তে হয়, আমি তোমার চোখের ভঙ্গীতেই আঁচ পেয়েছি।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

বারান্দার পথ।

রাজা হরদমসিংহ ও পারিষদগণ।

রাজা। আজ স্বচক্ষে দেখতে হবে।

মূঢ়। আজ্ঞে হ্যাঁ,—আর স্বকর্ণে শুন্‌তে হবে।

মর্ক। আর স্বনাসিকায় শুঁক্‌তে হবে।

সকলে। আর স্বজিহ্বায় চাক্‌তে হবে।

রাজা। আচ্ছা, ভুত কি?

মর্ক। আজ্ঞে, দেহান্তর পুরুষমানুষ।

রাজা। ব'লি তা নয়, ভুত কি আছে?

মূঢ়। আজ্ঞে, ভুত আগে ছিল, এখন যা আছে, বর্ত্তমান—

মর্ক। ঠিক, ঠিক—ভুত যখন বর্ত্তমান, তখন উপস্থিত বর্ত্তমান—

(প্রেমচাঁদ ও সোনালীর প্রবেশ)

রাজা। এই যে উজীর, তুমি যে এলে? একি, রাঁধুনীও যে সঙ্গে, শুধু হাতে যে?

পারি। শুধু হাতে যে—শুধু হাতে যে?

মর্ক। আজ্ঞে নেহাত শুধু হাতে নয়, বালা চুড়ি-টুড়িতো রয়েছে।

রাজা। তা নয়, ভাজা মাছ?

মর্ক। ভাজা কৈ—মাছ কৈ?

প্রেম। মহারাজ, আর ও কথায় কাজ নেই, চলুন, সভায় চলুন; আলোটালো আছে, সেইখানেই বল্‌বো।

রাজা। কি, আজও কিছু হোয়েছে না কি? আবার কিছু দেখা দিয়েছিল?

প্রেম। মহারাজ, সে কথায় আর কাজ কি? ভয়ঙ্কর—ভয়ঙ্কর! ঐ ঠাকরুণটিকে জিজ্ঞাসা করুন; কিগো, বল না।

সোনা। তুমিই বল না—সে অদ্ভুত কাণ্ড—

প্রেম। বেয়াড়া প্রকাণ্ড—বল না।

সোনা। চক্ষু দুটো ভাণ্ড- বল।

প্রেম। ডাকে যেন ষণ্ড—বল না।

সোনা। হাতে যমদণ্ড—বল না।

রাজা। আর ব'ল্‌তে হবে না, এ বোধ হয়,—

পারি। আজ্ঞে ঠিক বলেছেন—এ বোধ হয়—বোধ হয়—

রাজা। আমার মনে হচ্ছে, আর কিছু না—

পারি। আর কিছু না—আর কিছু না—

রাজা। সেই পুকুরে কোনরূপ—

পারি। আজ্ঞে, কোনরূপ—কোনরূপ—

রাজা। অথবা—

পারি। অথবা—অথবা—

রাজা। আর তা না হয় তো—

পারি। তা না হয় তো—তা না হয় তো—

রাজা। কিন্তু—কিন্তু তা হ'লে—

পারি। কিন্তু—কিন্তু তা হ'লে—

সোনা। মহারাজ আমি বলি কি—

পারি। তুমি কিছু ব'লো না, তুমি কিছু ব'লো না, মহারাজ বল্‌বেন—মহারাজ বল্‌বেন।

রাজা। আহা, না হয়, মেয়েমানুষের কথটা শোন না।

পারি। সত্যই তো, মেয়েমানুষের কথাটা শোন না।

রাজা। কি বল্‌ছিলে—বল গো।

সোনা। আজ্ঞে না, আর কাজ নেই, আপনিই বলুন।

রাজা। আমি বলি—

পারি। রাজা বলেন—রাজা বলেন—

রাজা। সেই জেলে বেটারই সব দোষ।

পারি। জেলে বেটারই দোষ।

রাজা। সে কি দিয়েছে।

পারি। সে কি দিয়েছে।

রাজা। ধ'রে নেয়াও শালাকো।

পারি। ধ'রে লেয়াও শালাকো।

রাজা। আরে ডাক না।

পারি। আরে ডাক না।

রাজা। কি গেরো!

পারি। কি গেরো!

(তিনকড়ির প্রবেশ)

তিন। আর গিয়ে কাজ কি, আমি আপনিই এসেছি।

পারি। মহারাজ! জেলে এসেছেন।

রাজা। হুঁ হুঁ—বেটা হুঁ—

পারি। হুঁ হুঁ—বেটা হুঁ হুঁ হুঁ—

প্রেম। মহারাজ! ওকে কি বল্‌বেন বলুন।

রাজা। আরে দাঁড়াও না হে, একটু মেজাজটা গরম কর্‌তে দাও।

পারি। গরম কর্‌তে দাও।

রাজা। আরে আরে, জেলেকুপাধম—

পারি। ধম্—ধম্—ধম্—

রাজা। পাষণ্ড পামর পাপিষ্ঠ বর্ব্বর।

পারি। বর্—র্-র্-র্-র্—

রাজা। বাঃ বৎস, এ মৎস্য তুই কাঁহাসে লে আয়া শালা?

পারি। শালা—

রাজা। বল বলছি,—

তিন। মহারাজ—

পারি। চোপরাও—চোপরাও—

রাজা। চুপ কল্লি যে? কি বল্‌ছিলি বল্।

তিন। আজ্ঞে ঐ তিন পাহাড়ের ভিতর—

পারি। চোপরাও—চোপরাও—

রাজা। আবার হাঁ করে রইলো—বল্।

পারি। বল্—জল্‌দী বল্।

তিন। আজ্ঞে, বল্‌ছিলুম তো—এঁরা যে—

পারি। চোপরাও—চোপরাও।

তিন। ভালো গেরো, বল্‌তেও বল্‌ছে, চোপরাও কচ্ছে।

সোনা। তা কর্‌বে—ওটা রাজকায়দা। তুমি বলেও যাও, চোপ চোপও শুনে যাও।

তিন। আজ্ঞে, একটা দৈত্যির কথায় ঐ তিনপাহাড়ের মাঝে যে পুকুর আছে, তাতে জাল ফেলেছিলুম।

পারি। এই আর কি—দোষ কবুল করেছে, ফাঁসী হোক—ফাঁসী হোক।

তিন। আজ্ঞে, জাল ফেলেছিলুম।

পারি। বেটা, মাছ ধর্‌বি ধর, বেটা জাল ফেল্লি কেন?

তড়িতা। আচ্ছা, সেখানে প্রেম কেমন?

শম্বর। গলায় গলায়; তবে ঐ কোলাকুলী কর্‌বার সময় একটু গোল।

তড়িতা। কেন?

শম্বর। সেই সময় আমিই বন্ধুর বুকে ছুরি বসাই, কি তিনিই আমার বুকে বসিয়ে দেন।

তড়িতা। আচ্ছা, লোকজনের মেজাজ কেমন?

শম্বর। তা রাজরাজড়ার মত সদানন্দ, কিছুতেই গুজোর নেই, লোকের বাড়ীই পুড়ুক আর ছেলেই মরুক, সব আপনার আমোদ নিয়ে আপনিই আছে।

তড়িতা। ছেলেপুলেরা কি করে?

শম্বর। বড়মানুষের ছেলেরা বাপের মরণ টাকে, আর গরীবের ছেলেরা রাতারাতি বড়মানুষ হবার চেষ্টা করে।

তড়িতা। স্ত্রীলোকেরা?

শম্বর। ওঃ, তাঁরা সেখানে ইঞ্জিনিয়ার।

তড়িতা। কি রকম?

শম্বর। সবাই ঘর ভাঙ্গেন, তা কি আপনার, কি পাড়া-পড়শীর।

তড়িতা। আর যখন কাজ না থাকে?

শম্বর। তখন হয় আর্শীতে মুখ দেখেন, নয় হিষ্টিরিয়া হয়।

অবলা। (পর্দ্দার পশ্চাৎ হইতে) উঃ, গেলুম গেলুম গেলুম; পাষাণী পাষাণ কল্লে, তবু প্রাণে মারে না।

শম্বর। কে ও—কে ও।

তড়িতা। শত্রু,—তোমার শত্রু—আমার শত্রু! যে তোমার বুকে ছুরি মেরেছে, আমার প্রাণে বিষ ঢেলেছে।

শম্বর। কে—রাজা?

তড়িতা। হ্যাঁ, দেখবে, কি দুর্দ্দশা ক'রেছি দেখবে? দেখাচ্ছি, দাঁড়াও (পর্দ্দা উদ্‌ঘাটন) এই দেখ।

রাজ্য শ্মশান রাজা পাষাণ খালি আধখান।
উপরে আছে হাড়মাস, বুকের ভিতর প্রাণ॥

শম্বর। আহা হা, কেন কল্লে? ভাল ক'রে দাও—ছেড়ে দাও।

তড়িতা। ইস! এত দরদ কোথায় পেলে, নরক থেকে শিখে এলে নাকি? তবে সেখানে বুঝি মায়া মমতা আছে?

শম্বর। একটু,—তোমাদের এখানে ও পাটই নাই, সেখানে কিছু আছে।

তড়িতা। তবে আমি তো সেখানে যাচ্ছিনে।

শম্বর। না, তোমায় তা যেতে হবে না, তোমার জন্য নূতন মহল তোয়েরি হবে, আমি যোগাড় দেখে আস্‌ছি; অবিশ্বাসী স্ত্রী বোনেদ খুঁড়বে, ব্যাভিচারী পতি খিলেন গাঁথবে, অকৃতজ্ঞ বন্ধুতে আর পুত্রেতে মিলে ছাদ পিটুবে।

তড়িতা। ইস্! অনেক বড় বড় কথা শিখে এসেছ যে?

শম্বর। সাদা কথায় মনের ভাব বল্‌লে সেখানে ভদ্রসমাজে যায়গা পাওয়া যায় না। সে যাক, রাজাকে—তোমার স্বামীকে ভাল ক'রে দাও।

তড়িতা। ভাল ক'রে দেব বৈকি—খুব ভাল ক'রে দেব; যেমনই আমার সুখের পথে কাঁটা দিয়ে ভাল ক'রেছেন, তেমনি ভাল কচ্ছি, আরও ভাল কর্‌বো।

অবলা। এস, আর কেন, নিত্যকর্ম্ম সারো; সতীলক্ষ্মী! পতিসেবায় মন দাও, চাবুকগাছটা হাতে নাও।

তড়িতা। সে তো হবেই, রোজ বিশ ঘা বরাদ্দ আছেই; আগে তোমার বুকের ভিতর আগুনের শলা দেই; দেখ রে হতভাগা পতি, দেখ, তোর চোখের উপরই কি করি দেখ! আমার যে প্রাণের নায়ককে মেরেছিস, দেখ ফুলের চাঁদোয়া খাটিয়ে ফুলের বিছানা ক'রে তাকে শুইয়ে রেখেছি, তোর সামনেই তার গায়ে হাত দিচ্ছি, আদর কচ্ছি; কেমন জ্বল্‌ছে—বুকের ভিতর জ্বলছে তো?—

অবলা। শুধু বুকের ভিতর কেন?—স্বর্গের খাটালে খ টালে বাতি জ্বলছে, যেদিন তোমায় বিয়ে ক'রেছি, সে দিন যে আমার বোশেখ মাসে জলসত্র দেওয়া হয়েছে।

তড়িতা। বাতি জ্বলবে না?—নিজের হাতে ঝাড় টাঙ্গিয়েছ, এখন আপশোস কল্লে কি হবে? এত দেহের সুখ, এত রঙ্গভঙ্গ আমায় শেখালে কে? তুমি না আর কেউ? গুণধর! আমি কুলস্ত্রী, কেন আমায় সংসারের কাজ দেখতে দাও নি? কেন দিবারাত্রি আমায় কেলিকুঞ্জে আট্‌কে রাখতে? কেন ধর্ম্ম শেখাও নি—প্রেম শেখাও নি? নিত্য নূতন বিলাসের রসে কেন আমায় ভাসাতে? কেন আমায় অঙ্গরাগ হাবভাব কত্তে বলতে? বিলাসের দাস! পশু-প্রবৃত্তির বশ হয়ে কেন আমায় লালসায় ভাসাবার জন্যে লালায়িত হোতে?

অবলা। আমি কি তোমায় ব্যভিচার কত্তে শিখিয়েছিলুম?

তড়িতা। শিখিয়েছিলে কি! স্বামী হ'য়ে আমার প্রতি ব্যভিচারিণীর মতন ব্যাভার ক'রেছিলে।

অবলা। মিথ্যাকথা! আমি কখন ব্যভিচারিণীর মুখ দেখিনে, পর-স্ত্রী স্পর্শ করিনে।

তড়িতা। শতগুণে সে ভাল ছিল; লম্পট লাম্পট্য-প্রবৃত্তি কেন বারাঙ্গনার সঙ্গে মেটাও নি? আমি কুলের কামিনী, আমায় কেন কুলটাবৃত্তি শিখিয়েছিলে? তখন তো আমার লজ্জা ছিল; অনঙ্গ-অনুচর! কোন্ রঙ্গে বিবাহিতা স্ত্রীর সে লজ্জা ভঙ্গ করেছিলে? এখন তা ভুলে যাচ্ছ কেন? নিজের হাতে মদ ঢেলে আমায় খাইয়েছ—নেশার ঝোঁকে ধেই ধেই নেচেছি ব'লে এখন আমায় মাতাল বলছো।

অবলা। ঠিক ঠিক—রাণি, ঠিক ঠিক—

তড়িতা। প্রবৃত্তি দমন কত্তে পার নি; পশু-ভাবে প্রাণ পোরা—অথচ লোককে দেখাবে সুচরিত্র! কুচরিত্রের কলঙ্কটা আমার বুকে লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছিলে—তা লুকোয় না, সর্ব্বাঙ্গে ফুটে পড়েছে, ঘরের ভিতর বাজি পোড়াচ্ছিলে,—চালা ধরবে না? আমায় তো নরকের আগুনে পুড়তে হবেই, কিন্তু তোমায়ও সেই কুণ্ডের ভিতর ব'সে আমার দগ্ধ অঙ্গে প্রলেপ দিতে হবে।

অবলা। ছিছি—এ কথা কেন আগে বল নি —আগে বোঝাও নি, আগে সাবধান কর নি—?

তড়িতা। নেশা—মজা—স্বামীকে বশে রাখবার আয়াস। প্রথমে ভেবেছিলুম, যা জলছে, তা ভাত রাঁধবার আগুন, ক্ষুধা-শান্তির আয়োজন, কিন্তু অনেক কাঠ ঢেলেছিলে—বড় জোরে ফুঁ দিয়েছিলে, তাই ধু ধু জল্লো—তোমার চিতা জল্‌লো, আমারও চিত্ত জলে উঠলো।

অবলা। মার মার—এস এস—তোমার চাবুক মার।

তড়িতা। রোসো, তোমার সামনেই তোমার গোলামের মুখচুম্বন করি।

শম্বর। না—না—

তড়িতা। বড় মজা হবে—ও দেখছে।

শম্বর। না—না, আর একজন দেখছে—ঐ সে! পাশে মস্ত চোখ জলছে—দুনিয়া দেখে!—আর ঐ সব পরী—পরী—ওরা সব কি লিখে রাখছে!

তড়িতা। হতভাগা কাপুরুষ! তোর জন্যেই আমার এ দুর্দ্দশা। শম্বর আমার মরেছে, বাস্তুতে কথা কওয়ালুম—তবু ভুল বকছে; দাঁড়া, তোকে তোর আহার দিই। (চাবুক উত্তোলন)

অবলা। মার মার, আজকের কথায় ঢের জ্ঞান দিয়েছ, চাবুকের ঘায় সে জ্ঞান হাড়ে হাড়ে বসিয়ে দাও।

তড়িতা। এই এক। (প্রহার)

অবলা। আমার মতন কে আছিস—দেখ।

তড়িতা। এই দুই (প্রহার)

অবলা। আঃ, পারি তো কলঙ্ক ধুই।

তড়িতা। হ্যাঁ—এই তিন। (প্রহার)

অবলা। শোধ হচ্ছে বিলাসের ঋণ।

তড়িতা। বটে, এই চার। (প্রহার)

অবলা। ছিঃ, স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার।

তড়িতা। বুঝছো তো, এইবার পাঁচ।

(প্রহার)

অবলা। বীজ পুঁতেছি, গজালো গাছ।

তড়িতা। এই ছয় সাত আট নয় দশ।

শম্বর। বস্ বস্ বস্ বস্, গেলুম ম'রে গেলুম, —থাম থাম।

তড়িতা। (নিকটে যাইয়া) কি হলো, কি হলো? তোমার কি হলো?

শম্বর। ওরে, মড়ার গায়ে খাড়ার ঘা! আর না—আর না—কাকে মাচ্ছিস্?

তড়িতা। কেন? ঐ হতভাগাকে।

শম্বর। না রে না, ও খাচ্চে ঘা—জলছে আমার গা; রাজার পিঠে সপাৎ সপাৎ—আমার যেন বজ্রাঘাত। দে, ওকে ছেড়ে-দে, ভাল ক'রে দে, তা হোলে আমিও হয় তো ভাল হবো।

তড়িতা। ভাল যদি ক'রে দিই, তার পর ওরে নিয়ে কি করবো?

অবলা। ভাবনা নেই, আমি আপনিই সরবো। কুঞ্জ স্থাপন ক'রে গেলুম, পাঁচজন অতিথের সেবা হোক, আমি মাধুকরী মেগে বেড়াব।

তড়িতা। ওকে ভাল ক'রে দিলে তুমি বাঁচবে তা হোলে—রোসো, আমি আসছি।

[প্রস্থান।

অবলা। বলি ওহে আমার প্রিয়সখীর সৌখীন পুরুষ, ও শম্বর!

শম্বর। কি আজ্ঞে কচ্ছেন প্রভু?

অবলা। বলি, একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো—ঠিক উত্তর দেবে?

শম্বর। সে কি—দেব না? আপনি মনিব, বাপের সমান।

অবলা। আরে রাম রাম, বাপটাপ আর ব'লো না, রাণী তো সম্পর্ক বদ্‌লে নিয়েছেন, এখন তুমি আমার উপভাই।

শম্বর। সে অনুগ্রহ ক'রে যা বলেন।

অবলা। শুনেছিলুম, তুমি মরেছিলে?

শম্বর। আজ্ঞে হাঁ—আপনার আশীর্ব্বাদে আমার সজ্ঞানে গঙ্গালাভ হয়েছিল।

অবলা। বেশ বেশ—কিন্তু দেখলুম, রাণীর সঙ্গে তো বেশ কথাবার্ত্তা কইলে?

শম্বর। তা কইলুম, আমার প্রেমে মরণ কি না। তাতে বাক্যি বন্ধ হয় না।

অবলা। আমার তো এই দশা; রাণী তোমায় ভালবাসেন কেমন?

শম্বর। আজ্ঞে, ঐ একরকম, শাঁসে জলে গোছ।

(রাজা হরদমসিংহ, প্রেমচাঁদ ও পারিষদ্-গণের প্রবেশ)

প্রেম। এই যে। মহারাজ, দেখুন কি কারখানা বিধকুটে ব্যাপার।—

এ কি সব আজব ঢং চমকে যায় হে পীলে।

হাত মুখ বুক মানুষের মত নাইয়ের নীচে শিলে।

রাজা। অদ্ভুত অদ্ভুত—এ কি আকার।

পারি। কিম্ভুতকিমার।

রাজা। আচ্ছা, পা থেকে কোমর অবধি ত বেশ পাথরে গেঁথে ফেলেছে, উপরটায় কিছু করেনি কেন? হাঁ' হে মুচকুন্দ রায়, বল দেখি, এর মানেটা কি?

মুচ। আজ্ঞে, আমার আন্দাজ হয়, মিউনিসিপ্যালিটিকে ভারা বাঁধবার দরখাস্ত করেছে, এখনও পাশ পায় নি।

প্রেম। আরে না না, সামনের রাস্তা কম চওড়া, দোতালা মোটে মঞ্জুরই হয়নি।

রাজা। ঠিক ব'লেছ—ঠিক ব'লেছ।

পারি। ঠিক ব'লেছ—ঠিক ব'লেছ।

রাজা। বলি, ওহে—তুমি কি রাজপুত্র?

অবলা। আজ্ঞে, আধখানা রকম।

রাজা। তোমার বড় কষ্ট—কেমন?

মুচ। সে কথা আর জিজ্ঞাসা কচ্ছেন মহারাজ। ভদ্রসন্তানের পা গেছে, আর জুতো পর্‌বার যো নেই।

রাজা। দেখ সভাসদ্‌গণ।

পারি। হাঁ৷ হাঁ৷ মহারাজ।

অবলা। আপনাদের কোথেকে আগমন হচ্ছে?

প্রেম। এই তোমায় সব দেখতে এসেছি।

অবলা। প্রেয়সী ঠাকরুণ রাজ্যের আয় বৃদ্ধি কচ্ছেন না কি? আমায় দেখাবার জন্য কি টিকিট ক'রেছেন?

প্রেম। ইনি হচ্ছেন মহারাজা হরদমসিংহ বাহাদুর, তোমার পায়ে পাথুরী হয়েছে শুনে দেখতে এসেছেন।

অবলা। বটে বটে, আপ্যায়িত হলুম, বসুন বসুন—কোথায় বা বসবেন। আপনাদের কি তামাক-টামাক খাওয়া অভ্যাস আছে?

মুচ। আজ্ঞে হাঁ৷, আর জঙ্গল খাওয়াও অভ্যাস আছে।

অবলা। বেশ বেশ—তাই তো তামাক দেয় কে? ওরে—ওরে।

মুচ। হাঁ৷ হাঁ৷, আপনি ডাকতে থাকুন—সত্যি সত্যি তামাক নাই বা দিলে, মাঝে মাঝে, "তামাক দে-রে তামাক দে-রে" বলে হাঁক পাড়ুন, তা হোলেই যথেষ্ট খাতির হবে। আমাদের সভায় ঐ বন্দোবস্ত।

পারি। আমীরি কায়দাই এই—আমীরি কায়দাই এই।

রাজা। আপনার এ ব্যায়রামটা কি, তা ধার্য্য হয়েছে?

অবলা। আজ্ঞে হাঁ, কবিরাজ একে বলেন, বনিতা-বিকার, আর ডাক্তারে বলেন, প্লেগ।

রাজা। প্লেগ! কোমর অবধি পাথর, আপনার পেলেগ কোথায়?

অবলা। আজ্ঞে, বিউবনিক নয়—ম্যাট্রিমণিক প্লেগ।

মুচ। তা হ'তে পারে, আমার সম্বন্ধীর দাদ হয়েছিল, তা হারাধন ডাক্তার বল্লে, ওটাকে এখন চুলকণিক পেলেগ বল্‌তে হবে।

রাজা। বেশ বেশ, আর আপনি বড়লোক রাজপুত্র, আপনার নবজ্বর, সর্দ্দি, এ রকম ইতুরে ব্যায়রাম হোতেই পারে না; এ লোককে বল্‌তে কইতে ভাল, পেলেগ হয়েছে। হঠাৎ কথাটা মনে না পড়ে, টাইফুন-ফিবার হয়েছে ব'লে ফেল্‌বেন। তা এখন চিকিৎসার কোন কিছু ব্যবস্থা হয়েছে?

অবলা। হাঁ৷, কবরেজ মশায় কামিনী-কটাক্ষ-কটাহ তৈল প্রস্তুত কর্‌বার জন্যে সাড়ে সাত টাকা

নিয়ে গেছেন, ইতিমধ্যে আমার গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা ক'রে গেছেন।

পারি। সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি—সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি!

প্রেম। আর রুগীর পরকালের প্রতি আগে দৃষ্টি।

রাজা। আর ডাক্তার কি বল্লেন?

অবলা। তিনি উকীল ডাক্‌তে বল্লেন।

রাজা। কেন?

অবলা। উইল কর্‌বার জন্যে।

রাজা। বাঃ বাঃ! ডাক্তারে উকীলে এরূপ সদ্ভাব, পরস্পরের সাহায্য জাতীয় উন্নতির সুন্দর লক্ষণ।

অবলা। আর তিনি কলম্বোয় হাওয়া খেতে যেতে বলেন।

রাজা। সে কোথায়?

অবলা। লঙ্কায়।

রাজা। উত্তম স্থান—উত্তম স্থান; বেশ—তা যাওয়া হচ্ছে না কেন?

মুচ। পায়ে পাথর, ডিঙ্গুবেন কেমন ক'রে?

পারি। তাও তো বটে—তাও তো বটে!

অবলা। জাহাজে যাওয়া যায়, কিন্তু কাপ্তেন সাহেব ঠিক কত্তে পাচ্ছেন না, আমার যাবার ভাড়াটা মালের হিসাবে ধর্‌বেন কি মানুষের হিসাবে ধর্‌বেন।

প্রেম। আমি বলি, উনি মধুপুর যান; শুনেছি, সেখানকার জল ভাল, পাথরও হজম হয়ে যায়।

মুচ। তার চেয়ে এক কাজ আছে—কোথায়ই যেতে হয় না; আমরা রাজ্ঞমোসাহেব, আমাদের ভিতরকার আওহানটা ওঁকে শুনিয়ে দিলেই হয় পাষাণ বিদীর্ণ হবে নয় গলে যাবে।

(সোনালীর প্রবেশ)

সোনা— (গীত)

মুখখানি তো বেশ।
আধখানি চাঁদ কপালখানি কাদম্বিনী কেশ॥
ঠোঁট দুখানি হাসি-আঁকা,
একটু যেন বিষাদ-মাখা।
ভুরুদুটি পরিপাটী নাহি কুটিলতা-লেশ॥
কিন্তু কুলে কালি ছুঁলে, দংশে এসে ফণা তুলে,
কুলবতী কুল হারালে দুর্গতি অশেষ!
নয় নিরাপদ, সেই যুবতীর পতির গলদেশ॥

মর্ক। ইস্! গানটা শুনে যে উজীর সাহেবের দাড়ীতে তরঙ্গ উঠেছে।

প্রেম। কি জান, একে গান—তায় স্ত্রীলোকের গলা!

মর্ক। হ্যাঁ, একটু টলাটলির কথা বটে।

মুচ। উজীর সাহেব কি গালে গোবর-টোবর, রেড়ির খোল-টোল দেন না কি?

প্রেম। কেন?

মুচ। তাই জিজ্ঞাসা কচ্ছিলুম; ভাল সার না পেলে, অমন লম্বা হয়ে দাড়ী গজাগো কেমন ক'রে? নিদেন এক জোড়াও ভাল কম্বল তোয়েরী হোতে পারে।

মর্ক। না হে না, ও দাড়ী নিয়ে ঠাট্টা ক'র না; উজীর সাহেব, হিসেবী লোক, বুঝে সুঝেই খেউরী হন না, ওঁকে দাহ কর্‌বার সময় আর খরচে লাগবে না, দাড়ীর আগুনেই চিতা ধরে যাবে।

প্রেম। থাম থাম—মরা-টরার কথা কেন, আমি কি বুড়ো হয়েছি? এখানে এক জন মেয়েমানুষ রয়েছে, ওঁর সামনে যা তা বলো না বলছি। হাঁ গো সোনালী! এখানে আর আমরা দাঁড়িয়ে কি কর্‌বো? তোমাদের রাজা অবলাসিংহের ব্যায়রাম তো বড় শক্ত দেখছি, আমরা আর এর উপায় কি কর্‌বো?

সোনা। উপায় আমি ক'রেছি, রাণীর বিছানার নীচে এইখানা ছিল—এই তাঁর যাদুর ছড়ী, আমি চুরি ক'রে এনেছি; মহারাজ যা মনে ক'রে এই ছড়ী ছোয়াবেন, তাই হবে। নিন,—আপনাদের মধ্যে যাঁর অমাবস্যায় জন্ম, তিনি "যেমন ছিল তেমনি হোক্" ব'লে রাজার গায়ে ছড়ীটে ছুঁইয়ে দিন।

মুচ। তবে উজীর সাহেব, আপনি ছড়ীগাছটা নিন।

প্রেম। কেন—আমার কি অমাবস্যায় জন্ম?

মুচ। হ্যাঁ।

প্রেম। তুমি জানলে কেমন ক'রে?

মুচ। পাকাচোর না হোলে কি রাজমন্ত্রীর কার্য্য কর্ত্তে পারে? আর অমাবস্যায় জন্ম না হোলেও পাকাচোর হয় না।

সোনা। হ্যাঁ মহারাজ! আমিও এ বিষয়ে সাক্ষী দিতে পারি যে, মন্ত্রী মহাশয় পাকাচোর।

রাজা। কেন?—তোমার কিছু চুরি করেছেন না কি?

সোনা। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার গোরু-বাঁধা দড়ী-গাছটি।

প্রেম। সে কি!—কখন্ তোমার দড়ী চুরি করলুম? আমার দড়ীর অভাব!

মর্ক। তা বৈ কি—উজীর সাহেবের দাড়ীতে যা কোষ্টা গজিয়েছে, তা পাকালে অমন বিশগাছা কাছি হয়।

সোনা। না মহারাজ। সত্যি ব'ল্‌ছি, আমার প্রাণগরুটি একটি দড়ীতে বাঁধা ছিল, মন্ত্রী মহাশয় সেটি চুরি ক'রেছেন, তাই আমার প্রাণটা ওর জন্য হাম্বা হাম্বা ক'রে বেড়াচ্ছে।

মর্ক। বটে, আপনার এই কাজ! রসুন, আমি উজীরণীকে ব'লে দিচ্ছি।

প্রেম। কি ব'লে দেবে? বদমাইস লোক সব, যাও, আমি থাকতে চাইনে এখানে। (গমনোদ্যত)

সোনা। (মন্ত্রীর দাড়ী ধরিয়া) আরে ছি উজীর সাহেব, এই বুঝি তুমি রসিক, একটা ঠাট্টা শুনেই চটে চল্লে? নাও; এই ছড়ীগাছটি হাতে নাও; বল যে, "কালাদানার হুকুম, আগে যা যেমন ছিল, শীগগির সব তেমনি হ" বলে রাজপুত্রের গায়ে একবার ছোঁওয়াও।

পারি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠোক ঠোক।

প্রেম। (ছড়ী লইয়া) 'কালাদানার হুকুম, আগে যা যেমন ছিল, শীগগির সব তেমনি হ।' (যাদুযষ্টির দ্বারা ভূমি ও রাজাকে স্পর্শ, রাজপুত্রের পূর্ব্বকান্তিপ্রাপ্তি)

রাজা। বাঃ বাঃ চমৎকার! আশ্চর্য্য! কি যাদু!

পারি। কি যাদু! কি যাদু!

শম্বর। রাণীর যাদু গেল ভেসে।
আমি বেঁচে উঠলুম হেসে॥

(লম্ফ প্রদানে উত্থান)

পারি। এ কে রে বাপ!

সোনা। আজ্ঞে উনিই।

প্রেম। উনিই কিনিই?

সোনা। যাদুকরীর সখের যাদু, রাণী ওঁরই প্রেমে মজে, ঐ মোহনরূপ ভ'জে, এই যজানটা যজালেন।

প্রেম। হ্যাঁ হে বাপু, তোমার এই কাজ?

শম্বর। আজ্ঞে উজীর সাহেব, আমি মাইনের চাকর, রাজার হুকুমে তাঁর জুতো ঝেড়েছি, আর রাণীর হুকুমে—

মর্ক। তাঁর ঘরে হাঁড়ী কেড়েছ, বেশ করেছ।

শম্বর। আজ্ঞে হ্যাঁ, বেয়াদবি করি কেমন ক'রে, আপনি ভদ্রলোক, বুঝে দেখুন।

অবলা। মহারাজ হরদমসিংহ বাহাদুর! আপনার জন্যই আমি প্রাণ পেলুম, আপনার জন্যই এই শ্মশান আবার রাজ্য হলো।

রাজা। অবলাসিং! তোমার পিতা আমার পরম বন্ধু ছিলেন, তোমার দুঃখের অবসানে আমি যথেষ্ট সন্তুষ্ট হয়েছি, কিন্তু যা কিছু শুভাশুভ ঘটন হলো,—সে আমার দ্বারা নয়, তোমার এই সোনালীর গুণে।

অবলা। হ্যাঁ সোনালী, তোমার এত গুণ! এমন সুন্দর হৃদয়! আমি কি দিয়ে তোমায় পুরস্কৃত করবো?

মর্ক। আজ্ঞে, ওর একটি বিবাহ দিন; মন্ত্রী মহাশয় উপস্থিত আছেন, ওঁর উপস্থিত গৃহিণী শুনছি ভেক নেবেন।

মূচ। হাঃ হাঃ হাঃ! বেড়ে ব'লেছ, খুব রসিকতা ক'রেছ।

অবলা। আজ বড় আনন্দের দিন, বল সোনালী, তুমি কি পুরস্কার চাও?

সোনা। আজ্ঞে, আমিও ক্ষত্রিয়কন্যা।

অবলা। বটে বটে, স্মরণ ছিল না; বল কি পুরস্কার নেবে?

সোনা। মহারাজ ধার্ম্মিক, যুবাপুরুষ, স্বজাতীয় কুমারীকে কি পুরস্কার দিতে পারেন, আপনিই বিবেচনা করুন।

অবলা। বুঝেছি, তোমার ন্যায় সুন্দরী ও গুণবতী হলে সে ভাগ্যবান পুরুষ, তা'কে আপনার অঙ্কশোভিনী ক'ত্তে পারে। সোনালী, আজ থেকে তুমি এই রাজ্যের রাজ্যেশ্বরী—আমার হৃদয়েশ্বরী।

পারি। উজীর সাহেব, উলু দিন—উলু দিন—উলু—উলু।

প্রেম। এ কেমন হলো—এ কেমন হলো।

সোনা। মন্ত্রী মহাশয়! প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ, আপনি দুঃখ করবেন না, এ জন্মে আমি আপনাকে কখনই ভুলবো না, আপনার সঙ্গে চিরকালই আমার সম্বন্ধ থাকবে। আজ থেকে আমায় মাসী ব'লে ডাকতে পারেন।

পারি। (হাস্য)

নেপথ্যে। (বিকট শব্দ, চীৎকার ও ক্রন্দনরব)।

(সত্রাসে তড়িতার প্রবেশ)

তড়িতা। রক্ষা কর, রক্ষা কর, মহারাজ! হয় আমায় ক্ষমা কর, নয় আমায় মেরে ফেল, ভূতের উপদ্রব আর সহ্য হয় না।

রাজা। এ কি! ইনিই রাণী না কি?

সোনা। আজ্ঞে হ্যাঁ, ইনিই রাণী তড়িতা-সুন্দরী।

তড়িতা। মহারাজ, যাদুর যষ্টি হারিয়েছে, এখন দৈত্য আমার উপর ভয়ানক উৎপাত কচ্ছে, আপনি না রক্ষা কল্লে উপায় নাই।

প্রেম। ভূত পুষলেই তার হাতে মত্তে হয়, আমি শুনেছি।

রাজা। অবলাসিং, তুমি রাজা ও স্বামী, দোষীর দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তাই তুমি।

অবলা। মহারাজ বাহাদুর! বিবাহ ক'রেছি, একদিন আদরও ক'রেছি, ওর অপমানে, আমার অপমান। সিংহাসন হ'তে নির্ব্বাসন, নির্জ্জননিবাস রাজরাণীর পক্ষে উহাই যথেষ্ট।

পারি। বাঃ বাঃ—

সোনা। মহারাজ! প্রাণেশ্বর! আপনি নামে অবলাসিংহ, কিন্তু আজ পুরুষসিংহের ব্যবহার দেখালেন। দাসীর ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করবেন, স্ত্রীলোক ঠিক দর্পণের মতন, ভাল ক'রে রাখলে স্বচ্ছবক্ষে নিজের প্রতিবিম্ব পরিষ্কার দেখতে পাবেন, কিন্তু একটুতে ছড় লাগে, ভেঙ্গে যায়, এমন কি, নিশ্বাস-টির পর্য্যন্ত দাগ পড়ে। মহারাণি! সৌভাগ্যবলে আমি আপনার সতিনী হলেও আপনার দাসী। আসুন, দুজনে একবার নারী-হৃদয়টা এদের বুঝিয়ে দি।

(গীত)

সোনা। আমাদের রাখতে হয় সাবধানে,
তড়িতা। না হয় একটু এ দিক্ ও দিক্।
সোনা। পায় গো সুধারাশি ব্যাভার যে জানে,
তড়িতা। আর পুরুষ আপনি থাকে ঠিক॥
সোনা। আমরা যূথিফুলের বার,
তড়িতা। কিন্তু গলায় দিলে বারেবার,
সোনা। সৌরভ সুষমা আধার
তড়িতা। জ্যোতিহারা পূতিগন্ধ তার।
সোনা। আলুতো আলুতো তুলতে হয়,
তড়িতা। শুঁকতে নাই অধিক॥
সোনা। আমরা খাঁটি দুধের বাটি,
তড়িতা। কিন্তু জ্বালে দিও ভাঁটি,
সোনা। অতি পুষ্টিকারী মিষ্টি পরিপাটী,
তড়িতা। নইলে আঁকলে সব মাটী;—
সোনা। কল্লে ঘন মেরে আহা খেতে বেড়ে,
তড়িতা। হয় গো বলকাতে টনিক।'
সোনা। আমাদের ভালবাসা বেশ ভাল,
তড়িতা। তাতে হাতে পাই মাণিক,
সোনা। কিন্তু নাইটি দিলে মাথায় উঠি
তড়িতা। নাচি ধিনৃতা ধিনিক;
সোনা। প্রেম আউটে রাখা তাই তো বটে
তড়িতা। হাওটো হওয়া ঘোর বাতিক॥

সপ্তম দৃশ্য

রঙ্গপট।

বাদ্য ও নৃত্য।

পটপরিবর্ত্তন

মানস সাগর।

অপ্সরাগণের গীত ও প্রমোদ-নৃত্য।

দিল ভরকে খেল্ খেলো ভাই
আবি বাজাও তালি।
ঠমকে আং হেলায়ে চল নাচি চলি॥
ঠুন্ ঠুন্ ঠুনা না না কাহেকে না বোলি।
ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুমু-মু মু বাজে
পাঁয়জের ঝলমলি॥
আঁখিয়া ঝমক মারে চমকে বিজলী॥

যবনিকা-পতন

সাবাস বাঙালী

সামাজিক নক্সা

——:*:——

অমৃতলাল বসু প্রণীত

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

নয়ানচাঁদ	...	গৃহস্থ ভদ্রলোক।
অঘোরনাথ	...	থেড নিডিল্ কোম্পানীর দোকানের বড়বাবু।
মতিলাল	...	অঘোরের পুত্র।
নরেন্দ্র	...	ঐ শ্যালীপো।
মিষ্টার থেড নিডিল্	...	কলিকাতার বড় দর্জ্জীর দোকানের স্বত্বাধিকারী।
মিষ্টার জেঙ্কিন্স	...	ঐ দোকানের ম্যানেজার।
শ্রীচরণরঞ্জন বাবু	...	পল্লীগ্রামস্থ ক্ষুদ্র জমীদার।
সেবকরাম	...	শ্রীচরণ বাবুর নায়েব।
সুরেশ	...	দেশভক্ত
গোলাম উল্লা	...	স্বার্থপর মুসলমান।
আবদুল শোভান	...	স্বদেশহিতৈষী শিক্ষিত মুসলমান।
মাণিক	...	কেরাণী।
চিনিবাস	...	মুদি।
দ্বিজেন	...	চিনিবাসের পুত্র।

স্ত্রী

গরবিণী	...	নয়ানচাঁদের স্ত্রী।
ভবতারিণী	...	অঘোরের স্ত্রী।
মিসেস গুপ্তা	...	বিলাত-ফেরত বাঙ্গালী প্রোফেসারের স্ত্রী।
কামিনী, বিরাজ, চারুবালা, বিনোদিনী, তাঁতি-বৌ	...	ভদ্রমহিলাগণ।

বঙ্গমহিলাগণ, ঘটকীগণ, মুচিগণ, ছাত্রগণ, মায়া, চুড়ীওয়ালীগণ, বালকগণ, ধোপানীগণ, বন্দেমাতরম্ সম্প্রদায়, হামিদ, নিতাই, মহেশ, টিটি, বছরদ্দী ও রতনসিং।

সাবাস বাঙালী

—:•:—

প্রস্তাবনা

অন্তঃপুর-সংলগ্ন উদ্যান।

বঙ্গমহিলাগণ।

(গীত)

আজি শুভদিনে শুভক্ষণে মাথায় নিচ্ছি বরণডালা।
হলো বাঙ্গালী ফের বাঙ্গালী, উলু দে লো বঙ্গবালা॥
[ওই দেখ] তারা পোরেছে দিশী ধুতি দিশী চাদর,
হ্যাট-কোটের আর নাই কো আদর,
[এবার] বাঁদর সাজা ঘুচে গেছে,
দে লো সবার গলায় মালা॥
ছি ছি একখানি কাপড়ের তরে,
বিলেত থেকে আসবে বসন
তবে লজ্জা রাখবো ঘরে,
সরমে নয়ন ঝরে,
বিষের শরে হৃদয় বেঁধে, ঘুচাও এ জ্বালা॥
পাঁশ চাপা দাও পাশ করাতে,
পুড়িয়ে ফেল কেতাব,
দায়ে পড়া রায় বাহাদুর বুড়িয়ে দাও খেতাব,
আর পরের পোষাক পোরে
করো না মুখ কালা॥
ধিক্ ধিক্ ধিক্ বি-এ, এম্-এ, পাশ,
ডবল সেলাম দিয়ে গোলামীর আশ,
ধিক্ সে মামলা, ধিক্ সে সামলা,
ধিক সে আমলা—দেশের জঞ্জাল জ্বালা॥
পেয়ে বড় ব্যথা ফিরেছে গো ঘরে,
ঘরে নিতে চাই ভাই বড় গো আদরে,
চিরদাসী মোরা, স্নেহে প্রাণভরা,
ঘর কোরে দেয় আলো,
নেব দশীটুকু দিলে বারাণসী বোলে,
গাব বঙ্গমাতার জয় জয় বাঙলা॥

—

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কক্ষ

নয়ানচাঁদ ও গরবিণী।

নয়া। গিন্নি, ও গিন্নি! বলি শুনতে পাচ্ছো না? কচ্ছো কি?

(নেপথ্যে গর)। যাচ্ছি গো, চেঁচাচ্ছো কেন?

নয়া। চেঁচাচ্ছি কেন, মাথা-মুণ্ডু একবার শুনে যাও না এসে, কি হচ্ছে?

(গরবিণীর প্রবেশ)

গর। এই ময়দা মেখে দিচ্ছিলুম, অত চেঁচাচ্ছো কেন? কি হয়েছে?

নয়া। এইবার দাও, বেটার বিয়ে দাও; পাঁচ হাজার টাকা ঘরে পোর।

গর। তা পুরবোই ত, কেন পুরবো না। আমি মোহিনীর বিয়েতে চার হাজার টাকা দিয়েছি, শোধ নেব না তা?

নয়া। শুধু শোধ, এইবার বোধ পর্য্যন্ত হয়ে যাচ্ছে।

গর। নাও নাও, আমি কাজ ফেলে এসেছি, কি বলবে বল, তোমার ও সব বাজে কথা আমি ঢের শুনেছি।

নয়া। বাজে কথা নয় গো, বাজে কথা নয়। সেবার এন্‌ট্রান্স পাশের পর যখন সিঙ্গিরে তিন হাজার টাকা আর তা ছাড়া ঘড়ী, ঘড়ীর চেন, আংটী দিতে চেয়েছিল, তখন রাজী হ'লে না, ভাবলে, এল-এ, পড়িয়ে ছেলেকে তালেবর করবে, এখন যে সব যায়!

গর। ও মা, তাই ভাল, আমার কালীর বিয়ের কথা! আমি এল-এ, কি বি-এ পড়িয়ে দশ হাজার টাকা নেব।

নয়া। খোলে টোলে জোগাড় কোরে রেখেছ কি? বলি, দু-মুখো খোলে, না এক দিক্ আঁটা?

গর। বকো গে গজর গজর কোরে, আমি যাই, কাজ করি গে।

নয়া। বলি শোন শোন।

গর। কেন, হয়েছে কি? কালীর কি কালেজ থেকে নাম কেটে দেছে, না পাশ বন্ধ হয়েছে?

নয়া। তা নয়, গো তা নয়, পাশের দর নেমে যাচ্ছে। এখন শুনে এলুম, যে ছেলে ব্যবসা-বাণিজ্য কারিগিরি শিখবে, তারই বিয়ের বাজারে দর হবে।

গর। কি—শিখবে কি?

নয়া। এই বড় বড় ব্যবসা-বাণিজ্য ত আছেই, তা না হোক, একখানি মুদির দোকান করবে বা ছুতোরের কাজ করবে, তার বিয়েতে এম-এর চেয়ে দর বেশী হচ্ছে।

গর। কিছু নেশা-টেশা কোরে এসেছো না কি? কোত্থেকে এ সব হুজুগ নিয়ে এলে?

নয়া। হুজুগ নয়, নিজে মিটিঙে গিয়ে শুনে এলুম। সব্বাই হাততালি দিয়ে "বন্দে মাতরম্" বোলে রেজিউলিউশন্ পাশ কোরে দিলে।

গর। কোথায় গেছলে? কোথায় শুনে এলে?

নয়া। এই মিটিঙে গো। আমাদের শ্যামপুকুরের মাঠে যে আজ ভারী মিটিং হয়েছিল গো।

গর। আর তুমি সেখানে গিয়েছিলে? আমি একটা দাসী বাঁদী পোড়ে আছি, একবার জিজ্ঞাসা নাই—গিয়েছিলে? আমি না বার বার তোমায় মানা করেছি যে, চারদিকে পাহারাওয়ালা গোয়েন্দা ঘুরছে, ও সব মিটিং ফিটিঙে যেও না, তবু কথা শোনা হলো না; একবার যাও, হাতে হাতকড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাক, জেলে পুরুক, তখন মিটিং নাক দে কান দে বেরিয়ে যাবে।

নয়া। আরে পাগলী, আমি কি সে রকম মিটিঙে গেছি, ওই কেত্তনের ধারে ধারে ঘুর্‌ছিলুম।

গর। তার পর?

নয়া। এই উত্তর দিকের কোণে যে খেজুর-গাছটা আছে, তার আড়ালে বোসে সব কথা ছিলুমশুন্।

গর। কেন, যাবার দরকার কি ছিল। তুমি গেরস্ত মানুষ, তোমার ও সব কথায় দরকার কি?

নয়া। আরে, আমি কি অন্য কোন মিটিঙে যাই? এটা শুনেছিলুম যে, ছেলেরা কি নূতন কালেজ করবে ব'লে ক্ষেপেছে, এই পাশ-ফাস উঠিয়ে দেবে, আর ছুতোর কামার হবে। তাই ভাবলুম, কালীচরণের বিয়েটা হওয়া পর্য্যন্ত পাশের দর থাকবে কি না বুঝে আসি।

গর। তা পাশের দর কি নেমে গেল?

নয়া। একেবারে, একেবারে, ওই বিলাতী কাপড়ের মত সিকি নেমে গেছে।

গর। এ সব বিধেতার ভিটকিলিমি; মোহিনীর বেতে আমার গায়ের গহনা গেছে, আর যেই আমার কালীর দু-দুটো পাশের সময় হয়ে এলো, বাছা আমার সুদে আসলে ঘরের টাকা ঘরে আনবে ভাবছি, আর আঁটকুড়ো বরাখুরেরা জুটে অমনি সব উল্‌টে পাল্‌টে দিলে?

নয়া। দেখ গিন্নি, আমি বল্‌ছি কি—সময় বুঝে সব কাজ করতে হয়।

গর। তা হবে বই কি, এখন তোমায় মিটিঙে যেতে হয়, সেই লেকচার কি না কি—তাই দিতে হয়; আর ছেলের বেটি যাতে না হয়, তার চেষ্টা করতে হয়, এই না, কেমন?

নয়া। বলি, এইটে বুঝি শেষ কথা হ'লো? একটু তলিয়ে বুঝে দেখ না; আজকাল আর ঘটকী তোমার বাড়ীতে আসছে কি?

গর। সে আসবে কেন? নবনী বেটী বলে-ছিল যে, দু' হাজার টাকা করিয়ে দিতে পারলে আমায় শতকরা পাঁচ টাকা দিতে হবে। আমি বল্লুম, মর্ মাগী, দু' টাকা মাইনের রাঁধুনীগিরী কোরে খেতিস্, ঘটকালী কোরে আম্বা বেড়ে গেছে, নগদ যা দেবে, তার উপর শতকরা না হয় আট আনা—না হয় জোর বার আনা দেব, আবার কি? তাই বুঝি মাগী দেমাকে আসে না।

নয়া। যাক্, ও কচকচিতে কাজ নেই, এসো, এখন কিসে সব দিক বজায় থাকে, ভাল হয়, তার একটা পরামর্শ করা যাক্; তুমি খবরের কাগজও পড় না, বাইরের কথাও জান না, ব্যাপার বড় গুরুতর দাঁড়িয়েছে। এই চাকুরী চাওয়া পাশের বাজার সস্তাই নেমে গেছে। ওগো শুনলুম, এক জন কায়েতের ছেলে কি নূতন রকম একটা চরকা করেছে, তার জন্যে না কি

অঘো। নাও, একা রামে রক্ষে নেই, সুগ্রীব দোসর! দেড় বছর ম্যালেরিয়া জরে ভুগ্‌লি, এখন একবার পালোয়ানী দেখ।

নরে। আজ্ঞে, আর আমার সে অবস্থা নেই; এখন আমি রোজ ডাণ্ডো করি, এই বুকের ছাতি দেখুন, এই হাতের গুলি টিপুন, যেন লোহা।

অঘো। যা যা, ঢের দেখেছি।

নরে। কি বলেন মেসো মশাই, আপনারা ছেলে ছেলে কোরে আমাদের সব উড়িয়ে দেন; কিন্তু এই যে স্বদেশী অনুরাগ—এ জাগিয়ে দিলে কে? এ বজায় রাখছে কে? আমরা না খেয়ে না দেয়ে প্রাণপাত কোরে খাটুছি, তবে ত দেশী জিনিষের কাট্‌তি বাড়ছে! আমরাই সব করলুম, আর মুরুব্বীরা বলেন, ছেলেদের অত বাড়াবাড়ি কেন?

অঘো। তা দেখ নরেন, আমরাও বুড়ো হয়ে জন্মাইনি, এক দিন ছেলে ছিলুম; বাড়ীতে ক্রিয়াকর্ম্ম হোলে ছেলেরাই নিমন্ত্রণ করতে যায়, ছেলেরাই বাড়ী সাজায়, অভ্যাগতের যত্ন করে, পরিবেশন করে, চাকর-বাকর কম থাকলে আপনারা হাতে কোরে এঁটোপাত পর্য্যন্ত ফেলে, মুরুব্বীরা বোসে বোসে তামাক টানেন, আর হুকুম করেন বই ত নয়; কিন্তু তা বোলে কাকে নিমন্ত্রণ করতে হবে, কাকে না হবে, কোন্ এক-ঘোরেকে জাতে তুলতে হবে, কাকে এক-ঘোরে করতে হবে, সে বিষয়ে কি ছেলেরা এসে কর্ত্তাদের উপর কথা চালাবে?

নরে। তা কি আমরা করি? আমাদের সব লীডার আছেন, তাঁদের কথা শুনে চলি।

অঘো। ওই বাবা ওই, ওই লীডার নিয়েই গোলমাল। এই সংসারেই দেখতে পাই যে, কোন ছেলে বাপ-ঠাকুরদাদার কথা শুনে চলে, তাঁরাই হলেন সেই ছেলেদের লীডার; তাঁরা ছেলেদের ভালবাসেন, স্নেহ করেন, কিসে তারা লেখাপড়া শিখে কাজ-কর্ম্মের উপযুক্ত হয়ে মানুষের মত হয়, তারই চেষ্টা করেন; আর একরকম লীডার আজকাল হচ্ছে দেখছি যে, তাঁরা ছেলেদের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি না রেখে আপনারা কিসে হালফিল ক্ল্যাপ পাবেন, তারই আশায় গরম গরম লেকচার দিয়ে আপনাদের নাম জাহির করবার চেষ্টা করেন।

ভব। তা বলতে কি, এই যে তোমাদের গোলমাল হচ্ছে, এর জন্ত আমাদের বাছারাই প্রাণপাত কোরে খাটছে।

মতি। একশোবার, একশোবার, আমি বরং আপনাদের ভয়ে যতটা ইচ্ছা, ততটা কাজ করতে পাচ্ছিনে।

অঘো। মতি, দেখ বাবা, যাতে আমার চাকরীটির হানি না হয়, তা করিস্, কিন্তু তোদের আদত কথায় আমার সম্পূর্ণ মত আছে; শোন্, আমার পরামর্শ একটা শোন্; তোদের ওই যে সুরেন বাঁড়ুয্যে ত সব দিক্ বজায় রেখে কাজ করে, ওর কথাটি শুনে চলো, আমি কিছু বলবো না, নইলে আজকাল অনেক নূতন এসে গরম কথা কয়ে তোদের ক্ষেপিয়ে দেয়; ওইটিতেই আমি কেমন নারাজ। অবশ্য, হয় তো তাঁদের উদ্দেশ্য ভাল, কিন্তু কোন্ গড়নে কতটুকু পান দিতে হয়, সেইটি বোঝেন না।

ভব। শুন্‌লি নরা, শুন্‌লি মতে, কর্ত্তা কি বলছেন? উনি যা বলছেন, তা শোন্, ও সব হৈ চৈ ছেড়ে দিয়ে আপনাদের পড়া-শুনো কর্।

নরে। মাসী-মা, সকল কর্ত্তব্যের আগে কর্ত্তব্য মাতৃ-সেবা করা, আমরা আমাদের স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী জন্মভূমির সেবা করছি।

মতি। এই মা এই—বুঝতে পেরেছো? নরেন যা বলেছে, বুঝতে পেরেছো? এর চেয়ে আর কিসে বেশী পুণ্য হ'তে পারে?

ভব। আচ্ছা বেশ, আমি ত তোর মা, তুই ত আমার সেবা করিস্, আমিও আশীর্ব্বাদ করি; কিন্তু তুই যদি আপনার পড়াশুনো কাজকর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে দিন-রাত আমার পায়ে হাত বুলোস, আর পাকা চুল বেছে দিস, তা হোলে কি আমি বেশী সুখী হই?

মতি। সহজ অবস্থায় নয়, কিন্তু মা, তোমার যদি ব্যারাম হয়, তা হোলে কি আমার উচিত নয় যে, কলেজ-টলেজ বন্ধ কোরে দিনরাত তোমার কাছে বোসে সেবাশুশ্রূষা করি? তেমনি আমাদের বঙ্গমাতারও এখন সেই সঙ্কটাপন্ন পীড়ার অবস্থা; এখন আমার পড়া যাক, কর্ম্ম যাক, ভবিষ্যতের ভাবনা যাক, প্রাণপাত কোরে মায়ের সেবা করি, মাকে আরাম করি, মাকে বাঁচিয়ে তুলি; তার পর আবার আপনার কাজে মন দেবো মা! তুমি মরবে, আর আমি সে দিকে দৃক্‌পাত না কোরে কি কোরে উকীলের সামলা মাথায় দেবো, তারই যোগাড়ে থাকবো?

নরে। বেশ বলেছো মতি দা, বেশ বলেছো, যদি জন্মভূমিকে সত্যই আপনার মা'র মত মা বোলে ভাবি, তা হ'লে মাসীমার জন্মে তুমি যা কর, বঙ্গ-মাতার জন্তও তাই করা উচিত।

আংটী ছাড়া ছ'হাজার টাকা নগদ দিতে রাজী হয়েছে, এই ফাল্গুন মাসে বে, আর তুই বলছিস, বে করবো না?

মতি। না, যাঁর কন্যার সঙ্গে আপনারা আমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করেছেন, তিনি এক জন স্বদেশদ্রোহী, মাতৃভূমির কুসন্তান! কেউ যাতে তাঁর মেয়েকে—

অঘো। আর তুমি বড় সুসন্তান! যেই আমার আজ বাদে কাল 'রায়বাহাদুর' খেতাব পাবেন, একটা মস্ত জমীদার, কত সাহেব তাঁর হাতে, তিনি হলেন স্বদেশের শত্রু, আর তুমি এখনও পাশ করনি, উকিলী পড়ছো সবে, আর তুমি একবারে হয়ে গেলে দেশের মহামিত্তির! দেখ, তোকে এখনও কোন কথা বলিনি—কিন্তু আর না বোলেও থাকতে পারিনে। একবার আমাদের আফিসে গিয়ে দেখে আসতে পারিস্ যে, এবার হাফ প্রাইজ সেলে বেশী বিক্রী হয়নি বোলে বড় সাহেব বাঙ্গালীদের ওপর কি রকম চোটেছেন? চাকরী ত তালপাতার কুঁড়ে! তার পর তোদের জন্য সে চাকরীটুকুও বুঝি যায়!

মতি। ছেড়ে দাও বাবা চাকরী। আমাদের সুরবংশ কত বড় বংশ! আর সেই বংশে জন্মগ্রহণ ক'রে তুমি কি না একটা দরজীর দোকানে গোলামী করছো! বিলেতে গেলে ও বেটাদের "রিপুকর্ম্ম" বোলে ফিরি করলেও পেটের ভাত জুটে না!

অঘো। বড্ড বেড়ে উঠেছিস্ যে! ঐ দরজীর দোকানে চাকরী কোরেই তোকে এত বড়টা করলুম—বি-এ পাশ করালুম; আর আজ—

মতি। বাবা, আপনার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করলে মহাপাতক হয়, কিন্তু হাত-যোড় কোরে জিজ্ঞাসা করি, কেন আপনি চাকরী করেছিলেন? কেন ঠাকুরদাদা মহাশয়ের ঘোটনা-পাড়ার ভিটে ছেড়ে, সেখানকার চাষ-বাস উঠিয়ে দিয়ে কল্‌কাতায় এসেছিলেন? ঠাকুরমার মুখেতে গল্প শুনেছি যে, আমাদের দেশের বাড়ীতে কত সুখ ছিল, কত লোক অন্ন খেয়ে যেতো, কত পালপার্ব্বণ হতো; আর এই কল্‌কাতায় ইংরিজী পোড়ে, দাসত্ব করতে শিখেই বা আমরা কত সুখেই আছি?

অঘো। কথা সত্যি বটে বাবা, সে কথা সত্যি। কিন্তু যা হয়ে গেছে, তা আর ভাবলে কি হবে? আপাততঃ ভাবছি, তোমার এই পুলিস হাঙ্গামার কথা কা'ল সকালেই তো খবরের কাগজে বেরিয়ে পোড়বে, তা হ'লে শ্রীচরণবাবু তোমাকে তাঁর মেয়ে দেবার জন্য যা স্বীকার কোরেছেন, সেটার কি করবেন, তাই ভাবছি, বড়ই ভাবনা।

ভব। আর নগদ ছ'হাজার টাকা, আর তা ছাড়া ঘড়ী, ঘড়ীর চেন, রূপোর বাসন, হীরের আংটী—

অঘো। শেষ পুলিস-কেস করলি—পুলিসকেস করলি। শেষ দশায় চাকরীটে থাকে না আর আমার দেখছি।

মতি। নাই থাকুক বাবা! আপনি তো জানেন যে, ছেলেবেলা থেকে আমি একটু হাতের কাজ করতে পারি, মা জানেন, বাড়ীর যে সব বাসন ভেঙ্গে গেছে, আমি সব নিজে হাতে রাংঝাল দিয়েছি; আপনার খাটের খুরো যখন ভেঙ্গে যায়, ছুতোর পাওয়া যায় নি, আমি নিজে হাতে তা মেরামত কোরে দিয়েছি, জ্যোতিকে কত কলের খেলনা কোরে দিয়েছি। আপনাদের দুজনের পায়ে ধরছি, আমায় অনুমতি দিন যে, আমি উকিলী একজামিন দেব না। যাতে ভায়ে ভায়ে, দেশের লোকে লোকে ঝগড়া বাড়ান যায়, সে ব্যবসা আমি করবো না। আমার ইচ্ছে হয়েছে, বিজ্ঞান শিখে শিল্পের উন্নতি করবো। আমি শেলাইদার ঠাকুরদের এষ্টেটের ম্যানেজার বামাচরণ বাবুর তাঁত দেখেছি, শ-বাজারের অনুকূল মল্লিক যে নূতন তাঁত করেছেন, তাও দেখেছি, আর আপনার বন্ধু জহর কাকার তোয়েরী ভাল তাঁত দেখেছি; এই সব দেখে শুনে আমার মাথায় এমন সব তাঁতের চরকার আইডিয়া এসেছে যে, তা করতে পারলে বিলিতী সেলাই কলের মত আমাদের মেয়েরা ঘরে ঘরে কার্পেট বোনা ছেড়ে বাড়ীর ব্যবহার্য্য কাপড় তোয়েরী করতে পারবে, আর ঘরে ঘরে সুতো তোয়ের হবে।

(নরেনের প্রবেশ)

নরে। মোতদা, মোতদা, বাড়ী এসেছো ভাই?

ভব। কি নরেন, তুইও এই হাঙ্গামে পড়েছিস না কি?

নরে। আমি পড়েছি! আমি থাকলে কি মোতদাকে ধোরে নে যেতে পারতো? আমরা দু' ভাই ঘুষি বাগিয়ে দাঁড়ালে পঁচিশটে লোকের মওড়া নিতে পারি।

যে, সাহেব তোমায় জবাব দেবে? আমার অমন শক্ত ব্যামোর সময়ও কামাই করা চুলোয় যাক্—তোমার এক দিন আফিসে লেট হয় নি। অমনি খামোকা তোমার চাকরী যাবে?

অঘো। আর খামোকা! বলি জেঙ্কিন্স সাহেবটা আছে বলেই এখনও টেঁকে যাচ্ছি, নইলে সাহেবেরা আজকাল বাঙ্গালীর ওপর যা চোটেছে, তাতে পেটের ভাতটা আর কোরে খেতে হবে না। উঃ—ছি ছি ছি—মোতের এত ভরসা করি, সেই মোতেই শেষ আমায় ডোবাতে বসেছে।

ভব। তা—যাও না একবার চাদরখানা নিয়ে, এই কলুটোলার থানা আর কতদূরই বা! একটা জরিমানা ফানা দিয়ে জামিন ফামিন হয়ে নিয়ে এস না তাকে ঘরে! আহা, বাছা আমার সেই নটায় খেয়ে বেরিয়েছে। পেটে তার পর আর জলবিন্দুটুকু পড়েনি! ঠাকুরপো গিয়েছে বটে, কিন্তু সে কি তেমন ব্যামোক্ত কোরে সব বলতে পারবে?

অঘো। সে ভয় নেই, কমল এ সব বিষয় বোঝে; যা করবার, সে সবই কোরে আসবে, আমি যে গিয়ে তার ওপর বেশী কিছু করতে পারবো, তা বোধ হয় না।

(মতির প্রবেশ)

ভব। এই যে আমার বাবা! আয় বাবা, আয়! কোথায় গেছলি? কোম্পানীর লোকের সঙ্গে কি অমনি কোরে দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে!

মতি। আমি দাঙ্গা-হাঙ্গামা কি করেছিলুম? আমার কোন দোষ ছিল না।

অঘো। তোমার কাকা কোথায়?

মতি। সেই কৌন্সিলি মশায়ের সঙ্গে তাঁর বাড়ীতে গেছেন। কৌন্সিলি মশায় আর জনকতক ভদ্রলোক এসে জামিন হয়ে আমাদের ছাড়িয়ে দেছেন।

ভব। বেঁচে থাক্, বেঁচে থাক্—সেই বাছারা আমার, যে না ডাকতে পরের উপকার করে, তার চেয়ে আর বড় লোক কে? হা মতি! আমার কপালে এই ছিল। কর্ত্তা না খেয়ে না দেয়ে তোকে উকিলী পড়াচ্চেন, ভাবছি, কবে তুই পাগড়ী মাথায় দিয়ে পুলিসে গিয়ে এজলাস কোরে বসবি, আর তোকে কি না সেই পুলিসে গেরেপ্তার ক'রে নিয়ে গেল! পাহারোলাতে তোর হাত ধরলে! এই আমাদের বুড়ো বেহারা ভিকু—ওর এক ভাগনে তো শুনেছি পাহারোলা চাকরী নিয়েছে; কি আশ্চর্য্যি! যাদের বাপ-খুড়ো আমাদের বাড়ী বাসন মাজে, পায়ে তেল মাখায়, তাদের ছেলেপুলে পাহারোলা হয়ে কি না ভদ্দর লোকের ছেলেদের হাত ধরে! হ্যাঁ রে মতি, মার-ধোর খাসনি তো বাবা?

মতি। হ্যাঁ মা! তোমার মা'য়ের দুধের কি কিছুই জোর ছিল না যে, আমি মার খেয়ে চ'লে আসবো? মনে নেই মা, আমি সাত বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তোমার মাই খেয়েছি, তুমি আমায় কত বোকতে, গাল টিপে দিতে, তবু ছাড়িনি। তোমার সেই দুধের জোরে আমার গায়ে এখন এত বল আছে যে দুটো পাহারোলাকে—চারটে গোরাকে একেলা হটাতে পারি।

অঘো। হাঁ পার, খুব পার। ঐ গোঁয়ার্ত্তুমি কর গে, আর আমার মাথাটি খাও।

মতি। কেন বাবা! আমি কখনও কোন দিন আপনাকে অমান্য করেছি?

অঘো। না, তা করনি। তোমার মত ছেলে পেয়ে আমার বুকখানা দশহাত হয়েছিল। কিন্তু শেষটা কেন বাবা আমার অন্নে ধুলো দিতে বসেছো? তোমার আপনার সর্ব্বনাশ করবার চেষ্টা কচ্ছো, একে তো আমাদের সবাই বলে চাষা, তুমি সবে ছিলে আমার একমাত্র আশা, তা খামোকা গোঁয়ার্ত্তুমি কোরে আর পাঁচজনের হুজুগে নেচে শেষটা একবারে পুলিস কেসে পড়লে কেন?

মতি। আপনি তার জন্যে কেন ভাবছেন? না হয় আমি দেশের জন্য দুমাস জেল খাটলুমই বা।

ভব। ওরে, জেলে যাবি কি রে, জেলে যাবি কি? তুই অমন কথা মুখে আনলে আমি এক দিনও যে বাঁচবো না।

মতি। এই কান্না সুরু কল্লে বুঝি মা? তা হ'লে আমি এখনি বাড়ী থেকে চোলে যাব। এই জন্যই ত বাঙ্গালীর উন্নতি হয় না।

ভব। ওরে, আমি যে বড় সাধ কোরে বউ আনবো, সব ঠিকঠাক, আর এমন সময় তুই এমন সর্ব্বনাশ করলি? পুলিসের হাতে ধরা পড়লি?

মতি। বউ আনা কি? তুমি কি মনে করছো, আমি পালেদের বাড়ী বে করবো? কখনই না।

অঘো। হাঁ-রে মতে বলছিস্ কি রে? তুই যে বড় বেশী স্বাধীন হয়ে পড়লি। সব কথা ঠিক-ঠাক হয়ে গেছে, তারা ঘড়া, ঘড়ীর চেন, হীরের

দেশের বড় লোকেরা তাকে হাজার টাকা অমনি দিয়েছে; আর সেই ছেলেকে মেয়ে দিতে চারটে ভাল ঘর চেষ্টা করছে। এসো যাই, খাওয়া-দাওয়ার পর একটু ঠাণ্ডা হয়ে সব ভাববো।

দ্বিতীয় দৃশ্য

হাওড়া—বকল্যাণ্ড রোড।

ঘটকীগণ— (গীত)

এই মুখপোড়া সব ছোঁড়া।
নাই সে কালের গুরুমশাই
যে বিদ্যেয় আগা গোড়া॥
(আ মর) আমরা সব গণ্যি মান্যি
ভদ্দর ঘরের কন্যে,
ছোট্‌কে বেরিয়ে ঘট্‌কী হলুম
তোদের ভালর জন্যে,
অমন ভাশুরের অন্নে ভস্ম দিয়ে
তার কেয়ার কোরে থোড়া॥
তা বোন্ আজ এই কটা বচ্ছর ধরে,
আমরা দিয়েছি কত সোনার মেয়ে
আকাট বকাট বরে,
সাজিয়ে থরে থরে
দানসাগর আর নগদ টাকার তোড়া॥
ইঁ্যারা ছোঁড়ারা মুখপোড়ারা
তোরাই কি না শেষ,
মার্‌ছিস্ আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল
মজিয়ে দিচ্ছিস দেশ,
হবে অশেষ খোয়ার বুঝছিস গোঁয়ার
পাশ যদি দেয় পাশ মোড়া,
আমাদের কি—নয় ফের হব ঝি,
ঘর ভাড়াতে ঘর যোড়া॥

তৃতীয় দৃশ্য

দর-দালান।

অঘোর ও ভবতারিণী।

ভব। ইঁ্যাগা, তবু এই ঘরের কোণে বোসে মাথা চাপড়াতে থাক্‌বে? একবার যেতে পার্‌লে না গতর নেড়ে? আফিস থেকে খেটে খুটে এসে ক্লান্ত হয়ে পড়ছো, তা কি বুঝছিনে? কিন্তু তবু ছেলে, আর ছেলে বোলে উপযুক্ত ছেলে। তাকে থানায় ধ'রে নে গেল শুনে তুমি বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে বোসে আছ? আমার বুকটার ভেতরে যে কি কর্‌ছে, বুঝছো না।

অঘো। বল বল, থামলে কেন? বাঙ্গালীর ঘরে জন্মেছি, সাহেবের জুতোয় মাথা রেখে গোলামী কোরে দুপয়সা এনে কোনমতে আধ-পেটা খেয়ে সংসার চালাচ্ছি, এ কি সোজা অপরাধ! এ অপরাধের কি মার্জ্জনা আছে?

ভব। এই আমি এক কথা পাড়লেই অমনি কাঁদুনি সুরে বেউলোর গান আরম্ভ হলো!

অঘো। কেন বল দেখি রাগ কর গিন্নি? আমি না করেছি কি? এক তো একটা দরজীর দোকানে কুড়ি থেকে আরম্ভ কোরে ষাটটি টাকা মাইনে হয়েছে; মাসকাবারে টাকাটি পাই, তোমার হাতে ধোরে দিই। হেঁটে যাই, হেঁটে আসি, পিপাসা পেলেও আফিসে এক পয়সার বাতাসা কিনেও মুখে দিই না।

ভব। আর আমি বুঝি জরি-বারাণসী পোরেই আছি, আর দুবেলা দশ গণ্ডা বড়-বাজারের সন্দেশ পেটে পুর্‌ছি?

অঘো। হাঁগা, আমি কি তাই বল্‌ছি? তুমি যে কত কষ্ট কর, তা কি আমি জানি না? তুমি এয়োত রাখবার জন্যে একটু আঁশের গন্ধ নাকে দিয়ে আমার পাতে মতির পাতে যে ক'খানি মাছ আছে—সব ঢেলে দাও, তা কি আমি বুঝতে পারি না? কিন্তু নিজে হাতে কর্‌ছো, খরচটা বোঝ তো?

ভব। বুঝি গো—সব বুঝি। কিন্তু মতি আমার এই উকীলিটি পাশ কর্‌তে পার্‌লেই তো সব দুঃখ ঘুচবে?

অঘো। আর পাশ করেছে! সর্ব্বনাশ হলো! সর্ব্বনাশ হলো! তাঁরা বড় বড় লোক, কোন অভাব তো নেই, কেউ বা খবরের কাগজ লেখেন, কেউ বা কালেজ করেন, আর অনেকেরই উকীলিতে বড় বড় পসার। এই ছেলে ক্ষেপিয়ে দিয়ে আমাদের সর্ব্বনাশ কর্‌লেন। এই একবারকার হাফ প্রাইজ সেলে আমাদের সাহেবের দোকানে বেশী বাঙ্গালী খদ্দের হয় নি বোলে বড় সাহেব একেবারে আগুন হয়ে আছেন। এই তালপাতার কুঁড়ে চাকরীটুকু থাকে না থাকে, তাও বুঝতে পাচ্ছি নি।

ভব। তোমার ঐ সব অমঙ্গলে কথা! কেন তুমি কি এই বিলিতী জিনিসের বিক্রী বন্ধ কর্‌ছো

(নেপথ্যে) দাদা, একবার বাইরে আসুন, কৃষ্ণবাবু এসেছেন, পুলিসের উকীল কৃষ্ণবাবু।

ভব। যাও যাও, কি হলো, ভাল কোরে বুঝে এসো। মতি। তুই যাস্‌নে, বাড়ীর ভেতর আয়, নাও আয়, জলটল খা'সে; সমস্ত দিনটা অমনি গেছে।

চতুর্থ দৃশ্য

কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট—হেদোর ধার।

মুচিগণ— (গীত)

বাবুদের জুতিটী ছিঁড়িয়ে গেলে কি হোবো।
এই মুচি বোলে ডাকলে হামায়
কথাটি আর না কোবো।
বষ্টক, ডসন্‌, ল্যাটিমার,
তাদের মুখে ঝাড়ু মার,
আর তো ও জুতিটি ভাই
সিলাই কোর্‌তে না লোবো।
মোরা, ভাই ব্রাদার সব বানায় জুতি আচ্ছা,
ফরক কোরো কোন্‌টা ঝুটা,
কোন্‌না আসল সাঁচ্চা,
বাল্‌-বাচ্ছা না খুশী হোয়
দামটি ফেরত্ত দোবো।
আগর না।হ মিলে রোটী,
তব ভি কসম নাহি টুটি,
বেলাতিজুতি মেরামতিসে রাজী নাহি হোবো।
ডবল ডবল মজুরি দিলেও
সুইটি নাহি ছোঁবো॥

পঞ্চম দৃশ্য

থ্রেড নিডিল্‌ কোম্পানীর দোকানের সম্মুখ।

মিষ্টার থ্রেড নিডিল্‌।

থ্রেড। I say, Jenkins, Jenkins!

নেপথ্যে—জেঙ্কি। Yes, Sir?

(জেঙ্কিন্সের প্রবেশ)

থ্রেড। Have you spoken to the Babus?

জেঙ্কি। Yes, I was সমঝাওয়িং them.

থ্রেড। Dam your সমঝাওয়িং, give them a bit of your mind, You know I am a plain blunt man, as straight as my tape, and as sharp as my scissors. Hang your সমঝাও, and tell them if নকরি চাও, নিমক খাও, নেহি তো আফিস সে চলা যাও একদম। I shall be in my rooms. I give you ten minutes, to come and report me.

[থ্রেড নিডিলের প্রস্থান।

জেঙ্কি। The boss is wild and I am in a pretty fix.

(হামিদ ওস্তাগরের প্রবেশ)

হামিদ। জেঙ্কু সাহেব। এ ব্যাপারটা হোতে লাগছে কি? বোড়ো সাহেব তো দ্যাখলাম, মু-খানা একেবারে সাঁত্তরাগাছির ওলের মত লাল কোরে আমাগোর সেলাইখানার ঘরের মধ্যি দিয়ে চলি গেলেন। সফরদ্দি ওস্তাগরের কোল থেকে তার পায়ের গুঁতা লেগে কল্‌টা উল্টাইয়া পড়লো, তা খেয়ালই কর্‌লো না।

জেঙ্কি। আরে হামিদ ওস্তাগর, হামি তো বড় মুস্কিলে পড়চি। বড়া সাহেব হামাকে বোল্‌চে যে, এই সিজিনের হাফ প্রাইজ সেলে বাঙ্গালী খরিদ্দোয়ার দু একটা বই আস্‌লো না। দোকানকা সব শালা বাঙ্গালী কেরাণী লোক কো—বোলো—যে টোমলোককা কসুর সে এ্যায়সা হুয়া।

হামিদ। কেনে জেঙ্কু সাহেব! কেরাণী বাবুগোর কি কসুর? ওনারা তো আপনাগোর ছাপানো চেটির উপর লাল কেতাব দে'খে নাম ল্যাখেন বই তো নয়। খদ্দের তো আর উঁরা পাক্‌ড়া কোরে আনতে পারেন না।

জেঙ্কি। বড়া সাহেব বোলচে যে, ঐ শালারা সোয়াদেশী সোয়াদেশী করকে ভালা কোরে নাম লেখেনি, তাই বিক্রী একডম বন্ধ হোয়েছে। বুঝলো হামিদ্‌ ওস্তাগর?

হামিদ। ইটি বাবুগোর ওপর জুলুম হইচে, সে বেচারারা কর্‌বে কি?

জেঙ্কি। টোম বুঝচে না হামিদ্‌। ওই যে ১৬ই অক্টোবর সব বাবুরা খালি পায়ে আফিসে আস্‌ছিল,—আউর্‌ আবি বিলাতী ধুতী লংক্লথ ছোড়িয়া দিছে, এস্‌ওয়াস্তে বড় সাহেব বোল্‌চে—ও লোক সব বিগড়ায়েছে।

হামিদ। জেঙ্কু সাহেব! তোমারে সকলেই ইজ্জোৎ দ্যায়, ভালবাসে, তুমি দেখো যে বাবুগোর রুটীটে না মারা যায়। মুই ম্যাহোন যাই, মিস্ মেলিনের গউনটা ঠিক হোয়ে গেছে, আয়রণ করিয়ে প্যাক করিয়ে দিই গে। [প্রস্থান।

জেঙ্কি। (what am I to do) হোয়াট অ্যাম আই টু ডু? হামার মার মাটি ছিল ডেশী, সাদী কোরলো নেমক মহলের সাহেব জেঙ্কিন্সকো, বাস্, হাম একেবারে ব্রিটিশ বরণ ফিরিঙ্গি হোলো, আবি হামার মামার ব্লড বোলে টোমারা হিন্দুষ্টানকা ভালাই করো, নেটিভ লোককো ভাই বোলো। ফিন ড্যাডের ব্লড কি চুপ থাকে না, ও বোলে নেটিভকো হেট করো, বুট মারো আউর আপনার গ্রাণ্ড মামা বাত কোইকো না বোলো। লেকিন হাম কেয়া করে, কেয়া করে? ইংরাজী নাম, ইংরাজী পোষাক, ইংরাজী বুলি, ইংরাজী খানা, হাম আচ্ছা চালমে হ্যায়। সব কোই হামকো সেলাম করে, রেল গাড়ীমে যাতা, হামকো ওয়াস্তে থার্ড ক্লাসমে ভি 'ইউরোপীয়ানস ওনলি' কামরা মজুত হ্যায়। সব ভাল আছে, তবভী কেমনটি হোচ্ছে। হামি বাঙালীকে বেইজ্জোত করতে পারি না। বাঙ্গালা হামার ঘর, বাঙালামে হামার পয়দা, দেখে কেয়া করে? (নেপথ্যে দেখিয়া) আগোর বাবু সুয়ার—আগোর বাবু সুয়ার!

(অঘোরের প্রবেশ)

অঘো। কি সাহেব, একশবার সুয়ার সুয়ার কর কেন? আমি কতবার বলেছি, আমাদের পদবী সুয়ার নয়; অঘোরনাথ সুর।

জেঙ্কি। ও ছোড়্য়ে দে না বাবা, ছোড়িয়ে দে না। সুয়ার কি খাবার চিজ?

অঘোর। কি বলছিলে, এখন বল সাহেব।

জেঙ্কি। বড়া সাহেব তো বড় ক্ষেপিয়ে গিয়েছে। বোলে পঞ্চাশ ষাটটো বাঙ্গালী কেরাণীকো হামি রোটী দিচ্ছে, ডেরশো বাঙ্গালী দরজীকো টলব দিচ্ছি, টবভি এ শালা বাঙ্গালী লোক সেপটেম্বর কা হাফ প্রাইজ সেলে কিছু কিন্‌লো না।

অঘো। কিনলো না কি সাহেব? শ্রীচরণ রঞ্জন বাবু ত দু হাজার টাকার ওপর জিনিস নিয়ে গেছেন, তিনি বল্লেন যে, আমার এত দরকার ছিল না; তবু অন্য খদ্দের বেশী নাই বোলে আমি এত নিচ্ছি। এই ভাবুন না, তাঁর বাড়ীর মেয়েরা তো জ্যাকেটটা আসটা বেশী পরেন, কিন্তু গাউন তো আর পরেন না, তবু তিনটে টি গাউন আর পাঁচটা মর্ণি গাউন নিয়ে গেছেন, তা ছাড়া চারটে স্লিপিং সার্ট। আর গোলাম উল্লা সাহেব তো প্রায় পাঁচ হাজার টাকার মাল নিয়ে গেছেন, আর হাজার আষ্টেক টাকার অর্ডার দিয়ে গেছেন। আর আমার নিজের পিস্‌তুতো ভাই তিনকড়ি ঘোষ—তিনি ৪০টি টাকা বই মাইনে পান না, তবু এই গেল শুক্রবার দিন এসে ঐ যে ঘুঘুডাঙ্গার রেলের ধারের উলুফুলগুলো তুলে আনিয়ে আমরা যে বাস্কেট সাজিয়ে রেখেছি, তার দুটো দেড় টাকায় নিয়ে গেছেন। আজকালকার ব্যাপার বুঝে এ সব খোদ্দেরের নাম ক্যাস বয়ে টুকে রেখেছি।

জেঙ্কি। লেকিন্ বড়া সাহেব বোলে, টোমরা নিজে কেন বিলাতী কাপড় পোরুচ না।

অঘো। কর্‌বো কি সাহেব, কর্‌বো কি! পাড়ার লোকে নিন্দে করে, ছেলেপুলেরা পায়ে ধ'রে কাঁদে—যে, বাবা, আর ও পোরো না। এমন কি সাহেব, আপনাকে বলি—আপনি আমাদের বাঙ্গালীদের উপর নেক নজোর করেন, আপনার কাছে গোপন করবো না, বাড়ীর মেয়েরা পর্য্যন্ত বিলাতী জিনিস ব্যবহার করলে আমাদের গায়ে থুথু দেয়।

জেঙ্কি। অঘোর সুয়ার—

অঘো। আবার সুয়ার—

জেঙ্কি। মাপ কর বাবা, মাপ কর। অঘোর সোর! হামার মুস্কলটি হলো, দুটি ডিঙ্গিতে আমার পা হোয়েছে; সেই যে একবার টোদের রাজার বাড়ীটে যাত্রা শুনিয়েছিল যে, "শ্যাম রাখি কি কুল রাখি"—হামার দশাটি ডেখছি টাই হলো।

অঘো। সাহেব! তোমায় আমরা ভালবাসি, তুমি মানুষ বড় ভাল; তুমি এখন কুল-টুল ছেড়ে দাও, ঐ শ্যামই রাখ।

(দ্রুতপদে নিতাইয়ের প্রবেশ)

নিতা। ও সুর মশাই! শীগ্‌গির আসুন না, মিসেস্ গুপ্তা অনেক কাপড় কিনেছেন; তিনি টাকা দেবার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন; বিলটা ঠিক কোরে দিন এসে।

অঘো। চল চল, যাচ্ছি। (জেঙ্কিন্সের প্রতি) সাহেব, আমি যাই, বিলটে ঠিক কোরে দিই গে; আপনি বড় সাহেবকে বলবেন, একটু ঠাণ্ডা হয়ে চোলতে—দিন কতকের জন্য, তা হ'লে সব মিটে যাবে।

জেঙ্কি। আরে সুমার বাবু, টোম কি জানে। —হামাডের বড়া সাহেব—হুঁ হুঁ—হুঁ হুঁ—সেই সাহেবের বুঝলি টো—সেই সাহেবের ছেলেটির সাঠে আপনার বহিনটির সাডি দিয়েছে। সে বোলে, যে টোমার বাঙ্গালী ঠিক না হয়ে টো পিছে বুলডগ ছোড়িয়ে ডেবে।

নিতা। অঘোর বাবু, আপনি শীগ্‌গির আসুন, গুপ্তা বিবি একে মেম—তায় বাঙ্গালী মেম, বড়ই রাগ করছেন।

অঘো। চল যাই।

[অঘোর ও নিতাইয়ের প্রস্থান।

জেঙ্কি— (গীত)

হামি এখন কি কোরে কি কোরে।
চরম যডি চাই, বাঙ্গালী মেরা ভাই।
আবার ইংরাজী ঢঙ্গ—ইংরাজী সাজ—
ইংরাজী রাজ্য মাঠার উপরে॥
হিন্দু মুসলমান হামার সাঠে খায় না কভি খানা,
খাস বৃটিশ টেবিলমে মেরা খানা মানা,
টেরিঙ্গী বিলাটী ফিরিঙ্গী বোলকে
চাল চালে সব জোরে।
টিক্ টিক্ নকরি গোলামী না চাই,
বাঙ্গালীকো বোলেঙ্গে আপনা ভাই,
খাঁটি ইংরাজ নারাজ হামারা পর—
হাম রহেঙ্গে বাঙ্গালী হোয়ে॥

(মতি ও কতকগুলি ছাত্রের প্রবেশ)

ছাত্রগণ। (সমস্বরে)—
সবাই আমরা কোলে লব তোমায় আদরে॥

(মিসেস্ গুপ্তা ও কাপড়ের প্যাকেট লইয়া নিতাইয়ের প্রবেশ)

নিতা। জমাদার, গাড়ী বোলাও, গাড়ী বোলাও, সামনে লেয়ানে বোলো।

নেপথ্যে। কিস্‌কো গাড়ী?

নিতা। মিসেস গুপ্তা বোলো, গুপ্তা বোলো।

নেপথ্যে। গোফতা মেম সাহেবকা গাড়ী—গোফতা মেমসাহেবকা গাড়ী।

মতি। মা! আপনাকে যে আমাদের বাঙ্গালী দেখছি, আপনি এখানে? আপনি এই ইংরেজের দোকানে বিলাতী জিনিস কিনতে এয়েছেন?

গুপ্তা। কেন, তাতে হয়েছে কি?

মতি। আমরা তবে কার জোরে, কার উৎসাহে উৎসাহিত হব?

গুপ্তা। কে তোমরা?

১ম ছাত্র। আমরা কেউ নই মা, আমরা গরিব ছাত্র।

গুপ্তা। স্তা—ছাত্র তো—তোমরা কলেজে যাওনি? এ সব কি কোরে এখানে ঘুরছো?

মতি। না মা, আমরা কলেজে যাই; কিন্তু বুঝেছি—যে কলেজে প'ড়ে, একজামিন পাশ কোরে, অর্থোপার্জ্জন করাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। আমরা ছাত্র; কিন্তু ছাত্র হলেও মনুষ্য এবং এই বঙ্গমাতার সন্তান। মনুষ্যত্বের এবং মাতৃপূজারও একটি কর্ত্তব্যের দায়িত্ব আছে। তাই আমাদের কতকটা অবসর-সময় আমোদ, ক্রীড়া বা আলস্যে না দিয়ে, মায়ের পূজায় ক্ষেপণ করতে প্রতিজ্ঞা কোরে ব্রত গ্রহণ করেছি।

নিতা। ওহে বাপু, সর সর, পথ ছাড়, মেম্ সাহেবের জিনিসপত্র সব গাড়ীতে তুলে দিই।

২য় ছাত্র। মেম্‌সাহেব?—মেম্‌সাহেব কি রে কালামুখো বাঙ্গালী? দেখতে পাচ্ছিসনে—উনি আমাদের মা—বাঙ্গালী মা।

গুপ্তা। নাউ লুক হিয়ার ইউ ইয়ং মেন, ইফ—

মতি। মা! আপনার পায়ে পড়ি—আপনার দুটি পায়ে পড়ি, বাঙ্গালায় কথা কোন আমাদের সঙ্গে; মা গো! আমাদের গর্ভধারিণীর স্তন্য-ক্ষীরের সঙ্গে যে ভাষা আমরা বলতে বুঝতে শিখেছি—আপনি মা সেই ভাষায় কথা কোন।

নিতা। এই জমাদার! কাঁহা গিয়', হটায় দেও সব ভিড়।

মতি। চুপ ছোট লোক, পোনের টাকার গোলাম! লজ্জা করে না তোর? আপনার মাকে আপনি অপমান কর্‌ছিস্, আপনার দেশের ভায়েদের অপমান কর্‌ছিস্?

নিতা। কি মা—মা কর? মা তো আমার অনেক কাল ম'রে গেছে! আর ভায়েরা? আ মরি মরি!—আমি এই সমস্ত দিন খেটে খুটে নিয়ে যাই —এক ভাই বাতে প'ড়ে আছেন, আর এক ভায়ের গৃহিণী, তাদের আমি বোসে বোসে খাওয়াই! আ— ভারী আমার দেশহিতৈষী এসেছেন গো!

১ম ছাত্র। দেবো না কি হতভাগাকে বন্দে-মাতরং কোরে!

মতি। না না শরৎ, থামো, ওর বিদ্যে বুদ্ধি বা কতটুকু, আক্কেলই বা কি?

নিতা। আক্কেল ঢের আছে, কালেজে পড় আর কার সঙ্গে কথা কচ্ছো, জান না? মেম

সাহেবকে চেনো? ইনি আমাদের বরাবরের খদ্দের —আমি জানি; ইনি তোমাদের বড় কলেজের প্রোফেসার গুপ্ত সাহেবের মেম।

ছাত্রগণ। অ্যাঁ!—

নিতা। আবার অ্যাঁ কি? আমায় মারতে এসো! এই গুপ্ত সাহেব, গুপ্ত সাহেব! আজ প্রোফেসার আছেন, দুদিন পরে কেসিয়ার হবেন!

ছাত্রগণ। মা—

গুপ্তা। কেন আপনারা আমাকে বাধা দিচ্ছেন? আপনারা কলেজে পোড়ছেন, জানেন—যে প্রতি মনুষ্যেরই স্বাধীন ইচ্ছা চালনার ক্ষমতা আছে। আমার যা ইচ্ছা, আমার যা আবশ্যক, সেইমত আমি দ্রব্য সংগ্রহ করবো, তাতে কাহারও বাধা দেবার অধিকার নেই।

১ম ছাত্র। মা মা, আপনি আমাদের গুরু-পত্নী! আপনাতে আর আমাদের গর্ভধারিণীতে কোন পার্থক্য নাই; আপনার সঙ্গে তর্ক করবার অধিকারও আমাদের নাই। তবে আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি, দেশীয় শিল্পের উন্নতির পক্ষে প্রাণপণে সাহায্য করবো, দেশের দাসত্বে জীবন উৎসর্গ করবো! আপনি মা, জননী, গুরুপত্নী, দেশের আদর্শরূপিণী! আপনাকে আর অধিক কিছু বলতে পারি না; কিন্তু—

(অন্য সকলের প্রতি)

এসো ভাই সকল, এসো—এই দোকানের সামনে আমরা শুয়ে পড়ি, মা আমাদের ঐ বিলাতী জিনিস নিয়ে আমাদের বুকের ওপর দিয়ে গাড়ী চালিয়ে চোলে যান! মা'র সঙ্গে আমরা জোর করতে পারিনে, মা'র কাজে আমরা বাধা দিতে পারিনে, কিন্তু মা'র পায়ে রক্ত দিতে—প্রাণ দিতে তো পারি।

(সকলের শয়ন)

নিতা সইস, ঘোড়া হটায় লেও, ঘোড়া হটায় লেও, আদমী খুন হোগা।

গুপ্তা। বাবা, বাবা, ওঠ ওঠ, বাবারা আমার, ছেলেরা আমার, ওঠ। উঃ! তোদের প্রাণে দেশের জন্যে এমন মমতা জেগে উঠেছে রে! ছেলে তোরা —আমায় শিক্ষা দিলে আজ! নাও বাবা, ওঠ— উঠেছিস্?

ছাত্রগণ। মা—মা, উঠেছি, উঠেছি, কি আজ্ঞা করবেন করুন।

গুপ্তা। (নিতায়ের প্রতি) তা দেখ, ছেলেরা যখন এতটা বারণ করছে, এ কাপড়-চোপড় তোমরা রেখে দাও।

নিতা। আপনি বলছেন কি? তা কি কখন হ'তে পারে? এ রুল্ রেগুলেসন, রোটেসন, কোটেশন, এডিসন, সবটাক্‌সন, এষ্ট্যাবিলসমেণ্ট, গবর্ণমেণ্ট আর তার উপর আমাদের বড় সাহেবের হুকুমের বিরুদ্ধে কাজ!

মতি। এই থাম্ না ব্যাটা, কি ফ্যাঁচ্ ফ্যাঁচ্ করিস্?

নিতা। অ্যাঁ, ফ্যাঁচ্ ফ্যাঁচ বই কি? আর আমায় চাকরীটি গেলে কা'ল এসে দরখাস্ত দিন।

ছাত্র। Take care you scoundrel.

গুপ্তা। চুপ কর বাবা, চুপ কর (নিতায়ের প্রতি) আপনারা এ ফিরিয়ে নিতে পারেন না?

নিতা। নো, নেভার, নো রুল ইওর লেডিসিপ, ম্যাকিন্ ম্যাকেঞ্জি, পি এন ও আর, হোরমিলার এনি সিপ।

গুপ্তা। থাম থাম। (ছাত্রগণের প্রতি) বাবা!

ছাত্র। মা।

গুপ্তা। সমস্ত প্যাকেজগুলি নাও, তোমাদের হাতে দিলুম, যা ইচ্ছে, তাই কর গে। আমারও গর্ভের সন্তান আছে, তোমরাও আমায় আজ 'মা' বোলে ডাকলে, আমি ঈশ্বরের নাম কোরে, বঙ্গমাতার নাম কোরে বলছি যে, তোমরাও আমার সন্তান। তোমাদের নাম কোরে প্রতিজ্ঞা করছি, যে, আমি আজ থেকে আর যথাসাধ্য আমার বাড়ীতে বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার হ'তে দেবো না।

ছাত্র। মা'র জয়—মা'র জয়!—আমাদের গুরুপত্নী মা'র জয়।

গুপ্তা। না বাবা! আমার জয় নয়, বল তোদের স্নেহের জয়, তোমাদের মাতৃভূমিভক্তির জয়, বঙ্গমাতার জয়, ধর্ম্মের জয়।

ছাত্র। বঙ্গমাতার জয়! ধর্ম্মের জয়! আমাদের গুরুপত্নী মা'র জয়!

গুপ্তা। আশীর্ব্বাদ করি, বাবা। এখন আমি আসি।

ছাত্র। না মা, এই আমাদের সর্ব্বনেশে বিদেশী বস্ত্র তোমার সাম্‌নে পোড়াব, এর সৎকার করবো, তুমি দেখে যাও।

(বস্ত্রাদি প্রজ্বালিতকরণ)

(মায়ার প্রবেশ)

মতি। মা, আপনি কে?
মায়া। আমি মা, আর কেউ নই।

(গীত)

ওগো তোরা আলো কর বঙ্গদেশের মুখ।
চেয়ে তোদের পানে আমার যেন
বাড়ছে দশ হাত বুক॥
ওরে আমার মায়ের বাছা সব,
শুনে তোদের 'মা মা' বোলে রব,
কব আর কেমন কোরে
আমার মনে হচ্ছে কত সুখ॥
কিন্তু হাত ধ'রে মানা করি বাপ,
পুণ্যের ভারতে আর এনো নাকো পাপ,
নিজের কড়ি পুড়িয়ে দিয়ে
আর বাড়িও নাকো দুখ॥
ময়লা সারে ফসলটা বেশ ফলে বটে ক্ষেতে,
কিন্তু ফসলটা বই ময়লাটা আর
নেয় না তো কেউ খেতে;
তেম্‌নি জন্মেছে বিরাগ-সারে যেই অনুরাগ,
যত্নে রাখ তারে বুকে কোরে সব সোহাগ,
স্বদেশীতে মন দাও বেশী কাঙাল
বাঙ্‌লায় দুঃখ ঘুচুক॥

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

রাস্তা।

চুড়িওয়ালীগণ।

(গীত)

(আর) বিক্‌লো না বিলাতী
চুড়ি বিলাতী চুড়ি।
সলায়ে কলায়ে কেত্‌না ভুলাওয়ে
তভি না বোলাওয়ে বাঙালী
ছুঁড়ী বাঙালী ছুঁড়ী॥
রং বেরংকে চুড়ি ফুকারকে
ফিরি পাড়া পাড়া,
কড়েকে সওদা নেহি হোতা,
কোহি না দেয় সাড়া,
বলুকে তাড়া দেয় লেড়্‌কা,
লোকে বলে তোড়েঙ্গে ঝুড়ি॥
খালি ঝুলি, লে আও ঝুলি—
লে আও সফেদ শাঁকা,
ঝুড়ি ভরকে দেশী অল-চুড়ি,
নেহি ফিক্ দেও তেরি ঝাঁকা,
(মেরি) দেশকা টাকা দেশমে
রহেঙ্গে পায়েঙ্গে দেশকা মুড়ী।
হট্ যা হট্ যা হাটুরিয়া
পরদেশী দুষ্‌মণ মুখপুড়ী।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দরদালান।

বালকগণ— (গীত)

মা!—আমায় হাঁটতে শেখাও হাত ধ'রে।
ঐ মাগী মা করলে খোঁড়া
আগা গোড়া কোলে ক'রে॥
আমি 'মা' ব'লে মা, হামা দিয়ে
তোর ঘরেতে গেলে,
বেটী ছুটে এসে টুঁটি টিপে বলে দুষ্ট ছেলে,
আর কোলে তোলার ছলে ওগো
টিপ্‌নি দেয় মা অন্তরে॥
খাব না ঐ বাগ্‌দী বেটীর মাই (আর)
তোমার হৃদয়-ক্ষীর মা চাই—
সবাই আমরা ভাই-বোনেতে
খেল্‌ব খাব তোর ঘরে॥
ঝি বেটী দেখায় জুজুর ভয়,
কত একানোড়ে ভূতের কথা কয়,
আবার বলে মায়ের আছে ক্ষয়ের ব্যামো,
তার কোল ছুঁলে ছেলে মরে॥
ও বেটী মা নিশ্চয় হবে ডান,
নইলে কেন দেখায় মায়ের চেয়ে টান,
বেটীর মনের আশা, মানুষ কোরে
রক্ত খাবে এর পরে॥
মা আমার একটু পায়ে হ'লে বল,
আর ধর্‌বো না আঁচল,
তোমার দুঃখ ঘুচাব মা নিজে
মাথায় মোট কোরে।
অলস বিলাস ছেড়ে মা গো পূজ্‌বো
তোমায় প্রাণ ভোরে॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

বহির্ব্বাটীর বারান্দা।

শ্রীচরণরঞ্জন বাবু ও সেবকরাম।

শ্রীচরণ। আরে রেখে দাও, রেখে দাও, ও পোড়াদহের কথা থো কর, আমাদের নিজের পাশভাঙ্গা গ্রামের কথা বল। সেখানে সে সব হাঙ্গামা হচ্ছে না তো?

সেবক। আজ্ঞে, সেই হেডমাষ্টার অবিনাশ বাবু কতক চেংড়া ছোঁড়া নিয়ে গোল বাধাবার চেষ্টা করেছিলেন, তা সে সব খুব দমন করা গেছে।

শ্রীচরণ। কি রকম—কি রকম?

সেবক। আজ্ঞে, ঐ চেংড়াগুলো অবিনাশ বাবুর কথায় প্রাতে ও সন্ধ্যায় বাজারে ঘুরতো আর যে সকল ব্যক্তি বিলাতী কাপড় কি চিনি কি লবণ খরিদ করবার সময় যেতো, তাদের পায়ের তলায় পোড়ে চীৎকার কোরে বলতো, দেশী দ্রব্য লয়েন, বিলাতী খরিদ্ করবেন না।

শ্রীচরণ। ওই চেংড়াগুলো?

সেবক। আজ্ঞে হ্যাঁ, ঐ চেংড়াগুলো। বেটাদের এমন স্পর্দ্ধা বেড়েছে যে, বড় বড় ভদ্রলোকের পায়ে অনায়াসে জাপটে ধরে, আর কাঁদ্তে কাঁদ্তে বলে যে, বিদেশী দ্রব্য খরিদ করেন তো আমরা আপনার পায়ের তলায় প্রাণত্যাগ করবো।

শ্রীচরণ। এ কি—হলো কি?—এ যে অরাজক! তুমি আমার আজ্ঞা প্রচার করনি?

সেবক। প্রচার করিনে হুজুর! আমি মুন্সী মহাশয়কে দিয়ে বড় বড় এস্তাহার লিখিয়ে নিয়েছি যে—প্রবলপ্রতাপ শ্রীশ্রীচরণরঞ্জন পাল বাহাদুরের হুকুম—যে, আমাদের গ্রামে যে ব্যক্তি বন্দে মাতরং শব্দ উচ্চারণ করবে বা বিলাতী দ্রব্য ব্যবহার না করবে, সে শ্রীযুক্ত জমীদার মহাশয়ের কোপানলে পড়বে।

শ্রীচরণ। তা এতে কি পুলিস সাহায্য করলে না?

সেবক। আজ্ঞে, ঐ মিন্‌মিনে গঙ্গাধর সাণ্ডেল ছিল দারোগা, তার দ্বারা কি কোন কাজ হয়? সে বেটা বোলতো কি না যে, লোকে যে যার পছন্দমত দ্রব্য খরিদ করুক না, তাতে আমাদের কি? আর দেশী জিনিষের আদর হউক না, তাতে তো আমাদেরই মঙ্গল। তা বেশ হয়েছে, বেটাকে একেবারে বদলি কোরে দিয়েছে; এবার এসেছেন কর্কশকান্ত বাবু দারোগা হয়ে। তাঁর দপদপানিতে গরীব গেরস্তের মেয়েরা এবার দিশী কুমড়ো কুরে বড়ী দেওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ করেছে আর সদয় গুরুমহাশয় মকর-সংক্রান্তির জন্যে এবার আর পাঠশালের ছেলেদের নিয়ে বন্দমাতার দল বসান নি।

শ্রীচরণ। বেশ বেশ সেবকরাম, ঐ রকম লোক চাই। দারোগা মহাশয়কে আমার কথাটা বেশ বুঝিয়ে বলেছ তো?

সেবক। আজ্ঞে হুজুর, দারোগা মহাশয়ের আপনার উপর বড়ই দয়া। তিনি বলেছেন যে, পৌষসংক্রান্তির পরেই দপদপাপুরের পাটকলের বুচার সাহেবকে আপনার বাড়ীতে এক দিন খানা খেতে ও আপনার নজরানিতে রাজী করাবেন।

শ্রীচরণ। সত্যই কি পাটকলের সাহেব হুজুর আমার বাড়ীতে দয়া কোরে আসবেন বলেছেন?

সেবক। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি চেষ্টা করছি, যাতে মেম সাহেব দয়া কোরে সঙ্গে আসেন।

শ্রীচরণ। তা হোলে তো সেবকরাম আমার বাড়ী পবিত্র, বংশ পবিত্র হবে। আর যখন মেম সাহেব আসবেন বলেছেন, তাঁকে তো একটা নজর দিতে হবে, পাঁচ হাজার টাকার কমে আর হবে না! আহা, মরি মরি, সাহেবের কি চেহারা—দেখেছো সেবকরাম?

সেবক। আর কি সুন্দর দাড়ি! মেম সাহেবেরও আমি ঠাউরে দেখেছি, দাড়ি একটু একটু হবার মতন যোগাড় হচ্ছে।

শ্রীচরণ। আহা, তা হবে না; ওঁরা তো আমাদের বাঙ্গালী নন, মেম সাহেব, একটা কত বড় সাহেব—তাতে আবার পাটকলের ম্যানেজারের মেম,—তা ওঁর দাড়ি হবে না তো কি দাড়ি হবে ঘনশ্যামের শাশুড়ীর?

(বন্দে মাতরং গাইতে গাইতে এক দলের প্রবেশ)

সোরে যাও, সোরে যাও—এ বাড়ীতে কেন?

দল। "বন্দে মাতরম্।"

শ্রীচরণ। আমার বাড়ী কেন—আমার বাড়ী কেন? বাবা, তোমাদের কাছে মিনতি করছি, আমাদের বাড়ী ছেড়ে দিয়ে যাও।

দল। সপ্তকোটি-কণ্ঠ কল কল-নিনাদ-করালে,
দ্বিসপ্তকোটিভুজৈধৃ্ত খরকরবালে,

শ্রীচরণ। ও বাবা, ও কি ও, ও কি ও? হাঁগা, তোমায় যে চিন্‌ছি চিন্‌ছি করছি, তুমি বিদ্যাসাগরের দৌহিত্র না? তা তোমার এ সব কি আক্কেল?

ভদ্রলোকের বাড়ীতে এ রকম ডাকাতপড়া কি ভাল দেখায়?

সুরেশ। ডাকাতপড়া নয় মহাশয়, আপনাকে আমাদের দলে আসতে হবে। আমরা আজ ভিক্ষা করতে এসেছি, কিছু ভিক্ষা দিন। এই দেখুন, ছোট ছোট ছেলেরাও আমাদের সঙ্গে এসেছে।

শ্রীচরণ। ভিক্ষে! ছি—ছি—ছি—ছি! যে বিদ্যাসাগর দুহাতে দান করেছেন, তুমি তাঁর দৌহিত্র হয়ে আজ বাড়ী বাড়ী ভিক্ষে কোরে বেড়াচ্ছ? ঘেন্নাও করে না? না বাবা, আমাদের মাপ কর বাবা! আমরা সাহেবদের ছেড়ে বিদ্রোহী হ'তে পারবো না।

সুরেশ। বিদ্রোহী হ'তে কে বলছে? ইংরেজ আমাদের রাজা জানেন না? স্বর্গগতা কুইন ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পর আমরা সকলে শুধু পায়ে লক্ষ লক্ষ লোকে গড়ের মাঠে গিয়েছিলুম; তার পর এই আপনার বাসার সামনে কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে সেই মহারাণীর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে কত সহস্র কাঙ্গালী ভোজন করিয়েছিলুম; আর আজ পর্য্যন্ত সেই স্বর্গগতা মহারাণীর পুত্র আমাদিগের পরমপূজনীয় সম্রাট্ সপ্তম এড্ওয়ার্ডকে আমরা প্রাণ দিয়ে ভক্তি করি, কিন্তু তা বোলে কি আমাদের দেশের তাঁতি, জোলা, ছুতোর, কুমোর, কামার—এরা যে একেবারে আপনাদের ব্যবসায়ে বঞ্চিত হয়ে উচ্ছন্ন যাচ্ছে, তাদের উদ্ধারের জন্য কিছু চেষ্টা করবো না?

সেবক। হুজুর! সেই যে আপনাকে নিবেদন করেছিলুম, সেই কথা! এরা সেই বন্দে মাতালের দল।

দল। "বন্দে মাতরম্, বন্দে মাতরম্!"

শ্রীচরণ। বাবাজী সব, একটি কথা বলি, ঐ "বন্দে মাতরং" কথাটা ছেড়ে দাও না বাপু।

সুরেশ। গুরুমহাশয়ের পাঠশালে বন্দে মাতা গাইতে শিখেছিলুম, আর সেই কথারই অন্যভাবে উচ্চারণ এই "বন্দে মাতরং" শিখেছি, ছাড়বো? তা কখন ছাড়বো না! আমরা একশোবার বলবো "বন্দে মাতরং!" বল সকলে "বন্দে-মাতরম্!"

দল। "বন্দে মাতরম্!"

শ্রীচরণ। ও বাবারা সবাই, আমি তোমাদের হাতে ধোরে মিনতি করছি, "বন্দে মাতরম্" বলো না, আমার সব যাবে।

সেবক। দেখেন নি, এক একটা খোট্টা দরোয়ান আছে, "পাগড়ীতে রাধাকিষণ" বোল্লে ক্ষেপে ওঠে, তেমনি অনেক সাহেব এখন 'বন্দে মাতরম্' বোল্লে ক্ষেপে উঠেন। তা সাহেবেরা আমাদিগের দেবতা—মনিব—ও'দের ক্ষেপান কি উচিত?

দল। "বন্দে মাতরম্"।

(টিটির প্রবেশ)

টিটি। ও বাবা, ও বাবা, দেখ না এই বামুন ঠাকুর কি করেছে! আমি কাঁদবো, আমি তোমার বাড়ীতে থাকবো না! সবাই বারণ করছে আর বামন ঠাকুর তাই করছে।

শ্রীচরণ। কি মা, কি টিটি, কি বলছো? তোমার আবার কি হয়েছে টিটি?

টিটি। এই দেখ না বাবা—বামুনঠাকুর আজকে আবার বিলিতী কুমড়ো কিনে এনেছে, আর নূতন ঝি বিলিতী আমড়া কিনে এনে আমাকে খাওয়াতে যাচ্ছিল। বাবা, আমরা তো বিলিতী কিনবো না, তবে কেন ওরা ও সব আনে?

সুরেশ। মা, মা, তুমি বেঁচে থাক, রাজরাজেশ্বরী হও! তোমার মনে এমন ভাব এসেছে মা—যে, দেশের জিনিস হলেও নামে বিলিতী কুমড়ো বিলিতী আমড়া বোলে—তুমি সে জিনিস বাড়ীতে আন্তে দিতে চাও না; সে জিনিস খেতে চাও না! শ্রীচরণ বাবু, আপনার মেয়ের কাছে আপনি শিক্ষা নিন। আপনি বড়লোক, আপনার অনেক টাকা, আপনি আর বিলিতী ব্যবসায়ের প্রশ্রয় না দিয়ে, যাতে দেশী জিনিসের আদর হয়, তাই করুন।

(গোলাম উল্লার প্রবেশ)

শ্রীচরণ। আরে গোলাম উল্লা সাহেব আসছেন—সোরে যাও, সেলাম আলেকম্!

গোলাম। এ সব কেয়া হোতা হ্যায়? আপনার বাড়ীতে এ সব কি গোলমাল?

শ্রীচরণ। হাম্ অনেক পায় ধরা হ্যায়, এরা শুনতা নেই। ডাকাত পড়া হ্যায়।

দল। "বন্দে মাতরম্!"

গোলাম। এ কেয়া চিল্লাতা! বন্দ্যা মাতরম! সরকারকা হুকুম, ও বাত নেহি বোলনা। কোন্ বোলতা হ্যায়?

সুরেশ। ও গোলাম উল্লা সাহেব, তুমি বড় লোকই আছ আর যাই আছ, আমাদের এখানে কেন জঞ্জাল বাধাতে এসেছ?

গোলাম। দেখ, আমি এই দেশের একটা বড় লোক, আমার কথা তোমরা না শুন যদি,

তোমাদের অনেক কষ্ট পেতে হবে। জান আমি কে? আমি এই দেশের সমস্ত মুসলমানের পক্ষ হয়ে বলছি, এই স্বদেশী আন্দোলন মুসলমান সম্প্রদায়ের অভিপ্রেত নয়।

[প্রস্থান।

(আবদুল শোভানের প্রবেশ)

আবদুল। মিথ্যে কথা—মিথ্যে কথা, আমার নাম আবদুল শোভান, আমি এক জন জমীদার, এবং হিন্দু মুসলমানের সঙ্গে আমার সম্প্রীতি আছে—এ স্পর্দ্ধা আমি রাখি। আমি বলছি যে, আমাদের গোলাম উল্লা সাহেব গোলামী আমলদারীর সর্দ্দার হ'তে পারেন, কিন্তু আমরা এই বঙ্গদেশের এই মুসলমান সম্প্রদায় ওঁর ফোক্কা নবাবীর তক্তার তলে সেলাম করি না। আমি জানি, উনি বাপের কুপুত্র। আমরা শিক্ষিত কি অশিক্ষিত, চাষী মুসলমানগণ আমাদের হিন্দু ভ্রাতাগণকে এক মাতার সন্তান বোলে প্রাণের সঙ্গে আলিঙ্গন করি। ওঁর কথা আমাদের বঙ্গবাসী মুসলমানগণের কথা নয়, আমরা সবাই বাঙ্গালী, কি হিন্দু কি মুসলমান—কি জৈন কি বুদ্ধ—কি খৃষ্টান—বাঙ্গালায় যাদের বাস, আমরা সেই সবাই বাঙ্গালী রবো। হিন্দু আমাদের দাদা, আমরা ছোট ভাই, বাঙ্গালায় হিন্দু মুসলমানে বিবাদ কখন হবে না। "বন্দে মাতরম্।"

দল। "বন্দে মাতরম্।"

সুরেশ। ভাই, ভাই শোভান্। কোল দাও—কোল দাও আমাকে। আজ তোমাকে আলিঙ্গন কর্‌তে কর্‌তে যদি আমি ম'রে যাই, তা হলেও জানবো, তোমায় আলিঙ্গন কোরে আমি পবিত্র—আমার সমস্ত জাতি পবিত্র হলো।

(পরস্পরে আলিঙ্গন)

শোভান। দাদা, আপনি মরবেন কেন? এখানে বিস্তর হিন্দু মুসলমান একত্রে সমবেত হয়েছেন; তাঁরা দেখলেন যে, আপনি অকপট হৃদয়ে আমাকে আলিঙ্গন করছেন। আপনি বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ-বংশসম্ভূত, আর আমারও জন্ম সৈয়দ-বংশে, আমাদের দুজনে যখন আলিঙ্গন হয়েছে, তখন আর আমাদের ভাবনা কি? এই বাঙ্গালা দেশকে আবার আমরা বড় কোরে তুলবো। দাদা আপনি কি করেন জানি না, কিন্তু আমি বি, এ, পোড়ছি, এই বার একজামিন্ দেবার বৎসর, কিন্তু আপনি আমার মাথায় হাত দিন, আর আমি আপনার বুক ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি যে কা'ল থেকে আমি গোলামি শিক্ষার আশায় পরীক্ষায় জলাঞ্জলি দিয়ে তাঁতের কর্ম্ম শিক্ষা করতে যাব।

দল। "বন্দে মাতরম্—বন্দে মাতরম্।" এলাহি আকবর।

[সকলের প্রস্থান।

শ্রীচরণ। ও সেবকরাম! ব্যাপার তো গুরুতর হয়ে দাঁড়ালো, উপায়?

সেবক। কিছুই তো বুঝছি না।

শ্রীচরণ। জমীদারিতে পালিয়ে যাব?

সেবক। সেখানে ব্যাপার আরও গুরুতর শুনছি, বড় বড় উকীলকে ধোরে সেখানে ঠেঙাচ্ছে।

শ্রীচরণ। তুমি একবার যাও, সুরেশ বাবুকে ডাক, দলটা না আসে।

[সেবকরামের প্রস্থান।

শ্রীচরণ। এ তো বড়ই মুস্কিল হলো, কোন্ দিক রাখি? দারগা মহাশয় আমাকে বলেছিলেন যে, এবার খেতাব পাবই পাব। এই আঁটকুড়ীর ব্যাটারা আমার 'রায় বাহাদুর' হবার পর যদি এ কাণ্ড বাধাতো, তা' হ'লে আর কোন ভাবনাই থাক্‌তো না—

(সেবক ও সুরেশের প্রবেশ)

সুরেশ। কি, আবার আমায় ডেকেছেন কেন? আপনি তো আমাদের এক রকম বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

শ্রীচরণ। সে কি ভাই—সে কি ভাই! তোমায় বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেব? তুমি আমার মাথার মণি। তবে ঐ ডাকাতপড়া ছোঁড়াগুলোকে সঙ্গে এনেছিলে—তাই ভয় হয়েছিল। তা দেখ ভাই, আমি তিনশোটি টাকা দিচ্ছি—এই সেবকরাম দপ্তরখানা থেকে এখনি গিয়ে দেবে, নে যাও ভাই; কিন্তু আমার নামটি প্রকাশ করো না। কি জান, ওঁরা হলেন রাজা, ওঁদের একটু ভয় ক'রে চলতেই হয়। শুনেছ তো, আমার জমীদারির নিজ কালী-বাড়ীর আঙ্গিনার ভেতর ঐ যে নূতন বাড়ীটা তৈরী ক'রে রাখছি—ও কার জন্যে?—ঐ সাহেবসুবো কখন আসবেন, তাঁহাদেরি খাতিরের জন্যে! আপনি মনে করেন যে, জজ সাহেব, ম্যাজিষ্ট্রেটের জন্যই এই বন্দোবস্ত করতে হয়। তা নয়;—যিনি ধুচুনি মাথায় দিয়ে আসেন তিনি সরকারী ওপরওয়ালাই হোন্—কি চা-বাগানের সাহেব বা ব্যাণ্ড বাজানার কর্ত্তাই হোন্, আমায় তাঁকে হাত যোড় ক'রে ঐ

বাড়ীতে বাসা দিতেই হবে। ঐ ওঁদেরই জন্যে বিলিয়ার্ড টেবিল রেখেছি, তা আপনার চরণে ধ'রে বলছি, আমি এই যে তিনশোটি টাকা দিলেম, এ কারো নিকট প্রকাশ করবেন না।

সুরেশ। শ্রীচরণবাবু! আমরা সাহেবের বিরোধী—এ কথা কেন মনে নিচ্ছেন? আপনি খবরের কাগজ বেশী পড়েন কি না, জানি না, কিন্তু আজ কত বৎসর ধ'রে লাট সাহেব থেকে আরম্ভ কোরে জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিশনার, ডাক্তার, সওদাগর যে যে সাহেব আমাদের দেশে আসেন —তাঁরাই লেকচার দেন, তাঁরা প্যাম্‌ফ্লেট লেখেন যে, বাঙ্গালীরা খালি বাক্যবাগীশ, কাজ করে না। এদের দেশে ধন ছড়িয়ে রয়েছে, এরা তা কুড়িয়ে নিতে জানে না। অনেক দিন হ'লো—বোম্বায়ে এক ডাক্তার সাহেব লেকচার দিয়ে বলেন—যে, এই সহরের ড্রেণের ময়লা পাঁক কোন দিন কোন ইউরোপীয়ের ভাগ্যলক্ষ্মী খুলে দেবে। আমরা তাঁদেরই উপদেশে—দেশের এই দুর্দ্দশা ঘুচাবার জন্যে চেষ্টা করছি। এতে সাহেবেরা রাগ করবেন কেন? আপনি ভয় করেন কেন?

শ্রীচরণ। যাক্ ভাই, এখন চল, টাকা দিই, নিয়ে যাও।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

পুষ্করিণীর তীর।

(গীত)

ধোপানীগণ—

আমরা সরিয়ে নেব পাটা।
খুঁজুক গিয়ে মিন্সেরা কোথায় আছে আঘাটা॥
যদি বিলাতী কাপড় কাচতে হয়,
আর আমাদের সঙ্গে যেতে কয়,
হাতের নোয়া ক্ষয় না কোরে,
মারবো মুখে পাঁচ ঝাঁটা॥
হোক জজ ম্যাজিষ্ট্রেট জমীদার,
সবার ধোপার দোরে ভোরে বার,
আবার ধোপানী না ধুয়ে দিলে পরে,
বাবুয়ানার সার ভাঁটা॥
আজ বুঝি নাকো তাঁতির দুঃখ
পেয়ে নিজের গণ্ডা,
কাল কাপড়কাচা কল আনলে ঐ গোরা ষণ্ডা,
তোমার তিনশো টাকা ডুববে দয়ে,
পোড়বে যজমানের দোরেতে কাঁটা॥

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

রাস্তা।

চিনিবাস ও মহেশ।

চিনি। রেখেছি ত রেখেইছি; আমার মুদীর দোকানের পাশের ঘরটা নিয়ে কাপড়-চোপড়, ছাতা, ক্রমে অনেক জিনিসই এনে রেখেছি।

মহে। চিনিবাস দাদা, তোমার একটু নিন্দে হচ্ছে ভাই, আমাদের প্রাণে লাগে—তাই বলি।

চিনি। কিসের নিন্দে—নিন্দে কিসের? আমি কারও চুরি করেছি? মহাজন ঠকিয়েছি? না জিনিসে ভেজাল দিয়েছি?

মহে। না না, সে সব কথা কি দাদা তোমায় কেউ বলতে পারে? তবে তোমাকে আমরা সবাই গণ্যি-মান্যি করি, তাই তোমার নামে যদি কেউ কিছু বলে, তাতে আমাদের মনে বড় একটা আঘাত লাগে।

চিনি। কেন, কি বলে—খুলেই বল না।

মহে। তা দাদা, আমার হলো দুধের কারবার, ওর দিশীও নেই, বিলিতীও নেই। আর ভগবান্ সাক্ষী—সেরকরা এক পোয়ার উপর জল দিইনি, তাও আমাদের পুকুরের পচা জল নয়; বেলগেছে থেকে পয়সা দিয়ে কলের জল নিয়ে গিয়ে তাই মিশুই।

চিনি। তা বেশ করিস, কাজ তো ভালই করিস, কিন্তু বলছিস কি?

মহে। কিছু নয় দাদা, তোমাকে সবাই আমরা মুরুব্বী ব'লে মানি; আর লোকে বলে কি না, তুমি দিন পেয়ে খদ্দেরের ওপর জুলুম করছো। খদ্দেরে দিশী জিনিস চায় ব'লে তুমি করকচের পর্য্যন্ত দেড়া দাম বাড়িয়েছো। আর এক টাকা তের আনা জোড়া বোম্বে মিলের কাপড় কিনে নসিকিতে বেচছো।

চিনি। বেচবো না? হা রে ময়শা, বেচবো না? দোকান করেছি কি খয়রাত করতে? লগন-

সার বাজারে সন্দেশওয়ালারা সন্দেশের দর চড়ায় না? গাড়োয়ানেরা গাড়ীর ভাড়া বাড়ায় না? কায়দা পেলে ডাক্তারেরা ডবল ফি নেয় না? আর উকীলে মক্কেলের রক্ত চুষে খায় না? খালি আমারই দোষ? এই দিশী বিলিতী হাঙ্গামা হয়েছে কেন? এ বিধেতা আমাদের মত গরীব দোকানদারের ভালর জন্যই করেছে।

মহে। তা তো বটেই দাদা, তা তো বটেই। তবে ওরই মধ্যে একটু বুঝে সুঝে।

চিনি। ভ্যাখ কালকের ছোঁড়া ময়শা, আমায় আর তুই বুদ্ধি দিতে আসিস নি।

(গীত)

ওরে শালা কালকের যুগী ময়শা।
এই দোকানদারী কোরে আমার
ধোরে গেল বয়সা।
ছোকরাদের সব ঘুরে গেছে মাথা,
তাই চাচ্ছে দিশী ধুতি দিশী জুতী
দিশী ফিতে ছাতা,
এই ঝোপ বুঝে কোপ ফে'লে শালা
বাগিয়ে নে না দু-পয়সা।
বেচতে হয় বাজার বুঝে, নিজের কাজে
গাওয়া ব'লে ভয়সা॥

(দ্বিজেনের প্রবেশ)

চিনি। কি বাবা দ্বিজেন যে? এরই মধ্যে কালেজের ছুটী হয়ে গেছে? ওরে, দেখছিস ময়শা দেখছিস্? আমি আর বড় কেওকেটা নই, আমার নাম তো চিনিবাস—কিন্তু ব্যাটা আমার দ্বিজেন্দ্রনাথ। কি পোড়ছো বাবা বলো তো—মহেশকে বল, ও তোমার কাকা হয়; বল তো, এবার কি পাশ করবে?

দ্বিজে। আজ্ঞে এল, এ।

চিনি। আরে, ঐ শোন্ মহেশ শোন্—এ বল্‌দা নয়, জাওলা নয়, একেবারে হেলে। আহা, বেঁচে থাকো বাবা, বেঁচে থাকো। যখন তুমি পোড়তে বি, এল, এ বেলে, তখনই বুঝেছিলেম, তুমি এক দিন না এক দিন হবে হেলে। চাকরী হবে ডাকঘর কি রেলে।

দ্বিজে। বাবা, আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।

চিনি। একটা কি রে বাবা, একটা কি? তোর সঙ্গেই তো আমার সকল কথা; তুই এই সুরেন বাঁড়ুয্যের মত কথা কইতে পারবি, তাই মানত কোরে আমি যে পিবৃতি পুণ্যিমেতে বাড়ীতে সত্যিনারাণের সিন্নি দিচ্ছি!

দ্বিজে। তা নয় বাবা, আপনাকে অনেকে নিন্দে করছে।

চিনি। কোন ব্যাটা—কোন্ ব্যাটা? আমি শ্রীচরণবাবুর বাড়ী সওদা দিই, আরও কত বড় বড় নবাব উমরো আমার খদ্দের; আমার নিন্দে করে কে রে? আমি কখনও পরপুরুষের পানে উঁচু নজরে চাইনি; এই ষাট বচ্ছর বয়স হলো, তবু সমানেই সতীত্ব বজায় রেখে আসছি। আর আমার বদনাম?

দ্বিজে। না বাবা, তা নয়। আমরা যেখানে সব বসি, সেখানে ছোকরারা সব বলে যে, এই স্বদেশী আন্দোলন হয়ে, আপনি দিশী জিনিসের ওপর বড় বেশী দর বাড়িয়েছেন; আর খদ্দেরকে খেলো দিশী কাপড় দেখিয়ে বেশী দাম বলেন। আর তার পর চকচকে বিলিতী কাপড় সামনে ধোরে দিয়ে সস্তায় বেচেন।

চিনি। করবো না,—করবো না ব্যাটা! তুই ব্যাটা হেলেই হোস্, আর ফেলেই উচ্ছন্নে যাস; দোকানদারীর ব্যবসার কি বুঝিস্? জানিস্, চাণক্যশ্লোকে আছে—বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী ঘানিগাছে নমো নমঃ। হ-ত—ভা-গা-ব্যাটা! কাল তোরে ঘানিগাছে চড়িয়ে ঘুরিয়িছি, আর আজ আমার পয়সায় ব্যাঙ্গোল হিষ্টরি আর পৌকটিকেল রিডার পোড়ে ছেলে হয়ে আমায় নেকচার দিতে এয়েছো রে শালা—

মহে। আরে, কি কর চিনিবাস দাদা! কাকে কি বল? যাও, দ্বিজু, বাড়া যাও বাবা, কাপড়-চোপড় ছাড়ো গে।

দ্বিজে। বাবা, আপনি কি পাগল হয়েছেন? কাকে কি বলেন? আমায় ও কি বোলে গাল দিলেন?

চিনি। কেন?—শালা বলেছি। বলেছি—বলেছি—হয়েছে কি? তোকে কি বলেছি? তোর আক্কেলকে বলেছি।

(গীত)

শালা বলি কি তোরে—
বলি তোর আক্কেলে।
ওরে আমার ইন্‌জিরি পড়া
মেজাজ কড়া রোকা ছেলে॥

ওরে আমার ঘাড়-ছাঁটা বুলবুল,
তোমার থাকবে কোথায় কামিজ কোট,
ইন্‌জিরি চুল বুল,
এই মূলে আঘাত পোড়বে স্ড়াৎ
না মেশালে ঘিয়ে তেলে ॥
ভাগ্যে আমি চালিয়ে দিই
ভিজে ভিজে কয়লা,
তাই তোমার ইস্কুলের মাইনে
দিই রে পয়লা পয়লা,
জানে আমার তুস্‌খু গয়লা দাদা
আর ছিরাম জেলে ॥

[প্রস্থান।

(মাণিকের গীত গাইতে গাইতে প্রবেশ)

মাণিক— (গীত)

এবার হুস্কির বাজার মাটী,
হায় হায় একদমসে মাটী।
আজ হপ্তা খানেক টান্‌চি
খালি দু দশ ছটাক খাঁটী ॥
বলি যে যা পারি নিজের মতন
করা চাই তো কাজ,
তোমরা গোরার গোলামী ছাড়,
আমি তার মদ ছাড়লুম আজ,
তবে রাজভক্তি কোত্তে বজায়,
রাখবো বজায়, ধান্যেশ্বরীর ভাঁটী ॥
বলি—ব্রাণ্ডি বল—হুইস্কি বল—বল দোয়াস্তা,
পেটে গেলে সবাই সমান দিশীটুকু সস্তা,
আহা হয়েছে তেমনি নয়ন ঢুলু ঢুলু,
কাপড়-চোপড় আলু-থালু,
হায় হায় টোল্‌ছে তেমনি পাটি।
অভাব খালি পাহারোলা সার্‌জেনে
ফাঁক ফাঁক ঠেকে ঘাঁটি ॥

নেপথ্যে। হৈ—হৈ—ই—ই—ই—

মাণিক। ওরে আমার কৈ—ওরে আমার ক—ওরে আমার কৈ?

(বছরদ্দী পাহারাওয়ালার প্রবেশ)

বছর। কেডারে হালা?

মাণিক। এই যে ব্রাদার এসো এসো, প্রাতঃ-প্রণাম, প্রাতঃপ্রণাম। আমি ভাবছিলুম যে, সেই শ-বাজার থেকে বরাবর লম্বা চোলে আস্‌ছি, প্রায় গোটা চার পাঁচ মোড় পার হলুম, তবু আপনাদের কারুর সঙ্গে কোলাকুলিটে হলো না! এ কেমন হলো?

বছর। তোম কোন্ হ্যায় রে হালা? সরাপ পিইছিস?

মাণিক। হাঁ চাচা—একটু মৌতাত আছে, আফিস থেকে আসবার সময় মৌতাতী গেলাস কটি টেনে আসছি।

বছর। আরে, টানছিস টান্, মানা করে কেডা, ছাপা কর্‌লি ক্যান?

মাণিক। মদ খাব, নেসা হবে না চাচা? এ কি কথা বলছো? তবে মোড় মোড়মে মদের দোকান খোস্‌নেকা হুকুম সরকার বাহাদুর কাহে দিয়া? সরকারের ছাপাখানায় চাচা চাকরী করি, ৩৫টি টাকা মাইনে পাই, আর সরকারের মদের দোকানে তার ১৫টি টাকা প্রণামী দিই। ভাল করি না মন্দ করি? তুমি বাদশার জাত—একটা বিবেচক লোক তো? বল না।

বছর। হাঁ, বোলছো ঠিক, আমি তোমায় জানি, তুমি হর্ রোজ এই মোড় দিয়া টল্‌তি টল্‌তি যাও।

মাণিক। হাঁ বাবা, তা যাই। তবে আমি টলি কি রাস্তা টলে, তা ঠিক বুঝতে পারি নে। এই তোমার মিউনিসিপালিটী জলের কলে, গ্যাসের নলে, ড্রেণের সুড়ঙ্গে রাস্তার ভিতরটি যা ফোঁপরা কোরে তুলেছে, তাতে আমার বোধ হয় —রাস্তাই টলে।

বছর। এই যাও যাও—ঘর যাও। আমি ভাল মানুষ আছি, এখনি জুড়িদার আসি পড়লে তুমি মুস্কিলে পড়বা।

(রতন সিং পাহারাওয়ালার প্রবেশ)

রতন। কোন্ হ্যায়, রে? কিস্‌সে বাত কয়তা জোড়িদার?

বছর। আরে কুচ নেই রতন সিংহ, কুচ নেই, রাহাগীর হ্যায়, এই পাড়ামেই বাড়ী হ্যায়, ঘর যাতা।

রতন। এই তোম কোন্ হ্যায় রে শালা?

মাণিক। আজ্ঞে সিংজি, সম্পর্ক ধোরেও ডাক্‌ছেন অথচ চিন্‌ছেন না, রকমটা কি?

বছর। আরে যাও বাবু যাও, ও রতন সিংকে আর ক্ষাপাইও না; ঘর চলি যাও।

রতন। আরে কাহে ঘর চলি যাগা? লে চল পাকড়কে।

বছর। আরে পাকাড়ায়েঙ্গে—কোন্ কসুর? মদ থোড়া পিয়া, মুমে থোড়া বো বি আছে; লেকিন ওতো মাতোয়ালা নেহি হুয়া, কুচ নেহি কিয়া।

রতন। আরে বাঙ্গালী, ইসিওয়াস্তে তোমহারা দাড়ি পাক গিয়া, তবভি তলব নাহি বাড়া, তরক্কি নেহি হুয়া। কসুর কোরেঙ্গে কেয়া?—কসুর তৈয়ারী করনে হোগা।

মাণিক। ঠিক বোলা হ্যায় সিং—আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি, এমন বুদ্ধি তোমার, এখনো কেন বোয়োয় নি মাথায় সিং।

রতন। চোপরাও শালা।

মাণিক। বোনাইজি, কিছু খাবে কি, এই মোড়ে পরাণে ময়রার দোকানের কচুরী?

রতন। কেয়া? তোম কুচ দেঙ্গে? খেলায়েঙ্গে? লেয়াও শালা।

মাণিক। হাঁ ব্রাদার, পথে এসো, মোদ্দাৎ এতটা জোর ষষ্টীবাটার দিনই চলে, আজকে অত কেন? যা দিচ্ছি নাও—দু-আনা দু-জনে খাও। কিন্তু বাবা, আমারও ভাইফোঁটার মানটা রেখো।

(গীত)

তোমায় মনে মনে ভালবাসি
প্রাণের পাহারোলা।
জানি লাট সাহেব তো তোমার
নীচে, তুমি ওপরওয়ালা॥
বলি জজ ম্যাজিষ্ট্রেট বড় লাট,
তবু মানে একটা আইনের সাট,
তোমার নাইকো ও পাট খোলা কপাট
মিষ্টি কি তোর শালা বলা॥
তোমার আগে ছিল খালি ডাণ্ডা,
এখন আবার লাঠি,
চোরের ভয়ে ভোরের বেলা
ঘুমোও আগলে ঘাঁটী
কি নাক ডাকে ভাই বলি হারি যাই,
যখন সিঁদেল দেখায় কলা।
আর চম্‌কে উঠে ধর ছুটে
দুর্ব্বল সব মাতোয়ালা॥

রতন। (জনান্তিকে) হাঁরে বছরো, শালা পয়সা দেয় দে, পাকড়কে লে যানে হোগা।

বছর। তুই যা জানিস্ ভাই কর্।

রতন। লেয়াও বাবু পয়সা দেগা দেও, হাম আপনাসে মিঠাই মুল লেগে।

মাণিক। আচ্ছা লেও ব্রাদার—এক—দো—তিন—আর কে গোণে বাবা, এই নেও—যা আছে সব।

বছর। বাবু আমাদের বড় বন্দর লোক আছেন গো বন্দর লোক আছেন।

রতন। আরে বাবুজি, তোম তো মেরা ভাই হ্যায়; তোমবি হিন্দুস্থানী, হামবি হিন্দুস্থানী। ঐ যে আজকাল তোম লোক কেয়া বাত বোল্‌তা হ্যায়, বোলো—বোলো—

মাণিক। হাম তো বাবা সন্ধ্যার পর একই বাত বোল্‌তা হ্যায়—লেয়াও আর এক গেলাস, লেয়াও আর এক গেলাস।

রতন। আরে নেহি, যো বাত সব বাঙ্গালী বোল্‌তা হ্যায়, ওহি বাত; আরে ভাই, বোলো না। বোলো না—হামবি বোলেগা।

বছর। বোলেগা নেই কাহে? বোলেগাই তো, আমরা আর পরদেশী নই।

মাণিক। ও—বটে! তবে বল ভাই বন্দে মাতরম্।

রতন। ফিন বোলো, ফিন বোলো—

মাণিক। (দুই পাহারাওয়ালার দুই স্কন্ধে হাত দিয়া) বন্দে মাতরম্।

রতন। আবি শালা চলো, বছরদ্দী, পাকড়ো হাত।

(হস্তধারণ)

মাণিক। আরে কেয়া পাহারোলা সাহেব, এই যে আমি নগদ পয়সা দিয়া।

রতন। ও হজম হো গিয়া। চলো—চলো (শ্লেষভাবে) বন্দে মাতরম্—বন্দে মাতরম্! শালা চলো।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

অন্তঃপুর—কক্ষ।

কামিনী ও বিরাজ।

কামি। দিদি, আমাদের তো দলে নিলে। কিন্তু এটা কি ঠিক শুনেছিস্ যে—কলেজের ছেলেরা আপনার মাথায় মোট নিয়ে বাড়ী বাড়ী দিশী কাপড় বেচে বেড়াচ্ছে?

বিরা। হ্যাঁ লা, আমি না জেনেই কি বল্‌ছি? আজ খেয়ে দেয়ে আসিস্ না আমাদের বাড়ী,

খড়খড়ীর পাখী খুলে তোকে দেখাব। সে সব ভদ্দর লোকের ছেলেরা কি কষ্টই না সহ্য কোচ্ছে।

(চারুবালার প্রবেশ)

চারু। ওলো, সহ্য কোচ্ছে কি লো, সহ্য কোচ্ছে কি? আমাদের মুখে কালী দিচ্ছে।

আমার বাবা হোলেন সবজজ,
স্বামী ম্যাজিষ্টার!
বিলেত থেকে পাশ দিয়ে দাদা ব্যারিষ্টার॥
এখন আমার সেই দাদা ছেড়ে হ্যাট কোট।
নিয়েছেন নিজের মাথায় কাপড়ের মোট॥
দিশী সাড়ী দিশী ধুতি বেশী নয়কো দাম।
যাতে কিনেছি তাতেই দেব
আমরা দেশের গোলাম॥

কামি। ও মা, বলিস্ কি লো—বলিস্ কি? ছি ছি, তোর ঘেন্না করে না? মানা কর্‌তে পারিস্ নি? সব ফিরিওলা হয়েছে?

বিরা। কি বল্‌ছো ঠাকুরঝি! ম্যাকেসর মেখে চুল বাঁধি, নূতন নূতন ফ্যাসেনের জ্যাকেট পরি, আর বিলিতী রঙে কাপড় রঙাই; কিন্তু কোত্থেকে যে আমাদের এই সব সুখের সজ্জা যোগায়, তার কথাটি একবার ভাবি? আমি শুনেছি, সে বুঝেছে—যে, ওইতে দেশের টাকা সব বিদেশে চোলে যায়।

কামি। ওরে, তোরা কে কোথায় আছিস্—একবার বিরাজকে রাজ-সিংহাসনে বসা। উনি একেবারে সোহাগে গোলে পোড়েছেন; স্বোয়ামীকে দেবতা গড়ছেন।

বিরা। স্বোয়ামীকে দেবতা গড়বো না ত কি বাঁদর গড়বো?

চারু। বিলিতী কাপড়ে চটক কত, দর কত সস্তা!

বিরা। কেন, আমাদের তাঁতি-বউ যে কাপড় দিয়ে যায়, তা কি মন্দ? আর এমন মাগ্‌গীই বা কি? বিলিতী কাপড় একবার একটু মোচকে গেলে আর রিপু কর্‌বার যো থাকে না; কিন্তু তাঁতি-বউ আমাকে যে কাপড় দিয়ে যায়, তা দু'বছর ধ'রে পরি।

কামি। তা বটে ভাই, তা বটে। সাড়ে তিন টাকা জোড়া—সেবার এমন সুন্দর কাপড় কিনে এনে দিলে, আমি তো কাপড় পেয়ে আহ্লাদে গোলে গেলুম। কিন্তু বলবো কি, তিনটি মাস যেতে না যেতে কাপড়ও গোলে গেল।

(তাঁতি-বৌয়ের প্রবেশ)

তাঁতিনী।— (গীত)

দেখ দাঁত-পেড়ে কি সরেশ সাড়ী
সরেছে তাঁতির তাঁতে।
সেই আমার তাঁতির তাঁতে—যে হাসে কাঁদে
মরে বাঁচে বামার কথাতে॥
তারই মাকু তারই সানা,
তারই পোড়েন তারই টানা,
আমি লাটায়েতে খাটিয়ে সুতো
পাট করেছি নিজের হাতে।
ভাখ্ লো সেজো বউ
এই পাড়ের কি বাহার—
এই সাড়ী পোর্‌লে পরে
চাইনে কো আর চন্দ্রহার,
এই সাড়ীর চারে আসে ঘরে
ভাতার রয় না তফাতে॥
এই পাঁচ-পাঁচীর গো রূপ খুলে যায়
আমার তাঁতের বরাতে॥

চারু। হাঁ লো তাঁতি-বউ, আমরা কি পাঁচ-পাঁচী? তাই সাড়ী পোরিয়ে আমাদের রূপ খোলাতে এসেছিস্?

তাঁতিনী। ও কি কথা দিদিমণি, ও কি কথা! তোমরা রূপের রূপসী, তোমাদের দেখলে, ইন্দির চন্দর বরুণ মূর্চ্ছা যায়। আমার ভাগ্যি, আমার তাঁর ভাগ্যি যে, তোমরা আমার এই কাপড় কিনে কাঁকালে জড়াবে। তবে কি জান দিদিমণি, চাঁদ তো চাঁদ আছেনই; কি রূপ! কি শোভা! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চন্দরমণ্ডল হ'লে আরও কেমন ভাল দেখায়! তা তোমরা হ'লে চাঁদ—আর আমার সাড়ীগুলি চন্দরমণ্ডল।

কামি। ইস্, তাঁতি-বউ, তুই যে একেবারে কবি হয়ে পড়েছিস্!

তাঁতিনী। কি করবো, দিদিমণি! আজ দু মাস হ'লো তার কাছে কত ভাল ভাল কালেজের ছেলেরা তাঁতের কাজ শিখতে আসৃছে, তারা সব কেমন ভাল ভাল কথা কয়, আমি আড়াল থেকে শুনি আর একটু একটু শিখে নিই।

(বিনোদিনীর প্রবেশ)

বিনো। মজলিস্ যে বেশ জ'মে গেছে। কৈ আজ খেলছিস্ নি?

কামি। না বিনোদ, আজ আমাদের "দিশী বিদেশীর" সভা হয়েছে।

বিনো। কি রকম?

চারু। রকম আর কি? সকালবেলা ঠাকুরপো এসে আজ আমার বেলোয়ারী চুড়িগুলি ভেঙ্গে দিয়েছেন।

কামি। আমার শ্বশুর মিনষে—বুড়ো মানুষ গো; যতগুলো কাঁচের বাসন খেলনা সব চুরমার ক'রে ভেঙ্গে ফেল্‌লে এসে।

চারু। বেশ করেছেন, বেশ করেছেন; তবে আমার কথা শোন—আমার ঘরে যতগুলো বিলিতী এসেন্স ছিল, আমি নর্দ্দমায় ফেলে দিইনি বটে—কিন্তু আমাদের বাড়ীর মেথরাণী বউকে সব শিশিগুলি দিয়ে দিয়েছি,—মরুক গে, সে যা খুসী করুক গে।

বিনো। ভাই, এ সব কি হচ্ছে? আমি বুঝিনি —শুনিনি, জানিনি, তবে, যে আমায় এত আদর করে, সোহাগ করে, যে আমায় খুঁজে খুঁজে ভাল কাপড়-চোপড়টি এনে পরায়, ভাল ভাল খোস্‌বো, ভাল ভাল তেল এনে মাখায়, আজ তারই হুকুম।

(গীত)

আমার এমন চিকণ কেশে
মাখতে মানা ম্যাকেসর।
বিলাতী তেলে চুল ভিজুলে
চোটে যান যে প্রাণেশ্বর॥
আমার গলা ধ'রে আদর কোরে
বলেন ডিয়ার বিনো,
কিনো না পিয়ার্‌স, পাউডার,
রিমেল, গস্‌নেল, পিনো,
জানিস বিষ ব'লে বিদিশী জিনিস
ঘর থেকে তফাৎ কর॥
সোহাগ ক'রে বলে তোমার
থাকবে না আপশোস,
চুলে দেব কুন্তলীন, রুমালে দেলখোস,
হবে প্রাণ পরিতোষ, মেখে দিশী
বোসের এসেন্স মনোহর॥

কামি। খেয়াল ভাই খেয়াল। পুরুষেরা হলেন রাজা, আমারা হলেম দাসী। ছেলেবেলায় যমপুকুর করেছি, সেজুতির বর্‌তোও করেছি; তার পর বড় হোতে, বাবুরাই ছবিটি কোরে বিবিটি সাজালেন, তাঁদের কাছেই শিখিছি—বিলাতীর সবই ভাল। আবার এখন যখন তাঁরাই উল্টো ধুয়ো ধরছেন, আমাদেরও সঙ্গে সঙ্গে ফিরতে হবে। আমরা হলেম পানসীখানি বই ত নয়, পুরুষের মনের জোয়ার-ভাঁটার সঙ্গে আমাদের মতিগতি ফেরাতে হবে।

(নেপথ্যে) যুবকগণ। বন্দে মাতরম্।

চাই দিশী সাড়ী দিশী ধুতি বেশী নয়কো দাম।
যাতে কিনেছি, তাতেই দেবো,
আমরা দেশের গোলাম।

বিরা। ঐ যে যাচ্ছে। খড়খড়ি দে দেখসে আয়, দেখসে আয়।

(সকলের গমন)

(নেপথ্যে)। চাই দিশী সাড়ী দিশী ধুতি।

কামি। না, এ আশ্চর্য্য বটে, আশ্চর্য্য বটে, অ্যাঁ, এই সব বড় বড় লোকের ছেলে কি কষ্ট কর্‌ছে, কি নিঠুই না হয়েছে!

বিরা। দেখ ভাই, এই যে এঁরা এ কাজ কর্‌ছেন, এটিতে যে শুধু আপাততঃ দিশী জিনিসের কাটতি বাড়বে, তা নয়, আমার মনে হয়—যে, এর ফলে আমাদের দেশের ভদ্রসন্তানের একটা বড়ই উপকার হবে। হিন্দুস্থানী মাড়োয়ারী যে সব কাপড় ফিরিওয়ালা যায়, দিব্যি চক্‌চকে জুতা পায়ে, ফিন্‌ফিনে জামা গায় অথচ পিঠে বোঁচকা ফেলে অনায়াসে কাপড় রুমাল বেচে বেচে বেড়ায়। কিন্তু আমাদের বাঙ্গালী গেরোস্থ ভদ্দর লোকেরা দোকান থেকে দু'খানা কাপড় কিনে হাতে কোরে আন্‌তে লজ্জা করে। এত বড় বড় লোকের ছেলেরা, এমন বিদ্বানেরা নিজে মাথায় মোট ক'রে কাপড় বেচতে বেরিয়ে এইটে কল্লেন—যে, এখন থেকে অনেক ভদ্দর লোকের ছেলে—আফিসের গোলামী ছেড়ে অনায়াসে জিনিস ফিরি কোরে বেচে সংসার চালাবে।

বিনো। তা ঠিক, ঠিক, মাড়োয়ারীরা প্রথমে ফিরি কর্‌তে আরম্ভ কোরেই শেষে বড় লোক হয়।

চারু। তা বোন আয়, যখন আমাদের ভায়াদের মতি ফির্‌ছে, তখন ভগবান্‌কে ডাকি আয়, আয়, আমাদেরও যেন মতি ফেরে।

(গীত)

দাদারা মোট নিয়েছে মাথায়।
বেড়ায় বেচে ধুতি সাড়ী সবাই কল্‌কাতায়॥
ও মা কোরে তিন চারটে পাশ,
ছেড়ে উকীলী কি বড় চাকরীর আশ,
হয়ে দেশের দশের দাস,
এরা ফির্‌ছে খাতায় খাতায়॥

তবে আয় বোন্ আমরাও ছেড়ে ছাপরা খাট,
মন দিয়ে করি সবাই মিলে রান্নাঘরের পাট,
এই বাম্‌নী বেটীর নাক নাড়া আর
সয় না কথায় কথায়।
চাল কমালে রাজার হালে সচ্ছলে ঘর রবে বজায়॥

কামি। সবই যেন বুঝলেম—দিশী কাপড়ও পর্‌লুম; কিন্তু এ কেমন যেন গঙ্গাজলে মুরগী রাঁধা হচ্ছে না ভাই?

বিরা। কেন, সে আবার কি লো?

কামি। কেন? সুতাটা তো বিলিতী, কাজেই বিলিতী সুতোতে দিশী কাপড় তৈরী, যেন কাঁটালের আমসত্ত।

চারু। তা বটে, তা বটে—এর উপায় কি? আচ্ছা, যখন বিলিতী কাপড় ছিল না, তখন আমাদের দিশী কাপড়ের সুতো আসূতো কোত্থেকে?

তাঁতিনী। ও মা, সে কি গো! তোমরা জান না?—তখন যে সব ভদ্দর ঘরের মেয়ে, বড় ঘরের মেয়ে—নিজের হাতে সুতো তৈরী কর্‌তেন।

চারু।—ওলো তাঁতি-বউ! খুব জানি লো খুব জানি। আমি তো আর যে সে ঘরের মেয়ে নই। আমার ঠাকুরমা আর ঝিমা নিজের হাতে চরকা কাট্‌তেন শুনেছি। আর বাবু বলেন—যে, কুইন ভিক্টোরিয়ারও চরকা ছিল, এখনও নাকি সেটি রাজবাটীতে আছে।

কামি। আর বোন, সে দিন গিয়েছে লো—সে দিন গিয়েছে। চরকাটা গোলপানা কি চৌকোপানা, তাই এখনকার মেয়েরা জানে না। আমার বিয়ের সময় গো-বাগানের তাঁতিবাড়া থেকে আট আনা দিয়ে একটা চরকা ভাড়া কোরে এনেছিল, তাই চরকা দেখেছি।

বিনো। ওলো! আমি সব ঠিক কোরে রেখেছি লো, ঠিক কোরে রেখেছি! আমাদের উনি নিজে পয়সা খরচ কোরে ছুতোর রেখে সব চরকা তৈরী করাচ্ছেন, আর বিনি লাভে বেচ্ছেন। আমাদের বাড়াতে এখনও কটা রয়েছে।

চারু। মাইরি?

বিরা। তবে ভাই আমরাও চরকা কাটবো। অমন অমন ভদ্রলোকের ছেলে মাথায় মোট ক'রে কাপড় বেচে, আর আমরাই কি এখন এমন উচ্ছন্নে গিছি যে, চরকা কেটে সুতো তৈরী কর্‌তে পার্‌বো না?

বিনো। তবে ভাই আয়, আমি সব সাজিয়ে রেখেছি, আয় এখনি টেকো ধ'রে সুতা কাটি গে। আজ লক্ষ্মীপুজোর দিন, আজই আরম্ভ করি।

সকলে। লক্ষ্মী আমার বিনি বোন—লক্ষ্মী আমার বিনি বোন। চল ভাই চল।

(পটপরিবর্ত্তন)

চণ্ডীমণ্ডপ।

চরকা সাজান।

(মহিলাগণের চরকা কাটিতে কাটিতে গীত)

আমরা আবার কাটবো সুতো চরকাতে।
যাব না আর সখী সেজে
সভার মাঝে ফরকাতে॥
শুনেছি সেই ঠাকুর-মা
দিতেন নিজে ঢেঁকিতে পা,
পড়তো নাকো এলিয়ে গতর
কোনও কর্ম্ম করাতে॥
ঠাকুর-পো ভাই বুঝিয়ে দিলে,
প্রাণে প্রাণে গেল মিলে,
নিলে নিলে দেশের ধন,
সব যাচ্ছে পরের ঘরাতে॥
জ্যাকেট্ বডিস যাক উচ্ছন্ন,
আমরা হব না মতিচ্ছন্ন,
দেবো দেশের অন্ন কিসের জন্য
বিদেশীর পেট ভরাতে॥
শুন্‌ছি এক আছে ছুতো,
দেশে নাকি নাইকো সুতো,
আমরা ঘরে ঘরে কেটে সুতো
দেবো তাঁতি ভরাতে,
যদি বাবুরা হন লো নারাজ
বিলিতী জুতা পরাতে॥

যবনিকা-পতন।

নবজীবন

(মাতৃপূজা ও রাজভক্তির উচ্ছ্বাসপূর্ণ একাঙ্ক নাট্যলীলা।)

অমৃতলাল বসু প্রণীত

পাত্রপাত্রীগণ।

পুরুষ

মহেন্দ্র সুরেন্দ্র	...	নাগরিক।
যদু মধু শ্যাম	...	কেরাণী।
উমাচরণ	...	পুরোহিত।
জীবনকৃষ্ণ	...	সাধারণ সভাপতি।
কন্‌ভেন্সান্স কিশোর মক্কেল-মিত্র	...	উকীল।
কলোসিন্থ কুমার চক্রবর্ত্তী	...	ডাক্তার।
কুসীদকৃষ্ণ সেন	...	তেজারতী কারবারী ধনী।

সন্ন্যাসী, ভারতবাসিগণ ও পেচক।

স্ত্রী

লক্ষ্মী।

ভারতমাতা।

ঘোষাল-বৌ।

ভারত-রমণীগণ।

নবজীবন

—:•:—

প্রথম দৃশ্য

রাজপথ।

ভারতবাসিগণ।

(গীত)

"মিলে সবে ভারত-সন্তান, একতান মন-প্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান।
ভারতভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান ?
কোন্ অদ্রি হিমাদ্রি সমান ?
ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী,
শত খনি রত্নের নিদান।
হোক্ ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়।
কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয়॥
রূপবতী সাধ্বী সতী ভারত-ললনা,
কোথা দিবে তাদের তুলনা।
শর্ম্মিষ্ঠা সাবিত্রী সীতা, দময়ন্তী পতিব্রতা,
অতুলনা ভারত-ললনা।
হোক্ ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়।
ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জ্জুন নাহি কি স্মরণে ?
আর যত মহা বীরগণ—
ভারতের ছিল সেতু, রিপুদল-ধূমকেতু,
আর্ত্ত-বন্ধু দুষ্টের দমন।
হোক্ ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়॥
কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয়।
কেন ডর ভীরু, কর সাহস আশ্রয়,
'যতো ধর্ম্মস্ততো জয়'।
ছিন্নভিন্ন হীনবল, ঐক্যেতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয়।
হোক্ ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয়॥"

[ভারতবাসিগণের প্রস্থান।

(মহেন্দ্র ও সুরেন্দ্রের প্রবেশ)

সুরে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই Political agitation ব'লে একটা ডাক দেওয়া হয় বটে, কিন্তু আসল কথাটা হচ্ছে—পাঁচ জায়গার লোক ডেকে একটু মিলে মিশে আমোদ করা। একে কংগ্রেস না ব'লে National Picnic বল্লে বরং কথাটা শোভা পায়।

মহে। আচ্ছা বেশ, তোমার কথাই বজায় রেখে বলি, সেও তো একটা লাভ। বেশী দিনের কথা নয়—যখন ভূগোলের পরীক্ষায় পাশ নম্বরটা রাখা ছাড়া বোম্বাই মান্দ্রাজ পাঞ্জাব প্রভৃতি দেশের নাম বা বিষয় জানার যে অন্য আবশ্যকতা আছে, তা আমরা মনে করতুম না; কেউ জান্‌তো, আমরা কালা বাঙ্গালী মাত্র, আর আমরা জান্‌তুম যে, মান্দ্রাজীরা কেবল অর্শ ফিসচুলার চিকিৎসা করে। এই যে দাদাভাই নাওরোজী পার্‌লামেণ্টের মেম্বর হয়েছিলেন, এখনও অত খরচ কোরে হৃদয়োন্মাদকারী বক্তৃতা দ্বারা সেখানকার ইংরাজদের মনে আমাদের প্রাচীনা দুঃখিনী ভারতমাতার উপর স্নেহ অনুরাগ জাগিয়ে দিচ্ছেন, সেটা কি আমাদের কংগ্রেস হ'তে হয়নি ?

সুরে। কেন, আমাদের W. C. Banerjee, লালমোহন ঘোষ, প্রাতঃস্মরণীয় মনোমোহন ঘোষ, আনন্দমোহন বসু আর কর্ম্মবীর স্বদেশবৎসল সুরেন্দ্র বাঁড়ুয্যে—এঁরাও তো বিলাতের সাহেবদের কাছে ভারতের দুঃখের কথা ব'লে কম উপকার করেন নি।

মহে। আমি কি তা বলছি ? বাঁড়ুয্যে সাহেব আর সুরেন্দ্র বাবু না থাকলে কংগ্রেসের নামও কেউ শুনতে পেত না। কিন্তু স্বর্গীয় পণ্ডিত অযোধ্যানাথ বা জষ্টিশ রাণাডে, কি নাওরাজি, আনন্দ চারলু, জষ্টিশ চন্দ্র বারকর, সুব্রহ্মণ্য আয্যা, বাল গঙ্গাধর তিলক—এঁদের মত লোক বঙ্গের

দেশহিতৈষীদের সঙ্গে যোগ দেওয়াতে আমাদের এই Political agitationএ জোর পড়েছে কতটা? আমি ভাই সবার নাম জানিনে, তবে মিষ্টার সিয়ানীর মত অনেক Mahomedan gentlemenও ভারতের দুঃখমোচনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা কচ্ছেন।

সুরে। বেশ তো—তাতে আমার আপত্তি নেই; কিন্তু দেশের হিতের তরে ডেলিগেটরা আসবেন, তার জন্য এত আড়ম্বর কেন? এই রাজ-হালে খাওয়ান দাওয়ানতে কতটা খরচ প'ড়ে যায়, বল দেখি? সে টাকাটা বাঁচালে তার দ্বারা দরিদ্রের কি কোন উপকার করা যায় না?

মহে। দেখ সুরেন! ঐ আমাদের একটা ভুল, আমরা সকল কাজেই বড় Extremeএ গিয়ে পড়ি, দুর্গোৎসব করবে—নহবত বসিও না, যাত্রা দিও না, খালি কাঙ্গালীকে লুচির সরা দাও। আমরা, এটা বুঝিনে যে, তাদের Legitimate কাজকে Patronise না কল্লে, রোশনচৌকীওয়ালারা, যাত্রা-ওয়ালারা যে ক্রমে ক্রমে কাঙ্গালী হয়ে পড়বে। জাতীয় জীবন-গঠনে Serious কাজের সঙ্গে আমোদ ও প্রমোদও একটা অতীব প্রয়োজনীয় উপাদান; কর্ম্মবীর ইংরাজেরা এই আমোদের নিত্য প্রয়োজনীয়তা বোঝেন ব'লে তাঁরা এত দীর্ঘজীবী হন ও খাটতে পারেন। It is a qusestion, whea-ther England's Commerce or England's Sports have made English men the First Nation on this Earth? তা ছাড়া এই কংগ্রেসের জন্য যাঁরা ডেলিগেট হয়ে এসেছেন, তাঁরা আমাদের নগরের অতিথি, তাঁদের সম্মান দিলে—সমাদর কল্লে, আমাদের মনুষ্যত্ব, ভদ্রতা ও লৌকিক আচার রক্ষা হবে। আমাদের শাস্ত্রে অতিথিকে নারায়ণ বলে, তা কি জান না? ইংরাজদের মনে এই অতিথি-সৎকারের feelingটা ইদানীং বড়ই বদ্ধমূল, তাই তাঁরা জগতে জাতিশ্রেষ্ঠ হয়েছেন। আমি ত্রৈলোক্য মুখুয্যে মহাশয়ের কাছে শুনেছি, (যাঁকে T. N. Mukherjee বলে, অনেকেই জানেন) তিনি বিলাত থেকে দেশে আসবার কিছু পূর্ব্বে এক দিন ওয়েডারবরণ সাহেবের সঙ্গে বাজারে যান। সাহেবের বড় ইচ্ছা, তিনি বিলাতের ভাল পিয়ার ফল মুখুয্যে মহাশয়কে খাওয়াবেন, কিন্তু তখন প্রায় Season ফুরিয়ে এসেছে, দেখলেন, একটি দোকানে মাত্র গোটাকতক ভাল পিয়ার ছিল; এক জন খুচরো দোকানদারগোছ পাড়াগেঁয়ে সাহেব তা কিনে ফেলেছে; ওয়েডারবরণ সাহেব কিছু লাভ দিয়ে তার কাছে থেকে গোটাতক পিয়ার নিতে চাইলেন, কিন্তু সে লোকটা বেচতে রাজী হলো না; তখন ওয়েডারবরণ সাহেব তাকে বল্লেন যে, "দেখ, আমি নিজের জন্য চাচ্ছিনে, আমার এই বন্ধুটি ভারতবাসী—গবর্ণমেণ্টের কাজে এসেছিলেন, শীঘ্রই দেশে যাবেন, এঁকে আমাদের দেশের ভাল পিয়ার খাওয়াবার জন্য আমার এত আগ্রহ।" এই কথা শোনবামাত্রেই সেই সাহেবটি বেছে বেছে গোটাকতক ভাল পিয়ার ত্রৈলোক্যবাবুর সাম্নে ধ'রে দিলে; ওয়েডারবরণ সাহেব কত দাম দিতে হবে জিজ্ঞাসা করায় সেই পাড়াগেঁয়ে সাহেবটি উত্তর কল্লে যে, "মুখুয্যে সাহেব আমাদের অতিথি, The guest of my Country, ওঁকে দুটো ফল খেতে দিয়ে আমি দাম নেব?" বোঝ, সুরেন ভাই, একেই বলে Patriotism! এই জন্য ইংলণ্ড আজ আমাদের চেয়ে এত বড় দাঁড়িয়েছে, এই জন্যই ইংরেজদের জাতিশ্রেষ্ঠ বলেছি।

সুরে। ঠিক ঠিক, কংগ্রেস উপলক্ষে কলিকাতায় যত বিদেশী ভদ্রলোক এসেছেন, তাঁদের যথোচিত সমাদর ও অভ্যর্থনা করা প্রতি কলিকাতাবাসীর বিধেয়। মানবধর্ম্মে অতিথিসৎকার প্রথম পালনীয় কর্ত্তব্য; কিন্তু ভাই, বৎসর বৎসর এক এক জায়গায় তাঁবু গেড়ে আড্ডা কোরে Resolution pass করবার জন্যে এত অর্থব্যয় ও পরিশ্রমের যে কি আবশ্যকতা, আমি কিছুই বুঝতে পারিনে। সুরেন্দ্র বাঁড়ুয্যে তো ব্যারিষ্টারী পাশ, হাইকোর্টে প্র্যাকটিশ কল্লে এর চেয়ে ঢের নিজের ভাল কত্তে পারতেন, দেশের লোকেরও সময় অসময় অনেক উপকার হতো।

মহে। হ্যাঁ, বোসেদের কতকগুলো টাকা গুজরৎ উড্রফ সাহেব আয়ারল্যাণ্ডে না পৌঁছে, দেশে থাকতে পারতো বটে। কিন্তু তোমার কথা ধরেই বল্‌ছি যে, অমন speech করবার ক্ষমতা থাকতে নিজের রোজগার বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি না কোরে দেশের পাঁচজন জাতভায়ের কিসে উপকার হয়, তার জন্য গতর খাটিয়ে মাথা বকিয়ে বেড়াচ্ছেন, এটা সুখ্যাতির কথা নয় কি? আর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাজও তো কতকটা করেছেন; অনেকগুলো বড় চাকুরীতে দেশের লোকের ঢোক্‌বার পথ খুলে দিয়েছেন, লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের গড়ন এখন নূতন হয়ে গেছে, ইলেক্‌সনের দ্বারা দেশীয় লোক কাউন্সিলে প্রবেশ কচ্ছে, বাজেটের খরচ-খরচার উপর কথা

কইতে পাচ্ছে, তার উপর Right of interpellation ;—সেটা কি সামান্য লাভ?

সুরে। হাঁ, এটা কংগ্রেসের দ্বারা হয়েছে বটে, admit কচ্ছি; কিন্তু মহেন্দ্র! আমার মনের খটকাটা কি বলি শোন; তোমার আমার এই সব কাজে লাভ কি, বা ব্রিটিশ কমিটীর throughতে ইংলণ্ডে agitation এর শেষ ফল কি দাঁড়াবে, সাধারণ প্রজার মধ্যে কজন তার অর্থ বুঝবে? এ সবে mass এর Direct interest কি হয়? "দেশের হিত দেশের হিত" ব'লে যে চেঁচাও, কিন্তু সাধারণ লোক—যারা গৃহস্থ গরীব, তোমার ইংরাজী লেখাপড়া বা মিলের Political Economy কি Adams wealth এর ধার ধারে না, তাদের মনে কংগ্রেসের উপকারিতা কি কোরে প্রবেশ করিয়ে দেবে? এ দেশে সাধারণ লোকের মনের ভিতর প্রবেশ করাবার দুটি পথ আছে;—এক ধর্ম্ম, আর সঙ্গে সঙ্গে একটু পারিবারিক প্রেম। এই যে বছর দুই তিন আগে আমাদের বাঙ্গালীর মেয়েদের মধ্যে একটা সই পাতাবার ধুম উঠেছিল, তার গোড়াটা কি? শুধু ঠাকুর স্বপ্ন দিয়েছেন আর স্বামী পুত্র ভাল থাকবে, এই কথাটা উঠেছে বই তো নয়; দেখ—কে স্বপ্ন দেখলে, কথাটা সত্য কি মিথ্যা—সে তর্কই উঠলো না; প্লাকার্ড মারতে হয়নি, হ্যাণ্ডবিল ছাপাতে হয়নি, কেবল দেবতার কথা রক্ষা হবে আর আত্মীয়স্বজন ভাল থাকবে, এই জনরব শুনে হিমালয় হ'তে কুমারিকা পর্য্যন্ত যেখানে যেখানে স্ত্রীলোক আছে, সবাই আপনা আপনির ভিতর সই পাতিয়ে ফেল্লে। তা এমনি একটা ভাবে বোঝাতে না পাল্লে দেশহিতৈষিতা বা কংগ্রেসের উপকারিতা সাধারণে উপলব্ধি কত্তে পারবে না।

মহে। শুনেছি, সুরেন্দ্রবাবুরও মত যে, রাজনীতিকে ধর্ম্মভাবে প্রচার না করতে পাল্লে আমাদের এই Religious Eastএ বিশেষ কোন কাজ হবে না। হাঁ তা ঠিক; দেশহিতৈষিতা যে ধর্ম্মের একটি অঙ্গ, তা আমাদের শাস্ত্রেই তো রয়েছে "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" আর একটু ভেবে দেখলে—মা দুর্গা কালী জগদ্ধাত্রী, এঁদের ধ্যানের ভিতর ভারতমাতার রূপকল্পনা বুঝতে পারা যায়।

সুরে। বল্‌ছো মন্দ নয়—"নারদাদিমুনির্গণৈঃ সেবিতাং ভবসুন্দরীম্" এটি বলার আবশ্যক কি? শুধু Spiritual mother হ'লে নারদাদি যে পূজা করবেন, এটা তো already understood, কিন্তু যখন দেবর্ষিগণও "রত্নদীপময়দ্বীপে সিংহাসন-সমন্বিতে" ভারতমাতাকে পূজা করেছেন, সুতরাং হে মানব! তোমাদের এটি অবশ্যপালনীয় কর্ত্তব্য হচ্ছে।

মহে। Thank you, বেশ বলেছো, Correct interpretation. কথাটা প্রাণে লাগছে বটে।

সুরে। কিন্তু ভাই, সাধারণের মনের ভিতর দেশহিতৈষিতা—কংগ্রেসের আবশ্যকতা প্রবেশ করাবার প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে, প্রজাবর্গকে হাতে হাতে ফল দেখান, তাদের কোন নিত্য অভাব পূরণ করা—নিত্য ক্লেশ মোচন করা। তোমার মনে পড়বে কি না জানি না, কিন্তু যখন প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স্ (যিনি এখন আমাদের রাজা এডওয়ার্ড) এ দেশে বেড়াতে আসেন, তখন সাধারণ লোকে এই সু-খবরটা শুনে জিজ্ঞাসা করেছিল, "রাণীমার ছেলে আস্‌ছেন, তবে ক'বছরের খাজানা মাফ হবে? কাঙ্গালী ভোজন হবে কি?"—এই রকম সব। তাই থেকে আমার মনে হয়, আপনারা হাতে হাতে উপকার বুঝতে পারে—এমন সব যদি কিছু কাজ কোরে দিতে পারেন, তা হ'লে রেলওয়ে, গ্যাসলাইট, পোষ্ট-আফিস ইত্যাদির মত কংগ্রেসের নামটাও একটা Household word—ঘরো কথার মত প্রচালিত হ'তে পারে।

মহে। তা কংগ্রেসের কর্ত্তারা তো বল্‌ছেন না যে, তাঁরা সবজান্তা, They are always ready to accept any reasonable suggestion; তোমার মনে যা উদয় হয়, অনায়াসে তাঁদের জানাতে পার।

সুরে। Say—ধর গে, অনেক অভাব আছে—কি বলি?—ভাল কথা মনে কল্লে, এই জলকষ্ট নিবারণ। সেবার ভাগলপুর কন্‌ফারেন্সে এ বিষয়ে একটা resolution'ও ছিল; তখনই আমার মনে হয়েছিল যে বলি—যেখানে বড় জলকষ্ট আছে, অথচ জমীদার, গবর্ণমেণ্ট কি ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, কেউ কিছু কচ্ছে না বা কত্তে পাচ্ছে না, কংগ্রেস সেখানে একটা ইঁদেরা বা পুকুর কাটিয়ে দিলে—নাম হলো কংগ্রেস-পুকুর, তা হ'লে ভাব দেখি, কংগ্রেসও যে দেবতার মতন দীনের বন্ধু, এ ভাব ছেলে বুড়ো মেয়ে সকলের মনে কি জাগবে না? কংগ্রেস বজায় থাকলে কত গ্রামে কত পরিবারের উপকার হবে; সেই পুকুর ব্যবহার কত্তে পেয়ে—

মহে। কথাটা বেশ বটে, কিন্তু এত কংগ্রেস পাবে কোথায়?

সুরে। যখন 1885এ বম্বেতে W. C. Banerjiকে প্রেসিডেণ্ট কোরে কংগ্রেসের সূতিকা পূজা হয়, তখনকার সেই ছেলেখেলার ভাব দেখে কার মনে আশা হয়েছিল যে, এই গরীব ভারত এই দেশহিতের কাজে, যার সঙ্গে বড় বড় রাজা-রাজড়ার বিশেষ সংস্রব নাই, অনেক ইংরাজ মনে মনে Sympathy থাকলেও Intention তার উল্টো মানে করে মনে কোরে প্রকাশ্যে মিশতে চায় না, সেই কংগ্রেস এই কটা বছরের মধ্যে এই দেশ-হিতব্রতে প্রায় ২২ লক্ষ টাকা চাঁদা তুলতে পারবে? আমাদের সুরেন্দ্রবাবুর এখনও যা Energy আছে, পশ্চিমে পাঞ্জাবে বম্বে মান্দ্রাজে—why আমাদের নিজেদের বাঙ্গালা দেশেও যে সব ভারতমাতার সুসন্তান এ কার্য্যে উদ্যোগী আছেন, তাঁরা মনে কল্লে এমন সৎ-কার্য্যের জন্য টাকা উঠতে কদিন লাগে? Besides that to tell you the truth, তোমাদের এই ব্রিটিশ কমিটীর জন্য বিলাতে যে রকম গুচ্ছা টাকাটা পাঠাতে হয়, সেটা আমার চোখে একটু বাজে খরচ বাজে খরচ মনে হয়, Return টা যেন তার তুলনায় কিছুই নয়।

মহে। You don't understand যে, কংগ্রেস নামটার মহিমা সাহেবেরা যত বোঝেন, আমরা তার সিকিও বুঝতে পারিনে। আমি ভিতরকার কথা জানি, কংগ্রেসের first suggestion লর্ড ডফারিণের কাছ থেকে আসে। মিষ্টার মনোমোহন ঘোষ প্রভৃতিকে তিনি এই Grand National Institution form কত্তে পরামর্শ দেন।

সুরে। খুব সম্ভব, কেন না, আমি একবার একটি বড়গোছের সাহেবের সঙ্গে কথায় কথায় কংগ্রেসের নামটা যেমন উচ্চারণ করেছি, অমনি তিনি মাথার টুপীটি খুলে খুব reverentially বল্লেন যে, "Oh Congress! That's a Sacred Name!" কিন্তু Between you and me, ইংরাজদের Patriotism sentimentally যেমন, matrelally ও তার চেয়ে কম নয়, ওঁরা ব্যবসাদার জাতি, ওঁদের রথচাইল্ডের চক্ষে লাভালাভের হিসাবে একটা পয়সাও অগ্রাহ্য নয়। সুতরাং বৎসর বৎসর ব্রিটিশ কমিটির নামে ইংলণ্ডে যে টাকাটা যায়, সেটা ইংলণ্ডের খাতায় ইণ্ডিয়া জমীদারীর একটা বাজে আদায় ব'লে জমা হয়। এই Voluntary Contribution এর অর্দ্ধেকটা বাঁচাতে পাল্লে দেশীয় প্রজার অনেক প্রত্যক্ষ উপকার করা যাইতে পারে।

মহে। মন্দ বলনি, তোমার idea টা কোন speaker এর মুখ দিয়ে বলাবার propose করবো, মোদ্দাৎ যে জন্য তোমার সঙ্গে এতক্ষণ বকাবকি কল্লুম—তার কি বল? তুমি তো আমাদের Calcutta Sitting এ পার্ট নেবে?

সুরে। পার্ট ফার্ট বুঝিনে, তবে পশুপতি ভায়া নাছোড়বান্দা, ডেলিগেটদের খাওয়া-দাওয়ার তদারক-তদ্বিরে একটু খাটতে বলেছেন, ওতে আমার আমোদ আছে, খাটি গে।

মহে। ওঃ পশুপতি বসু? তাঁর যত্নে ডেলিগেটদের খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত বরাবর ভাল হয়। By the by আজ এক কাজ করা যা'ক চল, ষ্টার থিয়েটারে এই কংগ্রেস উপলক্ষে ভারতমাতা সম্বন্ধে একটা Allegorical Piece প্লে হবে, চল, দেখে আসি।

সুরে। ভারতমাতা! ভারতমাতা! নামটা যেন শোনা শোনা বোধ হচ্চে, আর কখনও প্লে হয়েছিল কি?

মহে। হাঁ, 1872তে যখন চিৎপুর রোডে সান্যালদের বাড়ীতে প্রথম ন্যাশন্যাল থিয়েটার খোলা হয়, তখন 'অমৃতবাজারের' এডিটার শিশির বাবুর Suggestionএ "ভারতমাতা" নাম দিয়ে প্রথম মাতৃভূমিপূজা রঙ্গভূমে অভিনয় নয়। সেই ছোট একটি সিনে যে তখন কি Grand sensation কোরে তুলেছিল,—দেশীয় লোকের কথা ছেড়ে দাও, সার উইলিয়ম হণ্টার প্রভৃতি বড় বড় ইংরাজগণও, এমন কি, মেজর বেয়ারিংয়ের মুখে শুনে তখনকার Viceroy লর্ড নর্থব্রুক ওই টুকরো বইখানির কি সুখ্যাতি করেছিলেন, তা মনে হ'লে আজও আমাদের গর্ব্ব হয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ীর "মলিন মুখচন্দ্রমা" গানটা নিয়েই শিশির বাবুর ওই প্লেটা করবার কথাই উঠে; আহা, আমি এখনও যেন চোখে দেখছি, মহেন্দ্র বসু "ভারত মাতা" সেজে এলোচুলে কি সুন্দর গম্ভীরভাবে বসতো। গেল বছর প্লেগে সেই মহেন্দ্র বসু মারা গেছে, অমন এ্যাকটর আর কজন জন্মায়! আহা, "ভারত-মাতা" ছাপিয়েছিল যে কিরণ বাঁড়ুযো, সেও আজ—এখনও মাসখানেক হয় নাই, মারা গেছে; গেল গেল—তখনকার সবাই গেল।

সুরে। ও শোকের কথা তুলে কাজ নেই।

মহে। হাঁ, চল, প্লেটা দেখে আসা যাক।

সুরে। কি, সেই পুরোনো জিনিস?

মহে। অমনি পুরোনো হয়ে গেল! তুমি কি সে প্লে কখনও দেখেছ?

সুরে। না ভাই, কেমন কোরে দেখবো; তখন সবে ভূমিষ্ঠ হয়েছি, কাকা গল্প করেন, আমি শুনতে পাই।

মহে। তবে আর কি, সে এক রকম চাক্ষুষ দেখাই বলতে হবে বই কি—কেমন? বাহাদুর দেখছি—সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত।

সুরে। হ্যাঁ, আমি ধরা পড়লুম বটে, কিন্তু একবার একটি বড় মুন্সেফ বেঙ্গল থিয়েটারের "প্রহ্লাদ-চরিত্র" পুরোনো ব'লে দেখেন নি, তিনি ছেলেবেলায় গুরুমহাশয়ের পাঠশালে দাতাকর্ণের সঙ্গে "প্রহ্লাদ চরিত্র" পড়েছিলেন।

মহে। বটে? এ ঠিক পুরনো নয়, সেই ভাবে আর সেই "মলিন মুখচন্দ্রমা" গানটা-আশটা রেখে ষ্টার থিয়েটাররা একটি সুন্দর নূতন Patriotic play করেছে, নাম হয়েছে 'নবজীবন'। Loyal, Patriotic and Pleasing.

সুরে। বটে? তবে চল, একটা টাকা বাজে খরচ করা যাক্।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গঙ্গার ধার—রাজপথ।

ভারত-লক্ষ্মী।

(গীত)

নিরখিব কত দিন বল এই অলক্ষণ।
যাতনা স্বপনে সনে ঘুম-ঘোরে অচেতন॥
ত্যজিয়ে পুরুষকার, কপালে সকল ভার,
সন্তোষের শবে কর অলসে সব আলিঙ্গন।
আমি লক্ষ্মী বিষ্ণুজায়া, যুগ-যুগান্তরের মায়া,
(তাই) দে'খে তোদের শীর্ণকায়া
হাহাতে করি রোদন॥
মনেরে না দিয়ে ফাঁকি, এখনও মেলিনি আঁখি,
ভারতে পার তো বাছা পরাতে ভূষণ।
তোদের মা ছিল যে ধরার রাণী
আজ কেন তা বিস্মরণ॥

আহা, বিফল ব্যাকুল হয়ে আমার ভ্রমণ, বিফল আকুল হয়ে দ্বারে দ্বারে রোদন, সহস্র সহস্র বৎসরের হীনতায় ভারতসন্তানগণের প্রাণ অসার হয়ে গেছে। বহুদিন হৃদয়ে বহন কোরে বেদনার যাতনা অনুভবশক্তি পর্য্যন্ত লোপ পেয়েছে।

(পেচকের প্রবেশ)

পেচক। ও মা লক্ষ্মি, আর দেরি কেন? আমার পিঠটা যে বড় সড়্‌সড়্ করছে, সেই সত্য যুগের গোড়ায় তোমাকে পিঠে ক'রে এনেছি, সেই অবধি যে ভারত থেকে আর নড়তে চাও না; বলি অন্য কোথায় যাবে কি? আমায় স্মরণ কল্লে কেন?

লক্ষ্মী। ও বাবা, যাব যাব মনে করি—তোমায় ডাকি, কিন্তু ওই যা বল্লুম—যুগযুগান্তরের মায়া, এদের ছেড়ে যেতে যে মন সরে না। যখন হিমালয় পাহাড় পার হয়ে তরোয়াল ধ'রে মুসলমানেরা প্রথম ভারতে প্রবেশ করেছিল, তখনই আমার আসন টলেছিল; কিন্তু বাবর, হুমায়ুন, সাজাহান, আকবর প্রভৃতি অনেকতক মুসলমান নরপতি—এঁরা যে আমাকে এইখানেই ধ'রে রাখলেন, আর যেতে পেলুম না। শেষ বাদশারা পূজায় তাচ্ছল্য কল্লে, ভাবলুম যাই—তোকে ডাকলুম, কিন্তু ইংরাজেরা ভারতে এসে ধুমধামে লক্ষ্মীপূজা আরম্ভ কল্লে; আমার অংশে জন্ম নিয়ে ভিক্টোরিয়া রাজ-রাজেশ্বরী হলেন। সাধু হেষ্টিংস, কর্ণওয়ালিস, ক্যানিং, রিপণ, কর্জ্জন প্রভৃতি ভক্তগণ এখানে এসে ভারতমাতার প্রাচীন দেহে নবীন ভূষণ পরাতে আরম্ভ কল্লেন, তাই দেখে আমি মায়ায় এখনও আবদ্ধ রয়েছি।

পেচক। তা বেশ মা, থাক, আমায় আর মিছে ডাকাডাকি কেন—দয়া ক'রে বাহন করেছ, সমস্ত দিনটা বেশ ঘুমিয়ে কাটাই, সন্ধ্যা হ'লে দুটা একটা পোকা-মাকড় ধ'রে খাই, তাতে আর বাধা কেন?

লক্ষ্মী। ওরে বাছা, অনেক দিন মনকে প্রবোধ দিয়ে রেখেছি, কিন্তু আর থাকতে পাচ্ছিনে, দিদির ছেলেরা আবার দেখছি ক্রমে মাকে ভুলে গেছে। যাঁর গর্ভে এক দিন বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, অগস্ত্যাদি ঋষি জন্মিয়াছিলেন, বেদব্যাস, বাল্মীকি যাঁকে এক দিন 'মা' ব'লে ডেকেছেন, ভীষ্ম, কর্ণ, ভীমার্জ্জুন যাঁর ধর্ম্মগৌরব রক্ষার জন্য দেহপাত ক'রেছেন, আজ তাঁর কি দশা! যাঁর কোলে রাম—রাজা, লক্ষ্মণ—ভাই, সীতা—স্ত্রী, দ্রৌপদী—রাণী, যশোদা—জননী। পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ

শ্রীকৃষ্ণরূপে যাঁর পুণ্যক্ষেত্রে লীলা কোরে গেছেন, —সেই ভারতের পবিত্র অঙ্ক আজ শশাঙ্ক-বিহীন আকাশের ন্যায় কালিমা ঢালা; কালের করাল মেঘ, দুটা একটা নক্ষত্রও যা ছিল, তাও ঢেকে ফেলেছে। বাপ্পা নাই, বালক বাদল নাই, প্রতাপ নাই, প্রতাপাদিত্য নাই, বোনে বোনে রেষারেষিতে আমি স্নুবর্ণে সন্তুষ্ট করিনে বটে, কিন্তু সরস্বতীর ছেলে ব'লে প্রাণের টানটা তো ছিল, এখন কোথায় গেল? সেই কালিদাস, ভবভূতি, খনা, মিহির, লীলাবতী, কৃত্তিবাস, কাশীদাস, মুকুন্দ, মধু!

পেচক। বুঝেছি বুঝেছি মা, মনটা তোমার এবার যাব যাব হয়েছে বটে, কিন্তু তোমার বোনপোদের ভিতর এখনও অনেকে বেঁচে আছেন, এঁদের ছেড়ে যাবে কেন? আর দেখ মা—তোমার কৃপা পান না পান, এখন এই ভারতে আমার আশীর্ব্বাদ তো অনেকেই পেয়েছেন, মুখে বোকামির গাম্ভীর্য্য, ক্ষুদ্র চোখে ছোট নজর, পোকামাকড়টা পেটে পোরবার লালসা, দিবসে অলসে অগাধ নিদ্রা, নিশায় গোপনে ভ্রমণ, আর কচিছেলের মতন "ট্যাঁ ট্যাঁ" কোরে রোদন, এ তো প্রায় আমি ঘরে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছি।

লক্ষ্মী। বাছা, বলিস্‌নে, বলিস্‌নে, তুই দুঃখে অভিমানে ব্যঙ্গ কোরে বল্‌ছিস, কিন্তু আমার প্রাণে যে শেল বিঁধছে। দেখ বাছা, আমি আর একবার এদের বোঝাব, তার পর—ওহো বল্‌তে পারিনে!—বুঝি বা ছেড়ে যেতেই হবে।

পেচক। মা, তুমিই মচ্ছো দুঃখ ক'রে, কিন্তু যাদের জন্যে কাঁদছো, তাদের ভ্রূক্ষেপও নেই। দেখ মা চেয়ে, কেমন ওই সব হেসে খেলে বেড়াচ্ছে।

লক্ষ্মী। ওরে বাছা! তুই ওই পেচক-চক্ষে দেখছিস যে, ওরা হাস্‌ছে, কিন্তু আমি দেব-দৃষ্টিতে ওই সব অধরে হাসি নয়—চিতার বিভীষিকাময় আলো দেখছি।

[অন্তরালে অবস্থান।

(যদু, মধু প্রভৃতি কেরাণীগণের প্রবেশ)

যদু। একবার বস্‌তে হয়, তাই তাতের কাছে বসি, পেটে থাকে না—যে অম্বল।

মধু। মেশো মশায়, তোমায় বল্‌বো কি? মাসকাবারের এখনও ১১।১২ দিন বাকি—আজ শালপাতা পেতে ভাতটা খেলুম, থালা আর ঘটীটে বাঁধা দিয়ে দেড়দের চাল কিনে আন্‌তে হলো।

শ্যাম। পেটের কথা খুল্‌ছেন তো আমিও বলি, বাবা যখন আতব্যবসা চাল'তেন, তখন এর চেয়ে ঢের সুখে সংসার চল্‌তো। ওই অত বড় বড়মানুষ সিমলের মিত্তিররা যখন নতুন কৌটা তোয়ের করে, তখন ওঁদের মেজবাবু খড়-খড়ির তাগাদা কর্‌বার জন্য বাবার কারখানায় নিজে এসে ব'সে থাকতো। আর এক ঘোড়ার ডিমের ইংরিজি ইস্কুলে গিয়ে আমি কি বাবুই হয়েছি! মনটিথ কোম্পানীর বাড়ীতে ২০টি টাকা মাইনে, তা পেণ্টুলেন জুতো আর ট্রামওয়ের জন্য গড়ে মাসে ১০৲ টাকা যায়, দুপুরবেলায় জলখাবার আর জোটে না।

মধু। আর দুঃখের কাহিনী ব্যাখ্যা কোরে কাজ কি? চল, ছাওয়ায় ছাওয়ায় পাথুরেঘাটার ভিতর দিয়ে লুকিয়ে যাই, ট্রামওয়েটাকে একদিন ফাঁকি দেওয়া যাক্, সামনে দেখলেই চড়বার লোভ হয়।

পেচক। (অন্তরাল হইতে) মা, দেখছো, —ঐ বীর ক'জন তোমার ত্যাজ্য পুত্র!

লক্ষ্মী। ওরে বাছা, আমি ত্যাগ করিনে, ওরাই আমায় ছাড়ছে, হ্যাঁগা বাছা, শোন না—একটা কথা বলি।

যদু। ও ঢের কথা শোনা আছে, ভিকিরীর জ্বালায় আর বাঁচা যায় না।

লক্ষ্মী। বাছা! পয়সা চাইনে, আমায় একটা অন্ন ভিক্ষা দে।

যদু। হাঁ বাছা! তোমার সাজগোজ দেখছি, বড়মানুষের মেয়ে বোলে বোধ হয়, তোমার আবার ভিক্ষা করা কেন?

লক্ষ্মী। ও বাছা! পয়সা-কড়ি চাইনে, আমার এই ভিক্ষে—যে, তোমরা একটু মানুষ হও!

মধু। এই রে, খৃষ্টানী—না ব্রাহ্মী; অন্ধকার থেকে আলোয় আনছেন!

লক্ষ্মী। হ্যাঁ রে বাছা, চিন্‌তে পাল্লিনে, কেবল বুঝি রেকের ভিতর ধান পুরে পুরুতের উপর একটা পূজোর বরাত দিস্? আমার গোলোকের রূপ কখনও ধ্যানেও আনিস্‌নে?

শ্যাম। ও মা, তুমিই লক্ষ্মী?

লক্ষ্মী। হ্যাঁ বাবা! একবার আলস্য ত্যাগ কোরে মায়ের দশা ভাব।

যদু। ওঃ, বুঝেছি, বুঝেছি,—ওই ভারতমাতার কাহিনী গাইবে রে; ও মা লক্ষ্মী! এই আজ পৌষ মাসের পাওনা, তোমায় যা হোক্ শশা কলা দেওয়া গেল, আবার সেই চৈত্রমাসে দেখা-শুনা হবে; এখন মা আমাদের ছেড়ে দাও; ভাত খাই কাঁসি বাজাই—অত ভারতের ধার ধারিনে!

পেচক। সোনার চাঁদেরা! আর দিন কতক গেলে ভাতও খেতে হবে না, আর কাঁসিও ঝনুঝন করুবে।

যদু। মা, ভয় নেই, ভয় নেই, এই পেন্সন্‌টা নিই, তার পর ভারতের জন্য কত লাগ্‌বো—দেখো।

[কেরাণীগণের প্রস্থান।

পেচক। শুধু ভারত নয়, তখন বাতের জন্য, ডায়েবিটিশের জন্যও লাগতে হবে।

(মালা জপ করিতে করিতে ঘোষাল-বৌয়ের প্রবেশ)

ঘো-বৌ। ঠুক ঠাক ঠক, ফুট ফাট ফটং ভট—এই তিন হাজার হলো; এ চুলোর পাঁচ হাজার কতক্ষণে পুরবে গা? পোড়া দিদি-শাশুড়ী মাগীর শুনছি তো ব্যামো, মরে তো পুজো আহ্নিক ধর্ম্ম-কর্ম্ম সব বন্ধ হবে। হরি—মধুসূদন—দর্পহারী!

লক্ষ্মী। ও মা, তুমি তো দেখছি ভাল মানুষের মেয়ে, ঠাকুর-দেবতার উপর একটু মন আছে।

ঘো-বৌ। হাঁ বাছা, আপনার মুখে কেমন কোরে বলি? কিন্তু বাছা, তোমার নিমন্ত্রণ খাওয়ার মতন কাপড়-চোপড় দেখচি—স'রে যাও, ছোঁব না, এখন আমার ও সব কথা শোনবার সময় নাই, মুখপোড়া মাঝি মিন্সে আধ পয়সায় ক'গাছা শাক দেছে দেখ; ঠুং ঠুক টাক, ফুট ফট্ ফটাস ফট—সাড়ে তিন হাজার হলো।

লক্ষ্মী। ও মা! ভারতমাতার এ দুর্দ্দশা যদি তোমরা দেখবে না, আপনার স্বামি-পুত্রকে এ বিষয়ে উত্তেজিত করবে না—

ঘো-বৌ। আ মর মাগী, গহনা দেখিয়ে অহঙ্কার কত্তে এসেছিস্, স্বামি-পুত্রের কথা তুলিস্‌নে বল্‌ছি!

লক্ষ্মী। ও মা, আমি তা বল্‌ছিনে, ভারতসন্তান নির্জ্জীব হয়ে পড়েছে—একেবারে মৃতপ্রায়।

ঘো-বৌ। চুপ চুপ চুপ—বলিস্‌নে, বলিস্‌নে, ও কথা কানে শোনাস্‌নে! সে জানি, জানি—আমার গেঁত তো মর মর?—শোনাস্‌নে শোনাস্‌নে, এখনই ধর্ম্মকর্ম্ম পুজো আহ্নিক জপ বন্ধ হবে। ওই ও মাসে অমনি ও বাড়ীর খুড়শ্বশুরের একটা ছেলে জন্মেছে শোনালে, ছ ছদিন আহ্নিক বন্ধ হলো মা, সেটা গেল—তবে আবার মালা হাতে করি, শ্রীধরের ঘরে ঢুকতে পাই।

লক্ষ্মী। হ্যাঁগা বাছা, তুমি কি বল্‌ছো—আমি বুঝতে পাচ্ছিনে।

ঘো-বৌ। না—কিছু বুঝতে পাচ্ছ না—অশৌচ হয়েছে—খবর দিয়ে আমার ধর্ম্ম নষ্টটা কত্তে এসেছ, পাঁচ ছ'আনার হাঁড়ি নষ্ট করবার চেষ্টায় আছ—আর কিছু বুঝছো না? ওলো, আমি পাঁচ হাজার ফুট ফাট না কোরে জলটুকু মুখে দিইনে, তোদের ওই ১০৮ বার জপ তো জপই নয়! ফুট ফাট্ ফটাং—গেঁতগুলো অশৌচের খবর না দিয়ে থাকতে পারে না, ঠুক ঠাক্ ঠক্—ও মা বলুবৌয়ের শাশুড়ী! তুমিই সত্য—তুমিই সত্য। ধোপা কমলী! তুমিই সাক্ষাৎ নারায়ণ! তুমি শত্রুর মরণ কত্তে পার—ফুট ফাট ফটং ফট।

[প্রস্থান।

লক্ষ্মী। হে প্রাণপতি গোলোকনাথ! তোমার নামের কি এই রকম দুরবস্থা দাঁড়িয়েছে? জ্ঞাতিদের পরিবারবৃদ্ধিতে আহ্লাদ, মৃত্যুতে শোক—এ সব হৃদয়ের শিক্ষা পরিত্যাগ কোরে খালি গোটা কতক ঠুক ঠাক্ ফুট ফাট বলে—

পেচক। ও মা, তুই রাগ করিস্‌নে, ওদের দোষ কি? ধর্ম্মশিক্ষা তো পায় না—ওদের নারায়ণও যা, ব্রহ্মদৈত্যও তা; পাছে ঘাড় ভাঙ্গে, তাই পূজো করে; ঠাকুরকে দেখে যেন চৌকীদার, দুটো চারটে পয়সা কবলায়—যাতে আপনার ঘরে ধন ঢালে আর পাশের বাড়ীতে আগুন লাগায়।

(উমাচরণ ঠাকুরের প্রবেশ)

উমা। হারামজাদা হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া—এই রামসদয়টা—আর দিন পেলেন না—দেশে গিয়ে ব'সে রইলেন, একেলা কত বাড়ী সারবো? ইস্, গয়লারা আবার পণ্ডিত হয়েছেন, একখানি নৈবিদ্যি বেশী দিয়েছেন কি না? কাছে ব'সে আধঘণ্টা ধ'রে পুজো করালে।

লক্ষ্মী। এই যে এক জন ব্রাহ্মণ; দেবতা! ভারতের প্রথম গৌরব তোমাদের ব্রাহ্মণের জন্য; আমার একটা কথা শোন, একবার লোককে ধর্ম্মশিক্ষা দাও, দেশের মুখের দিকে চাও।

উমা। ঢের ঢের লক্ষ্মী দেখেছি; সেই সকাল-বেলা দু'খানা বাসী রুটি মুখে দিয়ে বেরিয়েছি,

বারোটা প্রায় বেজে গেল—এখনো জল বিন্দু পেটে পড়লো না। তুই তো লক্ষ্মী—কিন্তু জানিস মাগী, আমার আজ কত লক্ষ্মী-পূজো কোরে ফিরতে হচ্ছে, আজ আমাদের পূজুরী বামুনদের মেইল ডে। এখনও সেনেদের বাড়ী, যুগীদের বাড়ী, পেথার মা'র বাড়ী, সব ফুল ফেলা বাকী রয়েছে।

[প্রস্থান।

(জনৈক সভাপতির প্রবেশ)

সভা। Resolution—resolution! I say ভারতমাতা, আমার কাছে তোমার বিশেষ oblige হয়ে থাকা উচিত, আমিই বলেছি resolution ভিন্ন তোমার আর গতি নেই।

লক্ষ্মী। (স্বগত) আহা, কে এ? এ যে ভারতমাতার নাম কোরে দুঃখ কচ্ছে! (প্রকাশ্যে) বাছা, তুই কি ভারতের ভাবনা ভাবিস্ রে?

সভা। ভাবিনে? জাপানে লোক পাঠাতে হবে—দেশলাই তোয়েরি শিখতে। কামস্কাটকায় পাঠাতে হবে—ইকিং বুনতে, নিউজিল্যাণ্ডে কমোড তোয়েরি কত্তে; তুমি তো দেখছি, এক জন বড় ঘরের মেয়ের মতন, নেও—সই কর—কিছু চাঁদা দাও; দেশের লোকের কোন বিবেচনা নেই, আদবে patriotism নেই। ভাব দেখি, দেশের জন্য আমি এতটা কচ্ছি, কাগজ লিখে বন্ধু বাউরাকে একটা মেম্বর কোরে দিলুম, কিন্তু আমার—রাজা সদানন্দের পুরনো ধার পাঁচ হাজার টাকা, সেটা শোধবার উপায় কোরে দিলে না? Ungrateful world in human Mankind! Unpatriotic India.

[প্রস্থান।

পেচক। এ কে?—পাগল না পাজী?

(উকীল ও ডাক্তারের প্রবেশ)

লক্ষ্মী। হাঁ গা বাছা, তোরা কে? তোরাও কি একবার স্নেহ-অঙ্কে স্থানদায়িনী ভারত জননীর মুখের দিকে চাইবিনে?

উকীল। ও মা, সে ঢের চেয়েছি, এখন ও সব হয়ে গেছে। আপনি দেখছি স্ত্রীলোক—আপনার কথাটার উত্তর দেওয়া Common politeness; তাই বলি মা—

ডাক্তার। আরে, আরে, থাম থাম ভাই, কনভেয়ান্স কিশোর, আগে ওঁর সঙ্গে introductionটা হোক। মহাশয়া! আমার Friend হচ্ছেন, Mr. Conveyance কিশোর মক্কেল মিত্র—এক জন বড় উকীল, আমি হচ্ছি Doctor Colosinth কুমার চক্রবর্ত্তী, আপনি কে? এইবার আমায় পরিচয় দিন।

লক্ষ্মী। আমি লক্ষ্মী।

ডাক্তার। লক্ষ্মী! আমার চক্ষে Remittant Feverই তো লক্ষ্মী। আপনার Temperature কত?

উকীল। আরে না না, চুপ কর, চুপ কর—আমি চিনিছি, উনি—আমাদের বাস্তুদেবী, আমাদের লাইব্রেরীতে ওঁর কথা সদাসর্ব্বদা চলে; অনেক বড় বড় ঘর ইংরিজী বাজনা বাজিয়ে green light জেলে ধুমধামে আপীল কোর্টে ওঁকে বিসর্জ্জন দেয়। ভবানীপুরের এক বড়লোকের বাড়ীতে জাঁকিয়ে ওঁর নিরঞ্জনের উদ্যোগ হচ্ছে; সেথায় আমার ট্যামটেমি বাজাবার বায়না আছে; দেখি বাগবাজারের কাজটা সকাল সকাল সারতে পারি, তবে সেথায় যাব।

লক্ষ্মী। বাছা! তবে আমায় চেন দেখছি; আমার দুটো কথা শোন, তোমায় যেন চেন চেন কচ্ছি। বছর পাঁচ ছয় আগে যেন তোমায় ভারতের পূজায় বিশেষ উদ্যোগী দেখেছি।

উকীল। Reverend mother! সে কথা ছেড়ে দিন, তখন হাতে কেশ টেশ ছিল না, তাই চড়ক-তলায় চড় চড়াচড় ঢাক বাজিয়েছি; এখন পশার জমেছে, তাই ধাঁ কিটি কিটি তাক্ তাক্ সিন বাজাচ্ছি এখন তোমার নোট চেক সিলভারের সঙ্গে Introduction হয়েছে। রাখতে, নিতে, গুণতে বড় ব্যতিব্যস্ত মা, একটু হাসতে অবসর পাইনে, তা তোমার সঙ্গে দুটো কথা কইবো কি? দেশহিতৈষিতা—of course এটা বেশ ভাল জিনিস; কিন্তু মা, ছেলেপুলেরা মানুষ হচ্ছে, বড় হচ্ছে—তারাই করবে; আমাদের আর ওতে জড়াও কেন?

পেচক। ও মা, ওঁকে চিনতে পাচ্ছো না? উনি এক জন আদত ভারতসন্তান, কিন্তু হাতে কেশ এলে দেশকে আর দেখতেই পান না।

উকীল। Yes yes মা, বুঝতে তো পাচ্ছো। আমার জীবনটা এক রকম কোরে কেটে যাবে। বড় ছেলেকে বিলেত পাঠিয়েছি, সে ফিরে এসে দেখবে তখন you know মা—at Prsent is man's Divinity!

ডাক্তার। quite true তা বই কি,—এই Germ theory টা আমাদের সময়ে চলেছে, অবশ্য

এর পর এটা nonsense ব'লে prove হবে, তা ব'লে why shall I not take time by the iron lock? এ মা বোঝ, At present এর মহিমা!

উকীল। তবে মা লক্ষ্মী, বিদায় হই। চল কলোসিন্থ, হাবুল মল্লিকের সাবালকত্ব ১১টার ভিতর তোমাকে affidavit কত্তেই হবে, মর্টগেজটা আজ sign হওয়া চাই।

[উকীল ও ডাক্তারের প্রস্থান।

(অন্য দিক দিয়া কুসীদকৃষ্ণ বাবুর প্রবেশ)

কুসীদ। চীনে লড়াই থেমেছে, ২॥০ টাকা প্রিমিয়মে আজ এই কখানা কাগজই ঝাড়ছি।

লক্ষ্মী। ও কুসীদ, কোথায় যাচ্ছো—শোন—শোন।

কুসীদ। কে মা তুমি?

লক্ষ্মী। আমি লক্ষ্মী যে গো।

কুসীদ। এঁ্যা! মা, তুমিই সত্য! হাঁ্যা, মা, এই যে আমি ডবল চবশ লাগিয়ে তোমায় বন্ধ ক'রে রেখে এলুম, কেমন কোরে সিন্দুক থেকে বেরিয়ে এলে মা? হাঁ্যা মা, তোমার লক্ষণালক্ষণ, কত মানি, জান না? গেল বৃহস্পতিবারে ভাগনেটা মরেছিল, তবু লক্ষ্মীবারটা মানি ব'লে, তার খাট কেন্‌বার বারো গণ্ডা পয়সা বাক্স থেকে বার করিনে। মা লক্ষ্মি! তোমায় আমি এত মানি, আর এই কখানা কাগজ প্রিমিয়মে বেচতে যাচ্ছি, আর পেছু ডাক্‌লে?

লক্ষ্মী। বলি বাছা, তোমায় তো এত কৃপা করেছি, আমার কথা রাখ—একটু দেশের মুখের দিকে চাও না।

কুসীদ। ও মা, তায় আমার ত্রুটি নেই; আমি দেশের মুখের দিকে রাতদিন চেয়ে আছি। কখন কার জমিদারী নীলাম হয়, কখন্ কার ছেলে হাণ্ডনোট কাটে, কখন্ কার সুদের বাজার বাড়ে, আমি তাই অহর্নিশি লক্ষ্য কোরে আছি মা। এক্সচেঞ্জ গেজেট না প'ড়ে দুর্গা নাম করিনে; আর এই তুমি আমায় কৃপা কোরে যা দিয়েছো—তা এঁটে সেঁটে পুঁটুলি বেঁধে রেখেছি, আপনিও খাইনে, পরকেও কিছু দিইনে।

লক্ষ্মী। আহা, তা নয়, একবার ভারতমাতার মুখের দিকে চাও। দেখ, "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

কুসীদ। ও মা, তায় আমার ত্রুটি নেই, আমি জননীকে খুব ভক্তি করি। এই সে দিন ঢেঁক-শেলেই মা'র গঙ্গালাভ হলো, ছ-ছটা রূপোর ষোড়শ ভাড়া কোরে এনে তাঁর শ্রাদ্ধ কল্লেম। আর 'জন্মভূমির' কথা যে বল্‌ছো—যার যার জন্মভূমি আমার কাছে বাঁধা ছিল, সব ফোরক্লোজ কোরে নিয়েছি, আর "স্বর্গাদপি গরীয়সী"—সে রায় বাহাদুর—তাঁর জন্য হিজলি হাঁসপাতালে বারোখানা দড়ির খাটিয়া কিনে দিয়েছি, ও মা! বড়াল মশায় আমার অপেক্ষায় ব'সে আছেন—এখন যাই, আবার কখন্ কি টেলিগ্রাম আসে—সুদের বাজার যদি নেমে যায়।

[প্রস্থান।

পেচক। মা, দেখলে তো—তোমার ভারতের আর উপায় নেই মা; যে রকম গতিক দেখ্‌ছি, তোমায় পিঠে কোরে আমাকে উড়তে হলো; আমার ত্রিরাত্রের জ্ঞাতি কালপেঁচা দাদাই দেখছি এখানে এখন ডেকে ডেকে চ'রে বেড়াবেন।

লক্ষ্মী। আচ্ছা চল, একবার সেই সর্ব্ববিত্তার জননী—সমগ্র ধরার উজ্জ্বল মণির খনি বিমলা শ্যামলা ভারতমাতাকে শেষ দেখে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

হিমালয় পর্ব্বত।

সিংহাসনে ভারতমাতা উপবিষ্টা—সম্মুখে ভারত-সন্তানগণ নিদ্রিত।

ভারতমাতা—(গীত)

উঠ উঠ রে বাছুমণি আর কেন ঢালিয়ে কায়।
দেখিয়ে তোদের দশা এ হৃদি বিদরে হায়॥
মোহে ভাবিস্ আছিস্ সুখে,
শেল বিঁধে যে আমার বুকে,
দেখে শ্মশান হাসি তোদের মুখে,
আঁখি জলে ভেসে যায়।
যে শিরে মুকুট প'রে ছিলাম ধরার দণ্ড ধ'রে,
আমার ভালে কালে কালে
সে মাথা লোটে ধরায়।

ছিলাম ধনধান্যে ভরা, পূজা দিত বসুন্ধরা,
দুঃখ আর যায় না ধরা,
সে ভারত আজ ভিক্ষা চায়।
হাত পেতে যার খেতো সবাই,
জল খেয়ে সে ক্ষুধা মিটায়॥

এ কি দীর্ঘ পরমায়ু!—কেন এত কাল বাঁচলুম? এই চোখের উপর কত অভ্যুদয়, কত বিলয় দেখলুম, কত রাজ্য সাম্রাজ্য হলো—গেল, পুরাণে নাম আছে, কিন্তু ধামের চিহ্ন নাই। আর আমার কোন অন্ত হলো না? আরব গেল, মিশর গেল, রোম গেল, গ্রীস গেল, আমার কাছে ধন নিলে, জ্ঞান নিলে, বসন নিলে, ভূষণ নিলে, জগৎকে দুদিন উজ্জ্বল রূপের লাবণ্য দেখিয়ে মোহিত কল্লে, শক্তি গেল—সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হলো। আমার জীবন-প্রদীপে তৈল ফুরিয়ে গেছে, তবু আলো মিটমিট করে কেন? এ তো জীবন নয়—বিকার, আলো নয়—আলেয়া! আহা, বাছারা আমার বেশ নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছে। স্থবিরার সন্তান, তাই অত দুর্ব্বল। ভগিনী ব্রিটানিকা নিজের শক্তি অলক্ষ্যে কত সঞ্চার কচ্ছেন, তবু শীতল শোণিতে তাপ প্রবেশ কচ্ছে না।

(লক্ষ্মীর প্রবেশ)

(গীত)

"মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি।
রাত্রিদিবা ঝরিছে লোচনে অশ্রুবারি॥
চন্দ্র জিনি কান্তি নিরখিয়ে ভাসিতাম আনন্দে,
আজি এ মলিন মুখ কেমনে নেহারি।
এ দুঃখ তোমার হায় রে সহিতে না পারি॥"

ভার-মা। কে কাঁদে গো? আজ এই হিমালয়-তলে এসে অভাগিনী ভারতের মুখ চেয়ে কে কাঁদে গো? স্বর যেন চিনি চিনি, কিন্তু চোখের জলে—উনি কে—ভাল কোরে দেখতে পাচ্ছিনে।

লক্ষ্মী।— (গীত)

* "দেখ গো ভারত-মাতা তোমারি সন্তান।
ঘুমায়ে রয়েছে সবে শবপ্রায় হীনপ্রাণ॥
কালে বলবীর্য্যহীন, অন্ন বিনা তনু ক্ষীণ,
হেরিয়ে এদের দশা বিদরিয়ে যায় প্রাণ॥

মরি এ দশা তোমার, হেরিতে না পারি আর,
অপার জলধিপারে চলিলাম ছাড়ি এ স্থান॥"

[প্রস্থান।

ভার-মা। এ কি! এ কি!—লক্ষ্মী এসেছিলেন! কেঁদে ফিরে গেলেন—কোথায় গেলেন? ব'লে গেলেন জলধিপার! তা যাও বাছা, যাও—আমি তো প্রাচীনা, নবীন অভ্যুদয়ে ব্রিটানিকা ভগিনী আমার জগৎ জয় কোরে রেখেছেন; যাও—তাঁর কাছে যাও, আমার সন্তানদের ভার এখন তাঁরই উপর। বিধাতা এই স্থবিরা ভারতের ভার এখন ইংলণ্ডের করেই দিয়েছেন; ভগিনী আমার সন্তানগণকে নিজ সন্তান মনে কোরে অবশ্যই পালন করবেন। আহা! বাছারা আর কত দিন ঘুমুবে? উঠ—জাগো, একবার তোমাদের দুঃখিনী মা'র পানে চাও—উঠ বাছা!

(গীত)

জাগো রে জাগো রে ওরে প্রিয়তম পুত্রগণ!
কোথা তোদের বলবীর্য্য কোথা সে উন্নত মন॥
তোদেরি পুরাণ গাথা, সিংহপৃষ্ঠে দুর্গা মাতা,
দশভুজে দশদিকে করেন শাসন।
তোমাদের ব্যাস কবি, এঁকেছিল বীর-ছবি,
মুক্তবেণী যাজ্ঞসেনী শুধু ভারতে গঠন॥
তোদেরি প্রতাপ রাণা, ভীম রণে দিয়ে হানা,
গিরি বনে ক্ষুণ্ণমনে করেছিল দিনযাপন।
প্রচণ্ড ইংলণ্ড তোরে দিতেছে নবজীবন॥

হ্যাঁ রে! পূর্ব্বকথা যেন ভুলে গিয়েছিস্, অবিদ্যার মোহে যেন জীবন্তে শব হয়েছিস্, কিন্তু যে ইংলণ্ডের সংস্পর্শে চিরদাসের দাসত্ব-শৃঙ্খল মোচন হয়, সেই ইংলণ্ড আজ শতাধিক বৎসর তোদের কোলে কোরে রেখেছেন, তাঁর নবান বিদ্যার জলন্ত উত্তাপে তোদের মনে বলসঞ্চারের চেষ্টা কচ্ছেন, তবু কি তোদের চৈতন্য হবে না? ধিক ধিক—কি বলবো!—তোদেরও ধিক্, আমার কপালেও ধিক্। আর বই খুলিস্‌নে, কাগজে কলমে এক করিস্‌নে, বক্তৃতায় শক্তির ব্যাখ্যা করিস্‌নে।

১ম ভা-স। (জাগরিত হইয়া) কে গা?—কানের কাছে কে কাঁদে? একটু ঘুমুচ্ছিলুম—তাতে কে ব্যাঘাত করে?

ভার-মা। ও বাছা, আমি তোদের মা—চিন্‌তে পাচ্ছিস্‌নে?

---

* এই গীতটি দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত।

১ম ভা-স। চিনিছি, চিনিছি, মা—তুমি? কিন্তু এখন একটু ঘুমুতে দাও।

২য় ভা-স। (জাগিয়া) হ্যাঁ মা, এখন ডেকো না, তোমার দুঃখ ঘোচাব বই কি! যখন মা বলেছি, তখন ভয় কি? একটু অপেক্ষা কর, সময়ে সব হবে।

৩য় ভা-স। তা বই কি—অমনি বল্লেই কি হলো! এখন উপার্জ্জন বৃদ্ধির চেষ্টায় ঘুরতে হচ্ছে, এখন তোমার দিকে মন দিতে গেলে চল্‌বে কেন? বেশ তো—মা আছ, তোমায় কি মান্য করিনে? এই যে আমার নিজের গর্ভধারিণী মা ছিলেন, কাজের ভিড়ে তাঁর জীবদ্দশায় খাওয়া-পরার প্রতি তেমন দৃষ্টি কত্তে পারিনি, কিন্তু শ্রাদ্ধে যে দান-সাগর কল্লুম—নামটা যে দেশময় ঢি ঢি হয়ে গেল! তেমনি তোমারও গঙ্গালাভ হোক না, দেখো, আমি হাতী-ঘোড়া দান কোরে তোমার শ্রাদ্ধ কর্‌বো।

৪র্থ ভা-স। কি কানের কাছে বকাবকি কচ্ছো? একটু শোও না হে, কুড়ের মত ব'সে থাকার চেয়ে একটু গড়িয়ে নেওয়া ভাল নয়?

ভার-মা। তা ঘুমো—ঘুমো বাবা, তোরা যদি তাতেই সন্তুষ্ট থাকিস্‌, তাই কর্; আমি আর কিছু বল্‌বো না—তোদের কাছে আর কাঁদবো না।

৫ম ভা-স। কি মা, তুমি কাঁদবে না?—অবশ্য কাঁদবে—অশ্রুজলে জলস্থল টলমল কোরে দেবে, এই বিপুল বিশ্ব রোদনানলে ভস্ম কোরে ফেল্‌বে! আমরা তোমার ধীর বীর স্থির অশ্রুনীরে অধীর সন্তান থাকতে, তোমার ভাবনা? কে পারে? জীবন থাকতে, হৃদয় থাকতে, প্রাণ থাকতে, আত্মা থাকতে জননীস্বরূপিণী জন্মভূমির যাতনা কে সহ্য কত্তে পারে? I promise and announce it to this wide world that when I get little leisure after my days work, evening's entertainments, nights sleep and wife's admonition—that sweet sacred and certain curtain-lecture, I will spend the last drop of my blood left by the musical mosquitto for my Mother Country; but permit me now for a while to be wrapped in the embrace of Mother morphius.

৬ষ্ঠ ভা-স। ধিক্ ভীরু! বল্‌তে বল্‌তে ঘুমিয়ে পড়লি—সোডাওয়াটার কুলাধম? জাগো—জাগো ভ্রাতৃগণ! "ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জ্জুন নাহি কি স্মরণ?" "একতান মন প্রাণ"—গ্যারিবল্ডি—ওয়ালেস—ব্রুস—অসভ্য জাপান—ভাল কথা, সেজবৌ কোথা গেল? একটা পান দাও না। সং এলে আমায় ডেকো, আমি এখন একটু শুই।

১ম-ভা স। কে হে ইংরিজী বাঙ্গালা ঝাড়-ছিলে? পোড়া দেশের মুখে আগুন লাগুক, একটু নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতেও পাব না। ভারত—ভারত শোনাচ্চেন, আমরা সেকালে কত করেছি জান? তোমরা কাজটা করেছো কি? মিছে এক হুজুগ কোরে গোলমাল কচ্ছো; বাঙ্গালীকে লেফটেন্যাণ্ট-গবর্ণর কত্তে পেরেছো? আমার ভাগনেটা যে এলে ফেল হয়ে ব'সে আছে, তার একটা চাকরী কোরে দিতে পেরেছো? দেশীয় কৃষিবিদ্যার উন্নতির জন্য সাহেবদের টেবিলে গাঁদাল পাতাটা চালিয়ে দিতে পেরেছো? আয়রলাণ্ডে ম্যালেরিয়া ঢুকিয়ে দিতে পেরেছো? হাতীবাগানের ভট্টাচার্য্যদের পেনটুলেন পরাতে পেরেছো? পারনি পারনি—দেশের বাণিজ্যের কিছু উন্নতি কত্তে পারনি,—পেণ্টুলেন ইম্পোর্ট, কি ম্যালেরিয়া এক্সপোর্ট কিছু করতে পারনি! ঘুম পাচ্ছে—আর বকতে পারিনে—শুই। ও ম্যাকিণ্টস স্কট সাহেব, আমার লেকচারটা যেন verbatim report হয়!

ভার-মা। ওরে, তোদের এই পাগলামী দেখে লোক হাসে, কিন্তু আমার যে বুক ফেটে যায়।

(সন্ন্যাসীর প্রবেশ)

সন্ন্যাসী। আহা, মা গো জননি—ধরার রাণি, দেব-বিদ্যাপ্রসবিনি! কা'দের কাছে কাঁদ্‌ছো? এ দুঃখ-বাণী কে বুঝবে? সে প্রাণ গিয়েছে, দারিদ্র্যের দায়ে এখন নিজের উদরই সবার ইষ্ট-দেবতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে বিশ্বজনীন উদারতা আর কি ভারতে আছে? আর নিঃস্বার্থ ভ্রাতৃভাব—আর কি "রত্নদীপময়দ্বীপে সিংহাসন-সমন্বিতে, প্রফুল্লকমলারূঢ়া" জগদ্বন্দিনী জগদ্ধাত্রী ভারত-জননীর প্রতি ভারত-সন্তানের সে মাতৃ-ভক্তি আছে?' মা গো! তোমার ভুবনমোহিনী শ্যামলকান্তি—তোমার শান্তিময়ী অঙ্কের সুধাসন

আর কি আমরা স্মরণ করি? মা গো। মুখে বলি মা মা—কিন্তু তুমি যে জননীর জননী—আর্য্যজাতির প্রসবিনী—অন্নপূর্ণা—জগতে ধন্যা—কোটি কোহিনুরের খনি, তা কি আমরা মনে করি? আর কি মনে আছে যে, তোমার নামে পুণ্য, ক্ষেত্রে ধান্য—খনিতে স্বর্ণ! তোমার স্থলে তীর্থ—জলে অমৃত! আর কি মা স্মরণ আছে, তোমার সেই বাক্যে বেদ—সেই সখ্যে বীর্য্য, সেই শিক্ষায় ধৈর্য্য? তোমার আকাশে প্রথম সূর্য্যোদয়—তোমার প্রকাশে প্রথম জ্ঞানোদয়?

"অয়ি ভুবনমনোমোহিনী।
অয়ি নির্ম্মল-সূর্য্য-করোজ্জ্বলধরণী॥
জনক জননী—জননী॥
নীল-সিন্ধুজল-ধৌত চরণতল,
অনিল-বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল,
শুভ্র তুষার-কিরীটিনী।
প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,
প্রথম সাম-রব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বন-ভবনে,
জ্ঞান ধর্ম্ম কত পুণ্যকাহিনী।
চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য,
দেশবিদেশে বিতরিছ অন্ন,
জাহ্নবী যমুনা বিগলিত করুণা,
পুণ্য পীযূষ-স্তন্যবাহিনী।"

ভার-মা। কে রে—কে রে?—চুপ কর—আর বলিসনে, নির্ব্বাণ আগুন জ্বেলে আমার প্রাণ আর দগ্ধ করিসনে; তারা গেছে—যারা সুসন্তান ছিল, সব গেছে! কে আর আমার দুঃখ মোচন করবে? কে আর আমার মুখপানে চাইবে?

(আরও কতিপয় ভারত-সন্তানের প্রবেশ)

সকলে। মা, আমরা আছি,—আমরা আছি, তুমি পুত্রহীনা নও মা।

৭ম ভা-স। মা গো ভারত-জননি! শোন মা! ইংলণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তাঁর বিদ্যমানে, তাঁর উদারচেতা উন্নতমনা বীর সন্তানগণের সংস্রবে এনে আমাদের এই নির্ব্বাণোন্মুখ মৃতপ্রায় দেহে নবজীবন দান করেছেন, জীবনদীপে আবার জাতীয় তেজ সঞ্চার কচ্ছেন, তাঁরই স্বাধীন শিক্ষায় তাঁর সমক্ষেই আমরা জাতীয় অধিকার ভিক্ষা কত্তে শিখেছি; এখনও আমাদের অনেক ত্রুটি আছে—অনেক শিক্ষা কত্তে বাকী আছে। কিন্তু মা! ঘুমন্ত প্রাণ জেগে উঠেছে, এই যে জাতীয় সমিতি সংস্থাপিত হয়েছে, বড় ক্ষুদ্র অঙ্কুর মা! কিন্তু তোমার উর্ব্বর মৃত্তিকা আর ইংলণ্ডের বারিসিঞ্চন বিফলে যাবে না। পুণ্য-শ্লোক ভিক্টোরিয়ার সুপুত্র সপ্তম এডওয়ার্ড আজ সিংহাসনে, সাধুহৃদয় লর্ড কর্জ্জন আজ আমাদের জাতীয় জীবন-তরীর কর্ণধার, মহামতি উডবরণের হাতে বঙ্গের পরিচালনভার, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, পশ্চিম পাঞ্জাব, দাক্ষিণাত্য, মধ্যদেশ আজ অনেক সুসন্তানকে অঙ্কে ধারণ করেছে; বঙ্গে বিদ্যাসাগর, হরিশ, গিরিশ, কৃষ্ণদাস, রামমোহন, রামগোপাল, রাজেন্দ্রলাল আদি গেছেন বটে, কিন্তু এখনও শিশির আছে, রমেশ আছে, আনন্দমোহন আছে, সুরেন্দ্রনাথ আছে; গুপ্তভাবে আরও অনেক স্থলে অনেক সুধী জন আছেন; তোমার পূজার জন্য জীবন-বলিদানও তাঁরা তুচ্ছ করেন। আশীর্ব্বাদ কর মা—তাঁরা যেন দীর্ঘজীবী হন, তাঁদের প্রাণের এই উৎসাহ, এই উত্তেজনা, এই মাতৃভক্তি যেন প্রদীপ্ত থাকে; তা হ'লে এই ইংরাজ-রাজ্যে আবার তোমার মুখ উজ্জ্বল দেখবো, আবার সকলে একমনে একতানে বঙ্কিমের সেই মধুর গাথা "বন্দে মাতরম্" গাইবো।

সকলে। মা গো ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, ভ্রাতৃগণ, জাগো জাগো, আমরা ঘুমুবো না।

(কতিপয় ভারত-রমণীর প্রবেশ)

১ম ভা-র। দাদা, তোমারা আগে বটে, কিন্তু কন্যার মত পিতামাতার সেবা কে করে? তোমরাই তো ইতিহাস-কথা শুনিয়ে বলেছো যে, রাজপুত-রমণীরাই ক্ষত্রিয়-ক্ষেত্রে বীর্য্য-বীজ বপন করেছিল, স্পার্টায় যখন পুরুষে ধনুক ধরেছিল—স্ত্রীলোকেরা তখন বেণী ছিন্ন কোরে গুণ রচনা কোরে দিয়েছিল, মহাশক্তির অংশে আমাদের জন্ম, তবে মা'র নামগানে কেন আমরা যোগ দেব না?

সকলে। জয় ভারতজননী! জয় ভারত-জননী! জয় বঙ্গমাতা!

(গীত)

"বন্দে মাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীম্,
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুর-ভাষিণীম্,
সুখদাং বরদাং মাতরম্॥
ত্রিংশকোটি-কণ্ঠোচ্চারিত জয় জয় নাদে,
ত্রিংশ-কোটি-শির-বন্দিত সরসিজ-পাদে,
পদ্মচন্দ্র শোভা শ্রীমুখচাঁদে।
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং মাতরম্॥
তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম,
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী,
কমলা কমলদল-বিহারিণী,
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং
সুজলাং সুফলাং মাতরম্।
বন্দে মাতরম্।
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং
ধরণীং ভরণীং মাতরম্।"

যবনিকা-পতন।

গ্রাম্য-বিভ্রাট

সামাজিক নক্সা

—:•:—

অমৃতলাল বসু প্রণীত

পাত্র-পাত্রীগণ

রমানাথ স্মৃতিরত্ন	...	অধ্যাপক।
বিজয়	...	উকীল।
সত্যচরণ	...	চিকিৎসা-ব্যবসায়ী।
গোপাল	...	লাইব্রেরীর অবৈতনিক সেক্রেটারী।
উপেন্দ্র, মাণিক, নেপাল, যদু	...	ভদ্রলোকগণ।
ই. এফ্ ম্যাকপোল	...	পোলিটিক্যাল মাষ্টার।
পীতাম্বর	...	ঐ গুরুমহাশয়।
নন্দরাম অধিকারী	...	প্রবীণ ভদ্রলোক।
ঘোলাকামার		
শ্যাম	...	বিজয়ের ভাগিনেয়।
পরাণ	...	চৌকীদার।

গ্রাম্য-স্ত্রী-পুরুষগণ, টেলিগ্রাফ-পিয়ন, ছাত্রগণ, খেংরাওয়ালীগণ, কুলমহিলাগণ, কৃষকগণ, বাস্তকর, জেলে, পাইক, মোদক ও তাহার স্ত্রী, বালকগণ, লবধন মাঝি ও গোফুর সর্দ্দার।

গ্রাম্য-নারীগণ

তারাসুন্দরী, চাঁদমণি, বিন্ধ্যাবতী, মল্লিকা, বিরাজ, বিজলী, তটিনী, দীপনা, মেখলা, সন্তোষ, ছায়া, ধারা।

সূচনা

পল্লীগ্রামের দৃশ্য

গ্রাম্য-স্ত্রী-পুরুষগণ

(গীত)

পু।— (এই) আজ থেকে দেশের কাজে
করবো প্রাণপণ।

স্ত্রী।— বলি, সেইটুকু মন সংসারেতে
দাও না প্রাণধন॥

পু।— দেশে দেশে কমিশনার হবে ইলেকসন্।

স্ত্রী।— টাকার জোরে লাঠির তোড়ে,
মোড়ল সিলেকসন॥

পু।—ভারত-মাতার তরে হবে খুলতে চাঁদার খাতা,
(লম্বা,—লম্বা,—লম্বা) খুলতে চাঁদার খাতা।

স্ত্রী।—আদত মায়ের বিছনা ত দেখছি ছেঁড়া কাঁথা॥
(ইল্লি,—ঝিল্লি,—ঝিল্লি) দেখছি ছেঁড়া কাঁথা॥

পু।— বিধবাদের বিবাহের উপায় করি কি ?—
(ওহো,—ওহো,—ওহো) উপায় করি কি ?

স্ত্রী।—ঘরে থুবড়ো মেয়ে চুবড়ি চাপা
(ওগো—ওগো—ওগো—) পাড়ায় ঢি ঢি॥

পু।— যত আছে প্রেজুডিস, করবো সব অস্ত ;—
(পূজা,—পার্ব্বণ—বামুন-ভোজন)
করবো সব অস্ত।

স্ত্রী।— কাল থেকে যে চাল বাড়ন্ত,
বুঝছো হনুমন্ত ?
(হাঁড়ি ঢন্ ঢন্,—কেঁড়ে ঠন্ ঠন্)
বুঝছো হনুমন্ত॥

পু।— যাক্ সব ছেলেদেরই
পাঠিয়ে দেব বিলাতে ;—
(জাহাজ,—জাহাজ,—জাহাজ)
পাঠিয়ে দেব বিলাতে।

স্ত্রী। এনো বিনোদ সেনের বড়ী,
তা'রা ভুগছে পিলেতে ;
(নগদ,—নগদ,—নগদ)
তা'রা ভুগছে পিলেতে ?

পু।— (তোমাদের) পড়িয়ে আইন প্রিয়তমে
করবো রিফাইন।

স্ত্রী।— (তবে) ভাতে ভাত কে দেবে বেড়ে ?
(ও প্রাণনাথ) বেজে গেলে নাইন॥

পু।— তা'ও ত বটে লেট হ'লে ভাই,—
কাটবে তলব, আফিসেতে ফাইন্।

স্ত্রী।— এই বোঝ ডিন্নার মাইন,—
ঐ রান্না-বান্না মান-কান্না আমাদেরই লাইন।

পু।— নিদেন ছেড়ে জেনানা,
প্রিয়ে বাইরে পাবে যেতে,—
(ঘোমটা, সিঁদুর, সাড়ী ছেড়ে)
বাইরে পাবে যেতে।

স্ত্রী।— সেটা কখন্ হবে প্রাণনাথ,
দিনে না রেতে ?
(সেজে গুজে লাজে জল) দিনে না রেতে॥

গ্রাম্য-বিভ্রাট

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ম্যাড়াপাড়া লাইব্রেরী।

বিজয়, উপেন, সত্য ও গোপাল।

বিজয়। ওহে, অমন ঢিমে চাল চাল্লে হবে না, উঠে প'ড়ে লাগ, উঠে প'ড়ে লাগ।

উপেন। তা বৈ কি, দুটো অ্যানিভারসারি পনের দিনের আড়াআড়ি পড়েছে, হরিসভার ১৩ই, আর ব্রাহ্মসমাজের ২৮এ না ২৯এ বুঝি।

সত্য। ব্রাহ্মসমাজের অ্যানিভারসারির দিন আচার্য্য বামনদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় ত প্রিসাইড করতে আস্‌ছেন?

গোপাল। না; মেজদা'র চিঠি পেয়েছি, তিনি আস্‌তে পারবেন না; তাঁর ছোট খুকীটির হাম বেরিয়েছে, তাঁকে রাত-দিন তার কাছে ব'সে থাক্‌তে হচ্ছে।

বিজয়। তবে,—

গোপাল। তবে আর কি? ভালই হয়েছে, চমৎকার প্রেসিডেন্টের যোগাড় হয়েছে। বামনদাস বাবু কথা দিয়ে পাল্লেন না ব'লে তাঁর স্ত্রী প্রমদাসুন্দরী মুখার্জ্জি নিজেই প্রিসাইড করতে রাজী হয়েছেন; তিনিই আমাদের আচার্য্যের কাজ করবেন।

সকলে। অল্ রাইট! লং লিভ মিসেস্ মুখার্জ্জি, থ্রি চিয়ার্স ফর প্রমদাসুন্দরী।

(ঈষৎ মত্তভাবে মাণিকের প্রবেশ)

মাণিক। কৈ বাবা—কৈ বাবা! এসেছে, এসেছে?

বিজয়। আবার এখানে মদ খেয়ে এসেছ?

মাণিক। নীতিকথা পরে হবে, বল না বাবা—কৈ, কৈ?

বিজয়। কি কৈ?

মাণিক। বলি, এসেছে না কি—এসেছে না কি?

উপেন। কি আবার আস্‌বে?

মাণিক। চেপে যাচ্ছ কেন বাবা আমার কাছে? কোথায় লুকুলে বল?

গোপাল। যাও যাও, মাত্‌লামো করো না।

মাণিক। বলি, প্রমদাসুন্দরী, প্রমদাসুন্দরী ব'লে গাঁ গাঁ কোরে থ্রি চিয়ার্স পাড়ছিলে, আর আমি এসেছি, অমনি মেয়েমানুষটি সরালে বাবা!

সত্য। ছি ছি মাণিক, ও কথা বল্‌তে নাই, তিনি এক জন লেডী, আমাদের কৃপা করতে আস্‌ছেন।

মাণিক। তা এ অধম কি একটু কৃপা-কণা পেতে পারে না?

গোপাল। প্রমদাসুন্দরী মুখার্জ্জির নাম শোননি? বামনদাস বাবুর ওয়াইফ; তিনি এবারকার অ্যানিভারসারিতে আমাদের ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য হবেন।

মাণিক। ও বাবা! সুন্দরী—ছিল—আচার্য্য, সৌন্দর্য্যাচার্য্য! তবে তো দেখছি, আমার ঠাকুর-দাদা শুদ্ধ এবার ব্রহ্মজ্ঞানী হবেন! সত্যখুড়ো, সমাজ টমাজ হয়ে গেলে তোমাদের আচার্য্য-খুড়ীকে দিয়ে আমার ছোট ভাইটির কুষ্ঠীখান ঠিক কোরে দিও।

সত্য। মাণিক, এ দিকে তো বেশ থাক, একটু পেটে পড়লেই তোমার কি হয় বল দেখি?

মাণিক। খুড়ো, মদ ত আর মানুষ না যে, নেমকহারামি করবে; রাহা-খরচ দিয়ে আনা যায়, সুতরাং পেটের ভেতর প্রবেশ করেই আপনার কার্য্য করতে থাকেন।

গোপাল। সে যা হোক, দুটো অ্যানিভারসারি সামনে, ঐ দুটি দিন বাপু মদটদ খেও না, তোমাকেই গাইতে হবে জান ত?

মাণিক। হরি-সভার দিন একটু খাব, তা নইলে আমার চোখ দিয়ে জল বেরুবে না।

দেখেছ তো, একটু মাল টান্‌লে আমি কত করুণা করতে পারি! এক দিন বাবা ছিদেম কোলের দেড়ে ছাগলটার গলা জড়িয়ে ধরেই কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছিলেম। আর বেহ্মসমাজের দিন সকালবেলা খোঁয়াড়ি ভেঙ্গে রাখবো, বৈকালে বরং মটর ভোর আফিং দিও, তা হ'লে আপনা আপনি চক্ষু বুজে আস্‌বে, বেশ ভাবের জমাট হবে।

বিজয়। না না, মিছে পাগলামী করিস্‌নে; অ্যানিভারসারি চুটো হয়ে যাক্‌, তার পর শেষ দিন ব্রাহ্মসমাজের হাঙ্গামা-টাঙ্গামা চুকে গেলে, রাত্রে আমি নিজে থেকে তোকে একটা হুইস্কি খাওয়াব; বলিস ত সেইখানে—যাওয়া যাবে।

মাণিক। কোথায়?—আচার্য্যি খুড়ী প্রমদা?

বিজয়। দুর, বি—আই—ডি—

মাণিক। এচ্—ইউ—এম—ডবলু—থি! কেমন? হুর্‌রে—হুর্‌রে! এইবার তবে একবার গানের মজাটা দেখে নিও। গান বাঁধছে কে? বলো, যেন খান দুই ভাল রকম আড়খেমটার লয়ে রাখে।

উপেন। তা হবে হবে; হরিসভার প্রেসিডেণ্ট ঠিক হ'ল কে, জান সত্য?

সত্য। বাপ্পাস্বামী পিলে।

মাণিক। ও না বাবা! একে ম্যালেরিয়ায় গ্রাম জরজর, আর পিলে ফিলে আনিও না! খোল-করতালের ভিতর বাপ্পাস্বামী পিলে, যকৃৎজী জুজুভয়, এ সব কাজ কি?

বিজয়। না, তোমার ভয় নাই, পিলে ফিলে আর আস্‌ছে না। হরিসভার জন্য হাবুল এবার বড় যোগাড় করেছে।

সকলে। কাকে? কাকে? কাকে ঠিক করেছে?

বিজয়। এক জন হাইদ্রাবাদের ব্যারিষ্টার, সম্প্রতি ক্যাল্‌ক্যাটায় বেড়াতে এসেছেন; মিষ্টার গোলাম কাদের বড় অমায়িক জেণ্টেলম্যান।

উপেন। এইবার যথার্থ অ্যানিভারসারির মতন অ্যানিভারসারি হবে বটে। গেল বারে সেই গোঁসাইটাকে এনে—খালি চিপ চিপ কোরে আছাড় খায়—একটা কেলেঙ্কারি কল্লে। ইনি স্পিকার কেমন?

গোপাল। চমৎকার! ভারী লিবারেল ফিউজ। আবার হাবুল লিখেছে যে, প্রিপারেসনের জন্য তাঁকে একখানা শিশির বাবুর লর্ড গৌরাঙ্গ কিনে দেওয়া হয়েছে।

মাণিক। ও বাবা! মহাপ্রভুও মাই লার্ড খেতাব পেয়েছেন বুঝি! যে টাইটেলের বাজার, ফাঁক পড়বার যো কি! তবে এবার শুধু হরি হরি বোল নয়, (amen amen) এমেন এমেন্ বোল! যা হোক্, ঘোষজার কল্যাণে যদি সাহেবেরা বৈষ্ণব হয়, তা হ'লে মালপোর সঙ্গে মটন-চপটাও চল্‌তি হয়ে যায়, চেহারায় উভয়ের মধ্যে একটু বৈমাত্র ভ্রাতার সৌসাদৃশ্য আছে।

(গীত)

ওরে গোউর গোউর বোল।
মহাপ্রভু মাই লর্ড এবার ঘুচে গেল গোল॥
কাছা খুলে সেণ্ট নিতাই,
হাত তুলে ভাই দিচ্ছে তাই,
ব্রাদার জগাই মাধাই,
তাক্ তাক্ সাঁই বাজায় খোল॥
রেভারেণ্ড অদ্বৈত মত্ত প্রেমরসে,
রীচ সামর্ন্ করছে প্রীচ,
তুলসীতলায় ব'সে,
ক'সে মালপো লুসে নদেবাসী দিচ্ছে হরিবোল॥
নদীয়ার গোউরাঙ্গের কিবা নব রঙ্গ,
সেভিয়র ব'লে এবার ডাক্‌ছে তারে বঙ্গ,
বাগবাজারে বান ডেকেছে
বদ্যিনাথে বিষম গোল॥

গোপাল। ও তামাসা ফামাসা কর, যাই কর, শিশিরবাবুর প্রাণে যথার্থ একটু প্রেম হয়েছে!

সত্য। আর দেখুক না সাহেবেরা, আমাদের অবতারের কি ইউনিভারস্যাল লভ! ওঁর "অমিয় নিমাই চরিত" প'ড়ে আমাদের অনেক বঙ্গভায়ারও ত চৈতন্য হয়েছে।

উপেন। হাঁ, ও দেবতা ফেবতা ব'লে মানি আর না মানি, লেখাটা মিষ্ট বটে।

(টেলিগ্রাফ-পিয়নের প্রবেশ)

টে-পি। বাবু, একখানা টেলিগ্রাফ আছে।

উপেন। কার নামে?

টে-পি। সেক্রেটারি মেড়োপাড়া লাইব্রেরী।

গোপাল। দাও দাও, আমায় দাও।

(টেলিগ্রাম গ্রহণ)

টে-পি। বাবু, আমরা কিছু বক্‌সিস পেয়ে থাকি, অনেকটা আসতে হয়, বিবেচনা ক'রে দেবেন।

মাণিক। দেখি, দেখি, ওতে আমারই খবর আছে, আমার টেলিগ্রাম আসবার কথা ছিল। (টেলিগ্রাম কাড়িয়া লইয়া পাঠান্তে) ওঃ। ই—ই—ই—ই—ই (কম্প) ই—ই—ই—মাসী গো! (পতন ও মূর্চ্ছা)

সকলে। এ কি! কি! কি হ'ল! কি হ'ল! মাণিক! মাণিক!

টে-পি। অ্যাঁ—মৌত খবর! এমন জান্‌লে রাস্তায় ছিঁড়ে ফ্যাল্‌তাম, কে এত দূর আস্‌তো। হাঃ তোর নসিব!

[প্রস্থান।

সকলে। মাণিক! মাণিক! ওহে, জল আন, জল আন। মাণিক, মাণিক! অমন কর্‌তে নাই, ঠাণ্ডা হও!

সত্য। একে নেশা কোরে রয়েছে, তাতে হঠাৎ মৃত্যুসংবাদ!

বিজয়। মদ খাক, আর যাই করুক, মাণিকের প্রাণটা ভারি টেণ্ডার! ভয়ঙ্কর কোমল!

গোপাল। যে টেলিগ্রাম করেছে, বোধ হয়, সে ঐ জন্যই সাবধান হয়ে আমার নামে করেছে; টেলিগ্রামখানা কোথায়?

সত্য। ঐ যে ওর মুঠোর ভিতরেই রয়েছে, আঙ্গুলগুলো একেবারে সিটকে গেছে, খোলা যাচ্ছে না; মাণিক, মাণিক!

মাণিক। ওগো মাসী আমার কাশী থেকে আস্‌ছিল গো!

বিজয়। তার পর—তার পর?

মাণিক। ওরে ভাই, বিধবা মানুষকে সন্দ কোরে জংসনে আটকে ফেলে—

গোপাল। বটে!

মাণিক। সেখানে লঙ্কা দিয়ে ছাতু খেয়ে তাঁর হ্যাচারেল ফংসন বাড়ে!

সত্য। কি সর্ব্বনাশ!

মাণিক। বেলেস্তারা দিতে না দিতেই মাসী আমার ভূতপূর্ব্ব মেসো মহাশয়ের সঙ্গে কনজংসন্ হয়ে যায় গো। এখন আমার যে ভারী ইণ্টার-জেকসন! আঃ! ওঃ—এলাস!—হায়! হায়! হা শকুন্তলে! হা মহাশ্বেতে (সুরে) হা রে রে রে রে ওঠ রে কানাই!

বিজয়। অ্যাঁ! মাতলামো!

মাণিক। তাও কিঞ্চিৎ, বজ্জাতিও কিঞ্চিৎ।

গোপাল। দাও—টেলিগ্রাম দাও।

মাণিক। বলি, পেয়াদা বেটা গেছে?

উপেন। সে তুমি পড়তেই ছুট মেরেছে।

মাণিক। উঃ! কি ধন্বন্তরি ঔষধ! একেবারে অশ্বগন্ধা রসায়ন! হাতে হাতে ফল!

গোপাল। ব্যাপারখানা কি বল দেখি?

মাণিক। আঠারটি পয়সা দাও দেখি বাবা!

বিজয়। পয়সা কিসের?

মাণিক। বলি, একটা টাকা না হয় আটগণ্ডা পয়সাও ত বাঁচিয়ে দিয়েছি। নাও—দাও দাও, খোঁয়ারিটে ভেঙ্গে আসি। আমি অমনি কোরে ডুকরে না আছাড় খেলে ও বেটা কি সহজে যেতো, ছিনেজোঁক, টেলিগ্রামখানি হাতে দিয়েই বেটারা মনে করে, বাবু বুঝি ডারবিতে লাক টাকা মেরেছেন, অমনি ডান হাতখানি বাড়িয়ে বকসিস্‌টা চাওয়া আছে। যা হোক, আজ বেটা খুব অপ্রস্তুত হয়ে দৌড় দেছে! নাও তোমার টেলিগ্রাম নাও, ও কয়লার আঁচড় আমি কিছুই বুঝতে পারিনে, আমায় পয়সা কটা দাও।

গোপাল। তা পেতে পার, পেতে পার। (টেলিগ্রাম পাঠ) হাল্লো!—বাই জোভ!

সকলে। কি—কি—কি?

গোপাল। হাবুলের টেলিগ্রাম; গ্র্যাণ্ড নিউস!

সত্য। ভাল খবর? কি কি—দেখি?

গোপাল। আর দেখবে কি? ম্যাড়াপাড়া ডিক্লেয়ার্ড য়্যান্ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মিউনিসিপ্যালিটী!

উপেন। অ্যাঁ! ম্যাড়াপাড়ায় আলাদা মিউনি-সিপ্যালিটী হ'ল! কত দিনে ইলেক্‌সন হবে?

গোপাল। অতি শীঘ্রই; ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব নিজেই আসছেন, হাবুল শনিবারে আসবে, তার মুখে সব ডিটেল শোনা যাবে। স্কুল, লাইব্রেরী, গারল্ স্কুল, হরিসভা, ব্রাহ্মসমাজ, দাতব্যভাণ্ডার, আমাদের সকলই—এইবার মিউনিসিপ্যাল টাউন হ'ল! আর ম্যাড়াপাড়াকে পায় কে! হিপ হিপ্ হুররে! কম্—প্লেট অস্ কনগ্রাচুলেট আউয়ার-সেল্‌ভস্। (পরস্পর সেকহ্যাণ্ড ও আলিঙ্গন)

গোপাল। হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে! থ্রি চিয়ার্স ফর্ লোক্যাল্ সেল্‌ফ গবর্ণমেণ্ট!

সকলে। হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে! থি চিয়ার্স ফর্ লোক্যাল সেল্‌ফ-গবর্ণমেণ্ট।

গোপাল। হিপ হিপ হুর্‌রে! থ্রি চিয়ার্স ফর্ আউয়ার লেফটনেণ্ট গবর্ণর!

সকলে। হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে! থ্রি চিয়ার্স ফর্ আউয়ার লেফটনেণ্ট গবর্ণর!

গোপাল। হিপ্ হিপ্ হুররে! লং লিভ আউয়ার নোবল্ ভাইশরয়!

সকলে। হিপ্ হিপ্ হুররে! লং লিভ আউয়ার নোবল ভাইশরয়!

গোপাল। হিপ্, হিপ্ হুররে! গড সেভ দি কুইন এম্প্রেস্ অফ ইণ্ডিয়া!

সকলে। হিপ্ হিপ্ হুররে! গড সেভ দি কুইন এম্প্রেস্ অফ ইণ্ডিয়া!

দ্বিতীয় দৃশ্য

গ্রাম্যপথ।

রমানাথ স্মৃতিরত্ন।

স্মৃতি। একেবারে হৈ চৈ বাধিয়ে দিয়েছে! ছোঁড়াগুলো যেন গাঁখানা মাথায় কোরে তুলেছে দেখছি! গ্রামে মুন্সিপাল হবে, একবারে সব আহ্লাদে আটখানা। এখনও ধান দেখেননি কি না! এর পর যে আহ্লাদ বেরিয়ে যাবে, তা বুঝছেন না! মুন্সিপাল নিয়ে আমোদ? মুন্সিপাল মুন্সিপাল? টেক্সর জ্বালায় যখন হাড়ের ছাল ছাড়াবে, তখন বুঝতে পারবেন! কলকেতায় হাতী বাগানে দাদার টোলে দিনকত থেকে মুন্সিপালের তাড়ায় লোকের হাড়ির হাল আমি বিলক্ষণ দেখে এসেছি।

(পরাণ চৌকিদারের প্রবেশ)

পরাণচন্দ্র যে!

পরাণ। আজ্ঞে কে ও? স্মৃটকিরতন মশাই, অবধান হই গো।

স্মৃতি। দূর বেটা বাগ্দীর ঘরের ভোগোল, স্মৃতিরত্ন কি তোর মুখ দিয়ে বার হয় না?

পরাণ। এজ্ঞে, তাই যদিস্যাৎ বেরুবেন, তা হ'লে আপনিই বা লোকে ম'লে বড় বড় ঘড়া আর শালের জোড়া মার কেন, আর আমিই বা সারা রাত জেগে চিক্কুড়ি পেড়ে চোরের বাপান্ত খাই কেন?

স্মৃতি। বলেছিস্ ভাল, বলেছিস্ ভাল বাগের পো; তা এমন সময় পাগ বেঁধে ছুটোছুটি চলেছিস্ কোথায়?

পরাণ। আর চলতিছি কোথায়—পরাণে চৌকীদারের কি মরণ আছে? বাবুরা কি এক হাংনামা বেধিয়েছে, গাঁয়ে মনুসোপলতে হবে, তাই না কি মেজেষ্টোর সাহেব আসবেক, থানায় রূবকো এয়েছে, তার আসবের যোগাড় করতে হবেক, এখন মর্ গে পরাণে মর্, ঘর ঘর ঘোর, আর লোকের গোরু বাছুর টেনে বার কর্।

স্মৃতি। মহাভারত! মহাভারত! চুপ কর, ওগুলো আর কানে শোনাস নে।

পরাণ। ছুদির জন্যি গো, ছুদির জন্যি স্মুঁটকি-রতন মশাই,—সে কাজের জন্যি আমার নিজেরই তিনটে যাবেক দেখতিছি, আরও দশ পনেরটা যোগাড় কর্তি হবেক্। মেজেষ্টোর সাহেব একটা খাবেক আর শালার পেয়াদা হাকিমগুলোন খাবেক দশটা; আর গে আমাদের থানায় সাবনেস পিচকিরিও কোন্ না দু'তিন গে টা চাই, তা ধুম ধড়াক্কি খুব! এবার আমার চৌদ্দপুরুষের মুয়ে গাঁয়ের হিঁদু মোচলমান যা পাঁচ রকম দিচ্ছে, তা পাঁচ সাত বছর আর ছেরাদ কোরে তিল-কলা চটকাতি হবেক্ না।

স্মৃতি। দেখিস্ বেটা, কারুর উপর যেন দৌরাত্ম্য করিস্ নে।

পরাণ। আপনকার মতন ত আমার গলায় দড়ী, মাথায় ব্যাজ নেই যে, বাড়ী বাড়ী গিয়ে মানুষের মাথায় কাদা-গোবর-মাখা পা তুলে দেবো, আর সব ছাগল গোরু আণ্ডা বা'র কোরে দিবেক! ভাল কথা ভস্চাযি্য মশাই, মুরগীর আণ্ডা তলাস কোরে ত গোড়ার পায়ের নলী ছিঁড়ে গেল, আপন-কার সন্ধানে কোথাও আছে বলতি পার?

স্মৃতি। ও গুয়োটা হারামজাদা, আমি মুরগীর আণ্ডার সন্ধান রাখি?

পরাণ। বলি হা দেখ,—ভস্চাযি্য মশাই রেগেই খুন! খেলে ও শূয়ারের আণ্ডী খেলে খেলে, না খেলে না খেলে, তা বলি তলাস রাখতি দোষ কি? আমি চুড়ে চুড়ে হাল্লাক হলাম। কলমদ্দির চাচীর অনেকগুলো পাখী ছ্যাল, তা তার মদ্দাটা মরেছে, সে আর ডিম পাড়ে না।

স্মৃতি। যা যা গুয়োটা, দূর-হ এখান থেকে; সকাল বেলা! দুর্গা! দুর্গা!

পরাণ। মনসোপোল্তে হ'লে গাঁয়ে জুদো টাটি করতে হবেক না, পরাণের বাপ দাদা আছে! অবধান।

[প্রস্থান।

(বিজয়, উপেন, সত্য, নেপাল, গোপাল ও মধুর প্রবেশ)

বিজয়। ম্যারাপ বাঁধতে হবে বৈ কি।

গোপাল। আর দুদিকে দুটো গেট।

সত্য। আর গাঁদা ফুলের মালা।

মধু। আর এক জোড়া নহবৎ।

নেপাল। তা বৈ কি, ভাল কোরে লয়েল্‌টি দেখাতে হবে, রাইট রয়াল রিশেপ্সন্‌! এই যে স্মৃতিরত্ন মশাই, আমরা আপনকার ওখানে গিয়েছিলেম, দেখুন, আপনাকে শীগ্‌গির একটা সংস্কৃত কবিতা বেঁধে ফেলতে হবে।

স্মৃতি। কিসের কবিতা হে?

বিজয়। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে থ্যাঙ্ক দিয়ে।

স্মৃতি। ম্যাজিষ্টর সাহেবের ঠ্যাং দিয়ে কবিতা লিখবো কি রকম?

বিজয়। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! ঠ্যাং নয়, ঠ্যাং নয়; থ্যাঙ্ক,—ধন্যবাদ।

উপেন। আর তার ভিতর লেফটনেণ্ট গবর্ণর, ভাইশরয়, আর কুইনেরও মেনসন থাকবে, বুঝেছেন স্মৃতিরত্ন মশাই, কবিতাটা খুব যেন লয়াল্‌ হয়।

স্মৃতি। লয়দার কবিতা কি লিখতে পারি না, পারি; স্মৃতিতে উপাধি লয়েছি বটে, কিন্তু কাব্যও পড়া আছে। তা ভায়া, ম্যাজিষ্টর সাহেবের দাড়ী মনে পড়লে আদিরস আসবে কেন যে, লয়দার কবিতা লিখবো?

উপেন। আজ্ঞে, সে লয় নয়, লয়াল,—রাজভক্তি—লয়াল্‌টী।

স্মৃতি। ওঃ! তোমাদের ইংরেজী রাজভক্তিতে বুঝি লয় টয় দিতে হয়। যাক্‌ সে যেন লিখবো; এ দিকে ব্যাপারখানা বল দেখি কি? তোমরা এতটা মাতামাতি কচ্চো কেন?

গোপাল। আজ্ঞে, এইবার আমাদের গ্রামের সকল অভাব দূর হ'ল; এক রকম সবই আছে, এইবার মিউনিসিপ্যালিটী হচ্ছে,—কল্‌কেতার সঙ্গে সমানে টক্কর দিতে পার্‌বো।

স্মৃতি। হ্যাঁ, তারা নিজের ভিটেয় বাস কোরে মাসে মাসে টেক্স আপিসকে সমানে ভাড়া গুণে দেয়, সেটা আর বাকী থাকে কেন!

গোপাল। কিন্তু বাসের সুবিধা কত!

স্মৃতি। হ্যাঁ, তা হাতীবাগানে ক'মাস থেকে বিলক্ষণ দেখে এসেছি; নিজের জমী, নিজের ইট, নিজের চূণ-সুরকী, নিজের কাঠ, নিজের টাকা; কিন্তু ছ'টি মাস টেক্স আপিস আর ঘর,—সাধ্য কি যে একখানি ইটের উপর আর একখানি ইট বসায়, যতক্ষণ পেয়াদা-সাহেব না হুকুম দেন। রায়েরা ম'শাই গেল বছর প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা খরচ কোরে একখানি বাড়ী তৈয়ারী কল্লে, তা ছ'বার, ছ'জায়গায় পাইখানা করালে আর ভাঙ্গালে। পূজার সময় দাদা এসেছিলেন, শুনলেম, এখনও তাঁরা নূতন বাড়ীতে বাস কর্‌তে পাচ্ছেন না। দশ কাঠা জমীর ভিতর রাস্তা বন্দী বড় বাবুর রুচির মত পাইখানা আর হ'ল না। কেন ভায়ারা, খাল কেটে গাঙ্গের কুমীর ঘরে আনছো?

বিজয়। ম'শাই, গ্রামের স্যানিটেসন্‌ ভাল হবে কত? এই যে বছর বছর শীতকালে জ্বর হয়,—

স্মৃতি। না, কল্‌কেতায় ও কথাটি বলবার যো নাই, ব্যামোর নামটি নাই! কাশী মিত্রের ঘাট, নিমতলা বুঝি এবার বন্ধ হবে! ডাক্তারেরা সব ভেক্‌ নিচ্ছে! ভায়া, আমাদের পাড়াগাঁয়ে ত জ্বরজাড়ী পেটের ব্যামোটা আশটা; কল্‌কেতায় দিন দিন যে অদ্ভুত অদ্ভুত বিদ্‌ঘুটে ব্যাধির আবির্ভাব হচ্ছে, তা নিদানে পুরাণেও শুনি নাই; সাহেবরাই ব'লে থাকেন যে, ময়লার গন্ধে বাতশ্লেষ্মা-বিকার, ওলাউঠা বসন্তাদি পীড়া হয়; কিন্তু রাজধানীটির অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে সুড়ঙ্গ কেটে ফোঁপরা কোরে কদর্য্য ময়লায় ভরাট কোরে রেখেছেন; আবার গৃহস্থদের উপর হুকুম যে, ঘরের পয়সা ব্যয় কোরে নল বসিয়ে বাহিরের দুর্গন্ধের গ্যাস বাড়ীর ভিতর আন্‌তে হবে।

বিজয়। আজ্ঞে, সে সব ফ্লসিংয়ের বন্দোবস্ত আছে।

স্মৃতি। কৈ, ফসাসিং পসাসিং ত দেখিনে বাপু —তবে চৌবেসিং দোবেসিং এসে দুবেলা শমন জারীও করে, আবার বক্‌শিসও চায়, তা খুব দেখেছি।

গোপাল। না না, আপনি বুঝতে পাচ্ছেন না, জলের কল আছে, কেমন সব ধুয়ে যায়! ওহে, আমি একবার ষ্টেসনের খবরটা নিয়ে আসৃছি।

প্রস্থান।

স্মৃতি। ত্রিশ সালের বন্যা আবার এলে কল্‌-কেতার পয়নালা পরিষ্কৃত হয় কি না, তা সন্দেহ; কলের জল ত দূরে থাক,—এখানেও ত বাড়ীতে একটু আধটু নর্দ্দমা আছে; কত জল ঢালাঢালি কল্লে, তার একটু পঙ্ক সরে দেখছ ত! ভায়া, ও সব সুড়ঙ্গ বিলাতে সাজে; মাংসাহারী লোক, শীতের

দেশ, একটু আধটু বা জমে, তা বরফপাতে ঝামা হয়ে যায়; আমাদের ভেতো নাড়ী, তায় গরম দেশ,—স্তূপাকার পঙ্ক—দুর্গন্ধ শতগুণে বৃদ্ধি পায়, আবর্জ্জনা উপযুক্ত লোক দ্বারা সুদূরপ্রান্তরে প্রেরণই বিধেয়, আর খোলা পয়ঃপ্রণালী হ'লে অবশিষ্ট বিষ সর্ব্বশুদ্ধকারী মার্ত্তণ্ডদেবই হরণ করতে পারেন।

নেপাল। হাঃ হ'ঃ হাঃ! আপনাদের ও সব সেকেলে মত, এগুলো ঠিক বুঝতে পারবেন না।

স্মৃতি। আচ্ছা, সে কালটা তোমাদের কাছে এত অপরাধগ্রস্ত হয়েছে কিসে বল দেখি? ভাল, তোমাদের ইংরেজী মুন্সিপালের সব ব্যবস্থা দেখছ, আর আমাদের গ্রাম্য-মুন্সিপালের শাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থাটা দেখ—টেক্স নাই, অথচ সকল কার্য্য যেন আপনা আপনি নির্ব্বাহ হয়। প্রত্যেক গৃহস্থের উপর বিধি যে, অতি প্রত্যুষে সমস্ত গৃহ মার্জ্জনা কোরে আবর্জ্জনা দূরে কোন গর্ত্তে বা মাঠে ফেলবে; ক্ষেত্রের আবর্জ্জনা সময়ে সারে পরিণত হয়, তার পরে প্রাঙ্গণে গৃহদ্বারে গোময়-জলসিঞ্চন করবে, কলিকাতায় যে সব দুর্গন্ধহারী বিলাতী আরক চূর্ণাদি বাহির হয়েছে, তার দুর্গন্ধ অপেক্ষা গোময়ের গন্ধ কিছু অধিকতর তীব্র নয়; তার পর গৃহে ধুনার ধুম দিবে, সায়ংকালেও আবার ঐ ধুনার ব্যবস্থা! প্রাতঃকালে বা সায়াহ্নে কোন গ্রামে প্রবেশ কল্লে, ধূপ-ধুনার গন্ধে প্রাণ আমোদিত হয়ে যায়, প্রত্যেক হিন্দুর গৃহেই দেব-সেবার জন্য পুষ্পবাটিকা ও তুলসীবৃক্ষ রক্ষার ব্যবস্থা; শুনেছি, আজকাল তোমাদের ডাক্তারেরাও ব'লে থাকেন, তুলসীর গন্ধে ম্যালেরিয়া দূর হয়; বাড়ীতে বসন্তাদি রোগ হ'লে ক্ষৌরকার্য্য ও রজকের দ্বারা বস্ত্র ধৌত-করণ নিষেধ; এ আর পুলিস ডাকিয়ে সংক্রামকতানিবারণ করতে হয় না; হিন্দু ধর্ম্মকে পুলিস অপেক্ষাও ভয় করে; আবক্ষোনিমগ্ন হয়ে পানীয় বা স্নানজল কলুষিত কল্লে, তোমার মুন্সিপালের পেয়াদার পিতামহ ধরতে পারে না, কিন্তু শাস্ত্রে এমন কঠোর পাপের বিভীষিকা প্রদর্শিত আছে যে, পিতৃপুরুষভক্ত ধর্ম্মভীরু হিন্দু স্নানজলে নিষ্ঠীবন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করবে না! হিন্দু রাজ্যে স্বাস্থ্যরক্ষার বিধান ছিল না? সীতাশোকে বিহ্বল রামচন্দ্রকে দরিদ্র ব্রাহ্মণপুত্রের অকালমৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানের জন্য বনে বনে পর্য্যটন করতে হয়েছিল! ভাই, হিন্দু হও! হিন্দু হও! আপনাদের শাস্ত্রে কি কি আছে, একবার আলোচনা কোরে দেখ; ভাল বিবেচনা হয়, বিধিগুলি পালন কর। আর কিছু কর আর না কর, দেখতে পাবে যে, অন্তর্দর্শী আর্য্যব্রাহ্মণগণ দেহ ও মনের স্বাস্থ্যরক্ষার বিধান অতি সুন্দররূপ কোরে গেছেন, সেই নিয়মে আহারব্যবহারাদি কোরে নীরোগ শরীর, প্রফুল্লচিত্ত ও দীর্ঘায়ু হও। হিন্দুর হিন্দু হওয়াই উচিত; হিন্দু হ'লে আর কোন গোল থাকে না; স্বাস্থ্যরক্ষা, গ্রামরক্ষার জন্য কোন বিজাতীয়ের দ্বারস্থ হ'তে হয় না। তাই বলি ভাই, হিন্দু হও; আমার মত ঘণ্টা নাড়া, তর্ক করা, শ্লোক ঝাড়া হিন্দু নয়, যথার্থ শাস্ত্রোক্ত হিন্দু হও; ইহকালে পরকালে সুখী হবে।

উপেন। মশাই, আমাদের যে মিউনিসিপ্যাল রাইট হয়েছে, তাতে শুধু স্যানিটেসন্ স্বাস্থ্যরক্ষা নয়, লোক্যাল সেল্‌ফ গবর্ণমেণ্ট হবে।

স্মৃতি। ইংরাজীটা ভেঙ্গে বল ভায়া।

উপেন। লোক্যাল্ সেল্‌ফ গবর্ণমেণ্ট,—কি না স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন

স্মৃতি। ও বাবা! এও ত বুঝলেম না। ইংরাজীতে গবর্ণমেণ্ট কথাটা বরং কতক বুঝেছিলাম, বাঙ্গালাটা যে তোমার ইংরাজীর চেয়েও শক্ত দাঁড়াল উপেন!

উপেন। কি জানেন, আমরা আপনা আপনি আপনাদের শাসন করবো।

স্মৃতি। কি রকম? বিজয় তোমার কানদুটী দেবে? তুমি সত্যকে ধাঁ ধাঁ কোরে গোটাকতক চড়িয়ে দেবে? যদু গোপালকে আড়কাটায় ঝুলিয়ে জলবিছুটী লাগাবে? আর নেপাল তোমাদের সকলকে এক-ঘরে করবে? কেমন, এই ত?

বিজয়। হাঃ হাঃ হাঃ! স্মৃতিরত্ন দাদা, তা নয়, তা নয়, এর ভিতর ভয়ঙ্কর কথা!—গাঢ় পলিটিকস!—ইলেক্‌সন, পোলিং, ভোটিং! এ আপনাদের বিশেষ মঙ্গলের জন্য হয়েছে, এ সব আপনারা বুঝতে পারবেন না।

স্মৃতি। এ খুব চমৎকার বটে! যাদের মঙ্গল হবে, তারা তার কিছুই বুঝবে না; এমন অবোধগম্য মঙ্গল নিয়ে আমরা করবো কি?

বিজয়। এতে যদি আমরা ইচ্ছা করি, আপনাকেই মিউনিসিপ্যাল কমিশনার, এমন কি, চেয়ারম্যান পর্য্যন্ত কোরে দিতে পারি।

স্মৃতি। ওহো হো হো, সেই ভোটের পালা! সেবারে মেদিনীপুরে একটা বিদেয় আনতে গিয়ে

ও হাঙ্গামা দেখে এসেছি বটে; সে যে লাঠালাঠি কাণ্ড ভায়া। আমাদের এ গ্রামটির ভিতর ঈশ্বরেচ্ছায় আজ পর্য্যন্ত পরস্পর বেশ মিল-জুল আছে; সখ কোরে ঝগড়া-বিসংবাদের বাজ এনে কেন গ্রামখানিকে ছারেখার দেবে? নবাবপুরে সিঙ্গীদের এই ভোট নিয়ে ঝগড়া কোরে বিষয় ভাগা-ভাগী মোকদ্দমায় অত বড় ধরটা একেবারে উচ্ছন্ন গেল। দক্ষিণপাড়ার মুখুয্যেদের এই ভোটের ঘোঁটে দুবাড়ীর ভিতর পরস্পরের অশৌচ লওয়া বন্ধ হয়েছে।

উপেন। আজ্ঞে, আমাদের এখানে আর সে ভয় নাই; আমাদের গ্রামের মিল কি কখন নষ্ট হ'তে পারে? দেখতে পান না? আমরা পরস্পরের জন্য প্রাণ দিতে পারি; এক জনের বাড়ীর কারুর একটু মাথা ধর্‌লে গ্রাম শুদ্ধ গিয়ে সেখানে পড়ি।

সত্য। ঝগড়া-ঝাটির সম্ভাবনা থাকুলে আমি কিছু এ বিষয়ে হাত দিতাম না, আর আমি না উঠে প'ড়ে লাগলে ম্যাড়াপাড়ায় বিশ বছরে স্বায়ত্তশাসন প্রবেশ কর্‌তো না।

উপেন। সত্যদাদার এই কেমন একটা গাগলামী; তুমি উঠে প'ড়ে লাগাতে আমাদের মিউনিসিপ্যাল রাইট হয়েছে কি রকম? আমরা কি কিছু করিনি?

বিজয়। লাইব্রেরীর গেল অ্যানিভার্সারির সময় আমি এ বিষয়ে যে লেকচারটা দিয়েছিলেম—

উপেন। ভাল লেকচার, লেক্‌কার, লেক্‌চার —একটা কথা পড়লেই ঐ পুরনো ধুয়া!

(মাণিকের প্রবেশ)

মাণিক। সাবাস্! সাবাস্! সাবাস্! রাস্তো! এই যে ফিন্‌'ক লেগেছে, বোধন বসেছে! ও বাবা! বল্লারম্ভেই এই,—নবমী পূজো' নাগাদ দেখছি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড হবে।

সত্য। মাণকে, থাম্।

মাণিক। মাণিককে গোবর চাপা দিলে কি হবে বাপ? সাপ যে তোমাদের ঘরের ভিতরেই চক্র ধ'রে বেড়াচ্ছে, 'যেমন আসরে নাম্‌বে ভোট, অমনি সে মার্‌বে চোট।' বিষের গন্ধে সব গলা-বাজীই কচ্ছো, যখন চক্র ঘুরিয়ে বিষ ঢাল্‌বে, তখন দেখছি পটাপট লাঠি চলবে। আমি এই বেলা কিছু বাঁশ কেটে আর ইটের কাঁড়ি কোরে রাখছি, প্রিমিয়মে বিক্রী কর্‌বো।

উপেন। স্মৃতিরত্ন মশাই যাচ্ছেন যে?

স্মৃতি। দাঁড়িয়ে গল্প শুন্‌লে ত ভায়া আর দক্ষিণহস্তের ব্যাপার চলবে না; পূর্ব্বেকার ব্রাহ্মণ-দিগের মুখ থেকে আগুন বেরুত, এখন যে তা আমাদের পেটের ভিতর অহর্নিশি জ্বলতে থাকে ভায়া!

বিজয়। তবে কবিতার কথা ভুলবেন না। গুডবাই।

স্মৃতি। কি ভায়া, গালাগালি, টানাগালি দিচ্ছ না কি?

বিজয়। আজ্ঞে না না, ওটা অভ্যাস বশতঃ; —প্রণাম হই।

স্মৃতি। কল্যাণ হোক, কি জান, তোমাদের ঐ ম্লেচ্ছ ভাষাটা শুনলেই গালাগাল মনে হয়, কি —ক্যাড ম্যাড ড্যাম্ ডোম্, ইষ্টপিড মিষ্টপিড—

[স্মৃতিরত্নের প্রস্থান।

যদু। দেখ বিজয়, লেক্‌চারটার কথা তোমার নিজের মুখে একশবার ব'লো না, ভাল দেখায় না।

বিজয়। সেটা জেলাসী, যার হিংসা হয়, নিজে অমন লেকচার দিতে পারে না, তারি ভাল লাগে না।

(গোপালের পুনঃ প্রবেশ)

গোপাল। ওহে অ্যারাইভড, অ্যারাইভড, মিষ্টার বারওয়েল অ্যারাইভড।

মাণিক। এ দিকে ডিরাইভড, ডিরাইভড, মিসেস্ কোয়ারেল্ ডিরাইভড।

গোপাল। চুপ কর, ম্যাজিষ্ট্রেট এসেছেন, তাঁবু গেড়েছেন, এইবার ইলেকসনের যোগাড় হোচ্ছে।

মাণিক। এ দিকে এঁরাও বন্ধুত্ব ছেড়েছেন, এইবার লাঠির ইলেকসনের যোগাড় হচ্ছে।

গোপাল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আজই এখানে মিটিং করবেন; কোয়াইট্ নিউ আইডিয়া, পোলিটিক্যাল পাঠশালা, সেল্‌ফ গবর্ণমেণ্ট, মিউনি-সিপ্যাল্ ডিবেট্, ভোটিং। এই সব শেখবার জন্য একটি পাঠশালার মতন করবেন। সঙ্গে এক জন ইংরেজ পোলিটিক্যাল মাষ্টার এসেছেন, তিনি থাকবেন, আর ক্যাল্‌কেটা থেকে এক জন বাঙ্গালী পোলিটিক্যাল গুরুম'শাই আনিয়েছেন, তিনি পাঠশালার মতন সকলকে বসিয়ে পোলিটিক্যাল এডুকেশন দেবেন।

মাণিক। আর সাহেব মাষ্টার বুঝি মাঝে মাঝে পোলিটিক্যাল বেত লাগাবেন?

গোপাল। নাও, দাঁড়িয়ে মাতলামো দেখবে, না পাঠশালে অ্যাটেণ্ড করতে যাবে?

বিজয়। তাই ত, আর দেরি কোরে কাজ নাই, চল যাওয়া যাক; তোমরা যাও না যাও, আমি ইলেক্ট হব, আমায় যেতেই হবে আগে।

উপেন। ডাণ্ডা চ'লে যাবে বাবা, ডাণ্ডা চ'লে যাবে। দেখি কে কমিশনর ইলেক্‌ট হয়।

[মাণিক ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

মাণিক। আপাততঃ বাবা গুরুমশায়ের কাছে পোলিটিক্যাল্ বেতের হাত এড়াও—

(গীত)

কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ পোলিটিক্যাল বেত,
হবে দেখো পেটা।
পটাপট্ লাগিয়ে দেবে পিঠে, মনে রেখো এটা॥
তোমলোক তুলো নাকো মাথা,
বহুত বলো নাকো কথা,
সাম্‌নে স্বয়ং হুজুর হাজির,
নয়কো কেও কেটা॥
রাখবে মন ঠাণ্ডা, দিও গণ্ডাতে এণ্ডা,
নৈলে ডাণ্ডা দেবে যণ্ডামার্ক ভেবো বাপু সেটা॥
কোয়েশ্চন ক'রো নাকো পপ,
বেত পড়বে সপাসপ,
গালাগাল গিলবে টপাটপ যবে দেবে যেটা॥
কুইক, কুইক, কুইক, বুটের সুইট কিক,
ভেবে খানিক, দিলে টনিক,
মাতাল মাণিক, ঠোঁট কাটা ঠ্যাটা॥
ধা ধা ধিনিক—ধিনিক্—ধিনিক;
তেরেকেটে তেরেকেটে তেরেকেটে॥

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

খিড়কীর ঘাট।

(তারাসুন্দরী, চাঁদমণি ও বিন্ধ্যাবতী)

তারা। পোড়াকপাল; পোড়াকপাল আমার চাঁদদিদি। না হ'লে অমন ঘরে বেটার বে দিতে যাব কেন?

চাঁদ। কি জান বোন্, এখনকার বৌ, একটু মানিয়ে জুনিয়ে চল্‌তে হয়।

তারা। তোমাদের এক কথা। অই জন্য কোন আবাগীকে আমি ঘরের কথা বলি না। সে দিন উনুনের পাশ—মাছের ঝোলে ভুলে দু'বার নুণ দিয়ে ফেলিছি, তা বাপন্তও করি-নি, পিঠে হাতা পুড়িয়ে ছেঁকাও দিই নি, কথার কথা বোন্ বোলে ফেলেছি যে, এমন হতচ্ছড়া ঘরের মেয়েও চুলোর সংসারে এনেছিলেম, মাথা খেতে সব ভুলে যাই, এটা করতে ওটা মনে থাকে না। ও মা! গ্যাদারী বৌয়ের তা আর গায়ে সইল না! অমনি চোখ দিয়ে নোনাপানি বেরুতে লাগলো, বাখড়ে কিছু দেওয়া হ'ল না, ঘরে খিল দিয়ে শুয়ে কাঁদ্‌তে লাগলেন। বেটা আমার ঘরে এলে সাতখানি ক'রে লাগাবেন। লাগাস্ ছুঁচো বেটী লাগাস, যত পারিস তোর বাবার কাছে লাগাস।

বিন্ধ্যা। হাঁ মামি, তুমিও কি মামাকে অই ব'লে ডাক্‌তে না কি?

তারা। কি ব'লে আবার ডাকব লো?—তোদের একেলে ছুঁড়ীদের মত অত রং সোহাগ কোরে ডাকতে জানতেম না; মুখপোড়া-মিন্‌সে, গতরখেকো—হ'ল ড্যাক্‌রা—এই রকম যখন যা সাদা কথা মুখে আস্‌তো, তাই ব'লে ফেল্‌তেম।

বিন্ধ্যা। ও ত পতিভক্তির কথা, প্রকাশ্যের ডাক—বলি, আড়ালে আব্‌ডালে কি অই ব'লে আবদার টাবদার করতে?

তারা। আ—গেল যা, মদ্দানী ছুঁড়ী, তুই বুঝি জামাইকে তাই বলিস?

বিন্ধ্যা। না, সে আমায় যেয়ে বলে। তুমি না কি তোমার বৌকে অই ব'লে ডেকে তোমার ছেলের কাছে লাগাবার কথা বল্‌ছো, তাই জিজ্ঞেস করছিলেম।

তারা। বল্‌বো না? খুব বল্‌বো, বেটী আমার ছেলে কেড়ে নিলে! সোয়ামী,—সোয়ামী,—সোয়ামী! সোয়ামী যেন বিইয়ে এনেছেন!

বিন্ধ্যা। তা বৈ কি, বিয়নো ফিয়নো কেন? তোমরা যেমন ও রত্ন পুষিপুত্তুর নিয়েছিলে, সেই রকম যা হ'ক একটা কল্লে—

তারা। যা, যা, যা—মিছে মিছে ডেপমো করিস্ নে। বল্‌বে না? গাল দেবো না? সর্ব্বনাশীর নাক চুল কেটে দিইনে, এই ঢের! কান্না,—কথায় কথায় কান্না—রাতদিন অনুক্ষণ।

চাঁদ। ও বোন্, কান্নার কথা আর বলো না; এই পরশু দিন দিদি, বিকেলবেলা ছাদে ব'সে

আছি, এমন সময় আমাদের আবাগের বেটী সোহাগ কোরে আমার কাছে চুল বাঁধতে এলেন। মনে কল্লেম, মরুক গে ছাই, দিই বেঁধে। চুল ত নয়, শোণের রাশ,—সাত হাত লম্বা,—সেগুলো, আঁচড়ে মাচড়ে হাতে সবে জড়িয়েছি, ওদিকে বড়ীগুলো শুকুচ্ছিল, তা হাড়হাবাতে কাক না এসে—পোড়া কাক মরে না, চুলোয় যায় না, চুলোয় যায় না, যম নেয় না, কাকের বাড়ী জোড়া বড়া মরে না, ছাতিম-তলার ঘাটে যায় না!—কোন্ বিধাতা কাক ছিষ্টি করেছে, দেখতে পাই ত ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দি।

বিন্তা। ও চাঁদমাসি, দেখা পাবে না, দেখা পাবে না, দেখা পাবে না। তোমাকে, মামীকে আর মাঝের পাড়ার ইচ্ছে-মাসীকে সৃষ্টি কোরেই বিধাতা-পুরুষ মারা পড়েছেন। এই আমাদের যা দেখছো, এ তাঁর কারিকরের হাতে গড়া, তিনি আর নাই।

তারা। বলি বিন্তে, তুই থাম্‌বি কি। তারপর তার পর দিদি, বৌটার কি হ'ল?

চাঁদ হ্যাঁ, অই বৌ আবাগীর কথাই তো বলছি। তা সেই কাক মুখপোড়াকে তাড়িয়ে দিতে উঠেছি, তা বোন্ বল ভাই, তাড়াতাড়ি কি অত মনে থাকে, চুলোর চুল গোছাটা হাতে জড়ানই ছিল, ছুটে যেতে টানের চোটে হতভাগীর মুখটো বুঝি ছাদের উপর থুবড়ে গেছে, অই ত মুখের ছিরি, পোড়া লোকে যে কি দেখে ও মুখের সুখ্যাত করে, তা ত বুঝতে পারি নি হ্যাঁ, তা দিদি, একটু রক্ত পড়েছে কি না পড়েছে, হতভাগার মেয়ের অমনি বাপের সন্নিপাত হ'ল, ভেয়ের ভলাউঠো হ'ল! ছু' চোখের ঝারানী দেখে কে!

বিন্তা। এ্যাঁ! এমন বজ্জাত বৌ, হ্যাঁ চাঁদ মাসি, তুমি দয়া কোরে মুখটো থুবড়ে দিলে, অমনি খানিকটে রক্ত পড়লো, ফাঁকি দিয়ে ঠোঁট দুখানা রাঙ্গা হ'ল, তবু তোমার একটু পায়ের ধুলো চেটে খেলে না গা? কাঁদতে বস্‌লো? শুনেছিলেম, তোমার শাশুড়ী তোমাকে একবার একখানা পোড়া কাঠের চেলার বাড়ি মেরেছিল, তা হ্যাঁ মাসি, তুমি সে সময় কি করেছিলে? হাঃ হাঃ কোরে হেসেছিলে? না ঘুরে ঘুরে খ্যাম্‌টা নেচেছিলে?

চাঁদ। কি করেছিলেম! থাকতিস্ যদি দেখতে পেতিস্—খ্যাম্‌টা নাচবো? তোরা খ্যামটাওয়ালীর বৌ হয়েছিস্, তোরা খ্যাম্‌টা নাচিস্, আমি সেই পোড়া কাঠ কেড়ে নিয়ে মাগীর মুখের ভিতর দিয়েছিলেম,—যেমনকে তেমনি; হাড়ে নাড়ে জ্বালিয়েছে, তারা দিদি, হাড়ে নাড়ে জ্বালিয়েছে,—যত দিন বেঁচে ছিল, একটি দিনের তরেও আমায় সোয়াস্তি পেতে দেয় নি! এমন বৌ কাঁটকী শাশুড়ী বোন্ কখন দেখিনি! আমি মিন্‌সের ঘরে ঢুকলে মাগীর যেন বুকে ঢেঁকি পড়তো। আমাদের এই সব ঠাকরুণরা তেমনি শাশুড়ীর হাতে পড়তেন, তবে একবার মজাটা টের পেতেন! আমরা না কি নিতান্ত ভালমানুষ, পোড়া মুখে সাত চড়ে কথা বেরোয় না, আমরা না কি মারতে জানি নি, তাই ভালখাকীর বেটীরা ত'রে যাচ্ছেন! মুখে আগুন,—মুখে আগুন, মরে না, ভাতার-খাকীদের যম নেয় না। আমি আবার ছেলের বে দিয়ে আনি।

বিন্তা। না, ও কথাটি কারুর বল্‌বার যো নাই। গালাগালিটি কাকে বলে, তা আমার চাঁদমাসী জানে না! আশীর্ব্বাদ বই কথা ক'ন না!

চাঁদ। ইচ্ছে ত আশীর্ব্বাদ করি, তা সর্ব্বনাশীরা ভাল কথা বল্‌তে দেয় কৈ? আর এক দিন করেছে কি বোন্—পূজোর সময় ওর বাপ মিন্‌ষে একখানা ঢাকাই দিয়েছিলো, তা মনে করেছিলেম, আমার মেজ মেয়ে নন্দী এই চইত্তির মাসে সাধ খাবে, সেই সময় তাকে সেইখানা পাঠিয়ে দেব। তা বলা নাই, কওয়া নাই, সে দিন বিকালে কি না সেইখানা বার ক'রে পরেছে! ঢাকাই প'রে বাহার দেওয়া হয়েছে! ভাতার ভালবাসবে,—ভেড়া হবে!

তারা। তা বল চাঁদ দিদি বল,—এ সব দেখে শুনে কি পোড়া সংসারে এক দণ্ড তিষ্ঠুতে ইচ্ছা করে? সর্ব্বনাশীর বাপ এবার যে পোষড়ার তত্ত্ব করেছে, দেখতিস যদি তো অবাক্ হতিস্!

চাঁদ। পোষড়ার তত্ত্ব এসেচে না কি? কৈ তারা দিদি, আমি ত কিছু জানি নি।

তারা। কোত্থেকে জান্‌বি? সে কি জানাবার? সবে পাঁচখানি নাগরী গুড় দিয়েছে, তা কার মুখে দেব? অই ভাঁড়ার ঘরের কোণে বুঝি অমনি প'ড়ে আছে, আমি চক্ষেও দেখি নি।

বিন্তা। ও মা, ছি ছি ছি! এই পোষড়ার তত্ত্বে সবে পাঁচখানি নাগরী গুড়! আমি শুনেছি, কল্‌কেতার কোন্ মেয়ের বাপ একবার জামাইবাড়ী পোষড়ার তত্ত্ব করেছিল; তা ও নাগরী ফাগরী

নয়, একেবারে দশবারটা খেজুরগাছ তুলে পাঠিয়ে দিয়েছিল, সবগুলোর গলা ধ'রে এক একটা জ্যান্ত শিউলি ঝুল্‌ছিল।

তারা। বিন্তে বুঝি শ্বশুরবাড়ী থেকে এবার এত বাচালপনা শিখে এসেছিস্‌?

বিন্তে। মাইরি মাসী মাইরি! এরা চোখে দেখে এসেছে, কল্‌কেতায় কোন্‌ বড় মানুষের বাড়ীর গিন্নী গায়ে-হলুদের তত্ত্বে জলের জালা উনুনের কাঠ পর্য্যন্ত দিয়েছিল; আর তাঁর বৌ প্রসব হ'লে বেটেরা পুজোর তত্ত্বের সঙ্গে হোটেলের বিস্কুট, এক বোতল পোর্ট মদ, আর বিধাতা পুরুষের তামাক খাবার জন্য একটি রূপো-বাঁধান হুঁকো দিয়েছিল!

তারা। তা আশ্চর্য্য কি হবে! এখন কত কি নূতন হয়েছে, আমাদের এ মুখপোড়া কুটুমরা কি সে সব জানে? দেখ না, ঝি-জামাইকে কি উপরো-উপরি তিন বছর শালই দিতে হয়? কোথাকার পুরোন স্বর্ণোণ ছিল বুঝি, হলুদ দিয়ে ঘরে ছুবিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁরে মুখপোড়ারা, চুলোর শাল নিয়ে কি আমি ধুঁয়ো দেব? কেন? ভাল ভাল কত বিলিতী গায়ের জিনিস উঠেছে, তাও একখানা যোটেনি?—দিলে সর্ব্বনাশ হয়ে যেত—বাড়ীতে আগুন লাগতো?

বিন্তা। হ্যাঁ, অমন ভাল ভাল রেফার, ফরাসী ছিট, এ সব থাক্‌তে শালের জোড়া—ছ্যা!

চাঁদ। ও দিদি! তোমার ত তত্ত্ব করেছে, আমি এমন ভোমের চুবড়ী ধুয়ে ঘরে এনেছিলেম যে, একেবারে মূলে হাবাত। মিন্‌ষে বুঝি কোথায় পোড়া চাক্‌রী কর্‌তো, তা চুলোয় গিয়েছে, আর তার ছোট ভাইটে, এই ছুঁড়ীর কাকা,—গেল কার্ত্তিক মাসে জ্বরবিকারে মরেছে, তা এবার আর হাবাতে মিন্‌ষের তত্ত্ব কর্‌তে কড়ি জুটলো না। মাগী নাকে কেঁদে ব'লে পাঠিয়েছেন যে, 'এবার বেয়ানকে আমায় মাপ কর্ত্তে বলো।' মাপ কর্‌বো এখন ভাল কোরে, আসুক না মেয়ে নিতে! ছাতিমতলার ঘাটে চিতে কেটে সর্ব্বনাশী বেটীর মাপ কর্‌বো।

বিন্তা। এ্যাঁ—কি আক্কেল! কি আক্কেল! মাগীর দেওর ম'ল ব'লে তত্ত্ব কল্লে না গা? দেওর গেলে অমন কত দেওর হবে, তত্ত্ব ত আর হবে না!

তারা। তা মরুক! তত্ত্ব মত্ত চুলোয় যাক্‌; আবাগীর বেটী, ভাই, আমার অমন বেটা পর কোরে দিলে! ছেলে আমার রাত্তিরে প'ড়ে আসতো, আর অই চাল্‌তাতলা থেকে মা মা ব'লে চেঁচাতে আরম্ভ কর্‌তো; এক ঘণ্টা ধ'রে রূপকথা বল্লে তবে ঘুমুতো; এখন কি না, সেই বেটা আমার শনিবারে শনিবারে কলকেতা থেকে বাড়ী আসে, আর আমার সঙ্গে দু দশটা কথা কইতে না কইতেই বেটীর ঘরে গে সেঁধোয়।

(গীত)

হাড়ে নাড়ে জ্ব'লে মলুম,
বৌ এনে কোন ঘরে।
অমন বেটা পর করালে
বেটী এমনি গুণ ধরে॥
ছিল ছেলে কত ভাল, জান্‌তো না সে মা বই,
তারে কানে ধ'রে ওঠায় বসায়,
এমনি বেটী দিগ্‌বিজই,
লুকিয়ে লুকিয়ে কত কি লো
কিনে আনে বেটীর তরে।

তারা ও চাঁদ। ও বোন্‌ দুজনেরই কপাল সমান
দিয়ে বেটার বিয়ে গেল মান,
প্যান্‌পেনিয়ে কেঁদে মরে,
আবাগীরে বসতে বল্লে সরে॥

চাঁদ। এ সোমবারে যে ছেলে তোমার কল্‌কেতায় গেল না?

তারা। পোড়া কোম্পানীর কি ভোট হবে শুন্‌ছি, তাই নিয়ে ঘোঁট কোরে মেতে আছেন।

চাঁদ। তা নয় দিদি, তা নয়, অই বৌ বেটীরাই মন্তরা দিয়ে আটকে রেখেছে। আমার বেটাকেও আফিস কামাই করিয়েছে; ডাইনীরা কি কম! ওদের মা আবাগীরা কামিখ্যের ডাকিনী। তাদের কাছে থেকে সব মন্তর শিখে এসেছে! আমার বৌটার চুলের ভেতর একটা মাদুলী লুকোন আছে দেখেছি, "তার ভেতরে কামিখ্যের ফিঙ্‌ড়ে-শ্যালের রক্ত আছে!

তারা। চ' বোন চ', আবার হয় ত গিন্নীপনা কোরে আমি না যেতে যেতেই ঘরে সন্ধ্যে দিয়ে ব'সে থাক্‌বে। মরে না—মরে না—মরে না!

চাঁদ। চুলোয় যায় না—যায় না—যায় না, বাসীমড়া হয় না—হয় না—হয় না!

[উভয়ের প্রস্থান।

বিন্তা। সর্ব্বনাশ! দুর্গা রক্ষা করেছেন যে, মামীর মতন শাশুড়ীর হাতে পড়িনি। চাঁদ মামীও ফেলা যান না;—আচ্ছা, এরাও ত এককালে বৌ ছিল,—আপনার মন দিয়ে পরের মন বোঝে না?

না, চুল পাকলে বয়েসকালের কথা সব ভুলে যায়? অন্নপূর্ণা শাশুড়ী আমার—সাধে কি তাঁর পাদকজল খাই!

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

তাঁবুর সম্মুখ।

ইংরাজ পোলিটিক্যাল্ মাষ্টার,

গুরুমহাশয় ও ছাত্রগণ।

গুরু। ডেকে ডেকে নাম্‌তা ল্যাখ্, ডেকে ডেকে নাম্‌তা ল্যাখ্;—

* এককে এক, আগে ভোটের যোগাড় দেখ,
দু'য়েকে দুই, যারে পাই তারে ছুঁই।
(এই ল্যাখ) তিনেকে তিন, ভোটার দেখবে টিকি ঐ ক'দিন।
(তার পর) চেরেকে চার, ইলেক্ট হ'লেই পগার পার।
(এইবার) পাঁচেকে পাঁচ, বছর তিন নাক ডাকিয়ে বাঁচ।
(ল্যাখ ল্যাখ) ছয়েকে ছয়, কথা কইলে বেশী ধনঞ্জয়।
(তোমার গে) সাত্তেকে সাত,
কারুর তুল্লে চলে হাত।
(হেঁকে ল্যাখ) আটেকে আট,
বোকা হ'লে দিনরাত্তির খাট।
(ভুলিস্‌নে) নয়েকে নয়,
ভাতে খিচুনী খাবার ভয়।
একে শূন্যি দশ দশেকে দশ,
সেয়ানা ছেলে আপন গণ্ডা কস্।
সেলামে সরকারের পো বশ।

সত্য। আয় আপনারা লিখি, এগারকে এগার,
পায়ে ধর আর ভোট কাড়।

গুরু।—
আচ্ছা আচ্ছা থাক, এখন পাত্তাড়ী দে রেখে,
দুটো জ্ঞানের কথা নে শিখে॥
এ পোলিটিক্যাল বিদ্যে নয়কো বড় সোজা,
কড়ায় গণ্ডায় চলে নাকো দিতে হয় গোঁজা।

---

* এই নাম্‌তায় প্রত্যেক চরণ প্রথমে গুরুমহাশয় পরে ছাত্রেরা সমস্বরে বলিবে।

উপেন। গুরুমশায়, চাণক্য-শ্লোক ব'লে দিন না।

গুরু। চাণক্য-শ্লোক শিখবি? তা সে বিদ্যা আমি চূড়ান্ত দিতে পারবো; তোরা জানিস্ ত আমি পশ্চিমে টোলের পণ্ডিত করতেম। আচ্ছা নে নে, গোটা দুই তিন শ্লোক শিখে রাখ, তা হলেই হবে, ওরির ভিতর সব আছে।

নিখিল। ব'লে দিন না গুরুমশাই।

গুরু।—
সাহেবঞ্চ বাঙ্গালীঞ্চ নৈব তুল্য কদাচন।
সাহেব দদাতি থাপ্পড়, বাঙ্গালী হর্ষে খাদতি॥
শ্বেত-চর্ম্ম-বর্ম্ম সাহেবঞ্চ রক্ষতে সর্ব্ববিপদে।
কৃষ্ণচর্ম্মাবৃত্ত প্লীহা ফাটান্তি চ পদে পদে॥
পর্ব্বতে রাজতে গোরা, পীড়িতং পুষ্প সৌরভে।
ড্রেনাঘ্রাণে বর্দ্ধিতং বঙ্গ, শ্রীযুক্ত সপাল গৌরবে॥

নেপাল। বাঙ্গালা কোরে মানে ব'লে দিন গুরুমহাশয়।

গুরু।—
সাহেবেরা আমাদের তুল্য নহে হক্।
সাহেব থাপ্পড় দাতা বাঙ্গালী খাদক॥
শ্বেত চর্ম্মে সাহেবের সর্ব্বদোষ কাটে।
কাল-চাম-ঢাকা পীলা পদে পদে ফাটে॥
গিরি-বাসে পুষ্প বাসে সাহেবের যক্ষ্মা।
মুন্সিপাল ড্রেনাঘ্রাণে বঙ্গ স্বাস্থ্য রক্ষা॥
শুনলি—ভাবার্থটা প্রণিধান কল্লি?

সকলে। করেছি গুরুমশাই।

সত্য। আমার ঠাকুরদাদাও ওই কথা বল্‌তেন গুরুমশাই, আর বল্‌তেন,—'গোরারে পূজিলে কালা ধন-মান পায়।'

গুরু। বটে, বটে, বল্‌তো? তা বেশ। যত কিছু পড়বি, রাজনীতি শিখবি, স্বাধীন হবি, ঠাকুরদাদার ঐ রাজনীতিটুকু কখন ভুলিস্‌নি বাবা! এ বিদ্যাটি ঠেকে শেখা বাবা! সবারে মনে রেখো যে, কলিযুগে গৌরাঙ্গই দেবতা। কৃষ্ণকান্ত যতই বড় হউন, তিনি উপাসক মাত্র। ও ছোট বড় নাই, সাহেবের মহেশ্বর থেকে মাকাল পর্য্যন্ত আর দুর্গা থেকে বনবিবি পর্য্যন্ত সব বড় ঠাকুর; বরও দিতে পারেন, শাপ দিয়ে ভস্মও করতে পারেন; আবার নীচু ঠাকুরের শাপটাই কিছু বেশী জাগ্রত। পণ্ডিত হও, স্বাধীন হও, হাকিম হও, যা কর, ছোট বড় কোন ঠাকুরটিকে অমান্য ক'র না; বেশ কোরে পূজা ক'র।

উপেন। কেমন কোরে পুজো করবো গুরুমশাই, শিখিয়ে দিন না।

পোলি-মাষ্টার। Tell them to learn this of the State-Scholars, to be nominated hereafter, most of them are expart in this chapter of Political Theology.

গুরু। সাহেব মাষ্টার মশাই বললেন যে, দেখ,—

উপেন। ও বুঝ্‌তে পেরেছি গুরুমশাই, আমরা ত ইংরাজি জানি।

গুরু। কে রে ও?

নেপাল। গুরুমশাই, উপেন।

গুরু। বটে রে উপেন? ধ'রে নিয়ে আয় এই দিকে, যদো, ব'সে কি ক'চ্ছিস্? ধ'রে নে আয় উপেনকে; (যদু কর্ত্তৃক উপেনকে ধৃত করিয়া আনয়ন) বড় যে বল্‌ছিস্ বুঝতে পেরেছি? বেতগাছটা কোথা রে?

উপেন। আর করবো না গুরুমশাই, এইবারটা মাপ কর, এবার থেকে আমি খুব বোকাহাবা হব, যা শিখেছি, সব ভুলে যাব।

গুরু। যা করেছিস্, তার কি? হাত পাত বলছি।—(বেত্রাঘাত)

উপেন। (ক্রন্দন) আঁ্যা—আঁ্যা—আঁ্যা! মা সরস্বতী দূর হয়ে যা! তোর জন্যেই ত আমি মার খেয়ে মলেম!

গুরু। নেপলা—বল দেখি উপনে কেন মার খেলে?

নেপাল। তা বুঝি জানিনে গুরুমশাই? ও যে বিদ্যে ছরকুটেছিল—এটা যে পাঠশাল, আমরা যে পলিটিকের ক'চিখোকা, হাতছড়ি খেয়ে শিখতে এসেছি, এখানে কি বিদ্যে ছড়াতে আছে?

গুরু। বেশ; নে চাণক্য-শ্লোক শুনছিলি শোন—

ব্যাঘ্রবৎ গোরা লোকেষু, আত্মজাতিষু তৃণবৎ।
পত্নীবৎ আত্মকার্য্যেষু, যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ॥

এর মানে হচ্ছে—

ব্যাঘ্র প্রায় দেখে গোরা দূর হ'তে নমে।
তৃণ যেন নিজ জাতি পদতলে দমে।
পত্নী প্রায় নিজকার্য্যে যত্নে কোলে টানে।
পণ্ডিত বলিয়ে তারে সকলে বাখানে॥

বিজয়। এটা আমি খুব শিখেছি গুরুমশাই, উপনে আমার সঙ্গে পারে না।

উপেন। বিজয় মিছে কথা কচ্চে গুরুমশাই, আমি ওর পরে জন্মেছি, তবু কত এগিয়ে গিয়েছি

গুরু। আচ্ছা, আচ্ছা, বেশ; তোরা সকলেই ভাল, আর একটা শ্লোক লিখে রাখ, আজকে এই পর্য্যন্ত।

স্বভাব যাদৃশী যস্য ন জহাতি কদাচন।
অঙ্গারং শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি॥

এটা বেশ সাদা কথায় বুঝিয়ে দি; যার যেমন স্বভাব, তার তা কখন শোধরাবে না; যেমন কয়লাকে একশবার ধুলেও তার রং বদলায় না। তাই বলছি বাপু এটি বেশ কোরে মনে রেখ, তোমাদের যার যা স্বভাব, মলেও যাবে না; সুতরাং বেলকুল শোধরাতে চেষ্টা কর না—কর না—কর না।

নেপাল। হাঁ্যা গুরুমশাই, ঠিক বলেছ মশাই! আমার বাড়ীতে আমায় ঢের রগড়েছিল, তা ছুয়ের এক দিকও পরিষ্কার হল না। এ দেখুন, উপরের রং যেমন আছে, ভেতরের রংও তেমনি।

গুরু। আচ্ছা, খবরদার, বাড়ীতে বলিস্, চাণক্য পণ্ডিতের মানা, বাবুদিগর না তোরে আর রগড়ায়; তুই শোধরাবিনি, শোধরাবিনি, মলেও শোধরাবিনি, তা হ'লে শাস্ত্র মিথ্যা হবে।

পঃ মাঃ। Now Guru Mashay, I am going to drill them in the most sublime of all depromatic arts, I mean the Grand Art of saalmaing.

গুরু। Oh my Lord Master! I am L L D in that department trained at Court, আপ খাড়া হোকে দেখিয়ে, হ্যাম্ লোগ্‌ সেলেস্ শিখলাওয়ে; আগর মেরা ভুল ভ্রান্তি, গল্‌তি ফল্‌তি হোয়ে, আপ দস্তুর মাফিক করেকট কর্ দিজিয়ে।

পঃ মাঃ। All Right, All Right! When I am Chairman, perhaps I may make you my vice.

গুরু। Thank you my Lord! I Vice my Lord? I am vice from head to foot, vice is my trade, occupation, examine me. I am vice by nature, my life is vice, I am born for President of vice.

পঃ মাঃ। Well, well, go on with the Drill.

গুরু। ওহে ছোকরা বাবুরা, সব শুন্‌লে ত, বুঝলে ত?

উপেন। গুরুমশাই, আজ্ঞা করেন ত বুঝেছি, আর বুঝলে যদি বিতিয়ে দেন ত বুঝিনি।

গুরু। হা হা, ঠিক বলেছ। কি জান, এই পোলিটিক্যাল বিদ্যার মধ্যে সেরা বিদ্যা হচ্ছে সেলাম; তেল মাখান এক রকম বিদ্যা আছে বটে, তা সে যখন কলেজে যাবে; পাঠশালের পক্ষে সেটা একটু শক্ত। তা যাক্, সেলামটা ভাল কোরে শিখ্‌তে হবে; সব সারবন্দি হয়ে দাঁড়াও দেখি।

বিজয়। আজ্ঞে গুরুমশাই, হুজুরকে বলুন যে, ও বিদ্যাটা আমার বাড়ীতে কতক কতক শেখা আছে, মুন্‌সেফ-কোর্টে উকিলী কর্‌বার জন্য আমি প্রাইভেট ষ্টডি করেছিলুম।

সকলে আমরা বুঝি জানি না?

গুরু। আচ্ছা আচ্ছা, বোঝা যাবে। অ্যাটেন-সন, সেলাম চাপরাসী।

সকলে। (বিবিধ প্রকার সেলাম করিয়া) গুরুম'শাই, হল না।

নেপাল। গুরুমশায়, সেলাম-চাপরাসী কি, বুঝিয়ে দিন।

গুরু। কি জান, যেমন আগে ঢুণ্ডি গণেশের পূজা দিয়ে তার পর বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণার পূজা কর্‌তে যেতে হয়, তেমনি আগে দরজায় চাপরাসী সাহেবকে সেলাম কোরে তবে হুজুরকে সেলাম কর্‌তে যেতে পায়।

সত্য। উঃ! শাস্ত্রের কি মহিমা!

গুরু। সেলাম চাপরাসীর আবার নম্বর এক দুই তিন, এই রকম আছে;—কমিশনার, ম্যাজিষ্ট্রেট, জয়েন্টের সবার চাপরাসীর আলাদা আলাদা সেলাম, তোমাদের এই ইংরেজী স্কুলে গিয়ে কোন কোন ছোকরা বাবু, একটা হাত ঘুষি পাকিয়ে তুলে, ঘাড়টা গিরগিটির মতন নেড়ে সেলাম কর্‌তে শিখেছেন; সে সেলামটা নিতান্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ, তাতে যে করে, তার কুম্ভীপাক হয়।

নেপা। গুরুমশাই, নরকের কুম্ভীপাক কি কতকটা আলিপুরের ঘানিপাকের মতন?

গুরু হাঁ, দেখেছ ত? কিন্তু তা সহ্য কর্‌তে পেরে থাক ত এ আর সহ্য হবে না। তার পর সেলাম ইরাণী, সেলাম মোগলাই, সেলাম কাশ্মীরী, সেলাম গোলামী—এই রকম নানান সেলাম আছে, মাথা উঁচু রেখেও সেলাম আছে, সে মিলিটারী, আমাদের বাঙ্গালীর পক্ষে নয়। যেমন শূদ্রকে বেদ পড়তে নেই, তেমন বাঙ্গালীকেও ঘাড় খাড়া সেলাম কর্‌তে নেই। আমি বাবা, সব রকম সেলাম শিখে তবে গুরুমশাই হয়েছি। তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি, এক দিনে হবে না, ক্রমে শিখবে।

বিজয়। আজ্ঞে, আমার খুব মুখস্থ হয়, আপনি ব'লে দিন না, দেখবেন আমি ফুল নম্বর পাব।

গুরু। মোটামুটি একটা হিসেব বুঝে রাখ; এ দিক্‌কার সব সেলামই একেবারে কপাল থেকে কোমর অবধি নামবে, তার পর কোন্‌টায় বা এক হাত, কোন্‌টাতে দু'হাত নামান আছে, হাত বরাবর ঠেকবে কপালে। ঐ কপালে ঠেকানর উপরই কপাল ফেরার মার-প্যাঁচ, কিন্তু দেখো বাবা! কপাল ফেরাতে গিয়ে যেন ভেঙ্গে ফেল না! এই জয়েন্ট সাহেবের চাপরাসীর কাছে মাথা নোয়াবে নয় ইঞ্চি, আর হাত কপাল থেকে থাক্‌বে এগার ইঞ্চি নীচে; তার পর খোদের চাপরাসীর বেলা তার চেয়ে তিন ইঞ্চি, কমিশনের বেলা নয় ইঞ্চি, এই রকম বাড়তে বাড়তে চল্‌বে। আবার আক্কেল থাকলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এর সেলাম ওকে দিতে হয়, সেটা নিজের গরজ বুঝে। শেষ এদিক্‌-কার শাস্ত্রে পণ্ডিত হয়ে সেলাম গোলামী শেখা, তখন একেবারে অর্জ্জুনের গাণ্ডীবের মতন নুয়ে পড়বে, আর দু'হাতের দশ নখে মেদিনী বিদারণ কোরে মাটী তুলে কপালে সাতবার দেবে। এইবার এস, দেখি সব আমি যেমন যেমন ব'লে যাই তেমনি তেমনি কর্‌তে থাক। সেলাম চাপরাসী—চাপরাসী জয়েন্ট; চাপরাসী খোদ;—চাপরাসী কমিশনর;—সেলাম ইরাণী;—সেলাম মোগলাই—সেলাম কাশ্মীরী;—এইবার সেলাম গোলামী।

ছাত্রগণ। কেমন গুরুমশাই হচ্ছে, ত—পাচ্ছি নে?

গুরু। বেশ হচ্ছে, বেশ হচ্ছে, তোমরা খুব বাহাদুর ছেলে, এক এক জন সরস্বতীর বরপুত্র দেখছি।

পঃ মাঃ। They are doing very well.

গুরু। Yes my Lo.d (স্বগত) এরা প্রথম দিনই যে রকম দেখালে, ভাবছি, আমার অন্ন না যায়! দেখছি ত এরা দু'দিন বাদে নিজেরাই এক এক জন গুরুমশাই হয়ে দাঁড়াবে।

পঃ মাঃ। Tell them I am much pleased with their first days progress, really they have manners.

গুরু। সাহেব বড় সন্তুষ্ট হয়েছেন, শুন্‌ছো ত?

বিজয়। অদৃষ্ট।
উপেন। Luck।
সত্য। কপাল।
নেপাল। Yes, forehead.
পঃ মাঃ। Well Gurmashaya, come away.
গুরু। Yes my Lord, your humble servant, ওহে সাহেব যাচ্ছেন, সেলাম কর,— সেলাম কর।

[ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রস্থান, পশ্চাৎ পশ্চাৎ গুরুমহাশয়ের প্রস্থান ও ছাত্রগণ কর্তৃক সেলাম।

বিজয়। দেখলে সত্যদা, মাষ্টার হুজুর আমার দিকেই চেয়ে চেয়ে হাসলেন।

সত্য। বিজয়, তুমি অমন আত্ম সারাগে কেন বল দেখি? তোমার দিকে চাইলেন, না আমার দিকে চেয়ে হাসলেন?

উপেন। বলি হ্যাঁগা, আপনার গুমরেই মত্ত আছ, একটু আঙ্গুল নেড়ে যে আমার সেলামটা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, তা দেখেছ কি?

নেপাল। যেই যা ভাব, হুজুর আজ আমায় যে মাহুটি দিয়েছেন, তা তোমাদের কারুর বরাতে হয় নি। যখন সেলামের সময় পাইচারী কোরে দেখছিলেন, তখন কি কেউ একটু নজর করেছিলে? আমি যখন সেলাম গোলামী করি, তখন হুজুর অমনি একটু ইসেরায় ডানপায়ের বুটের আগাটি আমার দাড়ীতে ঠেকিয়ে দিয়েছিলেন। দেখো, বেঞ্চ যদি হেথা হয়, আগেই আমি অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট হব।

বিজয়। তা, বেশ ক'র, হয়ো, কিন্তু হাজার টাকা দিলেও তোমার কোর্টে আমি প্লীড করতে দাঁড়াব না; পাঁঠার সামনে আবার পাঁঠা হাড়কাঠে ফেল্‌বো কি বাবা।

সত্য। তোমরা পাঁঠা ফেলা-ফেলি কর, আমি যাই, একবার যতগুলো পারি হাবুলের জন্য ভোট যোগাড় দেখি।

বিজয়। বটে, আমরা যাব না? বাড়ী বাড়ী আমায় ঘুরতে হবে।

সকলে। আমরাও ত ভোট আদায়ে যাচ্চি।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

ছায়ার পিত্রালয়ের অন্তঃপুরস্থ উদ্যান।

ছায়া, সন্তোষ, ধারা ও সখীগণ।

সন্তোষ। ঠাকুরঝি, ভাবিসনিকো ভাই,
বল কোরে কাজ কামাই,
কেমন কোরে আসবে ঠাকুর জামাই?
একটিবার পেলে ছুটী,
আসবে দেখি ছুটোছুটি,
ধোরে তোমার চরণ দুটি ভাসবে নয়ন-জলে।
ছুটবে বন্যা ঠাকুর-কন্যা তোমার জলতরঙ্গ মলে।

ছায়া। আমার ভায়ের বধূ ধনী,
মুখখানি নয় মধুর খনি,
নামে সন্তোষ, কাজে সন্তোষ, তুষতে জান মন,
নইলে ভাই আমার কি পাগল হয়ে
প্রাণ দিয়েছে পণ।
দিদি আমায় মিছে দিও না আশা,
এবার আমার হারকাতেরই পাশা,
ছায়ার প্রাণের ছায়া সরবে কি সই
উঠবে কি লো রবি।
থাকতে জীবন আমার নয়ন দেখবে কি সে ছবি।
তিনি চাকরী করুন সুখে থাকুন,
আনুন টাকাকড়ি,
আমার শেষের দশায় কিছু না হয়
আছে কলসীদড়ী।

ধারা।—
ঠাকুরঝি! বিরহ এমনি বটে,
এমনি বটে, এমনি বটে লো।
প্রেমের ফুলবাগানে, রাতজাগানে
কাঁটা নটে লো।
(মনে আছে) সটে পটে আমায় সেটে
ধ'রে লো সেবার,
দিয়ে ধাঁধা তোমার দাদা কাশী যায় যেবার?
কোরে হাস ফাঁস, হা-হুতাশ,
আমি কাটাই তিনটি মাস;
(দিদি) তুমি তখন শ্বশুরবাড়ী,
তাই, আমায় ধরতে হ'লো হাঁড়ি,
পোড়া মন এমন সখি থাকত সদা ভুলে,
ভাজা মাছ দিতে ঝোলে, দিতেম মুখে তুলে।
এমনি ফুলে উঠেছিলেম ভেবে ভেবে ভেবে,
যেখান দিয়ে যেতেম চ'লে মাটী যেত নেবে,
মনে পড়ে কি? সেও সখি এমনি শীতের দিনে,
রুচতো নাকো মুখে কিছু ফুলকপিটি বিনে?

বড় জোর চলতো দিদি চারটি কলাইশুটি।
তাও যদি থাকতো সঙ্গে পার্শে কি সরলপুঁটি।
গাছ থেকে ঘড়া ভরা নাম্‌তো খেজুররস,
ঘটী কোরে চুমুক দিতে পড়তো বেয়ে কস,
মনের দুঃখে একটি দিন গড়ি পিঠে পুলি,
ঝর্‌ ঝর্‌ কোরে কেঁদেছি বোন
যখন শেষটা মুখে তুলি।
দেখতে দেখতে কোথা থেকে খোরা হ'ল খালি,
এক পোণ ছাড়া আর একটা খেয়েছে
কোন্‌ শালী।
বাঁধতেম না চুলের গোছা দিনে দু'বার বই,
(তাও) আলুথালু খোঁপা করতে গিয়ে হ'ত
ভিক্টোরিয়া সই।
চোখ বুজেছে, নাক কেঁদেছে,
কেটেছে সারারাত,
মাইরি বলি মাথা খাই, ফিরিনাকো কাৎ।
ঘুমের সঙ্গে এমনি আড়ি গিয়েছিল বেড়ে,
একবার এসে ধল্লে পরে দিত নাকো ছেড়ে।
ছায়া।—তুমি যা বল তা বল বৌ,
আমি রাখবো নাকো প্রাণ,
পুড়ে দেহ হ'লে ছাই, পাই পরিত্রাণ।
আমি করবো কি। করবো কি! করবো কি।
যা থাকে কপালে, পাশ আফিং কিনেছি।
সন্তোষ।—ছি ছি ছি ছি ছি!
ও কথা মুখে আনতে আছে কি?
বলি এতই এতই যদি লো!
কেন রাংঝিনিকো প্রেমের বাঁধে নিরবধি লো?
তুমি আদর কোরে রাখলে ধ'রে সাধি
কি সে যায়,
প্রাণ তো ফেলে গেছে তোমার কাছে—
আবার আটকা থ'কতো কায়।
অই তোমার দুটি পায়,
অই চুটকী-পোরা আলতা-আভা
মনোলোভা পায়।
প্রেমের লতা, কও না কথা, কেন ঠেলতে
সোনা পায়?
ছায়া।—বৌ, কথা এসেছিল বুকে,
কিন্তু ফুটলো নাকো মুখে।
যখন সেই শেষ নিশির শেষে,
সরম করে লো মানা
নয়ন-জলে ভেসে,
বিদায় নিয়ে সে যায়—যায়—যায়।
নরম কথা বলতে দিলে না।
বলি, বলি, বলি, বলি,—বলা হ'ল না।
চোখের জল উথলে উঠে ফুটতে দিলে না।
ধারা। তোমাদের কি মিনমিনে প্রেম
বুঝতে পারি না,
আমি অত ন্যাকাপনার ধার তো ধারি না;
যখন যেতে দিব না, তখন দেব স্পষ্ট কয়ে,
আহা! মরুন যাকুন তিনি,
আমি থাকি কষ্ট সয়ে।
পুজোর পরে বলে, যাব দার্জ্জিলিং,
যাদু আমার খানিক নেড়েছিলেন শিং;
শুনেই সখি আমার শিরে পড়লো যেন বাজ।
বল্লেম মাইরি নাকি কোথায় তুমি যাবে রসরাজ,
বল্লে,—না না না, যেতে হবে ছেড়ে দেও যাই,
আমি প্রেমের বেগে বিষম রেগে
দিনু চড়িয়ে ঠাঁই ঠাঁই;
যখন সোহাগে সই দিলেম আমি গাঢ় আলিঙ্গন,
হাড় মড় মড় কেসে তারে বুঝালেন প্রাণধন।
বিদেশে যাবার নামটি আর আনলে নাকো মুখে,
প্রাণেশে হতাশ ক'রে ভাসছি এখন সুখে।
সন্তোষ। কেমন চতুর বোনটি আমার
কত জানে খেলা,
তাইতে আছে প্রাণপতি পায়ের কাছে ফেলা,
শুভলগ্নে ভগ্নী আমার দিলে দৃষ্টি ফাঁসী;
হাতে-কলমে গোলাম তিনি নামে ইনি দাসী;
মগ্ন আছেন ভগ্নীপতি হয়ে যেন জুজু,
খেতে শুতে দণ্ড পাশ্ব হজুরেতে রুজু;
ঝগড়া-ঝাঁটি নাইকো কিছু মিঠে মিঠে বুলি,
নয়ন-বাণে যুগল প্রাণে আটা নয়ানজুলী।
মেজদিদির কাছে শেখ কিছু পড়ি-ধরা মন্তর,
আঁচলে সে রবে বাঁধা পুরাইতে মন তোর।
ছায়া। বৌ আমি ভালবাসি যারে,
ভাসিয়ে দিছি তারে।
আমার গলার প্রেম-হার,
আসবে কি লো আর?
সখি বল্‌—বল্‌—বল্‌,
আমার কবে ঘুচবে চোখের জল?
হবে শেষ বিরহের বরষা বাদল,
ফুটিবে শারদ চাঁদ কুমুদ কমল।
সন্তোষ। বিরহ না হ'লে কি ভাই প্রেমের
বাড়ে কদর,
অমানিশা আছে তাই শশীর এত আদর।
বিরহ প্রেমের গুরু প্রাণে পড়ায় পাঠ,
মনে মনে অভিনয় প্রণয়ের নাট।

ভেবে তোর রূপের ছটা,
মনে মনে কতই ঘটা, কচ্ছে ঠাকুর-জামাই।
এলে সুধিয়ে দেখিস্ ভাই!
মনে মনে পরিয়ে মালা দিচ্ছে মুখে পান,
মনে মনে চরণ ধ'রে ভাঙছে কত মান,
মনে মনে মিশিয়ে গিয়ে কায়,
সে অধর-সুধা চায়,—
পায় খায় আবার চায় মেটে নাকো ক্ষুধা;
তুমিও কি মনে মনে দেও না অধর-সুধা?

ধারা। ঠিক বলেছিস্ ঠিক বলেছিস্
বোন্ এই পায়ের ধুলো নে।
ভাতার বটে রাণাঘাটের বটকৃষ্ণ দে;
বড় দিনে জড়োয়া কিনে বাড়ী আসে যখন,
ময়রাদের মাতঙ্গিনী বিরহিণী মেজে উঠে তখন।
আমাদের আটপৌরে গোঁয়ামী
নিয়ে মচ্ছি মোট বয়ে,
তোমার ভাতার গেছে খোপার বাড়ী
আসবে বাবী হয়ে,
নিত্যুই হার পল্লে গলায় হয় না বাহার বুকে,
নিত্যুই যা খাই তার তার লাগে না মুখে!
রোজ রোজ মাথা ঘষে এলিয়ে দিলে কেশ,
থাকে না চটক তার নাটক হয় শেষ।
বিরহেতে ধীর হয়ে তাই থাক দিন দুই,
বরষার জল শোষে ভাল যদি
শুকিয়ে থাকে ভুঁই।
আমার কথা মনে রাখিস্ দেখিস্ দেখি তুই।
এই বড়দিনে সোনা কিনে আসবে বিনোদ গুঁই।

ছায়া।—আহা! আহা! উহু উহু!
কেন শোনালি লো নাম!
বুক কচ্ছে গুর্ গুর্ দেখ্ কপালেতে ঘাম!
গুঁই আমার যুঁই ফুল পুঁইশাক মাচে,
বল্ কবে আসবে সে, শুনে প্রাণ বাঁচে?
গাঁয়ে হবে ভোট-পুজো ঘেঁটু-পুজোর আগে,
রামী শ্যামী সবার স্বামী ফিচ্ছে অনুরাগে।
এল না ভোট কুড়ুতে আমার নটবর,
কবে দেব হরির লুঠ আসবে প্রাণেশ্বর?

ধারা।—ঠাকুরঝি, আসবে আসবে আসবে,
তোমায় ভালবাসবে—বাসবে—বাসবে!
ফেলে গেছে যুবতী,
আনবে কত হীরে মতি।
ঠাকুরজামাই সেয়না,—
জানে, না দিলে গয়না,
পতির আদর হয় না—হয় না—হয় না;
নইলে সে এত দিন রয় না—রয় না—রয় না!
আসুক ঘরে কর যত পার বায়না।

(গীত)

ধারা, সন্তোষ ও সখীগণ।—
ঠাকুরঝি পাবি কত গয়না—গয়না—গয়না।
পেলে গয়না, বিরহ ত রয় না—রয় না—রয় না॥
আলো ক'রে দশদিক্,
গলায় খেলাবি চিক,
ঠিক যেন ছবি সখি সোনা-কাঠি
ময়না—ময়না—ময়না॥
কানে দেবে ইয়ারিং,
ফ্যাসানে নতুন খিং,
যেন বাজু না পরায়ে সে আলিঙ্গন
চায় না—চায় না—চায় না॥
বুকে দিলে সাতনলী,
ভালবাসা গলাগলি,
না দিয়ে লবঙ্গকলি কথা যেন
কয় না—কয় না—কয় না।
প্রণয়ের উপহার,
পরাবে লো সীতাহার,
না দিয়ে পাঁজর যেন শ্রীচরণ
পায় না—পায় না—পায় না॥
ভূমণ্ডল ক'রে আলো,
চন্দ্রহার দেবে ভাল,
তবে তারে বেসো ভাল ঠারে ঠেরো
নয়না—নয়না—নয়না।
দেবে সে মতির নথ,
সাত হাত নাকে খত,
তার আগে গায়ে হাত নাথ যেন
দেয় না—দেয় না—দেয় না।
গা-ভরা না হ'লে সখী প্রেম কভু
হয় না—হয় না—হয় না॥

সন্তোষ। চল ঘরে, লিখে দেও দু ছত্র,
একটু প্রেম-মাখান মিঠে পত্র।
মাথায় ঘ'ষে মাখিও একটু মসলা-মাখা তেল,
সৌরভের গৌরবেতে পাগল হবে দেল!
তাড়াতাড়ি চড়তে পারেন হাবড়া-মুখো রেল।
তোমার পতির গোষ্ঠে বেয়ারিং পোষ্টে
দিই চিঠিখানা ডাকে,
তোমার কপাল, আমার হাতযশ,
দেখি কদিন কামাই থাকে।

ছায়া। (গীত)

সখি সব সাজে সাজে—সাজে।
যদি এসে সে হৃদে রাজে—রাজে—রাজে॥
যবে যৌবনের ধুম-ধাম, তখন এল না শ্যাম,
যামিনীতে জ্বলে শিখা হৃদি মাঝে, হৃদিমাঝে॥
রূপেতে তুলে তুফান, ফুল-শর আগুয়ান,
(সখি আন তারে আন।)
ওগো বলি লো জলাঞ্জলি দিয়ে
লাজে—লাজে—লাজে॥

ষষ্ঠ দৃশ্য

পঞ্চাননতলা

(বিজয়, উপেন ও সত্যের প্রবেশ)

বিজয়। কেন বল দেখি, কিসের জন্য এতটা বাড়াবাড়ি কচ্ছ? তুমি করেছ কি?

উপেন। তুমি করেছ কি হে বিজয়, যে খামকা এত মুখনাড়া দিচ্ছ? সারদাতে আমাতে বাড়ী বাড়ী গিয়ে যখন মেমোরিয়েল সই করেছি, তখন তুমি ছিলে কোথা?

বিজয়। ওঃ! মেমোরিয়েল সই করিয়েছিলেন ত একেবারে মাথা কিনেছেন। ইলেক্‌সন্ ক্যান্সেল হ'ল কিসে? আমার সেই এক লেকচার; অনগ্রেটফুল্ রেচ! এখন একবারে সব ভুলে গেলে?

উপেন। দেখ, ইউ ইউ।

সত্য। আরে, ছি ছি ছি! আপনা-আপনি ও কি? এই কি আমাদের একতা? যে যা করেছি, গ্রামের হিতের জন্য করেছি, তার আবার গর্ব্ব করা কেন? সেল্‌ফ ডিনায়েল না শিখলে স্বার্থত্যাগ না কল্লে কি একটা বড় জাতি হওয়া যায়? ন্যাসন্যালিটী ফরম্ হয়? উপেন, তুমিও মেমোরিয়েল সই করিয়েছ,আর বিজয়ও মন্দ লেকচার দেয় নি বটে; কিন্তু ভাই, এই সত্যচন্দ্র যদি যোগাড় কোরে ইংলিসম্যানের রিপোর্টার ম্যাকিন্টস্ সাহেবকে না আন্‌তেন, তা হ'লে তোমার এই পাড়াগেঁয়ে লেক্‌চার কি কাগজে বেরুত? না এল-জির চোখে পড়তো? মনে পড়ে, তার খরচটি পর্য্যন্ত তোমরা দেও নি? সব কটি টাকা এই শর্ম্মারাম পকেট থেকে সফার করেছে। আমি আপনার বড়াই আপনি কর্‌তে ভালবাসি না, তবে কথা পড়লেই সত্যকথাটা বল্‌তে হয়, তাই বল্‌লেম। ছি, ছি, দেশের জন্য যা করেছ, তা বেশ করেছ, মনে মনে রাখ, জাঁক কোরে সেগুলো আপনার মুখে প্রকাশ করো না।

বিজয়। সত্যদা, জাঁক করি আর যাই করি, আমরা দুটো একটা কথাই কইছিলেম। তুমি যে দাদা একবারে চ্যাপটারকে চ্যাপটার ঝেড়ে দিলে! অতগুলো কথা বল্লে আমি যে তিনটে বাকী-খাজনার মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করাতে পাত্তেম।

উপেন। না, সত্যবাবু বড়াই কাকে বলে, জানে না! যাক্, রিপোর্টারের জন্য গোটা দশ বার টাকা খরচ করেছিলে, তার আবার জাঁক দেখাচ্ছ কি? চাকরী ছিল না, ছটি মাস ঘরে ব'সে ছিলে যে, আমরা চাঁদা কোরে বরাবর তোমার সংসার-খরচ চালিয়ে এসেছি। ঘরে ডাক্তারী শিখে ত রোজগার কর্‌তে আরম্ভ করেছ, সে টাকাগুলো কি ফিরিয়ে দিয়েছিলে?

সত্য। অ্যাণ্ড, ইউ নাউ কম্ টু থ্রো ক্লাট টু মাই টিথ? বেশ, এখন এসে সেই কথাটা আমার দাঁতের উপর ফেল্‌ছ, অর্থাৎ মুখের সাম্‌নে বলছ? ধিক্! ধিক্! সেম্! পরের উপকার ক'রে বুঝি ঢাক বাজাতে হয়? অনাথ ম'রে যাবার পর থেকে এই তিন মাসে যে তার পরিবারকে দু-টাকা কোরে দিয়ে আসছি, তা কারো সাম্‌নে বল্‌তে গেছি!

বিজয়। না, আর কারুর সাম্‌নে বলনি, এক লাইব্রেরীতে দিন আষ্টেক গল্প করেছিলে। স্মৃতি-রত্নের টোলে শুনিয়ে এসেছ, হারাণ নাপিতের কাছে বলেছ, "অনৈক গ্রামবাসী"র সই কোরে বসুমতীতে লিখে পাঠিয়েছিলে, আর এখনও ত একেবারেই বলছ না।

উপেন। তা সাহায্যই কর, আর খবরের কাগজে জাহিরই কর, মোদ্দাৎ সত্যবাবু, তুমি অত সন্ধ্যার পরে ঘন ঘন অনাথদের বাড়ীর তত্ত্বাবধারণ কর্‌তে যেও না; তোমার নিজের চরিত্রের ভয় থাক বা না থাক, খামকা খামকা গরীব বিধবার একটা কলঙ্ক হয়।

সত্য। কি উপেন! তুমি আমার ক্যারেকটারে ব্লেম দাও! আমার চরিত্রের কথা এ গ্রামের কে না জানে?

উপেন। তা জানে না! সদু ময়রাণী, মাধা গোদাগার মেয়ে ভামি, সেবার বরদা বাবুর মায়ের শ্রাদ্ধে কলকেতা থেকে কীর্ত্তনী এসেছিল, সে,—

সত্য। হোল্‌ড ইওর্ ডার্টি টং! সট্ অপ ইউ কাউয়ার্ড।

উপেন। বীরবর! বাঙ্গালা ঝাড়, বাঙ্গালা ঝাড়! ইংরেজী আমরাও ঢের জানি।

সত্য। জানিস্, ঘুষিয়ে তোর মাথা ভেঙ্গে দিতে পারি! আমি পাঁচ বছর ধ'রে জিমন্যাস্‌টিক্ করেছি।

উপেন। আবার এখনও ইলিসিয়ম সালসা খাচ্ছ

সত্য। আমি দেখি তোকে কে রাখে?

(গোপাল ও নেপাল প্রভৃতির প্রবেশ)

গোপা। এ কি! এ কি! মারামারি কেন?

সত্য। না, আমি আজ উপেনকে খুন কর্‌বো; ওর এত বড় আস্পর্দ্ধা যে—আম্ র‍্যাস্‌-কেল্ ষ্টুপিড শুয়ার, পেছিয়ে পড়ছিস্ কেন?

নেপাল আহা! যেতে দাও ভাই, আপনা আপনি; কি, হয়েছে কি?

উপেন। দেখ না,—গ্রামের যা কিছু হয়েছে, আমরা তাতেই সাহায্য করেছি, আর উনি কি না জন্মের মধ্যে কর্ম্ম, সেই ফিরিঙ্গি রিপোর্টারকে কটা টাকা দিয়েছিলেন, তারই মুখনাড়া দিতে এসেছেন।

সত্য। তার জন্য তুই আমার কারেকটারের বদনাম দিলি কেন? জানিস্, অনাথের পরিবারকে আমি আপনার সিষ্টারের মতন দেখি?

বিজয়। মা'র মতন বল্‌তে সাহস হ'ল না বুঝি সত্যদা?

সত্য। বিজয়, শেষ কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরুবে কিন্তু। সবজার স্কুলে ক'মাস মাষ্টারী করেছিলে, সেখান থেকে দুর কোরে তাড়িয়ে দিয়েছিল কেন? সে কথা আমার জানা আছে,—বেশী বাড়াবাড়ি কর তো এখনই সব প্রকাশ কোরে দেব ঠিক্!

নেপাল। সত্যদা, তুমি পট কোরে লোককে গালাগালি দিয়ে ফেল, অইটে বড় তোমার ইতরুমী! আর তোমাদের সকলকেই একটা কথা বলি, এই যে মিউনিসিপ্যালিটীর ব্যাপার নিয়ে তোমরা আপনা আপনি কদিন ঝগড়া ক'রে মচ্ছো, কেন বল দেখি? বাস্তবিক তোমাদের কারুর দ্বারায় কিছু হয়নি, যদি এর কেউ কিছু কোরে থাকে তো সে সেজদা; তিনি কল্‌কাতায় থেকে সুরেন্দ্রবাবু নরেন্দ্রবাবুর কাছে দুবেলা হাঁটাহাঁটি কোরে তাঁদের দ্বারা এ বিষয় মুভ না করালে, রীতিমত তাঁদের কাগজে অ্যাজিটেট্ না হ'লে কি কিছু হ'তো? সেজদা লিখেছেন যে, নরেন্দ্রবাবুর নিতান্ত ইচ্ছা, গ্রামের লোক আ ..কই কমিশনর রিটরণ (Return) করে। আমি কায়স্থ কুলীনদের পর্য্যা উঠায়ে দেবার জন্য 'মিরারে' অনেকগুলো করেস্‌পন্‌ডেন্স লিখেছিলেম কি না,—

সত্য। অ্যাঁ! কি বেয়াদবী! কৈবর্ত্তঠাকুর আবার কায়স্থ সমাজের ভিতর নাক গুঁজড়ে ছিলেন কেন?

নেপাল। আঃ! চুপ কর, যদিও সেগুলো ছেপে বেরোয় নি, তবুও অ্যাজ অ্যান্ এডিটর তাঁকে ত সব পড়তে হয়েছে, তাতেই বোধ হয়, আমার মেরিট্ বুঝতে পেরেছেন। করেস্‌পন্‌ডেন্স-গুলোতে আমি নাম দিতেম না, সই করতেম "ম্যাড়া;" কিন্তু এদানি সেজদার কাছে টের পেয়েছেন যে, আমিই সেই "ম্যাড়া"—নেপালচন্দ্র পাঁঠা।

বিজয়। নরেন্দ্রবাবুর উদার মন, বিশেষ ক্যাল্‌কাটা লোকদের ভিউজই একটু লিবারেল, তাই তিনি তোমায় রেকমেণ্ড কোরে থাক্‌বেন। কিন্তু নেপালবাবু, রাগ কর না, এই পল্লীগ্রামে প্রথম ইলেক্‌সনে যদি আমরা এক জন কৈবর্ত্তকে কমিশনর ক'রে দিই, তা হ'লে একটা গোরগোল পড়বে না? একে ত তোমার পাঁঠা পদবী! গেজেটে দেখলেই 'বঙ্গবাসী'র পঞ্চানন্দ "ম্যাড়া-পাড়ার পাঁঠা কমিশনর" নিয়ে মাস তিনেকের খোরাক কোরে বস্‌বেন।

নেপাল। কৈবর্ত্তও তোমাদের চেয়ে অনেক ভাল জাত, তা জান? আমরা বৈশ্য। বেদে আমাদের অধিকার আছে। ইচ্ছা কল্লে আমরা পৈতে নিতে পারি। আর বোধ হয়, আমাদের পূর্ব্বনিবাস ছিল মান্দ্রাজের ঐ দিকে, আসল পদবীটা ছিল পন্থ, বাঙ্গালা দেশে এসে পাঁঠা হয়ে গেছি।

সত্য। কমিশনর হয় কে? কে কাকে করে? সব ভোট আমার হাতে; ইচ্ছা কল্লে আমি নিজেই হ'তে পারি। তা আমি অত স্বার্থপর নই; দেশের জন্য কি ক'রে সেলফ স্যাকরিফাইস করতে হয়, তা এবার সকলকে দেখাব, দেখিয়ে হাবুলকেই কমিশনর কোরে দেব।

বিজয়। আমি থাকতে হাবুল আমার হবেন কমিশনর! কর দেখি একটা মিটিং; দেখি, এর ভিতর কে আমার মত লেকচার দিতে পারে?

নেপাল। উঃ! লেকচার দিলেই ত কেল্লা একেবারে ফতে হবে! তুমিই বল আর হাবুলই বল, সব তো বাইরে কর্ম্ম কর, গ্রামে থাক কদিন? গাঁয়ের কোথায় কি অভাব হচ্ছে, তা আমার মত কারো জান্‌বার সুবিধা আছে? চট কোরে বল দেখি, গাঁয়ে কটা পুকুর আছে? আর আমাদের পাঁঠাপাড়ার গলী ছাড়া কোন্ কোন্ রাস্তা পাকা হাওয়া ও তাতে আলো দেওয়া আবশ্যক? আর লেকচার লেকচার লেকচার—তাই কি আমি দিতে জানি না? তবে চাঁচাছোলা দরকারী কথাগুলোই বল্‌তে পারি, তোমার মত বোমব্যাষ্টীক বাজে কথা কয়ে—The Hovrefluous infatituation of Jehangir was most dorbandically gondralized by the lacitudiration of wine কোরে শ্যাল ডাকতে জানি না।

বিজয়। আলবৎ আমি কমিশনর হব।

সত্য। আমি হাবুলকে কমিশনর ক'রে দেব, তবে ছাড়বো।

নেপাল। সেজদা ত স্কুলের সেক্রেটারী, তাঁকে দিয়ে ছুটী করিয়ে সমস্ত ফার্ষ্ট সেকেণ্ড কেলাসের ছেলেদের দ্বারা ভোট ক্যানভ্যাস করাব; দেখি, পাঁঠা থাকতে কে কমিশনর হ'তে পারে!

গোপাল। তোমরা ভাই একটা কথা বিবেচনা কচ্চো না কেন? ধরতে গেলে নেপালবাবু একটা বড় জাতের প্রতিনিধি, আমাদের গ্রামে জেলের সংখ্যা অনেক অধিক, তাদের ঘরে টাকাও কম নয়, সেই জেলেদের হর্ত্তাকর্ত্তা বলতে গেলে ওঁরাই।

নেপাল। সে না হই, আমার মত গ্রামের উপর টান কার আছে? বারোয়ারীর বার আনা টাকা প্রায় আমরাই তুলে দিই; গ্রামের জন্য আমি কি না করতে পারি!

বিজয়। কি! তুমি আমার চেয়ে দেশহিতৈষী? তুমি এনট্রান্স ফেল বৈ ত নয়, আমি কলেজ থেকে এলে পাশ করেছি, তার পর ল দিয়েছি, তোমার প্যাটি য়টিক ফিলিং কখনও আমার মত হ'তে পারে? আবশ্যক হ'লে আমি গ্রামের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারি।

সত্য। কে না পারে? আমিই কি গ্রামের জন্য প্রাণ দিতে পারি না?

উপেন। আমার যদি একশটা প্রাণ থাকতো, তাও গ্রামের জন্য অনায়াসে বলিদান দিতে পার্‌তেম।

(মাণিকের প্রবেশ)

মাণিক। ছাই পার, ছাই পার! তোমাদের বিদ্যা-বুদ্ধি সব বুঝে নিয়েছি, কেউ কোন কর্ম্মের নও!

সত্য। কি, আবার মাণিক কি বলে?

মাণিক। আর বলবে কি,—এখনও কল্‌কেতা থেকে বিস্তর পেছিয়ে প'ড়ে আছ।

বিজয়। কেন? এই ত মিউনিসিপ্যালিটী হয়ে গেল—এখানে যে রকম ভোটের জন্য হাঙ্গামা চলেছে, কল্‌কেতায় এর চেয়ে বেশী কি হয়?

সত্য। হ্যাঁ, ছাই হয়, কল্‌কেতা কল্‌কেতা একটা নামই বড়, আমার আর দেখতে বাকী নাই। সেখানে মিটিং কোরে গোলমাল, নয় খবরের কাগজে খানিক টক্‌রা টক্‌রী। আমাদের এখানে এর মধ্যে যে রকম উৎসাহ দেখা যাচ্ছে, তাতে বোধ হয়, পোলিঙের দিন লাঠি সড়কী চ'লে যাবে!

উপেন। বোধ হয় কি? আমি কোন যায়গার ভিতরের খবর জানি, গাঁয়ের লেঠেল তো আছেই, তার উপর কল্‌কেতার মেছোবাজার থেকে হাবসী আনাবারও যোগাড় ঠিক হয়েছে, খুন যে দু'দশটা হবে, এ আমি নিশ্চয়ই বলতে পারি।

গোপাল। আরে ভাই, কলকেতায় আমিও অনেক দিন কাটিয়ে এসেছি; তুমিও যেমন—কলকেতার লোক সোডাওয়াটার, ছিপি খুল্লেই টগগবগিয়ে ফুটে উঠে, তার পর যে পুকুর-জল, সে পুকুর-জল! ও কি হয় জান? অই কটা দিন যা একটু আক্‌চা আকৃচি চলে, তা হাতাহাতির সাহস নাই, অই যা মুখে মুখে, তার পর যেই ইলেকসনও চুকে যায়, অমনি যে কে সেই; আসা যাওয়া, নিমন্ত্রণ, আমন্ত্রণ সব চল্‌ছে। আমাদের এখানে এই দেখে নিও, এই যা বেগড়া-বিগড়ী হলো—বস্, এ জন্মে আর মুখ দেখাদেখি থাক্‌বে না। হয় ত এই সূত্র ধরেই দু-তিন পুরুষ পর্য্যন্ত মোকদ্দমাই চলবে।

সত্য। হ্যাঁ, ঠিক বলেছ; সেবার যে অন্নদা-কাকা মেজজ্যেঠার ছোট ছেলেকে পুকুরে ফেলে দেয়, তার গোড়া কি? অই ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের ইলেকসন নিয়েই বই ত নয়।

মাণিক। আরে সত্যখুড়ো, হাতাহাতি লাঠা-লাঠিতে কি কল্‌কেতা আমাদের কাছে লাগে! বিশেষ আমাদের এ অঞ্চল,—আমরা বুড়ো খুড়োকে লাঠিতে সাবাড় কোরে জ্ঞাতির উঠনে লাস ফেলে

দি। আমি বলছিলেম যে বাবা, জলের কল নে ড্রেণক্রেণের তো যোগাড় কচ্ছো, কিন্তু আপাততঃ সিভিলাইজড ওয়ারল্ডে যা নিয়ে হাঙ্গামাটা চলেছে, তার এখানে কি হচ্ছে?

উপেন। সে কি?

মাণিক। বোম্বায়ে প্লেগ। একেবারে হুলস্থূল ব্যাপার! সব থরহরি কম্প লাগিয়ে দিয়েছে! ঘর-বাড়ী সব ছেড়ে সব লোক পালাচ্ছে, ম'রে উড়কুড় উঠে যাচ্ছে। তার উপর ইনস্পেকসন্, সস্পিসন্, ডিটেকসন্, ডিটেনসন্, প্রোহিবিসন্, সিডিসন্, প্রোসিকিউসন্, কনভিকসন্, একেবারে সন্ সন সন্ সন্ চলেছে, আর এখানে তার কিছুই হচ্ছে না! না আছে কোয়ারেণ্টাইন, না আছে গিলোটাইন, এক সান্তবাক্সে ম্যালেরিয়া আর আষ্টে পৃষ্ঠে কুইনাইন।

নেপাল। কি! কি! গাঁয়ে প্লেগ দেখা দিয়েছে না কি?

মাণিক। অমনি বুঝি আপনি দেখা দেবে? এ কি ছোট লোক জ্বর না ওলাউঠা?—যোগাড় করতে হবে, তদ্বির করতে হবে। কলকেতায় কি প্লেগ হয়েছে? কিন্তু আনবার যোগাড় হচ্ছে কত! অমনি দ্বারে দ্বারে সব রিসেপ্সন্ কমিটী ব'সে গেছে;—দামুকাদিয়া, খানাজংসন, চৌসা; একেবারে ইলেকট্রিক লাইটের কুরখুটি, গোরা পাহারাওয়ালা, সাহেব ডাক্তার, বিবি ডাক্তারণী, আর আমাদের এখানে টুঁ শব্দটি নাই! ছি ছি ছি! বাবা, অমন যে হরিদ্বার, সেখানেও বানরগুলোর প্লেগ হ'ল, আমরা কি মানুষ!

বিজয়। মাণিক বলছে, এ কথা মন্দ নয়, নাক, ইলেকসনটা চুকে গেলে তার পর একটা কিছু করতে হবে।

মাণিক। আমি ত বাবা আর মুখ দেখাতে পারি না; যা হ'ক একটা কর। গাঁয়ের কথা লোকের কাছে বলতে লজ্জা হয়; এ সুখের সাতানব্বই সালের এতগুলো কাণ্ড হয়ে গেল, তা এ গাঁয়ে তার চিহ্নটি পর্য্যন্ত নাই! এমন দুর্ভিক্ষটা গেল, তা একটা মানুষ ম'লো না গা! এত বড় ভূমিকম্পটা হয়ে গেল;—কুচবিহার, রংপুর, মৈমনসিং, আসাম, আর কত নাম করবো, সব একেবারে রসাতলে গেল;—অমন যে কলকেতা, তাও ফুটি-ফাটা! আর পোড়া গাঁয়ে সব খড়ো চাল, তা ভূমিকম্পো করবে কি? দু একটা কোঠায় যে একটু আধটু চিড় খেয়েছে, তা আর খবরের কাগজে লেখা যায় না। তবে আজকের আগুনটা যদি জমকে উঠে, তবে কতকটা মান বজায় থাকে বটে।

সকলে। আগুন! আগুন! আগুন! কোথায় আগুন?

বিজয়। বল বল, জান, আমি গ্রামের জন্য প্রাণ দিতে পারি! কোথায় আগুন লেগেছে—আমাদের বাড়ীর কাছে?

মাণিক। না।

বিজয়। ওঃ! তবে যাক,—

উপেন। না, না, এই ত দেশ-হিতৈষিতা দেখাবার সময়, আমাদের বাড়ীর দিকে নয় ত?

মাণিক। না।

উপেন। ওঃ! আঃ! বাঁচলেম! যে কথা হচ্ছিল, এই—

সত্য। তবে কি আমাদের বাড়ীর কাছে?

মাণিক। না গো!

সত্য। তবে বাজে কথা যেতে দাও! বলি, আমার মত—

নেপাল। র'সো র'সো;—আগুনটা কোথায়? আমাদের পাড়ায় কি? দেখ ভাই, এইবার একতা, গ্রামের বিপদে সকলেরই কোমর বাঁধা উচিত।

মাণিক। নট মিষ্টার পাঁঠা, নট, ইয়ার পাড়া ফায়ার নট টেক। তোমাদের এর মধ্যে কারুর বাড়ীতে নয়।

নেপাল। তবে রেখে দাও ও কথা,—যে কথ হচ্ছিল; কেন, আমি কি কমিশনর হবার উপযুক্ত নই? আমিই কি দেশের জন্য ধন, মান, প্রাণ—

মাণিক। জীবন, যৌবন, কুল, শীল, জটিলে, কুটিলে, আয়ান ঘোষ সবই যমুনার জলে ভাসিয়ে দিতে পার, জানি; কিন্তু বাবা, সকলেই ত চাটুয্যে-দের চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে আড্ডা মার, আর তাদের বাড়ীর পাশে আগুন লেগেছে, কেউ একবার দেখবে না? বাড়ীর পুরুষগুলো বেরিয়ে গেছে, মেয়েরা সব হাউচাউ কচ্ছে; লোক পাচ্ছে না যে, হামরাই হয়ে রক্ষা করে; আমি যেতেম বাবা, কিন্তু মুখে গন্ধটুকু আছে কি না,—ভাল কাজই করি আর মন্দ কাজই করি, লোকে এখনই বলবে, মাণকে মাতলামো কচ্ছে।

বিজয়। অ্যাঁ! অ্যাঁ! চাটুয্যেদের বাড়ী আগুন! আমার নিজের যে কখানা ল-বই লাইব্রেরীটায় আছে—

[প্রস্থান।

নেপাল। সে কি! সে কি! আমার নূতন ছাতিটে যে পরশু ভুলে সেখানে ফেলে এসেছি—

[প্রস্থান।

সত্য। অ্যাঁ,—সর্ব্বনাশ! গুরুদাস বাবুর ওখান থেকে আমার নামে যে R. G. করের ডাক্তারী প্যাকেটটা এসেছে, যে রাজন চাটুয্যে দেখবে ব'লে রেখে দিলে,—গেল বুঝি! অতগুলো টাকা মাটী—

[প্রস্থান।

উপেন। আমারও যে যায়। গেল বারের হিতবাদী ভারতী দুখানাই রাজনের কাছে! বাড়ী পুড়ে গেলে কি সেগুলো আর বাঁচবে? এই গেল গে—

[প্রস্থান।

যদু। চাচা আপন বাঁচা! জল তুলে আমাদের নিজের চালাগুলো ভিজুই গে। কি গেরো;—অ্যাঁ:—

[প্রস্থান।

গোপাল। চাটুয্যেদের গোয়ালে যে অনেক-গুলো গরু! কিছু না করতে পারি, এখনও দড়ী কেটে দিলে বোধ হয়, সে অবলা জন্তুগুলো বাঁচতে পারে!

[প্রস্থান।

মাণিক। অ্যাঁ! অ্যাঁ। এর মধ্যে দেখছি গোপালেটাই অদেশ-হিতৈষী! অই মুর্খই কেবল দেশের জন্য প্রাণ দিতে পারে না। ওর কি ছাতা বই-টই কিছুই ছিল না? গেল গরুগুলোর দড়ী কেটে দিতে! না, এ গোপালেটার চরিত্রে দেখছি আমার মতন দোষ আছে; নিশ্চয়ই লুকিয়ে টুকিয়ে এক আধ গেলাস খায়, না হ'লে অমন আত্মহারা হ'তো না, দেশী হিতৈষী হতো! আমি বাবা পিসীকে পাঠিয়ে দিয়ে এসেছি, হয় পুড়ে মরুক, নয় ওদের বৌগুলোকে টেনে এনে আমাদের বাড়ীতে পুরুক। বরদাবাবুর চাকরেরাও এসে পাশাপাশি চালাগুলো নামিয়ে ফেলতে আরম্ভ করেছে। দেখছি, আগুন ভাল জমতে দিলে না! আগুন দেখেছিলাম, সেবার কলকেত্তার নিমতলায় কাঠের গোলায়, তার পর সহরে মফঃস্বলে যেথায় যেথায় ব্রহ্মঠাকুর কৃপা কল্লেন, কোথাও আসর জমাতে পাল্লেন না। শুনলেম, মধ্যে না কি সে দিন বাগ-বাজারের ঘাটে খড়ের নৌকায় সাজ বাজিয়েছিলেন মন্দ নয়,—হাঁ, একটা নূতন দৃশ্য বটে, গঙ্গায় বাড়বানল হয়েছিল। মোদ্দাৎ আঠারশ সাতানব্বই সালে ঠাকুরটি যেমন ষোড়শোপচারে পূজা নিয়ে গেলেন, এমনটি আর কারুর ভাগ্যে ঘটেনি! নমস্কার নমস্কার!

(গীত)

সাতানই হই অই পায়ে নমস্কার।
শুভক্ষণে উদয় তোমার ধরাভরা হাহাকার॥
তোমার সৃষ্টিতে ভাই কি আনন্দ,
মরি একেবারে বৃষ্টি বন্ধ,
দুর্ভিক্ষের মহানন্দ প্রজাবৃন্দ নিরাহার॥
আজও হয় হৃদ্‌কম্প, মনে হ'লে ভুমিকম্প,
ভগ্ন হ'ল রঙ্গপুর, পূর্ব্ববঙ্গ ছারেখার।
কুচবিহারে নাইকো কিছু,
কইব কথা কোথাকার॥
বম্বেতে কি এল গো, তারে বলে পেলেগো,
দেশটাকে যে খেলেগো,
ভ্যাবাচাকা যম আমার।
আমরা আঁচে আঁচে ম'রে আছি,
এমনি ব্যামোর অত্যাচার॥
চাঁটগাটা ছিল বেঁচে, ঝড়ে এবার তাও গেছে,
পাকা ধানে মই দিয়েছে,
হনুমানের বাপ এবার।
দিতে পেটের জ্বালায় গলায় দড়ী,
আড়কাটাটি নাইকো আর॥
আবার ব্রিটিশ-সিংহ বিষম ক্রুদ্ধ,
ফ্রন্টীয়ারে ভীষণ যুদ্ধ,
বুদ্ধিশূন্য বন্য সৈন্য মারে শুদ্ধ অফিসার।
(এখন) ধন্য বলি ভগবানে,
উড়লে বিজয়-নিশান ভিক্টোরিয়ার॥

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

গ্রাম্য পথ।

(মল্লিকা ও বিরাজ)

মল্লিকা। হ্যাঁ হালদার-বৌ, হাবুল ঠাকুরপো যে দু-শনিবার বাড়ী আসেনি, কেন বল দেখি? কলকেত্তায় এত কি ভিড় পড়েছে?

বিরাজ। আমার পিণ্ডি চটকানর ভিড় পড়েছে, কেবল খবরের কাগজে মাথামুণ্ড লিখছেন, সাহেবদের দোরে টো টো ঘুরছেন, আর দরোয়ান-

পেয়াদার টিটকিরী খাচ্ছেন। দেখ না ভাই মল্লিকে, গা জ্ব'লে যায়! পঁয়ত্রিশটি টাকায় কি আমার সংসার চলে? তা দু পয়সা কিসে আস্‌বে, তার চেষ্টা নাই, খালি বাজে কাজে ঘুরে নাম জাহির কচ্ছেন। নাম নিয়ে আমি ধুয়ে খাব, গলায় পদক কোরে গেঁথে পরবো।

মল্লিকা। হ্যাঁ হ্যাঁ, কাল রাত্তিরে ওঁর কাছে শুনেছিলেম বটে, আমাদের গাঁয়ে না কি পান্সিপাল না কি মন্সপাল হবে, তা হাবুল ঠাকুরপোই শুনছি তার বেশী রকম যোগাড় করেছে। নেপঠন-ঠন গবানরের কাছ থেকে বুঝি অই ব'লে ক'য়ে হুকুম বা'র করেছে; গাঁ শুদ্ধ বাবুরা ভাই ভাই নিয়ে ধেই ধেই কোরে নাচছে! কি সে ভাই হালদার-বৌ জানিস! মনসাতলায়, কাদের পান্সিতে পাল টাঙ্গাবে!

বিরাজ। তুই আবার অজ পাড়াগেঁয়ে! এটা জানিস্‌নি! আমার মামার বাড়ীর দেশে ও পাপ আছে, আমি জানি। একটা ভোট কি ঘোঁট হয়, বাবুদের মধ্যে কেউ কেউ হাকিম মোড়ল হন, তা নিয়ে ত আপনা আপনি মুখ দেখাদেখি থাকে না, লাঠি সড়কী পর্য্যন্ত চ'লে যায়; তার পর ঘর ঘর টেক্স,—মুলোর টেক্স, কাদার টেক্স, হাঁড়ির টেক্স, বাড়ীর টেক্স, রাস্তা চলবে, দাও টেক্স, ঘরে শোবে, দাও টেক্স!

মল্লিকা। ও মা, সে কি লো! একে জমীদারেরই খাজনা যুগিয়ে উঠতে পারা যায় না, আবার ডেকে টেক্স আনছে কেন মড়ারা? এ দাঙ্গা কোরে টেক্স দেবার হাকিম না হলেই নয়! অই পোড়া লাইবেরালীতে ব'সে বুঝি এই সব মন্তন্না হয়?

বিরাজ। হ্যাঁ, অই এক লাইবেরালী হয়েছে, যত রাজ্যের লোকের কাছ থেকে টৌকলা সেধে সেধে বইয়ের কাঁড়ি এনে আর যায়গা পেলেন না, —ঢুকিয়েছেন কি না চাটুয্যের বাড়ী! ও রাজেন চাটুয্যে এমন নয়—দেখ না, কোন দিন সব চাবি বন্ধ কোরে তাড়িয়ে দেয়।

মল্লিকা। তা মরুক গে, একটা কথা বলছিলেম ভাই, হাবুল ঠাকুরপোর যদি এত সাহেব-সুবোর সঙ্গে ভাব, নেপ-ঠন-ঠন গবানরের বাড়ী পর্য্যন্ত যায়, তা তুই বলতে পারিসনি, তাদের ধ'রে কোরে একটা বড় চাকরী নেয়, দারোগাগিরী হোক কি ডানপিটে মেজেষ্টরী হোক্‌।

বিরাজ। তোর তো দেওর সম্পর্ক হয়, তুই ব'লে দেখিস্‌ না, কেমন তালপাতার সেপায়ের মতন দাঁত ছিরকুটে হাত-পা খিঁচতে থাকবে, দেখবি এখন।

মল্লিকা। আ মর্‌ ছুঁড়ী, দেওরের আমার চেহারার নিন্দে করিস্‌? আর জন্মে কত তপিস্তে করেছিলি, তাই অমন সোয়ামী পেয়েছিস?

বিরাজ। তপিস্তে করেছিলেম, তার আর কথা আছে! কচুবনে ব'সে। পুকুরের পাঁক ঘেঁষে! লঙ্কা দিয়ে ওলের মুখী চুষে।

মল্লিকা। আহা হাহা! ঠাকরুণ আমার কি রূপের ডালী গা! যেন ইন্দিরের সভা থেকে নাচতে নাচতে এসেছেন! তবু যদি না দু-গালে দু-ঝিঁক বেরুতো!

বিরাজ। আমি ত বলছি না যে আমি রূপসী, আমার যেমন হাঁড়ি, তেমনি সরা হয়েছে; তোমার দেওরকে আমি কেমন কোরে বলি যে কার্ত্তিক! আবার যখন সেই কাল কাল ইল্লি-ঝিল্লিগুলো প'রে মাথায় পাগড়ী চড়ান, তখন মনে হয়, যমুনার জলে যেন কালিয়দমন হচ্ছে!

মল্লিকা। নে, খুব হিঁয়ালিউলী হয়েছিস, হিঁয়ালি করিস্‌ তখন,—চাকরীর কথা বল্লে কি বলে বল্‌ছিলি?

বিরাজ। ওঃ! সে বাবুর রোক কত! আমায় বলা হয়, তোমার বড় ছোট মন, নীচু নজর, আমার স্ত্রী হবার তুমি উপযুক্ত নও। আমায় বলেন, সাহেবেরা আমাকে কত মান্য করে, বস্‌তে কেদারা দেয়, আমি দেশের ভালর জন্য চেষ্টা করি ব'লে আমায় কি—কি—অই যে ছাই পেঁটরাওট না কি পোড়া বলে, কে জানে, সে রেফারুমার্‌ কম্ফারুটার ছাইভস্ম কত কি ব্যাজ ব্যাজ কোরে বক্‌তে থাকে। দেশ উদ্ধার কচ্ছেন! এ দিকে যে পাওনাদারেরা এসে দুবেলা চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার কোরে যায়, তাতে বাবুর মান যায় না! বড় চাকরী করবে? টাকা বাড়াবে? তা হ'লে যে আমি সুখে থাকবো! এ দিকে দেনায় খুলে খাচ্ছে, ও দিকে ওই পঁইত্রিশটি টাকার ভেতর আবার চাঁদা দেওয়া আছে; বলে, লাটসাহেব আমায় খেতাব দেবে, রায়-বাহাদুর করবে,—দুর্গার ইচ্ছায় একবার হ'লে হয়। রায়-বাহাদুর যখন চালের খড় পাল্‌টাতে মটকায় উঠ্‌বেন, আমি একবার দেশের লোককে দেখাই! আর রায়বাহাদুরণী ত এখন উঠানে দাঁড়িয়ে ঘুঁটে দেন, তখন গাছ-কোমর বেঁধে রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেবেন,—আমি এমন বিরাজী নই।

মল্লিকা। এ ছুঁড়ী ত ভারী বজ্জাত। গোয়ামীর মান বাড়ে, তা দেখতে পারিস্ না?

বিরাজ। অমন পচা মান আমি দেখতে পারি না; মান যখন মুখে কুটকুটোবে, তখন তেল যোগাবে কে? যেমনি মানুষ, তেমনি থাকা ভাল। গেরস্থ লোক,—আগে সংসার বজায় কর, মানুষ-মানুষত্ব, লোক-লৌকতা রাখ, দেবতা-বামুন দেখ, পুণ্যধর্ম্ম কর, তার পর তো ও সব। ওঃ, অমন পুতলোনাচের কেংলা রাজা রায়-বাহাদুর আমি ঢের দেখেছি।

মল্লিকা। নে ভাই, তোর মুখের কাছে কে আঁটবে বল? এখন গা ধুতে যাবি?

বিরাজ। যাব।

কলসী নিয়ে অই আসছে সবাই,
চল একসঙ্গেই যাই।

(কলসী কক্ষে কুলমহিলাগণের প্রবেশ)

(গীত)

সকলে। আয় লো আয় পাড়াপড়সী
আনতে যাবি জল।
নোলক নাকে কলসী কাঁকে
ঝমঝমিয়ে মল॥
ঝিকিমিকি ঝিকিমিকি, বেলা নাইকো বাকী,
ডাকে পিকু পিকু পিকি পিকি
ডালে ডালে পাখী,
একটু উঁকি ঝুঁকি মেরে আসি কোরে
কাপড় কাচা ছল।
করিস্ কি মালতী একটু ঘোমটা টেনে দে,
বিকেলবেলা লোকের মেলা,
দেখবে কোথায় কে,
চঞ্চলা চোখটা নামা চলিস্ যখন,
সামলে আঁচল চল॥
ঘাটে ব'সে রসের ঠাটে হাসবো সোহাগ কোরে,
ভাঙ্‌বো অলস ভাসবে কলস সরস সরোবরে,
ও বোন্ মেতে যাব রঙ্গের কথায়
মিলে সখীদল।
(আবার) শুনছি না কি খাঁচার পাখী হব
হ'লে জলের কল॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বড় রাস্তা,—পার্শ্বে ধান্যক্ষেত্র।

কৃষকগণ।

(গীত)

সকলে।—ওরে ভাই, কে কত খায়,
কে কত খায়।
মাঠের পানে চাইলে পরে বুকটা ভ'রে যায়॥
এবার চারপো হ'লো বোনা,
যেন ছিটিয়ে দেছে সোনা,
ধানের ক্ষেতে পদ্ম পেতে
লক্ষ্মী হাসছে ব'সে হায়।
আহা মা অন্নপূর্ণা পিরথিমীতে
পুণ্য-চোখে চায়॥
এবার সাবাড় হ'লে কাটা,
হাবার কোমরে দেব পাটা,
(আর) তানার দানাছড়াটা খালাস কোরে
মল পরাব পায়।
সে সাজবে মিঠে ভাজবে পিঠে
গয়না দিয়ে গায়॥

[কৃষকগণের প্রস্থান।

(গোপাল ও যদুর প্রবেশ)

গোপাল। ফুর্ত্তি হবে না? কষ্টটি গেছে কি সোজা! এমন দুর্ভিক্ষ কি কেউ কখন দেখেছে! গরীব চাষা লোকের গয়না-গাটি ঘটী-বাটি সব বাঁধা পড়েছে, সারা বছরটা পেটের জ্বালায় প'ড়ে কেঁদেছে! সরল লোক,—এখন মনে একটু আশা হয়েছে, ফুর্ত্তি কোরে নেচে গেয়ে বেড়াচ্ছে!

যদু। বাস্তবিক ধানের ক্ষেতের পানে চাইলে আমাদেরও প্রাণটার ভিতর নেচে উঠে! কষ্ট তো আর চাষীদের একচেটে ছিল না,—আমাদের মাথার উপর দিয়েও ধাক্কাটা বড় কম যায় নি! বরং গরীব-দুঃখীলোক ফুকরে বলতে পেরেছে, মেগে পেতে এক আধ দিন আধপেটা চালিয়েছে; —আমাদের গৃহস্থ ভদ্রলোকেরা গুমরে গুমরে ঘরে খিল দিয়ে উপোস করেছে!

গোপাল। আমাদের কথা ছেড়ে দাও; উপোস তিরেসটা ঘুচবে বটে, ফুর্ত্তির দফা জন্মের মত গয়া! পৃথিবীর ভিতর যেথায় যাও, ছোট বড় যে

জাত দেখ, সকলেই কিছু না কিছু আমোদ আহ্লাদ কচ্ছে দেখবে, খালি ও কাজটি নাই আমাদের বাঙ্গালী ভদ্রলোকের ঘরে। চালচলন বেড়ে গেছে লম্বা, কিছুতেই কুলোবার যো নাই, সদাই মুখটি যেন খিঁচিয়ে আছি! যদি দেড়টাকা চেলের মণ হয়, তবু যে মুখভার, সেই মুখভার থাকবে।

যদু। বাস্তবিক! আমাদের পাড়ায় ওই হাড়ীরা আছে, এই আকালের সময়ও দেখেছি, তারা মেয়ে মদ্দে নাচ-গান কচ্ছেই,—আর আমাদের ভিতর কি যে একটা অসন্তোষের হাওয়া এসেছে,—বাড়ীতে দুর্গোৎসব হচ্ছে—তাও মুখ বেজার! ছেলের বে দিচ্ছি, তাতেও বল্‌ছি—এই লোকগুলো ভাই খাইয়ে দিলেই বাঁচি। যাত্রা শুনতে বসেছি, তাতেও হয়—সেকালের মতন একালের গাওনা হয় না ব'লে নাক সিঁটকাচ্ছি, আর নয় বল্‌ছি, আমার আর এ সব ভাল লাগে না, খালি পাঁচজনের উপরোধে বসা। প্রাণ খুলে হাসিটা আমোদ করাটা যেন মহাপাতকের কাজ হয়েছে! যথার্থ বল্‌ছি, এই চাষী টাসীদের সংসার দেখলে আমার সময়ে সময়ে হিংসা হয়!

গোপাল। তা গরীব বেচারাদের সন্তোষের গোড়ায়ও আমরা পোকা ধরাতে বসেছি। এই গ্রামে গ্রামে প্রাইমারি স্কুল বসান যাচ্ছে,—যে ছেলে স্কুলে যায়, সে আর জাত-ব্যবসা করুতে চায় না। থানার কনেষ্টবল কি আদালতের পেয়াদা হবে, তবু চাষার ছেলে লাঙ্গল ধরবে না। —কুমারের পো চাকে হাত দেবে না।

যদু। আর আমাদের গ্রামের চাষাদের পিঠে খাওয়া গান করা ঘোচে এই। মিউনিসিপ্যালিটী হ'লেই টেক্সোর জালায় অস্থিরপঞ্চম কোরে দেবে।

গোপাল। সে যা হোক, তুমি কার দিকে?

যদু। ভোট ফোটে আমার নিজের ততটা চাড় ছিল না, তবে বিজয় সে দিন দুটো হাতে ধ'রে পেড়াপিড়ি কল্লে, আমি তাই কথা দিয়েছি; তোমার বাড়ীতেও না বিজয় গিয়েছিল?

গোপাল। ওঃ, সে কথায় কাজ কি! খালি কাঁদতে বাকী রেখেছে। তা কি করুবো, জান ত নেপালের কাছে আমার মাথা বিক্রী। নারকেল-বাগানখানা খালাস করুতে পারা ও'দিকে যাক্, ক্রমে সুদ বাড়ুতেই যাচ্ছে, আজ যদি ওর হয়ে না খাটি, এখনই বাগানখানা বিক্রী কোরে নেবে।

যদু। বেশ ছিল আমাদের গ্রামখানিতে, সকলে এক রকম বেশ মিলেজুলে থাকা গেছলো, দেখছি, এই ভোটের ব্যাপার নিয়ে একটা রীতিমত আত্মবিচ্ছেদ ঘটুবে।

গোপাল। এ কাজের অঙ্গই অই; যে যে গ্রামে ইলেকটিভ সিসমেট ঢুকেছে, সেই সেই গ্রামেই দলাদলি হয়েছে। দি বেষ্ট ফ্রেণ্ডস্ হ্যাভ পার্টেড।

(সত্যের প্রবেশ)

সত্য। কি গোপালবাবু, আমায় ছাড়লে? যা হ'ক, এক মাঘে জাড় পালায় না। এই এক বছর ডাক্তারী শিখে প্রাক্‌টিস্ আরম্ভ করেছি, তোমার বাড়ী কখনও ভিজিট নিই নাই, সেটা যেন মনে থাকে।

গোপাল। কি করুবো সত্যবাবু, জান ত—

(বিজয় ও উপেনের প্রবেশ)

বিজয়। দেখ, কেন মিছে কতকগুলো ভোট ডিভাইড কোরে নষ্ট করুবে? উপেন, আমার পরামর্শ শোন, তুমি উইথড্র কর। আমি হ'তে পারি না পারি সে পরের কথা, কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই হ'তে পারুবে না, গোটা দশপোনের ভোট পাও ত ঢের।

সত্য। বেশ বল্ছে, যখন মিষ্টার খাড়াকে রিটরণ করা বিষয়ে আমাদের সকলের একমত হয়েছে, গ্রামের লোকের ভিতর থেকে তা হ'লে ত একজন বই কমিশনর হবে না, সুতরাং তোমাদের দুজনেরই উইথড্র করা সুপরামর্শ; যখন বলেছি, তখন হাবুলকে আমি কমিশনর কোরে দেবই, এই বেলা বিজয়ও উইথড্র কর, উপেনও উইথড্র কর।

উপেন। ওঃ! ওয়ারউইক! ওয়ারউইক! সত্য যে একেবারে কিং-মেকার হয়ে পড়েছে।

সত্য। দেখতে পাবে—কি মেকার হয়েছি! আমি যদি বলি, হাবুলের দিকে যে হবে, তার বাড়ীতে অমনি চিকিৎসা করুবো, তা হ'লে কে না ওকে ভোট দেবে? হাঁ হাঁ বাবা, এইবার এস ত।

উপেন। ও! কি আমার ওবরায়েন সাহেব এসেছেন গো। তোমায় রোগী দেখতে লোকে ডাকে, এই ভাগ্য কোরে মেনো। চাকরী গেল, বাবু অমনি একখানা প্রেস্‌ক্রিপ্সন্-বুকের দেড়পাত পড়েই একেবারে ডাক্তার, আমি যদি কমিশনার হই তো আগেই একটা রেজোলিউসন মুভ করুবো, যে কোনরূপ রীতিমত ডিপ্লোমা দেখাতে

না পারবে, তাকে ডাক্তারী করবার লাইসেন্স দেওয়া হবে না; তোমার মত হাতুড়ের দ্বারা কত খুন হয়, তার খবর রাখ?

সত্য। যার বুদ্ধি আছে, সে সব পারে।

উপেন। বাবা, অই একটু বুদ্ধিই আমাদের সর্ব্বনাশ কোরেছে, কোন বিদ্যাই আর শিখ্যগিরি ক'রে শিখতে হয় না; একেবারে সবেতেই স্বতঃসিদ্ধ পণ্ডিত। সেরা জাত বটে বাবা বাঙ্গালী,—বেকার আছি, কি করা যায়?—অমনই একেবারে ডাক্তার, নয় এডিটর, নয় অথর, নয় প্রিচার, নয় ভোটারেণ—

নেপাল। (নেপথ্যে) না না, রাত্রি নটার আগে আমার সঙ্গে দেখা হবে না, তার পর বাড়ী যেও। (নেপালের প্রবেশ ও নেপথ্যাভিমুখে) আরও দেখ, শুনছ? মুখুয্যে,—অই পদা ছুতোর বেটার কাছে টাকার তাগাদাটা এই বেলা একটু কড়া রকম লাগাও, বেটার হাতে অনেকগুলো ভোট আছে। (বিজয় প্রভৃতিকে দেখিয়া) কি গো বিজয়বাবু, বলি ধাড়া সাহেবকে কি এক জন কমিশনর করবে? তা হ'ক, এক জন বড়লোক হ'লে আমি তাতে আপত্তি করতে চাই না, কিন্তু এ গ্রামে তাঁর একটা মালিকান স্বত্ব-টত্ব থাকা চাই ত?

সত্য। সে ঠিক হয়ে গেছে; তিনি আমার ডিস্পেনসারীটে কিনে নিচ্ছেন, তাঁর একটি ভাগিনে ব'সে আছে, সেই এসে দেখবে শুনবে।

(স্মৃতিরত্নের প্রবেশ)

স্মৃতি। এই যে বিজয়-টিজয় আছে,—দেখ, বড় উত্তম হয়েছে, রাজী হয়েছেন; আমি আজ পঞ্চুবাবু রাজুবাবু টাবুকে নিয়ে গিয়ে পড়েছিলেম; অনেক বলা কওয়াতে অবশেষ একরকম স্বীকার পেয়েছেন, আর ছোটবাবুও আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন।

বিজয়। কি স্মৃতিরত্ন মশাই—ভারী উৎসাহ যে? কে রাজী হয়েছেন?

স্মৃতি। আর কে? গ্রামের মস্তক যিনি,—স্বয়ং মেজবাবু; প্রথমে কোনমতে স্বীকারই হ'তে চান না, বলেন, ও সব ছেলে-ছোকরার কাণ্ড, কেবল হট্টগোল,—আর হয় ত কত সময় বেইজ্জৎ হ'তে হবে। শেষ কিন্তু রাজী করান গিয়েছে। এখন লাগ দেখি সকলে ভাল কোরে,—তিনি ত আর কারুর দ্বারস্থ হ'তে পারবেন না, ভোট ভাট কি দরকার, তোমরাই সব যোগাড় কোরে ফেল্প।

বিজয়। আপনি বলছেন কি? মেজবাবু কে? বরদাবাবু তো? তিনি কমিশনর হবেন! আপনি পাগল হয়েছেন না কি?

সত্য। হাঃ হাঃ হাঃ! তা হ'লেই হয়েছে; বরদাবাবুকে কমিশনর কল্লেই গ্রামের নাম উজ্জ্বল হয়ে উঠবে আর কি! সব অরথোডক্স আইডিয়া; সেই ঢিলে পায়জামা কাবা প'রে আমামা মাথায় দিয়ে মিটিঙে যাবেন, দশটা ইংরেজী কথা তাড়াতাড়ি বলবার ক্ষমতা নাই, কমিশনর হয়ে উনি করবেন কি?

বিজয়। একটা লেকচার দিতে হলেই পড়-পড় কোরে পালিয়ে আসবেন।

স্মৃতি। ওহে, তোমরা ছেলেমানুষ, বুঝছো না; প্রথমতঃ মুন্সিপালের পাপ গ্রামে না ঢুকলেই ভাল হতো; তার পর যখন একটা কাজ কোরে ফেলেছ, তখন ত আর চারা নাই, সুতরাং গ্রামের বর্দ্ধিষ্ণু লোক যাঁরা, সকলে ঠিক করেছেন যে, বরদাবাবু আর পুরোনবাড়ীর তারিণী বাবু, এঁদের দুজনকে আমাদের গ্রাম থেকে নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য। পঞ্চুবাবু প্রভৃতিই আমাকে ডেকে এ বিষয়ে উৎসাহিত কল্লেন, আর সঙ্গে কোরে মেজবাবুর কাছে নিয়ে গেলেন, নইলে আমার এ সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করায় মূলেই ইচ্ছা ছিল না।

নেপাল। ঠাকুর—এ সকল বিষয়ে আপনারা হাত-টাত দিও না, এ সব প্যোলিটিক্যাল ব্যাপারের মর্ম্ম আপনারা বুঝবে কি? বরদাবাবু তারিণীবাবু এঁরা বড়লোক আছেন, এই ঢের,—তাঁদের আবার কমিশনর টমিশনার হ'তে যাওয়া কেন?

স্মৃতি। নেপাল, তুমি বলছ কি হে? উন্মাদ হ'লে না কি! কারে কি বল? বরদাবাবু কি তারিণী বাবু যদি কমিশারী হ'তে রাজী হন, তা হ'লে আমাদের পরম সৌভাগ্য ব'লে জ্ঞান করতে হবে; গ্রামে শেয়াল-কুকুর কাঁদতো না যে, যদি ওঁরা দুজন না থাকতেন? এই যে গত বৎসর অনাবৃষ্টির সময় লোকে যখন একটু জলের জন্য হা হা করেছে, পাঁক ছেঁকে খেয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করেছে, তখন দশ পোনের হাজার টাকা খরচ কোরে অমন শান-বাঁধান ঘাট শুদ্ধ নূতন পুকুর কে কোরে দিলে?

বিজয়। সে তো বরদাবাবুই কোরে দিয়েছেন, তা আর কে অস্বীকার করতে যাচ্ছে? শুধু পুকুর

জাত দেখ, সকলেই কিছু না কিছু আমোদ আহ্লাদ কচ্চে দেখবে, খালি ও কাজটি নাই আমাদের বাঙ্গালী ভদ্রলোকের ঘরে। চালচলন বেড়ে গেছে লম্বা, কিছুতেই কুলোবার যো নাই, সদাই মুখটি যেন খিঁচিয়ে আছি। যদি দেড়টাকা চেলের মণ হয়, তবু যে মুখভার, সেই মুখভার থাকবে।

যদু। বাস্তবিক। আমাদের পাড়ায় ঐ হাড়ীরা আছে, এই আকালের সময়ও দেখেছি, তারা মেয়ে মদ্দে নাচ-গান কচ্চেই,—আর আমাদের ভিতর কি যে একটা অসন্তোষের হাওয়া এসেছে,—বাড়ীতে দুর্গোৎসব হচ্চে—তাও মুখ বেজার। ছেলের বে দিচ্চি, তাতেও বল্‌ছি—এই লোকগুলো ভাই খাইয়ে দিলেই বাঁচি। যাত্রা শুনতে বসেছি, তাতেও হয়—সেকালের মতন একালের গাওনা হয় না ব'লে নাক সিঁটকাচ্চি, আর নয় বল্‌ছি, আমার আর এ সব ভাল লাগে না, খালি পাঁচজনের উপরোধে বসা। প্রাণ খুলে হাসিটা আমোদ করাটা যেন মহাপাতকের কাজ হয়েছে। যথার্থ বল্‌ছি, এই চাষী টাসীদের সংসার দেখলে আমার সময়ে সময়ে হিংসা হয়।

গোপাল। তা গরীব বেচারাদের সন্তোষের গোড়ায়ও আমরা পোকা ধরাতে বসেছি। এই গ্রামে গ্রামে প্রাইমারি স্কুল বসান যাচ্ছে,—যে ছেলে স্কুলে যায়, সে আর জাত-ব্যবসা কর্‌তে চায় না। থানার কনেষ্টবল কি আদালতের পেয়াদা হবে, তবু চাষার ছেলে লাঙ্গল ধরবে না। —কুমারের পো চাকে হাত দেবে না।

যদু। আর আমাদের গ্রামের চাষাদের পিঠে খাওয়া গান করা ঘোচে এই। মিউনিসিপ্যালিটী হ'লেই টেক্সোর জালায় অস্থিরপঞ্চম কোরে দেবে।

গোপাল। সে যা হোক, তুমি কার দিকে?

যদু। ভোট ফোটে আমার নিজের ততটা চাড় ছিল না, তবে বিজয় সে দিন দুটো হাতে ধ'রে পেড়াপিড়ি কল্লে, আমি তাই কথা দিয়েছি; তোমার বাড়ীতেও না বিজয় গিয়েছিল?

গোপাল। ওঃ, সে কথায় কাজ কি! খালি কাঁদতে বাকী রেখেছে। তা কি কর্‌বো, জান ত নেপালের কাছে আমার মাথা বিক্রী। নারকেল-বাগানখানা খালাস কর্‌তে পারা ও'দিকে যাক্, ক্রমে সুদ বাড়ন্তেই যাচ্ছে, আজ যদি ওর হয়ে না খাটি, এখনই বাগানখানা বিক্রী কোরে নেবে।

যদু। বেশ ছিল আমাদের গ্রামখানিতে, সকলে এক রকম বেশ মিলেজুলে থাকা গেছলো, দেখছি, এই ভোটের ব্যাপার নিয়ে একটা রীতিমত আত্মবিচ্ছেদ ঘটুবে।

গোপাল। এ কাজের অঙ্গই ঐ; যে যে গ্রামে ইলেকটিভ সিসমেট ঢুকেছে, সেই সেই গ্রামেই দলাদলি হয়েছে। দি বেষ্ট ফেণ্ডস্ হাভ পার্টেড।

(সত্যের প্রবেশ)

সত্য। কি গোপালবাবু, আমায় ছাড়লে? যা হ'ক, এক মাথে জাড় পালায় না। এই এক বছর ডাক্তারী শিখে প্রাকৃটিস্ আরম্ভ করেছি, তোমার বাড়ী কখনও ভিজিট নিই নাই, সেটা যেন মনে থাকে।

গোপাল। কি কর্‌বো সত্যবাবু, জান ত—

(বিজয় ও উপেনের প্রবেশ)

বিজয়। দেখ, কেন মিছে কতকগুলো ভোট ডিভাইড কোরে নষ্ট কর্‌বে? উপেন, আমার পরামর্শ শোন, তুমি উইথড্র কর। আমি হ'তে পারি না পারি সে পরের কথা, কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই হ'তে পার্‌বে না, গোটা দশপোনের ভোট পাও ত ঢের।

সত্য। বেশ বলেছ, যখন মিষ্টার ধাড়াকে রিটরণ করা বিষয়ে আমাদের সকলের একমত হয়েছে, গ্রামের লোকের ভিতর থেকে তা হ'লে ত একজন বই কমিশনর হবে না, সুতরাং তোমাদের দুজনেরই উইথড্র করা সুপরামর্শ; যখন বলেছি, তখন হাবুলকে আমি কমিশনর কোরে দেবই, এই বেলা বিজয়ও উইথড্র কর, উপেনও উইথড্র কর।

উপেন। ওঃ! ওয়ারউইক! ওয়ারউইক! সত্য যে একেবারে কিং-মেকার হয়ে পড়েছে।

সত্য। দেখতে পাবে—কি মেকার হয়েছি। আমি যদি বলি, হাবুলের দিকে যে হবে, তার বাড়ীতে অমনি চিকিৎসা কর্‌বো, তা হ'লে কে না ওকে ভোট দেবে? হাঁ হাঁ বাবা, এইবার এস ত।

উপেন। ও! কি আমার ওবরায়েন সাহেব এসেছেন গো। তোমায় রোগী দেখতে লোকে ডাকে, এই ভাগ্য কোরে মেনো। চাকরী গেল, বাবু অমনি একখানা প্রেস্‌ক্রিপ্সন্-বুকের দেড়পাত পড়েই একেবারে ডাক্তার, আমি যদি কমিশনার হই তো আগেই একটা রেজোলিউসন মুভ কর্‌বো, যে কোনরূপ রীতিমত ডিপ্লোমা দেখাতে

না পারবে, তাকে ডাক্তারী করবার লাইসেন্স দেওয়া হবে না; তোমার মত হাতুড়ের দ্বারা কত খুন হয়, ত'র খবর রাখ?

সত্য। যার বুদ্ধি আছে, সে সব পারে।

উপেন। বাবা, অই একটু বুদ্ধিই আমাদের সর্ব্বনাশ কোরেছে, কোন বিদ্যাই আর শিক্ষাগিরি ক'রে শিখতে হয় না; একেবারে সবেতেই স্বতঃসিদ্ধ পণ্ডিত। সেরা জাত বটে বাবা বাঙ্গালী,—বেকার আছি, কি করা যায়?—অমনই একেবারে ডাক্তার, নয় এডিটর, নয় অথর, নয় প্রিচার, নয় ভোটারেণ—

নেপাল। (নেপথ্যে) না না, রাত্রি নটার আগে আমার সঙ্গে দেখা হবে না, তার পর বাড়ী যেও। (নেপালের প্রবেশ ও নেপথ্যাভিমুখে) আরও দেখ, শুনছ? মুখুয্যে,—অই পদা ছুতোর বেটার কাছে টাকার তাগাদাটা এই বেলা একটু কড়া রকম লাগাও, বেটার হাতে অনেকগুলো ভোট আছে। (বিজয় প্রভৃতিকে দেখিয়া) কি গো বিজয়বাবু, বলি ধাড়া সাহেবকে কি এক জন কমিশনর করবে? তা হ'ক, এক জন বড়লোক হ'লে আমি তাতে আপত্তি করতে চাই না, কিন্তু এ গ্রামে তাঁর একটা মালিকান স্বত্ব-টত্ব থাকা চাই ত?

সত্য। সে ঠিক হয়ে গেছে; তিনি আমার ডিস্পেনসারীটে কিনে নিচ্ছেন, তাঁর একটি ভাগিনে ব'সে আছে, সেই এসে দেখবে শুনবে।

(স্মৃতিরত্নের প্রবেশ)

স্মৃতি। এই যে বিজয়-টিজয় আছে,—দেখ, বড় উত্তম হয়েছে, রাজী হয়েছেন; আমি আজ পঙ্কুবাবু রাজুবাবু টাবুকে নিয়ে গিয়ে পড়েছিলেম; অনেক বলা কওয়াতে অবশেষ একরকম স্বীকার পেয়েছেন, আর ছোটবাবুও আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন।

বিজয়। কি স্মৃতিরত্ন মশাই—ভারী উৎসাহ যে? কে রাজী হয়েছেন?

স্মৃতি। আর কে? গ্রামের মস্তক যিনি,—স্বয়ং মেজবাবু; প্রথমে কোনমতে স্বীকারই হ'তে চান না, বলেন, ও সব ছেলে-ছোকরার কাণ্ড, কেবল হট্টগোল,—আর হয় ত কত সময় বেইজ্জৎ হ'তে হবে। শেষ কিন্তু রাজী করান গিয়েছে। এখন লাগ দেখি সকলে ভাল কোরে,—তিনি ত আর কারুর দ্বারস্থ হ'তে পারবেন না, ভোট ভাট কি দরকার, তোমরাই সব যোগাড় কোরে ফেল।

বিজয়। আপনি বলছেন কি? মেজবাবু কে? বরদাবাবু তো? তিনি কমিশনর হবেন! আপনি পাগল হয়েছেন না কি?

সত্য। হাঃ হাঃ হাঃ! তা হ'লেই হয়েছে; বরদাবাবুকে কমিশনর কল্লেই গ্রামের নাম উজ্জ্বল হয়ে উঠবে আর কি! সব অরথোডক্স আইডিয়া; সেই চিলে পায়জামা কাবা প'রে আমামা মাথায় দিয়ে মিটিঙে যাবেন, দশটা ইংরেজী কথা তাড়াতাড়ি বলবার ক্ষমতা নাই, কমিশনর হয়ে উনি করবেন কি?

বিজয়। একটা লেকচার দিতে হলেই পড়-পড় কোরে পালিয়ে আসবেন।

স্মৃতি। ওহে, তোমরা ছেলেমানুষ, বুঝছো না; প্রথমতঃ মুন্সিপালের পাপ গ্রামে না ঢুকলেই ভাল হতো; তার পর যখন একটা কাজ কোরে ফেলেছ, তখন ত আর চারা নাই, সুতরাং গ্রামের বর্দ্ধিষ্ণু লোক যাঁরা, সকলে ঠিক করেছেন যে, বরদাবাবু আর পুরোনবাড়ীর তারিণী বাবু, এঁদের দুজনকে আমাদের গ্রাম থেকে নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য। পঙ্কুবাবু প্রভৃতিই আমাকে ডেকে এ বিষয়ে উৎসাহিত কল্লেন, আর সঙ্গে কোরে মেজবাবুর কাছে নিয়ে গেলেন, নইলে আমার এ সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করায় মূলেই ইচ্ছা ছিল না।

নেপাল। ঠাকুর—এ সকল বিষয়ে আপনারা হাত-টাত দিও না, এ সব প্যোলিটিক্যাল ব্যাপারের মর্ম্ম আপনারা বুঝবে কি? বরদাবাবু তারিণীবাবু এঁরা বড়লোক আছেন, এই ঢের,—তাঁদের আবার কমিশনর টমিশনার হ'তে যাওয়া কেন?

স্মৃতি। নেপাল, তুমি বলছ কি হে? উন্মাদ হ'লে না কি! কারে কি বল? বরদাবাবু কি তারিণী বাবু যদি কমিশারী হ'তে রাজী হন, তা হ'লে আমাদের পরম সৌভাগ্য ব'লে জ্ঞান করতে হবে; গ্রামে শেয়াল-কুকুর কাঁদতো না যে, যদি ওঁরা দুজন না থাকতেন? এই যে গত বৎসর অনাবৃষ্টির সময় লোকে যখন একটু জলের জন্য হা হা করেছে, পাঁক ছেঁকে খেয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করেছে, তখন দশ পোনের হাজার টাকা খরচ কোরে অমন শান-বাঁধান ঘাট শুদ্ধ নূতন পুকুর কে কোরে দিলে?

বিজয়। সে তো বরদাবাবুই কোরে দিয়েছেন, তা আর কে অস্বীকার করতে যাচ্ছে? শুধু পুকুর

কেন? বড়রাস্তার সঙ্গে যোগ কোরে যে পাকা রাস্তা, তাও ত তারিণীবাবু তাঁর পিতৃশ্রাদ্ধের সময় নিজ খরচে কোরে দিয়েছিলেন; তা ছাড়া স্কুল, ডিসপেন্সারী, লাইব্রেরী—সকলতেই ওঁদের দু জনেরই টাকা বেশী, অতিথিশালাও বাড়ীতে আছে, কিন্তু তা ব'লে কমিশনর কি ওঁরা হ'তে পারেন? দ্যাটস্ আউট অফ্ দি কোয়েশ্চেন।

সত্য। হাঁ, গ্রামে মিউনিসিপ্যালিটী হ'লে প্রথম প্রথম ঢের ইম্‌প্রুভমেণ্ট আবশ্যক হবে, টাকাও বিস্তর চাই, তা বরং আমরা স্বীকার কচ্চি যে, হাবুল কমিশনর হলেও সব চাঁদার জন্য যেমন আগে ওঁদের কাছে যাওয়া যেতো, তেমনি যাওয়া যাবে।

উপেন। তা কেন? ওঁদের দু'জনের মধ্যে এক জন জলের কলের আর এক জন ড্রেনের ভার নিন না; তাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই; আমি কমিশনর হ'লে খুব ভাল রকম কোরে মিটিঙে ওঁদের থ্যাঙ্ক দেব।

গোপাল। হ্যাঁ, না হয় চৌধুরী ওয়াটার ওয়ার্কস আর ঘোষাল ড্রেনেজ নাম দেওয়া যাবে।

বিজয়। আরে বাপ রে! তা কি হয় গোপাল বাবু? অই থ্যাঙ্ক দিলেই আর সেটা কাগজে বেরুলে যথেষ্ট হবে; নাম ওদের কখনও দেওয়া যেতে পারে না, আমার মতে জলের কলটা রুসিয়ার জারের নামে নিকল্যাস ওয়াটার ওয়ার্কস হওয়া উচিত, আর ড্রেনেজটা কাবুলের আমীর আর জারমাণির এম্পারারের নামে মিলিয়ে আবদর রহমন উইলিয়ম ড্রেনেজ করা যাবে।

স্মৃতি। টাকা-কড়ির যা আবশ্যক হবে, তা বুঝি কৃপা কোরে ওঁদের কাছে নিতে রাজী আছ? আর মোড়লী করবার বেলা আপনারা নিজে। এই দেড়লক্ষ টাকার উপর আয়ের জমীদারীগুলো ওঁরা সুচারুরূপে চালিয়ে আসছেন, আর তোমার এই মুন্সিপালের কাজটা এমন কি শক্ত হে বাপু যে, ওঁদের মত লোক তা নির্ব্বাহ করতে পারবেন না? আচ্ছা, সবজা, ফড়েডাঙ্গা, ঘুঁটেপাড়া প্রভৃতি ছয়খানা গ্রাম আমাদের মুন্সিপালভুক্ত হবে, ম্যাড়াপাড়ার তো দু-জন কমিশারী? ভাল—যদি তোমাদের ছোকরা গোছ ইংরেজী জানা নিতান্ত আবশ্যক হয়, একজন থাক্, আর ওঁদেরও এক জনকে রাখ। গ্রামের মস্তক ওঁরা, এখানকার রাজা বল্লেই হয়;—তোমাদের বিস্তর উপকার আছে, অথচ মানীর মানরক্ষা হবে।

(মাণিকের প্রবেশ)

মাণিক। আহা, বেশ! বেশ বলেছে প্রোফেসর ভট্টাচার্য্যি। আহা বেশ—

(গীত)

আহা মানীর মান রাখতে বল কে জানে।
নাম রেখেছিল দশরথ
খাল কেটে যে গঙ্গা আনে॥
আর রাখতে মান জানে বটে
দিল্লীর খোদাবক্স,
যে রামরাজ্যে কল্লেন খার্য্য;
হালের ইন্‌কম ট্যাক্সো,
যে ফক্রের মত নক্স খুলে দিলে
পাণ্ডবের এণ্ডামানে॥
আর কপিবংশে মান রেখেছে কংস মহারাজা,
যে বিভীষণে সিডিসনে দিলে বিষম সাজা,
আপীলে রায় রইল বজায়,
(এখন) আলিপুরে ঘানি টানে।
কেঁদে আকুল বৃন্দে দূতী
প্রাণপতির অপমানে॥

সত্য। মাতলামো ক'র না বলছি মাণিক, থাবড়া খাবে?

মাণিক। আহা হা হা! (চুমকুড়ী)
বৃন্দাবনকি ঘাটপর বৈঠক্ত রঘুবীর
বাজত বন্‌শী, গাজত মুন্‌সী,
হাসত থাম্বুকী ধার॥

"পড় বাবা আত্মারাম"—সত্য খুড়ো, অত চটছো কেন বাবা? আচ্ছা স্মৃতিরত্নখুড়ো, তোমরা বাবা সত্যযুগের ব্লু-কৃষ্টোন—বাবা, তোমার শাঁক ঘণ্টার দিব্যি, একটা ঠিক ব্যবস্থা দেও;—আমি একটি মোলায়েম সুরে গান করেছি আর সত্যখুড়ো খামকা খামকা একটি ভদ্রলোকের ছেলেকে তেড়ে মারতে এলেন—এর ভিতর মাতালটা কে বাবা?

স্মৃতি। না না, মাণিকলাল ছোকরা ভাল, ছোকরা ভাল, একটু আমোদ আহ্লাদ কোরে বেড়ায় মাত্র। বাবাজী, একটুখানি স্থির হও, একটা আবশ্যকীয় কথা হচ্ছে, তুমিও শোন। আমি বলছি, তোমাদের এক জন কমিশারী হও, আর এক জন কমিশারী হয় বরদা বাবু, নয় তারিণীবাবুকে কর।

বিজয়। না, আমাদের ভিতর এক জন হব, আর অন্য কে,—আমিই হব; আর যে এক জন,

সে বিষয়ে আমাদের সকলেরই একমত হয়েছে— মিষ্টার কে, ধ্যাড়া।

স্মৃতি। সে কি! সাহেব না কি!—সে কেন?

বিজয়। সাহেব না, সাহেব না, তাঁর নাম হচ্ছে খগেন্দ্রচন্দ্র ধাড়া, বিলেত থেকে চাষবাস কোরে এসে তাঁর অই নাম হয়েছে।

স্মৃতি। বিলাতী চাষের পাশ কি?

মাণিক। আর ঠাকুর, তা জান না বুঝি? ভারী বিদ্যে—তাতে বোনে ধান, গাছ হয় বেগুন, ফলে ঢেঁড়স, তার পর ঢেঁকিতে কোট,—রেক রেক মাষকলাই আর চিনের বাদাম বেরুবে।

স্মৃতি। আরে মাণিকটে জ্বালালে রে! বলি হ্যাঁ বিজয়, তাঁর নামও কখন শুনিনি! তিনি কোথায় চাষবাস কচ্ছেন?

বিজয়। ছি ছি ছি! তিনি পাশই করেছেন, তা ব'লে চাষ করবেন কেন?

মাণিক। ঠাকুর, আমার কাছে শোন,—যত দুর পারে, এখানকার পাশ ঠাসিয়ে গবর্মেণ্ট টাকা দিয়ে এঁদের বিলেত পাঠায়; কিন্তু সেখানে বিদ্যা-দানের এমন বন্দোবস্তটি আছে যে, সে বিদ্যাটি ফিরে এসে এখানে আর ফলাবার যো নাই। আমাদের এই ধাড়া সাহেবকে লাঙ্গলের বিদ্যায় খুব মজবুত কোরে এনে, গবর্মেণ্ট তাঁকে ছেলে ঠেঙ্গাবার মাষ্টার কোরে দিয়েছেন।

বিজয়। হ্যাঁ, তিনি এখন রাওলপিণ্ডি স্কুলের মাষ্টার, কিন্তু বাঁকড়োয় তাঁর মামার বাড়ী আছে।

স্মৃতি। তা রাওলপিণ্ডি থেকে ম্যাড়াপাড়ার পিণ্ডি চটকাতে তাঁকে আনা হচ্ছে কেন? এখান-কার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কি?

বিজয়। ওঃ! আমাদের গ্রামের বিষয় তিনি বিশেষরূপে জানেন, তাঁর শালা বঙ্কিমবাবু এখানে নেটিব ডাক্তার ছিলেন।

মাণিক। সে হিসাবে কিন্তু ভাই আমার পিসেমশায়ের বেয়ানের ক্লেম বেশী।

উপেন। কিসে?

মাণিক। তিনি একবার কলকেতায় বেণেটোলায় ভূষণ দাসের আখড়ার সামনে প্রায় ছ-মাস বাসা কোরেছিলেন; সেই ভূষণ দাস যে আমাদের বারোয়ারীতে যাত্রা গায়, তার দলের যাটটে লোকের গা দিয়ে ম্যাড়াপাড়ার হাওয়া তাঁর গায়ে ছ-মাস লেগেছে; এস, জিওমেট্রী ক'সে দেখ, সম্পর্ক প্রুভ হয়ে যাবে।

স্মৃতি। হাঃ হাঃ! মাণিক মিছে বলেনি; ও মাতাল না তোমরা মাতাল?

যদু। আর মশাই, আপনার বরদাবাবুই বলুন আর তারিণীবাবুই বলুন, ওঁরা মিটিঙে গেলে কেবল হাত তুলবেন বই ত নয়।

স্মৃতি। স্বীকার; কিন্তু বাপু, ওঁদের একটি হাত তোলার দাম কত? তোমার আমার মত লোক এক বৎসর গজ গজ কল্লে যা হবে না, ওঁদের এক চোখ-মটকানীতে যে তা হয়।

নেপাল। ঠাকুর, রাগ ক'র না—আপনারা না কি বিদেয়টা আসটা পাও, তাই একটু ওঁদের খোসামোদ করা অভ্যাস হয়ে গেছে। তুমি ঠাকুর একটু আমার হয়ে চণ্ডীপাঠ কর, না হয় একটা ঘড়াটা আসটা দেওয়া যাবে।

স্মৃতি। কি বল্লি পাষণ্ড পামর! রমানাথ স্মৃতিরত্ন খোসামুদে? তোর মাকাল ঠাকুরের বাপ নির্ব্বংশ হ'ক! তুমি ব্রাহ্মণ মান না? আর মানবিই যদি, আমরাই বা তা হ'লে তোদের পরিত্যাগ করবো কেন? তোর ঠাকুরদাদাও যে আমাদের বাড়ী মাছের ঝুড়ী মাথায় কোরে এসেছে—আমি তখন বালক। আজ দু-বন্দ জমী হয়ে আর ভায়ের চাপকান পরা দেখে তোর এত দূর আস্পর্দ্ধা বেড়েছে? আমি বড়মানুষের মোসাহেব? তুই আমায় চণ্ডী প'ড়িয়ে ঘড়া দিবি? ছুঁচো কোথাকার!

বিজয়। স্মৃতিরত্ন মশাই, রাগ করবেন না, রাগ করবেন না, ছি ছি ছি! নেপাল, এ কি রকম আক্কেল তোমার?

নেপাল। বড়মানুষের দিকে অত টান, তা বোলবো না তো কি? আমায় রাগালে অত জ্ঞান থাকে না।

মাণিক। তাই বই কি, লোকে কথায় বলে মেছোহাটা।

নেপাল। দেখ মাণকে—পাজী মাতাল—বদ-মায়েস।

মাণিক। রসো রসো, একলা পারবে না নেপাল বাবু, আমি তোমাদের বাড়ীর ভিতর খবর দিই, একেবারে আমার উপর আমিষের শ্রাদ্ধ হয়ে যাবে এখন।

স্মৃতি। যত বড় মুখ তত বড় কথা! মেজ-বাবুকে তারিণীবাবুকে ছকড়া নকড়া! আমি খোসামুদে? আচ্ছা—আজ থেকে এই আগুন জ্বালুলেম! দেখি, এ গ্রামে মানুষ আছে কি না? আর এই খোসামুদে ব্রাহ্মণের ব্রহ্মণ্যতেজ আছে

কি না,—একবার দেখিয়ে দেব, তোর দর্প যদি না চূর্ণ করতে পারি নেপলা, তো এ গ্রামে বাস কোর্‌বো না। [প্রস্থান।

বিজয়। দেখ দেখি, খামকা বুড়া বামুনকে রাগিয়ে দিলে।

উপেন। ভারী অন্যায়।

গোপাল। বোধ হয়, এখনই বাবুদের ওখানে যাবে।

নেপাল। তা হ'লে বাবুরা আমার চাল কেটে এখনি উঠিয়ে দেবেন আর কি।

মাণিক। (সুরে) বলি ওহে নারদ ঋষি—তুমি কোথায় আছ হে, একবার মধুর বীণা-যন্ত্রে পটা-পট তালে কোন্দল রাগিণী ভাঁজতে ভাঁজতে এই আসরে অবতীর্ণ হও ঋষি গো।

সত্য। মাণিক, সব সময় ইয়ারকী ভাল লাগে না। নেপালবাবু কথাটা যে উড়িয়ে দিচ্ছ? আচ্ছা, বাবুরা মনে কল্লে কি তোমার কিছু করতে পারেন না মনে কর না কি?

নেপাল। তোমরা ভয় কর, কর, আমি করি না।

মাণিক। তা বই কি! নেপালবাবু মাছ থেকে পাঁঠা হয়ে দাঁড়িয়েছেন, উনি কাকে ভয় করবেন?

নেপাল। দেখ মাণকে—জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেব।

সকলে। কি, কি, নেপলা?

গোপাল। আঃ—থাক থাক, যেতে দাও ভাই।

সত্য। কি!—ও রাসকেল আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে বলে, বামুনকে জুতো মারবো? পাজী কোথাকার! আয় দেখি, কে কাকে মারে?

নেপাল। আয় না, খোসামুদেরা—

বিজয়। বটে, যা থাকে কপালে!—দাও লাগিয়ে।

গোপাল। যদু আয়, ফুড়ুৎ কোরে স'রে পড়ি।

[গোপাল ও যদুর প্রস্থান।

সকলে। লাগাও—লাগাও—মার—মার—

নেপাল। কি? কি?—আয় না—আয় না—মারবি? মারবি? আয় না পাড়ার দিকে—

সকলে। গলাটা টিপে ধর—গলাটা টিপে ধর—

[মাণিক ব্যতীত সকলে মারামারি করিতে করিতে প্রস্থান।

মাণিক। (সুরে) ওগো ঋষিবর গো! তুমি আনাচে কানাচে ঘোঁজে ঘাঁজে ছাঁচে কোথা ছিলে গো! যেমনই ডেকেছি, তেমনিই এসেছ,—তাথৈয়া—তাথৈ—তাতাথৈয়া করে গো। ওগো, তুমি জাগ্রত বটে গো ঠাকুর, কেউ থাকে বা না থাকে, তুমি আছ গো—আছ গো—আছ গো। জয় নারদ!—নারদ—নারদ!—

(গীত)

বল বীণে হরি হরি বোল, হরি হরি বোল।
ভারতে কোর্ট খুলেছে, ভোট চ'লেছে,
হবে মজার গণ্ডগোল।
একতার ঘর কোথা আর,
সখ্যতারে শিকেয় তোল;
নারদ দরদ কোরে বাজায় বীণে—
লাগ—লাগ—লাগ—লাগ কোঁদল॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

বিজলীর শ্বশুরবাটীর অন্তঃপুর।

বিজলী ও তটিনী।

বিজলী। কুলবালা কত জ্বালা সই গো সই বল?
সাঁঝে সকালে কত কাল আর ফেলবে নয়ন-জল!
ধন দেখে মা মনের মতন দিয়েছিলেন বিয়ে,
জান্‌তেন নাকো বাঘিনীকে সঁপে দিলেন ঝিয়ে,
মাথা খাস মরামুখ দেখিস্ গোলাপ-জল,
শাশুড়ী হয়ে এত আড়ি দেখিস্ কোথা বল?

তটিনী। আবার কোথা দেখতে যাব,
ঘরেই আছে ভাই,
জ্ব'লে জ্ব'লে সোনার শরীর পুড়ে হ'ল ছাই!
রাত জেগে ভাই এত বোঝাই
বোঝে নাকো বোকা,
এখনও সেই "মা—মা—মা" যেন কচি খোকা!
দুঃখের কথা বল্‌বো কি আজও এত দরদ,
সে দিন কি না মাগীকে কিনে দিলে গরদ!
কোনমতে বোঝে না যে নেবার কুটুম মা,
দিনে রেতে দু'হাত পেতে কোরে আছেন হাঁ।

বিজলী। খুঁজে খুঁজে নাম রেখেছেন
বাবা বিজলী
তাইতে বুঝি দুঃখে ম'জে এত জ্বালায় জ্বলি!
শুনেছি ভাই সাহেবদের বড় নাকি বেশ,
বেটী হ'লেই মা-বাপের সম্পর্কটি শেষ।

যত বলি বড় হ'লে ছেলের শত্রু মা,
বলে "থাক্ থাক বুড়ো মানুষ কিছু বলো না"—
বাবুর ভালর জন্যেই ভাই এত কোরে বলি,
(তা) স্ত্রীর কথা শুন্‌বেন কেন ?—
এ যে ঘোর কলি।

তটিনী। সইতে পারি অনেক বটে নামটি
তটিনী,
খটিয়ে ছ্যাঠা এত খাটায় তবু চটিনি,
মাগী এঁচে এঁচে গোইলের ছাঁচে,
বেছে নেছেন ঘর,
বৌ কি না পরের মেয়ে ?—
খেয়ে দেয়ে উপর নীচে কর।
আমি কষ্ট কোরে সিঁড়ি চ'ড়ে যাই
শুতে দোতালায়,
মাগী ব'সে ব'সে খালি কাসে
নীচেকার চালায়।
কেসে কেসে হাঁপ ধরেছে, যা না কেন কাশী,
(না) তা হ'লে হেসে হেসে
ঠাস্‌বে কে যত এড়াবাসি।

(দীপনা ও মেখলার প্রবেশ)

দীপনা। দাঁড়য়ে দাঁড়িয়ে এত কথা
কিসের বকুলফুল,
যাওনিকো ধুতে গা,—বাঁধনিকো চুল ?
বিজলী। এই ভাই মনের দুঃখ বলছি দু-জনে,
দু-জনেরই সমান জ্বালা শাশুড়ীর সনে।
দীপনা। বলি আমিই বুঝি ফাঁক ?
শুনিস্ যদি সকল কথা লেগে যাবে তাক।
মাগী—বিট্‌লে—বিট্‌লে—বিট্‌লে।
রাগ মরে না ধ'রে
পিটলে—পিটলে—পিটলে।
তটিনী। কি জান,
বুঝে নেছ কাজের ভাঁজ,
তাইতে পার সামলাতে,
মাগী হেরে যায় মামলাতে।
আমার মরতে আছে একটু লাজ,
ঘোচেনি এখনও ঘোমটার সাজ;
আবার আমার যিনি রসরাজ,
তাঁর মনটা কিছু দরাজ;
লজ্জাভ্য়া ভারী,
একটু মাতৃভক্তির জারী;
তাতেই মুখটি চেপে গুম্‌রে গুম্‌রে মরি,
ভাবি কদ্দিনে পাপ সরিয়ে নেবেন হরি।

দীপনা।—
আমার অত নাইকো সরম,
ঢের দেখেছি ধরম করম,
পেলে নরম সবাই ধরে চেপে,
দিলে একগুণ দশগুণ দেবে মেপে।
মেখলা। তাই বই কি,
কেন থাক্‌তে যাব মুখ বুজে ?
লোকে আপনি চলুক বুঝে সুঝে।
আমি থাক্‌তেম চুপ কোরে ফোটাতেম না মুখ,
ও মা ক্রমে দেখি মাগীর বেড়ে যাচ্ছে বুক।
এক দিন ভাই সকালবেলা ব'সে বাঁধছি চুল,
রাত্তিরে ও এনেছিল গোটাকতক ফুল,
ভাবলেম, ভালবাসে বেণে-খোঁপা,
তাই একটি বেঁধে গুঁজি ফুলের থোপা,
তা চিরুণী দিলেই চুলগুলো যেতো খ'সে খ'সে,
একটু নাকি আছে ভাল কুন্তলবৃষ্য ঘ'ষে,
তাই তেলের শিশিটা পেড়ে—
দিচ্ছি একটু ঢেলে,
ও মা!
চোখখাকী অমনই এসেছেন দু-হাত মেলে!
বলে বৌমা—বৌমা—বৌমা—বৌমা—
আ মর্ মাগী!—আমার যেন বাবা-কেলে মা!
বলে দেখ মাথাটা হয়েছে গরম,
ভারী নাকি গিরিম্মি—
দেবে একটু কঁবরেজদের
অই কুঁন্তলীমি বিরিম্মি ?
আমার তো উঠলো হাড়ের ভেতর থেকে
জ্ব'লে,—
বল্লেম আহা হা হা।
সোহাগে যে পড়ছো ঢ'লে।
আরও কিছু কি চাই ?—পাউডার
ম্যাকেসার ?
বাকী থাকে কেন ?
ভাল কোরে দেও না বাহার!
(অমনি) চোখ দু'ট না ভেবরে উঠে
চল্লেন বেটার কাছে;
আমিও গেলেম পাছে পাছে,
আড়াল থেকে তাকে দিলেম
এক চোখমট্‌কানি,
সে ভাই তার মাকে দিলে এক ঝট্‌কানি,
মাগী তাই খেয়েই পালিয়ে গেল পড় পড়,
আমি আদর কোরে বাবুর গালে
লাগালেম দুই চড়।

দীপনা। ওলো তোদের তো অনেক ভাল
অনেক ভাল দেখি,
হাড়ে নাড়ে জ্বালালে আমায় বুড়ী নেকী।
এক দিন ভাই ওর হয়েছে একটু জ্বর,
আমি তাড়াতাড়ি শুতে ব'লে খুলে দিলেম ঘর,
সে শুলো গদীর উপর বস্‌লেম গে পাশে—
আমি মাথায় দিচ্ছি ল্যাভেণ্ডার,
"ও" ছবি দেখাচ্ছে তাসে—
বড় বেশ তাসগুলি আসল ফরাসী,
আলোয় ধ'রে দেখলে ছবি লাজে আসে হাসি;
ও মা! সাড়া নেই, শুড়ী নেই দরজাটি ঠেলে,—
আড়ি পেতে দেখছে মাগী পোড়া চক্ষু মেলে;
কাজে কাজেই স'রে দাঁড়ালেম আমি একটু উঠে
ঢুক্‌লো মাগী ঘরের ভিতর একেবারে ছুটে;
বাবা বাবা বাবা ব'লে হাতে নিয়ে পাখা,
শিয়রেতে বস্‌লো গিয়ে মুখটা কোরে বাঁকা।
করবো যে পতি-সেবা গায়ে বুলুবো হাত,
মাগীর তা সয় না বুকে আঁতে লাগে তাত।
বিজলী। আমার কত কষ্ট স্পষ্ট কোরে
বলবো তোদের কি—
খেটে খেটে এ সংসারে সারা হয়েছি।
কি ছিল আর কি হয়েছে দেখছিস্ তো অঙ্গ,
বাঁচবো নাকো বেশী দিন দেহ হ'ল ভঙ্গ।
কাজ নাই আর আয় ভাই আসি গাটা ধুয়ে,
চাল ভেজেছে মাগী আবার খেতে হবে শুয়ে।

(গীত)

বিজলী। চল্ চল্ ভাই কাপড় কেচে আসি।
(আবার) বাড়ী এসে পিঁড়েয় ব'সে বাঁধবো
চুলের রাশি॥
ওলো উঠেছি সই কোন্ সে ভোরে,
সবে দই-আলারা ডাকছে জোরে,
কত কষ্টে স্নান করেছি,
গা মোছালে ছুটো দাসী।
শাশুড়ী মাগী এমনি পাষাণ,
কাজে আমায় দেয় না আসান,
তাড়াতাড়ি ধ'রে দিলে কোলের কাছে
ভাতের কাঁসি॥
তার পরে কি হয় লো ঘুম,
পড়েছিলেম মেরে ঝুম,
তাস খেলাতে তুল্লে এসে মাসাস্ সর্ব্বনাশী—
পোড়া মুখে সদাই হাসি॥
আবার সাঁজে দিতে না দিতে বাতি,
আমার শ্বশুরের বাপের নাতি,
শুইয়ে খাটে টিপবে পা বলবে ভালবাসি;—
আমি খেটে খেটে সারা হয়ে নয়নজলে ভাসি॥
তটিনী। চ ভাই চ, যদ্দিন পারিস
দুঃখের বোঝা ব'—
থাকতে পোড়ার শাশুড়ী বালাই,
সোয়ামীর সুখ তো অদৃষ্টে নাই!
আপনাদের দোর আপনাদের ঘর,
তবু যেন হয়ে আছি পর।

(গীত)

সকলে। যেন আমাদের কেউ নয়।
মা হয়ে বসেছেন পেয়ে এত কি লো প্রাণে সয়॥
বরেছি সই দিয়ে মালা,
জুড়াতে কৌমার-জ্বালা,
চোখোচোখি হয়ে রব সে যদি গো কাছে রয়,—
আবাগী শাশুড়ী মাগী সে সুখে কণ্টক হয়॥
আবার আছেন এক যে ননদিনী,
কিছু কম নন তিনি ধনী,
মায়ে ঝিয়ে মিলে জুলে কেটে কেটে কথা কয়;—
যৌবনে জীবনে বুঝি ঘরের অরি করে ক্ষয়॥
[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

হাটের পথ।

(ঢুলী, পরাণ, চৌকিদার ও গ্রামবাসিগণ)

পরাণ। রেয়তজন সব হুঁসিয়ার;—হুকুম মহারাণীর,—হুকুম মাজষ্টর সাহেবের,—সব চ'লে চল,—চ'লে চল,—হাটতলায় হিলিকসন্ হচ্ছে—সব চল; যে জমী রাখে, বাড়ী রাখে, সব চল; ঠিকেদার, কোর্‌ফাদার, নাথরাজ, মৌরস, বেক্ষত্তর, পিরিত্তর, চ'লে চল—চ'লে চল—হিলিকসন—হিলিকসন;—গাঁয়ের যে যে বাবুকে কামিনীরষাঁড় কর্‌বে, তাদিগ্‌গের বোঁট দেবে চল।

১ম গ্রা-বা। ও পরাণদা, এ হ্যাংনামাটা কিসির? মাজষ্টর সাহেব তাঁবু গাড়ে রায়তজনেরে ঢোল পিটিয়ে তলব দিচ্ছে কেন?

২য় গ্রা-বা। ওরে বুঝি এই দুর্ভিক্ষি হইছে, সন দু-সনের খাজানা মাপ হবেক, মা মঙ্গলচণ্ডী মাজষ্টর সাহেবকে বেঁচিয়ে রাখুক, মা কুইনী-কোম্পানীর বোলবোলা বাড়ুক, এই আকালের

দিনে খাজানাটা রেয়াত হ'লে তবু জানটা কতক বাঁচে। বীচেনের ধানগুনো পর্য্যন্ত মাগ-ছেলেরে খাইয়েছি, খাজানা আর দেব কন্তে।

পরাণ। তা গাঁয়ের ইস্ক্রিরিপড়া বাবুরা তোমার খোরাকের ঘোট কোরেছে, ভাবিস্‌নে। মুন্সোপলতে হচ্ছে, বাবুরা সব কামিনীর-ষাঁড় হয়ে জলের কল আনাবে, গোপালে উড়ের স্থুড়ঙ্গ কেটে নর্দ্দামা বানাবে,—যত পারিস প্যাট ভ'রে খাস। খাজানায় রেয়াত হবে কি রে হেবলো? এই ছিলিকসনটা হয়ে গেলেই পথ হাঁটবি, তার খাজানা দিতি হবেক,—নাম হবে তার ট্যাক্‌সো; মাঠে যাবি, তার দিবি ট্যাক্‌সো,—যদি বছরে দু-বার প্যাট ভাঙ্গে, তা হলি ফেরার হবি, হাল গরু বিকিয়ে যাবে।

১ম গ্রা-বা। ও, তোর হালার গাঁয়ের মুখে ঝাড়ি ঝাড়ু। প্যাটের পীড়ের ট্যাক্‌সো দিয়ে গাঁয়ে থাকবো? এ কামিনীর-ষাঁড় হবার আগেই দেখি আমাগোর বাবুগুলো বলদে-ষাঁড়ের এক্কেস পেয়েছে, আমি ত হাটতলায় যাচ্ছিনে,—আয় পরেশ আয়, ক্ষ্যাতে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

পরাণ। চ'লে চল—চ'লে চল, রায়ৎজন সব চ'লে চল—কামিনীর ষাঁড়কে বোঁট দিতে হবেক। মন্দা বাড়ীওয়ালাদের বোঁট আছে, মাদীবাড়ী-উলিদের বোঁট নেই;—চ'লে চল;—বাজা রাজু, বাজা—বাজা; ছিলিকসন—ছিলিকসন।

[ঢুলী ও পরাণের প্রস্থান।

(বিজয় ও শ্যামার প্রবেশ)

বিজয়। শেখো, যা দেখি একবার কামাক্ষের বাড়ী। চট ক'রে একবার ঘোলাকে ডেকে দিয়ে হাটতলায় আয়।

শ্যামা। আমার যে স্কুলের বেলা হবে।

বিজয়। না না না, আজ আর স্কুল যেতে হবে না,—লেখাপড়া শিখে তো বেটা মাথা কিনবে! ভোটের দিন আবার স্কুল যাবে! ওই নেপলা পাঁঠাটা ওর দাদাকে ব'লে বজ্জাতি কোরে নীচেকার ক্লাসগুলো খুলিয়ে রেখেছে। যা বলছি, শীগগির ঘোলাকে ডেকে নিয়ে আয়।

শ্যামা। আর ঘোলা যদি না আসে?

বিজয়। আস্‌বে এখন; না আসে, জোর কোরে টেনে আনবি—বলবি, মামাকে যদি সব কটা ভোট দিস্, তা হ'লে মামা এবার থেকে তোর যত বাকী খাজানার মামলা অমনি কোরে দিবেন। যেমন কোরে পারিস তাকে আনবি;—হাতে পায়ে ধরবি, বাপান্ত দিব্যি দিবি, খুনোখুনি হবি। তার ভোট কটা পেলে নবনে, নটা, ছিরে, পরমা—ও অঞ্চলের সব গুষ্টোটার ভোট কটাই পাওয়া যাবে। যা দৌড়ে যা,—ওরে দাঁড়া—দাঁড়া—

শ্যামা। আবার কি মামা?

বিজয়। দেখ, এক কাজ করতে পারবি? কারুকে বলিস্‌নে, তোদের দলের কোন চালাক ছেলেকে দিয়ে সিধে ঢুলের বিচিলীর পালুয়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়াতে পারিস? ও বেটার হাতে অনেকগুলো ভোট, নেপলা পাঁঠা লোভ দেখিয়ে সবগুলো যোগাড় করেছে;—পালুয়ে আগুন লাগলে বেটা আর হাটতলায় যেতে পারবে না।

শ্যামা। ছুতোরদের বেচোকে বলি গে, সে মনে কল্লে সব পারে; কিন্তু তুমি যে কি হচ্ছো, তা হ'লে আমায় একখানা ভাল ব্যাট দেবে বল?

বিজয়। আচ্ছা, দেবো, এখন যা, দৌড়ে যা, এক নিশ্বাসে যাবি,—ওরে—ওরে, আমার পাগড়ীটা দিয়ে যা—

[পাগড়ী দিয়া শ্যামার প্রস্থান।

বিজয়। (করযোড়ে) জয় মা কালী! জয় মা কালী!—আমি মিছি মিছি ব্রাহ্ম,—মিছি মিছি ব্রাহ্ম; আমায় কমিশনর কর মা! আমি জোড়া পাঁঠা বলি দেব, মুড়ী ছুটো নেব না। মা কালী, যদি কমিশনর কোরে দিতে পার, আর সমাজে যাব না;—না—না! নিরাকার! নিরাকার! তুমি রাগ কর না,—আমি দুজনকেই মানি। মা!—নাথ? যে হয় বাবা আমায় কমিশনর কোরে দাও।

[প্রস্থান।

(নেপাল ও দুই জন জেলের প্রবেশ)

নেপাল। উঃ—অই বিজেটা যাচ্ছে না? ওকে ঠিক কবুতে পারুতিস, তা হ'লে এক পয়সা নিতেম না;—তোদের অমনি কুলীন কোরে দিতেম।

১ম জেলে। না দ-কর্ত্তা, তার আর কাজ নেই, অই লগণ্ডা টাকা যোগাড় কোরে দেব, তুমি তানুইকে জাতে তুলে দিও, তা হলেই ঢের হবেক। ও বিজোবাবু—উকীল মানুষ, ওনার সাথে লাগতি গেলে আবার একটা হাংনামা বেধে যাবেক।

নেপাল। আচ্ছা, চুলোয় যাক; তুই নীলেকে নিয়ে তেঁতুলতলায় দাঁড়া গে,—বিজের দলে যাকে যাকে ওখান দিয়ে আস্‌তে দেখবি, তারেই মারবি

গোড়মুড়োতে লাঠি। আমার ভোটারদের গলায় সব রাঙ্গা ঘুন্‌সী আছে, দেখিস যেন তাদের কিছু বলিস্‌নে।

[প্রথম জেলের প্রস্থান।

২য় জেলে। আর মোর পরতি কি আজ্ঞা হয়?

নেপাল। গদাই পাঁজা খেয়া পার হয়ে আসবে, তার প্রজাদের ভোটগুলো সব তারই হাতে; তুই কোনমতে অই নৌকায় চ'ড়ে গদাইকে জলে ফেলে দিতে পারিস্?

২য় জেলে। আপনি ও কি কথা অংজ্ঞা কর্‌ছো? গদাই পাঁজা যে আপনার বুনুই হন, আপনার বুনেরই হাতের নোয়া যাবেন যে?

নেপাল। আরে, রেখে দে বুন আর বুনুই। যে আমায় ছেড়ে পরকে ভোট দেয়, সে আবার কিসের কুটুম? দে শালার বেটা বুনুইকে জলে ফেলে।

২য় জেলে। না পাঁঠা মশাই, আমা হতিক তা হবেক না।

নেপাল। তবে যা, অই স্মৃতিরত্নটাকে মুখ বেঁধে পাঁজাকোলে কোরে কোথাও সরা।

২য় জেলে। ও যে বামুন!

নেপাল। না!—এ বামুন, ও বুনুই,—বেটার ভারী নিষ্ঠে। যা বেটা যা—কালই তোরে একঘরে করবো, ছোটলোক! জেলে কি না। পোলিটি-ক্যাল আবশ্যক হ'লে যে ভাইকে ফাঁসী দেওয়া যায়, —বাপকে খুন কল্লে দোষ নাই; এ বেটা তা বোঝে না। তবে যা যা, মোড়ল ভোলা ধামালকে কোনমতে আট্‌কা গে যা।

২য় জেলে। তা দেখছি গে—অবধান।

[প্রস্থান।

নেপাল। যদি একান্ত হেরে যাই,—লাইব্রেরীতে আগুন ধরিয়ে দেব;—হরিসভা ব্রেহ্মসভার সব চাঁদা বন্ধ কোরে দেব। দোহাই বাবা মাকালঠাকুর, ইংরেজি স্কুলে যাবার পর আর তোমায় গড় করিনে, —সে সেজদার দোষ, যা কর্‌বার করো, আমায় বাবা জিতিয়ে দাও।

[প্রস্থান।

(সত্যর প্রবেশ)

সত্য। ষ্টুপিড—ষ্টুপিড—ষ্টুপিড। এত কোরে যোগাড় কর্ল্লেম, সব মাটী কল্লে। স্ত্রীর কথায় বাড়ীর ভিতর বন্ধ হয়ে রইল। আমি নিজে না দাঁড়িয়ে র‍্যাস্‌কেল্‌কে কমিশনর কোরে দিতে গেলেম—আর শেষটা এমন কোরে আমাকে অপমান কল্লে। হাবুল ঐ মুখ নিয়ে সাহেবদের কাছে যায়। রায়বাহাদুর হবে, আমার গুষ্টীর মাথা হবে। স্ত্রী ঘরে পুরে চাবী দিলে, আর চুপ কোরে রইল? ও পুরুষ মানুষ? কাউয়ার্ড—ফুল—বাঁদর। আর এই বা কি মেয়ে-মানুষ বাবা! সোয়ামীকে বড় লোক হ'তে দেবে না? এ কি রকম আবদার! আমার স্ত্রী হ'লে—ও বাবা! কেউ কোথাও নাই ত? শুনে গিয়ে আবার লাগাবে,—এ আর চাবী বন্ধ-ধন্দ নয়, একেবারে আমার খোরাক বন্ধ! সেই রিপোর্টারকে কটা টাকা দিয়েছিলেম ব'লে ধ'রে মেরেছিল আর কি। এখনও তার ঝাঁজ মরেনি, মাঝে মাঝে খোঁটা খেতে হয়। তিনি আবার গণককার ঠাকরুণ! কোথায় কি লুকিয়ে করেছি, কেমনে যে টের পায়, আমি কিছুই বুঝতে পারি না। প্রিয়তমা আমার একেবারে রুষিয়ান গবর্ণমেণ্ট! চারি দিকে গুপ্তচর ঘুরছে;—কাবুল, কান্দাহার, বোম্বাই, বোখারা, স্পেন, ইস্পাহান, ভায়েনা, ভিনিস, কাউন্সেল, ক্যাবিনেট কোন জায়গা ফাঁক যাবার যো নাই, সকল স্থানেই প্রাণেশ্বরীর স্পাই অদৃশ্যভাবে আছে। যা হোক, হাবুল হোক না হোক, বিজয় কি নেপালকে এখন হারাতে পাল্লে হয়; নেপাল পাঁঠা একেবারে কাটামুণ্ড ভঁইস হয়ে দাঁড়াবে। আর বিজে তো মাটী পানে চাবে না, লোককে ধ'রে চাবুক দেবে; আমার উপরেই আক্রোশ বেশী,—আমার ভিটের উপর পুকুর কাটতে পাল্লে আর রাস্তা চালাবে না। জয় বাবা পঞ্চানন্দ! দেখো যেন,—ও স্মৃতিরত্ন মশাই, ও স্মৃতিরত্ন মশাই, এ দিকে—এ দিকে—একবার শুনে যান;—

(স্মৃতিরত্নের প্রবেশ)

স্মৃতি। কি বলবে, চট্ কোরে ব'লে ফেল।

সত্য। বলি, কত দূর? বরদাবাবু তারিণী-বাবুর হচ্ছে কি রকম?

স্মৃতি। বরদাবাবুর, তারিণীবাবুর কি? ওঁরা নিজে কমিশনারী হবেন না; ওঁদের সামনে এ অঞ্চলে কেদারা পাবার উপযুক্ত কে আছে যে, তাঁদের সঙ্গে গিয়ে ওঁরা পঞ্চায়েত কর্‌তে বস্‌বেন? আর মেজ-বাবুই বল, আর তারিণীবাবুই বল, ছোট বড় সকলকে ওঁরা চিরকাল দিয়েই এসেছেন, দান করাই ওঁদের ধর্ম্ম,—তোমার ভোটই হোক আর যাই হোক, হাত পেতে ওঁরা কখনই কারুর কাছে কিছু গ্রহণ কর্‌তে পারেন না।

সত্য। তবে আপনারা কার জন্য ব্যস্ত হয়ে ঘুরছেন? বাবুদের প্রজা লোকজন কারে ভোট দিতে যাচ্ছে?

স্মৃতি। কেন, তুমি শোন নাই কি?—লবধন মাঝি আর গফুর সর্দ্দার যে কমিশরী হবার দরখাস্ত দিয়েছে।

সত্য। অ্যাঁ? অ্যাঁ! বলেন কি?—বলেন কি! লবা আর গোফরো! তারা মূর্খ ইতর লোক, তারা কেমন কোরে কমিশনর হবার উপযুক্ত?

স্মৃতি। কেন? তোমার আইনে কি লেখা আছে যে, কুলীন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কি পণ্ডিত মহেশ ন্যায়রত্ন, ডাক্তার মহেন্দ্র সরকারের মতন লোক না হ'লে কমিশনর হ'তে পারবে না? আইন বলছে, যে একটা নির্দ্দিষ্টহারে খাজানা দেবে, সেই কমিশারী হবে; তা সে হিসাবে লবধন মাঝি আর গোফুর সর্দ্দার তোমাদের অনেকের অপেক্ষা বেশী মাতব্বর! এক খেয়াঘাটের জন্যই লবধন সালিয়ানা কত টাকা দেয়!—আর গোফুর সর্দ্দারের জোত্ জমা কত, তা ত জান?

সত্য। কিন্তু এটা কি ভাল হ'ল?—লোকে বলবে কি? এ যে গ্রামের নিন্দা হবে। বলবে, এদের গ্রামে কি আর ভাল লোক নাই?

স্মৃতি। কেন? মেজবাবু তারিণীবাবুকে উড়িয়ে যদি নেপলা পাঁঠা হাকিম হ'তে পারে,—তবে নেপলা পাঁঠাকে রেখে গোফুর সর্দ্দার পারে না? গোফুরের চেয়ে নেপলা যত বড়, নেপলার চেয়ে তারিণী ঘোষাল ম'শাই তা অপেক্ষা সহস্র গুণে বড়।

* একবার আস্পর্দ্ধাটা দেখ! যাঁরা গ্রামের চিরদিন হিত কোরে আসছেন, জনে জনে যাঁদের কাছে ঋণী, যাঁরা যে আসনে বসবেন, সেই আসন পবিত্র হবে, অকৃতজ্ঞ পাষণ্ডেরা তাঁদের উপহাস কোরে, তুচ্ছ ক'রে, আপনারা মুড়ুলী করতে যাবে? আর আনবে কোন্ মুলুকের এক জন ম্লেচ্ছ ধাড়া! গুণের মধ্যে খানিকটা দাঁত খিঁচিয়ে কিচির মিচির করতে পারেন; কতগুলো ইংরাজী পাঠ মুখস্থ কোরে পণ্ডিত হয়েছেন। বাঙ্গালা একখানা চিঠি লিখতে হ'লে গলদ্‌ঘর্ম্ম উপস্থিত হয়। আমি যদি অই ম্লেচ্ছ ভাষাটা জানতেম তো কথায় কথায় ওদের ব্যাকরণ ভুল ধরতেম। এইবার একবার দেখিয়ে দেব যে, এ প্রদেশে জোর কার? —এ গ্রামের অধ্যক্ষ কে? কর্ত্তা কে?

* ওঁরা তো প্রথমে রাজী হ'ন নাই—আমি ত এ কার্য্যে প্রবৃত্তি দিয়েছি। হাবুলকে শুনলেম তার স্ত্রী ঘরের মধ্যে বন্ধ কোরে রেখেছে,—উত্তম করেছে, সতীলক্ষ্মী!

সত্য। কি! ও রকম বাঘিনী মেয়েমানুষের আপনি সুখ্যাতি করেন?

স্মৃতি। বাঘিনী কি? ওরেই বলে প্রকৃত সহধর্ম্মিণী;—পত্নীর কর্ত্তব্যই হচ্ছে পতিকে সাধু সৎপথে রাখা, তার মতিভ্রম হ'লে সুমতি দেওয়া। বিপথে যাওয়া অনেক রূপ আছে, আপনার সংসার-ধর্ম্ম অবহেলা কোরে অবস্থা-বহির্ভূত লোভ প্রকাশ বা চালচলন ধরাও একরূপ বিপথে যাওয়া,—ঘোরতর কুকার্য্য! হাবুলের কায়স্থিনী নিজে দাসীর ন্যায় গৃহধর্ম্ম পালন করেন, পতিকে সেই পথে আনতে চেষ্টা করেন।

সত্য। কি জানেন, আমি হাবুলের জন্যই চেষ্টা করেছিলেম, আমায় কথাটা হচ্ছে বিজে আর নেপাল না হয়, তবে—

স্মৃতি। বেশ তো, বেশ তো, তোমায় হাবুল যখন হচ্ছে না, তখন তুমি আমাদের সঙ্গেই যোগ দাও না! আরে বুঝছিস্‌নে ক্ষ্যাপা,—আয় না—মজা দেখ না,—লবা আর গোফরোকে কমিশারী কোরে দিয়ে একবার পাঁঠার পোর খোঁতামুখ ভোঁতা করে দিই, আর বিজের কিচিরমিচির ফেকছার দেওয়াটা বার করি। সব জাকুরা পেয়েছেন—অগাগাস্তলা হাড়ির খ্যাংরার বন্দোবস্ত কোরে রেখেছি, একবার দেখবি আয়—আয়—আয়, ভারী আমোদ হবে! একেবারে এ কাজটায় ঘৃণা ধরিয়ে দেব! আর তা না হ'লে হাবলাকে দাঁড় করাতে পাল্লিনে ব'লে ওরা এর পর তোর গায়ে থুথু দেবে। আয়—আয়—লেগে যা—

সত্য। বেশ বলেছ ভটচাজ—সাবাস্! ও বাবা, তোমার আলো-চেলের ভিতর এত মৎলব! তোমার মাথায় ও চৈতনশিখা নয়, আক্কেলের কোঁড় গজিয়েছে।

স্মৃতি। কি জান ভায়া, আমরা চাণক্যের স্বজাতি। এস, এস—আর দাঁড়াবার সময় নাই।

সত্য। আচ্ছা লাগে, চলুন, থ্রি চিয়াস ফর লবধন অ্যাণ্ড গোফুর! থ্রি চিয়ার্স—থ্রি চিয়ার্স।

[উভয়ের প্রস্থান।

(খেংরাওয়ালাগণের প্রবেশ ও গীত)

খেংরা নিবি, খেংরা নিবি, খেংরা নিবি আয়।
খেংরা বিনে একটি দিনও চালানো দায়॥
(মেয়েদের ঘর চালানো দায়॥)

নোংরা উঠনে নোংরা পেচ্ছেন,
নোংরা ঘরের কোণ,
তার চেয়ে নোংরা জেনো মন-রাখাদের মন,
ড্যাক্‌রা যারা ন্যাক্‌রা কোরে
খেংরা খেতে চায়,—
পড়ে পড়ে খায় আর বলে হায় হায় ॥
নে খেংরা, নে কোস্তা, নে বাড়ন মুড়ো ঝেঁটা,
দিলে সপাসপ সাফ হয়ে যায় বৌ যদি হয় ঢ্যাঁটা,
(আবার) ছুঁড়ীরে ধরলে ঝেঁটা শাশুড়ীর
ধুলো উড়ে যায়।
ঘরে রাখলে পরে ঝেঁটার ডরে
পতি বিকায়ে থাকে পায় ॥
লেখা-পড়া শিখে আর ফুল তুলে উলে,
কুলবালা ঝাঁটার পালা যেও নাকো ভুলে,
রাখ তুলে সুদে মূলে দর হবে লো আদায় ;
— পর ঢুকে ঘর ভাঙলে পরে করো
খেংরা দে বিদায় ॥
[প্রস্থান।

(উপেন ও গোপালের প্রবেশ)

গোপাল। আচ্ছা, উপেন, তুমি আগে এত চটা থেকে শেষে যে আমাদের নেপালের দিকেই দাঁড়ালে? তুমি যে নিজেই ক্যাণ্ডিডেট হবে বলেছিলে?

উপেন। কি করবো ভাই? শক্ত অনুরোধ ছাড়াবার যো নাই! নেপালের স্ত্রী আমার পরিবারের সঙ্গে সই পাতিয়েছে কি না,—সে পরশু দুপুরবেলায় একেবারে আমাদের বাড়ীর ভিতর গিয়ে ওকে ধ'রে বসেছিল। আমার পরিবার বল্লে, যতক্ষণ না মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি কল্লেম, ততক্ষণ সই ছাড়লে না। এখন কি করি বল? হার-ম্যাজিষ্টির হুকুম তো আর অমান্য করবার যো নাই। সে বল্লে, "এবার তুমি থাক, আমার সয়াকে হাকিম ক'রে দাও, তা না হ'লে আমি এখনই বাপের বাড়ী চ'লে যাব।" মহা মুস্কিল ব্যাপার! আমি ভাই সেই তামলীবুড়ী মরবার পর থেকে একলা ঘরে শুতে পারি না! আবার নীচে জেলেকে দিয়ে আজ সকালে নেপাল আমাদের বাড়ী একটা মস্ত রুইমাছ পাঠিয়ে দিয়েছে, সেটা প্রায় দশ বার সের—অই ঘোলাকে আনছে, ঘোলাকে আনছে! বিজয়ের ভাগনে শ্যামাও সঙ্গে—এ কি, অধিকারী ম'শাই পর্য্যন্ত যে রয়েছেন! কুঠীর পোষাকে—ইনি আজ কলকেতায় যাননি?

(ঘোলা কামার, নন্দরাম অধিকারী, শ্যামা ও গ্রাম্য লোকগণের প্রবেশ)

ঘোলা। এর অভিসন্ধানটা কি, আমায় বুঝিয়ে দাও, নইলে ঘোলারাম আপনাদের কারুর কথা শুনছেন না। আমার ঠাকুরপুত্তুর আমায় বলছিল, তা আমি বল্লেম যে, তুমি ঠাকুর ইষ্টি,—কচুর দেবতা বামুন আছ থাক, মাথায় থাক, কোন্ সমন্দী মানা করে; কিন্তু এ কলার মিস্সিপালের হাঙ্গামা, সব নর্দ্দমা পাইখানা, এর মধ্যি ঠাকুর, নোলা বাড়িও না,—কারুর জন্যে সুপরোধ উপরোধ ক'র না, ঠাকুর ইষ্টি বটে—ঘোলা এক কথায় তারে বানর বানিয়ে দিলে। আমি কলকেতা গেছি, সেখানে আমার সমন্দীর দোকান আছে, সে বিলেতী জাঁতার কাজ করে। পেরেকের কলসীর ভেতর তার প্রায় দশ বারখানা ট্যাক্‌সার কটাল্ আছে।

অধি। আরে ঘোলা, আমার কথায় বিশ্বাস কর, বুঝবি কি? যাতে তোর ভাল হয়, আমি তার জামিন রইলেন।

ঘোলা। পুকুরপাড়ের ও জমীটুকু আমায় দিইয়ে দেবে বল?

শ্যামা। মামা দেবে বলেছে, মামা দেবে বলেছে; আমায় কিন্তু ভাল কোরে লাটিমের আল কোরে দিতে হবে।

অধি। আরে, জগার মা'র জমী তোর হয়েই আছে মনে কর্।

উপেন। (গোপালের প্রতি জনান্তিকে) বেটা আজ যে লম্বা চাল চালছে, ওকে বাগানোই ভার! ছোট লোক কি না, একেবারে গোটাকতক ভোট হাতে পেয়ে মুরুব্বী দাঁড়িয়ে গেছে।

ঘোলা। দেখ অধিকারী মশাই, আর একটি কথা, রাস্তায় আলো-ফালো হয় যদি, আমার দোকানটার তল্লাটে বড় বেশী রকম ল্যাটাংঠ্যাং টাঙ্গিও না, পাঁচ গাঁয়ের ভালমানুষের ছেলেরা বেশী রাত্রে কাঠিটে আসটা ফরমাস দিতে আসে, তারা বড় মানুষ-জনকে চেনা দিতে চায় না।

উপেন। ঘোলারাম, নেপালবাবু তোমার কত সময় কত উপকার করেছেন, সেটা ভুলে যেও না। সেবার বাক্স ভাঙ্গার মামলায় কেউ দাঁড়ালে না, উনি নিজে গিয়ে থানায় তোমার জামিন হয়েছিলেন, মনে আছে ত?

ঘোলা। কি মশাই, আপনি বকছো? ঘোলারাম কি চুরি করেছিলেন যে, নেপালবাবু জামিন

হয়েছিল? সে কথা কোন্ দিন ঢাকা প'ড়ে যেতেন, টেকাওলা লোক জামিন হয়ে ওঠা একটা মাঝে মাঝে খোঁটা দেওয়া দাঁড়িয়ে গেছেন;—আমি সাধ, তাই হয়েছিল, চোরের আর জামিন হ'তে হয় না।

গোপাল। (জনান্তিকে) উপেন, সর্ব্বনাশ কল্লি, সর্ব্বনাশ কল্লি, ভোট ক'টা খোয়ালি! লোককে উপকারের কথা মনে কোরে দিতে আছে? বড় বড় ভদ্রলোকই ওতে চ'টে যায়, ও বেটা ত ছোট লোক। (প্রকাশ্যে) ওহে, না না ঘোলারাম, উপেনবাবু সে সব জানেন না, কি বলতে কি বলেন। আমার কি সে কথা মনে নাই? তুমি আপনার কাজ কর, ঘরবাড়ী দেখ, তুমি আবার কার কাছে উপকার পাবার তোয়াক্কা রেখে থাক? নেপালবাবু নিজে একটা ফৌজদারী দায়ে পড়াতে সে তারিখে যে তিনি গ্রামে ছিলেন, তার একটা প্রমাণের আবশ্যক হয়েছিল, তাই তুমি একটা অছিলে কোরে থানার বইয়ে ওঁর একটা নাম সই করবার সুবিধা কোরে দিয়েছিলে—কেমন, না?

ঘোলা। গোপাল বাবু জান—গোপাল বাবু সব জান।

উপেন। ঠিক ঠিক, এখন মনে পড়েছে। তা ঘোলারাম,—আঃ, দূর হ'ক গে—রায় মশাই! একবার নেপালবাবুকে জামিন করিয়ে উপকার করেছ, আর এইবার তোমাদের ভোটগুলি তাঁকে দিয়ে জন্মের মত কিনে রাখ।

অধি। তোমরা কি রকম লোক হে? আমি নিয়ে যাচ্ছি সঙ্গে কোরে, আর পথের মাঝখানে প'ড়ে—

উপেন। মশাইকে সঙ্গে কোরে নিয়ে যেতে কে বলেছে? রায় মশাই কি পথ চেনেন না?

ঘোলা। আমি কারুর কথা শুনবো না, আপনি বুঝবো সুঝবো দেখবো, তার পর যে রকম অবিবেচনা হয়, তাই করবো। যা হতকে গাঁয়ের ভাল অনহিত হবেন, তাকেই কম্‌সেরেট কোরে দেওয়া যাবেক।

উপেন। ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ, রায় মশাই—চল চল।

অধি। আরে তোমরা কোথায় যাও, চল চল ঘোলারাম—

ঘোলা। আরে কি মশাই তুমি ঘোলারাম ঘোলারাম কর? ভদ্দর মানুষের সঙ্গে কথা কইতি না জান তো উপনি বাবুর কাছে শেখ।

গোপাল। রায় মশাইরা আমাদের গাঁয়ের পুরন ঘর।

উপেন। উঃ! কর্ত্তার কথা! রায় মশায়ের বাপের কথা বলছি, আমরা তখন ছেলে মানুষ, দোকানের কাছ দিয়ে গেলেই ডেকে মুড়কী আর কদ্মা দিতেন! উঃ! এই দেখ, আমার চোখে জল আসছে! চল রায় মশাই, নেপালবাবুকেই ভোট কটা দেবেন।

অধি। উপেন, কাঁদালি? কাঁদালি? বুড়ো মানুষকে কাঁদালি? আমার জ্যেঠা মহাশয়ের সেঙ্গাতের কথা মনে করে দিলি? আমাদের সঙ্গে কায়েত কামার ভেদ ছিল না। উঃ! বিজয়ার দিন যখন নমস্কার করতে যেতেম, উঃ! আর না, আর না, চল রায় দাদা চল, বিজয়কে ভোট কটা দিয়ে এস, ওদের ভারও নাই, ধারও নাই,—তার পর সে কালের কথা হবে। (হাত ধরিয়া) এস এস, এই দিক দিয়ে।

শ্যামা। হাঁ হাঁ, মামার দিক্ দিয়ে, মামার দিক দিয়ে।

উপেন। না না, এ দিকে রায় মশাই, এ দিকে রায় মশাই, ওহো কেবল রায় রে! কেবল রায়—

অধি ও শ্যামা। (হস্ত ধরিয়া) এ দিকে, এ দিকে—

উ ও গো। (অপর হস্ত ধরিয়া) না না, এ দিকে, এ দিকে—

ঘোলা। কি! গায়ে হাত দিয়ে টানাটানি? এই রইল তোর কলার ভোট, ঘোলা কামার কাকেও দেবে না।

[ঝটকা মারিয়া ঘোলা কামারের প্রস্থান।

(উপেন, গোপাল, শ্যামা ও অধিকারীর পতন)

শ্যামা। (ক্রন্দন) অ্যাঁ, অ্যাঁ—ঘোলা শালা ফেলে দিলে—অ্যাঁ অ্যাঁ—

উপেন। গোপাল—ছোট ছোট, ধরতে হবে—

[উপেন ও গোপালের প্রস্থান।

অধি। শেমো, কাঁদিসনি, ছুটে গে কোমর আঁকড়ে ধর, আমি বেতো মানুষ, ওদের সঙ্গে ছুটতে পারবো না।

শ্যামা। ও ঘোলা, ঘোলা রে—

[প্রস্থান।

অধি। হারামজাদা বেটা ঝটকা মেরে ফেলে কোমরটায় আরও দরদ কোরে দিলে।

(আঁদি মুড়ীউলীর প্রবেশ)

আঁদি। দোহাই কোম্পানী। দোহাই কোম্পানী। দোহাই জমীদারের—এই যে অধিকারী মশাই আছ, তুমি গাঁয়ের মুরুব্বী লোক, রক্ষে কর। বুড়ো মানুষকে রক্ষে কর।

অধি। বলি, কি হয়েছে আঁদি? কা'ল সকালে বাড়ী গিয়ে দেখা করিস্. এখন আমি বড় ব্যস্ত।

আঁদি। ওগো, আমার যে এখনই সর্ব্বনাশ হয়! বুড়ো মানুষ কিছু জানে না, ঘরে থেকে বেরোয় না, আমি আপনি মুড়ী ভেজে দু-জনের পেট চালাই, তাকে কর্ম্ম কত্তে দিই না গো—অই গো—অই ধ'রে আন্‌ছে গো। কারুর এক পলা তেল এক চিমটি নুণ কখনও নেয় নি, ওকে বলে, তোর ঘরে ভোঁ'ট আছে, আমাকে দিতে হবে;—

অধি। কি কি? বুড়োর ভোঁট আছে নাকি? কে চাচ্ছে?

আঁদি। বাবুদের পাকেরা এসেই আগে পাঁজাকোলা কোরে তুলেছিল, তার পর বিজে উকীলবাবু পড়েছে, পাঁঠাদের বাড়ীর সব আছে, আর কত কে প'ড়ে খালি হিঁচড়ী হিঁচড়ী কোরে টান্‌ছে, অই অই অই—

(মোদক বুড়াকে টানাটানি করিতে করিতে
বিজয়, যদু, গোপাল, উপেন ও
পাইকদের প্রবেশ)

মোদক। দোহাই ধর্ম্ম। আমি কখন কারুর কিছু চুরি করি নি। আমার ভোঁটও নেই, মোষও নেই। মাগী মুড়ী বেচে কড়ি আনে, দু-জনে তাই খাই। ওগো, আমায় ছেড়ে দাও—ঘর-তল্লাসী কোরে দেখ, একটাও ভোঁ'ট নেই।

যদু। ময়রা মশাই, তোমার দু'দুটো ভোট, —বিজয় বাবুকে দিয়ে ফেল।

উপেন। কি! মোদক মশাই, আমাদের আপনার লোক; এই পড়লেম কর্ত্তা তোমার দুটো পা জড়িয়ে, নেপালবাবুকে ভোট দুটি দাও।

(পদধারণ)

অধি। দেখ মুরুব্বী, চেয়ে দেখ, আমি নন্দরাম অধিকারী, যদি বিজয় উকীলকে ভোট না দাও, তা হ'লে আমি তোমার সাম্‌নে রক্তগঙ্গা হব, তোমার বড় দিব্যি, গঙ্গার দিব্যি, না দেও তো আমার বাপের গালে—বুঝেছ তো? এই বুড়ো নন্দরাম অধিকারীর বাপের গালে—

উপেন। অধিকারী মশাই, অমন কোরে আমাদের ভোটার বিগড়ে দিও না বলছি—এস মোদক মশাই, এই দিকে;—

যদু। এস মোদক, এ দিকে—এ দিকে।

মোদক। ওরে ছেড়ে দে—ওরে ছেড়ে দে! মরেই আছি, আর মারিস্‌নে—মরেই আছি, আর মারিস্‌নে!

বিজয়। তোদের ভোটার কিসের রে উপেন?

১ম পাইক। আরে বাবু, তোমরা গোল ক'রো না, মেজোবাবুর হুকুম—ভোট দেবে গোফুর সর্দ্দারকে! চল্ চল্ বুড়ো—

গোপাল। মোদক মশাই, ভদ্রলোক হয়ে নেপালবাবু থাক্‌তে ছোট লোককে ভোট দেবেন?

বিজয়। দেখ গোপাল, মুখ সামলে কথা কও।

উপেন। যা যা শালা ফাজুষ। তোর মতন উকীল ঢের দেখেছি।

বিজয়। হ্যাঁরে শালা! তোকে আমি দাদা বলি, তুই আমায় শালা বল্লি?

অধি। (মোদকের নিকট গিয়া ধীরে ধীরে) এই বেলা মোদকের পো, এই বেলা স'রে পড়, নইলে আমার বাপের গালে—নইলে আমার বাপের গালে—

মোদক। রাধেকৃষ্ণ—রাধেকৃষ্ণ।

উপেন। একশ'বার বল্‌ব শালা—তোকে না বলি, তোর আক্কেলকে বলি, স'রে পড়, নইলে চড় খাবি।

বিজয়। কি জানিস্, আমি ভারত-সন্তান? আয় ফাইট্।

উপেন। আয় ফাইট্। (উভয়ে ঘুসি লড়িতে উদ্যত ও উভয়পক্ষীয় লোক—মার মার, মেরে ফেল, দু'ফাঁক ক'রে দে—মুণ্ড উড়িয়ে দে ইত্যাদি কথন)

১ম পা। বুঝুই, এই বেলা।

২য় পা। ঠিক বলেছিস সমুদ্ধি!

[পাইকগণ মোদককে পাঁজাকোলা
করিয়া প্রস্থান।

অধি। ওরে পালালো যে—পালালো যে—ওরে নিয়ে গেল যে, নিয়ে গেল যে।

বিজয় ইত্যাদি। আমরা ধর্‌বো—আমরা ধর্‌বো।

উপেন ইত্যাদি। কোন্ শালা ধরে? আমরা—আমরা।

[পরস্পরকে ধাক্কা দিতে দিতে প্রস্থান।

আঁদি। ও বাবা, তোরা আমার ধর্ম্মবাপ! বুড়োরে ছেড়ে দে! ও বাবা, তোরা আমার ধর্ম্মবাপ, বুড়োরে ছেড়ে দে! দোহাই বাবা! তোদের গড় করি, রাজা হ, বাবারা রাজা হ, গরীব বুড়োরে ছেড়ে দে! বুড়ীর হাতের নো-গাছটা আর খলাস্ নে বাবা, নে গেলি—নে গেলি? ও হাড়হাবাতীর ব্যাটারা, ও গাঁয়ের মুখপোড়ারা, ছাতিমতলার বুড়োরা, ও ভোঁটখেগোর ব্যাটারা, তোদের ভোঁটে আগুন লাগুক, বাড়ীতে জোড়া মড়া মরুক, কান্না উঠুক, ও ভোঁটখেগোরা—ও ভোঁটখেগোরা।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

হাটতলা।

(বিজয়)

বিজয়। রাস্কেল! কাওয়ার্ডস! লো-মাইণ্ডেড ক্রেটস্! এরা আবার মানুষ ব'লে পরিচয় দেয়? অ্যাগ্রিমানা কবলায়? আমায় প্রমিস্ কোরে আশা দিয়ে শেষ-মুখে স'রে পড়লো? লজ্জা হলো না? সেন্সলেস ব্লাগার্ডস! বড়লোকের মুখ দেখে সব ভুলে গেল? বরদাবাবুর ছোট ভাই একবার ডেকে হেসে কথা কয়েছে, আর একবারে মনে কল্লে রাজপদ পেলে! এরা আবার মানুষ? এরা আবার জেণ্টেলম্যান ব'লে পরিচয় দেয়? এই উপেন আবার নিজে কমিশনর হবার ক্যাণ্ডিডেট হ'তে চেয়েছিল? সত্যর না ভারী তেজ? বড় মরালু-কারেজ? দেখছি গোপলা আর কেমন কোরে লাইব্রেরীর সেক্রেটারী থাকে। মাতাল হ'ক আর যাই হ'ক, মাণিক ওদের চেয়ে ঢের ভাল; আমাকে দিক্ আর না দিক্, তবু তো বাবুদের বাড়ী গোলোয়া খাবার লোভে লবা মাঝী গোফরা মজুরকে ভোট দিলে না, নিউট্রাল রইলো! যাক্, বেশ হয়েছে, ছোট লোককে ভোট দিয়ে ওদেরই অপমান, আমার কি? আজ থেকে আমি একবার গোসাইটীকে দেখে নেব! ম্যাড়াপাড়াকে হাড়ে হাড়ে জ্বালাব! আচ্ছা, আজ থেকে দেশের শত্রু, ভারতবর্ষের শত্রু হব! এই তোদের প্রগ্রেস্? যেখানে প্রগ্রেসেরই মুভমেণ্ট দেখবো, যেমন কোরে পারি, সেখানে বাধা দেব! ম্যাড়াপাড়া আমায় চিন্‌লে না? আমি ম্যাড়াপাড়াকে চিন্‌বো না। ওয়াইফকে ব'লে ক'য়ে রাজী কোরে এ দেশ ছেড়ে বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে খুলেছে, অই দিক্‌কার কোন একটা ভাল বারে গিয়ে জয়েন করবো, তার পর একবার সেখানে থেকে টাকা কোরে একটু নাম কিনে একটা টাইটেলটা আশটা পেয়ে যদি দেশে ফিরতে পারি, তখন একবার ম্যাড়াপাড়া দেখ্‌বে—দেখ্‌বে—দেখ্‌বে, যে বিজয় বস্থ,বটে।

[প্রস্থান।

(নেপালের প্রবেশ)

নেপাল। দুর দুর দুর! বেটারা ভদ্দর? ভোটও দিলে না, আবার কাপড়ও কেড়ে নিলে? আচ্ছা, দেখে নেব—দেখে নেব, বাবুদের ঘরেই টাকা আছে, আর কারুর কি নেই? এ অপমানের শোধ যদি না দিতে পারি, আমার নাম নেপাল পাঁঠাই নয়। কেমন কোরে গোপালে নারকেল-বাগান রাখে, আমি দেখছি! আর সব জেলেদের মানা কোরে দিচ্ছি যে, সত্যকে কেউ না চিকিৎসা করতে ডাকে—বেটার পসার তো এক জেলে-পাড়াতেই। উঃ উঃ উঃ! আমাদের দ্বিজেনের মা আবার উপেনের বৌয়ের সঙ্গে সই পাতিয়েছেন! এবার টোকো দই পাতাতে বলবো! একবার মুখে বল্লে হয় "সয়া", এক লাঠিতে তার গয়া কোরে দেব!

(কয়েক জন বালকের প্রবেশ)

বালকগণ।—

আয় কুড়ুসে হরির লুট, ফুরুলো ভোটের কাজ।
হাটতলাতে নেপাল পাঁঠা জবাই হলো আজ॥

নেপাল। কে রে ছোঁড়ারা—কে রে?
আমার সঙ্গে মস্করা?

১ম বালক। না পাঁঠা মশায়, এগুলো
আপনার জন্যে রসকরা।

বালকগণ। কে চটালে কে ঘাটালে
ব্যা ব্যা করে পাঁঠা।
চার ঠ্যাঙেতে তিড়িং মেরে
গুঁতিয়ে বেড়ায় গাঁ-টা॥

নেপাল। ও হারামজাদা বেটারা, ও হারামজাদা বেটারা! স্কুলে গিয়ে কি এই বিদ্যা হয়েছে? আমি যে তোদের ঠাকুরদাদার যুগ্যি রে বেটারা; এক এক ব্যাটার ঠ্যাং ধরবো আর আছাড় মারবো।

বালকগণ। পাঁঠা মশাই, পাঁঠা ম'শাই
তোমার গায়ে বোটকা গন্ধ।
দেখে বোকা শিং ঠোকা হয়
বোকা ব'লে সন্ধ॥

নেপাল। পেলিয়ে বেড়াও শালার ছেলেরা, যমের দরজা কি বন্ধ? পালাস্ কেন, পালাস্ কেন ব্যটারা? এক ব্যাটাকে যদি ধরতে পারি, গর্দ্দানটা ছিঁড়ে ফেলবো, নইলে আমি পাঁঠার ঘরে জন্মাই নি।

বালকগণ। একজোড়া শিং দু-জোড়া ঠ্যাং
তুমি আসল পাঁঠা।
কালীতলায় বলি হ'লে ঘোচে গাঁয়ের কাঁটা॥

নেপাল। কে শিখিয়ে দেছে বল্ তো? কে শিখিয়ে দেছে বল? আয় তো বাবা রমণ, তোকে অনেকগুলো পেয়ারা দেব, পয়সা দেব, বল্ তো কে শিখিয়ে দেছে?

বালকগণ। তুমি কালিয়া হবে কোপ্তা হবে,
হবে কোর্ম্মা কারি।
কমিশনর হ'তে গেলে এত কেন জারি॥

নেপাল। তবে রে নির্ব্বংশের বেটারা, ক্রমে মাথায় চ'ড়ে উঠেছ? চল্ ত তোদের ছাতিমতলার ঘাটে রেখে আসি।

(বালকগণের পশ্চাতে তাড়া দিতে দিতে শ্যামাকে ধরণ)

শ্যামা। অঁ্যা অঁ্যা অঁ্যা—ছেড়ে দে বলছি শালা,—

নেপাল। এই খা তো কানমলা, পাঁঠার পোকে চেন না?

শ্যামা। ও মামা, পাঁঠা শালা আমায় ধরেছে—

নেপাল। তোর মামা এখন তোর মামীর কাছে ধামা বাজাচ্ছে।

বালকগণ। দে শালা, পাঁঠা! শেমোকে ছেড়ে দে, শালা পাঁঠা! শেমোকে ছেড়ে দে। মার ছিপটীর বাড়ি,—

নেপাল। এই যে ছাড়ছি—যমালয়ে নিয়ে ছাড়ছি।

বালকগণ। দুয়ো পাঁঠা—দুয়ো পাঁঠা! মার ছিপটী, লাগা ছিপটী!

[নেপালকে তাড়া করিতে করিতে বালকগণের প্রস্থান।

(অধিকারীর প্রবেশ)

অধি। দূর দূর আবাগের ব্যাটারা, অত বড় দিব্যিটে মান্‌লে না? একশ'বার বল্লেম, আমার বাপের গালে, বাপের গালে, তা ব্যাটারা সে জায়গাটা বাঁচালে না? কামার ব্যাটার, ময়রা ব্যাটার পায়ে ধরলেম, আসলে আন্‌লে না? নন্দরাম অধিকারীর এত দিনকার ঘুড়্‌ লীতে কুড়ুল মারলে? হা নির্ব্বংশের ব্যাটারা!—আচ্ছা, বোঝাপড়া হবে, —ব্যাটাদের ধার আছে না ভার আছে?—নইলে আমার বাপের গালে—বাপের গালে— [প্রস্থান।

(মাণিকের প্রবেশ).

মাণিক। বেশ বাবা! সেল্‌ফ গবর্ণমেণ্ট পাকা রকম এষ্ট্যাব্‌লিস হয়ে গেল, এখন যে যার ঘরে ব'সে আপনার রাজ্য আপনি কর, কেউ কারুর মুখ চাইবার দরকার নাই। ভোটের কি চোট বাবা! গাঁয়ে যা একটু একজোট ছিল, একেবারে টুটে কেটে গেল! কারুর সঙ্গে কারুর আর মোটে পোট রইল না। ছেলাম বাবা—বিশ ছেলাম রাজনীতি তোমার খুরে! একটু ইংরেজী কিচির-মিচির কোরে সাবেক দলাদলিটে ঘুচ্ছিল, মিলজুলটা হচ্ছিল, অমনই বিলেত থেকে টেলিগ্রামে চ'লে এল ভোট, এখন দেখে কে? বাপ ব্যাটাতেই চল্‌বে তলোয়ারের চোট! এত দিন একলা ছিলেম কোর্ট, এখন দোসর হলেন ভোট; নারদমুনি, তোমায় আর ঠোঁটটিও খুল্‌তে হবে না। ঋষিবর, এখন স্বচ্ছন্দে নিশ্চিন্ত হয়ে হাওয়া খাও আর বীণ বাজাও। আর বাবা, চাঁদির চাকারও ভেল্কি দেখলুম খুব! স্বয়ং কল্কি অবতার হার মেনে যান, কেয়াবাত—কেয়াবাত! সব জেণ্টেলম্যান পলায়ের গন্ধে ভন্ ভন্ কোরে ঝেঁকে গিয়ে পড়লেন। এঁরা সব মদ খান না, পাছে নেশার ঝোঁকে আপনার কাজ ভুলে যান; এঁদের হাত ঠিক, পা ঠিক, চোখ নাক কান সব ঠিক, খালি কথাটি একটু বেঠিক; আর মাণিকলাল মাতাল,—পা টলে, গা টলে, মাথা টলে, খালি টলে না কথা! আমার কথাটি ফুরুলো, নটেগাছটি মুড়ুলো, তার পর কি বল্‌ছিলেম? অই যে ছাই ভুলে যাই—না আর কোয়াটারখানেক চাই—

(পরাণ চৌকিদারের প্রবেশ)

পরাণ। আরে মাণিকবাবু মশায় যে? একটু রঙে আছ দেখি, আপনি যে যাও নি?

মাণিক। কোথায় বাপ পরাণ?

পরাণ। ওই স্যুটকি-রতন মোচ্ছবে। ওঃ! সে ... ঢং হইছে; গোফরে আর লবধনারে যেন ... ঠাকুর সাজিয়েছে, কপাল বটে ও ছুটার! ...রের উপর চ'ড়ে বসছে, বাবুরা আপনি বলদ ...ন হিঁচুড়ে সব টেনে আনছে।

মাণিক। পরাণচন্দ্র রামায়ণ গান করছো বাবা! ...য়, বাবা বুকে আয়, একবার গলা ধ'রে করুণা ...রে কাঁদি! বাপ রে, পরাণ রে, এ কি ইলেক্‌শন ... বাপ? এ যে সহোদরে সহোদরে কনেক্‌শন ...শ কোরে দিলে।

নেপথ্যে। ছুয়ো পাঁঠা—ছুয়ো পাঁঠা—ছুয়ো ...ঠা! জয় গোফুর লবাই মাঝি!

[পরাণের প্রস্থান।

(স্মৃতিরত্নের প্রবেশ)

স্মৃতি। এ কি মাণিকচন্দ্র, অমন করছো ...ন?

মাণিক। খুড়ো, জিহ্বা এখন আড়ষ্ট, স্মৃতিরত্ন ...জারণে বেজায় কষ্ট, নিজগুণে অপরাধ ভঞ্জন করো! ...কাণ্ড বাধালে বাবা, গ্রাম যে একেবারে লণ্ডভণ্ড ...লো!

স্মৃতি। পাগলা, ভাবিস্‌নে, তোর প্রাণটা ... জানি; তোর চোখ দিয়ে মদ নয়, সত্যই ... বেরুচ্ছে বটে! তা ভয় নাই, সব ঠিক আছে; ...কে গোফরোকে দিয়ে পরশু তরশু ব্যাজান ...য়াব, মেজবাবু আর বিজয়ই কমিশনার হবে। ... কি জান, একবার ব্রহ্মণ্য তেজটা দেখিয়ে দিলেন। ...করাদের মেজাজ কিছু উদ্ধত, আর ওই নেপলা ...রটা ব্রাহ্মণকে বড় শক্ত শক্ত উত্তর করেছিল,— ... যা হোক, কাজটা ভাল করি নি, না! কেমন ...ণিক? ঠিক ঠিক, একনুর করা ভাল হয় নি। আমিও ...র ব্রাহ্মণ তো বটে, কেমন, না? কাজটা ভাল ... নি, রাগটা চণ্ডাল—বড় চণ্ডাল!

মাণিক। হাঁ! খুড়ো, নারদ ঠাকুরের আরজ ...টা।

স্মৃতি। হাঃ হাঃ হাঃ! বেশ বলেছিস্, বেশ ...লেছিস্। যাক্, ভাবিস্‌নে, প্রায়শ্চিত্ত আছে— ...দেরও, আমারও, একজন স'রে পড়ি, আর না—কি ... মাণিক?

মাণিক। হাঁ বাবা, নারদ দারজিলিং গেছে, ...মি একটু হাওয়া বদলাও গে, আমি আর একটু কারণ কোরে প্রাণটা ভ'রে করুণা করি গে বাপ!

স্মৃতি। আহা, বেঁচে থাক্, তোর প্রাণটা ভাল, প্রাণটা ভাল,—কাজটা কোরে ভাল করিনি, ভাল করিনি!

[উভয়ের প্রস্থান।

(ঢুলি, নিশানদার ও আদি সঙ্গে পরাণ চৌকীদারের প্রবেশ)

পরাণ। হিলিকসন, হিলিকসন, স্যুটকীরতন মোচ্ছব! হিলিকসন—গফুর লবাই হিলিকসন।

(গোফুর ও লবধনকে ফুলপত্রে দ্বারা ভূষিত করিয়া বিচিত্র সজ্জিত গো-শকটারোহণে সত্য, উপেন, বালকগণ প্রভৃতি দ্বারা টানিয়া আনয়ন।)

সকলে। ট্রায়মফ্যাল এন্‌ট্রি, বলদ কি? আমরা আপনারাই টানছি।

গোফুর। কোত্তারা কোত্তারা, মোগারে ছারান দেন, এ ফুল-পাতাগুলা খুলে লন, বিত্তিকিচ্ছিরি খোস্‌বুতে মোর পরাণটা হেঁপিয়ে হেঁপিয়ে উঠতে, মগজটা বন্ বন্ করি ঘুরতি লাগছে।

বালকগণ। জয় জয় গোফুর লবাই মাঝি।
হায় কি ভোটের কারসাজি॥
হাকিম হলো লবাই ধন।
করবে গোফুর কমিশন॥

লবধন। ও বাবু মশারা আমার লাজ লাগছে, লাজ লাগ্‌ছে, মোরে নেমিয়ে দেও, নেমিয়ে দেও, তোমাগোর বলদ কোরে গাড়ী টানাচ্ছি, দৈবলেই মোদের বৌ খেংরে দেবেক—খেংরে দেবেক; মোরে আর খেংরে না দিয়ে থাকি দিবেক না।

সকলে। হিপ হিপ হুর্‌রে! থ্রি চিয়ার্স ফর গোফুর এণ্ড লবাই! হিপ হিপ হুর্‌রে।

লবাই ও গোফুর। চিল্লুয়ো না বাবুরা রে, পরাণ হেঁপিয়ে উঠে—

সকলে। হিপ হিপ হুর্‌রে। থ্রি চিয়ার্স ফর্ ইলেক্‌শন! থ্রি চিয়ার্স ফর্ ইলেক্‌শন! হিপ্ হিপ হুর্‌রে!

[গাড়ী টানিতে টানিতে সকলের প্রস্থান।

—

পটপরিবর্ত্তন

আলিপুর, বেল্‌ভেডিয়ারের সিংহদ্বার-সম্মুখে

মহিলাগণ।

(গীত)

বাবুদের আশার গাছে ফুল ধরেছে,
ফল্‌বে এবার পাকা ফল।
আস্‌ছে দেশে সর্ব্বনেশে টেকুস-খাওয়া মিনসেপল॥
চোটা বোরে ভোটের বোঁটে ছুটছে সবার পতি,
বরাট, বড়াল, লালবিহারী, প্রিয়, পশুপতি,
কুমোরপাড়ার চণ্ডী চলে
তার গণ্ডীর ভিতর সিংহ বল॥
কুমার দীনেন, রূপের ভুপেন, কাল-কোল কালী,
মুখটি মলিন সোনার মলিন, কাজের ভাবনা খালি,
আপনি কানাই, গণেশ, নিমাই,
দিলে হীরের ছেলে যুগল॥
পূজো পিতৃচরণ রাধাচরণ চলে নরম চালে,
নাইকো জিরেন যাচ্ছে সুরেন কথায় আগুন জ্বালে,
জেলে ধর্ম্মের মশাল চল্‌লো ঘোষাল
ভেবে যুগল পদতল॥
পরে হীরে পান্না যায় খান্না, সঙ্গে হরেরাম,
আদরে বদর চলে, ভুবন, বিনু, জহর গুণধাম;
মান পেয়ে আজ যান মহারাজ
করতে আলো টাউনহল॥
ওই যোগী নরেন চোগা পরেন, বইতে পরের বোঝা,
ভেবে ভেবে যাচ্ছে দেবী ফুলকোঁচাটি গোঁজা,
(এখন) নয় শুধু এন্ পুরো নগেন,
যান নিজের কাজে দিয়ে জল॥
মুখে চিনি যায় মোহিনী, অখিল, দুর্গাগতি,
আয় দেখি আয় যায় রসরায়,
কোন্ দিকে কার গতি,
মানীর মান কিনতে কি ভাঙতে যায়
কোরে মিটিং ছল
দেখি সাধু কি পশুপতি—মতি সরল কি খল॥

যবনিকা-পতন।

সম্মতি-সঙ্কট

সূচনা

কৈলাস পর্ব্বত।

(দুর্গা, জয়া ও বিজয়া)

জয়া-বিজয়া—

গৌরী—একতালা।

কুমারী গৌরী বরে রে হরে,
ত্রিলোক-তারিণী তাপ হরে।
মহেশ সন্ন্যাসী হলো পুরবাসী,
গিরি-কুমারীরে বুকে ধরে॥
অষ্টম বরষে, মনের হরষে,
কত কি মা বলে, উমা নাহি টলে,
সতী কি গো পতি-ঘরে ডরে,
পতি-পূজা ছেড়ে দেবনরে।

বিজয়া। বল জয়া, আমাদের ভুবনমোহিনী গিরি-নন্দিনী এখানে আসবার আগে এ কৈলাস কি ছিল, আর এখন কি হয়েছে। যেখানে বিকট শ্মশান ছিল, সেখানে এখন নন্দন-লাঞ্ছন-মনোহর-কানন হয়েছে। যেখানে অহর্নিশি ভূতের নৃত্য হ'তো, সেখানে সেই ভূতগণও শান্ত-প্রকৃতি লাভ করেছে।

জয়া। আর যেখানে ভোলার ভিক্ষার ঝুলিটি টাঙান থাকত, সেইখান থেকে কৈলাসবাসিনী আমাদের অন্নপূর্ণামূর্ত্তি ধারণ ক'রে ত্রিভুবনকে অন্নদান কচ্ছেন।

বিজয়া। কি গুণে দেবি, তুমি শ্মশানকে নন্দন কল্লে; কোন্ মায়ায় দেবি, তুমি চির সন্ন্যাসীকে সংসারী কল্লে; যে ঘরে মুষ্টি ছিল না, সে ঘরে অন্নকূট স্থাপন কল্লে, কি শক্তিতে দেবি! এই শক্তি সকল শক্তির আদ্যাশক্তি, এই শক্তি হ'তে ত্রিভুবন সৃজন।

দুর্গা। সখি জয়া! সখি বিজয়া! এই শক্তি হ'তেই সৃষ্টি-স্থিতি, এই শক্তি হ'তেই মায়ার উৎপত্তি, প্রকৃতি-স্বরূপিণী নারী সেই মহাশক্তির আধার, পুরুষ প্রকৃতির সহিত মিলিত না হ'লে কোন কার্য্য করতে পারে না, পুরুষ প্রকৃতির মিলন হ'লেই সেই শক্তি সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি লাভ করে ও কার্য্য করতে থাকে।

জয়া। দেবি! আমায় মার্জ্জনা কর, তোমার কথা আমি ভাল বুঝতে পাচ্ছিনে!

দুর্গা। দেবলোকের কথা অতি গুরুতর, মর্ত্ত্য-লোকের একটা কথা ব'লে তোমাদের দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছি, তা বুঝতে পাল্লে পরে আর একদিন দেব-লোকের কথা বলব।

জয়া। আহা, মর্ত্ত্যলোক, মর্ত্ত্যলোক! কতদিন সেথায় যাইনে

দুর্গা। মর্ত্ত্যলোকে মনুষ্যের প্রথম কর্ত্তব্য সৃষ্টি-রক্ষা; তা কর্ত্তে হ'লে প্রজাবৃদ্ধির প্রয়োজন। যে ব্যক্তি সুসন্তান লাভ না করে, বিধাতার সেই মহাকার্য্যে বাধা দেয়, সে অতি ঘোর পাতকী, সেই সুসন্তান লাভের জন্যে মর্ত্ত্যলোকে বিবাহের সৃষ্টি—বিবাহ অর্থে পুরুষ-প্রকৃতির মিলন, বিবাহ না করলে মনুষ্যের ধর্ম্ম চলে না, চিত্তের বিকাশ হয় না; বিবাহ হ'লে স্ত্রী-পুরুষ দুজনে এক হয়ে দম্পতি নাম পায়, জগতে সেই দম্পতির আদর্শ হর-পার্ব্বতী।

বিজয়া। দেবী আমাদের জগতের জন্যেই ব্যাকুল, সদাই জগৎ নিয়ে আছেন, তাই জগন্মাতা নাম।

দুর্গা। পুরুষে ভোলানাথকে দেখে শিখবে যে, আপনি ভোলানাথ হয়ে স্ত্রীকে ভালবাসতে হয়, তপ-জপ ছেড়ে দিয়ে গলায় সাপ বেঁধে ভিক্ষা ক'রেও স্ত্রীকে সুখী করতে হয়। আর আমায় দেখে স্ত্রীলোক শিখবে যে, সন্ন্যাসী পতিকে গৃহবাসী করা, শ্মশানকে গৃহ করা, দরিদ্রকে দাতা করা। কুমারী অবস্থায় বিবাহ ক'রে পতিগৃহে যেতে পারলে স্ত্রী এই সকল গুণ পায়, পতির ঘর আপনার হয়, তাই দেখাতেই আমি আট বছরে হরের ঘরে এসেছি।

জয়া। মর্ত্ত্যের কথা শুনে দেবি, আমার মন কেমন উচাটন হলো, কত দিন যাই নি, এক দিন চল না দেবি!

দুর্গা। জয়া কি সব ভুলে গেলে, সেথা আর কোথা যাব? কে আর আমায় ডাকে?

বিজয়া। দেবি, না ডাক্‌লেও তো এমন কত জায়গায় যাও; নাই বা ডাক্‌লে, সন্তানের উপর মার আবার অভিমান কি?

দুর্গা। না ডাক্‌লেও তো কতবার গিয়েছি, বিজয়া! তা আমি যাব কি ক'রে? আমার দিকে কেউ ফিরেও চায় না; তা না চাক, সামনে যে সব অনাচার, অত্যাচার, পশুর মত আচরণ হয়, তা আর চক্ষে দেখা যায় না; আমি গেলে আমায় সঙ্গে ক'রে অধিক দুষ্কর্ম্ম করবার সুবিধা পায়, না যাওয়াই ভাল।

(নারদের প্রবেশ)

নারদ—

ত্রিভুবন-বন্দিনি, হিমগিরি-নন্দিনি,
সুরনর-পূজিত পাদে।
পশুপতি-গেহিনি, মৃগপতি-বাহিনি,
দশদিশি-পুরিত-নাদে॥
কুবলয়-বর্ণিনি, শিশু-শশি-শোভিনি,
চিরচিত-জাহ্নবি-বাদে॥
গজেন্দ্র-গামিনী, হরান্নদায়িনি,
দিতি-সুত-কারিত সাদে॥
শিবপুর-বাসে, মণিময়-বাসে,
নূপুর-ভূষিত-পাদে।
সুমধুর-হাসে, হৃত-ভব-পাশে,
মুনিজন-মানস-মাদে॥

নারদ। মা, তোমার বেশটিই ভাল, কিন্তু সবার চেয়ে এই অন্নপূর্ণা-বেশটিই আমি ভালবাসি মা।

দুর্গা। কেন নারদ, এ বেশ ভালবাস?

নারদ। এই অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিই মা তোর মহাশক্তির আধার; সকল শক্তিই শক্তি, কিন্তু এই মূর্ত্তিই পূর্ণ-শক্তি। মা, তোকে মহিষাসুর বিনাশ কর্ত্তে দেখেছি, শুম্ভ-নিশুম্ভকে বিনাশ কর্ত্তে দেখেছি, এত পাপেও পৃথিবীর লয় হচ্ছে না, এতে তোর সৃষ্টিশক্তির ক্ষমতা দেখছি মা, কিন্তু মা অন্নপূর্ণা-শক্তির কাছে তোমার কোন শক্তিই নয়।

দুর্গা। কেন নারদ?

নারদ। জান ত মা ভ্রমণ করা অভ্যাসটা আমি ভুল্‌তে পার্লেম না, আজ সমস্ত মর্ত্ত্য ভ্রমণ ক'রে ভারতে গিয়েছিলেম। তাদের যে অবস্থা দেখলেম, তাতে যে মা এখনও তারা আধপেটা হোক্, দিনান্তে হোক্, এখন দুটি অন্ন পাচ্ছে, এ মা তোমার অপার করুণা ভিন্ন হয় না; এ অন্নদান মা তোমার মহা শক্তির প্রমাণ। জয় অন্নপূর্ণা।

দুর্গা। কেন নারদ, এমন বাক্য বল্‌ছ কেন—ভারতের জন্য আমি সদা ব্যস্ত, ভারতে কি আমি অন্ন দিই না?

নারদ। দেবে না কেন মা, ভারত অন্নক্ষেত্র ক'রে সৃজন করেছিলে। তা তোমার পাগ্‌লীর ঘরে পাগলের অভাব ত নাই, তার একটা না একটা কিছু নিয়ে আছেনই আছেন। ঐ যে লক্ষ্মী ঠাকরুণটি ছুটোছুটী কচ্ছেনই, কিন্তু ভারত থেকে একেবারে যে ছুটেছেন, তা আর ফের্‌বার নামটি নাই; উটিকে কোথাও বদ্ধ কর্ত্তে পারেন, কারু কাছে না যায়, সে ভাল, সব নির্ব্বিঘ্নে চলে। তার পর ঐ শনিঠাকুরটি, কি জানি, ভারতে উনি কি অপরূপ দেখেছেন, একদৃষ্টে সেই দিকেই চেয়ে আছেন, উত্তরেও ফেরেন না, দক্ষিণেও ফেরেন না, পশ্চিমেও ফেরেন না। তার উপর আবার যম মহাশয় আছেন, তাঁর মন খারাপ হ'লে মধ্যে মধ্যে একবার স্বয়ং সশরীরে ভারতবর্ষে বেড়াতে যান, অল্পসময়মধ্যেই অসংখ্য প্রজা সংগ্রহ ক'রে মন শুধরে ফিরে আসেন।

দুর্গা। এ কি, আমার প্রাণ কেন এমন হ'লো জয়া! বিজয়া!

বিজয়া। কি কি, দেবি!

দুর্গা। বিজয়া! আমার প্রাণ যে বড় ব্যাকুল হ'লো, কে কোথায় আমাকে ডেকে কাঁদ্‌ছে, কোন্ অভাগা সন্তান আমার জন্তে ব্যাকুল হয়ে আর্ত্তনাদে মা ব'লে ডাকছে, জান যদি, বল।

নারদ। করুণাময়ি! কি মা তুমি জান না যে আবার ছলনা ক'রে জিজ্ঞাসা কোচ্ছো? আচ্ছা মা, যদি কৃপা ক'রে আমায় একটু বাড়াবার ইচ্ছা হয়ে থাকে, আদেশ পালন ক'রে সে কৃপায় পরিতৃপ্ত হই।

দুর্গা। বল নারদ বল, সন্তানের হৃদয়ের কান্না আমার প্রাণে প'শে আমায় আকুল করেছে।

নারদ। তবে শোন মা, এই যে ভারতের কথা বল্‌ছিলে, এ সেই ভারতনিবাসিগণের রোদন।

দুর্গা। কেন কেন নারদ, একি অন্নের জন্যে রোদন? ভারতবাসীর গৃহ কি অন্নশূন্য? তবে কি আমার অন্নপূর্ণা নামে কলঙ্ক হলো?

নারদ। না মা, আজ ভারতে এ রোদন অন্নের জন্যে নয়, সে কান্না অনেক দিন কাঁদছে, শক্তি নাই

—তেজ নাই—উদ্যম নাই—নীরবে চক্ষের জল ফেলে দারিদ্র্য-দুঃখ ভোগ কচ্ছে, কিন্তু আজকার এই উচ্চ রোদন—অন্ন অপেক্ষা যা প্রয়োজনীয়—মনুষ্যের প্রাণ অপেক্ষা যা সার বস্তু—ধর্ম্ম—তারই জন্য আজ সেই বিস্তৃত আর্য্যাবর্ত্তবাসী সমস্ত হিন্দুসন্তান ধর্ম্মক্ষয় ভয়ে একত্রে উচ্চৈঃস্বরে রোদন ক'রে কোথায় বিপদ-নাশিনী মা, কোথায় মা তারিণী ব'লে তোমায় ডাক্‌ছে।

দুর্গা। নারদ, দুঃখের সময় মার সঙ্গে কি পরিহাস কর্ত্তে আছে? হিন্দুসন্তান ধর্ম্মের কথা অনেক দিন ভুলে গেছে, তারা আমায় ভুলে গেছে, আজ তারা ধর্ম্মের জন্যে কাঁদছে, এ কি সম্ভব কথা নারদ?

নারদ। মা গো সত্যরূপিণি! তোমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে মিথ্যাকথা কয়, কার সাধ্য! হিন্দু কি ধর্ম্মের কথা ভুলতে পারে মা? তোমার ইচ্ছায় যে মা হিন্দুর প্রাণ ধর্ম্মের সঙ্গে জড়িত;—ধর্ম্ম যে হিন্দুর প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়, হিন্দু ধর্ম্মের জন্যে প্রাণ দিতে পারে। তবে, বহুদিন অত্যাচার ভোগ ক'রে —পরপ্রত্যাশী হ'য়ে—সমাজে ধর্ম্মশিক্ষার অভাবে—হিন্দুসন্তান, মা, তোমায় ডাকতে ভুলেছিল, বিপদে তোমার পায়ে কাঁদতে হয়, তা তাদের মনে ছিল না।

দুর্গা। নারদ, আজ কিসে তাদের ধর্ম্মপ্রাণ জেগে উঠলো—কি আঘাতে তাদের এ মহানিদ্রা ভঙ্গ হলো?

নারদ। আজ মা তাদের বড় মর্ম্মে আঘাত হয়েছে; যে সৃষ্টিরক্ষার জন্য বিবাহ-বন্ধন তুমি আপনি নিরূপণ ক'রে দিয়েছ—যে পুরুষ-প্রকৃতি মিলনের আদর্শ দেখাবার জন্যে তুমি মা হরের ঘরণী সৃষ্টিরক্ষাকারিণী—যে সৃষ্টির ক্ষয়ে প্রধান কারণস্বরূপ তুমি জগৎজননী হয়ে বসেছ, মনুষ্যের সেই সংসার-ধর্ম্মের—সমাজ-ধর্ম্মের—সকল ধর্ম্মের মূল বিবাহ-ধর্ম্ম। যেমন হিন্দুশাস্ত্র প্রভাবে হিন্দুর ঘরে চির-অবিচ্ছিন্ন-ভাবে পবিত্র সাত্ত্বিকভাব রক্ষিত হয়, এমন আর কোথাও হয় না। কিন্তু জনকয়েক কুলাঙ্গারের পরামর্শে বিদেশী রাজা রাজ-বিধি ক'রে সেই পবিত্র বন্ধনের অতি প্রয়োজনীয়—অতি প্রধান—একটি গ্রন্থি খুলে দিতেছেন; সে গ্রন্থি খুল্‌লে মা, দম্পতি-মিলনের সকল গ্রন্থিই শিথিল হবে, সুতরাং সংসারে ঘোর বিপ্লব হবে, ধর্ম্ম ধ্বংস হবে, তাই আজ মর্ম্মান্তিক ব্যথায়—প্রাণের জ্বালায়—জগদম্বে রক্ষা কর, মা মুখ তুলে চাও ব'লে তোমার পায়ে হিন্দুর সন্তানগণ রোদন কচ্ছে।

দুর্গা। তাই তো নারদ, তোমার কথা শুনে আমার হৃদয় যে আরও বিচলিত হলো। আহা, যতই কেন অপরাধী হোক্ না, অভাগারা বিপদে পড়েছে, সন্তানের বিপদ্ শুন্‌লে মার প্রাণ তো স্থির থাকে না, কিন্তু কেমন ক'রেই বা যাই, কালেই এখন কেউ আমায় ডাকে না, আজ এই অকালে কে আমায় ডাক্‌বে; বাছারা কাঁদছে বটে, কিন্তু আমার মহাশক্তি জাগরণ কর্‌বার শক্তি এদের কই? আর তো নারায়ণ শ্রীরামরূপে জগতে নাই যে, অকালে সে শক্তি জাগরণ ক'রে ধরায় ভক্তির মহিমা প্রকাশ কর্‌বেন।

নারদ। মা, তোমায় এই অকালে যেতে হবে না, তোমায় সে ক্লেশ দিয়ে আমি মহেশ্বরের কাছে অপরাধী হব না, কেবল এই যাচ্ঞা করি মা, তুমি আদ্যাশক্তি, শক্তিসঞ্চারিণী, দুর্ব্বল অভাগাদের হৃদয়ে সেই শক্তি সঞ্চার কর, যে শক্তিবলে দৃঢ় ভক্তি হয়, যে ভক্তি-প্রভাবে মা তোমার মহাশক্তিমূর্ত্তিতে তোমায় জাগরিত কর্ত্তে পারে, সেই শক্তি মা হিন্দুসন্তানের দুর্ব্বল হৃদয়ে দাও।

(মহাদেবের প্রবেশ)

মহা। অন্নপূর্ণা, তোমার ভিখারী উপস্থিত, ভিক্ষা দাও।

দুর্গা। মহেশ্বর! দাসীর উপহার গ্রহণ করুন। (ভিক্ষাদান)

মহা। আহা, মহামায়া, তোমার মহাপ্রসাদ ধারণ ক'রে ভোলা তোমার আনন্দে বিভোর হ'লো। ও কে, ও নারদ? উমা আমার সম্মুখে থাকলে আমি আর কিছু দেখতে পাই না। আয়, আয় নারদ, আমার কাছে আয়, জগৎপালিনী অন্নপূর্ণার মহাপ্রসাদ পেয়ে যা।

নারদ। বাবা, বাবা, মা, মা, কি সৌভাগ্য! নারদ রে, তুই আজ সার্থক কৈলাসে এসেছিলি।

মহা। বাবা নারদ, কোথা হ'তে আসা হচ্ছে?

নারদ। দেব! আপাততঃ মর্ত্ত্যলোক হ'তে মাকে একটি দুঃখের বার্ত্তা দিতে এসেছি।

মহা। হাঁ রে নারদ! মর্ত্ত্যলোকের ভাবনা ভেবে ভেবে হৈমবতী যে আমার সারা হয়, আর তোরা কেন তার উপর মর্ত্ত্যের দুঃখ-সংবাদ আনিস বল্ দেখি, মর্ত্ত্যলোকের কোথাকার দুঃখের সংবাদ?

নারদ। ভারতবর্ষের সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দু-সন্তানগণের।

মহা। হাঃ হাঃ হাঃ, বাঁচলেম, বাঁচলেম, ভারতের দুঃখ! হিন্দুসন্তানের দুঃখ! নারদ রে, কি শুভসংবাদ দিলি, কি বর নিবি বল? হিন্দুর দুঃখ! তবে আর তারা-হারা হবার ভয় নাই, নারদ রে, উমা আমার সেথা যাবে না, সেথা থাকবে না।

নারদ। ভোলানাথ, সদাশিব! তোমার মুখে ও কি কথা! সন্তান যদি তোমার পাতকী হয়, তবু তার দুঃখে পরিহাস কর্ত্তে নাই, দেবাদিদেবকে এ কথা আজ অধম নারদ স্মরণ করিয়ে দেবে?

দুর্গা। তোমাদের দেবাদিদেব আজ বেশী ভাঙ পান করেছেন।

মহা। তা নয়, তা নয় দেবী, আমি তোমারি কথা তো বলেছি, এতে তুমি আমায় ভৎসনা কর কেন? নারদ, গিরিপুরে যাব ব'লে ভগবতী ভোলাকে ভুলিয়ে বৎসরে তিন দিনের জন্যে ভারতে যেতো, তখন হিন্দুদের ভক্তির সীমা ছিল না, হিন্দুর ঘরে পাপের স্পর্শ ছিল না, হিন্দুর এক একজন হিন্দুসন্তান মূর্ত্তিমান ধার্ম্মিক ছিল, তখন তারা জগৎজননী বই আর জানতো না, তাই সেই ভারতের টানে উমা আমার মানা না মেনেও মধ্যে মধ্যে হিন্দুসন্তানগণকে দেখতে যেতো; এখন সেই হিন্দুর ঘরে পূজা দূরে থাক, ভগবতী-মূর্ত্তিকে সামনে ক'রেই নানা অত্যাচার, অনাচার, অধর্ম্মের কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাই ভগবতী আজ কত দিন হ'লো ভারত যাওয়া ত্যাগ করেছেন।

দুর্গা। আশুতোষ, আজ আমার সেই সন্তানগণ মহা বিপদে প'ড়ে, দারুণ ব্যথা পেয়ে, মা মা ব'লে কাঁদছে, আর আমি তাদের ভুলে থাকতে পাচ্ছিনে।

মহা। না না, তা হবে না, শিবের সর্ব্বস্বধন তোমায় আমি কোথাও ছেড়ে দেব না, সেই ধর্ম্ম-প্রাণ হিন্দুর বংশে এখন প্রায় সকলেই দেবদেবীর অবহেলা ক'রে, শাস্ত্র অবজ্ঞা ক'রে ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য কচ্ছে, তাদের দেখে তোমার কোমল হৃদয় বিদীর্ণ হবে, আমার প্রাণে তা কখনও সবে না।

নারদ। ঠাকুর, কোন্ তপোবলের গুণে আশুতোষের হৃদয় চিররোষের আধার হ'লো? হিন্দু-বংশের এখন আর তেমন ধর্ম্মপ্রাণ নাই, সব হৃদয়ের সারধন সেই অটল ভক্তি হিন্দু-সন্তান হারিয়েছে মানি, পবিত্র আর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করে সত্য এমন কুলাঙ্গার অনেক আছে, যাদের অত্যাচার অনাচার, ধর্ম্মের প্রতি দ্বেষ দেখলে আর তাদের পানে চাইতে ইচ্ছে করে না, তা ব'লে দেবতা যদি তাদের ত্যাগ করবে, তাদের আর অন্য উপায় কি হবে? তারা-চরণ ভিন্ন পাতকীর আর কোথায় স্থান আছে? প্রভু, যে পুণ্যাত্মা ধার্ম্মিক, সৎ, দেবদ্বিজ-ভক্ত, সে ত আপনার কর্ম্মফলে মুক্তি লাভ করবে, কিন্তু যে অজ্ঞান, কর্ম্ম-কাণ্ডহীন পাতকী, তার যদি গতি না হয়, তবে দেবতার অস্তিত্বের প্রয়োজন? রোষপরবশ হয়ে পীড়ন করা দানবের কার্য্য, আর দানব-প্রকৃতি মনুষ্যের কার্য্য; করুণা, মার্জ্জনা, দোষীর প্রতি দয়া দেবগুণ।

মহা। পাপ কল্লে তার শাসন হবে না? পাপ পূর্ণ হোক, পাপ পূর্ণ হলেই আমার সংহার-সহায় ত্রিশূল নিজ কার্য্য আরম্ভ করবে।

নারদ। মহেশ্বর! অজ্ঞান বুঝতে পাচ্ছে না, যথেষ্ট শাসন হচ্ছে, সে শাসনের জন্য ত্রিশূলও আছে, স্বীকার করি, কিন্তু নারদ চিরদিনই স্পষ্ট কথা কয়। একটা কথা ঠাকুর জিজ্ঞাসা করি, এ সকল পাপের জন্য দায়ী কি তারাই একলা? কেন কলিকে ধরায় রাজ্য কর্ত্তে প্রেরণ করেছিলে? জান না কি, ধর্ম্মের উপর কলির চির-বৈরিভাব, তাই সেই কলি ধর্ম্মের আবাসভূমি ভারতবর্ষে গিয়ে আপনার প্রধান রাজধানী সংস্থাপন করেছে, কামক্রোধাদি রিপুগণ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে রাজ্য একেবারে নয়, কতক পরিমাণে দলিয়াছিল, কলির প্রশ্রয় পেয়ে একেবারে অদমনীয় হয়ে তারা যুগদোষে, শিক্ষাদোষে, কর্ম্মদোষে পাতকী হয়ে থাকে, তা হ'লে দেবগণ কি তাদের করুণায় বঞ্চিত করেন; যাদের পূর্ব্বপুরুষেরা দেবসেবা ভিন্ন অন্য কার্য্য জানত না, দেবতার কার্য্যে আত্মদান, পুত্রদান, সর্ব্বস্বদান করেছেন, তাঁদের বংশ-পরম্পরা আজ যদি অজ্ঞানান্ধকারে মোহকুজ্ঝটিকায় পতিত হয়ে আত্ম-বিস্মৃত হয়ে দেবতাকে বিস্মৃত হয়, দেবগণের কর্ত্তব্য কি তাদের ত্যাগ করা?

মহা। নারদ, দেবতারা তাদের ত্যাগ করেনি, তারাই দেবতাদের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করেছে।

দুর্গা। প্রভু! অভিশাপ পরিত্যাগ ক'রে আমার সন্তানগণের প্রতি করুণাদৃষ্টি করুন, আমার প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হয়েছে।

নারদ। আর ঠাকুর, তোমরা মনে কল্লে কি তাদের হৃদয় আবার শক্তি, ভক্তি, প্রেমের আধার ক'রে, ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ কর্ত্তে পার না?

মহা। তাই ত, তোমার কথায় আর জগজ্জননীর ব্যাকুলতায় সন্ন্যাসীর প্রাণও ক্রমে ব্যাকুল হচ্ছে। কি করি নারদ, কি করি!

নারদ। দেবশক্তি ভুলে আত্মশক্তিতেই নির্ভর তাদের সমস্ত অমঙ্গলের কারণ, তাদের প্রধান শত্রু কলির প্রিয়পাত্র রিপু ছয়জন। অনাদি অনন্তদেব দেবাদিদেব মহাদেব, ব্রহ্মাণ্ড-প্রসবিনী মাতঃ করুণাময়ি, তোমাদের চরণে এ দীনের এই ভিক্ষা যে, দৈব-বলে সেই দুঃখীজনের শত্রু দমন ক'রে বলীয়ান কর। কন্দর্পহর তাদের কামবৃত্তির সাম্যতা কর, মহারুদ্রদেব তাদের ক্রোধ উপশম কর, প্রমত্তদেব তাদের মত্ততা বিমোচন কর, ত্রিপুর-নিসূদন, অভাগাদের মাৎসর্য্যহরণ কর,—বিশ্বভাণ্ডোদরি লোলরসনে, হিন্দুসন্তানকে লোভ সংবরণ কর্ত্তে শেখাও। মা গো মহামায়া, অবোধের মোহান্ধকার অপসৃত কর। মা গো জগজ্জননি, অষ্টম বর্ষে কৈলাস-পতিকে বরণ ক'রে গৃহকর্ম্ম পালন ক'রে তুমি তোমার প্রিয়পুত্র আর্য্যগণকে বিবাহের পবিত্রতা, দাম্পত্য-প্রেমের মহিমা, সতীর গরিমা শিক্ষা দিয়েছিলে, আজ ধর্ম্মত্যাগী স্বজাতির প্ররোচনায় বিদেশী রাজা ভ্রমে পতিত হ'য়ে এমন বিধি স্থাপন কর্‌তেছেন যে, তার ফলে হিন্দুকুলাঙ্গনাগণের কুল-রক্ষা করা দায় হবে; আর্য্য সতীর সতীত্বে সন্দেহ জন্মিবে। জগদম্বে! তুমি কি নিশ্চিন্ত হ'য়ে তাই দেখবে মা। পতিনিন্দা শুনে তুমি দেহত্যাগ করেছিলে, ধরায় সতীত্বের একমাত্র গৌরবিণী সেই হিন্দুকুল-ললনাগণের উচ্চ নামে কলঙ্ক পড়বার উদ্যোগ হতেছে, তাই নিস্তেজ হিন্দুগণ কুলবতীর লজ্জাভয়ে আজ তোমায় কেঁদে ডাকছে, আর তুমি মা নিশ্চিন্ত থাকবে?

মহা। কি! কি! কি! সতীর অপমান? কোথায়? কে করে? কারা সে পাষণ্ড? দক্ষযজ্ঞ-কথা কি ভুলে গেছে? বোম্ বোম্ বোম্, সতী যে আমার শিবের সর্ব্বস্বধন, সতীর অবমাননা! সংহার! সংহার!! সংহার!!! ত্রিশূল! ত্রিশূল!! ত্রিশূল!!!

নারদ। (স্বগত) সর্ব্বনাশ! ঠাকুর যে একেবারে জল থেকে আগুন! (প্রকাশ্যে) অনাদিনাথ, আনন্দময়, সংহারের প্রয়োজন নাই, আনন্দমূর্ত্তি ধারণ কর, শান্তি-রূপিণী মা আমার সমস্ত হিন্দু-সন্তানের হৃদয়ে শান্তি-সঞ্চার করুন, তা হ'লেই সৃষ্টি সুখী হবে, এ সামান্য ব্যাপারে দক্ষযজ্ঞ-বিনাশ-আয়োজনের প্রয়োজন নাই।

মহা। নারদ, আমি এতক্ষণ শুনি নাই, সতীর কেশাগ্রস্পর্শ হয়, এমন কথা শুন্‌লে আমার প্রাণ জ্ব'লে উঠে; আর আমি স্থির থাক্‌তে পারি না; এখনি জল্‌বে, সেই সর্ব্বসংহারকারী অগ্নি এখনি আমার ললাটে প্রজ্বলিত হবে। আমার সতীর অপমানে এক জটা ছিন্ন ক'রে এক বীরভদ্রের সৃজন করেছিলেম, আজ আমার সেই সতী, আমার কামের এই উমা সতীর কোটি কোটি সতী কন্যার অবমাননা হবে? আমি মস্তকের সমস্ত কেশ ছিন্ন ক'রে কোটি কোটি বীরভদ্রের সৃষ্টি কর্‌বো, স্বয়ং সংহার-ত্রিশূল সঙ্গে ল'য়ে ধ্বংস-কার্য্যে প্রবৃত্ত হব, দেখি, আমার সতীকন্যা সতীর শত্রু কারা!

দুর্গা। শান্ত হোন্ প্রভু, শান্ত হোন্। এ দক্ষযজ্ঞের প্রয়োজন নয়, নরের দুঃখ মোচন, নরের প্রতি করুণা অপেক্ষা মহাস্ত্র আর নাই, আমাদের ভারতে যেতে হবে না, একবার বিষ্ণুলোকে গমন করি, নারায়ণকে সঙ্গে নিয়ে এই দেবলোক হ'তে বাছাদের হৃদয়ে স্বর্গীয় ভাবের সঞ্চার করি। দেবদেব, তোমার কৃপায় আমি শক্তিসঞ্চার ক'রে তাঁদের হৃদয়ে স্বর্গীয় ভাব ধারণের ক্ষমতা দিই।

মহা। চল দেবি চল, এ বিশ্ব-কার্য্যে তুমি আমায় সকল বিষয়েই চালাও, তোর অপমানে দক্ষযজ্ঞকালে আমার প্রাণ যেমন হয়েছিল, আজ আমার প্রাণ তেমনি হচ্চে। সতি, সতি, আমি যে তোর জন্যে পাগল, সতীর ব্যথার কথা আমার প্রাণে সয় না।

দুর্গা। বিশ্বনাথ, চল, আমি সতীর ব্যথাও জানি, মায়ের ব্যথাও জানি, বাছা আমায় বড় ভালবাসে, হিন্দুসন্তানদের বিপদ্ নিবারণ না হ'লে আমার প্রাণ কিছুতেই স্থির হবে না।

[উভয়ের প্রস্থান।

নারদ। দেখ রে পাপী তাপী কে কোথায় আছিস, একবার করুণার ধারা দেখে যা। কদাচারী কে আছিস, মহেশ্বর আজ রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করেছেন, সাবধান হ, সাবধান হ, সে সংহারকারী ত্রিশূলের সমক্ষে অনুতাপ ভিন্ন, ক্ষমা ভিন্ন কাহারও নিস্তার নাই। এই বেলা অনুতাপ কর, এই বেলা সৎপথে আয়; হিন্দুকুল-সতীগণ দেখ, তোমরা অসহায়া নও, সহায়ের সহায় বিপদবারিণী সতী দাক্ষায়ণী জগজ্জননী আজ তোমাদের জন্যে কাঁদ্‌ছেন। আহা হা! এ দৃশ্য দেখেও আমার জীবন পবিত্র হলো। কত প্রেম শিখলেম, কত প্রেম শিখলেম। ওরে, কে কোথায় আছিস, এমন দয়াবতী মা আর পাবিনে, একবার জয় মা জয় মা ব'লে ডাক।

[সকলের প্রস্থান।

—

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মাণিকের বাটী

(মাণিক, তিলক, তারামণি ও রামলাল)

মাণিক। আরে শোন, ও তিলক, তুমি কি বল্লে বাবা, আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না।

তিলক। বুঝতে পারবে কোথা থেকে? ইংরাজী ত পড়লে না? আচ্ছা আমি ফিরে এসে (Mirror) মিরারখানা আমার ঘরে আছে, প'ড়ে তোমায় সব বুঝিয়ে দিব।

মাণিক। কি বুঝিয়ে দেবে, মুখেই বল না। ইংরাজী কাগজ পড়া আমি ত বুঝতে পারব না।

তিলক। বুঝবে কি আর, এবার আমরা যে চেষ্টা করেছি, তাতে বুঝছ—বাবাই হও আর যাই হও, এই (Bill) তোমাদের ঘানি তয়ের হচ্ছে।

মাণিক। এ কি বলিস রে বাবা! এই বুড় বয়সে ঘানি, আর তুই বাবা ছেলে হয়ে বাবার ঘানি করছিস্ কি রকম? শেষ দশায় আমায় দিয়ে কি তেল ভাঙ্গাবি?

তিলক। সে ঘানি নয়, সে ঘানি নয়, সে ঘানি নয়, এ কোম্পানীর ঘানি, আইনের তেলমাড়া কল।

মাণিক। কিসের আইন রে বাবা, আমি তো বাবা কলির কিছুতে থাকিনে; গঙ্গাস্নান, সিদ্ধেশ্বরী দর্শন ছাড়া বাড়ী থেকে বেরুই না; বাড়ীতে লোক এলেও মহাভারত রামায়ণ পড়া, দুটো ঠাকুরদের কথা কওয়া ছাড়া, আমার অন্য আলাপ নাই; কারও ধার করি না; কেহ কিছু চাইলে সমর্থমত অমনি ব'লে দই, ধার ব'লে দিই না; পাড়ায় কলহ শুনলে পাছে কানে আসে, দোর দিই, তবে আমার আইন-ঘানি এ সব কি রে বাবা?

তিলক। দেখতে পাবে, দেখতে পাবে, এই হ'লো বলে, এই হলো বলে, বেশী দিন নয়, বারণ হ'লো বলে, এই হ'লো বলে, বেশী দিন নয়, বারণ করেছিলাম না—যে সবে দশ পেরিয়েছে, হিমির যে এ বয়সে দিও না। আমার কথা অগ্রাহ্য করলে।

মাণিক। দশ বৎসর কি রে বাবা, এগার বৎসর যে উত্তীর্ণ হয়েছিল। তোর গর্ভধারিণী বল্লে, যাতে জাত যায়, ধর্ম্মে পতিত হয়, মেয়ের তারই লক্ষণ হয়ে আসছে, তাই ত তাড়াতাড়ি বৌবাজারের বাড়ীখানা বেচেও অত খরচ ক'রে হিমির বে দিলুম, এতে আর কি অপরাধটা করেছি বল?

তিলক। কিসের জাত যায়, কিসের ধর্ম্মে পতিত হ'তে হয়, জাত কিসের, ধর্ম্মে পতিত কি? ইংরেজী তো কিছু বুঝলে না—খালি এই বামুন বেটাদের পরামর্শে ভুলে যাও। পণ্ডিতবর নিতাই-চাঁদ সাধুখাঁ বলেছেন যে, সব মিথ্যা আর ভুল, (Dr. Andrew Smith) ডাক্তার এণ্ড্রু স্মিথ এ মতের পোষাকতা করেন, প্রোফেসর (Professor) মহাশয় তা সব বলেছেন।

মাণিক। ও বাবা, ও কাদের নাম করছিস্, ও কি অধ্যাপক পণ্ডিত? ওরা বে-জাত বে-ধর্ম্মী।

তিলক। ঐ তো তোমাদের কুসংস্কার, ওরা পণ্ডিত নয়, আর তোমার চন্দ্রচূড়ামণি পণ্ডিত, খোলার ঘরে থাকে—জুতো পায় দেয় না—ইংরাজী জানে না—আমি তোমায় তখনই বল্লেম যে, হিমিকে ঘরে রাখ, চৌদ্দ হয়—পোনের হয়—ষোল হয়—যখন হয় বে দেবে—অত খরচও লাগত না। আমি পড়াচ্ছিলেম; লেখাপড়া জানা যুবতী মেয়ে দেখলে কত শত ভাল বর অমনি বে ক'রে নিয়ে যেতো। এখন ভোগ, আমরা এই আইন করছি ভোগ, মা কেমন জামাই মেয়ে নিয়ে আদর করেন দেখি।

মাণিক। বলি, আইনটে কি বল্ না বাবা, আমার পয়সায় লেখাপড়া শিখে আইন করছিস, নয় সেই পয়সার খাতিরে আমায় বুঝিয়ে দে না।

তিলক। বড় শক্ত আইন, বারো বছরের আগে কনের ঘরে বর যেতে পাবে না, গেলে পুলি-পোলাও।

মাণিক। সে কি রে! আর যদি তার আগে কন্যা-কাল উত্তীর্ণ হয়, তখন যে দ্বিতীয় সংস্কার না করলে সূর্য্যি-পূজা না হ'লে ধর্ম্মে পতিত হ'তে হবে, চৌদ্দপুরুষ নরকস্থ হবে।

তিলক। ঘোড়ার ডিম হবে, গবেন্দ্র ভট্‌চায্যি বলেছে, ও সব গল্পের কথা, বেদে ত্রিশ বছরের মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা আছে, গবেন্দ্র বাবু বড় যে-সে লোক নন; একে এম, এ, তায় বিদ্যাভূষণ, আবার তার ওপর আইনে পাশ, গভর্ণমেণ্ট তাঁর কথা সব শোনেন।

মাণিক। এ ত তা হ'লে বড় খারাপ আইন হবে।

তিলক। খারাপই হোক্ আর ভালই হোক্, আমাদের প্রোফেসার (Professor) মশাই

বলেছেন যে, এই রকম একটা আধটা শক্তাশক্তি না কর্‌লে হিন্দুরা জব্দ হবে না; আমি এখন আর দাঁড়াতে পারি না, চল্লেম, আজ আমাদের (Private conference) প্রাইভেট কনফারেন্স আছে।

[প্রস্থান।

মাণিক। এ সব হ'লো কি! টেক্স নিচ্ছিস্, নে বাবা, আমাদের ঘরের ভেতর কি হচ্ছে—মেয়ের বে, ছেলের বে, এ সবে বাবু কোম্পানীর হাত কেন? ঘরের ছেলেই ঢেঁকি, তা কারে আর কি বল্‌বো; মেজ জ্যাটা স্বর্গে গেছেন, তাঁর কথা না শুনেই এমন হলো, তিনি আমায় তখনি মানা করেছিলেন যে, তিলককে স্কুলে দিও না, ওটা বে-জেতে স্কুল।

(তারামণির প্রবেশ)

তারা। ওগো, দুটো টাকা দিতে হচ্চে যে, বেই বাড়া থেকে চারজন লোক এসেছে, নতুন কুটুম, আট আট আনার কম ত আর দেওয়া যায় না; বেশ দিয়েছে, ব্যান আমার দিব্যি গুছনে, তারা এত কচ্চে, আমরা কিন্তু কর্‌তে পারিনে; ঝি মাগী কত বল্লে যে, ব্যান দুঃখ করেন, বলেন, আদর ক'রে ছেলের বিয়ে দিলুম, তা তারা একবার জামাই নে গিয়ে আদর করে না; এইবার তো জামাই আন্‌তে হবে, পুনর্বে করাতে হবে, আজ আমাদের নিতকিত্ত যা আছে, ক'রে নিই, আমি বামুন কাকাকে জিজ্ঞাসা করেছি, এই বুধবারে বেশ দিন আছে, তিলককে পাঠিয়ে দাও, সেই দিন জামাইকে নিমন্ত্রন ক'রে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসে।

মাণিক। আর জামাই ঘরে আন্‌বে, জামাই ঘরে আন্‌বার দফা ঘুচেছে।

তারা। দুর্গা, দুর্গা, ও কি অলক্ষণে কথা কও, তুমি তিলককে পাঠাও, পুনর্বে না করালে যে মেয়ে পবিত্র হবে না, তোমার দৌহিত্ত্রেরও যে হানি হবে।

মাণিক। আরে শোননি, তোমার তিলক যে গুষ্টির তিলক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, কোম্পানীর আইন হয়েছে যে, বারো বছরের আগে বৌ-বেটায় দেখা করতে পাবে না, গোটা কতক অকালকুষ্মাণ্ড গোখাদক হিন্দু তার ভেতর জুটেছে, তিলকও একজন তার ভেতর যোগাড়ে সর্দ্দার।

তারা। ও মা, সে কি কথা! আমার মেয়ে, আমার জামাই, আমি আদর কর্‌বো, খাওয়াব-দাওয়াব, শোওয়াব, তাতে কোম্পানীর কি? এত টেক্স নিয়েও সাধ মিটে না, আবার বৌ-বেটা নিয়ে টান কেন? পুনর্বে হ'লে জামাই ঘরে শোবে না ত কি তিন ছেলের মা হ'লে শোবে? আবার আইন কর্‌ছেন বারো বছর! তিলক জানে না, ঐ যে আমার তেরো বছরে হয়েছিল।

নে, রাম। মাণিক দাদা আছো?

মাণিক। কে ও?

নে, রাম। আজ্ঞে, আমি রামলাল।

মাণিক। (স্বগত) রামলাল, তা এইখানেই আসুক না, তুমি থাক না, এস, রামলাল এস।

(রামলালের প্রবেশ)

কি ভায়া, অনেক বেলা হয়েছে, এখনও বেরওনি যে?

রাম। আর বেরুব দাদা, আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে।

তারা। কি ঠাকুরপো, কি ঠাকুরপো, সর্ব্বনাশ কিসের?

রাম। আর তোমায় বল্‌বো কি বৌদিদি, আমি গেছি। জান তো কনকের আমার এগার পার হয়েছে, মাথায় হাত দে বসেছিলাম, অনেক কষ্টে একটি ছেলে পেলেম, সেই তোমায় বলেছিলাম, সিকদারবাগানে দে-দের বাড়ী, যা চাইলে তাতেই রাজী হলেম, বাড়ীখানি বাঁধা দিলেম, চার হাজার টাকায় যোগাড়ও কর্‌লেম, কাল পত্র হবার কথা, আজ ছেলের বাপ ব'লে পাঠিয়েছে বে দেবে না।

মাণিক। কেন, কেন, আর কিছু চায় নাকি?

রাম। তা পেলে নেয়, কিন্তু এ তার জন্যে নয়, বলে, কি আইন হচ্ছে যে, মেয়ের বারো বছরের আগে জামায়ের সঙ্গে ঘর কোল্লে ছেলের পুলিপোলাও হবে, তাই বলেছে, কাজ কি বাবু, নয় ছেলে দুবছর ধ'রে রাখলেম, টাকা ত আর আমায় যাবে না, তবে কেন তাড়াতাড়ি বে দিয়ে এ খুনের দায় ঘাড়ে নেওয়া?

মাণিক। শোন গিন্নি, শোন!

তারা। শুন্‌বো কি, ও সব গুজব কথা, কোম্পানী কি এমন আইন কর্‌তে পারে? এমন আইন কর্‌লে কোনও বেটার বাপ বারো বছরের কম মেয়ের সঙ্গে ছেলের বে দেবে না; তা হ'লে অর্দ্ধেক লোকের জাত যাবে। টেক্স নিক আর যাই করুক, আমাদের কোম্পানী তেমন নয়, তা হ'লে এত দিন পুজো-পার্ব্বণ উঠিয়ে দিত।

রাম। বৌদিদি, এ আইন যদি পাশ হয়, তা হ'লে পুজো-পার্ব্বণ কেন, হিন্দুর সব ধর্ম্মকর্ম্ম লোপ

কর্‌বার পথ হলো; কোম্পানী আর যা তা করুন, এত দিন আমাদের ধর্ম্মে হাত দেন নাই, কিন্তু এখন কতকগুলো ঘরের ঢেঁকি কুমীর হয়ে লাট-সাহেবকে সলিয়ে কলিয়ে সেই কাজ করাচ্ছে।

তারা। তা এখন আমায় দাও গে, আমার মাথায় আগুন জ্বলেছে, বাড়ীতে একপাল মেয়ে-ছেলে কুটুমবাড়ার লোক ব'সে রয়েছে।

মাণিক। এই নাও, তুমি যাও, এই চাবী নাও, বাক্স থেকে দুটো টাকা বার ক'রে নাও গে।

তারা। যাচ্ছি, কিন্তু আমি আইন-টাইন মানিনে, জামাই আনাও, এত গঞ্জনা আমি সইতে পারিনে; মেয়ের মুখ শুকিয়ে থাকে—বুড়মদ্দ পুরুষ তা বুঝতে পারে না।

রাম। তা দাদা, এখন উপায় কি করি, তুমি আমার একমাত্র ভরসা।

মাণিক। আমি কি করবো বল ভায়া, তোমার উপকার হয়, আমায় যা বল, আমি কর্‌তে রাজী আছি।

রাম। দাদা, মেয়ে-ছেলে ব'লে কনকের কুষ্ঠীটুষ্টি করিনে, তা সিদ্ধেশ্বর ভট্টচাযি্য তোমার কথা বড় শোনে, তাকে ব'লে ক'য়ে দিয়ে আজকার ভেতর যদি কনকের এমন এক একখানা কুষ্ঠী তৈয়ার ক'রে দিতে পার, তাতে লেখা থাকবে, তার বারো বছর দুমাস বয়েস হয়েছে, তা হ'লে আমার বড় উপকার হয়, আমি বরং তার দস্তরের উপর কিছু বেশী দেব, সেই কুষ্ঠী যেখানে সম্বন্ধ হয়েছে দেখালে আর কোন গোল থাকবে না, নাও দাদা, একবার চাদরখানা নাও।

মাণিক। তা এ আর কি, চল, চাদর বাইরের ঘরে আছে, নিয়ে যাচ্ছি, চল।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

স্মৃতিরত্নের চতুষ্পাঠী

(অধ্যাপকগণ ও তিলক)

শিরো। আহে, থাম থাম, আমি যা বলি, তা শোন!

চূড়া। বলি কে হে তুমি শিরোমণি যে, তোমার কথাই কেবল শুনতে হবে? আমরা কি তর্ক করতে আসি নাই?

তর্ক। কি হে, তর্ক-বিতর্ক কি, বলি হ্যাঁ হে শিরোমণি! আমি তর্করত্ন এ সভায় উপস্থিত থাকতে আর তর্ক কি? স্পর্দ্ধা তো কম নয়!

চূড়া। আরে যাও যাও, তোমার যা পাণ্ডিত্য, তা ব্রহ্মাণ্ড-বিদিত, তোমায় এ সভায় নীরব থাকতেই শোভা পায়।

"তাবচ্চ শোভতে মূর্খো
যাবৎ কিঞ্চিৎ না ভাষতে।"

তর্ক। কিং কিং কিং ত্বং ন জানাতি মাম্? অহং তর্করত্নং বিশ্ববিদিতং। উল্টোডিঙ্গিস্থ শ্রেষ্ঠ-পণ্ডিতং পুনঃ বাক্য বদন্তি ত এক চপেটাঘাতেন মস্তকং চূর্ণ করোতি। শ্যালক, হস্তিমূর্খ, পাজী, তুমি আমায় সংস্কৃত ক'রে গাল দাও, আর আমি সংস্কৃত গাল জানি না, বটে!

শিরো। আরে ছি ছি ছি, তোমরা যে দেখতে পাই ক্রমে মৎস্যহট্ট ক'রে তুল্লে, শাস্ত্র-প্রসঙ্গ হচ্ছে, কটু-কাটব্যের প্রয়োজন কি? আমি যা বলি, শোন, কথাটা কি হচ্ছে, প্রণিধান কর।

বিদ্যা। আহে, তুমি ত ন্যায্যই কইছ, কিন্তু তোমার উপদেশ শ্রবণ করে কে ভা, ন্যায্য শাস্ত্র-প্রসঙ্গে কটু-কাটব্যের আবশ্যকতা কি? তর্ক যেরূপ ঘোরতর হইয়া উঠচে, আমাগোর বিক্রমপুর হইলে কোন পণ্ডিতই কটু-কাটব্য প্রয়োগ করতেন না, এতক্ষণ বাশ চালতো।

চূড়া। থাম ঠাকুর, বলি ও সরস্বতী মশাই, আপনার বিচার আপনি করুন, এ গণ্ডমূর্খের সভায় বাক্-নিষ্পত্তি করা আমার অপমান মাত্র।

বাচ। স্মৃতিরত্ন মহাশয় যে নীরব!

স্মৃতি। বাক্‌শক্তিরহিত; অবাক হ'য়ে নীরব রয়েছি।

সর। আর বাক্য কবেন কোথা হ'তে, যে বচন দিয়েছি, তার আর উত্তর নাস্তি; পরে আরও শুন।

ষোড়শাৎ পূর্ব্বমূঢ়ায়াঃ
পঞ্চবিংশাধিকাৎ পুরা।
যদপত্যং সমুৎপন্নং,
কুলং তন্নাশয়েৎ ধ্রুবম্॥

তর্ক। বলি, ও সরস্বতী মহাশয়, শ্লোক ত সব আবৃত্তি করলেন, ওর ব্যাখ্যাটা কিরূপ হবে?

সর। এর আর ব্যাখ্যা কি কঠিন, এ তো সহজ বুদ্ধিতেই বোধগম্য হ'তে পারে, এই নাও—ষোড়শ-বর্ষের পূর্ব্বে যদ্যপি স্ত্রীলোকের সহিত পঞ্চবিংশতি বর্ষের অনধিকবয়স্ক পুরুষের বিবাহ হয়, তবেই ঐ বিবাহে সমুৎপন্ন পুত্র কুলনাশ করে।

স্মৃতি। বলি, ও সরস্বতী ভায়া, তুমি ত দিগ্‌গজ দেখতে পাই, মাত্র ঐ শ্লোকটি কণ্ঠস্থ ক'রে রেখে দিয়েছ, আর ওর যে ন্যাজামুড়ো আছে, সে জ্ঞান নাই বুঝি, আমার ও তোমার ন্যায় পল্লবগ্রাহী পাণ্ডিত্য নয়, বাদরায়ণ-সূত্র আদ্যন্ত সমগ্র কণ্ঠস্থ আছে, শোন।

তর্ক। আর শুন্‌বেন কি, স্মৃতিরত্ন মহাশয় কি দুষ্ট সরস্বতী মহাশয়কে অপ্রস্তুত না ক'রে ক্ষান্ত হবেন না? ব্রাহ্মণ গোটা দুই শ্লোক কণ্ঠস্থ ক'রে এসেছিলেন, তাই তুমি তাঁর সঙ্গে তর্কবাদ উপস্থিত করলে, অধ্যাপক না হন, ব্রাহ্মণ তো আপনার টোলে এসেছেন, তাঁকে এত কেন?

স্মৃতি। তর্করত্ন, স্থিরোভব, আমায় কথা বলতে দাও।

সৎকুলীনং সমাসাদ্য অপূর্ণে দশমে বুধঃ।
গ্রাহয়েদ্বিধিনা পাণিং গৃহস্থো ধর্ম্মমাচরন্॥

তর্ক। স্মৃতিরত্ন, ব্যাখ্যা ব'লে যাও, ব্যাখ্যা ব'লে যাও।

বাচ। এর আর ব্যাখ্যা কি, আবৃত্তিমাত্রেই অর্থ উপলব্ধি হয়, অর্থাৎ কি না, সৎকুলীন পাত্র পাইলে কন্যা দশ বৎসর অপূর্ণ থাকিতে তাহার বিবাহ দিবে।

স্মৃতি। তার পর শোন।

সৎকুলীনে তু সম্প্রাপ্তে সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদে।
কামমাষোড়শাৎ তিষ্ঠেৎ, কন্যা পিতৃগৃহে সদা॥

কিন্তু

ষোড়শাৎ পূর্ব্বমূঢ়ায়াঃ পঞ্চবিংশাধিকাৎ পুরা।
যদপত্যং সমুৎপন্নং কুলং তন্নাশয়েৎ ধ্রুবম॥

তর্ক। ব্যাখ্যাটি বোধগম্য হলো কি? ও সরস্বতী ঠাকুর, কথাটা হচ্ছে কি, ষোল বৎসরের পূর্ব্বে যখন সে মূঢ় ছিল, পঁচিশ বৎসরেও' পড়েনি, তখন বিবাহ না ক'রে ধ্রুব বনে গিয়েছিল।

স্মৃতি। আরে তর্করত্ন, নীরব, নীরব, কি একটি পরিহাস কোচ্ছো, লোকে মনে করবে, তুমি একটি অর্ব্বাচীন অনড্বান্। ব্যাখ্যাটি বুঝিয়ে দিতে হবে না কি? সরস্বতী, তবে শোন, যদ্যপি সৎকুলীন পুত্র না পাওয়া যায়, তবে ষোল বৎসর পূর্ব্বে যদ্যপিস্যাৎ পঞ্চবিংশতি বর্ষের অল্পবয়স্ক পুরুষের সহিত কন্যার বিবাহ হয়, তাহা হইলে এই বিবাহে সমুৎপন্ন পুত্রে কুলনাশ করিবেক। এতাবতা বুঝায় না যে, ষোড়শ বর্ষের পূর্ব্বে কন্যার বিবাহ নিষেধ।

বাচ। আরে স্মৃতিরত্ন, ত্বাম্য, ত্বাম্য, আমিই এর উত্তর দিচ্ছি। কুলীন কারে বল? মাত্র বল্লালি কুলীনের বিষয় অবগত আছ; তা নয় হে ভায়া, তা নয়, কুল ইত্যর্থে বংশঃ, তা কুলশব্দের আত্তার্থে নীন ইতি কুলীন অর্থাৎ কি না, সৎকুলোদ্ভব উত্তমবংশজাত, ইহাতে বুঝায় যে, সদ্বংশসম্ভূত পাত্রে কন্যাদান করিবেক। এ তোমার শাস্ত্র বল্লালের বহুকাল পূর্ব্বে রচিত।

বিদ্যা। বলি, নানাবিধ গণ্ডগোলই তো হইতেছে, কন্যাকালটা কি, তা তো আগে নির্দ্ধারণ হলো না।

বাচ। আহা, এ বাঙ্গালা, হাঃ হাঃ হাঃ। তর্করত্ন বড়ই বিরক্ত কল্লে, মনুর সে বচন যে বালকেও জ্ঞাত আছে হে!

অষ্টবর্ষা ভবেৎ গৌরী নববর্ষা চ রোহিণী।
দশমে কন্যকা প্রোক্তা অত ঊর্দ্ধং রজঃস্বলা॥

সুতরাং দশমবর্ষ উত্তীর্ণ হইলে তনয়া রজঃস্বলা হইল, এই অনুমান করিতে হইবে এবং এই রজঃস্বলা হইবার পূর্ব্বেই কুমারীর বিবাহ দেওয়া উচিত। কারণ—

অনূঢ়ায়াঃ পিতুর্গেহে রজঃস্রাবে ভবেদ্ যদি।
মাসি মাসি প্রবৃত্তং তৎ পিতরঃ সম্পিবন্তি হি॥

তর্ক। ব্যাখ্যা কর, কোথাকার সব নূতন শ্লোক আবৃত্তি কোচ্ছো, মুগ্ধবোধেও তো ও সমস্ত নাই, সরস্বতী মহাশয়, ভাষায় বুঝিয়ে দাও।

বাচ। তর্করত্ন ভায়ার আমার প্রতি শ্লোকেই ব্যাখ্যা চাই, এ ত সোজা কথা—কি না, অদত্তা কন্যা পিতৃগৃহে থাকিয়া যদি মাসে মাসে রজোবতী হন, তাহা হইলে পিতৃপুরুষ নরকস্থ হয়! এই হলো গিয়ে হিন্দু শাস্ত্রের মত। হিন্দু ব'লে পরিচয় দাও তো এই শাস্ত্র সমগ্র মানতে হবে, বাদসাদ দিয়ে কতক কতক হিন্দু হওয়া যায় না।

সর। বলি, যত বাক্য কইলেন, সকলই তো বিবাহ-প্রসঙ্গে, আমি তো সে তর্ক উত্থাপন করিনে, বিষয় হচ্ছে গর্ভাধান, গর্ভাধান, সে কথার কি হলো?

তর্ক। ও! সরস্বতী ঠাকুর, তোমার বিপত্তি গর্ভাধান নিয়ে, এক বচন অমরকোষ হ'তে আওড়াই ত তোমায় নির্ব্বাক করে দিতে পারি; তা অতটা অপমান আর করবো না, সামান্য বিষয়ে তর্কবাদ করা আমার শোভা পায় না; স্মৃতিরত্ন, গর্ভাধানের প্রয়োজনটা ওকে বুঝিয়ে দাও তো।

স্মৃতি। সরস্বতী মহাশয় গর্ভাধানের উপযোগিতা অবগত নন, আপনার তবে দেখছি, কিছুমাত্র শাস্ত্রজ্ঞান নাই; বলি, গৃহ্যসূত্রটা দেখা আছে কি?

ঋতাবাস্তে সংগতয়োঃ পত্নিপত্ন্যাস্তপোধন।
অপত্যং যৎ সমুৎপন্নং শুদ্ধং তদ্ধি প্রচক্ষতে ॥
দৈবে পৈত্রে চ কার্য্যে চ সর্ব্বত্রৈব প্রশংসতে।
তদন্যথা শুদ্ধিহীনং অপত্যং কুলদূষণম্ ॥

তর্ক। ওহে স্মৃতিরত্ন, মাত্র শ্লোকের আবৃত্তি কল্লে চল্‌বে না, তা হলে সরস্বতী মহাশয়ের কিছু বোধগম্য হবে না, ব্যাখ্যা কর।

স্মৃতি। ব্যাখ্যা তো করেছি, ব্যাখ্যা না জেনে কি আমি বচন মুখস্থ ক'রে রেখেছি? শুন হে সরস্বতী! আদ্য ঋতুতে গর্ভাধান করিলে সন্তান সর্ব্বত্র প্রশংসনীয় এবং দেবকার্য্যের ও পিতৃকার্য্যের অধিকারী হয়; আদ্য ঋতু পরিত্যাগ করিয়া অন্য ঋতুতে গর্ভাধান হইলে, সন্তান শুদ্ধিহীন ও কুলদূষণ হয়।

তর্ক। সরস্বতী, বুঝলে, বুঝলে, উত্তর দাও না, এ প্রতিবাদে কুমারসম্ভবের কোন বচন জানা থাকে তো বল।

স্মৃতি। হ্যাঁ দ্যাখ, বিধাতার মুখ্য উদ্দেশ্য সৃষ্টির রক্ষা, এই মনুষ্যজাতি ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি; প্রতি মনুষ্যের কর্ত্তব্য সেই সৃষ্টিরক্ষার সহকারী হওয়া; প্রতি মনুষ্যের কর্ত্তব্য যাহাতে জগৎ মনুষ্যে পরিপূর্ণ হয়, তাহাই করা, সেই হেতু বিবাহ হিন্দু-শাস্ত্রকারেরা প্রগাঢ় চিন্তার পর এই বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, অন্যান্য জাতির ন্যায় হিন্দুর বিবাহ দেহে দেহে, প্রাণে প্রাণে, আত্মায় আত্মায় মিলন, ইহকাল পরকালের সম্বন্ধ উদ্বাহ-বন্ধন, ভগবানের নির্ব্বন্ধ; এতদ্ব্যতীত হিন্দুদম্পতির সহবাস অতি সূক্ষ্ম নিয়মে আবদ্ধ, গৃহসংসার সুচারুরূপে নির্ব্বাহ ও সুসন্তান উৎপাদন, এই দুইটি হিন্দু-বিবাহের মূল উদ্দেশ্য; ইন্দ্রিয়লালসা চরিতার্থের জন্য নয়। বার, তিথি, নক্ষত্র, ক্ষণ দেখিয়া, সময়োচিত কাল বুঝিয়া তবে হিন্দু পত্নীতে উপগত হইবে; সন্তান-সম্ভব হইলে পতি আর ভার্য্যার নিকট গমন করিবে না, এ সমস্ত গূঢ় তাৎপর্য্য কাকে বুঝাই, কে বা বুঝিবে?

(চারিজন ভট্টাচার্য্য ও তিলকের প্রবেশ)

তিলক। সরস্বতী মশায়, কি হলো? প্রোফেসর (Professor) বাবু যে আমায় পাঠিয়ে দিলেন, সব খবর নিতে?

সর। আর হবে কি, এরা সকলে অতি অর্ব্বাচীন, আমার তর্কের কূটভাষা কেহই গ্রহণ কর্‌তে পাল্লে না।

তিলক। ও তর্ক-টর্কর কাজ নাই, মুখুজ্যে মহাশয় আমারে ব'লে দিয়েছেন যে, স্পষ্ট কথা কও, যে যে আইনের পোষকতা করবে, সেই সেই পাঁচ টাকা ক'রে পাবে! আর তর্কচঞ্চু মহাশয় যদি বিরোধী হন, তা হ'লে তাঁর আমাদের কলেজের পণ্ডিতি চাকরী থাকবে না।

তর্ক। কেন, চাকরী থাকবে না কেন, অধ্যাপক লোক আমরা, ব্যবস্থার সহিত বিদ্যালয়ের সম্বন্ধ কি?

তিলক। সম্বন্ধ মাসে ১৫ টাকা বন্ধ, যা হয় শীঘ্র বলুন।

তর্ক। রসো রসো, কিঞ্চিৎ অনুধাবন করি।

তিলক। আর আর ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা কি বলেন—পাঁচ টাকা ক'রে নিয়ে রাজী আছেন?

শিরো। বল না হে বাচস্পতি।

বিদ্যা। আরে, একটি বিধানই হউক।

সর। বলি বোঝ স্মৃতিরত্ন! তোমরা যাহাদের পক্ষ হয়েছ, তারা অধ্যাপকের মান্য রাখবে, না বিপক্ষ-পক্ষ রাখবে, এই যে ৫ পাঁচ টাকা ক'রে অধ্যাপকের সম্মান, এ কি তুচ্ছ কথা?

বিদ্যা। বলি, সকলেই কি সমভাবে সম্মান পাবে, তা হ'লে আর কাচ-কাঞ্চনের প্রভেদ কি? আমার বাড়ী বিক্রমপুর, পণ্ডিতের স্থান!

চূড়া। কি হে, তুমিই না কি বড় পণ্ডিত, আর আমরা কি রসুয়ে ব্রাহ্মণ? কোন্ চতুষ্পাঠীতে তোমার অধ্যয়ন হে? তোমার উপাধি কি?

বিদ্যা। আমি কি নিজেই পরিচয় দিব না কি? আমায় তাবৎ লোকেই জ্ঞাত আছে, তোমার নিকট পরিচয় দিব কি হ্যা?

চূড়া। আরে, তুমি তো দেখছি বড় গণ্ডগোল বাধাইছ, কার্য্যের মীমাংসাই হইল না, মাত্রে বচসা, ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও।

বিদ্যা। আরে, চুপ দাও, তুমি ইহার কি বুঝ? পণ্ডিতের সম্মান তুমি কি বুঝ? যতেক মূর্খ অনড়ানের সমন্বয়।

তর্ক। কি? তোমার তো দেখছি বিষম আস্পর্দ্ধা হে, তুমি তো ভারি পণ্ডিত, আমরা সকলেই মূর্খ, আর তুমিই বিদ্বান্ নাকি? তুমি ত এক জন মূর্খ-চূড়ামণি, তাই আত্মশ্লাঘা করছ, কই বল দেখি, আমার এই শ্লোকের ব্যাখ্যা কর দেখি।

পুত্রবৎ পরদারেষু লোষ্ট্রবৎ গোষ্ঠনীলয়া।
যঃ পশ্যন্তি সদা নিত্যং শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা ॥

তিলক। ওগো ঠাকুরেরা, একটু থাম, এখন আমার অত বচনে কাজ নাই, বচন সব মেমোরিয়েলে

(memorial) দিতে হবে, ১৫০ দেড় শত টাকা আমার হাতে আছে, আপনারা সব বেঁটে সেটে নিন, যার যা মান, আপনারা তা বুঝুন।

শিরো। দাও, সমগ্র টাকা আমার হস্তে দাও।

তর্ক। কি, আমি বিদ্যমানে তুমি টাকা হস্তগত কর্‌বার কে হে?

বিদ্যা। মুদ্রা আমার হস্তে দাও, তোমাদের কর্ত্তাদিগের প্রত্যয় কি?

তিলক। আরে বাবু, যে হউক, একজন নাও না।

তর্ক। তাই ত বল্‌ছি, দাও, আমার হাতে দাও।

স্মৃতি। বিহে, অর্থের লোভে সকলে শাস্ত্র-ত্যাগ কর্‌ছ না কি?

তর্ক। আর তোমার শাস্ত্র; হিন্দুর ঘরে ত মুষ্টিমেয় পাওয়া যায় না, কি বল বাচস্পতি?

বাচ। হ্যাঁ, ও পক্ষে একটা বচন আছে, যেন স্মরণ হচ্ছে।

তর্ক। আরে একটা—আমি তোমাকে দু-শ বচন দিতে পারি, দাও তিলক বাবু, টাকা দাও।

তিলক। আচ্ছা, টাকা কারো হাতে ক'রে কাজ নাই, আমার সঙ্গে আসুন, প্রোফেসর (Professor) বাবু যেমন ভাগ ক'রে দেবেন, তেমনি পাবেন।

বিদ্যা। আচ্ছা চল, কিন্তু বঙ্গদেশীয় প্রাপ্যে যদ্যপি আমার সম্মান না রাখ, তা আমারও বাড়ী বিক্রমপুর, অধ্যাপনা কর্‌লে সময়ে সময়ে আমাগোর ষষ্টি ধর্‌তে হয়, চল।

তর্ক। চল চল, আর গোল করো না—চল চূড়ামণি, আগচ্ছ, আগচ্ছ।

[স্মৃতিরত্ন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

স্মৃতি। নারায়ণ, নারায়ণ! তবে আর বিজাতীয় রাজার অপরাধ কি যে, এরূপ আইন কর্‌তে যাচ্ছেন। যে সকল হিন্দুসন্তান স্বধর্ম্ম শিক্ষা পায় নাই, ইংরাজী কথায় ইংরাজ সহবাসে যাহাদের মতি গতি বিকৃত হয়েছে, তাহাদেরই বা অপরাধ কি? ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ, শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া যাঁহারা গর্ব্ব করিয়া থাকেন, সনাতন ধর্ম্ম-রক্ষার ভার যাঁহাদের সঙ্গে, তাঁহারাই যখন তুচ্ছ রজতখণ্ডলোভে জাতিধর্ম্ম নষ্ট কর্‌তে উদ্যত হয়েছেন, তখন আর হিন্দুত্বের লোপ হবার বিলম্ব কি? জগদম্বে, তোমার মনে যা আছে, তাই হবে। [প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

মাণিকের অন্তঃপুর

(তারামণি, নিমন্ত্রিতা রমণীগণ,
হিজড়াগণ ও ঝি)

হিজড়াগণ—

পাহাড়ী পিলু—খেমটা।

মায়ের কোলে দোলে সোনামণি।
যেন যশোদার ঘরে নীলমণি॥
মায়ের কোল ঘেঁষে, সোনার চাঁদ হাসে,
দুনো ফাঁস প্রেম-ফাঁসে, তাই হাসে ধনী।
ফুল ধরেছে গাছে, ফল হবে পাছে,
সেই আঁচে আজ সবাই আছে,
চেয়ে চাঁদবদনখানি॥

১ম, হি। বেনারসী শাড়ী বের কর, সোনার ঘড়া বের কর, যোড়া বেটা হবে, হিজড়ে বিদায় কর।

জ্ঞানদা। এর মধ্যে বিদায় কি রে, আর একটা গা।

১ম ঝি। এখন কেন, আবার ছেলে হ'লে এসে গান শোনাব।

জ্ঞানদা। না না, আর একটা গা।

হিজড়াগণ—

পরজ কালেংড়া—খেমটা।

পিরীতি কেউ জানে না সই।
পিরীতি জেনেছিল সেই গোয়ালী রাই॥
সে জান্‌তো না ঘর, জান্‌তো না কুল,
পিরীতির তার ছিল না তুল,
সয়ে বিরহ জ্বালা বল্‌তো খালি কালা কই।
শুন লো কুলবালা, জোড়া প্রেম-জ্বালা,
বোলো যেন রাধার মত পিরীতি পাই॥

২য়, হি। এইবার বিদায় কর, বিদায় কর, কাপড়-চোপড় দাও, থালা-ঘটী দাও, থলে ভ'রে টাকা দাও, বড় লোকের বাড়ী, নইলে গাল দেব।

তারা। আয় বাছারা, এই দিকে আয়, আমায় যথাসাধ্য তোদের দিচ্ছি, আশীর্ব্বাদ ক'রে যা।

১ম, হি। হ্যাঁ মা, দাও, আবার কাজ হ'লে আস্‌বো। আমরা শুভকর্ম্ম বই আর আসি না।

জ্ঞানদা। বেশ গেয়েছে, আমি হিজড়েদের গান শুন্‌তে বড় ভালবাসি।

[হিজড়ে ও তারামণির প্রস্থান।

বিরাজ। শুনে নে ভাই শুনে নে, বাড়ীতে যা শুন্‌লেম্, এ আ'মোদ দেখতে হবে না।

জ্ঞানদা। দেখতে হবে না কি লো?

বিরাজ। আমাদের বাবু বলছিলেন, কোম্পানী আইন ক'রে পুনর্ব্বে উঠিয়ে দেবে।

জ্ঞানদা। দূর দূর, ও মিছে কথা, আজ বল্‌ছে পুনর্ব্বে উঠিয়ে দেবে, কা'ল বল্‌বে বে' উঠিয়ে দেবে।

শরৎ। হ্যাঁ ভাই, হিজড়েরা গেছে?

জ্ঞানদা। ও মা, আমি ঠাকুরঝি ঠাকুরঝি কর্‌ছি, তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

শরৎ। না ভাই, এই সব হিজড়ে-টিজড়ের গান শোন্‌বার আমার মানা।

জ্ঞানদা। কার মানা?—ঠাকুরজামায়ের, তিনি কি বেম্মদত্যি হয়েছেন নাকি?

শরৎ। না ভাই, সে আমায় বুঝিয়ে দিয়েছে, পুনর্ব্বে বড় খারাপ।

জ্ঞানদা। ঠাট দেখ, তুই তাকে বুঝিয়ে দিস্, বিয়েই খারাপ, চিরকাল এক জনের কাছে থাক্‌তে নাই, মাগ ভাড়াটে বাড়ী, মেয়াদ ফুরুলে আর এক জনের কাছে ভাড়া খাট্‌বে।

নি, রমণী। ভাই, এতক্ষণ কোন কথা বলিনে, কিন্তু বলি, আমাদের বাবু যা বলেন, তা ঠিক শরতের বাবুর কথার সঙ্গে মেলে, বারো বছরের আগে কি ঘরে যাওয়া উচিত?

জ্ঞানদা। ধনি! তোমায় একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার যখন খোকাটি হয়েছিল, ঠিক ক'রে বল দেখি, তোমার তখন কত বয়েস? তোমার ভাইতের দিব্যি, আর তোমার বেম্মদত্যি ভাতারের দিব্যি।

নি, রমণী। তা মিছে কথা কব না, আমার তখন চৌদ্দবচ্ছর বয়েস বোধ হয়।

বিরাজ। বোধ হয় কেন?

নি, রমণী। তিনি ব'লে দিয়েছেন যে, সকল কথাতেই বোধ হয় বলা উচিত, তা হ'লে সত্যি মিথ্যা কেটে গেল, সব কথা বল্‌তে পার্‌বে।

জ্ঞানদা। কোন্ হতচ্ছাড়া বেটারা এই আইন কর্‌ছে, বল্‌তে পারিস্? রাগ করিস্‌নে ভাই, তোমাদের ভাতারদের বলিনে।

বিরাজ। শুন্‌বি জ্ঞানদা, আমাদের ও লেখাপড়া কেমন শিখেছে, জানিস্ তো, অত বড় একটা উকীল; সে বলে, যাদের হিন্দুরা জাতে ঠেলেছে, তারাই কোম্পানাকে ব'লে এই আইন কর্‌বার চেষ্টা করছে।

জ্ঞানদা। কেন তাদের এত মাথাব্যথা?

বিরাজ। তাদের মাথাব্যথা এই যে, তাদের ধেড়ে ধেড়ে আইবুড় মেয়ে ঘরে রাখে, না রাখলে সাহেবেরা নিন্দা করে, কাজেই যাতে সবায়ের জাত যায়, তাই তাদের চেষ্টা।

জ্ঞানদা। মুখে আগুন, মুখে আগুন!

নি, রমণী। জ্ঞানদা, তোমার এ অন্যায় কথা ভাই, ইংরাজের মত বিয়েই ভাল। ন বছরে শ্বশুর ঘরে গেলুম, ঘোমটা দিয়েই রইলুম কাকেও দেখতে পেলুম না, কি কষ্ট বল দেখি; আর আইবুড় হ'য়ে থাকলে কত জায়গায় বেড়াব, কত লোকের সঙ্গে দেখা হবে, যাকে পছন্দ হবে, তাকেই বিবাহ করব।

(রুক্মিণীর প্রবেশ)

রুক্মিণী। তোমরা সব ভাই কি বল্‌ছ, ছি! ছি! ছি! এগার বছরে বে! ছি! আমার হৃদয়ে আগুন জ্বল্‌ছে, হা হতোস্মি! হা দীর্ঘোস্মি!

১

বিরহ না হ'তে মোর হ'ল পরিণয়।
ছি ছি ছি এ যাতনা প্রাণে কি লো সয়॥
না ছাড়িনু দীর্ঘশ্বাস, না করিনু হা-হুতাশ,
না দিনু কাহারে আশ,
কারে না ক'রে নিরাশ;
পরিয়া পাটের বাস বাসরে উদয়।
একেবারে একদিনে পতি-পরিচয়॥

২

কেমন এ বিয়ে, নাহি আঁখি ঠারাঠারি?
বিবাহ কি পূজা হ'লো বুঝিতে না পারি!
সবে এগারো আমার, নাহি যৌবন বাহার,
না কাড়িনু প্রাণ কার,
প্রেমের না পেনু তার,
ফোটো ফোটো কুঁড়ি নিয়ে কি দেখাব জারি।
আঁচল তোল লো ওলো বারি আঁখি-বারি॥

৩

শ্বশুর-শাশুড়ী আছে ভাসুর দেওর।
যাতনা কত লো হবে না রহিবে ওর॥
ঘোমটা টানিয়া রব, চুপি চুপি কথা কব—
রান্নাঘরে বন্ধ রব, দিনে নাথে না দেখিব,
বৌ বৌ কড়াকথা সই কবে সবে জোর।
প্রেমের বাজারে মোর অন্ধকার ঘোর॥

৪

আমার কতই সাধ আছিল লো মনে!
"বঙ্কিম নভেল" যবে পড়িনু যতনে॥
হবে চল চল চল, যৌবন শ্রাবণ জল,
সতেরোর ঝলমল, আঁখিতে নানান ছল,
বক্ষে জামা মনোরমা যাইবে কাননে।
গাইব বিরহ-গাথা আনত নয়নে॥

৫

তথায় পাইব পতি রতিপতি-সাজ।
অন্দরে নহে লো সখি মন্দিরে বিরাজ॥
এলোকেশে হেসে হেসে,
প্রণয়-সলিলে ভেসে,
ঘুরি ফিরি নানা দেশে,
পাব লো পতিরে শেষে,
সে সাধে সখি লো মোর পড়িল যে বাজ।
পেনু না আমার সেই স্বপ্ন-হৃদিরাজ॥

৬

ভাল ভাল আমি ওলো দিব না সম্মতি।
কভু না লইব শেষে বে-আইনি পতি॥
বয়স বারোর নীচে, সম্মতি আইনে মিছে,
জলুক হৃদয়ে বিছে, ফিরুক সে পিছে-পিছে,
পাছু ফিরে আমি কভু চাব না চাব না।
এগারোর বরাবর নেব না নেব না॥

৭

সংস্কারক 'তারক-দা,' বলেছে আমায়।
সম্পাদক 'মদক মেদো' দেছে তায় সায়॥
বারো না হইলে পার, যদি করে অধিকার,
হবে দেশ ছারখার, পতি গতি ব্যভিচার,
উকীল 'অখিল' এতে দিয়েছেন রায়।
ফুটিয়ে উঠিলে কলি তবে দিব কায়॥

৮

কাঙ্গালী বাঙ্গালী যদি না করে উপায়।
বোম্বা'য়ে যাইব আমি ভাসিয়ে ভেলায়॥
ইষ্ট-দেবী যার নারী,
আছেন সে 'মালাবারি',
আইন করেছে জারি, "সরকার" পদে ধরি,
পতির করিতে ক্ষতি সদা আগুয়ান।
অবলার বল দিতে "বীর জাম্বুবান॥"

৯

হর্ষ বর্ষী পার্শী সেজে উদার-হৃদয়।
নারীতে তারিতে ভবে—খামাকা উদয়॥
লয়ে বাক্যের খেলাৎ,
সে যে গিয়াছে বিলাত,
কথায় করেছে মাৎ, আসল ইংরেজ জাত,
রাতারাতি ক'রে দেবে আইন সে পাশ।
পতি-পত্নী-বন্ধনের খুলে যাবে ফাঁস॥

* * * *

গা'লো সই' গা' লো সই, গা' লো জয় জয়;
জয় সংস্কারের জয়, জয় দেশ উদ্ধারের জয়,
গা' লো লেকচারের জয়,
গা'লো এডিটারের জয়,
কি ভয় কি ভয় হলো হিন্দুয়ানী ক্ষয়;
গা' লো গা মকর গঙ্গাজল!
মালাবারীর পীরিতে সব হরি হরি বল॥

* * * *

ও লো দেব না সম্মতি, আমি দেব না সম্মতি;
দেখবো কেমন আসে পাশে এগারোর পতি॥

ঝি। বাছা, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছি, ঢের ত ছড়া সব বল্লেন, পাঁচালীওয়ালীরা পারবে না, বড়য় বড়য় কথা, আমার কাজ নাই। কিন্তু না বল্লেও থাকতে পারিনে, পেটের ভেতর গুলিয়ে উঠছে, তাই বলি। আচ্ছা, মাগ-ভাতারে ঘর করবে, তার দশ বছরেই হ'ক, রাজার কি? আর যাদের গুষ্টির শ্রাদ্ধই হচ্ছে ঐ জাতে খেদান ব্যাটারা, তাদের বা কি? হতভাগা ব্যাটারা তোদের যা ইচ্ছে তাই কর্ না, তোদের বোনকে আঠার বছর পর্য্যন্ত ঘরে রেখে আপনারা সব শিকিয়ে টিকিয়ে ভাতার-ঘরে পাঠা না, আমাদের ঘরে আসবে কেন?

জ্ঞানদা। ঝি বলছে মন্দ নয়।

ঝি। তোমাদের সব হুমরো-চুমরো বাবু আছে, তোমরা সব বড় মানুষের মেয়ে, বিদ্যা শিখেছ, তোমরা সব আর এক রকম বোঝ, কিন্তু আমার হাতে যদি সেই পোড়ারমুখোরা পড়ে, যে হতচ্ছাড়া বেটারা ঘরবসতের উপর আইনজারি করছে, আক্‌ক্যুটেরা আপনাদের জাত খুয়েছিস, মরগে যা, তোদের যা ইচ্ছা কর, আমাদের সঙ্গে লাগতে আসিস্ কেন? খ্যাংরা! খ্যাংরা!! খ্যাংরা!!!

(তারার প্রবেশ)

তারা। ওগো পাত হয়েছে, তোমরা একবার গা তুলে এস।

ঝি। চল গো চল, আমাদের হিন্দুর ঘরে চিরকাল যা চ'লে আসছে, তাই চলবে, পুনর্বে হবে

না, এমন আমোদ আহ্লাদ হবে না, পুনর্ব্বে না হ'লে বে-ই মঞ্জুর নয়।

তারা। এস মা এস সব।

জ্ঞান। চল যাই, আয় নিতু আয়, তোর ভাতারের পুনর্ব্বেই মানা, লুচিতে আর মানা নাই।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রাস্তা।

(রাধাকিশোর ও পাহারাওয়ালা)

রাধা। বাবা! রাত্তির ত দুটো বেজে গেল, পায়ে বাত ধর্‌লো, ঘুমে চোখ জড়িয়ে আস্‌চে, কল্‌কেতা সহরে এসে বড়ই মুস্কিলে পড়লেম; ভেবে আস্‌ছি শ্বশুরবাড়ী যাব, চব্যচোষ্য খাব, তা এ আইন কিয়ে বাবা? পরিবারকে ত ঘরে আসতে দিচ্ছি না, শাশুড়ী-ঠাকরুণের কাছে শোবে, কিন্তু আমি যে একলা শুয়েছিলাম, তার সাক্ষী কে বাবা? কি করি, এ যে মহা মুস্কিল, কোথায় কে শত্রু আছে, কার মনে কি আছে, কোন্ বেটা কি লাগাবে, এখন ত থানা পুলিস কর, তার পর পুলি-পোলাওই হোক আর আন্দে-কালিয়াই হোক। ঐ না একজন পাহারাওয়ালা আস্‌ছে, দেখি, ঐ বেটাকে সলিয়ে কলিয়ে দেখি।

(পাহারাওয়ালার প্রবেশ)

জমাদার চাচা, সেলাম।

পাহা। চাচা নেই বাবা, হাম ব্রাহ্মণ হায়, অযোধ্যাবাসী পণ্ডিত, পূজা পাঠ কর্‌তে হায়।

রাধা। ঠাকুর, আমার একটা উপকার কর্‌তে পার?

পাহা। অযোধ্যাবাসী ব্রাহ্মণ হায়, হাম কেয়া উপকার করেগা, বহুত পাহারাওয়ালা হায়, চোর পাকড়নে হোয় তো আর কৈকো পাশ যাও, ব্রাহ্মণকো এ হাঙ্গামা কাম বোল্‌না আচ্ছা নেহি। হাত দেখাও ত কুছ ফল বল্‌নে শেকতা।

রাধা। ঠাকুর, তুমি গুণতে জান? তা হ'লে বাবা তোমার দ্বারা আমার আর একটি উপকার হয়, আমি বাবা বড় দুঃখে প'ড়ে এই রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছি, যদি তুমি আমায় রক্ষা কর।

পাহা। হাম কেয়া করে বাবা, অযোধ্যাবাসী গরীব ব্রাহ্মণ, পূজা পাঠ কর্‌তা হায়, ভাই মেরা পুলিসকো নৌকরি ছোড়কে কাপড়াকো কারবার কিয়া হায়, হাম বেচারাকো পাহারাওয়ালা করকে খাড়া কর দিয়া।

রাধা। সে যা হোক তা হোক বাবা, আমার এই পরিবারের কোষ্ঠীখানা দেখে দিতে পার, এগার বছর ন মাস হয়েছে, তিনটে মাস যদি কোন রকমে বাড়িয়ে দাও, তা হ'লে ঘুমিয়ে বাঁচি, দুদিন এখানে থেকে যাই। কোথায় বাবা রাস্তায় রাস্তায় বেড়াব, তোমাদের কোম্পানীর আইনে তো পরিবারের ঘরে যাবার যো নাই।

পাহা। ও ঠিক কর্ দেনে শেকৃতা, ঠিক কর্ দেনে শেকতা, কোষ্ঠী কর্‌না ত হামারা কাম হায়, পরন্তু কুচ খরচা পড়েগা।

রাধা। কি খরচ বাবা?

পাহা। থোড়াই, থোড়াই, এক জোড়া নাগরা জুতো লাগেগা, আধা সের সুপারী, নগদ দশ আনা পয়সা আর পোয়া ভর ইস্পাত।

রাধা। এ সব কি হবে বাবা?

পাহা। আরে জাগ করেগা, জাগ করেগা। ব্রাহ্মণকো এ সব দেনা চাইহে, (স্বগত) পুলিসকা দরিদ্রা জুতা পইনকে পইনকে পাঁও মে দরদ হো গিয়া; এক জোড়ি মিলে তো বড়া সুবিস্তা হোয়। আওর চাকুকা ওয়াস্তে বড় হায়রাণ হোতা হায়; জেরা ইস্পাত মিল যায় তো বানায় লে।

রাধা। আচ্ছা বাবা, কোষ্ঠী ত পরে ক'রে দেবে। এখন আজকের রাত্রের উপায়—তুমি যদি আর আমার একটি উপকার কর, আমার শ্বশুর-বাড়ীতে পুরুষ মানুষ নাই, এক বুড়ো শাশুড়ীঠাকরুণ আছেন, তোমায় নগদ চারি আনা পয়সা দিচ্ছি বাবা, আমি একটু শয়ন করব, তুমি যদি গিয়ে আমার ঘরের ভেতর চৌকি দাও।

পাহা। বাবা, ব্রাহ্মণ পূজা পাঠ করতা হায়, এক ত পাহারাওয়ালা করকে খাড়া কর দিয়া, অব চার আনা পয়সা দেও, হাম এসাই তোম্‌কো আশীষ কর্‌তা হায়।

রাধা। ও পাহারাওয়ালা ঠাকুর, খালি আশীর্ব্বাদ করলে কি হবে, একটু যে দাঁড়াতে হবে, নইলে তোমার আইনে আমায় সর্ব্বনাশ করবে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে কেন কষ্ট পাচ্ছ, আমি মেঝেয় শোব এখন,

তুমি আমার বিছানায় শুইও; সে ঘরে আর কেউ থাকবে না, কেবল একটু নজর রেখো।

পাহা। যত্তপি সুপ্রণ্টন সাহেব আওয়ে?

রাধা। এমন ত বাবা ঘুমিয়ে টুমিয়ে পড়—ঐ পানওয়ালাকে বলে যাও, তোমার হ'য়ে হাঁক দেবে এখন।

পাহা। তা চায় নেই—আট আনা দাও—ভোর ছ-বাজে তক হামারা পাহারা, হাম তামাম রাত তোম্‌কো চৌকি দেগা।

রাধা। বাবা, এত পয়সা আমার নেই; সোজাসুজি আমি বলি, আর ছ'আনা দিচ্ছি, ছ আনা পাবে, আমার সঙ্গে এস, খুব নজর রেখ, আমি মেঝেয় প'ড়ে থাকব, গোল উঠে ত তোমায় সাক্ষ্যি দিতে হবে, কোন্ বেটা কি লাগাবে, কি জানি বাবা।

পাহা। চল। হেই—কোন্ খাড়া হ্যায়, আস্তে আস্তে চল, বাবা চল, হাম ঠিক গাওয়া দেগা যে, তোমরা জরু তোমরা পাশ নেই শুয়া।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সার্ব্বভৌমের বাটী

সার্ব্বভৌম ও সার্ব্বভৌমের পত্নী

ব্রাহ্মণী। হ্যাঁগা, তিন দিন গেল, একটু মুখে জল দিলে না, কেন এ আত্মহত্যা করতে বসেছ বল দেখি?

সার্ব্ব। ব্রাহ্মণী, বল কি! ধর্ম্মনাশ হয়, আর আমি আহার করবো? তোমার ইচ্ছা হয়, ভোজন কর গে, আমি অনুমতি দিচ্ছি।

ব্রাহ্মণী। তুমি অনুমতি দিলে আমি সব করতে পারি সত্য, কিন্তু মুখে ভাত কি দেওয়া যায়? তুমি উপবাসী।

সার্ব্ব। ব্রাহ্মণী, আমি বড় লোক নই, আমায় কেউ চিনে না, একবেলা একমুটো হবিষ্যি, আর ছাত্র অধ্যাপন, এই আমার কাজ, কিন্তু আমি সদ্‌-ব্রাহ্মণের বংশে জন্মগ্রহণ করেছি, এ শাস্ত্রের নিয়ম পালন, হিন্দুর ধর্ম্মরক্ষা ব্রাহ্মণের প্রধান কার্য্য। সেই ধর্ম্মে যখন আঘাত পড়েছে, তুমি আমায় গৃহকার্য্য করতে বল? রাজা যদি ভয়ঙ্কর বিধি রাখেন, তা হ'লে এই প্রায়োপবেশনেই আমি জীবন ত্যাগ করবো।

ব্রাহ্মণী। কি এত সর্ব্বনাশ, তাও তো আমি বুঝতে পাচ্ছি না।

সার্ব্ব। তুমি বুঝবে কি, কে বুঝবে? গর্ভাধান হিন্দুর অতি প্রধান সংস্কার, শুভতিথিতে, শুভদিনে গর্ভাধান করলে যে সুসন্তান হয়, এ কথা আমি কাকে বোঝাব? একটা সোজা কথা বলি, বোঝ, হিন্দুর ঘরে যত কেন অপকৃষ্ট সন্তান হউক না, সে পিতা মাতাকে ভক্তি ক'রে, চুরি করেও পিতামাতার ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ ক'রে, অন্য কোন জাতিতে এমন নাই; সাহেবদের ছেলে বড় হলেই সে আপনাকে নিয়ে বিব্রত হয়। পিতামাতার দায় আর তার স্মরণ থাকে না, এমন অনেক শোনা গেছে যে, সাহেব পিতা পুত্রের বাড়ীতে ভোজন করলে পুত্র পিতার নিকট হতে ভোজনের মূল্য লয়, হিন্দু-সন্তানের এই যে চিরস্থায়ী পিতৃমাতৃভক্তি, ইহার মূল কারণ শাস্ত্রমতে শুভদিনে, শুভতিথিতে, নিরূপিত সময়ে সেই পুত্র জন্মগ্রহণ করেছে।

ব্রাহ্মণী। যা ভাল বোঝ কর, ধর্ম্মের জন্য প্রাণটা খোয়াবে?

সার্ব্ব। ব্রাহ্মণি, ধর্ম্মের জন্য প্রাণ খোয়াব না তো কি অন্নের জন্য প্রাণ খোয়াব? তুমি আমার গৃহিণী হ'য়ে কি তুচ্ছ কথা বলছ, এ পৃথিবীতে কদিন থাকব, এ মাংসমেদভরা শরীর ত কালই বিনষ্ট হবে, আজ আমার যদি মৃত্যু হয়, সহধর্ম্মিণী পত্নী তুমিও আমায় শবদেহ স্পর্শ করেছ ব'লে আপনাকে অশুচি ভেবে স্নান করবে, দেহ যাবে, কিন্তু আত্মা ত যাবে না, যেমন দেহের পোষক অন্ন, তেমনি আত্মার পোষক ধর্ম্ম, সেই যে অনন্তকালস্থায়ী আত্মা, তার খাদ্যের কি আয়োজন করব; দুদিনের দেহ পোষণের জন্য ধর্ম্মত্যাগ ক'রে আত্মাকে অনন্ত কাল নিরাহারী রাখব? ব্রাহ্মণি, ও কথা ব'ল না।

ব্রাহ্মণী। তা বেশ, তুমি যখন উপবাসী থাকবে, আমারও উপবাস, যাই ছাত্রদের অন্ন দিয়ে তোমার পাশে এসে ব'সে থাকি।

[প্রস্থান।

সার্ব্ব। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, জগৎপালক হরি—আশুতোষ মহাদেব—ব্রহ্মাণ্ডপ্রসবিনী জগন্মাতা—আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ধর্ম্ম জানি না, স্তুতি জানি না, ভক্তি করবার ক্ষমতা মনে নাই, তবে নিজগুণে, অপার করুণাবলে যদি আমার কথা শুন—সর্ব্বনাশ হয় মা ব্রহ্মময়ি।· হিন্দুর ধর্ম্ম যায়, রক্ষা কর মা রক্ষাকালী। আজ হিন্দুকুলবতীগণ কুললজ্জাভয়ে তোমার চরণপ্রান্তে সকলেই ক্রন্দন করছে, দয়াময়ী

না, এদের উপর মুখ তুলে চাও। ব্রহ্ম! তোমার নাম নিয়ে কতকগুলো পাষণ্ড তোমার প্রধান উদ্দেশ্য সৃষ্টির স্থাপন, সুসন্তান সৃজন, তাতে বাধা দিচ্ছে, এদের সুমতি দাও, আর না হয়, ত্রিপুরনিসূদন! তোমার সংহারকারী ত্রিশূল তুলে মানবরূপী দৈত্য দলন কর। ভগবান হরি, নারায়ণ! হিন্দুসন্তানগণের হৃদয়ে তোমার সেই অপূর্ব্ব প্রেম— যে প্রেম, নাথ, ব্রজে দেখিয়েছিলে, রাধাকে গুরু ব'লে তুমি যে প্রেম শিক্ষা ক'রে জগতে প্রেমময়ের আদর্শ হয়েছিলে, সেই প্রেম আজ হিন্দুসন্তান-হৃদয়ে দাও, তারা জাতি-বিভিন্নতা, দ্বেষ বিস্মৃত হ'য়ে, প্রাদেশিক ঈর্ষ্যা হৃদয় হ'তে দূর ক'রে, আজ তাদের ধর্ম্মের জন্য, তাদের কুলবতীদের লজ্জা-নিবারণের জন্য, তাদের সন্তানগণের মঙ্গল কামনার জন্য, জগদম্বা তোমার চরণে একত্র হয়ে এক মনে প্রণিপাত কচ্ছে; নারায়ণ! তুমি ধর্ম্মস্থাপনের জন্য যুগে-যুগে অবতার হয়েছ, এই ঘোর কলিতে এই ম্লেচ্ছাচারপ্লাবিত দেশে তোমায় আসতে বল্‌তে আমার কষ্ট হয়, প্রভু, কি করি, বড় দুর্দ্দশায় প'ড়ে কাতরে ডাক্‌ছি—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

(তিলকের প্রবেশ)

তিলক। সার্ব্বভৌম মহাশয়, প্রণাম হই।

সার্ব্ব। কে ও?

তিলক। আমায় চিনতে পাচ্ছেন না, আমি মাণিকবাবুর পুত্র তিলক।

সার্ব্ব। এস, এস, কি মনে ক'রে বাবা?

তিলক। মহাশয়, আপনি আমাদের দেশের একজন প্রধান পণ্ডিত, তাই আপনার কাছে এলেম, বলুন দেখি, আপনার মত কি? এই যে গর্ভাধান সম্বন্ধে গোল উঠেছে, এতে আমরা বল্‌ছি যে বারো বৎসরের আগে না হয়, এখন এতে আপনার মত কি?

সার্ব্ব। বাবা, আমার মত শাস্ত্রে যা লেখা আছে, তাই পালন করা, শাস্ত্রকারদের চেয়ে কিছু আর আমি পাণ্ডিত নই, কৈ, আমায় ইংরাজী জানা কোন ডাক্তার বলে দিতে পারেন যে, কন্যাকাল উত্তীর্ণ হবার কোন একটি নির্দ্ধারিত বয়স আছে? ভগবানদত্ত কয়েকটি লক্ষণ আছে, তাই দেখে সেই কাল নির্দ্ধারণ কত্তে হয়। মনে কর, এমনি কি একটা নিয়ম হতে পারে যে, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ আঁব পাকবে, সেই দিন সবাই পাকা আঁব খেতে আরম্ভ করবে, কিন্তু পাঁজি দেখে তা ব'লে কি আঁব খেতে হবে? আঁবের পাকা হবার কতকগুলি লক্ষণ দেখতে হবে। বর্ণ হরিদ্রাভ হবে, সদ্‌গন্ধ বেরুবে, তবে সুমিষ্ট হয়েছে জ্ঞান ক'রে ভক্ষণ করতে হবে, এর কার্ত্তিকও নেই, আষাঢ়ও নেই। আমাদের শাস্ত্রকারেরা অনেক বিধান ক'রে এই নিয়ম ধার্য্য ক'রে গেছেন যে, কন্যাকাল উত্তীর্ণ হয়ে নারীর যৌবনকালের কতকগুলি লক্ষণ আছে, সেই লক্ষণ প্রকাশ হলেই তাকে যুবতী ব'লে যেন পতিপাশে গমনোপযোগী ব'লে নির্দ্ধারিত করা হয়। আর সেই ইন্দ্রিয়লালসাবিবর্জ্জিত পরিষ্কৃত মনে, পতি গুরু, এই জ্ঞানে তাঁর সেবা করলে সুসন্তান উৎপন্ন হয়, শাস্ত্রকারদের এই নিয়ম।

তিলক। আমি মহাশয় গ্রাজুয়েট (Graduate), মিল (Mill), স্পেনসার (Spencer) পড়েছি; আপনাদের শাস্ত্র, ভূতের মন্ত্র, কিছু জানিনে, কিন্তু একটা সোজা কথা বলি, আমাদের প্রোফেসর (Professor) সবাই আপনার কাছে পাঠিয়েছেন, অন্য অন্য লোককে পাঁচ পাঁচ টাকা দিয়েছি, আপনাকে ছয় টাকা, আপনি এ আইনের সাপক্ষে মত দিয়ে একটা বচন ক'রে দিন।

সার্ব্ব। হরি, হরি, এ কি কথা বল তিলক? আমি আজ প্রায়োপবেশন ক'রে ব'সে আছি, যদি এ আইন জারী হয়, তা হ'লে এই অবস্থাতেই যেন আমার মৃত্যু হয়; তুমি আমায় অর্থের প্রলোভন দেখাতে এসেছ?

তিলক। আচ্ছা, সাত টাকা, কি বলেন, চুপ ক'রে রইলেন যে? ভাল, আট টাকা—নয় টাকা— আচ্ছা দশ টাকা, এই শেষ, হাজার কেঁড়েলি করুন, এর চেয়ে বেশী পাচ্ছেন না।

সার্ব্ব। বাপু, তুমি বিদেয় হও।

তিলক। না, আমি আপনাকে ছাড়্‌ছি না।

সার্ব্ব। আচ্ছা, আমিই যাই, তুমি থাক, এখানে আমাকে প্রলোভন দেখাতে এসেছ, এই সর্ব্বনাশের সময় তুমি সার্ব্বভৌমকে টাকা দেখাও, তোমায় শাপ দিলে আমার ব্রাহ্মণত্ব যাবে, আশীর্ব্বাদ করি, তোমার সুমতি হোক। বুঝতে পাচ্ছ না, এ আইন জারী হ'লে কি সর্ব্বনাশ হবে, যে সতীত্বের গর্ব্ব ক'রে হিন্দুরমণীগণ আজও জগতের শীর্ষস্থানীয় হ'য়ে আছেন, যে সতীত্বের সন্দেহ উৎপাদনের ক্ষমতা কারু নাই—সেই সতীত্বরত্ন কলুষিত হবে। লজ্জাবতীর লজ্জার হানি হবে। আমি কি পাপ

করেছিলেম যে, তুমি আজ পাপের নিমিত্তস্বরূপ হ'য়ে আমায় এই ষড়যন্ত্র প্রস্তাব ক'র্‌তে এসেছিলে। হে হরি! পাপাচারী পাষণ্ডের পরামর্শে রাজা অন্যায় আইন ক'রে হিন্দুকুলবতীদের প্রধান ধর্ম্ম-বন্ধন বিবাহ-বন্ধন গ্রন্থিতে হস্তক্ষেপ কর্‌ছেন, লজ্জানিবারণ হরি! দ্রৌপদীর লজ্জানিবারণ করেছিলে, আজ তুমি কুলবতীদের লজ্জা রাখ। আশুতোষ, সদয় হও। জগন্মাতা সতি! সতীর সতী-ধর্ম্ম রক্ষণে সহায় হও।

তিলক। মহাশয়, আপনি অতি বিজ্ঞ, শ্লোক মুখস্থ করা পণ্ডিত নয়, আপনাকে জিজ্ঞাসা করি যে, নারীজাতির অল্প বয়সে সন্তান হ'লে সে সন্তান কি কোন মঙ্গলকর কার্য্য কর্‌তে পারে, সে পুত্র কি বলীয়ান্ বুদ্ধিমান হয়?

সার্ব্ব। কেন হ'তে পার্‌বে না বাবা, তোমরা পুরাণের কথা মান্‌বে না; ইতিহাস ত মান? চিতোরের রাণা প্রতাপ যে জন্মেছিলেন, তিনি কি এই বিবাহের ফলে নয়? পৃথ্বীরাজ, মানসিংহ, টোডরমল, এ সব কি বালিকা-বিবাহের ফল নয়? রাজপুতজাতি অল্প বয়সে কন্যার বিবাহ দেয় না ব'লে জাতিচ্যুত হয়; সেই জন্য রাজপুত জাতির কন্যাহত্যা ব'লে একটা কলঙ্ক আছে। আচ্ছা, তার পর, বিদ্যায় কালিদাস, ভবভূতির ন্যায় কবি, বরাহ-মিহিরের ন্যায় জ্যোতিষী কোন্ কালে কোন্ দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন? এঁদের মাতা যুবতী অবস্থায় বিবাহিতা হন নাই। আচ্ছা, ও সব ছেড়ে দাও, তোমাদের এখনকার কথা বলি—রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, কৃষ্ণদাস, হরিশ্চন্দ্র, শম্ভুনাথ, রাম-গোপাল, দ্বারকানাথ, রাজেন্দ্রলাল, রমেশচন্দ্র, গুরু-দাস, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, ইন্দ্রচন্দ্র, গিরিশ-চন্দ্র, আর কত বল্‌ব, আর কত বল্‌ব, চাক্ষুষ জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত দেখতে পাচ্ছ না, এঁদের জন্মতত্ত্ব লও, জান্‌তে পার্‌বে যে, কেহই যুবতীমাতার গর্ভজাত নহে। আমি একটি কথা বলি, হিন্দুসন্তান সাবধান হও! বাঁধ ভেঙ্গে ঘরের দ্বারে বাণ এনো না। এই যে গর্ভাধানের বিধি হচ্ছে, বড় সর্ব্বনাশ হবে, বালিকার বিবাহ বন্ধ হবে, হিন্দুকুলকামিনীর যে পবিত্র বন্ধন রয়েছে, তা ছিন্ন হবে, সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!! সর্ব্বনাশ হবে! সর্ব্বনাশ হবে!! সর্ব্বনাশ হবে!!! রাজপদে, জগন্মাতা জগদম্বার পদে রোদন ক'রে ধর্ম্মভিক্ষা, জাতিভিক্ষা, কুলবতীর সতীত্ব ভিক্ষা লও, কোটি কোটি হিন্দুসন্তান আজ এই ভিক্ষা প্রার্থনার জন্য জগদম্বার আরাধনায় যাত্রা করেছে, তুমি তাদের সঙ্গী হও, ব্রাহ্মণের পরামর্শ শুন!

তিলক। (স্বগত) ব্যাটা বামুন কথাগুলো যা বল্লে, ঠিক, কিন্তু এ গোড়ে গোড় দিলে ত আমাদের নাম বেরুবে না, ও মেলাই দল জুটেছে, ওর সঙ্গে গেলে আমি পালে মিশিয়ে যাব, আমি ছোট দলেই থাক্‌ব। (Professor) প্রোফেসর বলেছেন, তা হ'লে রোজ রোজ মিটিঙের কাগজে আমার নাম বেরুবে, আচ্ছা, থাক শালারা! (প্রকাশ্যে) প্রোফেসর (Professor) বাবু পঞ্চাশ টাকা আমার হাতে দিয়েছেন, একবার হাতীবাগান-পানে যাই, সেখানকার ভট্টাচার্য্যিগুলোকে কি দিলে পাব না?

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কালীঘাট কালীমন্দির

নরনারীগণ

১ লোক। মা গো! জগদম্বে! মোহবশতঃ অজ্ঞান-অন্ধকারে নিপতিত হ'য়ে তোমায় মা ভুলে ছিলাম, আজ হৃদয়ে দারুণ যাতনা পেয়ে তোমার চরণপ্রান্তে উপনীত হয়েছি; করুণাময়ি! করুণা-নয়নে চেয়ে দেখ, হিমালয় হ'তে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতবাসী আজ ধর্ম্মনাশ-ভয়ে আপনাদিগের কন্যা-কলত্র লজ্জানাশ-ভয়ে, সাশ্রুনয়নে, গল-লগ্নী-কৃতবাসে, অনন্যোপায় হ'য়ে মা তোমার মন্দিরে উপস্থিত হয়েছে। মা গো, আমরা আজ ধর্ম্মত্যাগী স্বদেশের ভয়ে সশঙ্কিত, রাজবিধি-ভয়ে কম্পমান, রক্ষাকালী মা, রক্ষা কর, অভাগা পাতকী সন্তানগণের সকল অপরাধ মার্জ্জনা ক'রে মা তোমার অভয় হস্তখানি এই দীনদিগের প্রতি প্রসারণ কর। রক্ষা কর মা, রক্ষা কর; ধর্ম্মশাস্ত্র যায়, কুলবতীর লজ্জা যায়। দয়াময়ি মা গো! তোকে বই আর এ বিপদে কাকে জানাব বল্? দেখ মা, আজ কোটি কোটি ভারতসন্তান তোকে মা মা ব'লে ডাক্‌ছে, দেখ মা দেখ!

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

পুরুষগণ—

দুস্তর বিপদে নিস্তার মা নিস্তারিণি।
নিরানন্দ কর দূর আনন্দদায়িনি॥

দেখ মা দেখ মা দেখ মা চেয়ে,
এসেছি মা দ্বারে তোর বড় ব্যথা পেয়ে,
সতীর সতীত্ব রাখ ও মা গিরিশরাণি ॥

স্ত্রীগণ —

ওমা লজ্জা যায় রাখ পায়,
রাজায় সুমতি দাও মতি-প্রদায়িনি ॥

পুরুষগণ—

প্রাণে ব্যথা পেয়ে তোমার মন্দিরে,
এসেছি সকলে মা কাতরে কাতরে;
অকূল পাথারে রাখ মা দাক্ষায়ণি।

স্ত্রীগণ—

আত্মাসতী, কুলবতী ভিক্ষা মাগে পায়,
যেন লজ্জা নাহি যায়, যেন লজ্জা নাহি যায়।
লজ্জাবতীর লজ্জা রাখ লজ্জা-নিবারিণি ॥

সকলে—

করযোড়ে হের তব পুত্র সারি-সারি,
কাঁদে দেখ মা তোর যত কুলনারী,
কর দয়া অভয়া ও মা বিপদবারিণি ॥

কীর্ত্তন।

বড়ই কাতরে তোমার দুয়ারে,
এসেছি মা ঈশানি।
ভয়েতে বিভোল তাই উতরোল,
কাঁদি গো মা ভবরাণি ॥
মরি মরি মাগো কি বলিব হায়,
(যত) জাতিভ্রষ্ট দুষ্ট নষ্টেরি কথায়,
দয়া মনে করে, রাজা ধর্ম্মনাশ করে,
(মা গো রক্ষাকালি রক্ষা কর)
ডরে হৃদয় শিহরে মা।
তার এ বিপদে, পড়েছি শ্রীপদে,
(ওমা) হিন্দুর ঘরের ছেলে,
ছিলাম তোরে ভুলে,
কাঁদি এখন ও মা নে মা কোলে;
কুলবতীর কুললজ্জা রাখ, লজ্জানিবারিণি।
রাজবিধি করে রাজা,
সুখে যাচ্ছে রহে প্রজা,
এ আইন যে দীনের সাজা
রাজায় সবাই বুঝাই না;—
যেন এ আইন থাকে না
থাকে না থাকে না তারা।
ক্ষমা কর ক্ষেমঙ্করি!
বুঝাও রাজায় জননি!
পাষণ্ডের পণ্ড কাণ্ড লণ্ড-ভণ্ড
কর মা দানব-দলনী ॥

যবনিকা-পতন

ডিস্‌মিস্‌

অমৃতলাল বসু প্রণীত

পিতামহের ভিটে ছেড়ে কোথায় যাই ? (প্রকাশ্যে) দেখ, আমি মাসে মাসে তোমায় পঁচিশ টাকা খরচ দেব, তোমার বাপের বাড়ী গিয়ে থাক, সেথা যা ইচ্ছে তাই কর, আমি জ্বালাতন হয়েছি।

প্রমদা। কিন্তু আমি বেশ আছি, সুতরাং আমি এখান থেকে কোথাও যাব না।

কৃষ্ণ। আমি জোর কোরে পাঠিয়ে দেব।

প্রমদা। আমি জোর কোরে থাক্‌বো।

কৃষ্ণ। গলা-টিপি দে দূর কোরে দেব।

প্রমদা। গলা জড়িয়ে থাক্‌বো।

কৃষ্ণ। এ কি পাগল না কি! তোরে নে কর্‌বো কি ?

প্রমদা। আর কোন বিশেষ কাজে না লাগে, ঘর সাজিয়ে রেখে দিও—ছবিখানি কি মন্দ ?

কৃষ্ণ। ঐ তো কুয়ের গোড়া।

প্রমদা। এখন আর কোন কি কাজ আছে, না ব'সে ব'সে আমায় বাক্যযন্ত্রণা দেবে ?

কৃষ্ণ। এখন বুঝি আমার কথা যন্ত্রণা দাঁড়িয়েছে ? এক দিন না বড় মিষ্ট লাগতো ?

প্রমদা। (বালকের মত পাঠ) "অধিক মিষ্ট খাইলে পীড়া হয়।"

কৃষ্ণ। আচ্ছা, যাচ্ছি, দেখি তোমার বাপের কাছে পীড়ার ওষুধ হয় কি না ?

প্রমদা। বাবা আমার বদ্যি নন।

কৃষ্ণ। বদ্যাগরী শিখিয়ে দেব।

[প্রস্থান।

প্রমদা। পাগল! আর নেহাৎ দোষই বা দেব কি, আমারও অন্যায় আছে, তা আমি কি কর্‌বো ? কথার জবাব না দিয়ে আমি থাকতে পারি না ; তা বেশ, স্বামীর সঙ্গেও একটু রসিকতা করব না ? ওঁর মুখপানে চেয়ে চুপ কোরে ব'সে থাকো, তা হলেই তিনি বেশ সুখী থাকেন ; তা আমি পার্‌বো না, মজার কথা মুখে এলেই আমার বেরিয়ে পড়বে, অন্যায় অসঙ্গত না বল্লেই হলো ; আর ঐ রকম ঠাট্টায় ঠাট্টায় চ'ড়ে ওঠে, আবার একটু তরল চাইলেই গ'লে যায়, আমার বেশ লাগে। গান গাইলে চটে যায়, যাক্‌ ; আমি বেশ জানি, ঐ গানে সরস কথায় আর সাজগোজের জোরেই আমার মন আমার একলার কাছে ; নইলে গামছা-পরা গোবর দেওয়া তামাকপোড়ামাখী ঠুঁটোর বাঁদরটি হয়ে থাক্‌লে হয়েছিল আর কি! এদ্দিন কোন আবাগী আমার বরগা-গণার বন্দোবস্ত কোরে দিত। শুনেছি, সতীন আমার লজ্জায় ঘরে শুতে যেতেন না, তেমি নিজে জ্ব'লে-পুড়ে খাক্‌ হয়েছেন, আর স্বামীকেও একটি জানোয়ার বানিয়ে গিয়েছিলেন। বাবা রে! সে কথা মনে হ'লে আমার আজও গা কেঁপে উঠে! ফুলশয্যা হ'লো ঝিয়ের সঙ্গে! প্রথম ঘরবসত কর্‌তে এসে দেড় মাস রইলুম,—বাবু ঘরে শুলেন তিন দিন—খাটের তলায় বসিতে মুখ গুঁজড়ে। এখন গাইলে ওঁর নিন্দা হয়, এক দিন নেশার চটকা ভেঙ্গে না উঠে, "যাদু গাও পিয়া পিয়া গাও"—আমি বুঝলুম, এই বিয়ের এই মন্তর, র'লো, বাপের বাড়ী থেকে ফিরে আসি, চারমাস বাদে যাদু ফিরে এলেন, যাদু গাইলেন, যাদুও ক্রমে জাদু হলেন—

(ঝির প্রবেশ)

ঝি। বৌমা!

প্রমদা। তুই এলি বাছা, বাঁচলুম, আমি আবার তোকে চিঠি পাঠাব মনে কচ্ছিলেম।

ঝি। (সহাস্যে) ও মা, সে কি গো! চিঠি কিসের ? আমি দেশেরকুড় রাজ্যিরকুড় গেছলুম না কি ?

প্রমদা। না, হুগে—পাড়া—তবু তো কিছু না হোক আধ পোয়া পথ হবে, গেছিস একঘণ্টার উপর, উদ্দেশটি নেই ; মর্‌ ছাই, একটা লোকও কি পাঠাতে নাই ?

ঝি। ও: একটু দেরী হয়েছে, তাই ঠাট্টা কচ্ছো, তুমি আমায় বকোটকো বাপু, সে ভাল, এমন হেসে হেসে ঠাট্টা বড় বাজে।

প্রমদা। ছি! তুমি আমার "ফুলশয্যার" সেজে সাথী, তোমায় কি আমি বকতে পারি ?

ঝি। মেয়েকে ও কি কথা গা ?

প্রমদা। ঝি, পাল্কী ডাক।

ঝি। কেন গা ?

প্রমদা। বাপের বাড়ী যাব।

ঝি। ই-ই-ইস্‌!

প্রমদা। যে বাড়ীর ঝি থেকে বাবু পর্য্যন্ত সব ব্রহ্মজ্ঞানী, সে বাড়ীতে থাকলে আমার জাত যাবে।

ঝি। বাবু কি করেছেন ?—কখন্‌ এয়েছিলেন ?

প্রমদা। এই তো গেলেন।

ঝি। তা কি হচ্ছিল ?

প্রমদা। দাঙ্গা!

ঝি। সে কি ? মারধোর ?—মেরেছেন না কি ?

প্রমদা। বড্ড!

ঝি। বাবু তো এমন ছিলেন না।

প্রমদা। আমার আমলে হয়েছেন—তুই জানিস্‌নে? অনেক দিন থেকেই তো মারেন।

ঝি। তাই তো গা, আহা-হা! কোথায় আজ মেরেছে?

প্রমদা। বরাবর যেখানে—হৃদয়ে!

(বক্ষপ্রদর্শন)

ঝি। আহা! তাই তো, তাই তো, ফুলে উঠেছে গা! তা তুমি চুপটি কোরে রইলে?

প্রমদা। তেম্নি মেয়ে কি আমি! খুব দশ কথা শুনিয়ে দিলেম।

ঝি। বেশ করেছ!

প্রমদা। বল্লুন "প্রিয়তম! দাসী তোমার আমি! যদ্দিন না তোমার কোলে গঙ্গাজলে যাই, তদ্দিন আমায় মার; মার যে দিন বন্ধ করবে, আমি হাসিকে ফাঁসী দেব, গান বানের জলে ভাসিয়ে দেব, পাড়া বেড়ান পুড়িয়ে দেব, মার বন্ধ করলে আমি দোর বন্ধ কোরে কাঁদ্‌বো, নয় গলায় দড়ি দেব—লাকলাইনই হোক আর নারকেল কাতাই হোক।"

ঝি। ও, ঠাট্টা!

প্রমদা। তোর বাবু যে কাঠখোট্টা, ঠাট্টার কি ধার ধারে!

ঝি। তা বাবু আমার বরাবরই মেয়েমুখো।

প্রমদা। হাঁ, দিব্বি মেয়েমুখো! গোঁপ জোড়াটি হুবাহু মেজঠাকুরঝীর মত!

ঝি। নেও মেনে, এখন তোমার ঠাট্টা রাখ, যে কাজে পাঠিয়েছিলে, তার খবর শোন।

প্রমদা। হাঁ হাঁ, কি বল বল, তুলেবৌয়ের ছেলেটি আজ কেমন আছে?

ঝি। আজ জ্বর আসেনি; বেদানা পেয়ে ছেলেটার কি আহ্লাদ! বউ ছুঁড়ী তো টাকা পাঁচটা হাতে পেয়েই কেঁদে ফেল্লে! আমায় বল্লে, "মামী, তোমাদের বৌমা মানুষ নয় দেবতা"—

প্রমদা। বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা—

ঝি। ও মা! কেন গা?

প্রমদা। রাস্তা বেড়ান কাপড়ে ঠাকুরঘরে এইছিস্‌!

ঝি। তাই ভাল! দেবতা বলেছি, তাই তোমার হ'লো, তা দেবতাই তো, শুধু দেবতা, সাক্ষাৎ অন্নপুন্নো! আমি আজ সব শুনেছি, তাই তো দেরী হলো, তুমি নাকি গয়লাগিন্নীর ব্যামো হ'তে আট দিন উপরো উপরি তাদের রেঁধে দিয়ে এসেছ। শুনলেম তার আগে দুদিন বুড়োমিন্‌ষে আর ছেলেগুলো চালভাজা খেয়ে ছিল—

প্রমদা। তুই দেখতে গেছলি? আমি কি আগুনতাতে যেতে পারি?

ঝি। আর আমার কাছে ছাপাবার যো নেই, আমি সব টের পেয়েছি; এর নাম তোমার তাস খেলতে যাওয়া? গান শিখতে যাওয়া? তুমি কি না এর ভাত রেঁধে, ওর কাঁথা সেলাই কোরে, ওর মেয়ের চুল বেঁধে, ছোট লোকের ছেলে পড়িয়ে বেড়াও? তোমার দৌরাত্তিতে দুলে-পাড়ায় কান পাতা যায় না। ছবড়ি দুগণ্ডা ছেলে জুটে "তিন কড়ায় চার গণ্ডা" কোরে দিবারাত্তির ডাক ছাড়ছে। ও মা! আমি বলি, বৌমা অষ্টপহর সেজেগুজে আতর গোলাপ লেবেণ্ডার মেখে বেড়ায়, এ কি কাজ কত্তে পারে? না—তা নয়, তোমার পেটে এত! তুমি উলুর চালের ছেঁচ ঝাঁট দাও—তুমি—

প্রমদা। ঝি, আমার মাথা খাস, এ সব কথা কাকেও বলিস্‌নি, বাবুকেও বলিস্‌নি, আমার দিব্যি।

ঝি। না, দিব্যি দিও না, বাবুকে আমি বল্‌বো, তুমি এম্নি কোরে বেড়াও ব'লে তিনি কত দুঃখ করেন, হয় তো কি মনে করেন—এ সব কথা শুনলে খুব খুসী হবেন।

প্রমদা। না রে না, তুই বুঝিসনি, আমি লুকিয়ে গরিব-দুঃখীকে টাকা দিই শুনলে তিনি চ'টে যাবেন, জানিসনে কেমন দৃষ্টিকৃপণ—আর ভাল কাজ কোরে কি বল্‌তে আছে, তা হ'লে যে সব বৃথায় যায়—

ঝি। তা গোসাঁয়ীর কাছে—

প্রমদা। কারুর কাছে না।—আমি যা করি, কাজ হয় কার? তাঁরই, টাকা কি আমার? তিনি তো হাত তুলে এক পয়সা দেবেন না।—

ঝি। আর গত্তোর? গত্তোরের কন্নাটা কচ্ছে কে?

প্রমদা। আমার গত্তোরও এখন যে তাঁর, বের দিন থেকে স্ত্রীর গত্তোর স্বামীর হয়।

ঝি। কে জানে মা! আমাদের দুঃখী লোকের কিন্তু মেয়ে মদ্দে যে যার নিজের গত্তোরে খাটে!

প্রমদা। তা বেশ করিস্‌, এখন রান্নাঘরে যা, আমি একবার মনের কথার সঙ্গে ছুটো রসিকতা কোরে আসি।

ঝি। (হাসিয়া) বাগদীদের কাঁথা সেলাই কোরে দিয়ে এস।

প্রমদা। দুর পোড়াকপালী!

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাস্তা।

(কৃষ্ণ বাবুর প্রবেশ)

কৃষ্ণ। মুখের সামনে না যেতে হয়, এম্নি তফাৎ তফাৎ থাকি, তা হ'লে খুব রাগতে পারি, রীতিমত ধমকাতে—শাসন কর্‌তে পারি। কিন্তু মুখ দেখলেই আর কথা সরে না, কি যে ঐ মুখখানিতে আছে, কেমন ভাবে যে একটু চায়, আমার মুণ্ড ঘুরে যায়। ঐ চাউনিতেই গয়া গঙ্গা বারাণসী দেখতে থাকি। কিন্তু তা ব'লে আর চলছে না, শেষ কি আমি সত্য সত্য ভেড়া হয়ে যাব! আর যে আমার ক্রমে সন্দেহ হচ্ছে, এই বয়স, অমন রসিক, ও বাইরে যায় কি কর্‌তে? জিজ্ঞাসা কল্লে হেসে উড়িয়ে দেয়, কি করি, কাকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি? বন্ধুবান্ধবকে বল্‌তে গেলে তারা আমাকেই দোষে, বলে, কেন, আমরা গোড়ায় বলেছিলুম যে, অত স্ত্রীর বশ হয়ো না, আখেরে পস্তাবে। এই যে তর্কালঙ্কার মহাশয় আসছেন, উনি তো এক জন বিজ্ঞ বহুদর্শী লোক, ওঁকে একটা এর ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করি—

(তর্কালঙ্কারের প্রবেশ)

প্রণাম তর্কালঙ্কার মশায়!

তর্কা। কল্যাণমস্তু!

কৃষ্ণ। একটা কথা মহাশয়কে জিজ্ঞাসা কর্‌বো?

তর্কা। ভারী ব্যস্ত—সময় নাই।

কৃষ্ণ। আজ্ঞে, একটা ব্যবস্থা।

তর্কা। ব্যবস্থা। অধ্যাপকের নিকট ব্যবস্থা নিতে হ'লে জান তো—

কৃষ্ণ। টাকা দিতে হয়—এই নিন।

(টাকা প্রদান)

তর্কা। (টাকা লইয়া) কি! আমায় টাকা দেওয়া? নবদ্বীপের নিধিরাম স্মৃতিরত্নের ছাত্র আমি, বিক্রমপুরের সর্ব্বেশ্বর বিদ্যাবাচস্পতির পৌত্র, আমায় টাকা দেওয়া? আমায় অর্থপিশাচ মনে করা?—আমায়—

কৃষ্ণ। আজ্ঞে, ক্ষুব্ধ হবেন না, আপনি হচ্ছেন পূজনীয় ব্যক্তি—

তর্কা। তা হলেমই বা; এখন শীঘ্র বল, তোমার কি প্রয়োজন?

কৃষ্ণ। আজ্ঞে, আমার পরিবার সম্পর্কে একটা কথা।

তর্কা। তুমি বাপু বড় বেশী কথা কও; আমার তত সময় নাই, শীঘ্র শীঘ্র বল।

কৃষ্ণ। তাই ত নিবেদন কচ্ছিলেম যে, আমার—

তর্কা। আবার যে কথার শ্রাদ্ধ আরম্ভ কল্লে; একটা সামান্য বিষয় দু-কথায় বুঝিয়ে দিতে পার না? কথা অনেক কওয়া একটি বিষম দোষ; শাস্ত্রে বলেছে—যে—যে—যে এই—এই—এই— "সত্যং ব্রূয়াৎ" "প্রিয়ং ব্রূয়াৎ" একটি সত্যকথা, একটি প্রিয় কথা, বল, দুটির বেশী কথা কহিবে না।

কৃষ্ণ। একটু স্থির হয়ে শুনুন—

তর্কা। তুমি তো বড় অর্ব্বাচীন! ক্রমাগত অসঙ্গত প্রলাপ বক্‌ছো, আর আমাকে স্থির হ'তে বল। তবে আমি অস্থির? আমি চঞ্চল? আমি বালক? তবে বিদ্যাহীন বুদ্ধিহীন হিতাহিতজ্ঞানবিহীন? যাও, তোমার মুখ দেখতে নাই; দু-কথা বল্‌তে পার বল, অধিক বাক্যাড়ম্বর কল্লে আমি এখন স্বস্থানে প্রস্থান কর্‌বো।

কৃষ্ণ। আমার স্ত্রী—

তর্কা। আবার বাক্যের স্রোত আরম্ভ কল্লে; "আমার স্ত্রী" কি? এ সংসারে আমার কে? "আমার"! এত বড় আত্মম্ভরী শব্দ তুমি ব্যবহার কর। এইরূপ প্রলাপবাক্যালাপ কোরে মদীয় কলাপ-পাঠের ব্যাঘাত কচ্ছো?

কৃষ্ণ। কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কল্লেই সমস্ত শুনতে পাবেন; আমি যে দ্বিতীয় পক্ষে সংসার করেছি—

তর্কা। তুমি যে আমাকে ঘনীভূত কোরে তুল্লে। বড় বাচাল ত তুমি, এত বেশী কথা কওয়া তোমার স্বভাব হলো কেমন কোরে? দিন কয়েক আমার উপদেশ অবলম্বন কর, তোমার এই বিষম পৈশাচিক ব্যাধি হ'তে মুক্ত হবে। আমার জ্যেষ্ঠপুত্রের মধ্যমপুত্র—অর্থাৎ আমার মধ্যস্থছেলে, ব্যাকরণে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি—ঐরূপ বাক্যব্যাধি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়েছিল, একটা মুষ্টিযোগ দেওয়া মাত্রেণ বাক্‌রোধং ভবেৎ, একবারে বোবা।

কৃষ্ণ। এ বামুন ত বড় জালাতন কল্লে—আপনার কথা সাত কাহন করবে, আর আমার মুখ থাবা দিয়ে রাখবে; খামকা খামকা দুটো টাকা গেল, আসল কথা হলো না।

তর্কা। কি হে বাবু, দাঁড়িয়ে রইলে যে? তুমি কি কথা কইতে পার না—কি হয়েছে বল না, তোমার স্ত্রীর কি হয়েছে?

কৃষ্ণ। দ্বিতীয় পক্ষের সংসারে যা হয়ে থাকে, একেবারে বাবু! আর আমার সম্পূর্ণরূপে অ—

তর্কা। এই বুঝি তোমার অল্প কথা কওয়া? তোমার স্ত্রী সম্পূর্ণরূপে তোমার? সে ত ভালই কথা, স্ত্রী আবার কার অসম্পূর্ণ থাকে? তবে যত দিন না বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, সে অন্য কথা; কত বয়েস হবে তোমার সহধর্ম্মিণীর?

কৃষ্ণ। আজ্ঞে, ঠিক কথা বল্‌তে পারি না, বোধ হয়—আন্দাজ—

তর্কা। বোধ হয় আন্দাজ—দুই সহস্র কথা কয়ে ফেল্লে? এর সরল উত্তর আর তোমার কাছে পাওয়া গেল না? এখন বল শীঘ্র শীঘ্র কি জিজ্ঞেস করছিলুম? মনে ক'রে দাও না, তোমার কি কিছুমাত্র স্মরণশক্তি নাই? আমরা বাল্যাবস্থায় একটিবার যা শুনেছি, আজও তা স্মৃতিপথে কণ্ঠস্থ রয়েছে, আর এইমাত্র আমি তোমায় কি জিজ্ঞাসা করলেম, এ আর তোমার স্মরণ নাই? ছি ছি ছি—

কৃষ্ণ। আজ্ঞে, আমার পরিবারের বয়েসের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বোধ হয়, আঠার উনিশ বৎসর হবে।

তর্কা। আ—ঠা র, উ নি শ—বিস্তর বয়েস। এ বয়সে আর কিছু হয় না—"প্রাপ্তেষু ষোড়শবর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ"; এখন তার সঙ্গে মিত্রের ব্যবহার আর বদ্ আচার কর, কদাচিৎ শত্রু ভেব না; "পিতা শত্রু মাতা বৈরী" স্ত্রী নয়, শাস্ত্রকারেরা ব'লে গেছেন, সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে রাখবে, আর একটা কথা, শয়ন একসঙ্গে করো, স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে শয়ন না করলে মিত্রতা বাদ্ধত হয় না; এখন আমি চল্লেম—তুমি বিস্তর বাক্যব্যয় কোরে আমার অনেক সময় পণ্ড করেছ—পাষণ্ড বেল্লিক!

[প্রস্থান।

কৃষ্ণ। গালে চড় মেরে দুটো টাকা নে গেল—আর যা ইচ্ছে তাই কতকগুলো গালাগালি দিয়ে গেল; পরামর্শ তো খুব পেলাম! এমন আপদে পড়েছি! কি করি এখন? প্রমদার মনটা কিন্তু সরল, আমাকেও যত্ন করে খুব, ঐ যেথায় সেথায় যাওয়া ছেড়ে দেয় তো আমি আর ওর সব আব্দার সইতে পারি। এই না আমার শ্বশুর এ দিকে আসছেন? ভালই হয়েছে, ওঁকেই সব কথা খুলে বলি—

(শ্বশুরের প্রবেশ)

প্রণাম্—আপনার সঙ্গে দেখা হ'লো, ভালই হ'লো—আমি আরও আপনার কাছে যাচ্ছিলেম।

শ্বশুর। কেন, কেন, কোন প্রয়োজন আছে না কি?

কৃষ্ণ। আজ্ঞে না, অনেক দিন দেখা হয়নি, তাই—

শ্বশুর। বেশ তো বাবা! তোমার বাড়ী-ঘর, যাবে বৈ কি, আমার এখন তেমন সময় নয়, তাই; তা না হ'লে হামেসা তোমাদের নিয়ে আদর অপেক্ষা করতে হয়।

কৃষ্ণ। আজ্ঞা, একটু প্রয়োজনও ছিল, তা থাক্ এখন, অন্য সময়—

শ্বশুর। কেন, কেন? বল না, আমার এখন তাড়াতাড়ি নাই, বল।

কৃষ্ণ। আজ্ঞে, এমন কিছু নয়, একটু পরামর্শ—

শ্বশুর। কি? বল, জিজ্ঞাসা কর, আমি তো কেষ্টবাবু, তোমার পর নই বাবা।

কৃষ্ণ। না, তা নয়, আপনার কন্যার—এই আমার পরিবারের—তাই বল্‌ছিলেম, প্রমদা সম্বন্ধে একটা কথা—

শ্বশুর। কেন, কেন? কি হয়েছে? প্রমদার কি হয়েছে? কোন অসুখ তো নয়?

কৃষ্ণ। না, তা কিছু নয়, এদানী তার আচরণটা কেমন—

শ্বশুর। সে কি! সে কি! প্রমদা তো তেমন মেয়ে নয়, একটু চঞ্চল বটে, তা আর একটু বয়েস হলেই সেরে যাবে—আর তো সব ভাল; সংসারে কি কোন কাজকর্ম্ম করে না?

কৃষ্ণ। আজ্ঞে, আপনার আশীর্ব্বাদে আমার সংসারে তারে কিছুই খাটতে হয় না, বামুনে রাঁধে, চাকর-দাসী যথেষ্ট আছে, তবে—

শ্বশুর। সে কি তোমার সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি করে না কি?

কৃষ্ণ। আজ্ঞে, ঝগড়া—ঝগড়া—তাই বা কেমন কোরে বলি—তা আমায় যথেষ্ট যত্ন করে—

(এক জন মাতালের প্রবেশ)

মাতাল। এই—মহিন—মনে! দাঁড়িয়ে যাও না বাবা! খুব লোক যা হোক্,—আচ্ছা নেত্তার মাইণ্ড—মহিন কোন্ দিকে গেল, দেখেছ বাবা?

কৃষ্ণ। আমাদের একটু কথা হচ্ছে, ও দিকে যাও।

মাতাল। কোম্পানীর রাস্তা।

কৃষ্ণ। তুমি যাবে না?

মাতাল। আপাততঃ নয়।

শ্বশুর। থাক্ থাক্, চল বাবা, আমরাই এগিয়ে দাঁড়াই,—হঁ্যা, তার পর কি বল্‌ছিলে?

কৃষ্ণ। আজ্ঞে, কি বল্‌বো—দোষও বটে, আবার ঠিক দোষও—এই চঞ্চলতাটা—

শ্বশুর। একটু বেড়েছে, তা—

(বরফওয়ালার প্রবেশ)

বরফ। পানি-পিনেকা! (শ্বশুরজামায়ের কথা শুনিতে দণ্ডায়মান)

কৃষ্ণ। ক্যা দেখ্‌তা হ্যায়?

বরফ। কুচ নেই।

কৃষ্ণ। তব খাড়া কাহে?

বরফ। এইসাই—কুচ মানা হ্যায়?

শ্বশুর। ছোট লোকের সঙ্গে কথায় কাজ নেই, যেতে দাও, চল, এগিয়ে দাঁড়াই।

বরফ। মু সামলাকে বাৎ কহো বুড্‌ডা!

শ্বশুর। কি গেরো!

(এক জন ছোকরার প্রবেশ)

ছোকরা। "গুপ্তকন্যার গুপ্তকথা" এক পয়সা—এক পয়সা, বড় মজার বই, "গুপ্তকথা"—এখানে কি হয়েছে বাবু?

কৃষ্ণ। আমার মাথা! আমি সং সেজেছি, তাই এরা দাঁড়িয়ে দেখছে—তুমিও না হয় যোগ দাও।

ছোকরা। পাগলা রে!

কৃষ্ণ। চুপ

ছোকরা। ও বাবা! এ দুষ্ট পাগল, একেও রাস্তায় ছেড়ে দেয়?

শ্বশুর। চল বাবা, এগিয়ে যাই, যেতে যেতে শুন্‌বো এখন।

কৃষ্ণ। তাই চলুন (অগ্রসর হওন), চঞ্চলতাটা কি রকম জানেন।

ছোকরা। চেঁচলা-তালাটা কি রকম জানেন?

কৃষ্ণ। চুপ।

ছোকরা। চুপ।

বরফ বরফ!

মাতাল। এই বরফওলা, কা'ল সন্ধ্যাবেলা আমার ওখানে যাস্, জানিস তো হরির বাড়ী?

(এক জন ভিক্ষুকের প্রবেশ)

ভিক্ষুক। (কৃষ্ণের প্রতি) বাবু, কিছু যাচ্ঞা করি।

কৃষ্ণ। এখন কিছু হবে না।

ভিক্ষুক। দেখুন, আমি Gentleman, চাকরী-বাকরী না থাকায় Circumstances অতি bad হয়ে পড়েছে, তাই Something—

কৃষ্ণ। নেসা-টেসা কর বুঝি?

ছোকরা। ওহে, ও পাগল—বড় কাছে যেও না, কামড়াবে।

কৃষ্ণ। দেখ ছোঁড়া—

ছোকরা। (ব্যঙ্গ) দেখ ছোঁড়া!

(পাহারাওয়ালার প্রবেশ)

পাহারা। ক্যা হুয়া, এত্তা ভিড় কাহে? চলা যাও সব।

(ক্রমে নানারূপ লোকের জনতা)

ছোকরা। পাহারাওয়ালা সাহেব, ঐ এক জন পাগল বেরিয়েছে, সবাইকে কামড়াতে যাচ্ছে।

কৃষ্ণ। ছোঁড়া ত ভারী ডেঁপো—নেই পাহারাওয়ালা, কুচ নেহি হুয়া, তোম্ আপনা কাম্‌মে যাও।

পাহারা। হামার কাম্ তো হিঁই পর্ হ্যায়, তোম্ হিঁয়া ক্যায়া কর্‌তা? আইন জান্‌তা?

কৃষ্ণ। দেখো, আদবসে বাৎ কহো, রাস্তামে আদ্‌মী চল্‌না মানা কর্‌নেকো তোমরা কুচ এক্তার হ্যায়?

পাহারা। দেখ্‌লোগে এক্তার হ্যায় কি নেই?—চলো আবি, হট যাও সব।

মাতাল। কি বাবা চটারাম?

কৃষ্ণ। দেখো, মাতোয়ালা হোকে গালি দেতা হ্যায়।

পাহারা। কাঁহা গালি দিয়া? যাও সব।

(জনতার হ্রাস)

কৃষ্ণ। হামারা জেরা ইন্‌সে বাৎ হ্যায়।

পাহারা। (রুল ঘুরাইয়া) ক্যা—হটোগে নেই? চলো আবি—বুড্‌ঢা হটো—চলো।

[কৃষ্ণ, শ্বশুর ও পাহারাওয়ালার প্রস্থান।

(ঝিয়ের প্রবেশ)

ঝি। ও মা, ও কি? বাবু না? কি হয়েছে—পাহারাওয়ালার সঙ্গে অমন কচ্ছেন কেন? ও মা, কি হলো! শীগগির যাই, বৌঠাকরুণকে খবর দিই গে, পুলিসের সঙ্গে হাঙ্গামা কেন বাবু?

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

প্রমদার গৃহ।

প্রমদা আসীন।

প্রমদা। না বাপু! আর পারা যায় না—ঝি মাগী যেখানে যায়, বাঘের মাসী হয়—দুটো পয়সার পান আন্‌তে গেছে, এসে পান খেতে না পেলে একেবারে জ্ব'লে যাবে—সখের মধ্যে ঐটুকু।

নেপথ্যে— (গীত)

নিতুই নিতুই ঘুরি ফিরি তোমার কানাচে।
প্রাণ বোঝ না আঁচে॥

প্রমদা। (শ্লেষ) আ মরি মরি! কি মধুর গলা! সেই হতভাগা ছোঁড়া বুঝি? রোসো দেখছি—

নেপথ্যে।—

তোমার সোনার পায়ে রূপোর পাঁজর,
করে মধুর ঝমর ঝমর,
ঐ পাঁজরে ঘুঙুর হ'লে প্রাণটা কতক বাঁচে॥
তোমার ভাসা চোখের খাসা চাউনি,
আশার আশায় দেখি ধনি,
চিন্‌লে না তো চাঁদবদনি,
শ্যাম তোমার ঢালা কি ছাঁচে॥

ছোঁড়া ত ভারী পাজী, আমার উপর বাবুর চোখ পড়েছে? জব্দ কচ্ছি দাঁড়াও। (নেপথ্যাভিমুখে) বেশ গলা তো! আমাদের বাড়ী এসে গান শোনাবে?

নেপথ্যে। বাড়ী গিয়ে? এখনি! যদি না কেউ মারে।

প্রমদা। মার্‌বে কেন? খিড়কি খোলা আছে, এস তুমি, এস।

নেপথ্যে। তা যাচ্ছি।

প্রমদা। এস, তোমার রসিকতা ঘোচাচ্ছি—নচ্ছার ছোঁড়া! ভদ্রলোকের বউ ঝিকে মা'র মতন দেখ্‌বি, না কু-নজর—

(তিনকড়ির প্রবেশ)

তিন। এয়েছি!

প্রমদা। বেশ করেছ বাছা!

তিন। (জিব কাটিয়া) ও কি কথা! ও কি কথা! ও কথা কেন?

প্রমদা। কেন, কি কথা?

তিন। ঐ যে "বাছা!"

প্রমদা। তা হোক, ও আদর কোরে বলা যায়।

তিন। আজকাল হয়েছে বুঝি? বিদ্যাসুন্দরে পড়িনি, তাই বল্‌ছিলেম।

প্রমদা। তুমি কি কর?

তিন। স্কুলে যেতুম, সম্প্রতি ছেড়ে দিয়েছি, আর পড়া-শুনো পোষায় না, এই সময় স্কুলে নষ্ট কর্‌বো, তবে আর ইয়ারকি দেবো কবে?

প্রমদা। তাই বই কি। আচ্ছা, আমার জান্‌লার নীচে রোজ ঘোরো কেন?

তিন। (স্বগত) মন, চাঙ্গা হও, লাজলজ্জার মাথা খেয়ে খুলে ব'লে ফেল, তা হ'লেই কাজ সিদ্ধি।

প্রমদা। বিড় বিড় কচ্চো কি?

তিন। প্রাণের ভিতর ঘুঁটের পাঁজা জ্বলছে, মুখ দে তার উকো উড়ছে আর কি!

প্রমদা। বা! বা! বেশ! তুমি তো বেশ রসিক, কথায় তোমার তো বেশ বাঁদন-ছাঁদন আছে।

তিন। আমি যে নাটক পড়েছি।

প্রমদা। সত্যি না কি? বেশ বেশ, তবে আমার সঙ্গে মিল্‌বে ভাল, আমি নাটক শুন্‌তে বড় ভালবাসি।

তিন। তা আমি খুব শোনাব, এই নাও—"সুন্দরি, তোমার বদন-পঙ্কজ দে'খে আমার হৃদয়-সরোজ মুদিত হয়ে গেছে, আঁখির ঠার গাত্রবস্ত্রের অন্তর ভেদ কোরে হৃদয়ের স্তরে স্তরে বিদ্ধ হয়েছে, মদনের অনীকিনী দারুণ প্রহারে এ দনুজকে সদাই দহন কচ্ছে, আশা-বারিদানে অধীনের ধন মান রাখ, নচেৎ—"

প্রমদা। (হাসিয়া) বেশ বেশ—তা দেখ, আশাবারিদানে একটা বড় ব্যাঘাত আছে—যদি তার কোন উপায় করতে পার, তবেই হয়।

তিন। তা আমায় যা বলবে, তা পারবো।

প্রমদা। দেখ, এই বাড়ীর বাবুটি সন্ধ্যা না হ'তেই কোণে ঢোকেন, আর দিনের বেলায়ও প্রায় কাছ-ছাড়া হন না, তার উপায় কি বল দেখি?

তিন। তাই তো!

প্রমদা। দেখ, এক কাজ আছে।

তিন। কি?

প্রমদা। যদি চালাকী কোরে করতে পার—

তিন। চালাকী কোরে আমি সব করতে পারি।

প্রমদা। সাহস হবে তো?

তিন। সাহস কি?—মারামারি না কি?—সেটা—সেটা—

প্রমদা। (সহাস্যে) না না, তা নয়। কি জান, বাবু বড় ভূতের ভয় করেন, যদি এই বাড়ীর ভিতর কোনমতে ভয় দেখাতে পার, তবেই বাড়ী ছেড়ে পালাবে, তা হ'লেই আর কোন গোল থাকবে না;—পারবে?

তিন। তা আমি ঢিল ছুড়বো, হাড় ফেলবো—আর—

প্রমদা। ঢিল ছোড়া হাড় ফেলায় হবে না—ভূত সেজে ভয় দেখাতে হবে, তা ভূত সাজতে পারবে?

তিন। কালিঝুলি মেখে? সে যে বিশ্রী দেখাবে! তা হ'লে আর তুমি আমায় দেখতে পারবে? আমার এমন কার্ত্তিক চেহারা।

প্রমদা। ধুয়ে ফেল্লেই তো আবার যেমন কার্ত্তিক তেম্নি হবে, সে তোমার কোন ভয় নাই।

তিন। তবে কবে?

প্রমদা। আজ থেকেই সুরু কর।

তিন। আমার একটা বেশ মুখোস আছে, সেইটে পরবো?

প্রমদা। যাতে খুব বিটকেল দেখায়, ভয় পায়, এমন করো, সিঁড়ির পাশে লুকুবে, দোরের পাশ দে দৌড়ে যাবে; তোমায় আর কি শেখাব, তুমি তো আর গাড়ল নয়।

তিন। রাম! রাম! সে জন্যে কিছু ভেব না, আমি এখনই চললুম; তা তোমায় আবার দেখতে পাব?

প্রমদা। পাবে।

তিন। কবে?

প্রমদা। আজই।

তিন। আজই! কখন্?

প্রমদা। রাত্রে।

তিন। আজই রাত্রে? কোথায়?

প্রমদা। স্বপ্নে।

তিন। ঐ যাঃ!—সে কি?

প্রমদা। সে সব হবে, এখন যাও।

তিন। আচ্ছা, তবে চল্লেম, কিন্তু আমায় শেষ ভুলো না?

প্রমদা। বাপ রে!

তিন। তবে চল্লেম।

প্রমদা। স্বচ্ছন্দে—বালাই নিয়ে।

[তিনকড়ির প্রস্থান।

প্রমদা। বোকা ছোঁড়া! এত সহজে ভুলবে, তা আমি ভাবিনি। যা হোক, ভূত সাজবে—বড় মজা হবে, খুব মজা হবে। (তালি দিয়া) বেশ বেশ! হা হা হা!

(ঝিয়ের প্রবেশ)

ঝি। বৌমা! বৌমা!

প্রমদা। (উদ্বেগের বিদ্রূপ) কি কি কি?

ঝি। সর্ব্বনাশ হয়েছে বৌমা!

প্রমদা। পানের বরজে আগুন লেগেছে বুঝি?

ঝি। না বৌমা, তামাসা নয়, বাবু—

প্রমদা। ধরা পড়েছে?

ঝি। হেঁগো হেঁ, এর মধ্যে তুমি কেমন কোরে শুনলে? আমি যার আগে বলবো বোলে তাড়াতাড়ি আসছি।

প্রমদা। আমি গুণতে জানি—তা কার সঙ্গে ধরা পড়েছে?

ঝি। অনেক ভিড়, ঠিক বুঝতে পাল্লেম না।

প্রমদা। তবে কি ষোল-শ গোপিনী না কি? বৃন্দাবন কোরে তুলেছে বল।

ঝি। ও মা, তুমি কি বলছো? সে সব না, এখন আর বাবুকে সে কথাটি বলবার যো নাই; ও মা, ও কি, জানি, বাবু পাহারাওয়ালার সঙ্গে হাঙ্গামা করেছেন, বুঝি থানায় গেলেন।

প্রমদা। সে কি রে—কেন?

ঝি। তা জানি নি বাপু, আমি পান নিয়ে আসছি, আর দেখি, ভারি গোল, বাবুও যাবে না, আর পাহারাওয়ালা হাঁকাচ্ছে।

প্রমদা। সে কি ঝি? এ কি হলো! কি হবে? আমি এখন কি করি! ঝি, এক কাজ কর—বেশী গোল কোরে কাজ নাই, আমি একবার ও-বাড়ী যাই, দিদিকেই ব'লে বড়ঠাকুরকে থানায় পাঠিয়ে দিই, তুই শীগগির গিয়ে চুপি চুপি বাবাকে খবর দে, যা, আর দেরী করিস্‌নে, আমি চললুম।

ঝি। তা—তা—তুমি যাবে কেন? এক জন বেহারাকে পাঠিয়ে দাও না কেন?

প্রমদা। ঝি, এ সব কথা চাকর-বাকরের কাছে গোল কোরে কাজ নেই, তুই যা, আমি আর দেরী করবো না।

[উভয় দিকে উভয়ের প্রস্থান।

(ভূতবেশে তিনকড়ির প্রবেশ)

তিন। এই যে, কেউ কোথাও নেই, বেশ হয়েছে! যা সাজ হয়েছে, ডাক্তার তো ডাক্তার, ডাক্তারের বাবা ভয় পাবে; আমার আপনা-আপনিই ভয় পাচ্ছে, সেই সিঁড়ির পাশে লুকিয়ে থাকি গে, খোনা খোনা কথা কইতে হবে, আঁ ইঁ উঁ উঁ।

(কৃষ্ণ বাবুর প্রবেশ)

কৃষ্ণ। যেমন খিচি খিচি কোরে বেরিয়েছিলেম, তেমি রাজ্যের আপদ জুটেছিল আজ! দু-দুটো টাকা নষ্ট হলো, জ্বালাতন, অপমানের একশেষ—কৈ, সব গেল কোথায়? ঝি, ঝি, কারুর যে উত্তর পাইনে; ও বামনঠাকরুণ!

নেপথ্যে। কি বলছেন গো?

কৃষ্ণ। এরা সব গেল কোথায়?

নেপথ্যে। বৌমা যে এই ছিলেন, এইখানেই কোথা গেছেন।

কৃষ্ণ। এইখানে কোথায় গেছেন। 'কোথায় গেছে বাড়ী ছেড়ে?

নেপথ্যে। তা বলতে পারিনি, এইখানে—

কৃষ্ণ বটে! আজ এত কোরে বললুম, তা একদিনও সবুর সইলো না? আধঘণ্টা মনে রইলো না? আমিও বেরিয়েছি, আর অমি বাড়ী থেকে বেরিয়েছে? আর না। আর মুখ দেখে ভুললে চলছে না, আজ যা হয় একটা করবো! খুব কড়া হব, হয় হবে ঢলাঢলি, আজ দিচ্ছি দরজা বন্ধ কোরে, কোনমতে বাড়ী ঢুকতে দেব না, যেখানে যাক, এখুনি দিচ্ছি, (দরজা বন্ধ করত) কে খুলে দেয় দেখি। [প্রস্থান।

—

চতুর্থ দৃশ্য

বাটীর সম্মুখ।

(প্রমদার প্রবেশ)

প্রমদা। (দ্বারে আঘাত) দরজা দিলে কে? কোন খবরটি এখনও পেলুম না—বাবা কি এয়েছেন? আঃ! এ দরজা দিলে কে?—যত বিপদ কি একসঙ্গে ঘটে গা! কে রে দরজা দিলি? ও ঝি—ও ঝি! কারুর যে সাড়া নেই—ও বেন্দা—বেন্দা, জানকী—গোপাল, কেউ নেই, কি গেরো—

(উপরে কৃষ্ণ বাবুর প্রবেশ)

কৃষ্ণ। দরজায় ধাক্কা দিচ্ছ কেন? তুমি আর এখানে ঢুকতে পারবে না, যেখানে গেছলে, সেইখানে যাও।

প্রমদা। ও মা! ও কি? তুমি বাড়ী! আঃ, বাঁচলুম! কোথায় হেজাম করতে গিয়েছিলে?

কৃষ্ণ। নেকাপনা রেখে দাও, চ'লে যাও।

প্রমদা। ও কি ও? কি কথা বল?

কৃষ্ণ। বলি ভাল।

প্রমদা। দোর খোল, দোর খোল, তোমার পায়ে পড়ি।

কৃষ্ণ। আর ভবী ভোলে না, সব বুঝেছি।

প্রমদা। দোর খোল না, যা বলবার, বাড়ীর ভেতর যাই, তবে বলো এখন।

কৃষ্ণ। কোন কথা বলবার দরকার নেই, চ'লে যাও।

নে-তিন। উহুঁ উঁ উঁ ঘাড় ভাঙবো।

কৃষ্ণ। কে ও?

নে-তিন। ভূঁত।

কৃষ্ণ। বাড়ীর ভেতর কাকে পুরেছ?

প্রমদা। ওগো, সব বলবো এখন, দোর খোল।

কৃষ্ণ। কখন না।

প্রমদা। খুলবে না?

কৃষ্ণ। না।

প্রমদা। তবে আমি এইখানেই খুনোখুনি হব।

কৃষ্ণ। হও।

প্রমদা। দেখ, গলায় আঁচলের পাক দে মরবো।

কৃষ্ণ। ঢের দেখেছি।

প্রমদা। তবে এই দেখ।

কৃষ্ণ। মরা মুখের কথা।

প্রমদা। দেখ (গলায় আঁচল বন্ধন)।

কৃষ্ণ। ও সব চালাকী দেখা আছে, চ'লে যাও ;—তাই তো, সত্যি সত্যি মুখ যে লাল হয়ে উঠলো। ও কি। (প্রমদার পতন) ও কি, সর্ব্বনাশ। সত্যি সত্যি। কি বল্লুম। (নীচে আসিয়া দ্বার উদ্ঘাটন, প্রমদার পার্শ্বে বসিয়া) ওঠো ওঠো, আর আমি এমন কাজ কর্‌বো না—হায় হায়। আমার এত আদরের প্রমদা আমায় ছেড়ে গেল। আমার দোষে, আমার বদরাগে প্রমদা আমায় পৃথিবী ছেড়ে গেল। হায় হায়, আমিও আর এ প্রাণ রাখবো না, যেখানে প্রমদা গেছে—

(প্রমদা সত্বর উঠিয়া ভিতরে প্রবেশ ও দ্বার রুদ্ধ করিয়া উপরে উত্থান)

প্রমদা। সোনারচাঁদ, এইবার ?

কৃষ্ণ। ও কি, আমায় ফাঁকি ? উঃ। তোমার পেটে এত বুদ্ধি। দরজা খোল।

প্রমদা। যেখানে গেছলে, সেইখানে যাও, কখন দোর খুল্‌বো না।

কৃষ্ণ। দোর খোল বল্‌ছি।

প্রমদা। মাতলামো কর কেন ?

(শ্বশুরের প্রবেশ)

শ্বশুর। এ কি, কি হয়েছে ? আবার কিছু হাঙ্গাম হয়েছিল না কি ? ঝি আমায় ডাকতে গেছল কেন ? পুলিসের সঙ্গে আবার কি হয়েছে বাবা ?

কৃষ্ণ। দেখুন, আপনার মেয়ের আক্কেল দেখুন একবার।

শ্বশুর। কি প্রমদা, কি হয়েছে ?

প্রমদা। দেখ না বাবা, মদ খেয়ে এসে আমায় বকছে।

কৃষ্ণ। আমি মদ খেয়েছি ? এই দেখ, গন্ধ শোঁকো। (শ্বশুরের মুখে হা দেওন)

(তর্কালঙ্কারের প্রবেশ)

তর্ক। আহা হা হা। তোমাদের গোলযোগে পৃথিবী হ'তে বাস উঠতে হবে না কি ? কি হে কৃষ্ণনাথ, কচ্ছো কি মাথামুণ্ড, মায়লার্ট কি ?

কৃষ্ণ। আপনাকে কেউ মধ্যস্থ হ'তে ডাকেনি।

তর্ক। মধ্যস্থ ? কার মধ্যস্থ আমি ? আমি কার মধ্যে থাকি ? আমি সর্ব্বলোকের উপরস্থ—পাষণ্ড।

কৃষ্ণ। কেন বক্‌ছেন ?

তর্ক। আপনি বাক্যের স্রোত প্রবাহিত কচ্ছো, আর আমায় বল বক্‌ছেন কেন ? আমার মত অল্পভাষী পৃথিবীতে আর কে আছে ? লক্ষ্মি, তুমি এই অর্ব্বাচীনকে বা'র কোরে দে দোর দেছ, উত্তম করেছ, এত বাক্যব্যয়ী স্বামী হ'তে কোন কাজ হয় না।

(ঝিয়ের প্রবেশ)

ঝি। ও মা। এই যে বাবু। বাঁচলেম বাবা। আমি মা কালীকে ভাব চিনি মেনেছি, দাঁড়া-গোপাল মেনেছি, ভালোয় ভালোয় ফিরে এলে, বাঁচলুম।

কৃষ্ণ। কেন, আমার কি হয়েছিল ?

ঝি। তা কি জানি বাবু, তোমার উপর চৌকীদারের সেই হেঙ্গাম দেখে, তাড়াতাড়ি এসে বৌমাকে খবর দিলেম, বৌমা কেঁদে কেটে ছুটে বড় বাবুদের বাড়ী খবর দিতে গেলেন, আমি এই ঠাকুরদাকে খবর দিতে গেছলুম, উনি দৌড়ে আসছেন, আমি পেছু পেছু আস্‌ছি, তা তোমায় দেখে বাঁচলুম বাবু, সব ভাল তো ?

কৃষ্ণ। বটে ? তুই বেটীই সব গোল বাধিয়েছিস্ ? প্রমদা। আমি পুলিসে গিয়েছি শুনে তুমি আমায় উদ্ধারের জন্য দাদার কাছে গেছলে ? সত্যি, তোমায় আমি সন্দেহ করেছি ? দোর খোল, আমি তোমার কাছে মাপ চাই।

শ্বশুর। জানি, প্রমদা আমার তেমন মেয়ে নয়।

তর্ক। প্র—ম—দা—এ শব্দের অর্থ কি ? প্রট. তো উপসর্গ, মদধাতু অর্থাৎ প্রমদা হচ্ছে মদের উপসর্গ।

কৃষ্ণ। এস প্রমদা।

প্রমদা। আর আমায় কিছু বল্‌বে না ?

কৃষ্ণ। আবার ?

প্রমদা। বেড়াতে যাব ?

কৃষ্ণ। যেও।

প্রমদা। গান গাব ?

কৃষ্ণ। গেও।

প্রমদা। ঘোড়ায় চড়বো ?

কৃষ্ণ। যাঃ পাগলি, আয়।

তর্কা। কোনমতে না; এস না, এস না, তোমায় পাগল বলে! পাগল কি ধর্ম্মপত্নীকে? পাগল বলা—মদের উপসর্গকে—

(নিয়ে প্রমদার প্রবেশ)

প্রমদা। আমায় কি দেবে বল?

(উপরে ভূতবেশে তিনকড়ি)

তিন। আঁমি মাঁচ খাঁব, ওঁরে আঁমায় মাঁচ দেঁ।

কৃষ্ণ। ও কে ও?

শ্বশুর। ও কি ও?

তর্কা। কি ভীষণ!—রাম! রাম! রাম!

কৃষ্ণ। কে ও—

শ্বশুর। কি প্রমদা?

প্রমদা। (স্বামীর কানে কানে) আমার নাগর!

কৃষ্ণ। সে কি?

প্রমদা। আমার সতীত্ব নষ্ট করতে চান, বড় রসিক ছোক্‌রা; আমি বলেছিলেম, তুমি রাতদিন আমার কাছে থাক, তাই ভূত সেজে তোমায় ভয় দেখাচ্ছে।

কৃষ্ণ। বটে! কে দেখি রসো তো—

(ভিতরে প্রবেশ)

তর্কা। ধর তো, খুব মার তো, এই রকম মানুষকে ভীতি-প্রদর্শন! সতীর প্রতি আসক্তি!

(তিনকড়িকে ধরিয়া কৃষ্ণবাবুর প্রবেশ)

কৃষ্ণ। (মুখস খুলিয়া) কে রে তুই?

তিন। তিনকড়ি।

তর্কা। তিনকড়ি! মদীয় জ্যেষ্ঠম পুত্রের মধ্যমপুত্র? আহা! ছেলেমানুষ! এখানে খেলা করতে এসেছিলে বাবু? কেষ্টবাবু, দেখ কেমন ছেলে!

কৃষ্ণ। ছেলের বাপের বিয়ে দেখাচ্ছি।

প্রমদা। আমার মাথা খাও, কিছু বলো না, ছেলেমানুষ, তা নইলে এ মূর্ত্তি ধরে।

কৃষ্ণ। আচ্ছা প্রমদা, তোমার অনুরোধে আমি ওকে ছেড়ে দিলাম, আজ আমি বুঝলেম—ঘোমটা দিলেই সতী হয় না, তোমার মত স্ত্রী যার, তার আর অন্য সুখ চাই না। আমি যে তোমার উপর সন্দেহ করেছিলাম, তার খেসারতের স্বরূপ তোমায় এক ছড়া হীরের নেকলেস দেব—কেমন?

প্রমদা। তুমি যা দেবে, তাতেই আমি খুসী।

শ্বশুর। নেকলেস কি বাবা?

তর্কা। বুঝলে না? বধূর নেকলেস—অর্থাৎ—আমার পুত্রের মামলা ডিস্‌মিশ।

যবনিকা-পতন

রাজা বাহাদুর

(সং-রং)

—:•:—

অমৃতলাল বসু প্রণীত

সঙের তালিকা

গাণিক্যধন (মণ্ডল) রায়	...	সামান্য সম্পত্তিবিশিষ্ট মুর্খ বেয়াক্কেল জমীদার।
মাণিক্যধন মণ্ডল	...	গাণিক্যের সাবেক পিতা।
ব্লকম্যান ফিশ্	...	দুর্দ্দশাপন্ন সাহেব।
কালাচাঁদ	...	সহরে তুখোড় লোক।
বাঁশীমোহন কীর্ত্তিবাস প্রভৃতি	...	মোসাহেবগণ।
ভট্টাচার্য্য	...	সভাপণ্ডিত।
মিঞাজান	...	খানসামা।
পোকারাম	...	ভৃত্য।

সহরের ভণ্ডগণ, জেলে-জেলেনী, শুঁড়ী, ফুলওয়ালা-ফুলওয়ালী, ধোপানী, বেদানাওয়ালা, ভিস্তি, মেথরাণী, ফোড়ে, মেছুনীগণ, গাণিক্যের দেশীয় স্ত্রীলোকগণ, দরওয়ান, বরকন্দাজ।

স্ত্রী

কালিন্দী	...	কালাচাঁদের স্ত্রী
মনসাঠাকরুণ	...	গাণিক্যের স্ত্রী
পাঁচকড়ি	...	বাইজী।

রাজা বাহাদুর

—:*:—

প্রথম দৃশ্য

আড্ডাবাড়ীর বারান্দা।

ভণ্ডবেশধারী নরনারীগণ।

(গীত)

চল চল যুগলে যুগলে যাই।
শীকার ঢুঁড়িয়ে ফিরি হে সবাই॥
পালে পালে পালে, রকমারি চালে,
পশুর কসুর সহরেতে নাই।
দুর্ভিক্ষের দান, ধর্ম্মদীক্ষা ভান,
চোকা চোকা বাণ তূণেতে ম্যালাই॥
টাইটেল ভোলে, দেখি কিবা ভোলে,
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।
ভাই ভগ্নী মিলে খুঁজিয়ে বেড়াই॥
দেশ-দুঃখে কেঁদে, চাঁদা-ফাঁদ ফেঁদে,
হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ।
দে দে দে দে কোরে ঘরে ঘরে ধাই॥
বীরদাপে রুকে, চল বুক ঠুকে,
উদরের দুঃখে বড় পাই তাই।
চল শীকার চাই হে শীকার চাই॥

[সকলের প্রস্থান।

(কালাচাঁদের প্রবেশ)

কালা। চুনোপুঁটী, চুনোপুঁটী! ভারী সেজে গুজে সব বাবা শীকারে যাচ্ছে, পাবে চুনোপুঁটী, চুনোপুঁটী; সেজেছে গুজেছে মন্দ নয়, কিন্তু ওতে আর কিছু হয় না বাবা, সব পুরোন হয়ে গেছে। দুর্ভিক্ষের চাঁদা—পথে পথে কাঁদা, বিজ্ঞাপনের খরচ কুলোয় না; ধর্ম্মপ্রচার—এক সন্ধ্যা আহার জোটা ভার, জয় রাধেকৃষ্ণই বল, আর শান্তি শান্তিই বল, বাড়ীতে ঢুকলে বাবা সব ঘটী বাটি সামলায়; ওলাউঠা, মারীভয়, জল প্লাবন—আমরা একেকালে ঢের করেছি, এখন আর ও সবে কুলোয় না; চোগা ঝুলিয়ে ভূড়িলাফ মেরেও দেখা গেছে, দাড়ী রেখে চশমাও পরা গেছে, গেরুয়া রুদ্রাক্ষের তিটকিলিমিও করা গেছে, কোন দিন এক সন্ধ্যা, কোন দিন একাদশী; কালাচাঁদ মাষ্টার আর ধানে যাচ্ছে না, মারি তো হাতী আর লুঠি তো ভাণ্ডার, চুনোপুঁটীতে আর নেই; জমীদার খুড়োকে রাজা হবার জন্য যে রকম নাচন নাচিয়েছি, আর এ দিকে ফিশ সাহেব হাতে আছে, এবার কিছু গুছিয়ে বস্‌ছিই বস্‌ছি।

(কালিন্দীর প্রবেশ)

কালিন্দী। ঐ গেল—ঐ গেল, সব শীকারে বেরিয়ে গেল।

কালা। গেল গেলই।

কালিন্দী। আর তুমি ব'সে ব'সে দেখছো।

কালা। এইবার প্রিয়ে মিছে কথা কোয়েছ, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি।

কালিন্দী। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে তো পেট চলবে কেমন কোরে?

কালা। পেট চলবার জন্য ভাবনা কি? যে রকম বাজার-ভাও পড়েছে, আপনা-আপনিই চলতে পারে, নেহাৎ না হয়, ছটাকখানেক ক্যাষ্টর অয়েল খেলেই রীতিমত চলবে।

কালিন্দী। নাও, ঠাট্টা রেখে দাও, তুমি কোন কাজের নও।

কালা। ছি, প্রিয়ে, স্ত্রীর মুখে ও কথা স্বামীর পক্ষে বড় বদনাম, তুমি একেবারে আমার পসার মাটী করবে না কি?

কালিন্দী। ওরা সব যোড়ে যোড়ে গেল, কত শীকার ধরবে, কত টাকা পাবে, আর তুমি কিছু কচ্ছো না; চল আমরাও দুজনে শীকার খুঁজতে যাই।

কালা। চাঁদবদনি ভগিনি!—ঐটে মাফ করতে হবে, তোমায় নিয়ে আমার শীকারে যাবার ভরসা হয় না।

কালিন্দী। কেন, আমি কি তোমার ঘাড়ে পড়বো?

কালা। আমার ঘাড়ে তো পড়েই আছ, সে ভয় করিনি, যদি আর কারুর ঘাড়ে পড়ো—

কালিন্দী। ছি ভ্রাতঃ প্রাণনাথ, তোমার এখনও কুসংস্কার!

কালা। কি জান ভগ্নি, সংস্কার-সংস্কার বিশেষ অবগত আছি, তাই প্রিয়ে, স্ত্রীকে বাজারে বার করা সম্বন্ধে একটু কুসংস্কার এখনও আছে।

কালিন্দী। প্রাণনাথ, আমি তেমন নই।

কালা। এখন তো তেমন নয়, কিন্তু তেমন তেমন হ'লে কেমন হয়, তা কি বলা যায়? দেখ, এই যে সব ঠাকুরুণরা যে'ড়ে যোড়ে শীকারে বেরুলেন, ও ছিপে মাছ ধরা, ওতে আমি বড় রাজী নই; মাগ-টোপ ফেলে যে মাছ ধরতে যায়, তার অনেক সময়েই মাছে টোপটি ঠুকরে পালিয়ে যায়; আর গাঁথতে পারলেও টোপটুকু নিশ্চয়ই মারা যায়। আমি জালের শীকার বুঝি ভাল, যা পেলুম, সাফ টেনে নিলুম। তুমি কিছু ভেব না, আমি যে জাল ফেলে এসেছি, চুনোপুঁটী নয়, একেবারে দেড়মণি কাৎলা গ্রেপ্তার হবে।

কালিন্দী। কি রকম—কি রকম?

কালা। মফস্বল থেকে এক জমীদার আমদানী হয়েছেন, তাঁর সঙ্গে জুটে তাঁকে রাজা খেতাব দেওয়াব বলেছি, এ দিকে আমার কাছে সেই যে মাতাল সাহেবটা আস্‌তো, তাকে একটা বড় সাহেব সাজাব ঠিক করেছি, একেবারে কিছু মাল কোরে বস্‌ছি।

কালিন্দী। বল কি ভ্রাতঃ! কোন হাঙ্গামা হবে না তো?

কালা। রামচন্দ্র! আমি কি তেমন কাজে হাত দিই প্রিয়ে? এ কি আর একটা জমীদারের মত জমীদার, মফস্বলে দেড় কাঠা ভুঁই থাকলেই কল্‌কেতায় এসে অনেকে জমীদার হয়, এ সেই গোছ; দেখেছে বড় বড় জমীদারদের গবর্ণমেণ্ট মান্য করে, খেতাব-টেতাব দেয়, এও তাই ক্ষেপেছে, "এ্যা'ং যায় ব্যাং যায়, খোলসে বুড়ী বলে আমিও যাই।" একে কেউ চিনেও না, শুনেও না, একটা হাবাতে।

কালিন্দী। প্রাণেশ্বর, প্রাণেশ্বর! আত্মাবল্লভ!

কালা। ভগিনি, সহধর্ম্মিণি, হৃদয়-রঞ্জিনি, কালিন্দী কল্লোলিনি!

কালিন্দী। ভ্রাতঃ, প্রেম দাও, প্রেম দাও!

কালা। ভগিনি, আঁচল পাত, আঁচল পাত।

কালিন্দী। প্রিয় ভ্রাতঃ, প্রাণপতি। কি দিবে আমায়?

কালা। চল প্রিয়ে, প্রেম দিব ধামায় ধামায়।

নেপথ্যে। মাষ্টার বাবু বাসায়?

কালা। যাও যাও কালিন্দী, তুমি স'রে যাও, জমীদার খুড়ো বুঝি এসেছে।

কালিন্দী। কেন ভ্রাতঃ, স'রে যাব, আমি তো স্ত্রীস্বাধীনতা পেয়েছি, পরপুরুষের কাছে আর আমার লজ্জা কি?

কালা। ওরে বাপু প্রিয়ে, তোরে বোঝাব কত, স্বাধীনতা-টতা এখন খো কর, মেয়েমানুষ সম্বন্ধে জমীদার খুড়ো আমার রাঘব-বোয়াল, মফস্বলে বিস্তর গেরস্তর মেয়েকে স্বাধীন কোরে ফেলেছে! ভগিনি! তুমি আমার সবে ধন নীলমণি, তোমায় কিছু বেশী রকম স্বাধীন কর্‌লে দীন-হীন অধীনের গলায় কাচা উঠবে।

কালিন্দী। ধিক্ প্রাণনাথ! আজও তোমার কুসংস্কার গেল না।

কালা। ও বাপু প্রাণেশ্বরি, ক্ষমা দাও, আমার কুসংস্কার সুসংস্কার সব গরজ বুঝে, এখন একটু গা-ঢাকা হও।

(গাণিক্য ও বাঁশীমোহনের প্রবেশ)

বাঁশী। মাষ্টার বাবু, শ্রীযুক্ত আস্‌ছেন, স্বয়ং সশরীরে আস্‌ছেন।

গাণিক্য। বাঁশীমোহন ব্যাকুব, দরজা হতে ডাক পারাপারি কর্‌ছিল, মাষ্টারের গর আমারই গর, এ আর কার ডাক পারাপারি খবরাখবরী কি? একেবারে আলাম।

কালা। আজ্ঞা, আজ্ঞা, আসুন, আস্‌তে আজ্ঞা হয়। (কালিন্দীর প্রতি) স'রে যাও, স'রে যাও।

গাণিক্য। ওঃ! মাষ্টার বাবু তো রগরে ছিলেন দেহি, তা মায়েমানুষরে সরাইয়েছেন নাহি? আমরাও না অয় ছুটা আমোদ কর্‌লাম, বিবিডী কেডা?

কালা। আজ্ঞা, ও তা নয়, তা নয়, উনি আমার ভগ্নী।

গাণিক্য। বগ্নী, সহোদোরা? আপনার বাপের বেটী?

কালা। না না, আমার স্ত্রী।

গাণিক্য। স্ত্রী! কেমন কইলেন, আপন ভগিনিরে বিয়া করুছেন?

কালা। (স্বগত) কি গেরো! (প্রকাশ্যে) স্ত্রী এই—না না—ঐ ভগ্নী বলি—আমাদের ঐ ...র আছে; স্ত্রী, জানানা স্ত্রী নয়, স্বাধীন মেয়েমানুষ।

গাণিক্য। ওঃ, তাই কন, স্বাধীন বর্ত্তৃকা। ...তচন্দ্র লিখছে—

"কোলে বন্ধা যার পতি আজ্ঞার অধীন।
স্বাধীন বর্ত্তৃকা তায় কয় সুপ্রবীণ।"

কালিন্দী। আপনি বুঝি ভ্রাতা নন, তাই ...ায় চিনতে পারেননি, আমি সুসংস্কারাপন্না ...ধীনা বিদ্যাবতী।

গাণিক্য। ওঃ, তাই কন—
বিদ্যাবতী য়োসোবতী স্বাধীন বর্ত্তৃকা।
কলা গাছে দোলে ব্যাল সে নবপত্রিকা

কালা। যাক যাক, ওকে বাড়ীর ভেতর যেতে ...ন।

গাণিক্য। বয় কি মাষ্টর বাবু, আপনার ...য়েলোক তে আর খাজুরে গুরের পাটালি নয় ... আমি টপ কোরে গালে ফেলায়ে দিমু, বলে ...ধীন বর্ত্তৃকা, আপনার নাগয়ের দুটা সোহাগের ... কন, রোসমুঞ্জরী তো আবৃত্তি করুছেন, ...লেন—

"শুন শুন প্রাণনাথ, নিবেদি হে জোর হাত,
পূরিল সকল সাদ খ্যাষ কিছু রয় হে।
বান্দি দেহ মুক্তা ক্যাশ, বানাইয়ে দেহ ব্যাশ,
তুমি মোরে বাসোবোসো লোকে যেন কয় হে॥
দেখিয়ে তোমার মুখ অতুল অইল সুখ,
পাসরিনু যত দুখ আছিল যে বয় হে।
যত কাল জীয়ে রই, তোমা ছারা যেন নই,
নিতান্ত করিয়ে কই মনে যেন রয় হে॥"

কালিন্দী। (জনান্তিকে কালাচাঁদের প্রতি) ...মুখপোড়া বড় অসভ্য, আমার স্বাধীনতার মর্ম্ম ...েনে না, আমি চ'লে যাই।

[প্রস্থান।

কালা। হাঁ, যাও যাও!

গাণিক্য। অঃ! মায়েমানুষ তো বর লাজুগ ...হ মাষ্টর বাবু, বুঝি হালে বার কোরে আনছেন, ...হানে পোষ মানে নাই?

কালা। আজ্ঞা না—ওর বিষয় আমি এর পর ...া, এখন মহারাজ বাহাদুর কেমন আছেন, ...?

গাণিক্য। অঃ! মাষ্টর মশা, আপনি যে অ্যাহনি আমারে মহারাজ বাহাদুর ব'লে সম্ভাষণ করুছেন, গাছে না চরাতেই কাদি হাতে স্থান দেহি।

কালা। গাছে না চড়াতেই কি মহারাজ, আমি যখন রয়েছি, তখন তো আপনি রাজা হয়েছেন মনে করুন।

গাণিক্য। সোনোন্দ তো এ্যাহনও পাই নাই।

কালা। সে পাওয়াই, আমি সব ঠিক করেছি, আপনার ওদিকের ঠিক তো? মফস্বল থেকে টাকা এসে পৌঁছেছে তো?

গাণিক্য। কা'ল সন্ধ্যার পর লোক আসছে, সমস্ত মজুত।

কালা। তবে আপনি রাজা হয়েছেন।

গাণিক্য। রাজা অইমু?

কালা। হবেন।

গাণিক্য। বাঁশীমোহনের মনে কি কয়?

বাঁশী। রাজা তো রাজা, আপনি নবাব খাঞ্জাখাঁ অইবেন।

কালা। মহারাজ, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ভাল কথা, আর একটা কাজ করতে হচ্ছে, হাপসিগঞ্জের মেয়েরা বড়দিনে পেত্নীর নাচ নাচবে, তাতে শ-দুই টাকা চাঁদা দিতে হবে।

গাণিক্য। চাদা তো বিস্তর দিলাম, বোজের চাদা, খানার চাদা, নাচের চাদা, হাডুডুডু খেল্‌বার চাদা, সাতার গরের চাদা।

কালা। এ চাঁদাটাও দিতে হবে, এই সময়ে ওজনমাফিক সব কাগজে আপনার নামটা বেরুন চাই।

বাঁশী। এবার উজুর মহারাজ কোন চাদা দিলে আমাগোর আমলাগোর দস্তুরি কিঞ্চিৎ কাটায়ে দিতে অইবে।

গাণিক্য। আবার এক ব্যক্তি আজ আসছিল বাসায়, বলে, শ্রীক্ষ্যাত্রে জগন্নাথের শ্রীমন্দির বগ্ন অইছে, আপনাকে কিছু সাহায্য কর্ত্তি অইবে।

কালা। আরে রাম রাম, এক পয়সা দেবেন না, এক পয়সা দেবেন না, এক পয়সা দেবেন না, ও জুচ্চুরি, আর ওতে লাভ কি? নাম বেরুবে? ইংরাজী কাগজে লিখবে? সাহেবেরা খুসী হবে? খালি বাজে, খালি বাজে।

গাণিক্য। আচ্ছা, আপনি কইছেন, ও পেত্নীনাচের চাদাও দিমু, কিন্তু তৎপর হয়ে মহারাজ বাহাদুর লিখিত সোনোন্দটা আনাইয়ে দ্যান।

কালা। এবারকার সনন্দে শুধু রাজা লেখা থাকবে।

গাণিক্য। কিসের লেগে? মহারাজ বাহাদুর থাক্‌বা না?

বাঁশী। আমরা মহারাজ বাহাদুর কইমু না?

কালা। ক্রমে—ক্রমে—এখন একেবারে সব খেতাব দেওয়া হয় না, সাল সাল কিস্তিবন্দী হয়। তা ভয় নেই, সনন্দে রাজা থাকুন, পাঁচ জনে আপনাকে মহারাজ বাহাদুর বলেই ডাক্‌বে। এখন বাসার দিকে যাবেন কি? আমিও একবার জেলেদের দেখে যাই, সাহেবদের সওগাদের মাছের কি করলে।

গাণিক্য। অয় চলেন। রাজা অইমু, রাজা অইমু। বাশীমোহন রে, এত দিনে গাণিক্যদনের জন্ম সফল অইল, রাজা অইল!

বাঁশী। রাজা অইলেন, রাজা অইলেন!

[সকলের প্রস্থান।

——

দ্বিতীয় দৃশ্য

পুষ্করিণী

জেলে ও জেলেনীগণ।

(গীত)

সকলে। গেল গেল গেল গেল
বেলে মাছটা পালিয়ে।
জেলেনী। জলে উলে খুব ঢলানটা
গেলি জেলে ঢলিয়ে॥
জেলে। মিছে বকাস্‌নেকো ভাই,
ঐ রুই যাচ্ছে ঘাই,
জেলেনী। তোর হাল্কা কাঁটি ছোঁয় না বাটী
তাই মাছ পালাচ্ছে তলিয়ে॥
জেলে। শোন্ লো মাইতির মেয়ে,
স্তাখলো বেঁউতি বেয়ে,
চিঙড়ী ফিঙড়ী পড়ে যদি জালের ফাঁকে গলিয়ে॥
জেলেনী। তোর খ্যাপলা খেলে না,
তাই কাৎলা মেলে না,
সকলে। আজ যা করেন মা মোচা-ছেঁচ্‌কি,
বাবুর কপালে নেই কালিয়ে॥

জেলে। ও বৌ, খালি পানামাথা সার হ'লো, দীঘি যে খালি, একটা চুনোপুঁটিও নেই! এত মাছ সব গেল কোথায়?

১ম জেলেনী। তুই মিন্‌ষে যেমন বোকা, এ ইংরাজটোলার মাছ, গরমির সময় পাহাড়ে হাওয়া খেতে গেছে, এখনও ফিরেনি।

১ম জেলে। দূর পাগলী, মাছ জলে থাকে, তার আবার গরম কি?

১ম জেলেনী। তুই কিছুই জানিস্‌নে, মাছ কে জলে থাকে, ইংরেজটোলার গেঁড়িগুগলি পাঁকে থাকে, তাদেরও গরম হয়, ঠাকুরও দোলে ওঠেন, তারাও পাহাড়ে ওঠে।

২য়। তা নয়, তা নয়, এর ভেতর বোধ হয় কারচুপি আছে, আমি হক্‌সাহেবের বাজারে মাছ বেচি, আইন-কামুন সব জানি, আমার কাছে সব শোন্, এ সব হাপিসপাড়ার মাছ, এদের সব ইন্‌কাম ট্যাক্‌স হয়েছে, তাই ধোরে নিয়ে গেছে।

৩য় জেলে। ভাল বলেছিস মেজ তালুই, কথাটা লাগলো বটেক্, ট্যাক্‌সর জন্যে ধ'রে লে গেছেই বটেক্, দেখছি খানকতক আঁস ছাড়িয়ে তবে ছেড়ে দেবে, কিছু হাল্কা হয়ে পড়বে দেখছি।

১ম জেলেনী। দাদাশ্বশুর, তার জন্যে ভেব না, হাল্কা হয়, আমি জল-বালি ভ'রে দাঁড়িতে চড়াব।

১ম জেলে। সে ত দাঁড়িতে চড়াবি যখন মাছ পাবি, এখন বড়দিনের বাজার, মূলে মাছ নেই, বাবুরা খাবে কি?

১ম জেলেনী। দশরথের ব্যাটা—চুড়োবাঁধা পাখী, বাবুরা খাবে কি!

জেলেনীগণ। রয়েছে কোঁকোর কোঁ! রয়েছে ঘোঁৎ ঘোঁৎ। বাবুরা গিল্‌বে কোঁৎ কোঁৎ।

৩য় জেলে। চল্ চল্, এখন বেলা গেল, জাল গুড়িয়ে ঘরে চল্।

১ম জেলে। তাই তো খালি জাল—

৩য় জেলেনী। হাঁ হাঁ, শুধু তোর নয়, এখন চারিদিকেই খালি জাল; বড় বড় হুমরো চুমরো বাবু, তাদেরই সব জাল, জেলের জালে আর কুলোয় না।

৩য় জেলে। নাতবৌ বড় হিঁয়ালিই বল, আমি যদি ইঞ্জিরি জানতুম, নাতিকে গুলী কোরে তোকে বিধবা-বে কোরে ফেলতুম। যা বল, চারিদিকেই জাল।

জেলেনীগণ। (গীত)

এখন যে দিকে চাই, খালি জাল।
কি দিন পড়েছে বিষম কাল॥
কুরুচি সুরুচি, ধর্ম্মে অভিরুচি,
যেন ভেজাল-তেলে ভাজা লুচি,

গলায় পৈতে প'রে মুচি, চালাচ্ছে বামুনি চাল।
জাল সব ভাই ভগ্নী, আর স্বোয়ামী ভার্য্যা,
কেবল রক্ষা চক্ষুলজ্জা চসমা দিয়ে চখে আল।
সব জাল কর্ত্তা আর জাল গিন্নী,
শালিগ্রাম আর পীরের সিন্নি,
ধন্মি ধন্মি ধন্মি মানি মাস্তি জালের চাল।
জাল যত ক্রিয়া-কর্ম্ম, জালে ঢাকে গাত্রচর্ম্ম,
কালের ধর্ম্মে ধর্ম্ম বুড়ো দেয় না হুড়ো
নইলে হাড়ির হাল॥
জাল কোরে যে দেশ-হিতৈষী,
সাজেন সবাই মাসী পিসী,
দিশী বোলে কুলোয় নাকো,
ইংরেজী গাল ঝাড়ে দেখ,
ভূতের ভয়ে জড়সড় জালে ধরে খাঁড়া ঢাল।

তৃতীয় দৃশ্য

রাস্তা।

এক জন শুঁড়ী ও ব্লকম্যান ফিশ্।

শুঁড়ী। কি সাহেব, কি তোমার মৎলব ?

ফিশ। টলর আজ রোজ হুণ্টা, আজ রোজ হুণ্টা, বিল কর।

শুঁড়ী। কি সাহেব, মদ খেলে, গেলাস ভাঙ্‌লে, দাম দেবে না ? এমন সাতজাষী কোরে উড়িয়ে দিচ্ছো, ঐ তো সাহেবের রোগ।

ফিশ। Rouge! you lie, you thief, don't call me names. Rouge indeed! the Fises are no rognas I tell you; look in the book of the peerace the Chronicles, we came in with Richard the Conqueror, therefore let every man be in his own humour.

শুঁড়ী। বেড়ি গুড, ইউ নো গিভ মণি ?

ফিশ। No, not a dirty pice.

শুঁড়ী। আই গো ব্রিং পুলিশ।

ফিশ। Go, fetch thy Grandmother.

শুঁড়ী। বেড়ি গুড, নো কল্‌ড়ি মাইন, কন্‌ষ্টেবল!

ফিশ। Constable! that's detestable. rather bring me some nice eatable a plate of meat and some vegetable; I will call that palatable and the hospitable. else I will kick you three times three that will make—make—make, ah! I forget my—my—multiplication table.

শুঁড়ী। কন্‌ষ্টেবল, কন্‌ষ্টেবল!

ফিশ। Shut up you pig, I will send you to the Devil's stable.

শুঁড়ী। টাকা নিয়ে পালালো, মেরে ফেল্লে, কন্‌ষ্টেবল!

ফিশ। Now once more, will you go and hide in thy den, or I will take the hide of your dirty carcass.

শুঁড়ী। খুন কল্লে, খুন কল্লে, পাহারাওয়ালা, কন্‌ষ্টেবল!

ফিশ। then take that—and that—and that for your "Constable" your "Constable" your "Constable."

শুঁড়ী। মধুসূদন রক্ষা কর, মধুসূদন রক্ষা কর, ও মধুসূদন! ও পাহারাওয়ালা!

ফিশ। And take that and that and that for your grandmother: now go and be damned.

শুঁড়ী। গেল গেল গেল রে, পিলে পটকে গেল।

[প্রস্থান।

ফিশ। Now for home. I have a home sweet—sweet home, the shady pagoda in the Eden Garden. Lo! What's the matter with my legs! Sure the swindler of a cobbler has stuffed the soles of my boot with some pounds of lead. No—they won't move, so what will be—will be? I must take my midday Siesta in the open air. I have right to it, Am not a ratepayer? If no voter,—an under-rate payer certainly, (Lays himself down)

Ah! God bless the Commissioners! How considerate they are for laying such a layer of sweet soft nine inches deep dust for my comfort. What a delicious cushion for my stone couch! it is quite soporific. Long Live the Corporation! Come sleep gently—gently—gently! (sleeps.)

(কালাচাঁদ ও মিঞাজান খানসামার প্রবেশ)

কালা। এইখানেই খুঁজে পাব এখন, কোন না কোন একটা মদের দোকানে প'ড়ে আছে।

মিঞা। দেখ কালাচাঁদ বাবু! সব যে বেচিয়ে চেঁচিয়ে খায় যেন টাকা না, তোমার ফিশ সাহেব ব্যাটা যে মাতাল, খুঁজে না সব বেচিয়ে ফেলে।

কালা। তুমি ক্ষেপেছ মিঞাজান, আমি ঠিক! চিরকালটা পুলিসে দালালী কোরে এলুম। জমীদার খুড়ো আমার রাজা হবার জন্যে যে রকম ক্ষেপেছে, আর আমি বোকচাল দিয়ে যা ঠিক কোরেছি, দশ হাজার টাকা তো হাতিয়েছি; এক ব্যাটা সাহেবকে খাড়া না কর্‌লে নয়, তাই ঐ ব্যাটাকে যে খাড়া করা।

মিঞা। ও ব্যাটা মাতাল না হোলে খুব চাল চালতি পারে; ব্যাটার এক দিন সময় ছিল খুব ভাল, ব্যাটার সঙ্গে আমাকে চা-বাগানে ছাপে, মোর শ্বশুর ওর বটলের ছ্যাপ। যা হোক বাবু, আমায় যা বলেছ, আড়াইশ খানি টাকা দিতে হবে, আমি রেঙ্গুন চ'লে যাব।

কালা। তার জন্যে ভেব না, তোমার আড়াইশ, তোমার সাহেবের হাজার, বাকী আমার।

মিঞা। ঐ না বাবু, একটা রাস্তায় প'ড়ে কে? ঐ না আমাদের সাহেব?

কালা। তাই তো, সেই তো বটে, আঃ মদ ব্যাটা! ও ফিশ সাহেব, ওঠ্‌ খাপ—

মিঞা। হয়েছে আর কি! বাবু, তুমি এই ব্যাটাকে নিয়ে একটা লাট সাজাবে, লাট তোমার ধুলোয় প'ড়ে লাট খাচ্ছেন।

কালা। একটা ভাল পোষাক পরিয়ে একবার খাড়া কোরে দিতে পারলে হয়; জমীদার খুড়োকে আমি বলেছি যে, বিলাতের আসল ইংরেজ লাটেরা একটু বেশী মদ খায়। এখন এস, ব্যাটাকে উঠাই।

মিঞা। সাহেব, উঠিয়ে উঠিয়ে, সড়কমে কাহে পড়া হ্যায়?

কালা। ফিশ সাহেব, ফিশ সাহেব, মিষ্টার ফিশ!

ফিশ। For God's sake, a pot of small ale,

কালা। Come come, get up, you are again drunk?

ফিশ। Drunk! Drunk! That's quite natural. It is in our family, am I not a Fish? To drink is my birth-right,

মিঞা। বাবু, ফিশ ফিশ কচ্ছে, বুঝিয়ে দাও যে, তুই এখন লাট ব'লে ডাক।

কালা। My Lord! My Lord! get up your Honor, You will drink Champagne.

ফিশ। Go to—I am Blockman Fish—call not me your Honor or Lordship. I never drink Champagne since I left the plantation.

মিঞা। ঐ তো চাচার আমার চা-বাগান মনে পড়েছে; সে দিন আর নেই চাচা, সে দিন আর নেই, তোমায় এখন আমরা লাট বানাচ্ছি।

কালা। My Lord! My Lord! Don't forget you are a Lord.

ফিশ। No—No—No—

কালা। Yes—Yes—Yes.

ফিশ। What, would you make me mad! Am not I Blocman Fish! Old mother Fish's son of Dover?—By birth a Cobbler, by education a Grocer, then by profession a planter, an honorary Magistrate by recommendation, a Debtor by dissipation, next a Rover by occupation, and at present begger by brandy bottu's benedication—go and ask Gaburdawn Shaw—the fat wine merchant of Radhabazar, if he knew me not! if he says I am not fourteen annas on the score for old Tom, score me up for lying best knave in Christendom.

কালা। ও মাইরি ফিশ, ছি ছি, you forget all I teach, you are a Lord, Lord, Lord.

ফিশ। Am I Lord? Then where is my Lady! or do I dream, or have I dreamt till now! I do not sleep I see, I hear, I speak, I smell sweat flavour sent up from Municipal drain, and I feel soft things—these fine dust and horse droppings; pon my life, I am a lord indeed! My Lord landless and not Blockman Fish, well, bring our castle hither, and once agin a pot of the smallest ale.

মিঞা। সেলাম সাহেব, এইবার তো বেশ খাড়া হয়েছে।

ফিশ্। চুপ রাও you brute, call me My—Lord, Lord Landless. হামকো বোলো হুজুর।

মিঞা। হা, হা, মাই লার্ড, মাই লার্ড।

কালা। Yes yes, My Lord, My Lord—এইবারে ব্যাটা ঠিক হাতে এসেছে।

ফিশ্। হা রে মোশা, আপনি এখন কি কাম করে এলি?

কালা। ও কাম সব ঠিক, অলরাইট, এখন তুমি অল রাইট থাকলে হয়; নজরের টাকা মজুদ, বড়দিনের সওগাদ পর্য্যন্ত পাবে, কেউ যেন বাবা বেশ্যা সাজিও না, কিপ মাই মেয়ার।

ফিশ্। মিল্‌বে, মিল্‌বে, তুমি কুচ ভাবিস্ না। Now come on where is my Zeminder? I will make him Rajah on the spot. I want rupy badly; Rupee—Rupee—Rupee!

মিঞা। দেখেছ বাবা, খুঁটী ইংরেজ বাচ্চা, সাহেবের বুলি ঝাড়ছে, রূপিয়া রূপিয়া কচ্ছে।

কালা। No no, My Lord, you dont go to-day. আজ গেলে হাল্‌কা হ'য়ে পড়বে, I will give good house for you, give you good dress, সেখানে লাট মরিংটন থেকে রাজা বাহাদুর নম্বর শুদ্ধ সঙ্গে কোরে নিয়ে যাবে, সনন্দের কাগজখানি দেবে, understand sir?

ফিশ্। Yes yes, আমি বাঙ্গলা বুঝেন বুঝেন, five years in the tea-garden, আমি কুলী লোকের কাছে বাত বাঙ্গলা শিখেছিস্।

কালা। আর এই মিঞাজান চাচা তোমার খানসামা হবে, এর father-in-law was your butler.

ফিশ্। Yes yes, আমি ওকে দেখেছিস্। very good, খানসামা peg লেয়াও।

কালা। না না, খানসামাকে আমি এখন জমীদার খুড়োর কাছে নিয়ে চল্লুম, আজ এর সঙ্গেই দেখা করিয়ে দেব।

ফিশ্। Then come, send me some drink.

কালা। এই একটা টাকা নাও, বেশী খেও না, এর ভেতর খোরাকী শুদ্ধ করো, আমি আবার দেখা কর্‌বো, সেই ইডেন গার্ডেনের প্যাগোডার ভেতর শুয়ে থেকো, গুড বায়, এস মিঞাজান।

মিঞা। সেলাম সাহেব।

ফিশ্। Yes yes, go your way, now Babu hoist your sail and begone.

[কালাচাঁদ ও মিঞা জানের প্রস্থান।

Now my pretty Rupee, fore runner of the promised thousand; I will go and wet my whistle with thee in whisky; my lovely, dear darling luck-money, and then, I will play the pucca Lord Landless and make my Baboon of a Zeminder a Rajah Bahadoor.—Ah! whats that! My old malady, scruples, pangs of conscience more indigestion, pranks of a deseased liver; my conscience shalln't starve me neither conscience when there is no pot boiling is a strong symptom of death. I am Lord Landless and shall make a Rajah any body who pays me. This money must come to me. Succeed or fail all the same my lot. I will subdue my conscience to my plot.

[প্রস্থান।

(ফুলওয়ালা ও ফুলওয়ালীর প্রবেশ)

উভয়ে। (গীত)

আজ বাগানে ফুল তুলেছি দুজনে।
মুখোমুখি চেয়ে বসে হার গেঁথেছি যতনে॥
ফুলের বাঁশি, ফুলের বালা, ফুলের চক্রহার,
যুঁইয়ে কুঁদে বাঁধা বাজু দেখলে বাহার—
সাধের সাধ গোলাপের হার নতুন ধরণে।
বেঁধেছি বিনোদ পরে মজায় মোহনে॥
উড়ে বা উড়ে যা অলি, মধু আজ দেবে না কলি,
সোহাগেতে চলি চলি—
পিয়ারে পরাবে মালা সুখের স্বপনে।
পাথর ক'রে নজর দেবে কোমল চরণে॥

[গাহিতে গাহিতে উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

কলিকাতায় বাসাবাড়ীর বৈঠকখানা।

গণিক্য, ভট্টাচার্য্য, মোসাহেবগণ ও পোকারাম।

গণিক্য। ও পোকারাম—পোকারাম!

পোকা। হুজুর।

গাণিক্য। খালি উজুর কি রে বিটা, যা ক'রে দিছি।

পোকা। অয় অয় উজুর মহারাজ।

গাণিক্য। মাষ্টর বাবু আসৃছিল ?

পোকা। এজ্ঞে না, অ্যাহনো তো আহেন নাই মহারাজ।

গাণিক্য। বট্টাচার্য্য, একবার পঞ্জিকাখান দেহেন তো, এ বৎসরের আমার ফলাফলটা কি ?

ভট্ট। আজ্ঞে, মহারাজের কোন্ রাশিতে জন্ম ? হাঁ, গাণিক্যধন রায়, গাণিক্য, গ—শ কুম্ভ,—কুম্ভ—কুম্ভ—বৈশাখ মাসে মকর কুম্ভের মহা-দুঃখ।

গাণিক্য। তা ফ'লে গেছে, উনিশে বৈশাখ শামী ধোপানী মরে, মাগীর সাথে আমার বরই প্রণয় ছিল, অমন চুল কারুর হবা না, সাক্ষ্যাত মা শ্যামা ঠাকরুণ।

ভট্ট। জ্যৈষ্ঠ মাসে মকর-কুম্ভ-মীনের লাভ।

গাণিক্য। অইছে, রাইমোহন মজুমদারের বগীরে ঐ মাসের ষষ্ঠীর দিনেই বা'র করি, এডারে লাভ কইতি হয়, কি বল বট্টাচার্য্য ?

সকলে। লাভ,—লাভ,—মহালাভ, মহারাজ যা আজ্ঞা করেন।

গাণিক্য। আরে হালে আইস বট্টাচার্য্য, হালে আইস।

ভট্ট। ভাদ্র মাসে কুম্ভের মান।

গাণিক্য। এডা একেবারে ঠিক, ঐ সময়ে কেলেকটার সাহেবিরে চেলাম করৃতে যাই, তিনি আমায় আদর কোরে হাতনাড়া দিছিলেন, আজও কাজিটায় দরদ আছে।

ভট্ট। আশ্বিনমাসে কুম্ভ-মীনের সুখ।

গাণিক্য। হাঃ হাঃ হাঃ। আশ্বিনটা বরই সুখে গেছে, পঞ্জিকা কখন ভুল নয়; যেমন হে তোমরা তো জান ?

সকলে। আজ্ঞে, বিশেষ জানি, বিশেষ জানি, —বরই সুখ, বরই সুখ।

গাণিক্য। গটনাটা একবার ক'রে দাও বট্টাচার্য্যরে, কও বাঁশীমোহন।

বাঁশী। আজ্ঞে আজ্ঞে, কও না রাধিকাচরণ।

পরস্পরে। তুমি কও না, তুমি কও না, বিস্মৃত অজ্ঞেয়।

বাঁশী। আজ্ঞে, উজুরের নিত্যই সুখ, কোনটা কই ?

গাণিক্য। সে যে বোর জোবর গটনা, স্মরণ অয় না ?

সকলে। আজ্ঞে না, আজ্ঞে না।

গাণিক্য। তোমরা তো অতিশয় ব্যাকুব।

সকলে। মহারাজ যা আজ্ঞা করৃলেন, মহারাজ যা আজ্ঞা—

গাণিক্য। গাধা।

সকলে। তার আর সন্দ কি, তার আর সন্দ কি মহারাজ।

গাণিক্য। আরে মূর্খ, বোর জরফের নাবালক যে ঐ মাসেই ওলাউঠায় যায়, এডা সুখ নয় আমার পক্ষ ?

সকলে। বোরোই সুখ মহারাজ, ওলাউঠা বোরই সুখ।

গাণিক্য। অ্যাহন হাল কিস পৌষ মাস আছে, পৌষ মাস আছে।

ভট্ট। পৌষ মাস—পৌষ মাস, পৌষ মাসে মকর-কুম্ভ-মীনের সম্মান।

সকলে। বা বা বা বা বা ! ! !

গাণিক্য। কি কি ! কি কইলে, কি কইলে ! সম্মান ! দেহিছ দেহিছ পঞ্জিকা, শুরু সৈত্য, শুরু সৈত্য ; আর কি খুলে দেখবে, গাণিক্যধন রাজা হবা, এই জৈন্তে আমি পঞ্জিকা না দ্যাহে কোন কর্ম্মই করি না, মঙ্গলবার সর্ব্বসিদ্ধ ত্রিয়োদশী উত্তর আষাঢ়া নৈক্ষত্র, সৈভাগ্যযোগ আছে, তবে পাচী বাইজীর বারী প্রথম গৃহপ্রবেশ করি, সেও আমায় মহারাজ বোলে বার্দ্ধিকি বল্লে, অমনি বাঁশীমোহনের হাচি পরলো !

বাঁশী। আজ্ঞে আজ্ঞে। (হাঁচি)

সকলে। (হাঁচি)

গাণিক্য। সৈত্য সৈত্য, তার পর মাষ্টর জুটলে, সে এক জন বিলাতের বোর লাটেরে ঠিক করেছে, তিনি আমার নজর লতি রাজী অইছেন, একেবারে খাস বুইনীর নেবট হইতে সোনন্দ আনায়ে দিবেন।

সকলে। (হাঁচি)

গাণিক্য। সৈত্য সৈত্য, এই আহ আবার হাঁচি পরলো।

(পোকারামের পুনঃ প্রবেশ)

পোকা। মহারাজ, কোর্ত্তা আসছেন।

গাণিক্য। কোর্ত্তা ?

পোকা। এজ্ঞে, মহারাজ ; উজুরের কোর্ত্তা।

গাণিক্য। আমার কোর্ত্তা ? পিতে, তানার ত আজ ছয় বৎসর মৃত্যু অইছে, বিটা, তুমি বোটকিরা করবার আসছো ?

পোকা। এজ্ঞে মহারাজের সাথে বোটকিরা কোরে আন খোওয়াইবে কেডা? সত্য আপনার পিতে আস্ছেন।

সকলে। (সভয়ে) রাম, রাম, রাম!

বাঁশী। রাম রাম রাম! কোলকতা সহর, দিবসেই বুক ছাড়া দেয়, ভট্টাচার্য্য মশায়, উজুরের একটা রক্ষ্যা-কবচ বাধি আন্।

পোকা। এজ্ঞে, বুক পিতে নন, উজুরের সাবেক পিতে, জন্মদাতা।

গাণিক্য। ও, তাই কও, কোর্ত্তা বাবা!

(মাণিকাধনের প্রবেশ)

মাণিক্য। গাণিকাধন, আমি আস্ছি বাপ।

গাণিক্য। কোর্ত্তাবাবা, তুমি দেহি বড়ই অসৈভ্য বে-আদব।

সকলে। মহারাজ কও, মহারাজ কও।

মাণিক্য। মহারাজ কেডা রে? ও যে আমার পুত্তি, মুড়িঘাটার মণ্ডলগোর গরে দত্তক দিইছিলাম মাত্র।

গাণিক্য। অয় অয়, দত্তক দিইছিলে, পাঠা গরুর মত আমারে তো বাচে খাইছিলে, তোমার সাথে আমার সম্পর্ক কি? পোকারামও যে, তুমিও সে।

মাণিক্য। বোর মুখ কোরে ছাওলের কাছে আলাম, সোম্ভাষণ তো বড়ুল বাল গাণিক্য!

বাঁশী। আরে, মহারাজ কও, মহারাজের নাম ধরেই ডাক ক্যান? এ কি প্রকার বে-আদবি!

মাণিক্য। আরে থাম্ নচ্ছার, মানুষ বুঝে বা কাবিস্, আমি অকেম মাণিক্যধন মণ্ডল, ওর জন্মদাতা পিতে।

গাণিক্য। বার বার জন্মদাতা জন্মদাতা কোরে আমায় বেজ্জৎ কর্‌ছো বটে; জন্ম দিয়ে থাক, তার মুল্য তো পাইছো, গয়ে বোসে তাই বাড়ায়ে খাও গিয়ে।

মাণিক্য। খাইবার থাকলে কি আর তোর কাছে আসি, আমায় মাস মাস নিদেন পাঁচটা কোরে টাকা দিতে হবে, নইলে আমার চলবে না।

গাণিক্য। তোমায় টাকা দিমু কিসের লেগে? গোয়াল যদি গরু বিক্রয় করে, সে কি তার দুধির বাগ পায়? কও তো ভট্টাচার্য্য, শাস্ত্রমতে উনি কিছু পান কি?

ভট্টা। হাঁ, উনি যখন অর্থ লয়ে আপনাকে পোষ্যপুত্র দিয়েছেন, তখন আর ওঁর আপনার উপর কোন অধিকার নাই; তবে যখন আপনাকে ত্রিরাত্র অশৌচ গ্রহণ করতে হবে, তখন ত্রিশ দিনের ভিতর তিন দিনের হিসাবে ঐ তো—

অর্দ্ধেক পঙ্কেতে তার তেহাই সলিলে।
দশম ভাগের ভাগ শেহালার দলে॥

পাঁচ টাকা চাচ্ছেন, আট আনা মাত্র দিতে পারেন, দশম ভাগের ভাগ ওঁর প্রাপ্য।

সকলে। (হাঁচ)

গাণিক্য। সৈভ্য সৈভ্য, হাচিল পরছে, শাস্ত্রেও আছে, আট আনা কোরে পাবা, রাজধানীর কাচারী আসে মাস মাস লয়ে যাইও, আমি বোকা দিবান, অ্যাহন যাও।

মাণিক্য। যাব কালে? আজ রাতে অ্যাহানেই আহারাদি কর্‌মু।

গাণিক্য। আরে না না, ও সব ল্যাঠায় আর কাজ নাই।

মাণিক্য। আরে গর্দ্দাব, বাপেরে দুটা বাতও দিবি না? ভট্টাচার্য্য, তোমার শাস্ত্র একবার কও, এক মুঠা দিতে পারে?

গাণিক্য। ভট্টাচার্য্য তোমার পিণ্ডের ব্যবস্থা দিবেন, অ্যান্নের ব্যবস্থা উনি কি করবেন? পোকারাম! পাঁচটা পইসা দিয়ে বিকুন্ঠ'হুরের আড্ডাটা দ্যাহায়ে দাও তো।

মাণিক্য। হোটেল-মোটেল আড্ডাফ'ড্ডার বাত কি আমি খাতি পারি? ক্যান্, তোর সাথেই দুমুঠা খালাম, তাতে আর দোষ কি?

গাণিক্য। আরে কোথাকার ডিমের বাপ আসি বোলেই বকালে দেহি; দোষ কি? তোমার মাথা, আমি আর সে নেরলা খেবলা নই, আমি অ্যাহন রাজা অইছি; অ্যাহনে কোলকত্তার কয়েক যোড় বাক্তি আমার সাথে আজ রাতে আহার কর্‌বোন, তুমি সেথা বতি পাবা না।

মাণিক্য। ক্যান্ রে, তোর বাপ কি অবদ্দর?

গাণিক্য। তোমার চেহারা অতি নোংরা, কোলকত্তার বদ্দর সমাজে চলবা না।

মাণিক্য। উঃ! বাদীর বিটা আমার কি খাপসুরৎ!

গাণিক্য। মহারাজ গাণিক্যধনের চেহারা খাপসুরৎ কি না, তা কোলকত্তার হক্কল বদ্দরই জানে; পুচ কর যাইয়ে পাচা বাইজীরে, মুচি উমার চুকরী নিস্তারের, হারকাটার সোদোরে, সাব

তুলসীরে, গোরামুখী মোক্তারে, যাও হক্কলরে জিজ্ঞাসে আস্—গাণিকাদনের চেহারা কেমন—

সকলে। সাইক্ষাৎ বক্তিবিলেস—

গাণিক্য। মান কত বুঝ্যা, থাহ সেই বাঙ্গালা দেশে পইরে, পাচটা মাইষ্যেমানুষের কাছে তো সৈভ্যতা শিখলা না।

মাণিক্য। ও বাদীর বিটা গর্ব্বস্রাব, হারামজাদ, নোচ্চার! বাপেরে ও কি কথা কোস?

গাণিক্য। থাহ কর্ত্তাবাবা, কিছু বলি না কোরে বার বার বরই গাল পারছো, তুমি হলো হমুন্দি বাইবাত্তারির বাই, নয় পিসাঠাকুরের জবানি কইলাম; কেমন কও তো হক্কলে, কইত্তি পারি কি না?

সকলে। পারেনই তো, ন্যায্য ন্যায্য।

মাণিক্য। ও বুত্তির পুত, একিবারে গোল্লায় গিছ? রও হালার ছাবাল, থাশে যাইয়ে তোমায় না এক ঘরে করি তো আমি আগুরি হত্তি থারিজ। তোর বাড়ীতে আমি প্যাচ্ছাব কোরে দিই, হুয়ার, বল্লুক, বান্দর, বুত, উল্লুক।

(গমনোদ্যত)

বাঁশী। পাকরা কর, পাকরা কর, মহারাজেরে গালি দিয়া পলাইছে।

মাণিক্য। যাত্তি দাও, যাত্তি দাও।

(কালাচাঁদের প্রবেশ)

কালা। কেল্লা মার দিস্, কেল্লা মার দিস্।

(পরস্পরের ধাক্কা লাগিয়া মাণিক্য ও কালাচাঁদের পতন)

মাণিক্য। হালার পুত কেডা রে, কেডা রে, জবাই করুলে, জবাই করুলে।

কালা। আঃ মর্ ব্যাটা মড়িপোড়া, নাকটা একেবারে ভেঙে দেছে, ছাড় ব্যাটা ছাড়।

মাণিক্য। আরে তুই বিটা ছার।

কালা। তুই ব্যাটা ছাড়।

গাণিক্য। ছারান থান মাষ্টর বাবু ছারান থান, ও আমার পুরাতন পিতে, বরই অসৈভ্য, তুই একটা ধাক্কা ফাকা দিয়ে ভারায়ে থান, অধিক কিছু বলবান না।

কালা। পুরাতন পিতা, ওল্ড ফাদার, এখানে কি করতে এসেছিলে বাপ? রাজারাজড়ার কাছে কি বাবাগিরী চলে? দেশে গে গামছা চড় গে।

(ধাক্কা মারিয়া বহিষ্করণ)

গাণিক্য। ঠাণ্ডা হোন, ঠাণ্ডা হোন মাষ্টর বাবু, সংবাদ কি কন।

কালা। সংবাদ আর কব কি হুজুর, কেল্লা ফতে করেছি. সাহেব আজ একেবারে বিগড়ে গিয়েছিল।

গাণিক্য। অয় সর্ব্বনাশ! ও বাশীমোহন, বট্টাচার্য্য, মাষ্টর কয় কি!

কর্ত্তি। ও বাশী খুরা, এবার কি করি, হাচি কি তুরি মারি?

গাণিক্য। ও মাষ্টর, সাব বিগরাইয়াছে, অ্যাহন উপায়?

কালা। ভাবেন কেন? বল্লুম না কেল্লা ফতে ক'রে এসেছি, বড়দিনের ভেট্‌টা ভাল রকম দেব বলেছি, আর ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

গাণিক্য। অ্যাহান আমি রাজা অইমু, রাজা অইমু?

কালা। হাঁ, হবেন, হবেন।

গাণিক্য। রাজা অইমু?

বাঁশী। আরে হাচ হাচ।

সকলে। (নাকে কাঠি দিয়া হাঁচি। কীর্ত্তিবাসের তুড়ি দেওন)

বাঁশী। কীর্ত্তিবাস খুরা, হাচলা না? তুরি মারলা যে?

গাণিক্য। কীর্ত্তিবাস খুরা, তুমি হালা পাজী, র‍্যালের মাশুল লয়ে আজি থাশে রওনা হও।

কীর্ত্তি। উজুর! বেয়াদপি মাপ হয়, নাকের মধ্যি একটা গা অইছে, আবার খোচাখুচি করুলে রক্ত বাইর অইতো, তুরিও শুব। (জনান্তিকে) বট্টাচার্য্য মশয়, একটা শোলক বলেন, এ যাত্রা রইক্ষা করেন।

ভট্টা। হাঁ হাঁ, ডাকের বচন আছে—
হাঁচি পড়ে তুড়ি মারে কিসের কসুর।
রাজা হবে খাড়া খাড়া ভেব না শ্বশুর॥
তুড়িতেও দোষ নাই।

কালা। তা চলুন, কাপড়-চোপড় ছাড়ুন, বড়দিনের বাজার করতে চলুন, বিস্তর ঘুরতে হবে।

গাণিক্য। হা, চলেন, পোকারাম!

পোকা। এজ্ঞে মহারাজ!

গাণিক্য। আমার বারাইবার কাপর-চোপর কনে রে?

পোকা। এজ্ঞে, তাই তো ভাবছি, দোবা তো অ্যাহন আলনি, হাতী পাইরে দুত্তি তো তারি কাছে রইছে।

গাণিক্য। ওরে হালা, বারাইবার সময় দোবা কইলি ক্যান?

ভট্টা। কাপড় ছাড়বে যখন।
রজক ডাকবে তখন॥
ওতে দোষ নাই!

(ধোপানীর প্রবেশ)

(গীত)

মুখপোড়া লোকে মুখ দেখে না সকালে।
নইলে ধুয়ে আনতুম কোন্ কালে॥
ভাঁটা জলে কাচা, চোরকাঁটা বাছা,
সাজিমাটীর নয়কো ভাটী, ধোয়া সাবান-জলে॥
বড় সায়েস্তা মিস্ত্রি, করেছে চেপে ইস্ত্রী,
দস্তুরমত পাটায় ফেলে আছড়েছে তালে তালে॥
এখন ইংরেজী পিরান, আর ধোয়া ধুতির মান,
ঝুলিয়ে কোঁচা বেরোও বাছা,
চাক্-চকণে সবাই ভোলে॥

[প্রস্থান।

গাণিক্য। গোকারাম! কাপর-চোপর বুঝে লও, দোবা বৌরি একটু যত্ন করিস্, মুখখানি বেশ জবর, চাদপারা, আর আমার বারাইবার ঠিক কর।

পোকা। এজ্ঞে যাই মহারাজ!

গাণিক্য। হাতী পাইরে ধুতিখানা তেকোচ্ছা করিস্—

পোকা। এজ্ঞে।

গাণিক্য। আরে শোন, পাঞ্জাবি জামাটা গিলা করবি—

পোকা। এজ্ঞে মহারাজ!

গাণিক্য। আরে দারা রে, রেশমি ওয়াস্কোট্টা দিস্, আর পায় তাবা।

পোকা। এজ্ঞে উজুর!

গাণিক্য। আর কালাপত্তুর কামকরা ওরালা-খান দিস্, কি বল মাষ্টার, কি বল হক্কলে? সাল চইলে জইল্য সব পোষাক, গরি-চ্যান তো দেহা যাইবে না।

সকলে। ঠিক কইছেন উজুর!

ভট্টা। হাঁ! পোষাক যদি ঢাকা পড়ে, দেখবে না নর-বানরে। এ খনার উক্তি।

গাণিক্য। ওরে দৌর দিস্ ক্যান? দারা রে, শোন, সেই নেউলমুখা ছরিগাছটা আতর মাখায়ে দিবি; চল হক্কলে, দুর্গা দুর্গা।

সকলে। দুর্গা দুর্গা!

কীর্ত্তি। (হাঁচিয়া) এইবার আমি অগ্রে হাচ্ছি।

গাণিক্য। ও হালার পুত্ত হালা, ডান পা বারাইতেই হাঁচি?

কীর্ত্তি। বট্টাচার্য্য ব্যৈক্ষা করুন।

ভট্টা। যাবার বেলা পড়ে হাঁচি।
যনে যাত্তে যোবাঙ্ মাচা—
না না, বিস্মৃত হয়েছিলেম,
যাবার বেলা পড়ে হাঁচি।
ভালবাসে বাইজী পাঁচী॥

গাণিক্য। (হাস্য) কও বট্টাচার্য্য, খোনা পাচী বাইজীর কথাও লিখে গেছেন। আহ আহ, কইছিলেম বাইজী আমার বুনিয়াদি, আহ কত কালের খোনার আমলের লোক।

কাজা। চলুন, চলুন, দেরী হলো।

সকলে। দুর্গা দুর্গা।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

মিউনিসিপ্যাল-বাজার-সম্মুখ।

কাবুলে মেওয়াওয়ালাগণ।

(গীত)

বাবু লেড়ানা লেড়ানা।
নোকরকা নেহি শ্রেফ আমীরকা খানা॥
কাবুলকা বাচ্চা, খোলুঙেছি সাচ্চা,
আচ্ছা আচ্ছা মাল তাজমে লেআপর আনা॥
কিস্মো মেহেরবানি, ডেখো কেয়াসা খোবানি,
বেইমানি নেহি সাব নেহি নমুনা।
আক্রোট কটাকট, খট্টা মসুকট,
দানে চড়া, বাদাম বড়া,
সট্টা মিট্টা আঙুর লায়া, আউর চালগুজিয়া,
খোবানেকা আলুবখেরা নেহি বেগানা।
মিস্‌কা পিস্তারা, কিস্‌মিস্ ছোহারা,
ডিশমে মিলানা চেহারা কো যাগা বনা॥
ভিল্ল লায়া বিবিকা লিয়ে,
খোকায় লাওয় বাবু লি লিয়ে,
মেওয়া মেওয়া মেওয়া মেওয়া ওহো
ক্যায়সা মিঠা বতানা।

[প্রস্থান।

(ভিস্তি ও মেথরাণীর প্রবেশ)

(গীত)

উভয়ে। হুকুমদার কমিশনার।
হরদম রহেগা সাফা নয়া বাজার।
ভিস্তি। সপা সপ ঝাড়ু লাগাও,
মেথ। ঝপাঝপ ঝপাঝপ পানি ছিটাও,
ঘুমকে ঘুমকে মিঞা ইধার উধার।
উভয়ে। এইসা এইসা হাঃ হাঃ কেয়া মজাদার।
ভিস্তি। বড় রসিয়া হো দেলখোশ মেথরাণী,
ক্যা আপশোস্ নেহি তু মেরা জানি,
নিকা বনে তো মজা উড়ায় দেদার।
উভয়ে।—
আরে জোরসে লাগাও ঝাড়ু দেখে জমাদার।
মেথ। তু আপনা মোষক হেলাও,
নেহি আসক চালাও,
জানেগা গোয়া হোগা মেরি মেথর।
ভিস্তি। অবি নেশামে পড়া হায় ওহি নোকার।
তব হেস্কে হুস্কে লাগায়কে,
মেথ। ঠমকে ঠমকে, মিঠা পানি ছিটায়কে,
ভিস্তি। ফরাক সড়ক ছোড়ে চল যাঁহা আঁধার।
সুরতি পিরিতমে নেহি থোড়ি গুনাগার॥
[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

মিউনিসিপ্যাল-বাজার।

গাণিক্য, কালাচাঁদ, ভট্টাচার্য্য, বাঁশীমোহন, কীর্ত্তিবাস ইত্যাদির প্রবেশ ও দোকানদারগণ উপস্থিত।

ভট্টা। থুক্, থু থু রামচন্দ্র, রামচন্দ্র।

গাণিক্য। গোবিন্দ গোবিন্দ, মহাপ্রভু, এ কোথায় আলাম। মাষ্টার বাবু, এ আন্‌লা কোয়ানে?

কালা। নাকের রুমাল খুলুন, আর ভয় নাই, মাংসের দিক ছাড়িয়ে এসেছেন, এখন দেদার ফল, ফুল, মাছ, তরকারি, সৌখীন জিনিস—যা খুসী কিনুন।

গাণিক্য। এক এক খণ্ড ঠ্যাং ঝুলায়ে রাখছে, কি বৃহৎ? ও কেমন পাঠা?

কালা। ও সব পাহাড়ে পাঁঠা, পাহাড়ে পাঁঠা।

বাঁশী। আর পাহাড়ে পাঁঠা, ইয়ারে কোন্ বাজার নি কয় মাষ্টর বাবু?

কালা। বাঁশীমোহন বাবু, জান না, এ যে মিউনিসিপ্যাল বাজার।

বাঁশী। মুন্সিপালের বাজার?

গাণিক্য। মুন্সিপাল থাহে কনে; কার পুতি?

কালা। আজ্ঞে মিউনিসিপ্যাল তাঁর বাপ—মা নেই।

গাণিক্য। ও ভাই কও, তোমার মুন্সিপাল বাওয়া ডিম, তাই বাজার বনাইছে না কোসাইখানা বানাইছে।

ভট্টা। হজুর, ওদিক ছেড়ে দিন, এদিকে দেখুন, কি চমৎকার ফলাদি, কিবা বর্ত্তমান রম্ভার কাঁদি—আহা!

দেখ্‌বে আর খাবে কলা।
দিব্বি দিয়ে খনার বলা॥

গাণিক্য। কও বট্টাচার্য্য, খোনা রম্ভা বইক্ষণ করবার জন্য এত দিব্য দিলেন ক্যান্?

ভট্টা। আজ্ঞে হুজুর, নানা মুনির নানা মত, এর দুই অর্থ আছে, বিষ্ণুশর্ম্মা বলেছেন যে, কলা খেয়ে ফেল্লে আর কেউ কলা দেখাতে পারে না, আর ডাকের উক্তি—

কলা খাইলে হও বান্দর।
রাজ্য পাইলে রামচন্দর॥

বাঁশী। ডাক তো বরই বলছে বট্টাচার্য্য ঠাকুর। অ্যাহন আমরা তো কলা খাইসে উজুর রাজা অইতে পারেন?

গাণিক্য। অয় অয়, সবাই কলা খাও, আইস বট্টাচার্য্য, মাষ্টর বাবু, কীর্ত্তিবাস খুবা, বাশীমোহন, হকলে কলা খাইবে আইস।

কীর্ত্তি। কলা তো আমার খাইবার নাই, কোর্ত্তার পিণ্ড দিতে যাইয়া আমি তো কলা গোদা ধরের পাদপদ্মে দিয়া আইছি।

গাণিক্য। এ হালার কীর্ত্তিবাস খুরারে কোলকত্তায় লইয়া আইলাম ক্যান্? বাদীর বিটা একটা কলা খাইয়া উপকার করবার পার না? কি রম্ভা পিণ্ড দিয়াছিলা?

কীর্ত্তি। আইজ্ঞা, নাম তো স্মরণ অইচে না, পাকাকলা।

গাণিক্য। আইস হালার পুত, আমার সাথে, কাচাকলা খাওয়াইমু তোমায় হালা।

কালা। আজ্ঞে, চলুন চলুন, যে সাহেব বিবির ঝাঁক—

দোকানদারগণ। (গীত)*

হুকসাহেবের সখের বাজার ক্যাগা অমক জাঁক।
আর খদ্দের চ'লে আর দেদার ঝাঁকে ঝাঁক॥
ফুলকপি ওলকপি গাজর সালগাম,
কমলা বাতাপি পাতি অকালের আম,
কেয়াবাত কেয়াবাত ওহো দেখলে লাগে তাক।
ঝুঁপো গুঁপো কুপো মিন্‌ষে হেথা চ'লে আয়,
তোর মোচের মতন মোচাচিংড়ি গড়াগড়ি খায়,
আয় আয় তোর চাউনি দেখে বুঝেছি বটে
আমার পাটায় টাঁক।
গোল আলু বরবটী, পাটনায়ে কলাইশুটি,
কাঁটা-ফেলা ভেটকি, চ্যাটাল সরল পুঁটি,—
বালির পটল প্যাজের কালি ভাল চীনের মুলো,
দাগা-কাটা রুই পরজারে-কই ডিমুলো ডিমুলো,
টাকা ফেল্ না খাঁকা কেন না
খাচ্চ কেন ঘুরপাক।
ট্যাংরা নিসে খ্যাংরা-খেকো নইলে মুখে দেব খাক্॥

গাণিক্য। ও মাষ্টরবাবু, এ যে বাশবাগানে ডোম আইলাম, দিশাহারা লাগে দেহি।

কালা। হুজুর, এ বাজারে সাহেব-বিবিরা থৈ পায় না, তা আপনি আমি!

বাঁশী। মাষ্টরবাবু, এহানকার নক্‌সা তো বরই দেহি, আধ পইসার ছয়টা মুলো হাটেরে মিলে, সেই হালার মুলো এহানে শ্বেত প্রস্তরে চ'রে চীনার মুলা দারাইছে, আষ্ট আনা জোরা বিকাইছে।

কীর্ত্তি। উজুর, সর্ব্বনাশ অইছে! ও মাষ্টর বাবু, ও বট্টাচার্য্য, আমার মুণ্ড খাইছে!

গাণিক্য। এই লও, হালা চিচাইছে! অইল কি?

কীর্ত্তি। আমার মাথা খাইছে, গাঠে অইতে আমার সুকিটি কাটি লইছে; গারোয়ানের সাথে কাজিয়া কোরে কা'ল একটা সুকি দস্তুরি পাইছিলাম, কাটি লইল, কাটি লইল।

গাণিক্য। কীর্ত্তিবাস খুরা, তুমি হালা অতি ব্যাকুব বাজাল, কলকোত্তায় আসে গাট কাটাইলে, আমাগোরো শুদ্ধা ব্যাকুব বানাইলে।

কীর্ত্তি। ওরে চৈকীদার, গাট কাটি লইছে, চৈকীদার—

[গোল করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।

---

* স্ত্রী ও পুরুষ দোকানীগণ স্ব স্ব বিক্রেয় দ্রব্য বুঝিয়া এই গীতটি সমস্বরে অংশ করিয়া গাহেবে।

সপ্তম দৃশ্য

রাস্তা।

(ফিশ্ সাহেব ও কালাচাঁদের প্রবেশ)

ফিশ্। Well well Babu, how do I Iook in my new suit?

কালা। ওঃ চমৎকার! Grand! Bravo! আর সে ফিশ্ সাহেব ব'লে চেনা যায় না।

ফিশ। Do you now Babu, there is a most Potent power in a persons cloth's, a strong congeniality between dress and spirit; call it sympathy, electricity, magnetism, or whatever you choose—a tailor exacts more influence on the soul of a man than a person.

কালা। ঠিক ঠিক সাহেব, লেফাপা দুরস্ত থাকলে মনেরও ফুর্ত্তি থাকে। You look quite smart now.

ফিশ। My dear fellow, time was when I used to dress quite smart, and cut the swell in the plantation; but nothing improves by age, that I know of except rum. But it seems I have not lost so much of polish I hav picked up in good society. Oh Babu—Babu—Babu—what I was and what I am. Drink—Drink—brought it all! I Blockman Fish, once Drink has the Nabab of Assam, now a loafer in the streets of Calcutta, swindler from necessity, a tool at your hands, you dirty black slave no offence, Babu, I beg your pardon, I did not meam what I said, Oh! wine has brought my ruin. The liquid fire! The distilled damnation.

কালা। Don't be sorry sir, don't be sorry, all will be right; এইবার তো হাতে টাকা পাচ্ছ, আবার গুছিয়ে উঠে যেমন ছিলে, তেমন হও না; অমন কাঁদুনে সুর ধ'রো না। সনন্দ দেবার সময় মেজাজ ঠিক রেখ।

ফিশ। ও সব ঠিক রহেগা—You don't know half my accomplishments, wait till I see my Zemindar and I will show you how I used to bark at coolies in the

plantation; but I hope nothing serious will come out of this, no golmal or police business?

কালা। না সাহেব, না সাহেব, don't fear, এ সত্যি সত্যি তেমন জমীদার হ'লে কি আর তার কাজে হাত দিই. এ একটা fool, ভূত, সামান্য একটু জমীদারী আছে—আধুনিক, তাতেও ছোট, কেউ চেনে না, শোনে না, জানে না; দেখেছে পাঁচ জন বড় বড় জমীদারে গবর্ণমেণ্টের কাছে খেতাব পাচ্ছেন, কলকেতায় ফোতো বাবুগিরী কর্‌তে এসেছিল, বেশ্যা বেটীরা টাকা ভোগা দেবার জন্য "রাজা রাজা" করে, তাই রাজা হবার জন্যে খুব ক্ষেপে গেছে; রাজা অমনি হ'লেই হলো, বনেদ চাই, বনেদ চাই। তেমনি সত্যি সত্যি ভাল জমীদার হ'লে আমি কি এ কাজে হাত দিই, আমার ভয় নাই সাহেব?

ফিশ। Well, Kalachand, I must take another glass to steady my nerves,

কালা। না সাহেব, আর খেয়ে কাজ নেই, যা হয়েছে, বেশ আছে।

ফিশ। Let me see, am I to have another glass or not, my head says 'no', my stomcah saya 'yes'; but my head is the more sensible of the two, and the more sensible party always gives in, Ergo! I will have another.

কালা। না না সাহেব, চল শীঘ্র চল, দেরি হয়ে যাচ্ছে, এই বেলা গিয়ে ঠিক ঠাক হয়ে বস্‌বে, খুড়ো আমার এতক্ষণে বাসা থেকে বেরুলো।

ফিশ। No, I must have another glass, there hangs the sign of a native grogshop, go and bring me bumper.

কালা। নেহাত ছাড়বে না সাহেব, তবে এইখানে দাঁড়াও, আমি চট্‌ কোরে আসছি।

[প্রস্থান।

ফিশ। I must plunge my palpitation into a bottle of potation, that's the only panacea for all panic. My conscience, shut up all your doors, save the pecuniary one. I want Gold—Gold—Gold—Gold! Gold! For thee what man will not attempt? For thee to what degradation will he not submit? For thee what will not risk in this world or prospectively in the next!—Industry is rewarded by thee, enterprise is supported by thee, crime is cherished and heaven itself is bartered for thee! Thou powerful arexiliary of the devil! One tempter was sufficient for the fall of man, but thou wert added that he might never rise again! The thirst for gold and a golden country let me on, and in these scorceing regions I came to worship mammon, but the curse of Britain followed me and I drink—and—drank till I fell. Oh! if there is any power who looks after this world, will he kindly tell me what have I done—what have I done—except drink.

(কালাচাঁদের প্রবেশ)

কালা। Now sir, drink and come along, বড় দেরী হয়ে গেল।

ফিশ। Ay! Ay! hand me the glass the generous the murderous fluid, Now we are after humbugging a fellow creature all fool, though he may be, (addressing the glass of spirit) my Evil Genious help me to invoke Humbug to my aid!

Imperishable Glorious and Immortal Humbug Hail! Thee I invoke and charge thee to appear in thy name of all thy favourite works! Thy great mens promises, thy womens smiles, thy Municipal Corporation, thy social reformation, thy religious duty, thy political unity, thy charitable society—appear Humbug! By thy universal brotherhood, the patriotic mood by lawyers bills, by docter's pills, by newspaper puffs and newspaper reports, by moral discipline and patent medicine decend Humbug decend! Lead on, led on Kalachand, I am possessed of Humbug.

[উভয়ের প্রস্থান।

(মাণিক্যধনের প্রবেশ)

মাণিক্য। হালার পুত, তোর গর্বদারিনী আমার সোহদর্ম্মিণী, আমি তোর জন্মদাতা, বাপো গর দেহে দত্তক দিলাম, অ্যাহন টাহার মাথায় বোসে বাপেরে দাও খেদায়ে? আমার চেহারা নোংরা, আমায় বাসায় ত্থাখলে হালার আমার অপমান অইবে, গর্বস্রাব! বাপেরে বাপ বলৃতি সরম পায়, বাদীর বিটা রাজা অইবার লগে কোলকত্তায় আসৃছেন, ওরে রাজা অইয়ে কার মুণ্ড খরিদ করৃবা? কোম্পানীর গরে টাহা আমানত কল্লিই রাজপদ পায়, রাজা তো অ্যাহন সরকে গরাগরি খায়। হও হালা রাজা, চাদার খাতার তারায় তোমারে পিলৃরি বানাইবে। ম্যাজাজ অইছে, হালার পুতির ম্যাজাজ অইছে, কোলৃকত্তায় বদ্দর ব্যক্তির সাথে পোরৃচয় অইছে, বদ্দর ব্যক্তি হালার যত কসৃবি! ও কেডা আসে? ও কারা ওরা? আমাগোর পূর্ব্বদেশীয়া স্ত্রীয়ালোক না দেহি, গঙ্গাচ্ছানে আসৃছে?

(কতকগুলি স্ত্রীলোক ও পুরুষের প্রবেশ)

(গীত)

(ও মা) গোঙ্গা তোর রাঙ্গাপায়ে
দে জোননী স্থান।
পাপের বরা খালাস কোরে
দেহ গো মা পেরাণ॥
একে হাতে হক বাজে, অইন্য হাতে গোণ্টা,
তপ করে বগীরথের হুকাইল কোণ্টা,
তবে মা তুই মর্ত্তে আলি কর্ত্তি নরে স্তেরাণ॥
বাজে ধুম্‌কিটিতাক্ ধাকিটিতাক্
ধাধেড়েনাক খুন্না—
কোরে দে কোরে দে মা গো পাপেতে ঘিন্না—
আমচুরি জামচুরি কাঠালচুরি—
আর বাদ্দর মাসে চাষের ক্ষ্যাতে
করৃছি চুরি ধান।
উলু উলু উলু হকলেতে যাই,
টুপ টুপা টুপ ডুব দিয়ে নাই,
পাপের মাথা চাবায়ে খাই কোরে গোঙ্গাচ্ছান॥

১ম স্ত্রী। ও সুধারাম, কোত্তার বাসার ঠিকানাটা কোনে শুধাও না, ঐ না কে এক জন মানুষ দারায়ে রইছে?

সুধা। কারে কি পুচ করি? এ সহর কলৃকত্তা, আমি ছাইলে মানুষ, ছাইলেদরায় দোরে নে যাবে।

১ম স্ত্রী। বাল বাল্দরেরে সাথে কোরে আনৃলা মনসাঠাকৃরাণ।

মনসা। ঠাকুরকন্যা, গোসা কর ক্যান? তুমি না হয় পুছ কর, সুধারাম বিটা মানুষ মুখচোরা।

মাণিক্য। কনৃথে আসৃছো কও তোমরা আপনারা, তত্ত্ব কর কার?

১ম স্ত্রী। আপনি তো দ্যাশী মানুষ দেহি, কইতি পারেন, আমাগোর কোর্ত্তা আহানে কনে বাসা কর্‌ছেন?

মাণিক্য। কেডা তোমাগোর কোর্ত্তা?

১ম স্ত্রী। কোর্ত্তা, জমীদার মশা, নাম কই ক্যাম্‌নে?

মাণিক্য। নাম কবা না তো চিনৃমু ক্যাম্‌নে? এ কি তোমার বাঙ্গাল ত্থাশ? কোলকত্তায় কেডা কারে চিনে?

মনসা। সুধারাম, নামটিনি কও; কও না মুরিঘাটার জমীদার।

মাণিক্য। মুরিঘাটার গাণিক্য। তোমরা তার কে বট?

১ম স্ত্রী। আমি তার বগ্নী, আমরা সব গোঙ্গাচ্ছানে আসৃছি, এই মনসা ঠাকরাণ কর্ত্রীও আসছেন।

মাণিক্য। অ্যা কল্লাম কি, কল্লাম কি, বিটার বোউরে মু ত্থাখালাম, বিটার বোউরে মু ত্থাখালাম; গাণিক্য যে আমার পুত্তি, আমি যে তার পুরাতন পিত্তে মাণিক্যধন মণ্ডল।

মনসা। ও ঠাকুরকন্যা, কল্লাম কি, কল্লাম কি! ঠাকুর সামনে, পাছু ফিরত্তি কও, পাছু ফিরৃত্তি কও।

১ম স্ত্রী। আরে কও কর্ত্রী বৌ, আমি কই ক্যামনে, আমার তো গুরুষ্যা লোক।

মাণিক্য। বধূঠাকুরাণ কি গাণিক্যর বাসায় যাইবেন? তা আমার পাছে পাছে আসেন। উনি আসৃছেন, বরই বল অইছে, গাণিক্য হালার পুত এহেবারে জাহান্নমে যাত্তি বসৃছে, কোলকত্তার যত মাগীরে জুটাইছে, তারা হকলে উয়ারে রাজা বাহাদুর কয়, ও ক্ষ্যাপলো রাজা অইব, রাজা অইব কোরে।

মনসা। অ্যা! ও ঠ্যাকুরকন্যা, ও ঠাকুর অইল কি। কোন্ হাবাত্তির পুতি আমার ছাতিতে বাতের হরা লাগুলো? এমন বাইবাতারির বাই-বাতারের আত্তেও পড়লাম, সহরে আমার মুরাটা চাবায়ে খাইলো।

১ম স্ত্রী। বাই রে, গাণিক্য রে! কোন ডাহিনী তোরে যাদু কল্লে রে! (সকলের রোদন)

মাণিক্য। আস, আস, অ্যাহানে কাদ্‌লে কি অইবে, শাসন কর, শাসন কর। আমার সাথে আস, আস, আমি সন্ধান পাইছি, বিটা অ্যাহন সেই মাগীর গরে আইছে, আজ বোরদিন, সাজগোজ কইরা তামাসা দেখবার জন্যই বার অইবে; আস আস।

[সকলের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য

পাঁচী বাইজীর বাড়ীর সম্মুখ।

দরওয়ান, বরকন্দাজগণ, বাঁশীমোহন,
কীর্ত্তিবাস ইত্যাদি।

বাঁশী। আরে অ ব্রজবাসি, সব বাল কোরে খাড়া হও না, ও জমাদার সাব, বরকন্দাজদের সব ঠিক কোরে লও, শ্রীযুতের আসবার সময় অইছে। কীর্ত্তিবাস খুড়া, আজ অইল কি, এমন দিন আর অবা না!

কীর্ত্তি। আমার গর্ব্বধারিণীরে দৈছ, আমায় প্রসব করছিলেন! জনম আজ সোফল অইল, কীর্ত্তিবাসের বাইগ্যে শ্রীযুত আজ রাজা অইবেন, বাঁশীমোহন রে! (আলিঙ্গন)

বাঁশী। কীর্ত্তিবাস খুড়া রে!

নেপথ্যে ভট্টা। জলের ঝারা দাও, জলের ঝারা দাও, খুঁটি ছাড়, খুঁটি ছাড়।

কীর্ত্তি ও বাঁশী। অইছে, শ্রীযুতের বার অইছে।

(পূর্ণকুম্ভ হস্তে পাঁচী বাইজী, ভট্টাচার্য্য ও
গাণিক্যধনের প্রবেশ)

সকলে। মাহারাজ বাহাদুরের জয় জয়কার।

ভট্টা। বাইজী মাসী, বাইজী মাসী। আপনি আগে সামনে ঘট ধরুন, হুজুরের বেরিয়েই যেন কুম্ভে দৃষ্টি পড়ে।

পূর্ণকুম্ভে পড়ে দৃষ্টি।
রাজা হন তার সাত গুষ্টী॥

হুজুর, দু'বার ডান পা বাড়ান, তিনবার বাঁ পায়ে পেছুন, এই—ঠিক হচ্ছে।

আগিয়ে দিয়ে দক্ষিণ পা।
যমের বাড়ী চ'লে যা॥
নরকেও তার নাইকো ভয়।
হেঁকে ডেকে খনা কয়॥

গাণিক্য। বাইজী, আশীর্ব্বাদ কর ময়না, যেন বালয় বালয় মঙ্গলের হাসি হাসে তোমার কাছে আসি।

পাঁচী। আজ্ঞা বাবু, আপনি আমায় ছেড়ে গেলে আমি কেমন কোরে থাক্‌বো?

গাণিক্য। আরে ছি ছি বাইজী, তুমি অতি ছাইলা মানুষ, যাবার বেলা চক্ষির জল ফেলাইতে আছে?

পাঁচী। আজ্ঞা বাবু, কত দেরী হবে?

গাণিক্য। বিলম্ব কি, এই জাইমু একবার উলসন হোটেল, কেমন বাতি দেছে দেখমু, নিকটেই চৈরঙ্গী, সাববাড়ী যাইমু, সোনন্দো আন্‌মু, তোমার অঞ্চলের দন গাণিক্য সত্য সত্যই রাজা অয়ে তোমারে আয়ো ভুমিষ্ট অয়ে প্রণাম করবা।

পাঁচী। আজ্ঞা বাবু! আমি উলসিনীর বাগী দেখতে যাব, আমায় ছঙ্গে নিয়ে যাবে না? অ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ—(ক্রন্দন)

গাণিক্য। না ময়না, তোমারে সাথে লয়ে সেথা কি বাতি আছে, আমার বে-আবরু হব না? তুমি আমার ছাইলা মানুষ, সেথা সব সাব মেমের হল্লা, গোর গারীর ভির, শ্যাব রাজা অইতে যাইয়ে তোমায় হারাইমু।

পাঁচী। অ্যাঁ অ্যাঁ, আমায় নিয়ে যাবে না? অ্যাঁ। আমি বুঝি পুতু কিন্‌বো না, খেলা কর্‌বো না—

ভট্টা। পুতুল নিয়ে খেলা করে—

গাণিক্য। আরে চুপ দাও বট্টাচার্য্য, তোমার খোন' রাখ, একে তো ছাইলামানুষ আবদার লইছে, কোতো কোরে বুজ পারাইছি, তুমি আবার শাস্ত্র নাচাইতে আরম্ভ কর্‌ছো।

বাঁশী। বট্টাচার্য্য এক কোলকত্তার বাঙ্গাল, ব্যাকুব।

কীর্ত্তি। গাধা, বান্দর।

গাণিক্য। কীর্ত্তিবাস খুড়া, তুমি হালা রা না কৈরে রতি পার না? ব্রাহ্মণেরে বান্দর কইলে গব'ভ্রাব!

পাঁচী। আজ্ঞা বাবু, আমায় খেলনা কিনে দেবে না? তবে আমি কাঁদ্‌বো।

গাণিক্য। না ময়না, কাঁদিস্ না, আমি আপন হাতে তোমার জন্য বালো বালো খেলনা আন্‌বো,

চুরী আন্‌বো, ঝুমঝুমা আনবো, চিত্রকরা টীনের গারী আনবো, তুমি রশী বাধে বারান্দায় টানি বারাইবে, হাঃ হাঃ হাঃ। বট্টাচার্য্য, বাশীমোহন, বাইজী আমার পাগল মায়ে, কও কি কীর্ত্তিবাস খুরা, এমন ছাইলা মানুষ ছাখছো?

কীর্ত্তি। উজুর, আমি তো দেহি নাই। আপনার গব্বের কন্যা হুন্দরী ঠাক্‌রাণ অপিক্ষাও আবদারে ছাইলে।

গাণিক্য। এই এতক্ষণে কীর্ত্তিবাস খুরা একটা কথার মত কথা কইলা। হালা দেহ তো, এমন কথা কও, আমি সন্তোষ আছি, এইবার বাইজী আশীর্ব্বাদ কর, আমি যাত্রা করি।

পাঁচী। হুঁ হুঁ হুঁ, আমায় নে গেলা না, হুঁ হু হুঁ আমি একটা কাটের ঘোড়া কিনবো, একটা ঘন্টা কিনবো, একটা মুখোস্ কিনে মুখে দিয়ে হাউম কোরে তোমাকে ভয় দেখাব।

ভট্টা। আহা, অমৃতং বালভাষিতং—কি মধুর।
কচি খুকি নেকি নেকি কথাগুলি কয়।
কানে শোনে ভাগ্যি মানে অমনি রাজা হয়॥

পাঁচী। অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ, আমায় ভুয়ে রেখে গেলু না, তবে ততক্ষণ তোমার ঐ গলার মুক্তোর মালা দাও, আমি খেলা কোরে ভুয়ে থাক্‌বো।

গাণিক্য। ওরে, মুক্তোর মালার জন্যই এত আবদার, তা মন্না বলনি, এই লও, এই লও।

সকলে। কন্তাই তো দিবেন, কন্তাই তো দিবেন।

ভট্টা। হাঁ, দিন, দিন পরিয়ে দিন—
গলায় দোলায় কণ্ঠহার—

নেপথ্যে স্ত্রীলোকগণ। ঝারু মার, ঝাড়ু মার, ঝাড়ু মার।

গাণিক্য। কেডা আসে হল্লা কোরে?

(মাণিক্যধন, মনসাঠাকুরুণ প্রভৃতির প্রবেশ)

মাণিক্য। আস পুত্তির বৌ আস, এই ছাহ হালার নাতী, সেই বুরী মাগীর সাথে কণ্ঠী বদল করছে।

গাণিক্য। কও কোর্ত্তা বাবা, আমি শুব যাত্রা করছি, এহনি রাজা অইব, তুমি কি গোল বাধাইতে আলে? এরা সব কারা?

মাণিক্য। তোর শাসনকর্ত্রী মনসা ঠক্‌রাণ স্বয়ং গঙ্গাচ্ছানে আসুছেন; ই আর জন্মদাতা পিতে নয় যে, খাত্তি না দিয়ে থ্যাদাইয়ে দিবি, বিয়ে করা মাগু, ঝাড়ু মারবে আর কানে পাক দিয়ে গুরাইবে।

[প্রস্থান।

গাণিক্য। মনসা ঠাকুরাণ। গঙ্গাচ্ছানে আইছো, ছান করি যাও, সরকের উপর কি ঢলাঢলি করবার আসৃছো; আমি অ্যাহন রাজা অইবারে যাত্রা করছি।

মনসা। বাইবাতারীর বাই, কোল্‌কত্তায় আসে আমারে রারী করছো, আমার মাথা কচ্‌মচায়ে চাবায়ে খাইছো, ছাশে চল, পোরারমু বান্দর, তোমায় না ক্যাওরাতোজায় বোরই কাঠের আঙ্গরায় পোরাইমু, তোমায় দাহ কইরা আমার আত্তের হক ঘুচাইমু।

গাণিক্য। ছাহ মনসা ঠাকুরাণ, আমার রাগ চরাইও না। আমার অ্যাহন রাজার মত ম্যাজাজ অইছে, অ্যাহনি বরকন্দাজেরে কোয়ে তোমায় না ফাসী চারাইতে পারি।

মনসা। বিটাখাগীর বিটা, সহরে আসে সিপুই অইছ? মাগুরে ফাসী লাগাইবা, কসবীরে পূজা করবা—ছাহ তো কেডা কারে ফাসী লাগায়।

(গাণিক্যধনের গলায় গামছা বন্ধন)

ভট্টা। ভার্য্যা খাণ্ডার ভর্ত্তা লম্পট,
ভট্টাচার্য্য মারে চম্পট।
খনার বচন আছে রচা,
আপন আপন বাঁচা চাচা॥

[ভট্টাচার্য্য, বাঁশীমোহন, কীর্ত্তিবাস ও পাঁচী বাইজীর প্রস্থান।

গাণিক্য। ওরে পালাস ক্যান্; ও বাশীমোহন, ও হালার পুত কীর্ত্তিবাস খুরা, ও বাইজী। আমায় বিপদে ফেলে হকলে পলাইছ?

মনসা।— (গীত)

পোরারমুয়ে নারার আগুন বুহিন-মাগুর বাই।
চল তো চল্ হালার পুত ছাশে লয়ে যাই॥
জলাবুয়ে রাখমু গাবে, বিছাই দিমু ঝাড়ু মারে,
তোর কাচা মাথা কচমচায়ে চাবায়ে না খাই॥

স্ত্রীলোকগণ।—

আতুর গায়ে দেদার ঝাড়ু দুর দুর দুর দুর।
আগুরির পুত বাদীর বিটা রাজা-বাহাদুর॥

মনসা।—

মাগুরে ছারি মাগীর বারী আইছ হালার পুতি,
তোর বুকের ছাতি করমু গুরা
মারে মায়ে লাথী,

কসুবী-গরে আইসে বান্দর,
জর হইবে গব'চন্দর,
তোর অন্দরেতে হুন্দর মাগু
যাবা না তার ঠাঁই ॥

স্ত্রীলোকগণ।—
ব্যালেল্লা নোচ্ছার পাজী মুয়ে আকার ছাই।
আতুর গরে জবণ মুয়ে দ্যাম্নি কেনে দাই ॥

[সকলের প্রস্থান।

—

(পটপরিবর্ত্তন)

উজ্জ্বল দৃশ্য

ফ্যান্সী পোষাকে সাহেব-বিবিগণ।

(গীত)

"GALA CITY BALLAND"
Blooming fresh,
In fancy dress.
Sing and dance,
Jump and prance,
Jolly-Johnny polly molly Jemmima,
Tarara, Tarara, la la la la la la la ;
Queen of Beauty,
This Gala City,
Dirty—no no—pretty Municipality—
O ; O ! O ; O ; Quite first rate ;—
Its Bloody Code,
Its Floody Road,
Grimy Gas.
Dreamy Cash,
Scanty water
Tax every quarter,
Blessed—blessed Sewage scent,
Blessed nineteen-half per cent,
To-day gay day forget all,
Toldi Toldi Toldi rol ;
A Heaven we shall make of Hell.
Merrily merrily rings the bell,
Ding Dong Ding Ding Ding Dong Dong ;
Hurra ! Hurra !
Be of cheer—
CHRISTMAS COMES BUT ONCE A YEAR.

—

যবনিকা-পতন

বিমাতা বা বিজয়-বসন্ত

—:•:—

অমৃতলাল বসু প্রণীত

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

জয়সেন	...	জয়পুরের রাজা।
বিজয় বসন্ত	...	রাজকুমারদ্বয়।
দুর্ব্বুদ্ধি	...	রাজশ্যালক।
সুমন্ত্র	...	রাজমন্ত্রী।
বলবন্ত বর্ম্মা	...	শস্ত্রশিক্ষক।
ভবদেব শর্ম্মা	...	শাস্ত্রশিক্ষক।
বটুকচাঁদ	...	দুর্ব্বুদ্ধির মোসাহেব।
শীতলরায় দর্শনলাল	...	জয়পুরের অধীন তালুকদার।
ব্রহ্মচারী	...	
ভারদ্বাজ	...	ঋষি।
কিষণলাল বিষণলাল	...	রাজবাটীর জমাদার।

কঞ্চুকী, সভাসদ্‌গণ, প্রহরিগণ, কোতোয়াল, জল্লাদ, বন্দী, পারিষদ্‌গণ, ভগ্নৈস্তম্ভব, কাঠুরিয়াদ্বয়, মুনি ও মুনিবালকগণ।

স্ত্রীগণ

দুর্জ্জয়ময়ী	...	জয়সেনের দ্বিতীয় পক্ষের রাণী।
শান্তা	...	বিজয়-বসন্তের পালনকর্ত্রী ধাত্রী।
ফুলতা	...	ছোটরাণীর প্রিয় পরিচারিকা।
যমুনা	...	পরিচারিকা।

মুনিপত্নী ও মুনিকন্যা।

বিমাতা বা বিজয়-বসন্ত

—:*:—

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

অলিন্দ।

বিষণলাল ও কিষণলাল।

বিষণ। না হয় জনখেটে খাব, ভিক্ষা কোরে খাব, না খেয়ে ম'রে যাব, তবু এ রাজবাড়ীর চাকরী কর্‌বো না, বনে গিয়ে গাছতলায় থাকবো, এ রাজ্যে বাস কর্‌বো না।

কিষণ। হয়েছে কি?

বিষণ। এ পাপরাজ্যে মানুষে থাকে? যার গায়ে মানুষের চামড়া আছে, সে এ রাজবাড়ীতে চাকরী করে? আমায় যে যা বলুক, আমি কখনও থাক্‌বো না, আজি চ'লে যাব।

কিষণ। ব্যাপারটা হয়েছে কি, খুলে বলে না, খালি আপনা-আপনি রেগে ব'কে মরে।

বিষণ। লাথি—আমায় লাথি—রাজবাড়ীর চাকরী করি ব'লে আমাদের বাইরে পাঁচ জনে মান্য কোরে থাকে, রাজার বাড়ী চাকরী করা তো ইজ্জতের জন্যে, সেই ইজ্জতই যদি গেল তো চাকরীতে দরকার?—এত বড় তেজ—কথায় কথায় পা উঠান—লাথি।

কিষণ। কি লাথি, কে সে, কে মা'র্‌লে?

বিষণ। আর কে, অত তেজ আর কার, যারে খেটে খেতে হয় না, মেগের ভাই নন্দদাস।

কিষণ। কি নূতন শালা ছুন্দুদ্ধ; হ্যাঁ, তা সে পারে বটে, তা এত দেশ থাক্‌তে থামকা থামকা তোমার ওপর এত চোট হ'লো কেন?

বিষণ। আর কেন, তার গুষ্টীর পিণ্ডি চট্‌কাইনি ব'লে, নরকের আগোড় ঠেলাঠেলি কচ্ছে, আমি তার সঙ্গে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়িনি ব'লে, আমি ছাপোষা মানুষ, ছেলে-পুলে নিয়ে ঘর করি, আমায় বলে কি না—গয়াপ্রসাদের গাঁয়ে আগুন ধরিয়ে দিতে—একবার আক্কেলটা দেখ দেখি।

কিষণ। সে কি! সে কি! গয়াপ্রসাদ সিংএর গাঁয়ে আগুন। অতি ভদ্রলোক তিনি, তাঁর সর্ব্বনাশ করা কেন?

বিষণ। আর কেন, দিন নাই, দুপুর নাই, হরঘড়ী তাঁর কাছে গিয়ে দু'হাজার দাও, পাঁচ হাজার দাও, কত তিনি যোগান দেন বল। ইয়ারকির টাকা জুট্‌লো না ব'লে দে তাঁর গাঁ জ্বালিয়ে; নরকের নরকে কাণ্ডে যোগ দিতে যাইনি, তাই আমাকে একেবারে জুতাশুদ্ধ লাথি; আর মায়া-দয়ায় কাজ নাই, রাজার মুখ চাওয়া ঢের হয়েছে, রাজবাড়ীর পোষাক পরা এই পর্য্যন্ত, আমি চল্লুম, লাথি খেয়ে যে থাক্‌তে হয়, সে থাক্‌বে।

কিষণ। তা কি জান বিষণলাল, রাজা রাজ-কার্য্য ছেড়ে অন্তঃপুরে ডেরা নিলেন, এ দিকে শালা বোনের জোরে যা ইচ্ছে তাই কচ্ছে, এখন তো হলেই ঐ সব।

বিষণ। উৎসন্ন গেল—সব উৎসন্ন গেল, কিষণলাল, সর্ব্বনাশ হ'ল!

কিষণ। চুপ চুপ—আস্তে আস্তে।

বিষণ। কিসের আস্তে আস্তে, চাকরীর মায়া তো ত্যাগ করেছি, আমি কারুকে ভয় কোরে বল্‌ছি নি; যে ছোট রাণীর চর থাকে, শুনুক না কেন, তিনি নিজেই শুনুন না কেন, ভয়ে গুজু গুজু কোরে ক্রমে যত দূর বাড়বার বেড়ে উঠছে, রাজপুরে রাক্ষসী ঢুকেছে, ডাকিনী এসে রাজার কাঁধে চেপেছে, সিংহাসনের উপর দে শিয়াল দৌড়চ্ছে, চাঁদোয়ায় চামচিকে ঝুল্‌ছে, ছাতার উপর পেঁচা ডাকছে, খালি ছোটরাণী আর তাঁর নরকে ভাই দুন্দুদ্ধর লাফালাফি পড়েছে, আর সবার মুখ অন্ধকার, সবার চোখে জল, মন্ত্রী মহাশয়ের মুখের দিকে আর চাওয়া যায় না।

কিষণ। কি জান ভাই, এখন কারও মুখের দিকে চেয়ে কাজ নাই, যে যার আপনার মুখের দিকে চাও; সিংহাসনের উপর দিয়ে শিয়াল ছুটছে বলছ—আজ চারপেয়ে শিয়াল, কাল না হয় দুপেয়ে শিয়াল দুর্ব্বুদ্ধি বসবে। শালাই যদি সিংহাসনে বস্‌লো ত আমরা শালারাই বা ফাঁকি পড়ি কেন? জুচ্চুরিও নয়, নেমকহারামীও নয়, মহারাজ সখ কোরে সিংহাসন ছেড়ে দিলেন, দু'দিন দেখ না, কার বরাতে কি আছে, বলা যায় কি, কি জানি, তোমায় আমায় যদি শ্বেত হস্তী শুঁড়ে কোরে সিংহাসনে বসিয়ে দেয়।

বিষণ। কিষণলাল, তুমি থাম, ঠাট্টাতামাসা এ সময় ভাল লাগে না, ছারখার গেল, ও কে আসে।

(শীতল রায়ের প্রবেশ)

শীতল। আজ যা হয়, একটা নিষ্পত্তি কোরে তবে যাব।

কিষণ। কে মহাশয় আপনি?

শীতল। চম্পাবনের তালুকদার, নাম শীতল রাও, রাজসাক্ষাৎ কর্‌বো, বিশেষ প্রয়োজন।

বিষণ। অপেক্ষা করুন, মন্ত্রী মহাশয় এখনি আসবেন, মহারাজ এখন দরবারে নাই।

শীতল। আচ্ছা, এখন না হয় অপরাহ্ণে, অপরাহ্ণে না হয় কা'ল কা'ল না হয় পরশু—যত দিন না রাজ-সাক্ষাৎ পাই, তত দিন এই দেউড়িতে প'ড়ে থাকবো, একটা নিষ্পত্তি না কোরে আমি যাচ্ছি না।

বিষণ। কি মহাশয়, কি হয়েছে?

শীতল। জয়পুর রাজসংসারে যা কখন হয় নাই, তাই হয়েছে, আর কি হবে; অত্যাচার—অত্যাচার—অত্যাচার, মূর্খ আধুনিক লম্পট পাষণ্ডদিগের অত্যাচার।

(সুমন্ত্রের প্রবেশ)

সুমন্ত্র। এ কি, এ কি, শীতল রায় মহাশয় যে, আসতে আজ্ঞা হয়, আসতে আজ্ঞা হয়।

শীতল। মন্ত্রী মহাশয়, প্রণাম, মহারাজ কোথায়, আমায় রাজ-সাক্ষাৎ করিয়ে দিন।

সুমন্ত্র। আজ্ঞা, মহারাজের শরীর অসুস্থ, তিনি অন্তঃপুরে আছেন।

শীতল। অন্তঃপুরে আছেন, প্রজারক্ষণের ভার কার উপর দিয়েছেন? প্রজাপীড়নের ভার তো শ্যালককুলকলঙ্ক দুরাত্মা দুর্ব্বুদ্ধির উপর পড়েছে, দেখতে পাচ্ছি।

সুমন্ত্র। মহাশয়, স্থির হন, স্থির হন। কি হয়েছে শুনছি। (ভৃত্যদের প্রতি) তোমরা ভিতরে যাও।

কিষণ। শুনছ, মামুজী আবার কি কারখানা ক'রে বসেছে।

বিষণ। সর্ব্বনাশ কর্‌লে, সর্ব্বনাশ কর্‌লে!

[উভয়ের প্রস্থান।

শীতল। মন্ত্রী মহাশয়, মহারাজ কবে দরবারে আসবেন? তাঁর সাক্ষাৎ আমার বিশেষ প্রয়োজন।

সুমন্ত্র। তা তো—তা তো ঠিক এখন বল্‌তে পাচ্ছিনি, শরীর অসুস্থ, মহারাজ এখন প্রায়ই অন্তঃপুরে অর্থাৎ তিনি এখন আর দরবারে বড় বসেন না।

শীতল। তবে কি মহারাজ আজকাল সর্ব্বদা অন্তঃপুরেই থাকেন, তবে আর এ সব অত্যাচার হবে না কেন?

সুমন্ত্র। তা নয়, তা নয়, অসুস্থ—অসুস্থ, চিত্তবিকার; তা আপনি এখন আসুন, বিশ্রামাদি কর্‌বেন। কি আবেদন, আমায় বলুন দেখি আমি কিছু কর্‌তে পারি কি না।

শীতল। বুঝেছি, আর বিশ্রামও কর্ত্তে হবে না—আবেদনও শুনতে হবে না, কারাধ্যক্ষকে ডাকুন, আমায় বন্দী করুন।

সুমন্ত্র। সে কি, সে কি, মহাশয় কি বলেন?

শীতল। দু'দিন বাদে তো সেই পদাতিক পাঠিয়ে বেঁধে আনবেন, তা আর অপমানটা কেন, আপনিই এসেছি।

সুমন্ত্র। মহাশয়, ও কি কথা বলেন, আপনি মহারাজের এক জন সম্ভ্রান্ত তালুকদার।

শীতল। আর সম্ভ্রান্ত তালুকদার, রাজার রাজস্ব না দিতে পারলে তো আর তালুকদারের সম্মান নাই, আগামী চৈত্র-পূর্ণিমায় রাজস্ব দাখিল কর্‌বার দিন, একটি কপর্দ্দকও আদায় নাই, রাজশ্যালক দুর্ব্বুদ্ধির প্ররোচনায় প্রজারা সব বিদ্রোহী হয়েছে।

সুমন্ত্র। বটে বটে, তা আমি ছোটরাণীমা'র কাছে সংবাদ—না না—মহারাজকে নিবেদন কোরে, না হয় আমি নিজেই এর একটা বিহিত করছি, দুর্ব্বুদ্ধি অল্প বয়সে কিছু অস্থিরচিত্ত, তা আপনি চিন্তিত হবেন না, আজ বিশ্রাম করুন,

রাজবাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করুন, কা'ল প্রাতে সরকার হ'তে এক জন তহশীলদার আর জনকতক পদাতিক আমি পাঠিয়ে দিব, সব ঠিক হয়ে যাবে। কে আছে ওখানে?

(কিষণলালের প্রবেশ)

কিষণ। আজ্ঞা করুন।

সুমন্ত্র। তুমি রায় সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে লাল কুঠীতে যাও, চৌবেজীকে বলো, ইনি এক জন প্রধান তালুকদার, আজ রাজবাটীর অতিথি। মহাশয়, এর সঙ্গে গমন করুন।

শীতল। আচ্ছা মহাশয়, দেখুন যা ভাল হয়, প্রণাম।

[কিষণ ও শীতল রায়ের প্রস্থান।

সুমন্ত্র। হা অদৃষ্ট! হা অদৃষ্ট! এই বৃদ্ধ-বয়সে কত মিথ্যা কথাই বল্‌তে হচ্ছে! নবীনা কামিনীর কমনীয় কান্তিতে ও মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হয়ে মহারাজ দিবানিশি অন্তঃপুরে বিলাসভবনে বিরাজমান, প্রজাগণ রাজ-দর্শনের জন্য সতত লালায়িত। চিরদিন তারা সভা-সমারোহে জয়ধ্বনি করেছে, সাক্ষাতে সিংহাসনের পদতলে আপনাদের দুঃখের আবেদন প্রদান করেছে, আজ বিপরীত ব্যভারে তাই তারা অসন্তুষ্ট। অসুস্থ অসুস্থ ব'লে আর কত দিন তাদের আমি মিথ্যা প্রবোধ দিব? হা পুরোহিত মহাশয়, তুমি কি সর্ব্বনাশ করলে। মহারাজের এ বয়সে কোনমতেই দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহের ইচ্ছা ছিল না, দক্ষিণালোভী যাজক ব্রাহ্মণ কেন এ অনর্থ ঘটালে! সোনার সংসারে গরলের বাতী জেলে দিলে। আহা, রাজকুমারদ্বয়—

(শান্তার প্রবেশ)

কি শান্তা, তুমি এখন এখানে যে!

শান্তা। মন্ত্রী মহাশয়, মহারাজ কোথায়, অন্তঃপুরে? উপায় বলুন, বিজয়-বসন্তকে তো আমি আর কোনমতে স্থির রাখতে পারিনি, তারা রাজবাড়ীতে আসবার জন্যে, মহারাজকে দেখবার জন্যে অধৈর্য্য হয়েছে।

সুমন্ত্র। শান্তা, তুমি কি না জান, এর উপায় আমি তোমায় কি বলবো, কুমারেরা তোমায় জননীর ন্যায় দেখেন, তোমার কথার অবাধ্য তাঁরা কখনও নন, দিন দিন যেরূপ ব্যাপার গুরুতর দেখছি, মহারাজের চিত্ত যেরূপ ক্রমশঃ কুটিলজালে আবদ্ধ হচ্ছে, তাতে আমার পরামর্শে কুমারদ্বয়ের রাজবাটীতে প্রবেশ না কোরে শিক্ষা-ভবনে থাকাই মঙ্গল।

শান্তা। সে কি মন্ত্রী মহাশয়, তবে কি বাছারা আমার একেবারে পর হয়ে গেল? তাদের রাজ্য, তাদের ঐশ্বর্য্য, তাদের ঘর এক জন পরের মেয়ে এসে দখল করলে! ছেলে হয়ে বাপকে দেখতে পাবে না, বাপের কাছে থাকতে পাবে না, শত্রুর মুখে ছাই দে বিজয় আমার ক্রমে বড় হয়ে উঠলো, জ্ঞান হচ্ছে, একটু একটু সব বুঝতে পাচ্ছে, সে কি মনে করে, বলুন দেখি? আর বসন আমার দুধের বাছা, তার এখন কত আবদার, মা নেই, বাপ ত্যাগ করলে; তার সেই আদরের আবদার এখন আর কার কাছে করবে?

সুমন্ত্র। জগদীশ্বরের হাত—শান্তা, জগদীশ্বরের হাত, মঙ্গলময় মহারাজের সুমতি না দিলে কোন উপায়ই নাই। বৃদ্ধবয়সে এই ইন্দ্রিয়লালসার পরিণাম, আমি কেবল বিপুল বিপদেরই সমাবেশ দেখছি।

(কিষণলালের প্রবেশ)

কিষণ। মন্ত্রী মহাশয়, আপনাকে একবার কষ্ট ক'রে শীগগীর আস্‌তে হবে।

সুমন্ত্র। কেন, কোথায়, কি হয়েছে?

কিষণ। দুর্ব্বুদ্ধি মহাশয়—

শান্তা। ছোটরাণীর ভাই?

সুমন্ত্র। হাঁ, পাপের উপর পাপ; আবার সে, করেছে কি?

কিষণ। রাধাবল্লভজীর বাড়ী গিয়ে তিনি মহা উৎপাত কচ্ছেন, ভাণ্ডারী, পূজারী, টহলদার সকলকে মারতে যাচ্ছেন, ভাণ্ডারের চাবী কেড়ে নিয়েছেন, বল্‌ছেন, অতিথিসেবা বন্ধ, মুষ্টি-ভিক্ষা বন্ধ; বলেন, এ সব বাজে খরচ, এই কোরে রাজ্য ছারখার গেল, কাঙ্গালীরা মহা হল্লা করছে, তিনি ছাদের উপর থেকে সকলকে পাথর ছুড়ে মারছেন।

সুমন্ত্র। অনেক দিন এ সংসারে আছি, পুরুষানুক্রমে এ রাজ্যের অন্নে প্রতিপালিত, মহারাজ জয়সেনের চরিত্র মূলে অতি মহৎ, নইলে এত দিন তীর্থবাস কর্ত্তেম—তীর্থবাস কর্ত্তেম।

কিষণ। দাসের প্রতি কি আজ্ঞা মন্ত্রিবর?

সুমন্ত্র। চল; দেখি যে রাধাবল্লভজী কি করেন।

শান্তা। মন্ত্রী মহাশয়, আমি এখন করি কি?

সুমন্ত্র। ভগবান্‌কে ডাক শান্তা, বিপদ্‌ভঞ্জন মধুসূদনকে ডাক।

[মন্ত্রী ও কিরণলালের প্রস্থান।

শান্তা। দয়াময় হরি, এখন আমি কি করি; বড়রাণী মৃত্যুশয্যায় কুমার দুইটিকে আমার হাতে হাতে সঁপে দিয়ে গেছেন। আহা! বাছারা আমার মুখের দিকেই চেয়ে থাকে, মায়ের কোল পেলে না, কোথা থেকে সর্ব্বনাশী ডাকিনী এসে বাপের কোল থেকে বাছাদের বঞ্চিত করলে! আমি কত আর ভুলিয়ে রাখবো, কি কোরে ভুলাব?

(রাজার প্রবেশ)

রাজা। কি চাই, কি চাই, কে জানে প্রাণ কি চায় সকলই তো আছে, অথচ যেন কি নাই— কি নাই! রাজকার্য্য রাজকার্য্য কোরে মন্ত্রী সকলই বিরক্ত করেন, কেন, এত কাল তো আমি স্বয়ং সমস্ত কাজ দেখলেম, এখন কোন প্রকারে কি মন্ত্রী কার্য্য চালাতে পারেন না? না হয়, আমি কিছু দিন আরাম কল্লেম। আরাম—আরাম! প্রিয়তমার সুকোমল হৃদয়ই আমার আরামের স্থান, সেই মোহিনীর মাধুরী দিবানিশি দেখছি, তবু কেন পিপাসা মেটে না? যে আরাম চাই, সে আরাম কেন পাই না? কি, বয়েস হয়েছে ব'লে এতই কি বৃদ্ধ হয়েছি যে, প্রাণে আমার প্রিয়তমার প্রণয় উপভোগের ক্ষমতা নাই?

শান্তা। ও কে ও, মহারাজ না, তাই তো, মহারাজ!

রাজা। কি আজ্ঞা প্রাণেশ্বরি!

শান্তা। মহারাজ, আমি শান্তা।

রাজা। আঁ্যা, প্রিয়তমে, না না—কে ও, আঁ্যা, শান্তা—শান্তা, তুমি এখানে—শান্তা, তুমি এখানে?

শান্তা। কেন মহারাজ, আমারও কি এ পুরীতে আসতে মানা আছে?

রাজা। না না, তা নয়, তবে তুমি কুমারদের ছেড়ে এসেছ, তাই—তাই বলছি।

শান্তা। মহারাজ, দাসীর অপরাধ নেবেন না, কুমারদের কথা কি আপনার এখনও স্মরণ আছে?

রাজা। সে কি—সে কি, স্মরণ থাকবে না কেন? তারা বেশ ভাল আছে তো, লেখাপড়া শিখছে তো, মাসিক বৃত্তি যা ধার্য্য কোরে দিয়েছি, নিয়মিত পাচ্ছে তো?

শান্তা। আজ্ঞা হাঁ্যা, রাজসংসারে আর পাঁচ জনেরা যেমন খেতে পরতে পায়, কুমারেরাও তেমনি খেতে পরতে পাচ্ছে বটে, কিন্তু রাজার ছেলে হয়ে তারা রাজবাটীতে আসতে পায় না, বাপ থাকতে তারা বাপকে দেখতে পায় না, মাতৃহীন বিগ্রহ-বসন আমার বাপেরও পর হয়ে রয়েছে।

রাজা। না—না, পর কেন শান্তা, তবে কি জান, এখানে দেখে শুনে কে; ছোটরাণী ছেলেমানুষ, আর আমার এই বৃদ্ধকাল—না না—তা না, তবে কি না, অনেক পরিশ্রম করেছি, এখন একটু আরাম চাই—আরাম চাই; তা তুমি এখন যাও, আমায় আবার অন্তঃপুরে যেতে হবে, এতক্ষণ বোধ হয়, ছোট রাণীর স্নানাদি হয়ে গেছে।

শান্তা। মহারাজ! কুমারদের শুভাশুভ দুটো কথা শোনবার কি আপনার সময় নাই?

রাজা। আছে বই কি—আছে বই কি, এই তো সব শুনলেম, কি জান শান্তা, আমি না কাছে থাকলে ছোটরাণীর ভাল কোরে খাওয়া দাওয়াটা হয় না, এখানে তাঁর মা নাই, বাপ নাই, আমি না দেখলে কে দেখবে বল, তুমি তো সব বোঝ শান্তা।

(একান্তে দুর্লতার প্রবেশ)

দুর্লতা। কোথায় গেল রাজা, বুড়োমড়া নড়েচড়ে আবার হট্ হট্ কোরে বাইরে আসে কেন? ও মা, ঐ না, কার সঙ্গে কথা কচ্ছে, শান্তা আবাগী না, কি ফুসুর ফুসুর কথা হচ্ছে, রও তো, একটু আড়াল থেকে শুনি।

(অন্তরালে অবস্থান)

রাজা। তা শান্তা, তুমি দাঁড়িয়ে কেন আর, যাও, কি জান, এতক্ষণে তাঁর স্নানাদি হয়েছে, জলটল না খেলে আবার হয় তো অসুখ করবে, আমি যাই।

শান্তা। যাবেন মহারাজ, কিন্তু এক দিন বড়মা'র বড় আদরের দাসী ছিলুম, আপনিও স্নেহ কর্ত্তেন; আপনার ছেলেদের কোলে কোরে মানুষ করেছি, এখন তারা শান্তাদিদি বই আর জানে না, সেই জোরে জিজ্ঞাসা করি যে, ছোট রাণীর জল খেতে একটু বিলম্ব হবে ব'লে আপনি এত ভাবিত হচ্ছেন, এক তিল না দেখে আকুল হচ্ছেন, আর আপনার নিজের ছেলেদের, বংশের

দুলালদের, বড়মা'র শেষ চিহ্নদের দেখবার জন্যে মনে কি একটুমাত্র ইচ্ছা হয় না? আহা! তাদের রূপ দেখলে চোখ ভুলে যায়, কথা শুনলে কানে সুধা ঢেলে দেয়, কোলে নিলে বুক জুড়িয়ে যায়, মহারাজ, কোন্ প্রাণে সেই ননীর পুতুল ছেলেদের ভুলে আছেন?

রাজা। তাই তো—তাই তো, কি করি, কত দিন দেখবো দেখবো মনে করি, কিন্তু অবসর পাই না, আমার প্রাণের ভিতর কি হয়েছে, শান্তা, আমি বুঝতে পারিনি; তা আজ তুমি যাও, এর পর আর এক দিন এস, যা হয় বিবেচনা করবো, আজ আমার মন স্থির নাই, অনেকক্ষণ দেখিনি—অনেকক্ষণ দেখিনি—ওহো প্রাণেশ্বরি—কি মাধুরী!

শান্তা। না মহারাজ, যখন আপনার সাক্ষাৎ পেয়েছি—কখনও ছাড়ব না, আমি এখনই বিজয়-বসন্তকে এনে আপনার কোলে দিই, এক দিন বিজয় যে সিংহাসনে বসবে, তাকে সেই সিংহাসন দেখান; বসন্ত আমার দুধের বাছা, বাপের কোলে যাবার জন্য সে চোখের জল ফেলে কাঁদতে থাকে, একবার কোলে নিয়ে তাকে আদর করুন।

দুর্লতা। আ মর্ মাগী, বড় বাড়াবাড়ি দেখতে পাই যে, আদর করাচ্ছি এই।

শান্তা। আজ্ঞা করুন মহারাজ, আমি বাছাদের আনি।

রাজা। না না শান্তা, না না, আজ না—এখানে না, কি জান—কি জান, এখানে ও সব গোলযোগে কাজ নাই। হৃদয়েশ্বরী—আমার এই ছোটরাণী নিজে অতি ভাল লোক, তাঁর প্রাণ প্রেমে, এই স্নেহে ভরা, তবে কি—পাঁচ জন পাঁচ রকম আছে, ছেলেপুলের হাঙ্গাম কাজ কি—কাজ কি?

দুর্লতা। বুড়ো মড়া, পাঁচ জন বুঝি দুর্লতা, আ মর্—আমি তোর শয্যে কবে আগুন দিয়েছি?

রাজা। বুঝলে শান্তা, বুঝলে?

শান্তা। সব বুঝেছি, মহারাজ, সব বুঝেছি, আর আমি এখানে তাদের আনবার কথা বলবো না; কিন্তু দাসীর একটি কথা রাখুন, এই আপনার পায়ে লুটিয়ে পড়ছি, একটি ভিক্ষা দিন, একবার আপনি নিজে শিক্ষাবাড়ীতে গিয়ে বাছাদের দেখা দিয়ে আসুন, বিজয়ের জ্ঞান হয়েছে, বুদ্ধি হয়েছে, সে মনের দুঃখ চেপে রাখতে শিখেছে; কিন্তু বসন্তের কান্না যে আমি কোনমতে থামাতে পারি নি; সে 'বাবা বাবা' কোরে কেঁদে আকুল হয়; আমি আপনার পায়ে ধ'রে কাঁদছি, একবার চলুন, একবার তাদের কোলে নিয়ে দুটো মিষ্টিকথা ব'লে ভুলিয়ে আসুন।

রাজা। একবার—একবার যাওয়া, শিক্ষাবাড়ী—এখান থেকে অত দূর যাওয়া আসা? সেখানে দুটো কথাও কইতে হবে, কত দেরি হবে? উঃ, বিস্তর বিলম্ব হবে, ততক্ষণ প্রেয়সী আমার একলা থাকবে। আহা! বালিকা—বালিকা অতি কোমলা। না শান্তা, আমি যেতে পারবো না, তুমি যেমন কোরে হয়, তাদের ভুলিয়ে বলো—আমার শরীর অসুস্থ।

শান্তা। এ কথা শুনলে মহারাজ, তারা আরও ব্যাকুল হবে, মানা মানবে না, জোর কোরে ছুটে আপনাকে দেখতে আসবে।

রাজা। তবে কি হবে শান্তা, উপায় বল। এ বয়সে আমার সেবা-যত্ন করবার প্রিয়তমা বই আর কেউ নেই, আমি কেমন কোরে তারে তাচ্ছল্য করি?

শান্তা। আপনি কি সেই মহারাজ জয়সেন? কুহকিনীর কি কুহক! প্রভু, আজ দু' বৎসর যে বিজয়-বসন্তের মুখ দেখেন নি, তারা না আপনার নয়নের মণি? দু' বৎসর আজ সেই মণি দুটি নয়নের অন্তরালে, কি কোরে আপনি প্রাণ ধ'রে আছেন? কি কোরে দেখতে যাব না বলছেন? দু'বৎসর পরে এক দিন এক দণ্ডের জন্যে আপনার সন্তানদের দেখতে গেলে কি কাকে অবহেলা করা হয়? আশ্চর্য্য তাঁর অভিমান, আশ্চর্য্য তাঁর বিষবাণ, আর আশ্চর্য্য আপনার ভয়, আশ্চর্য্য আপনার প্রাণ।

রাজা। শান্তা, ভর্ৎসনা করো না, কি জানি, কেন সকলেই আমায় ভর্ৎসনা করে, সামনে না করুক, আড়ালে করে; আমি সব বুঝতে পারি। কেন, আমি করেছি কি, হয়েছি কি? এত কাল পরিশ্রম করেছি, একটু আরাম করবো না? এক জন যদি প্রাণ দিয়ে আমায় ভালবাসে, আমি একটু কাছে থাকলে যদি সে সুখী হয়, তা থেকে তার হায় একটু সুখবো না? আমি পুরুষমানুষ, এই বয়সে ছেলে মানুষ করা কি আমার কাজ?

শান্তা। মহারাজ, ক্ষমা করুন, আমি আপনাকে ভর্ৎসনা করবার কে, বড়মা'র শেষ সময় মনে কোরে আপনার ছেলেদের মুখ চেয়ে মনের দুঃখে কি ব'লে ফেলেছি, আমায় ক্ষমা করুন; দাসীকে

ভিক্ষা দিন, একবার চলুন, তাদের দেখা দে আসবেন, বিজয় মুখখানি চূণ কোরে থাকে, বসন চোখের জলে বুক ভাসিয়ে 'বাবা বাবা' ব'লে কাঁদে, আমার বুক ফেটে যায়, আমি আর দেখতে পারিনি।

রাজা। আচ্ছা শান্তা—যাব, যাব, কিন্তু আজ না, আর এক দিন সুযোগ বুঝে, মধ্যাহ্ন-সময়ে প্রিয়তমা নিদ্রা গেলে, তাকে ঘুম পাড়িয়ে গোপনে যাব, যাব আর আসবো।

(দুর্লতার প্রবেশ)

দুর্লতা। মহারাজ না কি কোথায় যাবেন? তা মরুক গে, যেথায় হ'ক যান, যাবার আগে রাণীমা'র সঙ্গে একবার দেখা কোরে যাবেন, তাঁর কি একটা কথা আছে, আপনাকে বল্‌বেন।

রাজা। অ্যাঁ! অ্যাঁ! দুর্লতা কোত্থেকে?

দুর্লতা। এই আপনাকে খুঁজছি, রাণী কখন্ স্নান কোরে উঠেছেন, মুখে জলবত্তি দিতে পাননি, মাথার পিত্তি পায়ে পড়েছে, তা আপনার তো আর দেখা পাবার যো নেই। আবার শুনতে পাচ্ছি, পুরী ছেড়ে কোথায় যাচ্ছেন।

রাজা। অ্যাঁ, অ্যাঁ, না না—কোথায় যাব, আমি কোথায় যাব?

দুর্লতা। কোথায় কোন্ চু—কোথায় যাবেন, তা আমরা কি কোরে জান্‌বো, তবে যদি তাই যান, বাপ-মা ভাসিয়ে দেছে, গরীবের মেয়ের একটা যা হয় বন্দোবস্ত কোরে যাবেন।

রাজা। ছি ছি দুর্লতা, এমন অলক্ষণের কথা মুখে এনো না, আমি কোথায় যাব? প্রাণেশ্বরীকে তিলমাত্র ত্যাগ কোরে কি আমার কোথাও যাবার শক্তি আছে?

দুর্লতা। তিলমাত্র না থাকে, তালমাত্র তো আছে, তা এখন একবার ভাল মানুষের মেয়ে পিত্তি প'ড়ে মারা যেতে বসেছে, দেখবার অবসর হবে কি? না ঐ বড়াইবুড়ী মৌটুস্কী দাঁড়িয়ে আছেন, ওঁর সঙ্গ নেবেন? যা ভাল বোঝেন, করুন, আমি চল্লুম, দেখি গে, ভাল মানুষের মেয়ে এতক্ষণ আছে কি নেই।

[দুর্লতার প্রস্থান।

রাজা। অ্যাঁ, সে কি! প্রিয়তমা আমার অসুস্থ! প্রাণেশ্বরি, নয়নের মণি, হৃদয়ের আলো, তুমি পীড়িত! আমার মাথা ঘুরছে, আমি আর দাঁড়াতে পাচ্ছিনে, আমি আর নেই—নেই।

(গমনোদ্‌যোগ)

শান্তা। মহারাজ, বিজয়-বসন—

রাজা। না শান্তা, আমার কেউ নেই, কারেও চাইনি। প্রেয়সি! প্রেয়সি!

[প্রস্থান।

শান্তা। কি সর্ব্বনাশ! মহারাজ একেবারেই পাগল! হা রে মেয়েমানুষ! হা রে তোর রূপ-যৌবন, তোর অসাধ্য কিছুই নেই। বাছা বিজয়, বাছা বসন, যমকে দিয়ে মাকে হারিয়েছিস, সাপিনীকে দিয়ে বাপকেও হারালি, আরও কত দূর হবে কে জানে।

প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

দুর্জ্জয়ময়ীর কক্ষ।

দুর্জ্জয়ময়ী।

দুর্জ্জয়। তা যে যা বলুক, ও প্রণয়-ট্রণয় প্রেম-ট্রেম আমি বুঝিনি, মনের মিল, প্রাণের ভালবাসা, ওগুলো বাজে কথামাত্র। প্রাণ দিয়ে প্রাণ বিনিময়, সে আবার কি, তাতে আবার সুখ কি, কে জানে! বৃদ্ধ স্বামী না হ'লে কি এ জোরটুকু খাটে, এতটা আদর ঘটে, এমন গরব চলে, যা বল্‌ছি, তাই শুনছে, যা মনে কর্‌ছি, তাই হচ্ছে, রাতদিন চোখে চোখে রেখেছি, সদা পায়ে পায়ে ফিরুছে; দরবার তো আমার ঘর, সিংহাসন তো আমার পালঙ্ক; সুমন্ত্র নামে মন্ত্রী, শাসনের ভার, আদায়ের ভার, ফলে সব দাদার ওপর, এ সুখের বদলে মনের মিল নিয়ে কি আমি ধুয়ে খেতুম। এক দুঃখ—একটি আমার ছেলে হ'ল না, হবার আর আশাও নেই। বৃদ্ধ রাজা কত দিন? তাই এক একবার ভাবি, পরে কি হবে, দুটো সতীন-কাঁটা আছে, পর কো'রে রেখেছি, তবু আছে, শাস্ত্রমতে সিংহাসন বিজয়ের। হ'ক, হ'ক, আমি যে কৌশল কোরে রেখেছি, রূপের ফাঁদে বুড়োকে যেরূপ আটকে ফেলেছি, অতি অল্প দিন, অতি অল্প দিন—রাজা নিজেই আমার হাতভোলায় থাকবে, দাদাকে উপলক্ষ রেখে সব নিজের হাতে নেব, কে সিংহাসন দাবি করে দেখি! কি লো দুলি, অমন কু-কামুখী যে?

(দুর্লতার প্রবেশ)

দুর্লতা। ফুস্কোমুখীই হই আর উস্কোমুখীই হই, সে তোমারি জন্যে—তোমারি ভাবনায়—তোমারি ভালর চেষ্টায়, নইলে আমার আর কে আছে?

দুর্জ্জয়। কেন, কেন? কি হয়েছে? রাজা কোথায়?

দুর্লতা। আর রাজা কোথায়, রাজা চল্লো।

দুর্জ্জয়। চল্লো কি লো, সে কি? সর্ব্বনাশ! এর মধ্যে কি হ'ল?

দুর্লতা। ওগো, মরুছে না গো মরুছে না, যমের বাড়ী যাবার কথা বলিনি, তা মিনুষেকে আঁতুড়ঘরে আকন্দ-ডাল মুড়ি দিয়েছিল, এমন হেজেলদাগা যে, তোমায় লিখে প'ড়ে দে মরবে।

দুর্জ্জয়। ও কি কথা দুলি!

দুর্লতা। সত্যি কথা বলি। দুলির পেটে একখানা মুখে একখানা নাই; কেন, কিসের জন্যে, কত সোনারচাঁদ সোনারচাঁদ রাজপুত্তুর তো ছিল, সবাইকে ঠেলে বুড়োর গলায় মালা দেওয়াই বা কেন? যদি রাজ্যি ঐশ্বর্য্যিই বা না পাবে, স্বর্ব্বেসর্ব্বাই বা না হবে, আপনার পাঁচ জনের ভালই না করুতে পারুবে—

দুর্জ্জয়। যাক্, সে কথা এখন থাক্, এখন রাজার কথা কি বলুছিলি, শীগগিরি বল্।

দুর্লতা। আর কি বলবো, রাজা চল্লো সেজে-গুজে ছেলে আনুতে চল্লো! বাপ, বাপ! সতীন কি বালাই, মাগী মরেছে, চুলোয় গেছে, তবু দুটো কাঁটা রেখে গেছে, আবার কাঁটার ওপর কাঁটা মন্তুরী নচ্ছারণী শান্তি; তোমার ঘরে উঁকি মেরে দেখি মিনুষে নেই, আবার বার-মহলে গিয়ে দেখি না শান্তি আবাগীর সঙ্গে কি ফুসুর ফুসুর হচ্ছে। আড়াল থেকে শুনলাম যে, রাজা নিজে সেজেগুজে শিক্ষেবাড়ী যাবেন, ছেলে কোলে ক'রে আনুবেন, বড়টিকে সিংহাসনে বসাবেন, ছোটটিকেও কোথাকার রাজ্যিপাট দেবেন, আর তোমার ভাগ্যে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে বনবাস, নয় হেঁটে কাঁটা ওপরে কাঁটা দিয়ে অন্দরেতে গোর। মানা করি, একশোবার মানা করি যে, মিনষেকে ছেড়ো না, চোখের আড়াল করো না।

দুর্জ্জয়। তুই কি বলিস দুলি! চোখে চোখেই তো রেখেছি, নাইতে খেতে কি নড়বো না?

দুর্লতা। এই তো নাওয়া-খাওয়া বেরিয়ে গেল, সে দু' ছোঁড়া এসে বাড়ী দখল কোরে বসলে তুমি আর কিসের মধ্যে থাকবে? হাজার হ'ক ছেলে, আড়ালে আড়ালে আছে, এক রকম আছে, রাতদিন চোখে চোখে থাকলে আর কি রক্ষে থাকবে, মায়া হবেই হবে, তখন কি তোমার পানে রাজা আর ফিরে চাবে?

দুর্জ্জয়। চুপ কর্ দুলতা, তুই, কি আমায় চিনিসনে, ছেলেবেলা থেকে তেজ দে'খে বাপ-মা নাম রেখেছিল দুর্জ্জয়ময়ী, আমি দুর্জ্জয়ময়ী নামেও, দুর্জ্জয়ময়ী কর্ত্তব্যেও। মনে করেছিলেম কিছু বলুবো না, খাচ্ছে দাচ্ছে, একপাশে প'ড়ে আছে, থাক, প্রাণে হন্তারক হব না, তা আমায় ভাল থাকতে দিলে কৈ; পাঁচ শত্তুরে ভাল থাকতে দিলে কৈ? এত বাড়াবাড়ি—পুরীতে এনে সিংহাসনে বসান; একবার আমায় বলা নেই, হুকুম নেওয়া নেই? দেখবো—দেখবো—দেখবো! এত দিন নিজমূর্ত্তি ধরিনি, আজ থেকে ধরুবো; দেখ দুলতা, দুর্জ্জয়ময়ী কি কাণ্ড করে।

দুলতা। মা আমার, মা আমার, সোনার লক্ষ্মী মাটি আমার, দেখ দেখি, এই তো চাই, এই তো চাই, নাও গহনা-গাটীগুলো ছড়িয়ে ফেলে দাও, চুলগোছা এলিয়ে দাও, একখানা খড়মড়ে কাপড় নিয়ে মুখটো খানিক রগড়াও, রগড়ে, ভুঁয়ে আছাড় খেয়ে প'ড়ে থাক, আমি মিনুষেকে তোমার নাম কোরে ভয় দেখিয়ে এসেছি, এখনি আসুছে ছুটে; বিজে-বসনাকে কেটে রক্ত এনে দেখাবে, তবে কথা কবে।

দুর্জ্জয়। না না দুর্লতা, মানের পালা নয়, হাসিমুখে কাজ হাসিল করুবো, রাজা নিজে এসে আমার কোলে ছেলে তুলে দেবে।

দুর্লতা। ও সর্ব্বনাশ! এই বুঝি তুমি দুর্জ্জয়-ময়ী, এই বুঝি তোমার কাণ্ড করা! এত মা বল্লুম, বাছা বল্লুম, সোনা বল্লুম, লক্ষ্মী বল্লুম, সে কি হেসে হেসে সতীন-কাঁটাকে কোলে নেবার জন্যে? একেবারে অধঃপাতে গেছ! বুড়ো মিনুষে মন্তর করেছে, শেকড় খাইয়েছে।

দুর্জ্জয়। তোর মাথা খাইয়েছে, তুই চুপ কোরে থাক্, কথা কসনে, আগে দেখ, আমি কি করি, তার পর বলিস্! তুই একবার শীগগির যা, দেখ দাদা কোথা, তাকে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বলিস্; যা যা, শীগগির যা, এখনি রাজা আসবে।

দুর্লভা। দেখ মা! বুদ্ধিতে যা ভাল হয় কর, কিন্তু কাঁটা তোল, কাঁটা তোল; নইলে আর রক্ষে নেই। [প্রস্থান।

দুর্জ্জয়। বটে রাজা, আজও দুর্জ্জয়ময়ীকে চেনোনি, তার মধুর হাসি যে প্রেমের নয়, যমের ফাঁসী, তা বোঝনি! এ সিংহাসন কার?—আমার, আমি যাকে বসাবো, সেই বস্‌বে। তুমি কে?—আমার ক্রীতদাস বই তো নয়।

(রাজার শশব্যস্তে প্রবেশ)

রাজা। প্রিয়ে, প্রাণেশ্বরি, প্রিয়তমে, তুমি কোথায়? কেমন আছ? কি হয়েছে? এই যে আমার নয়নানন্দ, আমি কোথাও যাইনি, এই যে এইখানেই ছিলেম, তুমি স্নান কর্‌তে গেলে, তাই বেড়াতে বেড়াতে বেশী দূর নয়, এইখানেই এই—

দুর্জ্জয়। তা বেশ, তা মহারাজ, তার জন্যে এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আমি এমন কি পুণ্য করেছি যে, আপনি রাত্রদিন আমার কাছে থাকবেন?

রাজা। তোমার পুণ্য কি? তুমি স্বর্গের দেবী, ইন্দ্রের শচী, বিষ্ণুর লক্ষ্মী, মহাদেবের পার্ব্বতী, তোমার আবার পাপ-পুণ্য কি? শাপভ্রষ্টে আমায় উদ্ধার কর্ত্তে মর্ত্ত্যে এসেছ, আমি কত পুণ্য করেছি, আমার পিতৃপিতামহ কত পুণ্য করেছিলেন, তাই ও চরণে স্থান পেয়েছি, আহা, কি রূপ—কি রূপ!

দুর্জ্জয়। মহারাজ, স্থির হ'ন, বসুন, বসুন।

রাজা। প্রাণের প্রাণ! তোমার শরীর অসুস্থ, আমি স্থির হব? রাজ বৈদ্যগণকে আমি স্বয়ং ডাকতে যাই।

দুর্জ্জয়। না না মহারাজ, কিছু কর্‌তে হবে না, স্নানের পর একটু শিরঃপীড়া হয়েছিল, আপনাকে দেখেই সব সেরে গেছে।

রাজা। আঃ, বাঁচলেম, প্রাণে আমার প্রাণ এল, পৃথিবী এতক্ষণ অন্ধকার দেখছিলেম, কিন্তু আমার জীবনসর্ব্বস্ব, এখনও তোমার মুখকমল মলিন দেখছি কেন?

দুর্জ্জয়। মহারাজ!

রাজা। না না, মহারাজ না, বড় দূর, বড় পর, আমায় প্রাণনাথ বল, জীবিতেশ্বর বল, পায়ে ধরি, অমনি একটি খুব আদরের কথা বল, আমি শুন্‌তে শুন্‌তে স্বর্গে যাই।

দুর্জ্জয়। প্রাণবল্লভ, হৃদয়েশ্বর, আজ শেষ রাত্রিতে একটা বিচিত্র স্বপ্ন দেখে প্রাণটা বড় উদাস হয়েছে।

রাজা। স্বপ্ন কি? দুঃস্বপ্ন? আমি এখনি দৈবজ্ঞ ডাকবো, যাগযজ্ঞ কর্‌বো, প্রয়োজন হয়, রাজসূয় অশ্বমেধ কর্‌বো, তোমার দুঃস্বপ্নের ফল খণ্ডন হবে।

দুর্জ্জয়। মহারাজ!

রাজা। না না—

দুর্জ্জয়। প্রাণনাথ, দুঃস্বপ্ন কি সুস্বপ্ন, তা বলতে পারিনি, কিন্তু অতি বিচিত্র স্বপ্ন! যেন শিয়রে দাঁড়িয়ে একটি পরমা সুন্দরী স্ত্রীলোক—

রাজা। পরমা সুন্দরী স্ত্রীলোক! অমন অলক্ষণে কথা আমার সামনে বলো না, তোমার অপেক্ষা আবার সুন্দরী কে?

দুর্জ্জয়। মহারাজ! প্রিয়তম! বিস্তর আছে, বিস্তর ছিল, আপনি ভালবাসেন ব'লে দাসীকে দেখে ভোলেন।

রাজা। "প্রিয়তম" "ভালবাসেন" "ভোলেন," আহা, কি শুনছি! মলেম—মলেম, আর দোর নাই!

দুর্জ্জয়। তার পর সেই স্ত্রীলোকটি আমায় কাতরস্বরে দিদি ব'লে ডাক্‌লেন, আমি যেমন চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলেম, 'আপনি কে?' স্বপ্নে স্ত্রীলোকটি বল্লেন, 'আমি বিজয়-বসন্তের মা, আগে এই রাজ্যের রাণী ছিলেম, এখন আমার স্থানে তুমি হয়েছ, আমার স্বামী তোমার হয়েছে। তবে আমার ছেলেদের কেন পর কোরে রেখেছ? তাদেরও কেন তোমার কোরে রাখ না?' আমি যেন বল্লুম, 'না না, তারা তো আমার পর নয়।' তাতে তিনি বল্লেন, তবে কেন তারা অন্যত্র থাকে? বিজয়-বসন্ত তোমার, তোমাকে দিলেম, তোমার কাছে এনে রাখ। বল রাখবে?" আমি যেন স্বপ্নে প্রতিশ্রুত হলেম, "হাঁ, রাখবো।" তার পরে নিদ্রা ভেঙ্গে গেল।

রাজা। কি আশ্চর্য্য! প্রিয়তমে, প্রিয়তমে, তোমার স্বপ্নও কি মধুর!

দুর্জ্জয়। মহারাজ, জীবিতনাথ! সেই স্বপ্ন দেখে অবধি বিজয়-বসন্তকে কোলে নেবার জন্যে আমার প্রাণ আকুল হয়েছে, বড়দিদির সেই কাতর-মুখ কেবল মনে পড়ছে! শীঘ্র বাছাদের আমার কাছে এনে দিন, কোলে নিয়ে আমি প্রাণ শীতল করি, আর আমি তাদের কাছ-ছাড়া করবো না! বড়দিদি স্বপ্নে দেখা দিয়ে আমায় প্রতিশ্রুত করিয়ে নিয়েছেন, বাছাদের আনিয়ে দিন।

রাজা। নির্জ্জনে গড়েছে বিধি, নির্জ্জনে গড়েছে বিধি, বল প্রিয়তমে, ও আমার প্রাণের প্রাণ, বল

তুমি কে? আমায় ছলনা কর্‌তে এসেছ, যেমন রূপের মাধুরী, তেমনি প্রাণের সরলতা! আহা! গেলেম—গেলেম, সুখের সাগরে ডুবে মলেম!

দুর্জ্জয়। বলুন মহারাজ, আমার কথা রাখবেন?

রাজা। কথা! তোমার অনুমতি বল, পালন করবো, তা আবার জিজ্ঞাসা করছো? তুমি আমায় কি ডুগীতে বেঁধেছ, তা কি জান না? আমার প্রাণ আর আমাতে নেই, সর্ব্বস্ব আমার সব তোমায় দিয়েছি, তুমি আমার মাথার মুকুট, গলার কণ্ঠহার, হৃদয়ের শোণিত, আমি তোমার, সিংহাসন তোমার, রাজ্য তোমার, আমি এখনি বিজয়-বসনকে আনাচ্ছি; তারা দেখুক যে, কি মা তাদের এনে দিয়েছি। এখন চল প্রিয়ে, বেলা অধিক হয়েছে, তোমার ভোজনের সময় অতীত হ'ল প্রায়।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বিদ্যালয়সংলগ্ন ক্রীড়াভূমি।

বিজয় ও বসন্ত।— (গীত)

হাওয়ার তালে দুলে দুলে
নাচ রে ফোটা ফুল।
গাওয়ার তানে ঢুলে ঢুলে গাও রে অলিকুল।
পাতার ছায়ায় বিকেলবেলা
অলি ফুলে খেলেখেলা,
(বড়) ভালবাসি তাই তো আসি
তাই তো হাসি ভাই;—
ও ফুল অলি মোরাও খেলি
শুধরে দে রে ভুল॥

(ভবদেব শর্ম্মার প্রবেশ)

ভব। (সরোষে) কেবল গান, কেবল খেলা, রাজার পুত্র আছ, রাজপুত্রের ন্যায় আহার করবে, রাজপুত্রের ন্যায় বেশভূষা করবে, কিন্তু বিদ্যাশিক্ষার সময় দীন-দুঃখীর পুত্রের ন্যায় হওয়া চাই, অস্থিভঙ্গ কোরে পরিশ্রম করা চাই, তবে মা সরস্বতীর কৃপালঙ্কার হয়। বাপু, বুঝলে?

বিজয়। গুরুদেব, আমরা তো লেখাপড়ায় একটুকুও অবহেলা—

ভব। আরে, খেলা আর অবহেলা এক শ্রেণীর পদার্থ। আহার-নিদ্রা বিসর্জ্জন কোরেও সরস্বতীর আরাধনা—সেবা-শুশ্রূষা কত্তে হয়, তবে যদি বিদ্যানদীর কিনারা দেখতে পাওয়া যায়।

বসন্ত। হাঁ গুরুদেব—

ভব। চোপ, স্থিরো ভব। ভবদেব শর্ম্মা তোদের গুরুদেব গুরুদেব শুনে নিত্যকর্ম্ম বিস্মৃত হবার পাত্র নন। রাজবাটীতে লেখাপড়া আদৌ হবে না ব'লে মহারাজ এই স্বতন্ত্র উদ্যানবাটীতে তোদের রেখেছেন, তবুও গান আর জ্ঞান, কেবল খেলা আর হেলা, যাও, বই আন।

বিজয়। হিতোপদেশ?

ভব। না, তোমাদের কণিকসূত্র, বসন্তের চাণক্যশ্লোক।

[বিজয়-বসন্তের প্রস্থান।

(বলবন্ত শর্ম্মার প্রবেশ)

বল। এই যে ঠাকুর মহাশয়, প্রণাম।

ভব। জয়োহস্তু।

বল। রাজপুত্রেরা কোথায়?

ভব। তুমি কি তাদের দুদণ্ড পুস্তক পাঠ কত্তেও দেবে না?

বল। আজ্ঞে, ও কি বল্‌ছেন?

ভব। বল্‌ছি জান। শস্ত্রশিক্ষার সময় এ নয়, শাস্ত্রশিক্ষার সময়। তোমার তুল্য মল্ল প্রায় দ্বিতীয় নাই, কিন্তু তুমি শস্ত্রের মূল্যই বোঝো, শাস্ত্রের মূল্য বোঝো না। কেবল কোস্তাকুস্তি, ধস্তাধস্তি কল্লে কি হবে, শাস্ত্রশিক্ষা অগ্রে চাই, জান তো—

"স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে।"

বল। আ, আমি তো রাজা নই ঠাকুর।

ভব। তুমি তো রাজা নও বটে, কিন্তু রাজার ছেলেদের যে "সর্ব্বত্র পূজ্যন্তের" পথ বন্ধ কচ্ছো মল্লজী।

বল। আমি না হয় বন্ধ কচ্ছি, আপনি তো খুলছেন। রাজার ছেলের কলম বল্লম দুই ধরা শেখা চাই, পুস্তক পাঠ, মস্তক কাট, দুই-ই চাই। ব্রাহ্মণের শস্ত্র নয়, কেবল শাস্ত্র, ক্ষত্রিয়ের শাস্ত্র শস্ত্র দুই দরকার, বিশেষ শস্ত্র—

ভব। আরে রাখ বাপু তোমার শস্ত্র। ছেলে-দুটোকে এই কাঁচা বয়সেই কাঠগোঁয়ার কোরে তুলেছ, আদৌ তারা পুথি ছুঁতে চায় না, খালি গায়ময় মাটী মেখে দড়ী-ছেঁড়া ষাঁড়ের মত ছুটপাট কোরে বেড়ায়। বল তো মহারাজকে কি বল্‌বো?

বল। তার জন্য চিন্তা কি? রাজপুত্রেরা এখন শিশু, অত মানসিক পরিশ্রমটা সঙ্গত নয়, শারীরিক পরিশ্রমটা বেশী হওয়া উচিত। এতে মহারাজ রাগ করবেন না।

ভব। তুমি কেবল নিজের কোলে ঝোল টান্‌ছো, মল্ল কি না! আমার বাঁধা অন্নজলটার বাঁধ ভাঙ্গ কেন? তুমি কুস্তী শিখিয়ে অস্থি মোটা করবে, আমার যে আর উঠে বস্তে হবে না?

বল। এত অল্প বয়সে অত মগজ নাড়াচাড়া, আর ছেলে আজন্ম খোঁড়া, একই কথা।

ভব। আরে রাখ তোমার গন্ধর্ব্ব-বিদ্যার স্পৃহা। জান, আমার পিতা আমার অন্নপ্রাশনের সময় হাতে খড়ি দিয়েছিলেন, তাই আজ আমি "হংস-মধ্যে বকো যথা"—ওঁ বিষ্ণু, তাই আমি "নক্ষত্রভূষণং চন্দ্রঃ।" আর তুমি 'দূরতঃ শোভতে মূর্খো লম্বশাট-পটাবৃতঃ।"

বল। তা উপাধ্যায় মহাশয় যা ভাল বোঝেন বলুন। আমার ঢালতলোয়ার, সড়কি লাঠি, তীর-ধনুক চিরজীবী হয়ে থাক্।

ভব। ইহলোকেও থাক্, পরলোকেও থাক্। তলোয়ারের ধার চেটে চেটে জীবন রক্ষা কর। এখন তুমি দালরুটি খাও গে, রাজপুত্রেরা পড়া করুক, সকালবেলা স্নান করবার পূর্ব্বে একদফা রামরাবণের যুদ্ধ হয়ে গেলে, আর এখন তার পুনরাবৃত্তি কেন? ছেলে-দুটোকে অত কড়া করো না, পড়া হবে না। যাও, এখন তলোয়ার খাপে চেপে প্রস্থান কর। কল্য উষাকালে তলোয়ার-ঢালে খেলে যেও।

বল। (স্বগত) এ ব্রাহ্মণ দেখছি নেহাৎ রুক্ষ, একবার তলোয়ারের গুণটা দেখাই।

[তরবারিক্রীড়া)

ভব। (সভয়ে) আরে, আরে, কর কি, কর কি। শস্ত্রাঘাতে ব্রহ্মহত্যা করবে?

বল। আপনিও না হয় শাস্ত্রাঘাতে ক্ষত্রিয়-হত্যা করুন।

ভব। (অতিভয়ে) বাপ! "যঃ পলায়তি স জীবতি।"

[বেগে প্রস্থান।

বল। (সহাস্যে) ও ঠাকুর, ভয় নেই, আসুন, আসুন!

ভব। (নেপথ্যে) আগে খাপে তলোয়ার গোঁজো।

বল। আচ্ছা, আসুন।

(ভবদেবের পুনঃ প্রবেশ)

কেমন ঠাকুর?

ভব। শস্ত্র শাস্ত্র দুই-ই শিক্ষয়িতব্য। আচ্ছা, আমাকেও কিঞ্চিৎ তলোয়ার-খেলা শেখাবে? কিন্তু অত বড় তীক্ষ্ণ তলবার সঞ্চালন করা আমার পক্ষে—আচ্ছা, একখানা বাঁখারি পাঁখারি চেঁচে আরম্ভ কল্লে হয় না?

(পুস্তক হস্তে বিজয় ও বসন্তের পুনঃ প্রবেশ)

বসন্ত। চাণক্যশ্লোক এনেছি, গুরুদেব।

ভব। আজ আর চাণক্য শর্ম্মার "লালয়েৎ পঞ্চ বর্ষাণি"তে কাজ নাই, বলবন্ত বর্ম্মার "খেলয়েৎ শত বর্ষাণি" হ'ক।

বসন্ত। না গুরুদেব, আমি চাণক্যশ্লোক পড়বো।

বল। তাই পড়, কা'ল সকালে আমি আসবো।

[প্রস্থান।

ভব। দাও, পুস্তক দাও—

"লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ।
প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ॥"

(শান্তার প্রবেশ)

বসন্ত। দিদি, দিদি! বাবা কৈ? বাবা কি এসেছেন, না আমাদের নিতে লোক পাঠিয়েছেন? গুরুদেব! আজ আমাদের ছুটী দিন, আজ আমরা রাজবাড়ীতে বাবাকে দেখতে যাব, কত দিন হলো বাবাকে দেখিনি, বাবার কোলে যাইনি, কা'ল আমরা খুব ভাল কোরে পড়া করবো, আদতে খেলবো না।

ভব। শান্তা, মহারাজ কি কুমারদের রাজ-বাটীতে লয়ে যেতে অনুমতি করেছেন?

শান্তা। আপনাকে পরে বলবো, এরা এখন আমার কাছেই থাক্।

ভব। ভাল, আমি এখন বাসায় চল্লেম, দেখো যেন রাজবাড়ী গিয়ে আমোদ-আহ্লাদে মত্ত হয়ে অধ্যয়নে অবহেলা করো না।

[প্রস্থান।

বিজয়। হ্যাঁ দিদি, সত্য সত্যই কি তবে বাবা আমাদের এত দিন পরে নিয়ে যেতে লোক পাঠিয়েছেন?

বসন্ত। ও দিদি, চুপ কোরে রইলে কেন? কথা কচ্ছো না কেন? বল না, আমরা কখন্ যাব? কিসে কোরে যাব? তাঞ্জাম আস্‌ছে, না হাতী

আসছে? দাদা তাঞ্জামে যায় যাবে, আমি হাতীতে যাব।

শান্তা। যাবে বই কি দাদা, যাবে বই কি, তোমরা রাজপুত্তুর, অমনি অমনি কি যাওয়া যায়? কত হাতী আসবে, ঘোড়া আসবে, পাল্কী আসবে, লোকজন আসবে, বাজনা বাজবে।

বসন্ত। বেশ, বেশ, বড় মজা হবে। এ সব কখন্ আসবে দিদি?

শান্তা। আজ নয়, ভাল দিন দেখে তবে পুরীতে যেতে হয়, বাপকে দেখতে হয়।

বসন্ত। আজ তো বেশ দিন, দেখ না, কেমন মিষ্টি মিষ্টি রোদ উঠেছে, কেমন মিষ্টি বাতাস বচ্ছে, মেঘ নেই, বৃষ্টি নেই, আজ বেশ দিন, আমরা আজই যাই।

শান্তা। আজ ভাল দিন নয়, পাঁজি দেখে দৈবজ্ঞ শুভদিন ঠিক কোরে দেবে, সে তুমি বুঝতে পারবে না, তোমার দাদাকে বরং জিজ্ঞেসা কর।

বসন্ত। হাঁ্যা দাদা, বাবার কাছে কবে যেতে হয়, সে বুঝি পাঁজিতে লেখা থাকে?

বিজয়। হাঁ্যা ভাই, অনেক দিনের পরে আপনার বাড়ীতে যেতে হ'লে, আত্মজনকে দেখতে হ'লে, শুভদিন দেখে যেতে হয়। হাঁ্যা দিদি, সত্যিই কি এত দিনের পর বাবার আমাদের মনে পড়েছে?

শান্তা। মনে পড়বে না কেন? বাপ কি ছেলেদের ভুলতে পারে? তবে কি—তবে কি জান, বৃদ্ধ হয়েছেন—তোমাদের পড়া-শোনা—

বসন্ত। এক দিন না পড়লে বুঝি অমনি মূর্খ হয়ে যাব? যাও, আমি বাবাকে না দেখতে পেলে পড়বো না, খেলবোও না, কুস্তিও করবো না, কিছুই করবো না।

(কর্মচারী, রাজভৃত্যগণ ও যমুনার প্রবেশ)

রা-কর্ম। রাজকুমারদ্বয়ের জয় হ'ক।

সকলে। রাজকুমারদ্বয়ের জয় হ'ক।

শান্তা। এ কি এ! কি হয়েছে, কি হয়েছে, তোমরা কেন?

রা-কর্ম। শান্তা, শঙ্কিত হয়ো না, বড় শুভ সংবাদ, মহারাজ অতি আগ্রহের সহিত কুমারদের নিয়ে যাবার জন্য আমাদের পাঠিয়ে দেছেন, যানাদি প্রস্তুত, কুমারদের এখনি যাত্রা করতে হবে।

শান্তা। সে কি! সে কি! আমি যে এই মহারাজের কাছ থেকে আসছি, আমি কুমারদের নিয়ে যাবার জন্য কত মিনতি করলেম, তিনি তো তাতে আপত্তিই করলেন, এর মধ্যে কি হলো, একবারে মন বদলে গেল?

রা-কর্ম। শুনলেম, সে বড় অদ্ভুত ঘটনা, যমুনাকে জিজ্ঞাসা কর, সব শুনতে পাবে।

যমুনা। বড় আশ্চর্য্যির কথা। শান্তা মাসি, বড় আশ্চর্য্যির কথা। রাজবাড়ীময় সোর পড়েছে, রাধাবল্লভজীর আলাদা পুজো গেল, ছোটরাণীমার স্বপন হয়েছে।

শান্তা। স্বপ্ন?

যমুনা। বড় আশ্চয্যি বিচিকিত্তী স্বপন মাসি, বড় আশ্চয্যি বিচিকিত্তী স্বপন। যখন পৃথিবীশুদ্ধ লোক নিশুতি হয়েছে, রাত্তির ঝাঁ ঝাঁ, উপদেবতা সব ঘুরে বেড়াচ্ছে, এমন সময় কে যেন বড় রাণীমার রূপ ধ'রে, মাথায় মুকুট, হাতে খাঁড়া, গলায় মুক্তমালা, একেবারে এসে এসে ছোট রাণীমার গলা চেপে ধরলে। তিনি তো গোঁ গোঁ কত্তে লাগলেন, তার পর সেই উপদেবতা যেন ছোটরাণীমাকে বল্লেন যে, তুই যদি সকালেই না বিজয় ও বসন্তকে বাড়ীতে এনে, কাছে রেখে আপনার ছেলের মতন যত্ন-আত্তি না করিস্, তা হ'লে তেরাত্তিরের মধ্যেই তোর মুখ দে রক্ত তুলে মেরে ফেলবো। মহারাজ সকালে উঠে সদরমহলের দিকে এসেছিলেন, তখন শোনাতে পারেন নি, অন্দরে যেতেই একেবারে পায়ে জড়িয়ে ধ'রে হাপুস নেত্তরে কান্না, বল্লেন, "আমার বিজয়-বসন্তকে এনে দাও, নইলে আমি ম'রে যাব।" ছোট রাণীমার চোখে জল, আর কি মহারাজ থাকতে পারেন! এই একেবারে কড়া হুকুম বেরুলো, সোর গোল প'ড়ে গেল, সব ঠাকুর-বাড়ীতে আলাদা পুজো বরাদ্দ হ'লো, লোক লস্কর নিয়ে আমরাও সব ছুটে এলুম, তোমরা সব এখনি চল; কুমারদের না কোলে কোরে ছোটরাণীমা দাঁতে কুটা কাটবেন না।

বসন্ত। এই ত বাবা আজই নিতে পাঠিয়েছেন, দিদি বলে, ভাল দিন নয়, ভাল দিন নয়, দিদি ভারী দুষ্ট, খালি একলা আমাদের ভালবাসবে, আদর করবে, আর কাকেও ভালবাসতে দেবে না, আদর করতেও দেবে না, বাবাকেও না, ছোট-মাকেও না।

বিজয়। আহা, মা আমাদের কত ভাল-বাসতেন, স্বর্গে ব'সেও ভালবাসেন; সেখান থেকে এসে ছোটমাকে আমাদের ভালবাসার জন্ত

স্বপ্ন দিয়ে গেছেন, এইবার থেকে ছোট মাও আমাদের ভালবাসবেন, স্বর্গের মা ভালবাস্‌বেন, শান্তা দিদি ভালবাসে; বসন ভাই, আমরা কত ভালবাসা পাবো।

বসন্ত। আর তোমায় আমি ভালবাসি, তুমি আমায় ভালবাস।

বিজয়। হ্যাঁ ভাই, আমরা দুটি ভাই আপনা আপনি ভালবাসি।

শান্তা। রাধাবল্লভজী কি এত দিনের পর মুখ তুলে চাইলেন, সতীলক্ষ্মী—বড় মা, তোমার পুণ্যে কি না হ'তে পারে?

যমুনা। মাসি, আর দেরি কোর না, বউ কোরে এস, রাজার ব্যাটাদের দেখবে ব'লে শড়কে সব ভিড় জমে গেছে।

রা-বর্গ্ন। হ্যাঁ শান্তা, কুমারদের নিয়ে তুমি চল, মহারাজ বড় ব্যস্ত হয়েছেন।

বিজয় ও বসন্ত। (গীত)

প্রাণে সুখের লহর খেলে।
বাবা বুকে নেবে কাছে গেলে॥
নুতন মা করবে আদর,
ও ভাই কত যতন কোরে,
দুজনে দুজনার গলা ধ'রে যাব কোলে;—
ভালবাসা সুখের সরে আমরা গা দেব ঢেলে॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

ময়দান—বটবৃক্ষতল।

দুর্ব্বুদ্ধি ও বটুকলাল।

দু। দেখ বটুক ভাই—

বটুক। আজ্ঞে করুন হুজুর।

দু। আমার বাবা ব্যাটা বড়ই আহাম্মক।

বটুক। আজ্ঞে, তার আর সন্দেহ আছে? অত বড় বেকুব গাধা তো আমি দুনিয়ায় দেখিনি।

দু। আমার নাম রাখে কি না দুর্ব্বুদ্ধি।

বটুক। বে-আক্কেল, বে আক্কেল, আমার অমন বাবা হ'লে আমি তাকে তেজ্যিপুত্তুর করতেম; নামটা আপনার বদলে ফেলুন, হুজুর।

দু। ঠিক বলেছো, নামটা বদলে ফেলাই উচিত। রসো, আগে রাজতক্তে বসি, তার পরেই একটা খুব জাঁহাবাজ রকম নাম জাহির করতে হবে, নাম শুনলেই যাতে লোকের ভয় হয়।

বটুক। আজ্ঞে, আমি একটা নাম ঠাউরে রেখেছি, যদি হুজুরের পছন্দ হয়।

দু। কি, কি, কি বল তো?

বটুক। আজ্ঞে—হুজুর বৎলেহাম, কেমন নাম?

দু। বেড়ে নাম, মহারাজ বৎলেহাম বাহাদুর। জিতা রহ বটুক ভাই, মন্ত্রীগিরী আমি তোমাকেই দেবো, পারবে তো?

বটুক। আজ্ঞে, হুজুর বলছেন, পারবো না?

দু। কিন্তু কাজটা একটু শক্ত।

বটুক। আজ্ঞে, ইট—শক্ত ব'লে শক্ত, ইটের চেয়ে শক্ত।

দু। তবে কাজ চালালেই চ'লে যায়।

বটুক। আজ্ঞে, তা ত যায়ই হুজুর, চলে ব'লে চলে, যেন গরুর গাড়ীর চাকা, একবার গড়িয়ে দিলেই হ'লো, অমনি গড় গড় চল্লো।

দু। আর কোটালী দেবো শালিকরামকে, কেমন, মজবুত হবে না?

বটুক। আজ্ঞে নিরেট, একেবারে নিরেট, ঝড়ে পড়বে না।

দু। তবে হাঙ্গাম-টাঙ্গামের সময় আমায় পেছনে থাকতে হবে।

বটুক। হুজুর, তা থাকতে হবে না? আপনাকে ল্যাজের মত পেছুনে পেছুনে থাকতে হবে।

দু। বে আর করবো না, কি বল? ঐ হীরেমনকেই পাটরাণী কোরে ফেলা যাবে।

বটুক। তা কত্তে হবে বই কি, তা নইলে হুজুরের নেমকহারামী হবে যে, মেয়েমানুষটো আপনার মুখ চেয়ে আছে।

দু। হীরেমনের কথায় ভাল মনে পড়লো, আজ সন্ধ্যেবেলাই যে তাকে তিন হাজার টাকা দিতে হবে, দর্শনলালকে ধ'রে আনবার কি হবে?

বটুক। আজ্ঞে হুজুর, পিছমোড়া কোরে বেঁধে আনতে লোক পাঠিয়েছি, তাতেই তো হুজুরকে বেড়াতে বেড়াতে এই বটতলায় নিয়ে এলুম, কি জানি, রাজবাড়ীতে নিয়ে গেলে গোলটা মোলটা হয়, মন্ত্রীটা আছে, এখানে দু-দশটা মাথা নিলেও মা-বাপ বলবারই লোক নেই—

হু। আরে, আমি কিছু করূলে রাজবাড়ীতেই বা কে কি বলে? মন্ত্রী, মন্ত্রী—পাজী ব্যাটা—নচ্ছার ব্যাটা—ছুঁচো ব্যাটা।

বটুক। শূয়ার ব্যাটা, ভাল্লুক ব্যাটা, যা না—তা ব্যাটা!

হু। রসো না, আজ অন্দরে গিয়েই দিদিমণিকে বলছি, রাজাকে ব'লে যাতে শীগগির শীগগির বুড়ো ব্যাটাকে দেশান্তরী করতে পারে, তারির যোগাড় যেন করে; দিদিমণি যে পেরেও পাচ্ছে না, রাজা শালাকে ভেড়া বানিয়েছে বটে, কিন্তু আজও একেবারে সেরে ফেলতে পাচ্ছে না কেন? নিশ্চিন্দি হয়ে ছাতা-টাতা মাথায় দিয়ে বসি।

বটুক। হ্যাঁ, যা বল্লেন হুজুর, সিংহাসনে বসলে নিশ্চিন্দি হয়ে ঘুমিয়ে বাঁচেন, আমিও গোলাম উজীর হাজির আছি, গা হাত পা টিপি, হীরেমন পাংখা ছেলায়, আর প্রজাদের ভেতর তালুকদারই হোন, আর সদাগরই হোন, আর যিনি হোন, সোনা, রূপো, জহরৎ আর কারুর ঘরে রাখছিনে, সব হুজুরের ভাণ্ডারে এনে ভরছি; কি আজ্ঞে করেন?

হু। হাঃ হাঃ হাঃ—আমি বরাবর জানি যে, তোমার মত মন্ত্রী হবে না, বুড়ো সুমন্ত্র ব্যাটাকে—উঃ—

নেপথ্যে দর্শনলাল। খবর্দ্দার ব্যাটারা, গায়ে হাত দিস্‌নি, আমি আপনি যাচ্ছি, কে তলব দেয় আর কিসের তলব, দেখে নিচ্ছি, র শালা, কত বড় শালা বুঝবো—

হু। বটুক ভাই, ও কি ও। হাঙ্গামা করতে আসছে কে? তুমি এগিয়ে সামনে দাঁড়াও, আমি তোমার পেছুনে থাকি—

বটুক। রাম কহ হুজুর, সে কি হয়? আপনাকে পেছুনে কোরে কি আমার সামনে দাঁড়ানো ভাল দেখায়?

হু। আরে না না, বোঝ না, যদি হঠাৎ কোন বদমায়েস এসে তরোয়ালের চোট-চাট লাগায়।

বটুক। তবু আমি পেছুনে থেকে প্রাণে বাঁচলে দৌড়ে গিয়ে ছোটরাণীকে খবর দিতে পারবো।

হু। দুর পাগল, আমি ম'লে খবর দিলে কি লাভ হবে? সামনে আগলে দাঁড়াও।

বটুক। বে-আদবী হবে হুজুর, বে-আদবী হবে, আমি তা কখনই পারবো না, আপনি সামনে।

হু। না না, আমি পেছুনে।

বটুক। না না, আমি পেছুনে।

হু। তবে আমি এই গাছটার উপরে উঠি।

বটুক। হাঁ হুজুর, সেই ভাল, আমিও গাছটায় উঠি, নইলে আপনাকে ধ'রে থাকবে কে?

(প্রতীহারিগণসহ দর্শনলালের প্রবেশ)

দর্শন। কোথায় কে এইখানে? এই কি রাজসভা? তালুকদারকে তলব দেবার এই কি উপযুক্ত স্থান?

১ম প্র। আমরা হুকুমের চাকর, হুজুরে হাজির কোরে দিলুম, লাফ-ঝাঁপ যত করতে পার কর, আমাদের সঙ্গে খাঁচাখুঁচি কেন?

দর্শন। তা তোদের সেই শালা—কোথায় সে?

হু। বটুক ভাই, বটুক ভাই, দর্শনলাল ব্যাটাকে ধ'রে এনেছে, এগিয়ে বেরোও তো, ব্যাটার ঘাড়ে ধ'রে তিন হাজারের জায়গায় ছ হাজার টাকা আদায় কোরে নাও।

বটুক। হুজুর, আপনি আগে বেরিয়ে পড়ুন, আপনাকে দেখলে ব্যাটা ভয়ে আড়ষ্ট হবে, হুড় হুড় কোরে টাকা ঢেলে দেবে, আর কথাটি কইতে হবে না।

হু। আরে, না হে না, বেটা বড় গোঙার গোঙার রকম দেখছি।

বটুক। হোক সে গোঙার, আপনার রাশটা ভারী কত?

দর্শন। এই বেটা তালপাত সিংহ, কোথা তোর সেই শালা হুজুর? এই গাছতলা সাক্ষী কোরে দাঁড়িয়ে থাকবো না কি?

১ম প্র। তাই তো, হুজুরের তো এখানে থাকবার কথা ছিল।

বটুক। হুজুর, এই বেলা বেরিয়ে পড়ুন, নইলে আবার ব্যাটা পালাবে।

হু। বাঃ বাঃ, এ সব তোমার কাজ, নৈলে তোমায় উজীরী দিচ্ছি কেন? আমি হলেম রাজা লোক, আমার কি যাকে তাকে দেখা দিতে আছে?

বটুক। ভেড়ে ফুঁড়ে বেরিয়ে পড়ুন হুজুর, একবার গিয়ে গজরে গাজরে আসরটা জমিয়ে নিন, আমি তো পেছুনে আছিই।

হু। আচ্ছা, যা থাকে কপালে, তুমিও সঙ্গে এস, (বটুকের হাত ধরিয়া টানিয়া বৃক্ষান্তরাল

হইতে সম্মুখে আসিয়া) কি প্রহরী, কোথায় সে বদমায়েস দর্শনলাল?

দর্শন। এই তো সামনেই আছি, কি দরকার?

দু। দেখ, তুমি এত চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা কয়ো না, তুমি মনে করুছো, তোমার হাঁকডাকের ভয়ে আমরা গাছের আড়ালে লুকিয়েছিলেম, তা নয়, দুজনে হাতাহাতি কোরে গাছের বেড়টা মাপছিলেম।

বটুক। বাঃ, বাঃ, হুজুরের কি বুদ্ধি—রাজবুদ্ধি! রাজ-বুদ্ধি!

দু। এখন দর্শনলাল, টাকা এনেছ?

দর্শন। কিসের টাকা?

দু। আমার নজরের তিন হাজার টাকা যা তোমার কাছে তলব কোরে পাঠিয়েছিলেম।

দর্শন। তোমার আবার নজর কিসের? তুমি কে?

দু। আমি কে? আমায় চেন না? এখনি জান, হুকুম দিয়ে তোমার গাঁ জ্বালিয়ে দিতে পারি।

দর্শন। ঢের শালা গাঁ জ্বালিয়েছে, বাকী তুমি রাজার শালা; দেখ, তুমি রাজার শালাই হও আর রাণীর ভাই-ই হও, আমি তোমায় সাবধান কোরে দিচ্ছি, আমার সঙ্গে বুঝে সুঝে লেগো; আমায় যে সে তালুকদার পাওনি যে, তোমার ভয়ে ভয়ে খোসামোদ করুবে, তোমার ইয়ারকির টাকা যোগাবে। আমার নাম দর্শনলাল, স্বয়ং মহারাজ জয়সেনও আমায় চেনেন, আমার তালুকের স্বত্ব দাগাবাজি ফেরেববাজিতে পাওয়া নয়, নির্দ্ধারিত দিনে রীতিমত রাজ-কর দিয়ে স্বত্ব ভোগ কোরে থাকি। পরোয়ানায় রাজার মোহর ছিল, তারই সম্মান রাখবার জন্য আমি এসেছি, নইলে তোমার মত নীচ, মূর্খ, খল, বদ্‌মায়েসের তলবে দর্শনলাল বাড়ীর বার হয় না।

দু। তোর যে যত বড় মুখ, তত বড় কথা দেখতে পাই, এখনও আমায় চিন্‌তে পারিস্‌নে?

দর্শন। চিনি বই কি, ভগ্নীপতির অন্নদাস, পাষণ্ড, পিশাচ—

দু। তোকে শূলে চড়াব, তবে আমার নাম—

দর্শন। দুর্ম্মুখ!

দু। দুর্ম্মুখ, দুর্ব্বুদ্ধি—শূয়ার!

দর্শন। ভাল, দুর্ব্বুদ্ধি শূয়ার, তুই আমায় শূলে চড়াবি? জানিস্ আমার অধীন প্রজারা আমায় বাপের মতন ভালবাসে, দু'শ অস্ত্রধারী লোক আমার পেছুনে পেছুনে, আমি একটা ইঙ্গিত কল্লে মুহূর্ত্তমধ্যে তোর ঐ নারকী দেহের চিহ্নও থাকে না, কিন্তু তোর গায়ে অস্ত্রাঘাত করা তলোওয়ারের অপমান! আমি তোর কথায়, তোর তলবে, তোর শূলে আর তোর এই নরকের চেয়ে কদর্য্য মুখে সকলের সাম্‌নে থু থু দিয়ে চল্লেম—থু থু থু।

[প্রস্থান।

দু। কি কি, এত বড় স্পর্দ্ধা!—সেপাই—সেপাই—পালালো—পালালো, ধর—ধর! কি সব হাঁ কো'রে দাঁড়িয়ে আছিস্ আমার মুখে থুথু দিলে আর তোরা দাঁড়িয়ে দেখছিস্? আজ শালারা, তোদের কাট্‌বো—কাট্‌বো।

বটুক। হাঁ হুজুর, সেপাই কাটুন, সেপাই কাটুন, কোন গোল নাই।

প্রতি। দোহাই হুজুরের, দর্শনলাল বড় গুণ্ডা।

দু। চোপ শালারা, কাট্‌বো—শালাদের কাট্‌বো।

বটুক। হাঁ হুজুর, সেপাই কাটুন, সেপাই কাটুন, কোন গোল নাই।

প্রতি। দোহাই হুজুরের, দর্শনলাল বড় গুণ্ডা।

দু। চোপ শালারা, কাট্‌বো—শালাদের কাট্‌বো।

প্রতি। খুন করুলে—খুন করুলে, রক্ষা কর—রক্ষা কর।

[প্রতিহারিগণের প্রস্থান।

দু। ধর্ শালাদের ধর্!

বটুক। পাকড়ো—পাকড়ো।

(উভয়েই দৌড়িয়া যাইতে যাইতে উভয়েরই পা জড়াজড়ি হইয়া উভয়ের পতন)

দু। উহ্! গেছি রে—গেছি রে। বটুক ভাই, শালা মেরে ফেলেছে।

বটুক। ও হুজুর, আমিও গেছি, আমিও গেছি।

দু। তোল্ শালা, এখন আমায় তোল্, কোমরখানা ভেঙে গেছে, মাথাটা ঝন্ ঝন্ কচ্চে।

(দুর্ব্বুদ্ধিকে বটুকের ধরিয়া তুলিবার চেষ্টা)

বটুক। একটু আল্‌গা দিন হুজুর, একটু আল্‌গা দিন, অত ঝুঁকলে পারুবো কেন?

দু। চোপ শালা, তোমায় উজিরী দেবো! নেহালচাঁদকে মন্ত্র করুবো, তোকে ছাতাবরদার করুবো। কোমরখানা ভেঙে গিয়েছে, উহু, চিড়িক মেরে মেরে উঠছে।

[বটুকের স্কন্ধে ভর দিয়া দুর্ব্বুদ্ধির প্রস্থান।

—

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

দুর্জ্জয়ময়ীর কক্ষ।

দুর্জ্জয়ময়ী।

দুর্জ্জয়। বাঃ বাঃ বেশ, বেশ; অন্ধ করবো বলে আনলেম, কিন্তু নিজেই অন্ধ হলেম! কোথায় অশেষ জ্বালা দেব মনে করেছিলেম, না এখন নিজে দারুণ বিষের জ্বালায় জ্বলে মরছি! প্রণয়, প্রেম, ভালবাসা—এ সব পাগলের প্রলাপ মনে কত্তেম, প্রাণ দেওয়া-নেওয়ার কথা নিয়ে কতই বিদ্রূপ করেছি, তেমনিই শিক্ষা পেলেম, দুর্লভ্য আনতে পারলে কি বলবে? আ মরি মরি, প্রথম যৌবনে রূপ একেবারে ফেটে পড়ছে। বিজয়, বিজয়, তুই যে বুকে রাখবার ধন, তুই যে প্রাণের সঙ্গে মিশে যাবার জিনিস, তুই কি আমার ছেলে হবার উপযুক্ত? আমার এই রূপ, এই বয়স, এই প্রাণ তোর পায়ে ডালি দিলে তবে আশা মেটে। ধনের লোভে, মানের আশায়, বাবা এই জরাগ্রস্ত বৃদ্ধের হাতে আমায় অর্পণ কোরে আমার নবীন প্রাণে বিষ ঢেলে দিয়েছেন, প্রাণ আমার জ্বলে ভস্ম হয়ে গিয়েছিল। বিজয় রে, প্রাণের বিজয় রে, আমার বিজয় রে, তোরে দেখে, তোর রমণীদর্পহারী রূপ দেখে, তোর লাবণ্য-জলে ঢল ঢল নয়ন দুটি দেখে, সেই দগ্ধ প্রাণ আমার আজ আবার প্রাণ পেলে! ভয়ে ভয়ে মুখের সামনে আমায় সকলে খোসামোদ কোরে মিষ্ট বলে; কিন্তু আমি বেশ জানি, এই রাজপুরীতে সকলেই আমার উপর বিরক্ত; সকলেই আমার শত্রু; সকলে মনে করে যে, আমি রাজাকে বশীভূত কোরে স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই রাজ্য ছারখার দিতে, এই রাজবংশের সর্ব্বনাশ করতে বসেছি—তাই তো বসেছি; স্বার্থের জন্য বাবা আমার সর্ব্বনাশ করেছেন; আমিও স্বার্থের পসরা মাথায় কোরে এ রাজ্যের সর্ব্বনাশ করতে এসেছিলাম! যে চাঁদ আমার হৃদয়ের প্রমোদ-কুমুদকে ফোটাবে, সে চাঁদ উদয় হয়নি—হৃদয় আমার বিষের হ্রদ হয়েছিল; এখন সেই সুধামাখা চাঁদ উদয় হয়েছে। হৃদয়ে আমার অমৃতের লহর বইছে; সহস্রদল কুমুদ ফুটে ভাসছে—হাসছে। বিজয়, বিজয়! আমার হ; একবার আদর কোরে গলা ধ'রে বল্ তুই আমার—আমি দেখাব, আমি কত ভালবাসতে জানি। যে চোখে বুড়োকে কেবল ঘৃণা দিয়েছি, দেখাব, সেই চোখ প্রণয়জলে ঢল ঢল কচ্ছে; যে হৃদয়ে কাঠিন্য আর স্বার্থ ছাড়া কখনও কিছু ছিল না, সেই হৃদয় কমলের চেয়ে কোমল কোরে আপনহারা হয়ে তোর প্রাণে ঢেলে দেব। প্রাণের বিজয়, আমার হ, হ রে হ; চিরদিন সকলকে বিষের চোখে দেখেছি, তোকে বুকে ধ'রে একবার সংসার মধুময় দেখি। ডাকতে পাঠিয়েছি, এখনি আসবে, ভাবে ইঙ্গিতে না বোঝে, স্পষ্ট বলবো; দুর্জ্জয়ময়ী কখনও প্রাণের আশা চেপে রাখতে পারেনি! আজ পারবে না। যে রূপের মোহে, যে নয়নের আগুনে অশীতিপর বৃদ্ধ পাগল—সংসার জ্ঞান-শূন্য, নবীন নটবরকে কি সে রূপের তেজে—সে আঁখির খেলায় ভোলাতে পারবো না? এই তো সময়, এই তো বয়স, যৌবনের প্রথম অঙ্কুরেই তো পুরুষের প্রাণ রূপের লালসায় পিপাসায় আকুল হয়। বিজয়, বিজয়, আমার বিজয়—

(রাজার প্রবেশ)

রাজা। প্রাণেশ্বরি!

দুর্জ্জয়। কে, কে ও! তুমি—কেন? তুমি কোথেকে?

রাজা। হৃদয়রঞ্জিনি, এই আমি একবার হাত-মুখ ধুতে গিয়েছিলেম মাত্র, নইলে তো আমি তোমার কাছে দিন রাতই আছি।

দুর্জ্জয়। "দিনরাতই আছি," কেন আছ? দিনরাত কাছে কাছে ভাল লাগে? আমার কি একটু বিরলে চিন্তা করবারও অবসর নাই?—যাও।

রাজা। কোথা যাব প্রিয়ে? তুমিই তো আমায় তোমার কাছছাড়া হয়ে যেতে নিষেধ করেছ। তোমার মনস্তুষ্টির জন্য, তোমায় সেবা করবার জন্য আমি তো এক দণ্ড কোথাও যাই না, সভা, সিংহাসন, রাজকার্য্য সকল জলাঞ্জলি দিয়েছি।

দুর্জ্জয়। "সভা" "সিংহাসন"—না—না—সেথায় না, রাজকার্য্যের ক্লেশ তোমার এ বয়সে সহ্য হবে না। এই অন্তঃপুরে আমার নূতন উদ্যান অতি চমৎকার স্থান, কেমন পুষ্পের সৌরভ—যাও, সেখানে একটু ভ্রমণ কর গে।

রাজা। চল প্রিয়ে, তাই চল।

দুর্জ্জয়। না, তুমি একাকী যাও, আমি আজ শরীরে শীতল বায়ু লাগাব না, বুকটার ভেতর কেমন কচ্ছে।

রাজা। অ্যাঁ, সে কি, কি সর্ব্বনাশ! বুকে কি হলো? এস, আমি হাত বুলিয়ে দিই। প্রেয়সি, প্রেয়সি! আমার এ বয়সে আর সর্ব্বনাশ করো না, তোমার অসুখ হ'লে আমি উন্মাদ হব, তোমা'-হারা হ'লে আমার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হবে।

দুর্জ্জয়। না না, কিছু নয়, আমার ও হয়, একটু একা চুপ ক'রে থাকলেই ভাল হয়ে যাবে, কেউ যেন না আমায় বিরক্ত করে—যাও।

রাজা। না প্রিয়ে, আমায় যেতে বোলো না, আজ আমি কোথাও যেতে পারবো না; আজ তোমার মুখ থেকে চোখ কোনমতে ফেরাতে পাচ্ছিনে। সর্ব্বস্ব আমার, আজ কি সাজ সেজেছ! মদনমোহিনী রূপের ফোয়ারা আজ দশ দিকে ছড়িয়ে পড়েছে, লাবণ্যের ঝলকে আমার চোখ ঝলসে যাচ্ছে! মরি মরি, কি চক্ষু দুটি! ঐ চোখ তো রোজ রোজ রাতদিন দেখি, আজ ঐ চোখে এখন কি তুফান তুলেছ! ও অধরে আজ কত সুধা লুকিয়ে রেখেছ। ভুবন ভোলাবার জন্য কি আজ কাল ভুজঙ্গিনী বেণীতে মদনমোহন মালা দুলিয়েছ! ফুল-অলঙ্কারের বাহারে আজ রতি তোমার কাছে হার মানছে, আমার অঙ্গ শিথিল হয়ে আসছে, আমি অবশ হয়ে পড়ছি। প্রিয়ে, আমি কোথাও যেতে পারবো না!

দুর্জ্জয়। না—ছি—যাও যাও

রাজা। না প্রিয়ে, বৃদ্ধকে দর্শনসুখে বঞ্চিত করো না।

দুর্জ্জয়। আমি বলছি যাও, আমি খানিক একা থাকবো।

রাজা। প্রিয়ে, মদনমোহিনি—

দুর্জ্জয়। আমার কথা শুনছ না?—গেলে না? তবে আমার খুব অসুখ বাড়ুক, গহনাটহনা সব খুলে ফেল।

রাজা। না না, না না প্রিয়ে, আমি যাচ্ছি, যাচ্ছি, ভগবান্! ভগবান্! অন্তিম দশায় এত রূপভোগ—এত স্বর্গের সুখ আমার সবে কেন?

[প্রস্থান।

দুর্জ্জয়। জ্বালা—জ্বালা—যাক্, যতক্ষণ পারি, মনের সাধে বিরলে ভাবতে থাকি, বিজয়, আমার বিজয়!

(রাজার পুনঃ প্রবেশ)

রাজা। প্রিয়ে, প্রিয়ে।

দুর্জ্জয়। কে, কে! আবার কি? এখনও যাও নি?

রাজা। এই যাই।

দুর্জ্জয়। যাও।

রাজা। জীবিতেশ্বরি, আমার সর্ব্বস্ব, আমার ইহলোক পরলোক, আমি যেতে পাচ্ছিনি যে।

দুর্জ্জয়। তবে থাক তুমি এইখানে, আমি অন্য ঘরে যাই, গহনা কাপড় সব দূর কোরে টেনে ফেলে দিই গে।

রাজা। না না, প্রিয়ে, ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, আমি যাচ্ছি। এই যাই—যাই—যাই; আহা প্রিয়ে, কেন তাড়ালে? শুধু দেখবার প্রয়াসী, চরণের ভিখারী, চির-আজ্ঞাকারী বৃদ্ধকে কেন তাড়ালে? কেন সম্মুখ থেকে দূর করলে? এই যাই প্রিয়ে! যাই—যাই—যাই—যাই।

[প্রস্থান।

দুর্জ্জয়। কণ্টক, কণ্টক, এই জরাগ্রস্ত বৃদ্ধই আমার সকল সুখের কণ্টক। চরম দশায় ইন্দ্রিয়-লালসায় মত্ত হয়ে এই বৃদ্ধ অন্তরায় না হ'লে আমি নিশ্চয়ই কোন নবীন রূপবান্ রাজপুত্রের অঙ্ক-শোভিনী হতেম। আবার আজ যার জন্যে আমার প্রাণ পাগল হয়েছে, এই বৃদ্ধ যদি তার জন্মদাতা না হ'ত, তবে তাকে পাবার সম্বন্ধে আমার মনে কোন সন্দেহ—কোন উদ্বেগই হ'ত না। আর ক্ষণেক যে তার মুখছবি মনে মনে ভেবে, কল্পনায় সে মনোমোহনকে বুকে রেখে সজাগ স্বপ্নে স্বর্গসুখ সম্ভোগ করবো, এই স্বার্থপর জড়পিণ্ড সে পথেরও কণ্টক। এ কণ্টক দূর করতেই হবে, নইলে আমার জীবন কখনও সুখকর হবে না, নিশ্চয়ই সেই অনাঘ্রাত কুসুমহার গলায় ধারণ করতে পারবো না! কি সুন্দর! কি সুন্দর! বিজয়—নামটি কি মধুর—

(বিজয়ের প্রবেশ)

বিজয়। ছোট-মা কি আমায় স্মরণ করেছেন?

দুর্জ্জয়। কে, কে, বিজয়! স্মরণ, রাতদিনই তোমায় স্মরণ করছি, বিজয় আমার।

বিজয়। ছোট মা, যখন আমরা শিক্ষাবাড়ীতে থাকতেম, তখন কত লোকে আপনার সম্বন্ধে কত মিথ্যা কথা বলতো, কিন্তু এই কদিন রাজবাড়ীতে এসে আপনার যত্নে ও আপনার স্নেহে আমাদের যে গর্ভধারিণী মা নাই, তা আমরা ভুলে গেছি। আপনি আমায় কতবার কাছে ডাকেন ব'লে

আমায় বেশী যত্ন করেন, বেশী ভালবাসেন মনে কোরে, বসন আদর কোরে—আমার সঙ্গে কত মিছিমিছি ঝগড়া করে—ও কি মা, আপনি কাঁদ্‌ছেন কেন? আপনার চোখে জল কেন?

দুর্জ্জয়। বিজয় রে, আমি কাঁদ্‌বো না তো কাঁদ্‌বে কে? আমার মত দুঃখী আর কে আছে?

বিজয়। সে কি! আপনি এই রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা রাজরাণী, পিতা আপনাকে কত যত্ন করেন, আপনার মনের ইচ্ছা মুখে প্রকাশ হবার পূর্ব্বে পিতা তা পূর্ণ কর্‌তে ব্যস্ত হন, সকলেই আপনাকে সম্মান করে, আপনার কোন অভাবই নাই, তবে আপনার কিসের দুঃখ?

দুর্জ্জয়। বিজয়, আমার যে কি দুঃখ, তা মন খুলে বলবার লোক পাই না, এ পুরীতে সে কথা বোঝবার কেউ নেই, এই আমার সব চেয়ে বেশী দুঃখ। তোমার এই নবীন বয়স, কোমল প্রাণ, আমার প্রাণের জ্বালা বুঝতে পার্‌বে মনে কোরেই তোমায় আজ এই নিভৃতে ডেকেছি। বিজয়, রাজরাণী হওয়াই কি পৃথিবীর সুখ? হীরে মতি প'রে দাসদাসীর উপর কর্ত্তৃত্ব কোরে ঐশ্বর্য্য ভোগ করাই কি এ জগতে সার? নারীজন্মে কি অন্য সাধ—অন্য সুখের আশা নাই?

বিজয়। বলুন আপনার কি সাধ, কিসের অভাব, আমি এখনি গিয়ে পিতাকে বল্‌ছি, পিতা আমার অতি সদাশয়, এখনি তা পূর্ণ কর্‌বেন।

দুর্জ্জয়। বিজয়, বিজয়! আমার যে সাধ, মহারাজ হ'তে তা পূর্ণ হবে না, আমার প্রাণের যে আকাঙ্ক্ষা, যে পিপাসা, তা মিটাবার সাধ্য তাঁর নেই।

বিজয়। বলুন, আমা হ'তে তার কি কিছু হ'তে পারে? আমার প্রাণ দিলেও যদি আপনার দুঃখ দূর হয়, আমি তাতেও প্রস্তুত।

দুর্জ্জয়। আহা! (বিজয়ের হস্ত ধরিয়া) বিজয়, বিজয়! বিজয় আমার, অভাগীর দুঃখ যদি ঘুচে, সে তোমা হতেই, এ প্রাণের দারুণ জ্বালা, আজীবনের অতৃপ্ত পিপাসা, বিজয়, তুমিই নিবারণ কর্‌তে পার, প্রাণ দিয়ে আমার দুঃখ দূর কর্‌তে চাচ্ছ, প্রাণ দিতে হবে না, তোমার প্রাণ তোমারি থাকবে, তোমায় যে দেখবামাত্রে আমি আমার প্রাণটি তোমায় দিয়েছি, সেইটি নাও, তা হ'লেই আমার সকল দুঃখ—সকল জ্বালা—সকল অভাব ঘুচে যাবে, সংসার আমার চক্ষে নবীন ভাব ধারণ কোরে হাসতে থাক্‌বে।

বিজয়। মা, মা, আপনি কি বল্‌ছেন, আমি যে কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছিনি।

দুর্জ্জয়। ও সম্বোধন নয়, ও সম্বোধন নয়। বিজয়, আমি কি তোমার মাতৃসম্বোধনের যোগ্য? তা যদি হ'ত, তবে তোমার অঙ্গস্পর্শে আমার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত, রোমাঞ্চিত হবে কেন? কেন তবে শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ খেল্‌তে থাকবে, দেহপ্রাণ আমার অননুভূতপূর্ব্ব সুখের ক্লেশে অস্থির হবে? বিজয়, তুমি নবীন যুবা, আমি নবীনা যুবতী, আমাদের মিলন বিধাতার অভিপ্রেত; আমার জনকের বয়োজ্যেষ্ঠ বৃদ্ধ মহারাজ কি আমার পতির উপযুক্ত?

বিজয়। মা, মা! ও কি কথা! ও কি কথা! আমায় ছেড়ে দিন, হাত ছেড়ে দিন; জগদীশ্বর! জগদীশ্বর! না জেনে কি মহাপাতক করেছি যে, আজ এই কলুষিত কথা আমায় কানে শুন্‌তে হলো!

দুর্জ্জয়। বিজয়, বিজয়!

বিজয়। মা, মা! তুমি যে আমার জননী।

দুর্জ্জয়। না না, আমি তোমার প্রেমভিখারিণী রমণী।

বিজয়। ছি, ছি, আমি তোমার সন্তান, সন্তান।

দুর্জ্জয়। তুমি আমার প্রাণনাথ, হৃদয়েশ্বর, সর্ব্বস্ব! কোলে নয়, কোলে নয়, তোমায় হৃদয়ে স্থান দিয়েছি; কিসে আমি তোমার জননী? কে বল্লে, আমি তোমার জননী! কোন্ শাস্ত্রে আমি তোমার জননী? তোমায় কি আমি গর্ভে ধারণ করেছি? আমার হৃদয়ক্ষীরে কি তোমার শৈশব-দেহের পোষণ হয়েছে? তোমায় কি আমি অঙ্কে ধ'রে লালন পালন করেছি? কেন তবে তোমার মনে আমার প্রতি মাতৃভাব আস্‌ছে?

বিজয়। যাঁর জীবন হ'তে আমার এ জীবন, যাঁর শোণিতে আমার এ দেহের পুষ্টি, যিনি আমার জন্মদাতা পিতা, আপনি যে তাঁর অর্দ্ধাঙ্গ-ভাগিনী সহধর্ম্মিণী।

দুর্জ্জয়। ভ্রম, ভ্রম বিজয়, এই জরাগ্রস্ত অবস্থায় তোমার পিতা কি আমায় ধর্ম্মকার্য্যে বিবাহ করেছেন? সন্তান বর্ত্তমানে এ বৃদ্ধবয়সে তা কেউ করে না, কেবল রূপমোহের আকর্ষণে, কেবল ইন্দ্রিয়লালসা-পরিতৃপ্তির অস্বাভাবিক পিপাসায় উন্মত্ত হয়ে, আমার পিতাকে ধন-মানের উৎকোচ দিয়ে আমার এই সর্ব্বনাশ করেছেন, তবে কিসে

আমি তাঁর সহধর্ম্মিণী? আমার এই রূপ-যৌবন-ভরা নবীন দেহ কি সেই শীতল-শোণিত-জর্জ্জরিত অঙ্গের অর্দ্ধভাগিনী হ'তে পারে? আর তোমায় আমায়—তোমায় আমায় মাতা-পুত্র ভাব কেমন কোরে হ'তে পারে? তোমার শৈশব দেখিনি, বাল্যকাল দেখিনি, প্রথম যৌবনে রূপের রাশি নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ালে; আমার নবীন প্রাণের চিররুদ্ধ প্রণয়ের স্রোত অমনি সহস্র ধারায় উথ্‌লে উঠ্‌লো; তোমায় পাবার জন্য আমি পাগল হয়েছি, আমায় নিরাশ করো না; যদি আমায় ঘৃণা কর্‌বে, উপেক্ষা কর্‌বে, আশায় বঞ্চিত কর্‌বে, তবে কেন তোমার মোহনমূর্ত্তি এনে আমার সামনে ধরেছিলে? কেন প্রাণনাথ, অভাগিনীর সর্ব্বনাশ কর্‌তে রাজপুরীতে প্রবেশ করেছিলে? বিজয়, বিজয়, তুমি জান—মহারাজ আমার কত বশীভূত, তাঁর উপর আমার কত অধিকার, আমি মনে কর্‌লে রাজ্য রাখ্‌তে পারি, ছারখার দিতে পারি, যাকে ইচ্ছা সিংহাসনে বসাতে পারি, রাজ্য, সিংহাসন, ঐশ্বর্য্য, অবিবাদে সকল তোমায় দিব, দাসী হয়ে তোমার চরণ সেবা কর্‌বো, কেবলমাত্র তোমার সঙ্গসুখের অভিলাষিণী, তোমার মধুর প্রেমের ভিখারিণী, দয়া কর, আমায় তাই দাও, সদয় হও, আমায় তাই দাও, আর কিছু চাইনি, আর কিছুই চাইনি।

বিজয়। মা, মা, আপনি কি বল্‌ছেন, আপনার মস্তিষ্ক স্থির নাই, কি উন্মাদ-বায়ু আজ আপনাকে আক্রমণ করেছে? আপনি কাকে কি বল্‌ছেন, জান্‌তে পাচ্ছেন না, বুঝ্‌তে পাচ্ছেন না, আমি যে বিজয়—আপনার পুত্র বিজয়! শৈশবে গর্ভধারিণী জননীকে হারিয়েছি, যে দিন বাবার গলায় বরমাল্য দিয়েছেন, সেই দিন থেকেই আপনাকে জননী ব'লে জানি, আপনি বই আমাদের দু'ভায়ের আর মা বল্‌বার যে কেউ নাই—আপনি কি আমার চরিত্র পরীক্ষা কর্‌ছেন? মা, মা, জননি, অমন কলুষিত বিষময় পরীক্ষা করবেন না, লোকে শুন্‌লে কি বল্‌বে, পিতা শুন্‌লে কি বল্‌বেন?

দুর্জ্জয়। ওঃ! তাই—তাই ভয়, তাই এত ইতস্ততঃ, নচেৎ সুন্দরী যুবতীর স্বেচ্ছাপ্রদত্ত প্রেম কোন্ নবীন যুবক উপেক্ষা কর্‌তে পারে? বিজয়, প্রাণাধিক! তোমার সম্মুখে আমি কুলকামিনীর সর্ব্বস্ব সার লজ্জা ভয় বিসর্জ্জন দিয়েছি, তোমার প্রণয়ে অন্ধ হয়েছি, পাপ-পুণ্যের জ্ঞান আর আমার নাই, তোমায় পাবার জন্য কোন কার্য্যেই আমার সাহসহীনতা পাবে না, মহারাজের ভয় কচ্ছো? বল—একবার বল, তুমি আমার হবে, কালকার প্রাতঃসূর্য্য আর মহারাজকে দেখ্‌তে হবে না।

বিজয়। কি সর্ব্বনাশ! কি ভয়ানক কথা! তুমি কি রমণী! পিতা, পিতা,—এই প্রাচীন বয়সে শান্তিলাভের আশায় আপনি সরলা বালিকাভ্রমে পিশাচিনীকে গৃহে এনেছেন? ছি, ছি, ধিক্ ধিক্! তোমায় আমি বার বার জননী ব'লে সম্বোধন কর্‌ছি, আর তুমি বার বার আমায় পাপ-বাণী বল্‌ছ, মাতৃহীন বালক তোমার কাছে মাতার অমৃতময় স্নেহ ভিক্ষা কর্‌ছে, আর তুমি তার সরল প্রাণে গরল ঢেলে দিচ্ছ? ধিক্! ধিক্ তোমার রূপে, ধিক্ তোমার যৌবনগর্ব্বে, শত ধিক্ তোমার কুৎসিত ইন্দ্রিয়লালসায়, সহস্র সহস্র ধিক্ তোমার নরক-কলুষিত জীবনে! পতিত-পাবন পরমেশ্বর, আমি পাপীয়সীর পাপ-কথা কানে শ্রবণ করেছি, আমার মহাপাতক হয়েছে, আমি কি প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বো, কোথায় যা'ব, কোথায় পালাব, এ পাপের পাশ হ'তে কোথায় গেলে পরিত্রাণ পাব? আর আমার পিতা, পিতার কি হবে! তিনি যে পিশাচিনীর কুহকে মুগ্ধ হয়েছেন, মোহিনী-ফণা বিস্তার কোরে কালসাপিনী যে তাঁর হৃদয় দংশন কর্‌তে উদ্যত হয়েছে! করুণাময় জগদীশ্বর, আমার পিতাকে রক্ষা কর।

[প্রস্থান।

দুর্জ্জয়। বটে! এত দূর—এত তেজ, এত দর্প, এত গর্ব্ব, এত অহঙ্কার কিসের? রূপ-যৌবনের—পিপাসিত রমণী কাতর হয়ে প্রেম ভিক্ষা করেছিল, তাই কাপুরুষ তাকে তাচ্ছল্য কর্‌লি? বিজয়—বিজয়, তুই জানিস্‌নি, আজ নিজে নিজের কি সর্ব্বনাশ কর্‌লি, আপনার শিরে আপনি আজ কি বজ্র হান্‌লি; তুই কি জানিস্‌নে যে, প্রত্যাখ্যাত উপেক্ষিত নারী আঘাতপ্রাপ্ত বিষধরী অপেক্ষাও ভয়ঙ্করী? জানিস্‌নে, যে রমণী প্রণয়ের জন্য কুল-মান লজ্জা ভয় সকলই জলাঞ্জলি দিতে পারে, প্রেমের প্রতিদান পেলে হেলায় প্রাণ ঢেলে দিয়ে ভাল-বাস্‌তে পারে—সেই রমণী আবার ঘৃণিত হ'লে অবজ্ঞাকারীর প্রাণ পদতলে দলিত কর্‌তে পারে, নিজের প্রাণের জ্বালায় সে জগৎসংসার জ্বালিয়ে দিতে পারে। আমায় পিশাচিনী কালসাপিনী বল্লি, এত দিন তা ছিলেম না, কিন্তু আজ থেকে

আমি কালসাপিনী পিশাচিনী হলেম, আর তার চেয়ে যদি কিছু ভয়ঙ্করী থাকে, তাও আমি হব। নরক, আমার সহায় হও, দুর্জ্জয়ময়ীর দারুণ হৃদয় অধিকার কোরে বসো, নারীসুলভ কোমলতা যদি হৃদয়ের কোন গুহ্যতম দেশে লুক্কায়িত থাক, দূর হও, দূর হও; রাক্ষস পশু ভূত প্রেত পিশাচ বেতাল দৈত্য দানব কে কোথায় আছ, সকলের অনিষ্টকারী শক্তি এক দিনের জন্য আমায় ঋণ দাও, আমি প্রতিশোধ লই, প্রতিশোধ লই। ছি ছি! রমণী হয়ে প্রণয় যাচ্ঞা কোরে উপেক্ষিত হয়েছি, আর অপমান কি আছে, আর অপমান কি আছে? দুর্লতা, দুর্লতা, কে আছিস ওখানে, শীঘ্র দুর্লতা কোথা আছে, খুঁজে আমার কাছে পাঠিয়ে দে। প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা—কি মধুর শব্দ! দাম্ভিক বিজয়, দুর্জ্জয়ময়ী শুধু তোর রক্তে তুষ্ট হবে না, যারে তুই বড় ভালবাসিস্, তোর সেই বড় আদরের বসন্তের রক্ত পান করবো, তোর সামনে তার ছিন্ন মুণ্ড গড়াগড়ি যাবে, তার পর দুজনের রক্তে শ্মশানভূমি প্লাবিত হবে, জয়সেন নির্ব্বংশ হবে, জয়পুররাজ্যে বাতী দিতে কেউ থাকবে না, তবে, তবে যদি এ আক্ষেপ মিটে, এ অপমানের প্রতিশোধ হয়। আর কেন এ বেণী-বিন্যাস?—দূর হ,—দূর হ সব, ভয়ানক কাজ করবো, ভয়ানক মূর্ত্তির প্রয়োজন।

(রাজার প্রবেশ)

রাজা। প্রাণেশ্বরি, প্রাণেশ্বরি! আমায় রক্ষা কর, তোমার কাছে ব'সে থাকতে দাও, তোমায় না দেখে আমি আর থাকতে পাচ্ছিনে—অ্যাঁ! এ কি এ! এ সব অলঙ্কারপত্র ছড়ান কেন? প্রিয়ে, প্রিয়ে! তোমায় এ কি ভাব? কেশভার জটপট কচ্ছে, বসন ছিন্ন-ভিন্ন, চক্ষু রক্তবর্ণ, সর্ব্বনাশ! সোনার অঙ্গে যে রুধির-চিহ্ন দেখি, বল প্রিয়ে, কি হয়েছে? কথা কচ্ছ না কেন? অমন তীব্রদৃষ্টি কেন? বল বল, কথা কও।

দুর্জ্জয়। কি বলবো, কি কথা কব?

রাজা। এমন ভাব তোমার কখনও দেখিনি, বল কি হয়েছে? আমার হৃৎকম্প হচ্ছে, আমায় বল, কি হয়েছে?

দুর্জ্জয়। কিছু না—

রাজা। না না, অবশ্য কিছু হয়েছে, কে তোমায় আঘাত কল্লে? কে তোমার প্রতি ও অত্যাচার করেছে? কে তোমার এ দুর্দ্দশা কল্লে?

দুর্জ্জয়। কে করবে—কেউ না, কেউ না আমি আপনি করেছি—

রাজা। বলবে না, বলবে না আমায় প্রিয়ে! বলবে না যে, কে আপনার মৃত্যু আপনি ডেকে এনেছে? জলন্ত আগুনের মধ্যে কে সাধ কোরে প্রবেশ করেছে, সিংহের গহ্বরে কে হস্ত প্রদান করেছে? তুমি কি জান না প্রিয়ে যে, আমার রাজ্য, সিংহাসন, প্রজা-পরিজন, নিজের প্রাণ—সকল এক দিকে, আর তুমি এক দিকে? তুমি কি মনে কর, যে পাষণ্ড পিশাচ তোমার উপর এই অত্যাচার করেছে, এ রাজ্যের মাঝে তার কি আর নিস্তার থাকবে? তোমার ঐ বর-অঙ্গে এক বিন্দু রুধিরের পরিবর্ত্তে সেই দুর্ব্বৃত্তের শরীরের সমস্ত শোণিত নিঃশেষ করবো জান না? হা অদৃষ্ট, হা অদৃষ্ট! আমি কখনও কারুর উপর কোন অত্যাচার করিনি, কি প্রজা, কি পরিজন, কি কর্ম্মচারী সকলকেই সুখস্বচ্ছন্দে রাখতে সাধ্যমত প্রয়াস পেয়েছি, নিজের সুখের প্রতি কখন দৃষ্টি করিনি, একমাত্র শেষ দশায় প্রাণেশ্বরীকে হৃদয়ে ধ'রে কিছু শান্তিলাভ করবো, তাও কি লোকের চক্ষুঃশূল হ'ল? কারুর প্রাণে সইলো না? কে এ শত্রু? কে এ শত্রু?

দুর্জ্জয়। বিজয়—বিজয়—

রাজা। কি কি—কে কে—বল প্রিয়ে কে? কি নাম বল্লে? বিজয়! কে? কুমার বিজয়?

দুর্জ্জয়। না না, কেউ না, আমি কারুর নাম বলিনি, সব আমার দোষ, আমার অদৃষ্টের দোষ! মহারাজ! মানুষকে আমি আর এ মুখ দেখাব না, এ প্রাণ আর রাখব না, শীঘ্র তুষানল প্রস্তুত করবার অনুমতি করুন, আমি তার মধ্যে প্রবেশ করি।

রাজা। অ্যাঁ! তুষানল! প্রিয়ে—তুমি—প্রাণ-ত্যাগ—তা হ'লে আমার কি হবে? তা হ'লে কি আর আমি এক দণ্ড জীবিত থাকবো?

দুর্জ্জয়। ভাল মহারাজ, দিন পেয়ে আজ তুমিও আমার অনুরোধ অবহেলা কচ্চো; আচ্ছা, অতি তীব্র কালকূট তো আমার কাছেই আছে, তারই সাহায্যে এ পাপ প্রাণ পরিত্যাগ করবো।

রাজা। সর্ব্বনাশ! প্রিয়ে, এমন কাজ করো না, তা হ'লে শুধু তুমি আত্মহত্যার নয়, পতিহত্যার পর্য্যন্ত পাতকী হবে। চরণে ধরি, মিনতি করি, বল প্রিয়ে, কি হয়েছে। কি অভিমানে তুমি প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে চাচ্ছ?

দুর্জ্জয়। কি বলবো মহারাজ, সে কথা শোন্‌বার নয়, বিশ্বাস কর্‌বার নয়, সে ভয়ঙ্কর কথা, সে অস্বাভাবিক অসম্ভব কথা তুমি বিশ্বাস কর্‌বে না, কেউ কর্‌বে না।

রাজা। কি প্রিয়ে, তোমার কথা আমি বিশ্বাস কর্‌বো না? যে সরলা বালা শত শত রূপবান্ নবীন রাজকুমারকে উপেক্ষা কোরে, আমার এই মৃত হৃদয়ে অমৃত সিঞ্চন করেছে, তার কথায় আমি বিশ্বাস করবো না? বল প্রিয়ে, কে তোমায় অত্যাচারী। আমি তোমার অঙ্গস্পর্শ কোরে শপথ করছি যে, আমার অতি আত্মজন হ'লেও, অতি স্নেহের পাত্র হ'লেও, সমুচিত শাস্তি প্রদান করবো, প্রয়োজন হয়, তার ছিন্নমুণ্ড এনে তোমায় উপহার দেব।

দুর্জ্জয়। মহারাজ, কল্লেন কি! কল্লেন কি! এমন শপথ করবেন না, যার দরুণ আমার আজ এ দশা, সে আপনার বড় স্নেহের ধন, আমারও বড় প্রাণের ভালবাসার—

রাজা। কে কে, কে সে বল? আমার শপথ, বিশেষ তোমায় স্পর্শ কোরে শপথ অলঙ্ঘনীয়।

দুর্জ্জয়। মহারাজ, প্রাণনাথ! (রোদন)

রাজা। কেঁদ না, কেঁদ না, প্রিয়ে কি বলছিলে বল, আমার প্রাণে আর ধৈর্য্য ধরুছে না।

দুর্জ্জয়। মহারাজ, এই পৃথিবী যে কি পাপে পূর্ণ যে, ভালকে কেউ ভাল থাকতে দেয় না, আমি আপনার দ্বিতীয় পক্ষের রাণী ব'লে আপনাতে আমাতে বয়সের একটু অসামঞ্জস্য আছে ব'লে, আপনার মনস্তুষ্টির জন্যে আমি একটু বেশবিন্যাসে মনোযোগী হই বলে, অন্তরালে কত লোকে কত কথা বলে, কত বিদ্রূপ করে—কিন্তু তা ব'লে গর্ব্বে ধরিনি বটে, কিন্তু আপনার সন্তান তো—

রাজা। অ্যাঁ—আমার সন্তান, কে?—বিজয়? কি, তার এত বড় স্পর্দ্ধা যে, তোমায় বিদ্রূপ করেছে?

দুর্জ্জয়। বিদ্রূপ কি মহারাজ, সে তো অতি তুচ্ছ কথা, লোকের শ্লেষ তো আমার অঙ্গের আভরণ হয়েছে।

রাজা। তবে কি, তবে কি, শীঘ্র বল? তোমার অঙ্গে সেই পাষণ্ড আঘাত করেছে না কি?

দুর্জ্জয়। অঙ্গে আঘাত! বিজয় যদি এই দেহ আমার খণ্ড খণ্ড কোরে ফেল্‌তো, তা হ'লেও আমি হাস্‌তে হাস্‌তে প্রাণত্যাগ করুতে পারতুম, কিন্তু—

রাজা। বল বল, কিন্তু কি বল? আমি যে কিছুতেই বুঝতে পাচ্ছিনে।

দুর্জ্জয়। ওহো! হৃদয়েশ্বর, সে কথা আমি বল্‌তে পারবো না, সে কথা রসনায় আনলেও মহাপাতক হয়; হা বিজয়, কেন তোর এ দুর্মতি হ'ল!

রাজা। অ্যাঁ, সর্ব্বনাশ! কি দুর্ম্মতি! আমি যেন কিছু কিছু বুঝতে পাচ্ছি, তা কি সম্ভব, তা কি সম্ভব! সে অস্বাভাবিকতা যে পশুসৃষ্টিতেও বিরল!

দুর্জ্জয়। আমি তো বলেছিলেম মহারাজ যে, সে কথা বিশ্বাসের নয়, আপনি বিশ্বাস করবেন না, কেউ বিশ্বাস করবে না!

রাজা। না না রাজ্ঞি, আমি তোমার কথা অবিশ্বাস করছিনি, কিন্তু তোমার ভাবে, কথায় আমার মনে যে সন্দেহ হচ্ছে, তা যে অতি অস্বাভাবিক—অতি ভয়ঙ্কর! কলির প্রতাপ কি এতই বৃদ্ধি পেয়েছে, শোণিতের বিচারলোপ হয়েছে?

দুর্জ্জয়। হৃদয়েশ্বর, বলে—বিমাতা আবার মা কি, তার সঙ্গে আবার সম্পর্ক কি? বয়সের সামঞ্জস্যে আমিই তোমার উপযুক্ত, তোমার এই বিশ্বমোহিনী রূপ, তোমার এই নবীন যৌবন, বৃদ্ধ পিতাকে ভজনা কোরে কেন নষ্ট কচ্ছো?

রাজা। রাজ্ঞি, চুপ কর, আর বলো না, আর আমি শুনতে পারিনি, আর শোনবার প্রয়োজন নাই। আরে ছাগাধম বিজয়, আজ নিজ হস্তে তোর মুণ্ডচ্ছেদন করুবো, শৃগাল-কুক্কুর দিয়ে তোর দেহ ভক্ষণ করাবো, রাণি! রাণি! তুমিই তো এই সর্ব্বনাশ করলে, এ বীভৎসপূর্ণ দুর্ঘটনা তুমিই তো ঘটালে, আমি তো দূরে রেখেছিলেম, রাজপুরীতে প্রবেশ করতে দিই নি, তুমিই তো আপন সরল হৃদয়ের গুণে স্নেহরসে গ'লে পাষণ্ডদের পুরীতে আনালে!

দুর্জ্জয়। মহারাজ, প্রাণনাথ! আমার অপরাধ কি? আমি ভাল মনে কোরেই নিকটে আনিয়েছিলেম। ভালবাসুবো, আদর করবো বলেই বিজয়কে সর্ব্বদা কাছে ডাকতেম; ঐ ভয়ঙ্কর কথা বলবার পরেও যদিও আমার হৃদয়ে সহস্র বিষবাণ বিদ্ধ হচ্ছিল, তবুও বিজয়কে কত বোঝাতে গেলেম, কিন্তু সে একবারে উন্মত্তের ন্যায় আমার আক্রমণ কল্লে, নখাঘাতে আমার অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত কল্লে, আমি অবলা, তবু তার হাত ছাড়িয়ে পালাবার চেষ্টা

কচ্ছি, এমন সময় বসন্ত কোথা হ'তে এসে "কি পাপিষ্ঠা, আমার দাদাকে মারছিস" এই বলেই আমাকে প্রহার করতে আরম্ভ কল্লে, 'আমার মা'র গহনা প'রে তোর এত দর্প' বলেই বলপূর্ব্বক আমার অলঙ্কার সকল কেড়ে নিয়ে ছড়িয়ে ফেল্‌তে লাগলো; অঙ্গে যে রুধিরচিহ্ন দেখছেন, এ তারি জন্য। অবশেষে বুকে, সেই বুকের যেখানে ব্যথা, সেইখানে সজোরে পদাঘাত কল্লে, আমি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেম, তার পর সংজ্ঞালাভ কোরেই কেমন কোরে এ পাপ প্রাণ বিসর্জ্জন করবো, তাই ভাবছি—

রাজা। আমার পুত্র নাই, পুত্র নাই, জয়পুর-রাজ আজ নির্ব্বংশ হ'ল, সিংহাসনে এসে শৃগাল-কুক্কুর বসুক। নিজ বংশ আজ নিজ হস্তে ধ্বংস করবো। ওহো। পুত্র হয়ে এমন শত্রু। পুত্র হয়ে এমন শত্রু। এমন বীভৎসপূর্ণ ব্যাপার কেউ কখন দেখেনি, কেউ কখনও শোনেনি, বুঝলেম এই জন্যই বিভীষণ "কলির শত পুত্রের পিতা হই" বলে শ্রীরামচন্দ্রের সাক্ষাতে শপথ করেছিলেন। ওঃ। অসহ্য—অসহ্য—প্রাণ অস্থির হ'ল বুকের ভিতর ধু ধু কোরে জলছে। বিজয়-বসন্তের শোণিত ব্যতীত এ আগুন আর কিছুতেই নির্ব্বাপিত হবে না।

দুর্জ্জয়। মহারাজ, মহারাজ। অকস্মাৎ এমন কর্ম্ম করবেন না, দাসীর জন্য আপনি পুত্রঘাতী হবেন না।

রাজা। পুত্রঘাতী। কিসের পুত্রঘাতী? কে আমার পুত্র? নিজ জননীর প্রতি যে এমন পশু-আচরণ করতে পারে, সে আবার পুত্র? মাতার বক্ষে যে পদাঘাত করে, সে আবার পুত্র? এরূপ রাক্ষসদের জীবিত থাকতে দেওয়া জগতের অনিষ্ট করা, রাজ্ঞি। বাধা দিও না, তোমার সরল প্রাণের স্নেহের মৃদু ভাষ এখন শুনো না। আমি রাজার কর্ত্তব্য, পিতার কর্ত্তব্য এখন পালন করবো, এই দণ্ডে সভা আহ্বান কোরে অপরাধীর বিচার কোরে উপযুক্ত দণ্ড প্রদান করবো, বিচারকের চক্ষে নিজের পুত্র, পরের পুত্র, আত্মীয়পর ভেদ থাকা উচিত নয়।

দুর্জ্জয়। মহারাজ—

রাজা। না না রাজ্ঞি, আর বাধা দিও না। এক দিন তোমার অনুরোধ রাখতে পাচ্ছিনে, আমায় ক্ষমা করে, তুমিও সভায় এস, প্রয়োজন হ'তে পারে। [বেগে প্রস্থান।

দুর্জ্জয়। আগুন জলেছে, খুব জলেছে, ধু ধু জলেছে। বিজয়, আপন-হারা হয়ে তোকে প্রাণ দিতে গেছলেম, সে প্রাণ তুই পায়ে ঠেল্লি দেখি তোর প্রাণ কোথায় থাকে। যার চরণে মাথা রাখবার জন্য স্বয়ং রাজা লালায়িত, তার হৃদয়ে তোর শয্যা পেতে দিয়েছিলেম, এখন অস্থিকঙ্কালময় মশানে তোর দেহ লুটবে, দুর্জ্জয়ময়ীর আলিঙ্গন উপেক্ষা কল্লি, যা—যা—যা—যমের আলিঙ্গনে যা—

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

অলিন্দ।

দুর্ব্বুদ্ধি ও বটুক।

বটুক। হুজুর, আপনি দুঃখ করছেন কেন? কিসের লজ্জা? রাজাগিরি করতে গেলে লড়াই-ঝগড়া হয়েই হয়, হারও আছে, জিতও আছে।

দু। যাও—যাও—তুমি দাঁড়িয়ে থাকতে আমার এত অপমান, তোমায় উজীরী দিলেই তো আমার তক্তে টলমল করবে দেখতে পাচ্ছি।

বটুক। হুজুর, আপনি রাজতক্তে বসুন আমি উজীরের মসনদে বসি, তখন দেখবেন, আবার এই বুদ্ধি আর এক রকম দাঁড়াবে, মেজাজ আপনা-আপনি গরম হয়ে যাবে, তখন কি আর কাউকে ডরিয়ে চলবো, না দর্শনলাল ফর্শনলালের ভয়ে পিছপাও হব? এখন কি করি বলুন, আপনার তো সব পুরো এক্তারে আসেনি, কাজেই একটু চেপে চুপে যেতে হচ্চে, এখন শীগ্‌গির শীগ্‌গির যাতে রাজা ব্যাটাকে নিকেশ কোরে আপনি গোড়া গেড়ে সিংহাসনে বস্‌তে পারেন, তার চেষ্টা করুন।

দু। আরে আহাম্মক, আমি চেষ্টা করলে কি হবে? দিদিমণিটা যে কোন কাজের নয়, তাকে তো বলি, যা হয়, একটা কিছু কর, আমরা দখল টখল কোরে বসি; ততই বলে, এখনও ঠিক সময় হয় নি, সময় হয়নি। কবে যে রসময়ীর আমার সময় হবে, তা তো বুঝতে পারিনি; আজ যা হবার হবে, একটা চোটপাট শুনিয়ে দেব, বলবো যে, সত্যি সত্যি কি আমার বাবার রাজ্যে রুটী নেই, তাই তোমার দেউড়ীতে দুবেলা দু' টুকরোর জন্যে হাপিত্যেশ হয়ে প'ড়ে থাক্‌ব? আর এই দুর্লভা

বেটীই বা মন্তন্নী রয়েছে কেন? দিদিকে গলিয়ে কলিয়ে আসল কাজটা হাসিল করতে পাচ্ছে না। বেটীকে আমি যত কাজের কথা বলি, বেটী ততই ঘ্যানর ঘ্যানর কোরে পীরিত জানাতে এসে। বেটী ঠিক কোরে রেখেছে যে, আমি রাজা হ'লে উনি পাটরাণী হবেন। আরে শালী, বোঝে না যে, যখন যেমন হাল, তখন তেমন চাল, চাকরির খাতির ছিল, তাই বেটীর সঙ্গে তামাসা ফষ্টিটা করা যেত, এখন বোনের অগাধ ধন, হীরেমন্ বই কি আর মন উঠে?

বটুক। মন তো মন হুজুর, মনের কোণও উঠে না। আপনি রাজা হয়ে সিংহাসনে বসলে হীরেমন্‌কে তো পাটরাণী করবেনই, কিন্তু গোলামকেও একটা কাকাতুয়া টাকাতুয়া গোছ দেখে দেবেন, নিদেন টুনটুনি—

হু। চোপ—শুশুর—আমি কি তোর—

বটুক। আজ্ঞা না না, তা কি বলছি,—তা কি বলছি, তবে আপনি দোর্দ্দণ্ড প্রচণ্ড অপগণ্ড মহারাজ হয়ে সিংহাসনে জোড়াযেলা হয়ে বসবেন, আর আপনার ভাইনের দোহার মন্ত্রী ফুট থাকবে, সেটা, কি ভাল দেখায়?

হু। ফুট কি? একবার মটুকখানা মাথায় দিই, তার পর রাজ্য চালাই কি রকম দেখ না। ঘর ঘর মেয়েমানুষ লুটব, এ রাজ্যে কেউ হুট্ কোরে সতীপণা দেখিয়ে যাবে, তার যো রাখছিনি, আমার ধ্বজায় লেখা থাকবে, "সধবা বিধবা নাস্তি নাস্তি নারী পতিব্রতা।"

বটুক। আহা হা! হুজুর, তবে তো একবারে রামরাজ্যি হয়ে গেল! রামচন্দ্রজী যেমন লঙ্কাকাণ্ড কোরে "এক এক বানরের কোলে দশ দশ নারী" বকসিস্ করেছিলেন, হুজুর আমাদের উপর সেই রকম নেকনজর করলেই কাশীতে মন্দির দেবার কাজ কোরে নেবেন, একবার তড়াক কোরে হুজুর তক্তখানায় বসে পড়ুন।

হু। কিন্তু দেখ বটুক ভাই, হীরেমন্ বেটীর কি আক্কেল! আজকে দর্শনে ব্যাটার সঙ্গে হাঙ্গাম হওয়ায় টাকাগুলো দিতে পাল্লুম না ব'লে আমাকে ফট কোরে অপমানটা কোরে বসলো, আমি এদ্দিন পরে বেশ বুঝতে পাল্লুম যে, বেশ্যার ভিতর সতী নেই।

বটুক। হুজুর যা বল্লেন, হায় রে সে কাল!

হু। কিন্তু দেখ, বেটীকে একবার জব্দ কোরে দিচ্ছি।

বটুক। হাঁ হুজুর, কোটালকে হুকুম দিয়ে দিন বেটীকে ভুড়ুম ঠুকে; আমি শাস্ত্রীদের গোটা দুই বাটলো চুরি কোরে বেটীর ঘরের ভিতরে রেখে আসবো, তার পর চোরাই মাল বেরিয়েছে ব'লে বেটীকে গ্রেপ্তার করা যাবে।

হু। আ রাম রাম, বটুক ভাই, আমি দেখছি, উজীরী করা তোমার কাজ নয়, তুমি মেয়েমানুষকে কি কোরে জব্দ করতে হয়, তা জান না।

বটুক। আজ্ঞা, না হুজুর, ঐখানটা আমি একটু খাম্‌তি আছি।

হু। টাকা, টাকা! বেটী তিন হাজার টাকার জন্যে আমায় অপমান করেছে, তেমনি তিন তিরিক্কে তেত্রিশ হাজার টাকা বেটীর নাকের ওপর ধ'রে দেব, দেখি বেটীর মুখখানা কোথায় থাকে। শশুরী তখন, যে পাণ আজ ছুড়ে ফেলে দিলে, সেই পাণ আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে খাবে। হা হা হা! কেমন বটুক ভাই, কেমন, জব্দ হবে কি না? হা হা হা!

বটুক। হা হা হা! বেটী ভারী জব্দ হবে। তেত্রিশ হাজার টাকা পেলে বেটীর বত্রিশ নাড়ীর টান ধরবে, হীরেমন্ বাছাধন তখন মানের রূপচানি ভুলে গিয়ে পীরিতের রাধাকৃষ্ণ বুলি ধরবে, হা হা হা!

(দুর্লতার প্রবেশ)

দুর্লতা। হা হা হা! চ্যাঁ হা হা হা। এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘোড়া ডাকচেন পোড়ারমুখো, মুখে তোপড়া বেঁধে দেয় না কি, দানা খাবে? উদিকে যে আকুণ্ডু কুণ্ডু বেধেছে, তার খবর আছে।

হু। কি কি, তোমার মুণ্ড বেধেছে, কি, হয়েছে কি?

দুর্লতা। বালাই, ষেটের বাছা ষষ্ঠীর দাস, আমার মুণ্ড বাধতে যাবে কেন? মুণ্ডু বাধুক তোমার। সেই সেই—বুলবুলী, না সুরী না হীরেমন্, কে—কে—সে—এ চোকখাগীর বেটীকে এক বার ধরতে পারি তো মশাল জেলে বেটীর ডানা পুড়িয়ে দিই। আচ্ছা, কেন বল দেখি মামুজী, তোমার আমার ওপর থেকে মন ফিরে যাচ্ছে? আমি বুঝতে পাচ্ছি, ঐ নচ্ছার মিন্‌সে, ঐ হাড়হাবাতে হতচ্ছাড়া নেশাখোর গতরখেগো মিন্‌ষেই তোমার শনি, ঐ যত বেটী পাবরীর বাড়ী ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমার উপর তোমার চিত্তির চটিয়ে দিচ্চে।

বটুক। ও দোল্লা- দোল্লা—দোলের নেতা—আমার ওপর কেন, আমার ওপর কেন? আমি কিছু জানি না, তোমার মাথা খাই।

দুর্লতা। কেন, পেটের ফাঁড় কি আর কিছুতেই পুরছে না, তাই আমার মাথা খেতে যাবে? তোর বুদ্ধি না পেলে দুর্ব্বুদ্ধি মামার সাধ্যি কি যে, আমায় অপঘেন্না করে। যে মামুজী আমায় দেখলে কত হাস্‌তো, কত চোখের ভঙ্গিমে করতো, কথা কইতো যেন গোলাপী গাণ্ডেরী, সে মামুজী আজ আমায় বলে কি না, "তোমার মুণ্ডু!" আমার হ'ল মুণ্ডু—সেই চোখখাগীদের বদন। আচ্ছা, আমিও দেখছি, দুর্লতাকে হেনস্থা কল্লে রাজগদী কার টিক্‌তে পাও, তাও দেখছি। হীরেমন্ তো হীরেমন্, তখন ফিঙে যুটবে না।

দু। হা হা হা! চটেছে চটেছে—মাণিকচাঁদ আমার ভারী চটেছে—

কও না কথা, ও দুর্লতা, কেন মনে ব্যথা দাও।
চটে বটে কটমটিয়ে, তুমি ফটিক চোখে চাও॥

বটুক। ভারি সাধে কসের দাঁতে বটুকচাঁদে চিবিয়ে খাও।

দুর্লতা। বেয়ে খোটে, আনুস্ ঘাটে, তাই বাড়াও বুঝি নাও। তা বুড়ুক না বুড়ুক, ভরা ডুবী হ'ক, যার ডুববে তার ডুববে, আমার কি, আমি তো দাসী আছিই, না হয় দাসীই থাকবো; রাজরাণী হওয়া যদি বরাতে নাই রইল, তবে অন্যকে রাজা করবার জন্যে আমার ঘুরে ঘুরে লোকের মুন্নি কুড়নো কেন?

দু। রাগ কচ্ছো কেন, খবরটাই কি বল না?

দুর্লতা। খবরের দাম অর্দ্ধেক রাজ্যতো, কিন্তু আমি বলবো কেন? বলবো না তো—যাও।

দু। ঐ যে হাস্‌ছে, মুখ টিপে টিপে হাস্‌ছে, এইবার দুল্—দুল্—দুল্—গুলবাহারের রাগ পড়েছে, এইবার বল তো নূতন খবরটা কি?

দুর্লতা। বল্লুম তো খবর খুব জবর, আজ একেবারে সব ফর্সা, এখন ভর্সা কোরে আমায় নিয়ে সিংহাসনে বস্‌তে পাল্লেই তুমি রাজা।

দু। রাজা! রাজা! আজই আমি রাজা! কি রকম, কি রকম?

বটুক। হুজুর রাজা, আমি উজীর, ক্যাবাত, ক্যাবাত!

দুর্লতা। মামুজী, বোন তোমার এক জন বটে, একেবারে ধনুক-ভাঙ্গা পণ কোরে বসেছে যে, রাজা যদি ছেলে দুটোকে মেরে রক্ত এনে না দেখায় তো নিজে রক্তগঙ্গা হয়ে মরবে। ওগো, সাক্ষেৎ সতী-লক্ষ্মীর পেটে জন্মেছিল গো, সাক্ষেৎ সতী-লক্ষ্মীর পেটে জন্মেছিল, কি কান্না গো কি কান্না, ঠিক যেন সত্যি সত্যি বুড়ো রাজার আঁতে ঘা দিয়েছে, বলছে যে বিজে ছোঁড়া তার জাত খেতে গেছলো, আর এই ছোট বিজকুটে তাকে ধ'রে নিদ্দয় কোরে মেরেছে, একেবারে গদ্দান নেবার হুকুম হয়ে গেছে গো, গদ্দান নেবার হুকুম হয়ে গেছে।

বটুক। ধা ধিনী তা ধিনিক ধিনো, তাক তাক সিন্ তাক, দে পায় ধুলো, আমার দুলো, বেঁচে থাক, তুই বেঁচে থাক।

দু। বাজস কি জান, বজিস্ কি? দিদিমণি আমার বুদ্ধির খনি। কি বলবো দিদিমণি, নইলে তাকেই করতেম পাটরাণী। সত্যি বল্‌ছিস তো দুলি, ঠিক জানিস্?

দুর্লতা। মাইরি ভাই মামুজী মাইরি, প্রাণ তো তোমায় অনেক দিনই দিয়েছি, আজ রাজ্য দিলুম, এইবার ডঙ্কা বাজিয়ে দিকে দিকে ছারখার কর।

দু। বটুক ভাই, বটুক ভাই, এইবার আমি মহারাজ ধৎকেত্রায় বাহাদুর হলুম আর কি, এইবার বুড়ো ব্যাটার মুড়োটাই নিই কি একটা আঁধার গারদেই বা রাখি, যা ইচ্ছা তা করতে পারি, সোজা কথা, কি বল বটুক ভাই?

বটুক। আর বটুক ভাই, এই শীগগির শীগগির তোষাখানায় চলুন, আপনি একটা রাজার পোষাক, আমি একটা মন্ত্রীর পোষাক প'রে ঝাঁ কোরে সে সভা আলো কোরে বসি।

দুর্লতা। আর আমি?

বটুক। আর তুমি একলা দেখে শুনে ঝাঁপ্পা-ঝোঁপ্পাওয়ালা পাজোয়াজ টাখোয়াজ পর না।

দুর্লতা। মামুজী, প্রাণনাথ! এইবার তো আমায় যা কথা দিয়েছিলে, আমায় গন্ধর্ব বিয়েটা কোরে ফেল, আমি ধান-দুর্ব্বো আনি—

(গীত)

আমার আহ্লাদে প্রাণ আটখানা!
প্রাণ কেমন কেমন করে বুঝতে পারি না॥
আমি আসছি ধান-দুর্ব্বো নিয়ে,
মামুজী করবে বিয়ে,
গলাগলি ঢলাঢলি করবো দুজনা॥

তোমার মুখখানি কি চমৎকার,
দেখে তোরে মাথা ঘুরে হয় একাকার,
যদি ভালবাসিস্ সামলে থাকিস্
দিস নাকো ভাই প্রাণে হানা॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রাজসভা।

(মন্ত্রী, সভাসদ্গণ ও বন্দিগণ)

১ম সভা। মন্ত্রী মহাশয়, আজ এমন সময় মহারাজ যে সভা আহ্বান করলেন, এর হেতু কি ?

মন্ত্রী। রওসাহেব, হেতু কি, তা আমি অবগত নই, কারণ অনুসন্ধানের জন্য উৎসুকও হইনি, এত দিনের পর মহারাজকে যে আবার সভায় উপস্থিত হয়ে সিংহাসনে বসতে দেখব, আবার রাজ্য-সম্বন্ধীয় কার্য্যে মনোযোগী হ'তে দেখবো, এতেই আমার হৃদয় আনন্দরসে আপ্লুত হচ্ছে।

২য় সভা। কিন্তু যে কর্ম্মচারী আদেশ-পত্র নিয়ে গিয়েছিল, তার মুখে শুনলেম যে মহারাজ কার উপর যেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছেন। কোথাও কি কোন যুদ্ধবিগ্রহ হবার সম্ভাবনা আছে ? কোন শত্রু কি স্পর্দ্ধা কোরে আমাদের মহারাজকে অপমান করেছে ? নিদ্রিত সিংহকে জাগরিত কোরে আপনার অমঙ্গল কে আপনি ডাকলে ?

মন্ত্রী। কৈ, আমি যত দূর জানি, তাতে আপাততঃ কোন বহিঃশত্রুর সঙ্গে বিবাদের তো সম্ভাবনা নাই ; কিন্তু আমিও মহারাজের ভাবে বিলক্ষণ ক্রোধের লক্ষণ দেখছি ; কি যে কারণ, কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনি। অনেক দিন—অনেক দিন কেন, কখনই আমি মহারাজের এরূপ বিকৃতি-ভাব পরিলক্ষিত করিনে, আমি যখন রাজ সন্নিধানে উপস্থিত হলেম, দেখলেম, তাঁর চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ, সর্ব্বাঙ্গ কম্পমান, ললাট হ'তে স্বেদধারা প্রবাহিত হচ্ছে, কণ্ঠস্বর রুদ্ধপ্রায়, দুটি একটি কথায় আমায় সভা আহ্বানের আজ্ঞা দিলেন, তাও অতি কষ্টে, কিন্তু সে যাই হ'ক, যে কারণেই নরনাথের এরূপ ভাববৈলক্ষণ্য হ'ক, নিদ্রিত সিংহ যে জাগরিত হয়েছেন, এর জন্যেই আমি জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দি, মহারাজের নির্জ্জীবপ্রায় প্রাণ যে আবার উৎসাহের তরঙ্গে আলোড়িত হয়েছে, এতেই আমার হৃদয়—আনন্দে নৃত্য করছে।

১ম সভা। এই যে, এই যে! মহারাজ সভায় আসছেন।

(মহারাজার প্রবেশ)

সকলে। জয় জয় মহারাজ জয়সেনের জয়!

১ম বন্দী। জয়পুর-রাজ্যে কমলা অচলা হ'ন, মহামান্য প্রবলপ্রতাপশালী মহারাজ জয়সেন সুস্থশরীরে মনের সুখে দীর্ঘজীবী হয়ে শত্রুদল দমন কোরে, মিত্রবর্গের মঙ্গলসাধনা কোরে ধরণী শাসন প্রজাপালন করুন। রাধাবল্লভজী রাজকুমারযুগলের মঙ্গলবিধান করুন।

সকলে। জয় জয়পুর-রাজের জয়! জয় মহারাজ জয়সেনের জয়! জয় রাজকুমারদ্বয়ের জয়!

১ম সভা। মহারাজ যে আজ স্বয়ং সভাস্থলে উপস্থিত হবেন, এ শুভ সংবাদ বিদ্যুৎবেগে রাজ্যের সকল স্থানে বিস্তৃত হয়েছে, উচ্চ নীচ সমস্ত প্রজাই আজ আনন্দে নৃত্য করছে।

রাজা। মন্ত্রি, কোতওয়াল এখনও আসেনি, কোতওয়াল এখনও বন্দীদের আনেনি ?

মন্ত্রী। বন্দী! নরনাথ কোন্ বন্দীদের কথা আজ্ঞা করছেন, আমি তো তা কিছুই অবগত নই।

রাজা। বটে বটে! সে কথা আমি তোমাদের কাছে এখনও প্রকাশ করিনি বটে। ভাল, এখনি জানতে পারবে। মন্ত্রি, সভাসদগণ! এখনি আমি কোন ভয়ঙ্কর গুরুতর অপরাধের বিচারে প্রবৃত্ত হব, তোমাদের ন্যায়মত, শাস্ত্রমত, সাধ্যমত তদ্বিষয়ে আমাকে সাহায্য করতে হবে।

মন্ত্রী। এত দিনের পর মহারাজ যে এই সকল গুরুতর রাজ্যোপযোগী কার্য্যে স্বয়ং হস্তক্ষেপ করবেন, এতে আমাদের উৎসাহ শতগুণে বর্দ্ধিত হচ্ছে ; জগদীশ্বর-কৃপায় আমরা কেহই কর্ত্তব্য পালনে ত্রুটি করবো না।

রাজা। আচ্ছা, তোমরা বল দেখি, পক্ষপাতশূন্য হয়ে রাজার বিচার করা প্রধান কর্ত্তব্য কি না ?

মন্ত্রী। সাক্ষাৎ ন্যায়ের প্রতিমূর্ত্তি জয়পুরাধিপতিকে সে কথা কি আর স্মরণ করিয়ে দিবার আবশ্যক ? আর এ রাজবংশ ভেদাভেদ-জ্ঞান

বিরহিত স্থায়-বিচারের জন্য কবে প্রসিদ্ধ নয়? মহারাজ, অধীনের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করবেন, আজ-কার বিচার্য্য বিষয় কি এবং অপরাধীই বা কে, জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

রাজা। আজকে যে অপরাধের বিচার জন্য আমি সভাস্থ হয়েছি, তা অবাচ্য, অশ্রাব্য, অতি গুরুতর, অতি ভয়ঙ্কর, পিশাচেরও কল্পনার অতীত, আর অপরাধী—এই যে কোতওয়াল পাষণ্ডদের আন্‌ছে।

(বিজয়, বসন্ত ও কোতওয়ালের প্রবেশ)

মন্ত্রী ও সভাসদ্‌গণ। জয় কুমার বিজয় ও বসন্তের জয়!

রাজা। এ কি মন্ত্রিন্! এ কি অমাত্যগণ! সভাস্থলে তোমরা অপরাধীর জয়-ঘোষণা করছো! এরূপ আচরণ রাজনীতি-বিরুদ্ধ।

মন্ত্রী। অপরাধীর জয়-ঘোষণা! কৈ, অপরাধী কে? কেউ তো উপস্থিত নাই, আমরা তো প্রথামত কুমারদ্বয়ের নাম উচ্চারণ কোরে জয়ধ্বনি করেছি মাত্র।

রাজা। হ'তে পারে, ভ্রম হ'তে পারে, তোমাদের অপরাধ নাই! কোতওয়াল, কেন তুমি—নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ কাজ করলে? বন্দীকে বিচারের স্থলে বন্ধনাবস্থায় আন্‌তে হয়, তা কি তুমি জান না?

কোত। মহারাজ, রাজকুমারদের অঙ্গ স্পর্শ কর্‌তে আমার সাহস হয় না; আর মহারাজ স্মরণ করেছেন বল্‌বামাত্র কুমারেরা আগ্রহের সহিত আমার সঙ্গে এলেন।

রাজা। তোমার কার্য্যে আমি অসন্তুষ্ট হয়েছি, ন্যায়ের চক্ষে, কর্ত্তব্যের চক্ষে, আত্মপর উচ্চনীচ ভেদ থাকা কখনই উচিত নয়, আপনার কর্ত্তব্য কাজ কর, অপরাধীদের শৃঙ্খলে আবদ্ধ কর।

বিজয়। (স্বগত) কি এ! পিতা কার উপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন? কাকে বন্ধন কর্‌তে বল্‌ছেন? কে অপরাধী? কোতওয়াল রাজ-কুমারের অঙ্গ-স্পর্শের কথা কি বল্‌ছে?

রাজা। কি, এখনও আমার আজ্ঞা প্রতিপালিত হচ্ছে না? অপরাধিগণ এখনও মুক্তহস্ত?

(কোতওয়ালের বিজয় ও বসন্তকে বন্ধন করিবার উদ্‌যোগ)

বসন্ত। কি কোটাল, আমার গায়ে হাত! দাদাকে বাঁধছো যে? (দৌড়িয়া রাজার নিকট গিয়া) বাবা, বাবা, দেখুন, দেখুন আপনি কোন্ চোরকে না বাঁধতে বল্লেন, কোটাল আমাদের বাঁধতে যাচ্ছে, আপনি কোটালকে তাড়িয়ে দিন।

রাজা। পাষণ্ড পুত্র, দূর হ, আমার অঙ্গস্পর্শ করিস্‌নে, অপরাধীদের স্থলে গিয়ে দাঁড়া।

বিজয়। কেন পিতা, আপনি আমাদের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন? দেখুন, আপনার বসন আপনি বকেছেন ব'লে অভিমানে রোদন করছে, আমরা তো কোন অপরাধই করিনি, আমাদের লেখা-পড়ার, অস্ত্র-ক্রীড়ার পরীক্ষা নিন, পণ্ডিত মহাশয় আর বর্ম্মণজী আমাদের যত শিখিয়েছেন, আমরা সব শিখেছি।

বসন্ত। বাবা, জিজ্ঞাসা করুন, আমি সমস্ত চাণক্যশ্লোক মুখস্থ বল্‌ছি, আমি উড়ো পাখী তীরে বিঁধতে পারি, হাঁ দাদা পারিনি?

রাজা। আরে নরাধম বিজয়, তুই না আমার জ্যেষ্ঠপুত্র? তুই না এ রাজ্যের উত্তরাধিকারী? তোকে না শীঘ্রই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত কোরে রাজমুকুট পরিয়ে আমি রাজ-কার্য্য হ'তে অবসর গ্রহণ কর্‌বো ব'লে মনে মনে বড় আশা কচ্ছিলেম, তা তোরই এই কাজ? অবশেষে আমায় এই প্রতিদান দিলি?

বিজয়। পিতা, পিতা, আমরা কি অপরাধ হয়েছে বলুন? আমরা অল্পবুদ্ধি ছেলে-মানুষ, না জেনে কোন দোষ কোরে থাকি, আপনি পিতা, আমাদের শাসন করুন, শাস্তি-বিধান করুন।

রাজা। শাস্তিবিধান? জানিস্ কুলাঙ্গার, যে অপরাধ করেছিস্, তাতে সামান্য ঘাতকের হস্তে সর্ব্বসমক্ষে প্রাণদণ্ড ভিন্ন তোদের অন্য শাস্তি নাই।

বিজয়। প্রাণদণ্ড!

সকলে। প্রাণদণ্ড!

মন্ত্রী। রাজকুমারদের প্রাণদণ্ড!

রাজা। কেন মন্ত্রিন্, কেন সভাসদ্‌গণ, আশ্চর্য্য হচ্ছো কেন? রাজকুমারদের প্রাণদণ্ড শুনে সকলে যে স্তম্ভিত হ'লে দেখ্‌তে পাই! তোমরাই না বল্‌ছিলে যে, রাজার পক্ষপাতিতাশূন্য হয়ে বিচার করা কর্ত্তব্য, দণ্ডপ্রদান অপরাধের গুরুত্ব বা লঘুত্বের উপর নির্ভর করে, অপরাধীর পদ বা বংশ-মর্য্যাদার উপর নয়।

মন্ত্রী। নরনাথ, আপনার ন্যায়দৃষ্টি বা বিচার-বুদ্ধির প্রতি সন্দেহ করতে কে সাহসী হবে? কিন্তু রাজকুমারযুগল অতি শান্ত, ধীর, নম্রপ্রকৃতি, অতি

মিষ্টভাষী, সর্ব্বজনপ্রিয়, তাঁরা প্রাণদণ্ডের উপযোগী কি অপরাধে অপরাধী হ'তে পারেন, তা আমাদের কল্পনার অগোচর।

রাজা। তোমাদের কি, মনুষ্যের কথা দূরে থাক্, সে পাপকার্য্য পিশাচেরও কল্পনার অগোচর। আমি পূর্ব্বেই বলেছি, আজকে যে অপরাধের বিচার হবে, তা অশ্রাব্য, অবাচ্য। অপরাধীরা সমক্ষে আছে, ওদের জিজ্ঞাসা কর। পাপিষ্ঠ বিজয়, দুরাত্মা, দোষ স্বীকার কোরে যতটুকু পারিস্ মহা-পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর।

বিজয়। বাবা, কি স্বীকার করবো, কি দোষ করেছি? আমরা তো কিছুই জানিনি।

বসন্ত। বাবা, রাজবাড়ীতে এসেছি ব'লে কি আমাদের দোষ হয়েছে? ছোট মা না আনতে পাঠালে, আপনি না ডাকতে পাঠালে, আমরা তো শিক্ষা-বাড়ী ছেড়ে আসতেম না। বাবা, আপনাকে দেখবার জন্য আমাদের মন কেমন করতো, আপনার কোলে ওঠবার জন্য শাস্ত্রী দি'দির কাছে কাঁদ্‌তুম, কিন্তু আপনি আনতে না পাঠালে তো আমরা আসতে পারতুম না, আবার আমাদের সেখানে পাঠিয়ে দিন, আর আমরা কখনও আসব না, মন কেমন করলে মনে মনে কাঁদ্‌ব, এখানে আসবার আর নাম করবো না।

রাজা। এখানে কি, এখানে কি, এ পৃথিবীতে আর তোদের স্থান নাই। ছি ছি ছি! এ নিষ্কলঙ্ক বংশে এমন কুলাঙ্গার সন্তান! পুত্র হয়ে জননীর প্রতি এমন অস্বাভাবিক অত্যাচার!

বিজয়। জননীর প্রতি অত্যাচার, সে কি! ছোটমার প্রতি—

রাজা। চোপ্ মহাপাতকী, তোর কুৎসিত রসনায় আর পবিত্র মাতৃশব্দ উচ্চারণ করিসনে, ও স্বর্গীয় নাম উচ্চারণ করবার আর তোর অধিকার নাই।

বিজয়। কেন পিতা?

রাজা। কেন? কেন? তোর কলুষিত অন্তরাত্মাকে জিজ্ঞাসা কর্, আজ কি মহাপাতকের কার্য্য করেছিস্! স্নেহময়ী সরলা রমণী, যিনি তোদের আপন গর্ভজাত সন্তান অপেক্ষা যত্ন করেন, তাঁর প্রতি আজ কি পৈশাচিক অত্যাচার করেছিস্!

বিজয়। মহারাজ! আপনি পিতা—রাজা, উভয় সম্পর্কেই আমাদের শাসন-পালনের অধিকারী —আপনার সমক্ষে বলছি, সভাস্থ সকলের সমক্ষে বলছি, এই ধর্ম্মাসনের সমক্ষে, অন্তর্য্যামী জগদীশ্বরের সমক্ষে বলছি, বাল্যসুলভ চঞ্চলতা হেতু বিবিধ দোষে দোষী হ'তে পারি, কিন্তু অন্তরাত্মা পাপ-কলুষিত নয়, হৃদয় আমার নরকসদৃশ নয়; ছোট-মাকে কোনরূপ পীড়ন করা দূরে থাকুক, দুঃস্বপ্নেও সে কথা কখনও আমার নিদ্রিত মনে স্থান পায়নি। যে জননী আমাদের শৈশবে ফেলে পালিয়েছেন, নিষ্ঠুর কাল যাঁর মধুর স্নেহে আমাদের অকালে বঞ্চিত করেছে, সেই স্বর্গগতা গর্ভধারিণীকে আমি যেমন আন্তরিক ভক্তির সহিত পূজা কোরে থাকি, ছোট-মাকেও সেইরূপ পূজা কোরে থাকি।

রাজা। পাপের উপর পাপ, মহাপাতকের উপর আবার মিথ্যার পাপ সঞ্চার করছিস্। নরাধম, আজ কি জন্য অপরাহ্নে রাজ্ঞীর গৃহে গিয়েছিলি?

বিজয়। ছোট মা আমায় স্মরণ করেছিলেন।

বসন্ত। হাঁ, ছোট মা তো দাদাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তিনি দাদাকে কতবার ডেকে পাঠান, কত আদর করেন, কত ভাল ভাল খাবার, কত ভাল ভাল জিনিষ দেন, আমার চেয়ে মা দাদাকে বেশী ভালবাসেন, আমাকেও ভালবাসেন, কাছে গিয়ে মা ব'লে দাঁড়ালে কত আদর করেন, কিন্তু দাদার মত ডেকে পাঠান না; না বাবা, না, দাদা মাকে কিছু বলেনি, আপনি বরং তাঁকে জিজ্ঞাসা করবেন, আপনাকে মিছিমিছি বলেছে।

(দুর্জ্জয়ময়ীর প্রবেশ)

মা, মা, বাবাকে কে মিছিমিছি বলেছে যে দাদা, তোমায় মেরেছে, তুমি বাবাকে বল তো সে সব মিছে কথা। হাঁ মা, দাদা তোমায় ভালবাসে না? আমি তোমায় ভালবাসিনে? হাঁ মা, তুমি আমাদের ভালবাস্ না?'

রাজা। রাজ্ঞি, রাজ্ঞি, তুমি এসেছ, বেশ করেছ। তোমার অপেক্ষায় এখনও পাপাচারদের মশানে পাঠাইনি। ওরে দুরাত্মা বিজয়, এখনও তোর মিথ্যাকথা বলতে সাহস হয়? রাণীর প্রতি অত্যাচার করিসনি, এ কথা কি এখনও তোর পাপ রসনা হ'তে নির্গত হবে?

বিজয়। মহারাজ, আপনি পিতা, জগতে জগৎপিতার প্রতিভূস্বরূপ। আপনার সমক্ষে বলছি, জননীর সমক্ষে বলছি, আমি তাঁর প্রতি কখন কোন দিন কোন দুর্ব্যবহার করিনি। পিতা, আমার মুখপানে চেয়ে দেখুন, পিতার স্নেহবিগলিত পক্ষপাতের চক্ষে দেখতে বলছিনি, আপনার অভিজ্ঞতাপূর্ণ রাজচক্ষে দৃষ্টি করুন, আমার চক্ষে

মিথ্যা লুক্কায়িত আছে কি না ? আমার মুখে হৃদয়ের নির্দ্দোষিতা প্রকাশ পাচ্ছে কি না ?

রাজা। তবে কি রাজ্ঞী আমায় মিথ্যা বলেছে ? দুরাচার, তোর প্রস্থানের পরক্ষণেই আমি উপস্থিত না হ'লে সরলা বালা এতক্ষণে আত্মহত্যা কোরে পাপপৃথিবী পরিত্যাগ কর্‌তো। অধমকালে সত্য কথা ক, বল্‌ আজ রাণীর গৃহে গিয়ে কি দুষ্কার্য্য করেছিলি ? কি ঘটনা হয়েছিল ? আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বল্‌।

দুর্জ্জয়। (স্বগত) সর্ব্বনাশ ! সর্ব্বনাশ ! সবই তো প্রকাশ হবে ! এখনি তো সব ব'লে ফেল্‌বে। মহারাজ কার কথা বিশ্বাস কর্‌বেন ? আমার কথা না বিজয়ের কথা ? (প্রকাশ্যে) মহারাজ, অভাগিনী রমণীকে আর কেন রাজসভামাঝে লজ্জা দেন।

রাজা। তুমি সাধ্বী সতী, কলিযুগে সাবিত্রী, এ সভাস্থলে, এ রাজ্যে, এ কথা কার অবিদিত ? তোমার এতে কিসের লজ্জা ? লজ্জা যার হওয়া উচিত, সেই পাপাত্মা, সেই পিশাচরূপী পুত্র কুল, মান, ধর্ম্ম, লজ্জা যাকে বলে, তা জানে না। বল্‌ নরাধম, তোর আর কি বল্‌বার আছে ?

বিজয়। জননীর প্রতি পুত্রের যে ব্যবহার হওয়া উচিত, তদ্ভিন্ন আমি ছোটমাতার প্রতি কখন কোন ব্যবহার করিনি, আর আমার কিছু বল্‌বার নেই।

রাজা। তবে যে নরাধম, রাজ্ঞী কি মিথ্যা কথা বলছেন ?

বিজয়। আমি জানিনি।

রাজা। কি ! জানিস্‌নে ? আজ রাণীর গৃহে গিয়ে তুই কোনরূপ উৎপাত করিস্‌নি ? কোন গোল হয়নি ?

বিজয়। পিতা, মহারাজ ! অধম সন্তানকে মার্জ্জনা করুন, কি হয়েছিল না হয়েছিল, এ প্রশ্নের উত্তর আমার মুখ হ'তে পাবেন না, আমি কিছু বলবো না, আমি অপরাধী ব'লে আপনার বিশ্বাস হয়ে থাকে, দণ্ড প্রদান করুন, আমি মস্তক পেতে নেব।

দুর্জ্জয়। (স্বগত) আঃ ! বাঁচলেম, ব'লে না, বল্লে না। আঃ বাঁচলেম, তবে কি এখনও আমার আশা আছে ? মন কি ফিরেছে ?

রাজা। তুই মনে করেছিস্‌ যে, আমি অপত্য-স্নেহের বশীভূত হয়ে তোকে মার্জ্জনা কর্‌বো, তাই সাহস কোরে দণ্ডাজ্ঞা প্রার্থনা কর্‌ছিস্‌ ? কিন্তু তুই বেশ জানিস্‌, তোর মত কুলাঙ্গার আজ পর্য্যন্ত এ বংশে জন্মগ্রহণ করেনি। ন্যায়পরায়ণতা, পক্ষপাতশূন্যতার জন্য জয়পুররাজ্য চিরবিখ্যাত। এখন তুই আমার চক্ষে আমার পুত্র নয়, এক জন অতি সামান্য অপরাধী, দীন প্রজাতে আর তোতে কিছুমাত্র ভেদ নাই। মন্ত্রিন্‌, সভাসদ্‌গণ, এ হতাধম বালক, এই রাজ্যের রাজরাণীর প্রতি—পরম-পবিত্রা সতী আপনার বিমাতার প্রতি বল-প্রকাশে অস্বাভাবিক অত্যাচার করতে উদ্যত হয়েছিল।

সকলে। অসম্ভব ! অসম্ভব !! মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা !

রাজা। কি ! কে বলে অসম্ভব ? কুপুত্র হ'তে কি না সম্ভব ? কে বলে মিথ্যা কথা ? এক জন সামান্য স্ত্রীলোকও নিজ সম্বন্ধে এ কথা সহজে প্রকাশ করে না, আর স্বয়ং রাজ্ঞী কি এ বিষয়ে মিথ্যা কথা বলেছেন ? আহা ! ঐ দেখ, তাঁর সরল মুখমণ্ডল লজ্জায় পাণ্ডুবর্ণ হয়েছে, নীলকমল সদৃশ নয়ন হ'তে অশ্রু পতিত হচ্চে। বরং আমি বিশ্বাস করতে পারি—ভাগীরথীর স্রোত বিপরীত-গামী হয়ে হিমালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করবে, দ্বিপ্রহর নিশাতে সূর্য্য-উদয় হবে, চণ্ডাল বেদ উচ্চারণ করবে, কিন্তু এ পবিত্রা সুশীলা বালা আমার হৃদয়রাজ্যের রাজ্যেশ্বরী যে মিথ্যা কথা বল্‌বে, এ কথা আমি কখনই বিশ্বাস কর্‌তে পারি না। বিশেষ এমন কথা, যাতে আমায় নিদারুণ মনোব্যথা পেতে হবে, আপনার হৃৎপিণ্ড আপনাকে ছেদন কর্‌তে হবে। শুন সকলে ! আমি রাজা, বিচারকর্ত্তা, আমার কখনও ভ্রম হ'তে পারে না, আমার আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয় ; জল্লাদ মহাপাতকীকে মশানে ল'য়ে শিরশ্ছেদ করুক।

বসন্ত। না না বাবা, দাদাকে কেটে ফেল্‌তে বোলো না ; দাদা আমার কিছু করেনি, দাদা আমায় বড় ভালবাসে, সকলকে ভালবাসে, দাদাকে কেটে ফেল্লে আমি কার কাছে থাক্‌বো, কার সঙ্গে খেলা কর্‌বো, কার গলা ধ'রে লুকিয়ে আমাদের মা'র জন্যে কাঁদ্‌বো ? ও বাবা, তোমার পায়ে পড়ি, দাদাকে মের না। ও ছোট মা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, বাবাকে মানা কর, তুমি মানা করলেই বাবা শুনবেন।

দুর্জ্জয়। মহারাজ, মহারাজ ! দাসীর জন্য আপনি কেন পুত্রহত্যা করেন ? হয় তো বিজয় আমায় এমন কথা বলেনি, হয় তো মতিভ্রম হয়েছিল, হয় তো বিজয় আমায় চিন্‌তে পারেনি,

আর কেউ মনে করেছিল, হয় তো আমি মিথ্যা বলেছি!

রাজা। প্রাণেশ্বরি, প্রাণেশ্বরি! এত গুণ তোমার অন্তরে না থাকলে আমি এত ভালবাসি? দেখ ছাগাধম পাষণ্ড, কি মহানুভবতা, কি সহৃদয়তা, কি আত্মবিসর্জ্জন! জল্লাদ! জল্লাদ! কোতওয়াল, জল্লাদ কোথা?

কোত। মহারাজের আজ্ঞামত তাকে সভার দ্বারদেশে অপেক্ষা করতে বলেছি।

রাজা। যাও, শীঘ্র তাকে এখানে নিয়ে এস।

[কোতওয়ালের প্রস্থান।

দুর্জ্জয়। না না মহারাজ, এমন কাজ করবেন না; অমাত্যবর্গ, পৌরজন, প্রজাগণ আমাকেই দোষী মনে করবে, আমারই নিন্দা করবে, আমি চিরদুঃখিনী রমণী, আমার প্রাণে সবই সইবে, বিজয়ের অপমানে, বসন্তের পদাঘাতে আমি তো আর ম'রে যাব না।

রাজা। ওহো! আমি ভুলে রয়েছি, ঐ সর্প-শিশুর কথা ভুলে রয়েছি, তোমার কোমল বক্ষে পদাঘাত ভুলে রয়েছি; বড় রাণী সন্তানের রূপে দুটি কালসর্প আমার গলায় দিয়ে গেলেন, এই বয়সে এই স্পর্দ্ধা? বসন্তকে জীবিত রাখলে তো ভবিষ্যতে বিজয়ের অপেক্ষা দুরন্ত হবে!

(জল্লাদের প্রবেশ)

রাজা। জল্লাদ, শীঘ্র এই দুজনকে বন্ধন কোরে মশানে লয়ে গিয়ে প্রাণবধ কর, এদের কলুষিত রক্ত দেখলে তবে আমার হৃদয়ের জ্বালা কিয়ৎপরিমাণে শান্তি পাবে। জল্লাদ, শীঘ্র লয়ে যাও।

জল্লাদ। কাকে মহারাজ? কৈ অপরাধী?

রাজা। এই যে নারকী দু'জন।

জল্লাদ। মহারাজ! কার কথা আজ্ঞা করছেন? এঁরা যে রাজকুমার!

রাজা। রাজকুমার কি না, তোমার জানবার প্রয়োজন নাই, অপরাধী দেখতে পেয়েছ, আমার আজ্ঞা পেয়েছ, পালন কর।

জল্লাদ। মহারাজ, দাসকে মাপ করতে আজ্ঞা হয়।

রাজা। কি, রাজাজ্ঞা অবহেলা?

জল্লাদ। মহারাজ, জল্লাদের কাজ করছি বটে, আমি কেন—আমার বাপ পিতামহ এই রাজ্যে এ কাজ কোরে গেছে, এই হাতের খাঁড়ার চোটে হাজার হাজার মুণ্ড মশানে গড়াগড়ি গেছে। কান্না শুনে আমাদের প্রাণ কাঁদে না, রক্ত দেখে ভয় হয় না, প্রাণ আরও মেতে উঠে, কিন্তু তা ব'লে এমন সোনারচাঁদ ছেলেদের নিয়ে গিয়ে কাটতে আমি পারবো না, চোখে দেখলেই আমি দুষী চিনতে পারি, ঢের দেখেছি, রাজপুত্রেরা কোন অপরাধে অপরাধী নয়।

রাজা। কি, তোর এত বড় স্পর্দ্ধা, আমার সঙ্গে তর্ক করিস?

জল্লাদ। মহারাজ! আমি কঠিন-প্রাণ ঘাতক, বেশী কথা জানি না, ভাল কোরে বলতে জানিনি, আমার অন্ন কেড়ে নিন, রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিন, প্রাণবধ করুন, যা ইচ্ছা করুন, রাজপুত্রদের গায়ে আমি হাত তুলতে পারবো না। আমরা ইতর লোক, কিন্তু সব বুঝতে পারি। ছোটরাণী আর তাঁর ভাই এসে অবধি মশানের ঘটাটা, আমার কাজটা কিছু বেড়েছে, বাড়তে বাড়তে শেষ রাজপুত্রদের গলাতেও হাত পড়লো। রাজ্যে অলক্ষণ ঢুকেছে, এ রাজ্যের আর নিস্তার নাই, আমি মহাপাতকী ঘাতক, এ পাপ রাজ্যে থাকতে আমারও ঘৃণা হচ্ছে।

[প্রস্থান।

সকলে। ধন্য জল্লাদ! সাধু জল্লাদ!

রাজা। কি—কি—বিদ্রোহ! বিদ্রোহ! রাজদ্রোহ! রাজদ্রোহ! কে আছে, ধর জল্লাদকে।

(বলবন্তের প্রবেশ)

বল। মহারাজ, মহারাজ, কি হয়েছে? জল্লাদ উন্মত্তের ন্যায় খড়্গ খুলে দৌড়ুচ্ছে; যে ধরতে আসছে, যে সামনে আসছে, তাকেই আঘাত করছে। বোধ হয়, সে এতক্ষণ গড়ের সীমা অতিক্রম কোরে গেল।

রাজা। আর এই সভাস্থ সকলে দাঁড়িয়ে সেই দুষ্টকে সাধুবাদ দিতে লাগলো! আমি রাজদ্রোহীর মধ্যে বাস করছি। ভাল, আজকার কার্য্য সমাধা হ'ক, পরে আমি সকল অপরাধীর সমুচিত দণ্ডবিধান করবো। বলবন্ত, তুমি শীঘ্র গিয়ে ঘোষণা কোরে দাও, যে আজ ঘাতকের কাজ করবে, এই দুই পাষণ্ডের মস্তকচ্ছেদ করবে, তাকে আমি দশ সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রা পারিতোষিক দেব।

বল। পৃথ্বীনাথ, এই রাজকুমারদের প্রাণবধের আজ্ঞা হয়েছে?

রাজা। হাঁ, হাঁ, আমার পুত্র, তোমার শিষ্য। কেউ মাতাকে পদাঘাত করে, কেউ মাতার প্রতি অসৎ ব্যবহার করতে উদ্যত হয়।

বল। কি পাপ, কি পাপ! প্রাণদণ্ড অপেক্ষা যদি আর কিছু দণ্ড থাকে, এ পাষণ্ডেরা তার উপযুক্ত। আমি বরাবর জানি যে, এই দুই ভাই ক্রমে একটা কিছু না কিছু অমানুষিক কাণ্ড করবেই। এই বয়সে আমার চেয়ে ভালরূপ লক্ষ্যভেদ করে, যে ঘোড়ায় আমার চড়তে সাহস হয় না, সে ঘোড়ায় অনায়াসে চড়ে।

রাজা। বলবন্ত, আজকার সভায় দেখছি, তুমিই আমার সঙ্গে সহানুভূতি করছ, এ কথা আমি বিস্মৃত হব না, শীঘ্র ঘোষণা কোরে এক জন ঘাতক নিয়ে এস। বল, দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক, দুরাত্মাদের রক্ত আমায় শীঘ্র দেখাক।

বল। মহারাজ, ঘোষণার প্রয়োজন কি? আমিই রাজাজ্ঞা পালন করবো, আমিই এ পাষণ্ডদের মুণ্ডচ্ছেদ কোরে রক্তমাখা হস্তে মহারাজকে এসে অভিবাদন করবো।

সকলে। সে কি! সে কি!

মন্ত্রী। বলবন্ত!

বল। মন্ত্রী মহাশয়, রাজাজ্ঞা পালন ছাড়া আমি অন্য কর্ত্তব্য জানি না। চল্ পাষণ্ডেরা, চল্।

(বিজয় ও বসন্তের বন্ধন)

বিজয়। গুরুদেব! আপনিও—

বল। চোপ—চোপ!

বসন্ত। গুরুজি, লাগে, লাগে, আমায় বেঁধো না, অত শক্ত কোরে বেঁধো না, ঐ দেখ দাদা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন, ওঁর বাঁধন খুলে দাও। ও বাবা, তোমার পায়ে পড়, আমাদের কেটো না; ও বাবা, আমার গলায় তরওয়াল মারলে বড় লাগবে, হঠাৎ একটা বাণের ফলা লেগে আমার আঙ্গুল এক দিন কেটে গিয়েছিল, তাতেই কত লেগেছিল, কত রক্ত পড়েছিল, কত কেঁদেছিলুম। তরওয়ালের বাড়ি গলায় মারলে আমার বড় লাগবে। বাবা, ও ছোট-মা, তুমি কিছু বলছো না কেন, বাবাকে বারণ কর না। উহুহু! হাতে বড় লাগছে; ওগো তোমরা কেউ কিছু বলবে না, কেউ আমাদের ধরবে না? আমাদের সে মা থাকলে এখন দৌড়ে এসে কোলে কোরে নিয়ে ... কাটতে পারতো না

কেউ কাটতে পারতো না। মা মা, তুমি কোথায়? একবার এসে আমাদের নিয়ে পালিয়ে যাও, তুমি কোথায় আছ, সেইখানে লুকিয়ে রাখ মা।

বিজয়। চুপ কর বসন, চুপ কর ভাই, মা মা কোরে কাঁদিস্‌নে, তা হ'লে আমি চোখের জল আর ধ'রে রাখতে পারবো না।

রাজা। বলবন্ত, লয়ে যাও—লয়ে যাও।

বল। বজ্জাতি কোরে আবার এখন ন্যাকাপানা কোরে কান্না, চল্ চল্।

বসন্ত। শান্তা দিদি, শান্তা দিদি! আমাদের কাটতে নিয়ে যাচ্ছে, তুই আজ কোথায় গেলি?

[বিজয় ও বসন্তকে লইয়া বলবন্তের প্রস্থান।

রাজা। প্রিয়ে, আর কেন অধোমুখে? তোমার অপমানের প্রতিশোধ এখনি হবে, মুখ তুলে চাও, একটা কথা কও, বল, তুমি সন্তুষ্ট হ'লে কি না!

দুর্জ্জয়। (স্বগত) নারীর অপমান! প্রেম-ভিখারিণীর অপমান! বিজয়, কেন তোর এ কুমতি হ'ল? তোর মৃত্যুতে কি আমি সুখী? কিন্তু তুই যে বেঁচে থাকবি অথচ আমার হবিনি, আমায় দেখে মনে মনে হাসবি, তা আমার সবে না, সবে না।

রাজা। প্রিয়ে, কথা কচ্ছো না যে? আর কি মনোদুঃখ আছে, আমায় বল?

(শান্তার প্রবেশ)

শান্তা। কি শুনি! কি শুনি! মহারাজ, কি সর্ব্বনাশ করলেন, কি সর্ব্বনাশ করলেন? আমার বিজয়-বসন কি অপরাধ করেছে যে তাদের মশানে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলেন?

রাজা। শান্তা, শান্তা, এ রাজসভা স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদের স্থল নয়, ন্যায়মত বিচার কোরে অপরাধীর দণ্ড দিয়েছি।

শান্তা। মহারাজ, আমি রাজসভা জানিনি, ন্যায় জানিনি, বিচার জানিনি, আমার বিজয়-বসনকে আমায় দাও। বড় রাণী আমার হাতে হাতে সঁপে দিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি প্রসব করেছিলেন মাত্র, আমি কোলে কোরে মানুষ করেছি, বিজয়-বসন আমার, আমার! আর কারুর অধিকার নেই। ছোট মা, দুধের ছেলে কি অপরাধ করেছিল যে তাদের রক্ত না দেখে তোমার প্রাণের জ্বালা মিটবে না? বাছারা আমার কারুর দিকে মুখ তুলে কথা কয় না, শান্তা বই জানে না, বড় মা কি এই জন্যে স্বপ্নে তোমায় দেখা দিয়ে বাছাদের পালন করতে বলেছিলেন? এই জন্যই কি মধুমাখা মুখে

আদর কোরে বাছাদের শিক্ষা-বাড়ী থেকে রাজ-পুরীতে আন্‌তে পাঠিয়েছিলে? না না না, আমি কি বল্‌তে কি বল্‌ছি, রাজারাণীর কথায় রাগ করো না, আমার বাছাদের প্রাণ দাও, ঐশ্বর্য্য নাও, সর্ব্বস্ব নাও, বাছাদের প্রাণ দুটি নিও না। আহা! বাছারা আমার মাতৃহীন, মরবার সময় কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বড় মা আমার হাতে দিয়ে গেছেন, আমি বাছাদের বুকে করে নিয়ে বনে চ'লে যাই, ভিক্ষা করে খাওয়াই, বিজয়-বসন আমার প্রাণে বেঁচে থাক। মহারাজ, নিষ্ঠুর হবেন না, ছোট মা, নিষ্ঠুর হয়ো না মা!

দুর্জ্জয়। মহারাজ! আমি বলেছিলেম, সকলেই আমাকে দুষ্‌বে; হয়েছিল হয়েছিল আমার অপমান, তাতে কার কি এসে যায়, আপনার ছেলেরা তো তবু বেঁচে থাক্‌তো। (সরোদনে) বসনকে যেন আমি স্নেহ করি না, বিজয়ের উপর যেন আমার প্রাণের ভালবাসা নেই, আমি অবলা সরলা, তাই কত লোক কত জ্বালা দিচ্ছে, আপনি এখনি আজ্ঞা দিন, বিজয়-বসন ঘরে আসুক, আমি বাপের বাড়ী যাই।

রাজা। আর আমি আত্মহত্যা করি! প্রিয়ে, চল চল, আমরা অন্তঃপুরে যাই।

মন্ত্রী। মহারাজ, আমার একটি নিবেদন—

রাজা। কোন কথা নয়, কোন কথা নয়, আমার কথা অলঙ্ঘনীয়।

মন্ত্রী। আজ্ঞা, কুমারদের নয়, আমার নিজ কথা, বহুকাল রাজসেবা করেছি, এক্ষণে বয়স হয়েছে, আমি অপারগ, অনুমতি করুন, শেষ দশায় সপরিবারে গিয়ে কাশীবাস করি।

১ম স। মহারাজ, আমরাও তীর্থপর্য্যটনে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করি।

শান্তা। ওহো! শান্তার যে আর কোথাও যাবার স্থান নেই, বিজয় বসনকে না নিয়ে শান্তা কোথাও যেতে পার্‌বে না, কোথাও থাক্‌তে পার্‌বে না।

রাজা। ওহো হো, বুঝেছি, তোমরা আমায় নিষ্ঠুর স্ত্রৈণ অবিচারক মনে কোরে আমায় ছেড়ে যেতে চাচ্ছ। আমি ন্যায়বিচার করেছি, তোমাদের যে যার ধর্ম্ম হয় কর, কিন্তু মনে রেখ, তোমাদের প্রতি আমি কখনও কুব্যবহার করিনি, সন্তান তুল্য ভালবেসেছি।

(রাজা ও রাণীর গমনোদ্যোগ, শান্তার উভয়ের পদে পতিত হওন)

শান্তা। না না মহারাজ, না না মহারাণি, যেতে পাবেন না, যেতে পাবেন না, সুবিচারের ভয়ঙ্কর যজ্ঞ করেছেন, শেষ আহুতি দিয়ে যান, পুত্রহত্যা কর্‌লেন, স্ত্রীহত্যা করুন, শিশুর রক্তপান করুন। নারীর রক্তপান করুন, আমায় বধ করুন। রাণি! দু-দুটো রাজার ছেলে খেলে আর এই বৃদ্ধাকে খেতে পাচ্ছ না?

রাজা। উন্মাদিনীর কথায় কান দিও না। প্রিয়ে, চল।

[রাজা ও রাণীর প্রস্থান।

শান্তা। মন্ত্রী মহাশয়, বিজয়-বসন্তকে কোথায় নিয়ে গেছে!—শ্মশানে? আমি যাই, এ রাজ্যে নারীর প্রাণে দয়া নেই, বাপের প্রাণে দয়া নেই। যাদের দয়া কর্‌বার, স্নেহ কর্‌বার কথা, তারা কর্‌লে না! দেখি, বিপরীত দিক দেখি, কঠিন ঘাতকের প্রাণে দয়া হয় কি না দেখি, চক্ষের জলে শ্মশানভূমি ভিজিয়ে দেব, ঘাতকের খাঁড়া কেড়ে নিয়ে নিজের গলায় দিয়ে রক্তে তার পা ধোয়াব, আমার রক্ত এনে রাজা-রাণীকে দেখাক, বিজয়-বসনকে আমার ছেড়ে দিক। মন্ত্রী মহাশয়, এস, সকলে এস, আমার সঙ্গে সকলে ঘাতকের পায়ে ধ'রে কাঁদ্‌বে এস।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

অলিন্দ

দুষ্টবুদ্ধি ও বটুক।

দু। কেমন, কেমন বটুক ভাই! চেহারাখানা চটকদার এখন দেখাচ্ছে—কেমন?

বটুক। নিকুলে ঢুক্‌লেই ঘর, কামালে জমালেই বর; আমারও এই জোড়া-টোড়াগুলো প'রে আপনা আপনি একটু গ্রামভারি গ্রামভারি গোছ বোধ হচ্ছে, মাথায় আপনা-আপনি যেন কত রকম বুদ্ধির মতলব আসুছে। আমার প্রথম পরামর্শ হুজুর, ঐ বুড়ো সুমন্তর ব্যাটাকে আগে রাজ্য থেকে দূর করুন, সোজায় না যায়, একেবারে একটা অন্ধকূপে বন্ধ কোরে ফেলুন, ব্রহ্মহত্যাটা আর কোরে কাজ নেই।

দু। সে সব হবে, সে সব হবে, এখন ভাবছি, দিদিমণিকে কি করা যায়! মেয়েমানুষটা বড়

...বোজ, ওকে ডিঙ্গিয়ে আর কোন কাজই করা যাবে না।

বটুক। না হুজুর, ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাওয়া বড় শক্ত কথা, তবে কি জানেন, রাজার ঐ বয়েস, তার উপর কারাগারে রাখলে কদিনই বা টেঁকবে? তখন রাণীজী বিধবা হবেন, ওঁকে একটা খুব বড় রকম ঠাকুরবাড়ী-টাড়ী কোরে দেওয়া যাবে, পূজা-অর্চ্চা দান-ধ্যান করবেন, এক রকম থাকবেন, তার খরচার জন্য প্রজাদের ওপর "খয়রাত ভাণ্ডারের" আদায় ব'লে একটা বড় রকম নতুন কর ধার্য্য করা যাবে। কেমন হুজুর, খুব্ধি আলুছে না—বুদ্ধি আলুছে না?

দু। হাঁ, এ এক রকম একটা ঠাউরেছ মন্দ নয়।

বটুক। হুজুর! পোষাক পরেই এই রকম বুদ্ধি আবার যখন মসলন্দে বসবো, একবার দেখে নেবেন—দেখে নেবেন; আপনাকে কিছু করতে হবে না, শুধু হয়ে প'ড়ে মজা লুটবেন, আমি একলা রাজ্যি চালিয়ে দেব। ও আমি সব বুঝে নিয়েছি, রাজকার্য্য ব'লে একটা ভারী গোল হাঙ্গাম তোলে, কাজ তো ভারী। রাজার আবার কাজটা কি! খালি টাকা আদায়, ফাটক দেওয়া, ফাঁসী দেওয়া বৈ ত নয়! তা খুব পারা যাবে।

দু। আচ্ছা, হীরেমন বেটী রাণী হ'তে রাজী হবে তো?

বটুক। হুজুরের রাণী হ'তে কে না রাজী হয়? তেমন গোলমাল করে, দশ বিশ লাখ টাকা নগদ ফেলে দেবেন, বাবা বলবে আর রাণী হবে। মোদ্দাৎ হীরেমনকে রাণী করলে দুর্লতা বেটী বড় হাঙ্গাম করবে দেখছি।

দু। হাঁ, ছাই করবে; ও মেয়েমানুষ শাসন করতে আমি খুব জানি। ও বাবা! বলতে না বলতে ঐ যে বেটী আসছে।

(দুর্লতার প্রবেশ)

দুর্লতা। মামুজী, মামুজী, একেবারে পাকা, কাজ পাকা, ধাক্কা দিতে দিতে ছোঁড়া দুটোকে মশানে নিয়ে গেল, আমি স্বচক্ষে দেখে এলুম। আগে ছোট্টাকে কাটবে, তার পর বড্ডা, রাণীজীর এই লুকোনো হুকুম আমি বর্ম্মাজীকে ব'লে এসেছি। বুড়ো মিন্‌ষে এখন অন্দরে গেছে, রাণীকে একটু একলা পেলেই রাজার দফা যাতে চটপট রফা হয়, তারির একটা মৎলব ঠাওরাচ্ছি, তোমাকেও থাকতে হবে, একটু খুব জোরে আবদার ধ'রে বসবে। আর দেখ ভাই, রাণীর এই খুশীর সময়, এই সুযোগে আমাদের বিয়ের কথাটা ঠিক কোরে নিও, আমি হাজার হক মেয়ে-মানুষ, সে কথাটা স্পষ্ট বলতে লজ্জা করে। দেখ, তুমি বলবে যে, আমিও তো ক্ষেত্রীর মেয়ে, আমার সঙ্গে বে হ'তে কোন দোষ নেই, যদি আমি বিধবা ব'লে আপত্তি করে তো বলবে, গন্ধর্ব্ববিবাহ করবো, তার আবার বিধবা সধবা কি?

দু। না না, ও সব কথা এখন থাক, আগে জেকেজুকে রাজা হয়ে বসি, সে সব তখন দেখা যাবে।

দুর্লতা। না, তা হবে না, গোড়ায় যা কথা ছিল, তোমায় আমায় একসঙ্গে রাজারাণী হব, তবে আমি এদ্দিন খেটে খুটে এত মৎলব খাটিয়ে মলুম কেন?

দু। দেখ দুর্লতা, তুমি তো সব বোঝ টোঝ, আজ আছ দাসী, কা'ল একেবারে রাণী হয়ে বসবে, সেটা কি ভাল দেখায়? লোকে বলবে কি?

দুর্লতা। বটে, আমি ছিলুম দাসী, রাণী হ'লে লোকে বলবে কি? আর তুমি শালা রাজা হ'লে লোকে অমনি জয়জয়কার করবে। নদী পার হয়ে এখন কুমীরকে কলা দেখাতে চাও। এই ভাল কাপড়-চোপড়গুলো পরেছ, আমার কি রাণীর মত দেখাচ্ছে না? ঐ হতচ্ছাড়া মিন্‌ষে বুঝি কুপরামর্শ দিয়েছে?

বটুক। বটে, বটে, দুর্লতা, গালাগালিগুলো খেতে বুঝি আমিই আছি? আমিই না তোমায় পাখোয়াজ-টাখোয়াজ প'রে আসতে বল্লুম?

দু। না না দুর্লতা, ও রাণী-টানী হওয়া কি তোমার হয়, ক্ষেপেছ না কি?

দুর্লতা। বটে, আমি ক্ষেপেছি! মনে করেছ, তুমি রাজা হয়ে বসেছ? দুর্লতাকে চেন না? এখনি উল্টো গাইতে পারি, যে গড়তেও জানে, সে ভাঙতেও জানে, তা জান? আমি এই দুবচ্ছর ধ'রে রাণীকে কোঁসলাচ্ছি যে, সিংহাসনে তোমার ভাইকেই বসাতে হবে, সেইটে দেখায় ভাল, তুমি তো মেয়েমানুষ, সব কাজ একলা করতে পারবে না, শেষে আমারই সঙ্গে নেমকহারামি! এই চল্লুম রাণীজীর কাছে; বলি গে যে, তোমার গুণধর ভাই সেই বটকা মড়ার সঙ্গে জোট কোরে একবার সব হাত কোরে নিতে পারলে, তোমায়

বনবাস দেবে পরামর্শ আঁটছে; দেখি তো কার কথা টেকে, তোমার না আমার!

দু। দুর্লতা, তোমায় একখানা গাঁ দেব, একখানা বাড়ী দেব, সোনা-জহরৎ দেব, সব দাসীর উপর সদ্দার ক'রে রাখব।

দুর্লতা। নেমকহারাম মিন্‌ষে, তোমায় ছাড়ন্ত শনি ধরেছে, আমায় দাসীর সদ্দারণী করবে, আর তুমি রাজা হয়ে পাগ বেঁধে ব'সে আর পাঁচ পেত্নী-মাগীকে নিয়ে আমার চোখের উপর রাসলীলা করবে? আমি এখনি চল্লুম রাণীজীর কাছে, দেখি তোমায় আজই এ রাজ্য-ছাড়া করতে পারি কি না।

বটুক। হুজুর, গোড়ে গোড় দিন, গোড়ে গোড় দিন, ব্যাপার বড় বেগোচ দেখছি। এখনও বেটী ঘোড়ার চাল চাল্লে—না বাঁধতে বাঁধতে রাজা মন্ত্রী দুই মারা যাবে।

দুর্লতা। ডাহা নেমকহারামি, দিনে ডাকাতী! আজ কি কাণ্ড করি, একবার দেখাচ্ছি?

দু। ও দুর্লতা, তোর পায়ে পড়ি, মাথা খাস, এমন কাজ আর করিস্‌নি, তোকে আমি বড় ভালবাসি, আমি তামাসা কচ্ছিলুম, তোকে ঠাট্টা কচ্ছিলুম, তোর মন বুঝছিলুম, দুলুমণি!

দুর্লতা। যাও, তোমার এখন আর গোড়া কেটে আগায় জল দিতে হবে না, আমায় দাসীর সদ্দারণী করবে?

দু। প্রাণপ্রেয়সি, দেখনহাসি, সোনার শশি, তুমি যে আমার গলার ফাঁসি, তুমি কি যে-সে দাসী, তোমায় আমি করবো সেবাদাসী।

বটুক। অ্যাঁ—ছ্যা ছ্যা ছ্যা! দুলোমণি, হুজুর একটা রসিকতা করলেন, তা তুমি বুঝতে পাল্লে না?

দুর্লতা। ইস্! ও কি রকম রসিকতা! আঁতে ঘা দিয়ে ঠাট্টা? কৈ, আমার মাথায় হাত দিয়ে বল দেখি, ঠিক আমায় পাটরাণী করবো—করবো—করবো?

দু। হাঁ, তোমায় ঝাঁটপাটের রাণী করবো—করবো—করবো।

দুর্লতা। কি, ঝাঁটপাটের চাকরাণী, আমি হেঁয়ালি বুঝতে পারিনি বটে!

দু। আরে ঝাঁট নয়, ঝাঁট নয়, ঝট—মানে কি না শীগগির।

দুর্লতা। হাঁ, তাই বল, তবে এখন শীগগির শীগগির চল, এখনি কেটে রক্ত দেখাতে আসবে, রাণীর সেই খুশীর সময় যে আবদার নেব, তাই রক্ষা হবে।

দু। হাঁ, তাই চল্ চল্, বটুক ভাই, তুমি কাটাকাটির কতদূর হ'ল, মশানবাগে একবার খবরটা নাও।

[সকলের প্রস্থান

—

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

মশান।

বিজয়, বসন্ত ও বলবন্ত

বসন্ত। ও গুরুজি, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় কেট না, আমার বড় লাগবে গুরুজি, আমায় কেটে ফেল্লে শান্তা দিদি পাগল হবে, দাদা কত কাঁদবে।

বল। আরে, তোর দাদা কি থাকবে? তুই বৈতরণী-পার যেতে না যেতে এক ঝিকেতে তোর দাদাকেও সেখানে পৌছে দেব

বসন্ত। কেন কাটবে গুরুজি? আমাদের দুই জনকেই কেন কাটবে? দাদাকে তো তুমি কত আদর করতে, আমাকে তো কত কোলে করতে, সে সব কেন ভুলে যাচ্ছ?

বল। আরে ছোঁড়া! আমরা হুকুমের চাকর, রাজার হুকুমে তোদের আদর করতেম, কোলে করতেম, আবার হুকুমে তোদের কেটে রক্ত নিয়ে গিয়ে দেখাব।

বিজয়। গুরুদেব, সভাস্থলে পিতার সম্মুখে বলেছি যে, আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী, কিন্তু যে কারণেই হ'ক ছোটমা'র মনে আমার প্রতি মর্ম্মান্তিক বিদ্বেষ জন্মেছে, আমার প্রাণনাশ তাঁর প্রয়োজন। কিন্তু প্রাণের ভাই অবোধ শিশু বসন্ত কি করেছে, ও তো তাঁর সঙ্গে কোন কথাই কয় নাই, আজ তাঁর কাছেও যায় নাই, তবে পিতা ওর প্রাণবধের আজ্ঞা কেন দিলেন? গুরুদেব! আমার মৃত্যুকালে আপনার চরণে ভিক্ষা, আমার ভাইকে ছেড়ে দিন, আমার প্রাণের বসন্তের প্রাণদান দিন, আমায় কেটে রক্ত নিয়ে গিয়ে পিতামাতাকে দেখান।

বসন্ত। না দাদা, না দাদা, তোমায় কাটবে কেন? গুরুজি, হয় আমাদের দুজনকেই ছেড়ে দিন, নয় দুজনকে কাটুন। দাদা ম'রে গেলে

আমি একা থাকতে পারব না, দাদাকে মা দেখতে পেলে আমি আপনিই ম'রে যাব। গুরুজি আপনার দুটি পায়ে পড়ি, আমাদের বন্ধন খুলে দিন, আমরা কোথায় পালিয়ে যাই।

বল। খবরদার, কাঁদিস্‌নে বলছি, কান্না-ফান্না আমার ভাল লাগে না; চোখের জল ফেল্‌বি তো একটুও দেরি করবো না, এখনি কেটে ফেলব।

বিজয়। না বসন, ভাই আমার, প্রাণের ভাই আমার, কাঁদিস্‌নি ভাই, আমাদের কান্না দেখে দয়া কর্‌বার আর কে আছে? কার কাছে আর কাঁদ্‌ব বল্‌! ছেলে ভয় পেলে, বিপদে পড়লে, কাঁদতে কাঁদতে পালিয়ে মা-বাপের কাছে যায়, মা আমাদের ফেলে পালিয়ে গেলেন, বাবা নির্দয় হলেন, শান্তা দিদি বৃদ্ধা, দুর্ব্বল, পরাধীন, আমাদের চোখে জল দেখে আর কার প্রাণ গল্‌বে বল?

বসন্ত। দাদা, আমরা কি তবে সত্যি সত্যি এই মশানে প্রাণ হারাব? আমাদের কি কেউ বাঁচাবে না? আমাদের দুঃখ দেখে কি কারুর প্রাণ কাঁদ্‌বে না? হাঁ দাদা, আমাদের কি তবে কেউ নাই?

বিজয়। কেউ নাই, ভাই, কেউ নাই! এ সংসারে যার মা নাই, তার কেউ নাই, সন্তানের বেদনা মায়ের প্রাণে যত বাজে, এত আর কারুর প্রাণে বাজে না! আজ যদি আমাদের মা থাক্‌তো, তা হ'লে কি বাবা এমন নিষ্ঠুর আজ্ঞা দিতে পার্‌তেন? জননীর অভয় কোলে লুকালে কার সাধ্য সেখান থেকে টেনে আনতে পার্‌তো? ভাই রে, যে দিন মা গেছেন, যে দিন বাবা আবার বিবাহ করেছেন, সে দিন থেকেই আমরা তাঁর পর হয়ে গিয়েছি।

উভয়ে।— (গীত)

আমাদের মা নাই মা নাই।
ভাই রে ভাই রে এত দুঃখ পাই॥
যে দিন গিয়েছে জননী, আঁধার হয়েছে অবনী,
ভবে তবে আর কার মুখ চাই।
সংসারে যার নাইকো মা,
চিরদিন তার হা হা হা,
মায়ের মায়া পাব না রে আর তো কারু ঠাঁই॥

বল। আবার ঐ মায়া-বাড়ান কান্না? দেখতে পাচ্ছিস্‌নে সব, চারিদিকে কত লোক-জন বেড়াচ্ছে, এখনি কে কোথেকে গিয়ে রাজাকে লাগাবে যে, এখনও কাটেনি, রাজা মনে করবে, আমি গাফিলি করছি। নে শীগগির আয়, এই কাঠখানার উপর মাথাটা চেপে ধ'রে খড়াকসে এক কোপে কেটে ফেলব, টেরও পাবিনি। আগে বসনাকে, তার পর বিজে তোকে।

বিজয়। না না গুরুদেব, আমার এই অনুরোধটি রাখ, বসনের প্রাণ আমার সাম্‌নে নেবে, আমি চোখে দেখতে পারবো না! আগে আমার প্রাণ নাও, তার পর তোমার যা ইচ্ছা তাই কর। রাখ গুরুদেব, আমার এই শেষ অনুরোধ রাখ, আসন্ন-কালের এই শেষ ভিক্ষাটি দাও, এতে পিতার কাছে তোমার কোন অপরাধ হবে না, বসনের মরণ আমি চোখে দেখতে পারবো না।

বসন্ত। না দাদা, না দাদা, তোমায় কাটতে দেখলে আমার বড় ভয় করবে, বড় কান্না পাবে। যদি দুজনকেই কাটে তো আমাকে আগে কেটে ফেলুক, আমার একটুখানি প্রাণ, শীগগির বেরিয়ে যাবে।

বিজয়। (গীত)

নিদারুণ কথা—কথা বলো না বসন।
আমি আঁখিতে দেখিতে নারিব
তোমার মরণ॥
বসন্ত। না না তা হবে না হবে না।
প্রাণে যে সবে না সবে না,
পায়ে ধরি, আগে মরি, দাদা করো না বারণ।
বিজয়। কথা রাখ রে বসন,
ভাই, ভাই প্রাণধন।
যদি যেতে হয়, আগে যাই, শমন-ভবন॥
উভয়ে। তবে আগু পাছু নাই,
এস সাথে সাথে যাই,
এক যূপে এক কোপে কর উভয়ে নিধন,
খরধারে হর গুরু দোঁহার জীবন॥

বল। ভারী জ্বালাতন আরম্ভ কল্লে রে, ওরে হতভাগারা, জানিস্‌নি, রাণী আমাকে আলাদা হুকুম পাঠিয়েছে যে, বসন্তকে আগে কাটবে, বিজয় দেখবে, তার বুক ফাটবে, তবে তাকে কাটবে। নে নে বসনা, তোর দাদাকে কিছু বলবার থাকে তো এই বেলা ব'লে নে, আমি আর দেরী করতে পারিনি, আর বলবিই বা কি, ও তো আসছে।

বসন্ত। দাদা, যাই! আমি তবে মরতে যাই! হাঁ দাদা, এই লোকে বলে ম'রে যায়, কোথায়

যায় দাদা? মা আমাদের ম'রে গেছে; কোথায় গেছে? আমি ম'লেও কি মা'র কাছে যাব? তুমিও কি সেখানে যাবে? তবে তো দাদা, দাদা, মরণ ভাল, ছ'ভায়ে কোথায় সে, সেখানে গিয়ে মা'র কোলে থাকবো, সেখানে তো আর কোন ভয় থাকবে না, সেথায় ছোট মা কিছু করতে পারবে না, বাবা কিছু করতে পারবে না, গুরুজী কিছু করতে পারবে না, তবে আর মরতে ভয় কেন দাদা? কিন্তু—কিন্তু—

বিজয়। কিন্তু—কিন্তু! বসন রে—ভাই, ঐ কিন্তু! ম'লে ভাল, ম'লে ভাল—সবাই বলে, কিন্তু এই মায়ার সংসার, সাধের মানব-জনম ত্যাগ কোরে, স্নেহ ভালবাসার সহস্র বন্ধন ছিন্ন কোরে যেতে প্রাণ বড় কাঁদে রে ভাই! এই শরীর—যারে এত যত্ন করছি, এখনি ছেড়ে যাব; স্বভাবের সৌন্দর্য্য, সুচারু শিল্পের রমণীয়তা, আত্মীয়জনের মুখ দেখে দেখে যে চক্ষুর সাধ মেটে না, বিদ্বেষের নির্দ্দয় কর্কশ কোলাহলের মধ্যে একটি ভালবাসার আদরের কথা কানে অমৃত ঢেলে দেয়, এখনি আর তাও শুনতে পাব না! যশ, মান, বিদ্যা, কীর্ত্তি, প্রেম, স্নেহ, দেওয়া নেওয়া, এই প্রাণে কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা, দেখতে দেখতে সকলই শেষ হবে! এই আছি, এই থাকব না। চ'লে যাব, কোথায় যাব, সব ফুরিয়ে যাবে।

বসন্ত। না দাদা, ফুরুবে কি? কিছুই ফুরুবে না; শান্তা দিদির দুঃখু টুখু হ'লে বলে শোনোনি যে, কবে মরবো, যন্ত্রণা এড়িয়ে হরির চরণে গিয়ে জুড়ুব? শান্তা দিদি তো মিছে কথা বলে না, আমার আর লাগবার ভয় কচ্চে না, মরবার ভয় কচ্চে না, ম'লে যন্ত্রণা থাকবে না, ম'লে কোথায়—সেই হরি, তাঁর চরণে গিয়ে জুড়ুব।

বিজয়। আহা! শিশুচরিত্রে কি বিচিত্র, এই আপনার ছায়া দেখে ভয় পায়, এই আবার কালসাপ গিয়ে ধরে। বসন ভাই আমার অতি শিশু, প্রাণের আকাঙ্ক্ষা কম, তাই প্রাণের ভয়ও কম, আর আমি—সভাতলে পাছে সকলে ভীরু বলে, এই অভিমানে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা শুনে স্থির ছিলেম, কিন্তু এখন—এখন সম্মুখে শমন—প্রাণের মায়া শতগুণ বাড়ছে, মরতে ভয় করছে।

বসন্ত। না দাদা, ভয় নেই, ভয় নেই, মরতে ভয় করো না, শান্তা দিদির হরির কথা শুনে, হরির নাম মুখে এনে, এখন আর আমার মরতে ভয় করছে না, তুমিও হরির নাম কর, তোমারও ভয় থাকবে না; কাটবার সময় একটু লাগবে, তা চুপ কোরে সইব, তার পর হরির কাছে গেলে আর কেউ মারতে পারবে না, কখনও কোন বেদনা লাগবে না, এই মনে কোরে সইব। হরি, হরি, আমরা দুটি ভাই বড় দুঃখী, আমাদের মা নাই, বিমাতা বিমুখ, পিতা পর হয়েছেন, পৃথিবীতে আমাদের আর স্থান নাই, শান্তা দিদি বলে, তুমি কাঙ্গালের ঠাকুর, অনাথের নাথ, আমরা বড় কাঙ্গাল দুঃখী, আমাদের তোমার চরণে স্থান দিও, তুমি না কি যে ভয় পায়, তাকে অভয় দাও, দাও দয়াময় হরি, আমাদের মরণভয় ঘুচিয়ে দাও।

বল। বাড়াবাড়ি করলে, আমি আর দাঁড়াতে পারিনি, তোমাদের ঢের কথা হয়েছে, আমার হাত নিস্‌পিস্ করছে, আবার নূতন ছাথরা ধরলে—হরি হরি হরি! হরির কাছে যাবার সাধ হয়ে থাকে তো আবার দেরী কেন, আয় না?

বিজয়। হরি—হরি—হরি! মধুর নাম; প্রাণ জুড়ান নাম! ভয়হারী নাম! বসন, বসন, ভাই, কি নাম ব'লে দিলি! মনে কি বল দিয়ে দিলি! যাঁর নাম শুনেই প্রাণ জুড়িয়ে যাচ্ছে, তাঁর কাছে গেলে না জানি ভাই কত আরাম পাব! আর মরণে ভয় নাই, আর মরণে ভয় নাই, আয় ভাই, হরি ব'লে প্রাণ দিই!

উভয়ে। (গীত)

জুড়াই ভাই আজ মরণে।
জুড়াতে পাইনে এ ছার জীবনে॥
ব'লে হরি নাম, যাই শান্তিধাম,
আরাম পাব গিয়ে হরির চরণে—
হরে হরে হরে, নাম ভয় হরে,
ব্যথা যাবে দূরে সে পদ স্মরণে॥

(মন্ত্রী ও শান্তার প্রবেশ)

শান্তা। বিজয় রে, বসন রে, কৈ? কৈ? কাঙ্গালীর নয়ন কৈ? আমি চোখের জলে অন্ধ হয়েছি, দেখতে পাচ্ছিনি, তোরা কোলে আয়! এই না সেই মশানভূমি? পাষাণ প্রাণে তোদের বাপ না আজ তোদের এইখানে পাঠিয়েছে?

বিজয়। শান্তা দিদি, শান্তা দিদি, তুমি এসেছ, বেশ হয়েছে। আমরা যে মাতৃহীন, তোমাদের যত্নে ভুলে গিয়েছিলেম, মরণকালে তোমায় দেখতে না পেলে মনে বড় ক্ষোভ থাকতো, বিদায় দাও—আমরা যাই—

শান্তা। কোথায় যাবি? ও কথা মুখে আনিস্‌নি, আমার এ পাপ প্রাণ থাক্‌তে তোরা কোথায় যাবি? বড় মা মর্‌বার সময় তোদের আমার হাতে সঁপে দিয়ে গিয়েছিলেন, আমি রাক্ষসী কি হাতে কোরে তোদের মশানে ডালি দেব? রে ঘাতক! কোথায়—কোথায়? রাক্ষসীর প্রাণ নে, অভাগীকে আগে কেটে ফেল, রাজরাণী রক্ত দেখবে, অনেক রক্ত দেখাতে পার্‌বি।

বল। শান্তা, শান্তা, তুমি এখানে কেন? তুমি যাও, মন্ত্রী মহাশয়, আপনিও যান, আমি রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করি।

শান্তা। কোথায় যাব? আমার কোথায় স্থান আছে? আমার বিজয়-বসন্ত যেখানে, আমিও সেখানে।

বসন্ত। কেন শান্তা দিদি, তুমি কাঁদছ কেন? তুমিই তো বল্‌তে যে, ম'লে সকল দুঃখ যায়, হরির চরণে গিয়ে আরাম পায়; হাঁ দিদি, আমরা তো এখানে দুঃখ পাচ্ছি, ম'লেই হরির চরণে গিয়ে আরাম পাব।

শান্তা। ওরে বসন রে, আমি আপনার দুঃখে ও কথা বল্‌তেম, তোদের এ দশা হবে মনে কোরে কি সে কথা কখনও বলেছি? বিপদ্‌-ভঞ্জন হরি! কাঙ্গালিনীর ধনদুটির বিপদ্‌ আজ ভঞ্জন কোরে দাও; তোমার চরণে মন রেখে আমি এই মা-হারা শিশুদুটিকে বুকে কোরে পালন করেছি, তুমি না রক্ষা কর্‌লে এদের আর রক্ষা নাই।

বিজয়। শান্তা দিদি, কেঁদ না, তোমার কান্না দেখে আমার প্রাণ কেমন করে, আবার মর্‌তে ভয় হয়, বাঁচতে সাধ হয়; ঐ দেখ, বসনও আবার কাঁদ্‌ছে। গুরুদেব, আমাদের শীগগির কেটে ফেল, শীগগির কেটে ফেল, শান্তা দিদির কান্না আর আমরা দেখ্‌তে পারিনি।

শান্তা। না না—গুরুদেব কে? ঘাতক—ঘাতক—ও কে ও! তুমি কে? বলবন্ত, বলবন্ত! তুমি ঘাতক হয়ে বাছাদের কাট্‌তে এসেছ? বিজয় বসনের প্রাণবধ কর্‌তে তুমি খাঁড়া ধরেছ? ছোটরাণী কালসাপিনীর কি এত বিষ যে, ছেলেদের দংশন করেছে, আবার বিষ সবাইকে বেঁটে দিয়েছে; সবাই শত্রু, সবাই শত্রু, তবে আর কারে বিশ্বাস কর্‌বো?

বল। কাকেও না! এখন তোমরা যাও, আমি আপনার কাজ করি, ছোটরাণীর চর চারিদিকে ঘুর্‌ছে, এখনি গিয়ে কে ব'লে দেবে, এখনও কাটিনি—আমার পর্য্যন্ত মাথা যাবে।

বসন। হাঁ শান্তা দিদি, তুমি যাও, ছোটমা টের পেলে হয় ত তোমার পর্য্যন্ত প্রাণ যাবে। দেখ দিদি, আমার পাখী-ক'টিকে আমি যেমন খেতে দিতুম, তুমি তেমনি খেতে দিও, খরগোস আর হরিণটিকে বনে ছেড়ে দিও, আর ঘোড়াটি—গুরুজি, ঘোড়াটি তুমি নিও, তুমি তাকে ভালবাস্‌তে, তুমি নিও।

বল। চুপ রও! ও সব কথা বলিস্‌ নি বল্‌ছি। শান্তা, না যাও তো তোমার সামনেই আমি কাজ শেষ করি, চারিদিকে চর ঘুর্‌ছে।

মন্ত্রী। বলবন্ত! রাজপথ শূন্য, রাজধানীতে হাহাকার, শত শত সম্ভ্রান্ত প্রজা আজ সপরিবারে রোদন কর্‌তে কর্‌তে রাজ্য পরিত্যাগ করছে, বিপণিতে ক্রয়-বিক্রয় নাই, দেবালয়ে যাত্রী নাই, সকল বাটীর দ্বার রুদ্ধ, নগর অন্ধকার। প্রেতরূপিণী রমণীর কুটিল কুহকে মহারাজ বাতুলপ্রায় হয়ে আজ যে পৈশাচিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছেন, তাতে রাজলক্ষ্মী চঞ্চলা, অমঙ্গল আশঙ্কায় প্রজাগণ মৃতপ্রায়! বলবন্ত! কুমারদ্বয়ের প্রাণবধ কর্‌লে তুমি রাজাজ্ঞা পালন কর্‌বে, না রাজ্য ধ্বংস কর্‌বে? তুমি বীর, ধীর, ধার্ম্মিক, কেন যে আজ এ কার্য্যে স্বেচ্ছায় প্রবৃত্ত হ'লে, তা আমার বুদ্ধির অগোচর। তুমি মনে কর্‌লেই কুমারদ্বয়ের প্রাণরক্ষা হয়, জয়পুর-রাজ্য রক্ষা হয়; ওদের ছেড়ে দাও, আমি গোপনে স্থানান্তরিত কর্‌ছি, কেউ কিছু জান্‌তে পার্‌বে না; তুমি মহারাজকে কোন পশুর শোণিত দেখিয়ে বল গে, কুমারদের বধ করেছি। এ মহৎ উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা কইলে তোমার পুণ্য বই পাপ হবে না। কোন দিন না কোন দিন আমার দ্বারা উপকৃত হয়েছ, আজ প্রত্যুপকার কর, কুমারদ্বয়ের প্রাণভিক্ষা দাও; আর যদি পুরস্কারের প্রার্থী হও, তবে মহারাজের স্বীকৃত দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রার পরিবর্ত্তে আমার পুত্র-পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন-উপযোগী অর্থমাত্র রেখে জীবনের সঞ্চিত সমস্ত ঐশ্বর্য্য তোমায় দিচ্ছি।

শান্তা। ওগো, দাও গো দাও, বাছাদের প্রাণ দাও! বড়রাণী তোমায় কত ভালবাস্‌তেন, তাঁকে মনে কোরে তাঁর বাছাদের প্রাণ দাও, কা'ল তুমি যাদের কোলে করেছ, যাদের হাতে কোরে বিদ্যা শিখিয়েছ, হাতে কোরে যাদের চাঁদমুখ মুছিয়ে দেছ, সেই চাঁদদুটি দেখ,

আজ চাঁদমুখ মলিন কোরে তোমার মুখপানে চেয়ে আছে; দয়া কর বীরবর, বন্ধন খুলে দাও! তোমার দয়া হোচ্ছে, তবে কেন দেরী কোচ্ছ, তোমার কণ্ঠস্বর নিষ্ঠুর কর্কশ বটে, কিন্তু আমি বেশ দেখ্‌তে পাচ্ছি, তোমার চোখ স্নেহরসে ভাসছে।

বল। আমার কণ্ঠস্বর রাজাজ্ঞা—চক্ষু আমার আপনার।

শান্তা। চোখ তো মনের কথা কয়, তবে মন যা বল্‌ছে, তাই কর—দয়া কর, বাছাদের ছেড়ে দাও। কেউ দেখ্‌বে না, কেউ জানবে না, আমি বাছাদের বুকের ভেতর লুকিয়ে নিয়ে নগর ছেড়ে পালিয়ে যাব—অন্য রাজ্যে যাব, ভিক্ষা কোরে খাওয়াব, নিবিড় বনে গিয়ে বাঘ-ভালুকের কাছে থাকব, গাছের পাতা খাইয়ে বাছাদের বাঁচাব—দাও ছেড়ে দাও!

বল। চল—চল—

বসন। না না, আমাদের কেটে ফেল; বাবা জান্‌তে পার্‌লে, ছোট মা জান্‌তে পার্‌লে, শান্তা দিদি, তোমার প্রাণ যাবে; আমাদের প্রাণ বাঁচালে, গুরুজী, তুমিও প্রাণ হারাবে।

বল। হতভাগা ছোঁড়ারা, হতভাগা ছোঁড়ারা, চুপ কোরে থাকতে পারিস্‌নি? আমাকে কাঁদালি, তবে ছাড়লি! ওরে, তোরা যে আমার শিষ্য, ছেলের চেয়ে বেশী, তোদের আমি কাটবো? যে হাতে যত্ন কোরে ধনুক ধর্‌তে শিখিয়েছি, সেই হাত তোদের রক্তে কলঙ্কিত কর্‌বো? শান্তা—মন্ত্রিবর—কুমারদের প্রাণ নেবার জন্য কি আজ অর্থলোভে বলবন্ত নীচ চণ্ডালাধম জঘন্য ঘৃণ্য ঘাতকের কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছিল? আমি সভার অন্তরালে দাঁড়িয়ে সকল ব্যাপার দর্শন করেছিলেম। যখন সেই ঘাতকরূপী মহাত্মা সাধু, রাজাজ্ঞা অবহেলা ক'রে বীরদর্পে রাজবাটী পরিত্যাগ করে, আমিই কৌশলে তার পথ উন্মুক্ত ক'রে দিই, পাছে রাজভয়ে বা অর্থলোভে এই নিদারুণ কার্য্যে অন্য কেহ অগ্রসর হয়, তাই আমি নিষ্ঠুরতার কর্কশ-বর্ম্মে প্রাণের স্নেহ-মমতাকে আচ্ছাদন কোরে রাজসমক্ষে তাঁর আজ্ঞা-প্রতিপালনের ভাণে উপস্থিত হই। যতক্ষণ বিজয়-বসন মশানে রোদন কর্‌ছে, আমার হৃদয়ে সহস্র বিষাক্ত ছুরিকা বিদ্ধ হচ্ছে; কোথায় কে শত্রু লুক্কায়িত আছে, সেই আশঙ্কায় একা কিছু কর্‌তে পাচ্ছিলাম না। মন্ত্রী মহাশয়, আপনি এসেছেন, আমার ভরসা হচ্ছে; এই কুমারদ্বয়ের বন্ধন মুক্ত কোরে দিলেম, আপনি ত্বরায় উপায় করুন, রাজ্যের মধ্যে কেউ না দেখতে পায়।

মন্ত্রী। সাধু, বলবন্ত সাধু! আজ যদি তুমি এই নিদারুণ কাজ কর্‌তে, তা হ'লে আমার জীবন চিরদিনের জন্য বিষময় কোরে দিতে। ধার্ম্মিকই হন, বীরই হন, সাধুই হন, মনুষ্য-জাতিতে যে ভাল লোক থাকতে পারে, এ কথা আমি আর বিশ্বাস কর্‌তেম না। তুমি রাজার নিকট যাও, আমি কুমারদের একটা ছদ্মবেশে রাজ্যের বাহিরে রেখে আসি।

শান্তা। বলবন্ত, বলবন্ত, দুঃখিনীর আশীর্ব্বাদ ধর, তুমি রাজরাজেশ্বর হও। আয়—আয় কাঙ্গালিনীর বাছারা! তোরা যে রাজপুত্র, তা ভুলে যা, আয়, তোদের নিয়ে আমি পালিয়ে যাই, ভিক্ষা কোরে খাওয়াব, প্রাণে বেঁচে থাক।

বল। না না শান্তা, তুমি কোথা যাবে? তোমায় রাজবাটীতে না দেখতে পেলে ছোট-রাণীর মনে ঘোর সন্দেহ জন্মাবে, নিশ্চয় মনে কর্‌বেন যে, আমি বিজয়-বসন্তের প্রাণবধ করিনি, তোমার হাতে দিয়েছি, তুমি নিয়ে কোথায় পালিয়ে গেছ; চারিদিকে লোক ছুটবে। বৃদ্ধা তুমি, শিশু দুটিকে নিয়ে কত দূর পালাবে? তা হ'লে আমাদের এত যত্ন, এত আশা সকলি বিফল হবে।

শান্তা। ওগো, আমি বাছাদের একলা কোথায় ছেড়ে দেব?

মন্ত্রী। না না শান্তা, বলবন্ত যথার্থ বলেছেন। তুমি এখন কোথাও গেলে সত্য সত্যই শত্রুপক্ষের মনে মহা সন্দেহ উপস্থিত হবে। ধৈর্য্য ধর, আশঙ্কা কোরো না, কুমার বিজয়ের জ্ঞান হয়েছে, বিদ্যা হয়েছে, অস্ত্রচালনে পটু, উনি অবাধে কনিষ্ঠ কুমারকে রক্ষা কোরে লয়ে যাবেন। রাজচক্রবর্ত্তি-লক্ষণাক্রান্ত কুমারদ্বয় রাজ্যান্তরে কোথাও না কোথাও আশ্রয় পাবেন। কায়মনোবাক্যে রাধা-বল্লভজীর চরণ পূজা কর, এক দিন না এক দিন মহারাজের চক্ষু খুল্‌বে। আজকার বিপদ্ কেটে গেলে কুমারদ্বয়কে এই রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখে আমরাও চক্ষু সার্থক কর্‌বো।

বিজয়। শান্তা দিদি, দয়াময় হরির ইচ্ছায় আজ যদি আমাদের প্রাণরক্ষা হ'ল, তবে তুমি আর রোদন কোরো না, আমাদের বিদায় দাও, তোমার আশীর্ব্বাদে আমাদের কোন বিপদ হবে

না; আমি আপনি না খেয়ে বসনকে খাওয়াব, বসন নিদ্রা যাবে, আমি প্রহরীর কার্য্য করবো, আপনার প্রাণের মমতা না ক'রে বসনের প্রাণরক্ষা কর্‌বো।

শান্তা। ওরে, তোরা যে আমার হু'জনে ছুটি চক্ষের মণি, তোদের হারা হ'লে যে জগৎ আমার কাছে অন্ধকার।

বল। শান্তা, আর বিলম্ব কোরো না, কে কোথা হ'তে আসবে।

মন্ত্রী। সত্য।—আসুন, কুমারেরা আমার সঙ্গে আসুন, এই নদীর ধার দিয়ে যাই।

বিজয়। দিদি, বিদায় দাও—কেঁদ না।

বসন। কেন দিদি কাঁদ্‌ছিস্? তোর হরিকে ডাক্ না, আমাদের কিছু হবে না, এই দেখ না, হরি ব'লে ম'তে যাচ্ছিলুম, অমনি হরি বাঁচিয়ে দিলে।

শান্তা। এস বিজয়, এস বসন, হরি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন; মনে রাখিস্, অভাগী বৃদ্ধার আঁচলের ধন তোরা, চোখের জল বই এখন আর তার অন্য সম্বল রইল না।

বিজয়। গুরুদেব, প্রণাম হই।

বল। দুই ভাইয়ে অভেদাত্মা হয়ে সর্ব্বত্র বিজয়ী হও, ধর্ম্মের জয় হ'ক!

[এক দিকে শান্তা ও বলবন্ত, অপর দিকে
বিজয়, বসন্ত ও মন্ত্রীর প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

দুর্জ্জয়ময়ীর কক্ষ।

রাজা ও দুর্জ্জয়ময়ী।

রাজা। কেন, কেন—আমি কি অন্যায় করেছি? হাঁ প্রিয়ে, তুমিই বল তো, আমার কি কিছু অন্যায় করা হয়েছে?

দুর্জ্জয়। আমি স্ত্রীলোক, কি বল্‌বো বলুন।

রাজা। কেন, কেন, বল্‌বে না কেন? এ তো সকলেই বুঝতে পারে, এর আর স্ত্রীলোক কি? বিশেষ তুমি অতি বুদ্ধিমতী, যথার্থ কথা বল্‌বে, তাতে আর দোষ কি? কেমন, সত্য বল, আমি কি অকস্মাৎ ক্রোধের বশীভূত হয়ে কিছু করেছি? না হবার যদিও কথা, তবুও বাহ্য ব্যবহারে কোনরূপ ঈর্ষার লক্ষণ দেখিয়েছি? পদ্ধতিমত অপরাধের বিচার ক'রে ন্যায়মত দণ্ডবিধান করেছি, এতে আর অন্যায় কি? এতে আমার উপর কারুর বিরক্ত হবার যে কি কারণ, তা বুঝতে পারিনি।

দুর্জ্জয়। মহারাজ! আপনার উপর বিরক্ত হবার সাধ্য কার আছে? তবে আমি অভাগিনী নারী, সকলেই আমাকে দুষছে, আমার প্রতি কারুর দৃষ্টি প্রসন্ন নয়, আমি কারুর কিছুতেই নাই, অথচ লোকে বলে—বলুক, না বলুক, মনে মনে করে যে, যত গোলযোগ, যত অমঙ্গলের হেতু আমিই।

রাজা। না না, তোমায় দুষবে কেন? আমারই উপর বিরক্ত; দেখলে না, মন্ত্রী তীর্থবাস করতে চাচ্ছেন, সভাসদেরা বিদায় চাইলেন, সামান্য নীচ ঘাতক, সেও আমার মুখের উপর স্পর্দ্ধা কোরে আজ্ঞা লঙ্ঘন কোরে চ'লে গেল; যেরূপ ব্যবহার দেখছি, তাতে তো সম্পূর্ণ বিদ্রোহের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। আমায় এই বৃদ্ধ বয়সে দুর্ব্বল পেয়ে কুতঘ্নেরা রাজ-বিদ্রোহী হবার উদ্যোগী হয়েছে। প্রিয়ে, প্রিয়ে, তুমি ভিন্ন এখন আর কেউ আমার সহায় নাই, কেউ আমার আপনার লোক নাই। কি করি, কি করি—ন্যায়ের অনুরোধে অপত্য-স্নেহের বশীভূত হলেম না, কঠিন প্রাণে পুত্রের প্রাণবধের আজ্ঞা দিলেম, এতেও সকলে অসন্তুষ্ট! এক বলবন্ত আমার পক্ষ, আর যে কে আমার সহায় হবে, তা তো বুঝতে পাচ্ছিনি, কি করি—কি করি—

দুর্জ্জয়। মহারাজ, আমি যখন কোন কথা বল্লেও দুষী, না বল্লেও দুষী হব, তখন মনে যা ভাল বুঝছি, তা বলাই ভাল। আমার তো বেশ বোধ হচ্ছে মহারাজ যে, এ রাজ্যে সকলেই আপনার শত্রু, মন্ত্রী মহাশয় নিজে লোক ভাল হ'লেও হ'তে পারেন, কিন্তু পাঁচ জনের কুচক্রে প'ড়ে ওঁরও মতিভ্রম হয়েছে; আজকের এ কাণ্ডে নয়, অনেক দিন অবধি যে এর একটা ষড়যন্ত্র হচ্ছে, তা আমি বুঝতে পেরেছিলেম, তাই আমার সহোদর দুর্ব্বুদ্ধিকে এখানে আনিয়ে সকলের কার্য্যের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখতে ব'লে দিয়েছি। মহারাজ! আমি চারিদিকে যেরূপ বিপদের সম্ভাবনা দেখ্‌ছি, তাতে দুর্ব্বুদ্ধি যদি আমার সহোদর না হ'ত, তা হ'লে তার উপরই আপাততঃ রাজপ্রতি-নিধিত্বের ভার দেবার জন্য আপনাকে অনুরোধ করতেম।

রাজা। কেন, কেন প্রিয়ে, তোমার সহোদর, তার দোষ কি? সে তো আরও ভালই, তোমার সহোদর আমার পরমাত্মীয়, বিশেষ বিশ্বাসের পাত্র।

দুর্জ্জয়। প্রাণেশ্বর, একেই তো লোকে কত বল্‌ছে, তাতে যদি আপনি আবার দুর্ব্বুদ্ধিকে রাজপ্রতিনিধিত্বে নিযুক্ত করেন, লোকে বল্‌বে, আমিই ব'লে কয়ে ভাইকে ক্রমে কৌশলে সিংহাসন দেওয়ার চেষ্টা করুছি।

রাজা। কে বল্‌বে, কে বল্‌বে? যারা বল্‌বে, তারা তো আমার শত্রু; বলে বলুক, আমি কারুর কথা গ্রাহ্য করি না; দুর্ব্বুদ্ধিকেই রাজপ্রতিনিধি কর্‌বো, সম্পূর্ণ শাসনের ভার তার উপর দেব; সে রাজপুত্র, যুবাপুরুষ, অবশ্যই বিদ্রোহ দমন কর্‌তে পার্‌বে। মন্ত্রীর ইচ্ছা হয়ে থাকে, করুন গিয়ে কাশীবাস; আমি নিশ্চিন্তে তোমার কাছে থেকে আরাম উপভোগ করি।

দুর্জ্জয়। তা মহারাজ, দুর্ব্বুদ্ধিকেই রাজ্যভার দিন আর যাকেই দিন, আপাততঃ আপনাকে আমি চোখের বার হ'তে দিচ্ছিনি। গুপ্ত শত্রুদের মনের ভিতর কি আছে, কে জানে। কেউ যদি আপনার প্রাণের উপরেই হস্তারক হয়।

রাজা। প্রিয়ে, প্রিয়ে! আমি তোমার চোখের বার হয়ে কোথা যাব? যার সন্তোষের জন্য মশানে পুত্রের প্রাণবিসর্জ্জন দিলেম, তার জন্য রাজ্য শ্মশান হ'লেই বা ক্ষতি কি? হৃদয়েশ্বরি! কাছে এস, তোমার মধুমাখা কথায় দুটো প্রণয় আলাপ কর, অন্য সব কথা ভুলিয়ে দাও, আ মরি মরি, কি রূপ! কি রূপ!

নেপথ্যে। মহারাজ, আমি এসেছি—কার্য্য শেষ কোরে এসেছি।

রাজা। কে, কে? এ সময় আবার কে? কে ও, কি চাও?

দুর্জ্জয়। মহারাজ, আপনি বাহিরে যান, বাহিরে যান, বুঝি বলবন্ত।

রাজা। না না, এইখানে—এইখানে, তোমার কাছে থাকি, কাছে থাকি।

(রক্তাক্ত হস্তে বলবন্তের প্রবেশ)

বল। মহারাজ! সব শেষ—সব শেষ—

রাজা। কি! কি! বলবন্ত, তুমি কাঁপছ যে, কাঁপছ যে?

বল। কাঁপছি মহারাজ, কৈ, তা তো জানি না! রাজ-আজ্ঞা পালন করেছি, কুমারদের নিঃশেষ করেছি! দেখবেন, দেখবেন? আমার সঙ্গে আসুন, দুই মুণ্ড মশানে গড়াগড়ি যাচ্ছে, এখনও শৃগালকুকুরে খায়নি! মহারাণি, আপনিও আসুন, বিশ্বাস না করেন, স্বচক্ষে দেখে যান, খুব প্রতিশোধ হয়েছে, খুব প্রতিশোধ হয়েছে।

দুর্জ্জয়। যাও—যাও, বলবন্ত, তুমি যাও, মহারাজের সামনে থেক না, হস্ত প্রক্ষালন কর গে।

বল। কি প্রক্ষালন কর্‌বো—রক্ত! এ কি যে সে রক্ত—যে সামান্য জলে প্রক্ষালিত হবে? এই হাতে বিজয়ের রক্ত, এই হাতে বসন্তের রক্ত, রাজবংশধরদের রক্ত! গাঢ়—তপ্ত! সপ্ত সমুদ্রের সমস্ত জলে এ রক্ত প্রক্ষালিত হবে না। দেখুন মহারাজ, দেখুন মহারাণি, আমি কেমন কৃতজ্ঞ ভৃত্য—রাজ-আজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করেছি।

রাজা। যাও, বলবন্ত যাও, তোমার পুরস্কার পাবে, যাও।

বল। যাই, মহারাজ দেখুন, আমার কোন ত্রুটি নাই, ঠিক দেখুন, কুমারদের রক্ত কি না; দেখুন আপনার রক্ত—আপনি দেখলেই চিন্‌তে পার্‌বেন।

দুর্জ্জয়। বলবন্ত, যাও—যাও, দেখছ না, মহারাজ কাতর হচ্ছেন?

বল। কিসে কাতর? রাজা রাজকার্য্য পালন করেছেন, পতি পত্নীর সম্মান রেখেছেন, পিতা পুত্রকে বধ করেছেন, তার আবার কাতরতা কি? কাতরতা দেখছি আমি—এই তামসী নিশিতে বিভীষিকাময় মশানে কুমারদের কাতর ক্রন্দন শুনছি। "কোথায় মা, কোথায় বাবা" ব'লে চীৎকার কোরে কেঁদেছে, তা শুনেছি,—"গুরুদেব, রক্ষা কর" ব'লে আমার পায়ে পড়েছে, অমনি মুণ্ডচ্ছেদ করেছি!

রাজা। ওঃ—হোঃ!

বল। কেমন মহারাজ, আজ্ঞা পালন করেছি তো! মহারাণি, আপনারও আজ্ঞা লঙ্ঘন হয় নি, আগে বসন্তের, তার পর বিজয়ের মুণ্ডচ্ছেদ!

দুর্জ্জয়। আমার আজ্ঞা? আমার আজ্ঞা? বিজয় নাই; বিজয় নাই।

রাজা। হাঁ হাঁ রাণি, তোমারই আজ্ঞা, তোমারই আজ্ঞায় বিজয় নাই; বিজয়ও নাই—বসন্তও নাই—আমি নির্ব্বংশ, আমার কেউ নাই, কেবল তুমিই আছ,—তুমিই আছ, আর তোমার

অপরূপ রূপ আছে। এস, ওই রূপে ডুবে থাকি। আমায় আলিঙ্গন কর, পার যদি পুত্রঘাতীকে আলিঙ্গন কর।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বনপথ।

বিজয় ও বসন্ত।

বসন্ত। কখন্ খাব দাদা? এ তিন দিন বন ছিল ভাল, কত রঙ-বেরঙের পাখী, কেমন মিষ্টি ডাক, কত ফুলের গাছ, কত সব ঝর্ণা,—আজ এ কি বনে এলুম! একটা সোজা পথ নেই, পায়ে কেবল কাঁটা ফুটছে, সব মস্ত মস্ত গাছ, কেমন পাতার একটা বিশ্রী গন্ধ, একটা ফল নেই, বেলা হ'ল, এখনও কিছু খেতে পেলুম না, বড় ক্ষিদে পেয়েছে।

বিজয়। চল ভাই, একটু আস্তে আস্তে সয়ে চল, এ তিন দিন বনের ধারে ধারে এসেছি, যেন কতক বন, কতক বাগান; হাতে কোরে কত ফল পেড়েছ, আঁজলা কোরে জল খেয়েছ, নতুন নতুন তোমার আহ্লাদ হয়েছে, এ যে ভাই বিজন বন!

বসন্ত। বিজন বনে কি ফল পাওয়া যায় না? তবে আমি খাব কি? আমি এত বেলা হ'ল কিছু খাইনি, বাড়ীতে থাকলে শান্তা দিদি এতক্ষণ আমায় কবার খেতে দিত বল দেখি?

বিজয়। আয় ভাই, একটু আস্তে আস্তে আয়, চ'লে আয়, বরাবর কি বন থাকবে, একটা গ্রাম কি নগর দেখতে পাবই পাব। সেখানে গেলেই কারুর কাছে চেয়ে তোমায় খেতে দেব।

বসন্ত। না দাদা, কিছু না খেলে আর আমি চলতে পারবো না, আমার গা কেমন কচ্ছে, মাথা ঘুরছে।

বিজয়। ভাই বসন, একটু যেতে পারবে না? একটুখানি চল, আমায় ধ'রে চল।

বসন্ত। না দাদা, আমি আর পাচ্ছিনি দাদা, যতক্ষণ পেরেছি, তোমায় বলিনি, আমি এক পা-ও চলতে পাচ্ছিনি, কথা কইতে কষ্ট হচ্ছে; দাদা, দুটো একটা পাতা ছিঁড়ে দাও, আমি তাই চিবুই, তা হ'লে একটু গলাটা ভিজবে।

বিজয়। হা অদৃষ্ট, হা অদৃষ্ট! সোনার কমল বসন আজ একটি ফলের জন্য লালায়িত। রাজ-পুত্র আজ বৃক্ষপত্র খেয়ে ক্ষুধা-তৃষ্ণা শান্তি করতে চাচ্চে! কি করি, কোথায় কি পাই, বসনের মুখে কি দিই! পথ চ'লে অনাহারে ক্রমে আমার শরীর দুর্ব্বল হচ্ছে, কি কোরে প্রাণের ভাই বসনকে রক্ষা করি? শান্তা দিদির কাছে প্রতিজ্ঞা কোরে এলেম যে, বসনের ভার আমার উপর, তার এখন কি করি?

বসন্ত। ও দাদা, আর বাঁচিনি, বুঝি এখনি ম'রে যাব, যা হয় আমার মুখে কিছু দাও, একটু জল না হয় দাও। মা গো—গেলুম গো মা!

বিজয়। কারে ডাকছিস্ বসন? মা আমাদের কৈ? "মা মা" কোরে ডাকছিস্? আজ মা নাই, তাই আমাদের এই দশা, ওহো! শৈশবে মাতৃহীন হওয়া অপেক্ষা দুর্ভাগ্য জগতে আর কিছুই নাই।

বসন্ত। দাদা, দাদা, তুমি না বল, মা স্বর্গে আছেন, আমরা ক্ষিদেয় কাঁদছি, মা কি শুনতে পাচ্ছেন না; আমাদের এমন দশা হয়েছে, মা কি দেখতে পাচ্ছেন না?

বিজয়। চুপ কর ভাই, আর মা'র কথা তুলিস্নি, মা'র কথা শুনতে আমার বুক ফেটে যায়, আমি ধৈর্য্য হারাই! খানিক ভাই তুই এইখানে স্থির হয়ে বস্, আমি একটু এগিয়ে দেখি, কোন একটা গাছটাছ খুঁজে দু-একটা ফল পাই তো এনে তোমায় দিচ্ছি।

বসন। যাও, দাদা যাও, যা পার, খুঁজে আন, তুমি কিছু খাও, আমায় কিছু দাও।

বিজয়। আমি যা পাই, এখুনি আনছি, ভাই, তুমি এইখানে একটু বসো, কোথাও যেও না।

[বিজয়ের প্রস্থান।

বসন। দাদা বলে, কোথাও যেও না, আমি কোথায় যাব, আমি আর এক পা-ও চলতে পাচ্ছিনি, চলতে পারলে কি দাদাকে ক্ষিদে ক্ষিদে কোরে এত জ্বালাতন করি? দাদাও তো সেই কা'ল দুপুরবেলা থেকে দুটি পেয়ারা খেয়ে রয়েছে, দাদারও তো কত ক্ষিদে পেয়েছে, তবে কাকেও বলে না, কারে বলবে? আমি ছেলেমানুষ, আমায় ব'লে কি হবে, আমি কি করবো! শান্তা দিদি থাকতো, তবে দাদা ক্ষিদের কথা বলতো, আর যদি মা থাকতো তো বলতেও হ'ত না, মা আপনি খাবার দিত—দাদা এখনও ফল পেলে না,

কখন্ আস্‌বে? আহা! আমাদের কেন মা নেই? মা থাক্‌লে আমরা দুই জনেই খাবার চাইতুম, খাবার পেতুম্। মা, কোথায় গেলে?

(গীত)

ও মা তুমি কোথায় কোথায়।
বিজয়-বসন তোর কাতর ক্ষুধায়॥
মা গো তুমি নাই তাই,
দেখ আজি দুটি ভাই,
ক্ষুধানলে জ্বলে খেতে নাহি পায়,—
অনাহারে বনে ও মা জীবন হারায়॥

কি ওটা গড়িয়ে যাচ্ছে—ফল না। হাঁ হাঁ, ঐ যে গাছটা আকাশে ঠেকেছে, ঐটে থেকে বুঝি পড়্‌ল। এ ফল আমায় মা দিয়েছে, মা আমার কান্না শুন্‌তে পেয়েছে, আমি ক্ষিদেয় ম'রে যাচ্ছি, মা জান্‌তে পেরেছে। (ফল লইয়া ভক্ষণ) আঃ, বাঁচলেম! আঃ—উঃ—এ কি—উঃ, গলার ভেতর কেমন কচ্ছে—থু থু—ও বাবা, এ কি হ'ল! বড় গা জ্বলছে—জল—জল—ও দাদা!—জল—জল, কোথায় তুমি, কোথায় তুমি—জ্বলে গেল, জ্বলে গেল, জল দাও, জল দাও, ম'রে গেলুম, ম'রে গেলুম, ও মা, ও দাদা, ও শান্তা দিদি, তুমি কোথায়? কি খেলুম, ও বাবা, ও মা, মাথার ভেতর রঙমশাল জ্বলছে, পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত চর্ চর্ কোরে টেনে বাঁধছে, কথা কইতে পাচ্ছিনি—জল—জ—স—দা—দা—মা (অচৈতন্য হইয়া ভূতলে পতন)

(বিজয়ের প্রবেশ)

বিজয়। ভাই, পেয়েছি—বেশ ফল পেয়েছি বসন—বসন! আহা, পথ হেঁটে হেঁটে ক্ষিদেয় ছেলে মানুষ—ভাই আমার মাটীতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে—একটু ঘুমুক—না, তুলে খাওয়াই, বড় ক্ষিদে পেয়েছে, খেয়ে তখন ঘুমুবে। বসন, বসন! ওঠ না ভাই, এ কি এ! শরীর এমন হিম কেন? এত শক্ত শক্ত কেন? অ্যাঁ অ্যাঁ, নীলবর্ণ যে! মুখে ফেনা! তবে কি সর্ব্বনাশ হয়েছে—বসন রে—ভাই রে, শেষ কি এই হ'ল, সর্পাঘাতে তোর মৃত্যু হ'ল! কালসাপিনী বিমাতার দংশন হ'তে পরিত্রাণ পেয়ে, বসন ভাই, আমার শেষ কি সত্য সত্যই ভুজঙ্গদংশনে প্রাণত্যাগ কল্লি! ভাই রে, ক্ষুধায় আকুল হয়েছিলে ব'লে আমি নিজের কষ্ট ভুলে কত চেষ্টা কোরে তোমার জন্য এই ফল নিয়ে এলেম; আমারও বড় ক্ষিদে পেয়েছিল, তবুও তুমি না খেলে খাব না ব'লে আস্‌তে আস্‌তে একটিও মুখে দিই নি। ভাই রে, আমার এত কষ্টের ফল, তুই আহ্লাদ কোরে হাতে নিবিনি? কথা ক, ভাই, কথা ক, চোখে চা। আমি ডাকছি, আদর কোরে দাদা ব'লে উত্তর দে! অ্যাঁ, কি হ'ল! বসন নাই—নাই! না না—তা হ'তে পারে না, হ'তে পারে না, আমি বেঁচে আছি, বসন নাই! ও শান্তা দিদি, তুমি কোথায়, দেখ এসে, তোমার বড় আদরের বসন, যাকে কোলছাড়া কর্‌তে না, আজ সে প্রাণশূন্য হয়ে নিবিড় বনে কঠিন মাটীতে প'ড়ে আছে! মা গো, তোর বসনের বনবাস-ক্লেশ দেখতে না পেরে কি তারে আপনার কোলে টেনে নিলে! তবে মা আমি কি অপরাধ করেছি যে, আমায় নিচ্ছ না, বসনকে কাছে নিয়েছ, বিজয়কেও কাছে নাও, কার জন্যে আর আমি বেঁচে থাক্‌বো, একমাত্র বন্ধন বসন ছিল—তাও গেল, দগ্ধ প্রাণ, এখনি তোরে বিসর্জ্জন দিয়ে বসনের সাথী হব।

(এক জন ব্রহ্মচারীর প্রবেশ)

ব্রহ্ম। শিবরাম, শিবরাম। বাল-কণ্ঠবিনিঃসৃত রোদনধ্বনি এই দিক্ থেকেই তো আমার কর্ণে প্রবেশ করেছিল। হাঁ, এই যে, একটি বালক শুয়ে রয়েছে, অপরটি তার পাশে ব'সে রোদন কর্‌ছে। বৎস, কি হয়েছে, তোমরা কে?

বিজয়। মহাশয়, আর আমরা নাই, আমি এখন একা! জয়পুররাজ্যের হতভাগ্য রাজপুত্র আমরা বনবাসে এসেছিলেম, প্রাণের ভাই—দুঃখের দোসর ভাই আমার আজ প্রাণত্যাগ কোরে গেছে, আমিও তার সাথী হব, নিজ হস্তে দগ্ধ প্রাণ বিসর্জ্জন দেব।

ব্রহ্ম। বৎস, তুমি ভ্রাতৃশোকে বিহ্বল হয়েছ, তাই অমন কথা বল্‌ছো! আত্মহত্যা মহাপাপ, আত্মহত্যা কি কর্‌তে আছে? আত্মঘাতীতে নরঘাতীতে কোনরূপ প্রভেদ নাই; তোমারই বা কি, আমারই বা কি, অন্যেরই বা কি, সকলেরই প্রাণ সেই করুণাময় পরমেশ্বরের প্রদত্ত; এ প্রাণকে দেহ হ'তে বিচ্ছিন্ন কর্‌বার কারুরই অধিকার নাই; এখন তুমি নিদারুণ ভ্রাতৃশোকে উন্মত্ত হয়ে আত্মহত্যা কর্‌তে উদ্যত হয়েছ, কিন্তু হৃদয়ের বেগ শমিত হ'লে যখন স্থিরচিত্তে বিবেচনা কোরে

দেখবে, তখনি বুঝতে পারবে যে, তুমি কি ভয়ানক দুষ্কর্ম্ম করতে যাচ্ছিলে।

বিজয়। প্রভু! আপনার প্রশান্তমূর্ত্তিদর্শনে ও জ্ঞানগর্ভ মধুরবচনশ্রবণে বোধ হচ্ছে, নিশ্চয়ই আপনি কোন মহাপুরুষ। দেব, আমায় বলুন দেখি, এই ভাই বই আর আমার এই সংসারে আপনার বলবার কেউ নাই, যখন এও গেল, তখন কি জন্য আমি এই দুঃখময় জীবন বহন করি?

ব্রহ্ম। বৎস, জীবন কখনই দুঃখময় নয়। এক্ষণে বল, কিরূপে তোমার কনিষ্ঠের প্রাণবিয়োগ হ'ল?

বিজয়। প্রভু, ভাই আমার ক্ষুধায় বড় আকুল হয়ে চলৎশক্তিরহিত হয়েছিল, আমি ওকে এখানে রেখে কিছু দূরে ফল অন্বেষণ করতে গিয়েছিলেম, এসে দেখি, এই অবস্থা—সর্পাঘাতে ভাই আমার প্রাণত্যাগ করেছে।

ব্রহ্ম। সর্পাঘাত! সর্পাঘাতের তো চিকিৎসা আছে; বিষধর-দংশনে মৃত্যুর সমস্ত লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হলেও কখন কখন শরীরে প্রাণবায়ু অতি ক্ষীণভাবে লুক্কায়িত থাকে। ঈশ্বরপ্রসাদে আমি অনেক বনজ ঔষধের গুণ অবগত আছি, দেখি তোমার ভায়ের কোনরূপ প্রতীকার করতে পারি কি না।

বিজয়। প্রভু, প্রভু, আমায় চিরঋণী করুন, একসঙ্গে দুটি জীবন দান করুন; আপনার আশ্বাস-বাক্যে আমার মনে বড় আশার সঞ্চার হচ্ছে।

ব্রহ্ম। স্থির হও। (বসন্তের অঙ্গ পরীক্ষা করিয়া) কৈ, অঙ্গের কোন স্থানে তো কোনরূপ ক্ষতচিহ্ন দেখছি না, সর্পদংশন কখনই নয়, আমার নিশ্চয় বোধ হচ্ছে, কোন বিষাক্ত দ্রব্য ভক্ষণে এই শিশুর এ দশা প্রাপ্ত হয়েছে।

বিজয়। তবে কি হবে, আর কি তবে আশা নাই?

ব্রহ্ম। বৎস, পলে আশান্বিত, পলে নিরাশ হচ্ছো। তা তোমার দোষ কি, তুমি তো বালক-মাত্র, মনুষ্যের স্বভাবই এই; এই আশা—এই নিরাশা! এই দৃঢ় বিশ্বাস—এই ঘোর অবিশ্বাস! তুমি একটু স্থির হও, আমি তোমার ভ্রাতাকে ঔষধ প্রয়োগ করি।

(ঝুলী হইতে বৃক্ষপত্র বাহির করিয়া নিজ করে মর্দ্দন করতঃ বসন্তের নাসারন্ধ্রে ও কর্ণে প্রদান)

দেখি, দেখি—তোমার হাত দাও—এই দেখ, অল্প অল্প নিশ্বাস প্রবাহিত হচ্ছে, মহেশ্বরের কৃপায় আমার ঔষধ কার্য্য করেছে, শরীর উষ্ণ হচ্ছে, চক্ষু উন্মীলন কচ্ছে—

(কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া বসন্তের চক্ষু ও মুখে সিঞ্চন)

বসন্ত। দাদা, দাদা!

বিজয়। ভাই, ভাই!—বসন, বসন! এই যে আমি, আবার কথা কইলি বসন—আবার আমায় দাদা ব'লে ডাক'লি ভাই!

বসন্ত। দাদা, আমি বড্ড ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, গাছ থেকে একটা ফল পড়লো, খেয়ে বড্ড ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

বিজয়। ঘুমিয়ে—ঘুমিয়ে? হাঁ ভাই, চির-নিদ্রায় অভিভূত হয়েছিলে। প্রণাম কর। ভাই, প্রণাম কর, এই মহাপুরুষকে প্রণাম কর। প্রভু, আপনি সাক্ষাৎ কোন দেবতা, তাই আজ অনাথ বালক দুটির দুঃখে দুঃখিত হয়ে তাদের প্রাণদান করলেন।

ব্রহ্ম। বৎস, এখন একবার ভাব দেখি, তুমি যদি পূর্ব্বাপর বিবেচনা না কোরে উন্মাদের ন্যায় আত্মহত্যা করতে, আর তার পর অপর কেহ বা আমি এসে তোমার ভ্রাতার শরীরের বিষাপনোদন কোরে চৈতন্য সম্পাদন করতেম, তা হ'লে এই শিশুর দশা কি হ'ত। আর তোমার নিজের প্রেতাত্মাই বা কতদূর অস্থির হ'ত! ক্রোধ, দুঃখ, অভিমান বা নৈরাশ্যের বশে মনুষ্য পূর্ব্বাপর বিবেচনা না কোরে কখনও কখনও এইরূপে আত্ম-ঘাতী হয়, কিন্তু তখন যদি তারা মুহূর্ত্তের জন্য বুঝতে পারে যে, যা করতে যাচ্ছে, তা আর ফেরবার নয়, ধৈর্য্য ধ'রে আত্মজীবন রক্ষা করলে চক্রবৎ পরিবর্ত্তনশীল অবস্থা পুনর্ব্বার অন্য ভাব ধারণ কোরবে, তা হ'লে তারা কখনই অমূল্য প্রাণ বিনষ্ট করে না। বৎস! মানব-জীবন কখনই দুঃখময় নয়; আশীর্ব্বাদ করি, দীর্ঘায়ু হও; বহু—বহু দিন পরে যখন অবস্থার পরিবর্ত্তনে আপনাকে সুখের অমৃত-সাগরে ভাসমান জ্ঞান করবে, তখন একবার আজিকার এই দুর্দ্দিনের কথা স্মরণ কোরো, মনে বুঝতে পারবে, যে দিন জীবকে অতি বিষপূর্ণ জ্ঞান কোরে পরিত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছিলে, সেই দিনের স্নেহবিগলিত নিঃস্বার্থ ভ্রাতৃশোকের মধ্যেও এক অতি পবিত্র মধুর শান্তিময় সুখকর ভাব প্রবাহিত ছিল।

বিজয়। দেব, আপনার অমৃতময় সরল উপদেশে আজ আমার যেরূপ জ্ঞানোদয় হ'ল, আচার্য্যের নিকট বহুবিধ শাস্ত্র পাঠেও তা হয় নাই।

ব্রহ্ম। বৎস, এক্ষণে তোমরা কোথায় যাবে?

বিজয়। দেব, আমাদের যাবার কোথাও স্থিরতা নাই; যেখানে দু-চক্ষু যায়, সেখানে যাব।

ব্রহ্ম। বেলা অপরাহ্ণ হয়েছে, সন্ধ্যা আগতপ্রায়, অনতিদূরে এক কুটীরে অদ্য নিশাযাপন কোরে কল্য আমি পুনঃ তীর্থযাত্রা করবো। আমার সঙ্গে এস, আজ বিশ্রাম কোরে কা'ল যথা ইচ্ছা যেয়ো।

বিজয়। যে আজ্ঞে প্রভু। চল বসন, আজ আমরা মহাপুরুষের আশ্রয়ে থাকি গে।

বসন্ত। হাঁ দাদা, তাই চল।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজপুরস্থ উদ্যান।

রাজা জয়সেন।

রাজা। কোথায় গেল প্রেয়সী, কেন এখন আমার কাছে থেকে স'রে স'রে যায়—সকলে যেন আমায় ত্যাগ করছে। মন্ত্রী, রাজকর্ম্মচারিগণ, পৌরজন, কেউ আর আমার কাছে আসতে বসতে চায় না; সব যেন বিষণ্ণ, দাস-দাসীদের মুখেও যেন আর হাসি নাই। বিজয়-বসন্তের প্রাণদণ্ডের পর কি যেন একটা বিপ্লব ঘটেছে। আমি তো অন্যায় করি নি, বিচার কোরে ন্যায়দণ্ড দিয়েছি, বিচার কি ঠিক করেছি? অবশ্য অবশ্য—নিঃসন্দেহ, তবে কেন মনের ভিতর থাকে থাকে তর্ক উপস্থিত হয়? আপনাকে আপনি অপরাধী ব'লে মনে হয়, প্রাণ যেন কেবল কাঁদতে চায়, সুখ কিছুতেই পায় না। ও কিছু না, কিছু না, হৃদয়ের দুর্ব্বলতা, অপত্যস্নেহের পক্ষপাতিতা। প্রাণদণ্ড, প্রাণদণ্ড। একবার হয়ে গেলে আর ফেরবার নয়, কারারুদ্ধ বা নির্ব্বাসিত কোরলেই যথেষ্ট হ'ত না! কিন্তু প্রিয়ার মনঃক্ষোভ কি তাতে দূর হ'ত? আর আমার—আমার হৃদয়ের জ্বালার কি শান্তি হ'ত? এত বড় স্পর্দ্ধা, আমার প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী! পুত্র হয়ে পিতার প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী। বিমাতার উপর বাসনা, আমার প্রণয়িনীর উপর অভিলাষ! বেশ হয়েছে, ঠিক হয়েছে, আমি কোন অন্যায় করি নি! হৃদয়েশ্বরী কোথায় গেল, দাসীরা তো বল্লে, একলা বাগানের দিকে এসেছেন। কৈ—কদলী-গৃহে কি আছে—দেখি।

(দুর্লতার প্রবেশ)

দুর্লতা। আরে, তোর কলিকালের মুখে মারি ঝাঁটা; আরে, তোর ধর্ম্মের মুখে দিই চুলোর পাঁশ; পৃথিবীতে সব অধর্ম্মে, সব নরুকে, সব বেইমান; ভাতার ভেড়া হ'লো, সতীনপোদের মাথা গেল, তাই গদীতে বসলো, আর কি—মেয়ে একেবারে নিশ্চিন্দি হয়েছেন, আর দুর্লতার খবরটিও নেই, খোঁজটিও নেই, আমার চোখখাগী, আমি না বুদ্ধি দিলে, আড়ি পেতে পেতে সব খবর না আনলে, এসব কোত্থেকে হ'ত? এখন যে পোড়ার বাঁদর ভাই আমার এতটা অপমান কচ্ছে, আমার বুকের উপর ভাতের হাঁড়ি ভাঙ্‌ছে, তার দিকে একটু দৃষ্টি নেই। আচ্ছা, আমিও একবার দেখে নিচ্ছি। আগে ঠাকরুণকে যা ইচ্ছে তাই শোনাব, তার পর দুর্ব্বুদ্ধি পোড়ারমুখোর মুখে নুড়ো জ্বালব, তবে আমার নাম দুর্লতা। রাজার কাছে ব'সে ব'সে সোহাগ কচ্ছেন বুঝি, আমার ভয় কি। বুড়ার সামনেই ফাঁকি দিয়ে ভাইকে রাজ্যি দেবার মন্তন্না সব ভেঙে দিচ্ছি।

[প্রস্থান।

(দুর্জ্জয়মন্ত্রীর প্রবেশ)

দুর্জ্জয়। সে তো বল্লে না। প্রাণ দিলে, তবু আমায় লজ্জা দিলে না। আর আমার কলঙ্ক বুকের ভেতর লুকিয়ে রেখে নিজের কলঙ্কের বোঝা মাথায় কোরে নিয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করলে। অতি মহৎ, অতি উচ্চ প্রাণ। সে স্বার্থশূন্য হৃদয় আমার আসক্তিপূর্ণ ক্ষুদ্রাশয় হৃদয়ের সঙ্গে মিশবে কেন? কি কল্লুম, কি কল্লুম, আমি পিশাচিনী কি কল্লুম! নীচ প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তির উত্তেজনায় এমন প্রাণকে পৃথিবী হ'তে নির্দ্দয়ভাবে বিদায় দিলেম! তুই না পুরুষ, তুই না রাজা, তুই না তার পিতা। তুই কি বোলে তারে বধ করতে আজ্ঞা দিলি? আমি মতিহীনা নারী, যেন অভিমানে জ্ঞানহারা হয়েছিলেম, তুই পামর না তুল ধ'রে সভাস্থলে বিচার করতে বসেছিলি? বিচার! বিচার! আমি সব বুঝতে পারি, ন্যায্য বিচার করলি, না ঈর্ষার তাড়নে, গাত্রদাহের জ্বলনে, আমার মত তুইও নিজ পুত্রের উপর প্রতিহিংসা সাধন করলি! ধিক্ ধিক্, ক্লীব

কাপুরুষ! তোর স্পর্শ এখন আমার পুরীষ অপেক্ষাও ঘৃণ্য।

রাজা। এই যে, আঃ! সমস্ত উদ্যান খুঁজে খুঁজে আমি ক্লান্ত হলেম, আর প্রাণেশ্বরী আমার একখানে প্রি—

দুর্জ্জয়। রাজা—রাজা—

রাজা। আমারই নাম কচ্ছেন, প্রিয়ে নির্জ্জনে আমারই নাম কচ্ছেন, কি বলেন শুনি—

দুর্জ্জয়। আমি তো তার প্রাণ নিতে বলি নি, কেন তুই নিলি? আমি তাকে দেখতেম, দেখতেম, পেতেম না, প্রাণ জ্বলতো—জ্বলতো, সে জ্বলনেও সুখ ছিল। সে তো আমায় ভালবাসতো। আমি যেমন চেয়েছিলেম, এমন ভাল না বাসুক, এক রকম না এক রকম মায়া তো ছিলই, নইলে নিজের প্রাণ বলিদান দিয়ে আমার লজ্জা নিবারণ করলে কেন?

রাজা। এ কি এ! কার কথা! কার প্রাণদণ্ড! কে ভালবাসতো! কারে দেখে সুখ?

দুর্জ্জয়। সে কথা কেউ জানে না, আমি কাকেও প্রকাশ করিনি, সেও কারুর কাছে প্রকাশ ক'রে যায় নি, কিন্তু আমি আর চেপে রাখতে পাচ্ছি নি। প্রাণ সে কথা কারুর কাছে প্রকাশ না কোরে আর থাকতে পাচ্ছে না, কারে বলি, কারে বলি? কার কাছে প্রাণের বোঝা নামাই?

রাজা। কি কথা! কার কথা! রাজ্ঞী কি তবে আমার কাছে কোন কথা গোপন কোরে রেখেছে?

দুর্জ্জয়। পিশাচিনী, যে তোকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিল, আবার প্রতিদান না পেয়ে তার রক্তপান করলে, এ কথা আমি কারে বলি বিজয়!

রাজা। রাণি! রাণি! সে নাম কেন—সে নাম কেন? তোমার মুখে সে নাম কেন?

দুর্জ্জয়। কে ও, রাজা! কি নাম—কার নাম?

রাজা। তার—তার—যে গেছে, তার—যে ফিরবে না, তার নাম। কে তাকে ভালবেসেছিল? কে তার রক্ত পান করেছে?—পিশাচিনী কে?

দুর্জ্জয়। তোমার পুত্রের রক্তপানের কথা জিজ্ঞাসা কোচ্ছ মহারাজ?

রাজা। আর কেন তার কথা—আর কেন? তোমারই সন্তোষের জন্য তো তার প্রাণবধ করেছি!

দুর্জ্জয়। আমার সন্তোষ—আমার সন্তোষ?

রাজা। তোমারি সন্তোষ—কেন রাণি, তুমি আমার পানে অমন কোরে চাচ্ছ কেন?

দুর্জ্জয়। আমার সন্তোষ?

রাজা। তবে আর কার?

রাণী। তোমার—তোমার—তোমার আপনার। বিষ—বিষ—গায়ের জ্বালা! পুত্রকে আমার প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেছিলে, তাই তার প্রাণ বধ করলে; আমি কখন প্রাণবধ করতে বলিনি।

রাজা। রাণি, রাণি—

দুর্জ্জয়। চুপ কর্ পুত্রঘাতী, আমি রাণী না পিশাচিনী। জিজ্ঞাসা করছিলি না কে পিশাচিনী? পিশাচিনী আমি—আমি—আমি। পিশাচের রাণী, তাই পিশাচিনী। শমনের দ্বারস্থ, জরাগ্রস্ত, কেন আমায় বিবাহ করেছিলি? তোর অমন অরুণ-বরণ তরুণ তনয়ের করে আমায় না দিয়ে, কেন দুষ্ট-ক্ষুধার বশে আপনি গ্রাস করেছিলি? তাই তো আমি পিশাচিনী! বিরোধী সম্পর্কের অনুরোধে সে আমার হ'তে চাইলে না, তাই তো আমি ক্রোধে অন্ধ হয়ে, হতাশে উন্মাদ হয়ে, তার মাথায় কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে দিলেম।

রাজা। না—না, না—না—

রাণী। হাঁ, হাঁ—স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দমন করতে না পেরে, প্রকৃতির গতি রোধ করতে না পেরে, পুরুষ-পুণ্ডরীক বিজয়ের রূপে উন্মাদ হয়ে, তার কাছে প্রেমভিক্ষা করেছিলেম, সে আমায় মাতৃ-সম্বোধনে প্রত্যাখ্যান করলে। ক্রোধের উত্তেজনায় কালফণা হ'য়ে তাকে দংশন করেছি, আবার আজ—আজ আপনার বিষের জ্বালায় আপনি জ্বলছি, তাই গুপ্ত কথা ব্যক্ত করছি, দুর্জ্জয়ময়ী বাল্যকাল হ'তে কখনও মনের বেগ সংবরণ করতে পারেনি, আজও পাচ্ছে না; সে বলেনি, আমি বলছি, সে নিষ্কলঙ্ক চাঁদ, আমার কলঙ্ক গোপন ক'রে প্রাণ দেছে, আমি কলঙ্কিনী, আপনার কলঙ্ক প্রকাশ করছি,—মহাপাতকী পুরুষাধম, সিংহাসনের শূকর! আমার মিথ্যা কথায় তুই পুত্রহত্যা করেছিস্।

রাজা। ওঃ—হোঃ হোঃ—হোঃ! ওঃ—হোঃ—হোঃ—! কি হবে—কি হবে! আমার কি হবে!

দুর্জ্জয়। নরক—নরক, জীবনে মরণে নরক! থাকে থাকে সেথা কুম্ভীপাপ, আমিও যাব, জাঁক-জমকে দু'জনে বিহার হবে।

রাজা। সত্য সত্য, পিশাচিনী! কৈ, সে রূপ কৈ, কি দেখে ভুলেছিলেম, কি দেখে মনুষ্যত্ব হারিয়েছিলেম? কি এ মূর্ত্তি, কি এ মূর্ত্তি। যে মুখ

দেখে পুত্রের মুখ চাইনি, সে মুখ কৈ, স'রে যা—স'রে যা—

দুর্জ্জয়। যাবই তো, এগিয়ে যাব না কি! বিষের হল্কা বিছিয়ে ফুলশয্যা সাজাই গে, কোটি কেউটে ফণায় ফণায় মিশিয়ে সেথা কেমন কুঞ্জ রচেছে, দুজনে বেশ থাকব, কেমন মজা, হাঃ হাঃ হাঃ!

[প্রস্থান।

রাজা। ভয়! ভয়! কোথায় যাব, কে রক্ষা কর্‌বে? কেউ নাই, আমার কেউ নাই। বিজয় নাই। বসন নাই! বড়রাণী, বড়রাণী, আমায় নরকে নে যায়, নরকে নে যায়, কোথায় যাই, কোথায় যাই।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

সভাগৃহ।

দুর্ব্বুদ্ধি, বটুক ও মোসাহেবগণ।

বটুক। হুজুর, আর কেন—আপনি সিংহাসন-খানায় উঠে বসুন, কিসের ভয়, কাকে ভয়?

দু। ভয় আবার কাকে? তবে দিদিমণি না জান্‌তে পারে!

সকলে। দিদিমণি না জান্‌তে পারে।

বটুক। আঃ! তিনি এখন অন্তঃপুরে আছেন, বুড়ো মিনষে তাঁকে আগলে ব'সে আছে, আপনি ঝড়াকসে উঠে বসুন, আমিও মসনন্দখানা দখল করি।

(দুর্ব্বুদ্ধির সিংহাসনে উপবেশন)

বটুক। (মসনন্দে বসিয়া) হাঁ খবরদার, দেখ সবাই—যেন দিদিমণি না জান্‌তে পারে।

সকলে। রাম কহো, রাম কহো, সাধ্যি কি যে দিদিমণি জান্‌তে পারে।

দু। কেমন হে, সিংহাসনের উপর আমায় কেমন মানিয়েছে বল দেখি?

বটুক। আজ্ঞা,—

"গলায় গজমতি-মুক্তার মালা,
বোনায়ের বেহদ্দ সেজেছে শালা।"

বুড়ো মহারাজকেও সিংহাসনের উপর এমন কখনও দেখিনি। কি বলেন হুজুর, আর একটু চালিয়ে

সকলে। হাঁ, হাঁ, বটুক ভাই, চালাবে বই কি, না হ'লে তুমি আর নূতন মন্ত্রী কি!

দু। এরই মধ্যে একটু একটু নেশা হয়েছে, আবার চালাবে? খোদাৎ গোল না হয়, দিদিমণি না জান্‌তে পারে।

সকলে। দিদিমণি না জান্‌তে পারে।

বটুক। সাধ্য কি হুজুর! (মদ্যপ্রদান) হুজুর, নিবেদন কোরে দিন, তার পর সকলকে দিচ্ছি।

দু। (মদ্যপান) আঃ, বাঃ বাঃ, বড় জবর, মাথার ভিতর অমনি চড়াক কোরে উঠলো, বটুক ভাই, নয়া গাঁওএর খেয়াঘাটের খাজনা জমা পেলেই তা থেকে ১০০ আসরফি কালালকে বকসিস্ করো, বড় জবর মাল তয়ের করেছে, সকলকে এক এক পাত্র দাও।

(সকলের মদ্যপান)

সকলে। ক্যা বড়িয়া, ক্যা বড়িয়া সরাপ!

দু। আস্তে আস্তে, দরবারে ব'সে সরাপ চালান যাচ্ছে, দিদিমণি না জান্‌তে পারে।

বটুক। হাঁ হাঁ, দিদিমণি না জান্‌তে পারে।

সকলে। রাম কহো, দিদিমণি না জান্‌তে পারে।

দু। হাঁ বটুক ভাই, চালাও, চালাও, রাখলে কেন, আস্তে আস্তে চালাতে থাক, পাঁচশ কবুতর চোলাই ক'রে তবে এক ঘড়া মাল তয়ের হয়েছে, ভারি ফুরতিদার, চালাও—

(সকলের পুনঃ মদ্যপান)

বটুক। হাঁ, এই যে চালাচ্ছি হুজুর, খোদাৎ দিদিমণি না জান্‌তে পারে।

দু। জমেও জমছে না, এখানে আমার হীরেমন্ হাজির নেই।

বটুক। আন্‌তে পাঠাব না কি হুজুর?

দু। বড় রগড় হয় বটে, কিন্তু দরবারের ভেতর আনা, দিদিমণি না জানতে পারে।

সকলে। দিদিমণি না জানতে পারে।

বটুক। জানবার যো কি হুজুর; ওরে কোন্ হ্যায় রে—

(এক জন প্রতীহারীর প্রবেশ)

প্রতী। আজ্ঞে করুন হুজুর।

বটুক। ওরে ব্যাটা, এক কাজ কর্‌তে পারিস্?

প্রতী। কার ঘর জালিয়ে দিতে হবে, হুকুম করুন।

বটুক। আরে না না, এ আর এক কাজ—

প্রতী। উত্তমলালের মেয়ে দেখতে বেশ, দু'দিন শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেছে, চোখ-মুখ বেঁধে নিয়ে আস্‌ব না কি?

বটুক। বটে বটে! থাক্‌, আজ সেটা থাক্‌, আপাততঃ হীরেমন্‌ বাইজীকে লুকিয়ে ডেকে আন্‌তে পারিস্‌. বাড়ী চিনিস্‌ তো?

প্রতী। চিনি বই কি, আমিই তো পরশু হুজুরের সঙ্গে মশাল ধরে গিয়েছিলুম।

বটুক। তবে যা, শীগগির নিয়ে আয়।

হু। মোদ্দাৎ খুব সাবধান। একটা খুব মোটা কাপড়-চোপড় মুড়ি দিয়ে আস্‌তে বলিস্‌. দিদিমণি না জান্‌তে পারে।

সকলে। দিদিমণি না জান্‌তে পারে।

প্রতী। হুজুর, আমি তাতে খুব হুঁসিয়ার আছি।

হু। বেশ বেশ, আমি ভাল কোরে বকসিস্‌ দেব, আপাততঃ এক পাত্র টেনে যা; বটুক ভাই, ওকে দাও, দিয়ে চালাও।

বটুক। নে ব্যাটা, খেয়ে ফেল্‌, এমন মাল তোর বাপ-চোদ্দপুরুষে খায়নি।

(মন্ত প্রদান)

প্রতী। আজ্ঞে, হুজুরদের সাম্‌নে কি খেতে পারি? বেয়াদবী হবে!

হু। নে নে ব্যাটা, ওতে দোষ নেই—'মনিব দিলে সরাপ যে জন গরব কোরে খায়। তার চৌদ্দপুরুষ ফুরুষ মেরে বাজি জিতে যায়।'

প্রতী। আজ্ঞে, এখানে কি কোরে খাই—

হু। খা না ব্যাটা, আমরা সকলে চোখ বুজেছি, ওহে চোখ বোজ সবাই। খা ব্যাটা, শীগগিরি খেয়ে ফেল্‌।

(সকলে চক্ষু মুদ্রিতকরণ)

প্রতী। আজ্ঞে হুজুর, সব চোখ বুঝেছে তো, কেউ দেখতে পাচ্ছেন না?

সকলে। না না।

প্রতী। (স্বগত) বাঃ বাঃ! এটুকুতে আমার কি হবে। (মন্তপান)

হু। হয়েছে?

প্রতী। আজ্ঞে, এই খাই হুজুর, লজ্জা কচ্ছে, (সোরাই ধরিয়া মন্তপান) হুজুর, হয়েছে, বেয়াদবী কোরে ফেলেছি।

হু। এইবার যা তবে ব্যাটা, শীগগির যা!

প্রতী। যে আজ্ঞে হুজুর, যাব আর আস্‌ব।

[প্রস্থান।

বটুক। হীরেমন্‌ আস্‌ছে, হীরেমন্‌ আস্‌ছে, ক্যা বেহতর! জয় মহারাজ কৎলেহাম বাহাদুর!

সকলে। জয় মহারাজ কৎলেহাম বাহাদুর!

মো। বটুক ভাই, পাত্র দাও, পাত্র দাও, চোখে ধোঁয়া দেখছি।

বটুক। (সুর করিয়া) ধুঁয়ামে ধুমিল ভৈলে কারিরে বাদরবা—

হু। বহুৎ আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা! একটা গান-টান চলুক, মোদ্দাৎ দিদিমণি না জানতে পারে।

সকলে। দিদিমণি না জানতে পারে।

বটুক। গান চাই—গান চাই—(সুরে)

দৈয়া সেজিয়েঁ ধুমিল
ভৈলে বলমুঁয়া॥

বটুক। জমছে না, আরে কোন হ্যায়? দেউড়ীকো সিপাহী লোকনসে দো একঠো বাজনা লেওয়াও তো।

নেপথ্যে। যো হুকুম হুজুর!

হু। সরাপ চালাও, গান চালাও, মোদ্দাৎ দিদিমণি না জানতে পারে।

সকলে। দিদিমণি না জানতে পারে।

(হুড়কা, ডুগডুগী ও করতালি আনয়ন)

বটুক। ক্যা মজা, ক্যা মজা! বাজাও, বাজাও বটুক ভাই, তোম জেরা নাচবি তো কর।

হু। নাচ গাও মজা ওড়াও, আমিও নাচব, মোদ্দাৎ দিদিমণি না জানতে পারে।

(সিংহাসন হইতে অবতরণ)

সকলে। দিদিমণি না জানতে পারে।

(নৃত্য ও গীত)

ধুঁয়ামে ধুঁমিল ভৈলে কারিরে বাদরবা।
দৈয়া সেজিয়েঁ ধুমিল ভৈলে বলমুঁয়া॥
নিহুরল নিহুরল আঙ্গনা বহরলৌ।
রজবা চলাবে এক রোরি আনা॥
গাঁবকে লোগবা রাজা ভাই বে ভতিজবা।
দৈয়া হামরা সে কৈসম ঠঠোলিয়ানা॥
ফুল লোটে গৈলোঁ মৈঁ রাজা ফুলবরিয়াঁ।
রজবা এক রোরিয়াঁ চালাবে না॥
হমহুঁ তো গাঁবকে বেটীবানা।

হু। মোদ্দাৎ দিদিমণি না জানতে পারে।

(রাজার প্রবেশ)

রাজা। আর পালাবো কোথা ? কোথায় এলেম ? এই—এই যে নরক। ভূত-প্রেত সব বিকট চীৎকার কোরে নৃত্য কচ্ছে। আর উপায় নাই, আর উপায় নাই। নরকে এসেছি, কি ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ!

বটুক। আ মলো, এ আবার কে এসে দলে ভিড়্‌লো, কে বাবা তুমি বুড়ো ইয়ার ?

১ম মো। যে হও বাবা, দুপাত্র টেনে মজায় যোগ দাও, মোদ্দাৎ দিদিমণি না জানতে পারে।

সকলে। দিদিমণি না জানতে পারে। নাচ, বাবা নাচ।

(রাজাকে ধরিয়া সকলের নৃত্য)

রাজা। কুম্ভীপাক, এই কুম্ভীপাক। যমদূত, আমি সশরীরে নরকে এসেছি! পীড়ন তীব্র হ'তে তীব্রতর, আমার শরীর নাশ কোরে দাও, শরীর নাশ কোরে দাও।

দু। ও বাবা, এ যে রাজা। বুড়ো রাজা।

সকলে। রাজা, রাজা !

রাজা। হাঁ হাঁ, রাজা ছিলেম, অবিচারে পুত্র বধ করেছি। রাজা ছিলেম ব'লে কি অন্য লোক অপেক্ষা নরকে আমায় অধিক দণ্ড দিবে, যা দণ্ড দিবে দাও, শরীর নাশ কোরে দাও, অস্থি-মাংসে এ পীড়ন আর সহ্য হয় না। ইন্দ্রিয়াসক্ত ছিলেম ব'লে কি ইন্দ্রিয় সকলের অনুভবশক্তি এখনও লোপ পাচ্ছে না ?

দু। চর হয়ে এসেছে, এখনি দিদিমণিকে গিয়ে ব'লে দেবে, ধর রাজাকে, লুকোও রাজাকে, দিদিমণি না জানতে পারে।

(দুর্লতার প্রবেশ)

দুর্লতা। ওরে ও আঁটকুড়ীর ব্যাটারা, দিদিমণি জানবে কি, তোদের ষাঁড়ের ডাকে পৃথিবী টলমল কচ্ছে।

সকলে। মেয়েমানুষ! মেয়েমানুষ!

বটুক। বাইজী, বাইজী।

দু। হীরেমন এয়েছে, হীরেমন এয়েছে। দেখ, দিদিমণি না জানতে পারে।

দুর্লতা। যম জানতে পেরেছে, যম তোমায় নিতে এসেছে, চোখখেগো ছারকপালে—নরকে যা, নরকে যা, ঝাটার বাড়ি খেয়ে নরকে যা। (ঝাঁটা প্রহার)

দু। গেলেম, গেলেম, হীরেমন, কর কি—কর কি, ম'রে গেলেম।

রাজা। নরক, নরক, কি তাড়না!

দু। বটুক ভাই, বটুক ভাই, হীরেমন খুন করলে, কিছু টাকা দিয়ে ঠাণ্ডা কর।

দুর্লতা। ফের হীরেমন—এত ঝাঁটাতেও হচ্ছে না ?

বটুক। ও বাবা, এ দুর্লতা যে! পালা, পালা বাবা, নৈলে সবার ঘাড়ে ঝাড়ু পড়বে।

সকলে। পেত্নী, রে বাবা, পেত্নী, পালা, পালা—

(বটুক ও মোসাহেবগণের পলায়ন)

রাজা। কত কাল—কত কাল এ নরকে থাক্‌তে হবে ?

দুর্লতা। ও পোড়াকপাল! রাজা মুখপোড়াও এসে এদের মদের হাল্লায় জুটেছে! বুড়ো বয়সে আধিক্যেতা বেড়েছে—ভাই, ভাণ্ডার, দু'জনের নরকে কীর্ত্তি দেখিয়ে দি, ডেকে আনছি সোহাগিনী রাণীকে—

রাজা। রাণি, রাণি ? তোমার হাতে কি ও—মুষল! তোমারই প্রতিহিংসা-পরিতৃপ্তির জন্য পুত্র বধ করেছি, তুমিও কি আমায় প্রহার করতে এই নরক অবধি তেড়ে এসেছ ?

দুর্লতা। এই প্রহার করবে যে, আস্‌ছে সে, বুড়ো মড়া, এ বয়সে মদ খেয়ে দাপাদাপি কর্‌তে লজ্জাও করে না ? গলায় দড়ি! গলায় দড়ি!

রাজা। গলায় দড়ি! গলায় দড়ি দে আবার কোন্ নরকে টেনে নিয়ে যাবে ? ইন্দ্রিয়াসক্ত স্ত্রৈণের জন্য পুত্রঘাতীর জন্য আরও কত নরক আছে।

দু। হীরেমন, হীরেমন, মাথা ঘুরে যাচ্ছে, আমায় ধর, মোদ্দাৎ দিদিমণি না জানতে পারে।

দুর্লতা। এই যে ধর্‌ছি। (দুর্ব্বুদ্ধিকে ধাক্কা দেওয়া ও দুর্ব্বুদ্ধির পতন।)

দু। (পতিত হইয়া) কোথায় যাচ্ছি—পাতালে। মোদ্দাৎ দিদিমণি না জান্‌তে পারে। হীরেমন, চল, পাতালে যাই।

[গড়াইতে গড়াইতে প্রস্থান।

রাজা। সবাই জান্‌তে পেরেছে, নারীর কুহকে প'ড়ে পুত্রহত্যা করেছি, কেউ জান্‌তে বাকী নাই!

দুর্লভা। আ মলো, রাজা কি ক্ষেপেছে? সোহাগিনী কি কচ্ছে, একবার ডেকে আনি।

[প্রস্থান।

(মন্ত্রী, বলবন্ত ও শান্তার প্রবেশ)

বল। এই যে মহারাজ এইখানে—

রাজা। একটু সুস্থির হই, পীড়ন করো—করো, একটু পরে—একটু পরে—ভূতের দল এই প্রহার কোরে গেছে, তোমরা কি যমদূত?

শান্তা। মহারাজ, মহারাজ, সবই জান্‌তে পেরেছি, আপনার কালসাপিনী রাণী উন্মাদ হয়ে এখন চীৎকার কোরে অন্তঃপুরে নিজ কলঙ্কের কথা প্রকাশ কচ্ছে, তাই আমি গিয়ে মন্ত্রী মহাশয়কে সংবাদ দিলেম।

মন্ত্রী। বোধ হয়, মহারাজ সেই দারুণ কথা শুনে এইরূপ অপ্রকৃতিস্থ হয়েছেন। মহারাজ, মহারাজ!

রাজা। আবার নরকেও বুঝি রাজাপ্রজা আছে? পৃথিবীতে বেশী সম্ভোগ, নরকে কি তাই রাজার বেশী সাজা?

মন্ত্রী। মহারাজ কি বল্‌ছেন?

শান্তা। হায় হায়! মহারাজ কি শেষে পাগল হলেন।

মন্ত্রী। নরনাথ, আপনি যে সভাস্থলে, এই আমি আপনার অনুগত বৃদ্ধ মন্ত্রী, এই পরম হিতৈষী বলবন্ত, এই বিজয়-বসন্তের পালনকর্ত্রী শান্তা।

রাজা। বিজয়-বসন—আমার পুত্র বিজয়-বসন! তারা কোথায়?—স্বর্গে!—আর আমি তাদের জীবাধম পিতা আজ নরকে!

মন্ত্রী। না না মহারাজ, আপনি পুত্রঘাতী নন, জগদীশ্বরের ইচ্ছায় রাজকুমারদের রক্তে আপনার আত্মা কলঙ্কিত হয় নাই।

শান্তা। মহারাজ, মহারাজ, বিজয়-বসন মশানে প্রাণ হারায়নি, কিন্ত—

মন্ত্রী। শান্তা স্থির হও। মহারাজ, আপনার বিজয়-বসন বেঁচে আছে, এই বলবন্ত তাঁদের প্রাণ-রক্ষা করেছে।

রাজা। বলবন্ত! বলবন্ত! স'রে যাও—স'রে যাও, রক্ত দেখিও না, রক্ত দেখিও না! ছেলেমানুষের শরীরে কত রক্ত ছিল যে, নরক অবধি তার তরঙ্গ উথলে এসেছে?

বল। কিসের রক্ত মহারাজ! বিজয়-বসন যে আমার হৃদয়ের রক্ত, বলবন্তের কি সাধ্য যে, তাদের রক্তপাত করে! মহারাজ, রণক্ষেত্রে সহস্র অস্ত্রধারী শত্রুর সম্মুখে আমি একা অগ্রসর হ'তে পারি, সিংহ-ব্যাঘ্রের সহিত ক্রীড়াযুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'তে পারি, প্রমত্ত বারণকে শুণ্ড ধ'রে ধরাশায়ী কর্‌তে পারি, কিন্তু শিশুর শিরশ্চেদনের বল বলবন্তের বাহুতে নাই। পৃথ্বীনাথ, আপনি কুমারদের জন্মদাতা পিতা, কিন্তু শিক্ষাগুরু সম্বন্ধে তারা আমারও সন্তান, আমি কি নিষ্ঠুর প্রাণে তাদের প্রাণ হরণ কর্ত্তে পারি? আমি নিশ্চয় জানতেম যে, জ্ঞানময় পরমেশ্বর এক দিন না এক দিন আপনার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন কর্‌বেন, তখন আপনি সুকুমার কুমারদের দেখবার জন্য উন্মাদপ্রায় হবেন, তাই মন্ত্রী মহাশয় ও শান্তার সঙ্গে পরামর্শ কোরে আমি তাদের গোপনে ছেড়ে দিয়েছি; এখন সেই শুভদিন সমাগত, আপনি নিশ্চিন্ত হ'ন, আমি পৃথিবী পর্য্যটন কোরে বিজয়-বসনকে অন্বেষণ ক'রে আনি।

রাজা। অ্যাঁ! অ্যাঁ! কি বল্‌ছো? কি বল্‌ছো? কাকে আন্‌বে? বিজয়-বসনকে? আহা, বাছারা এ নরকে আস্‌বে কেন?

মন্ত্রী। মহারাজ, ভাল কোরে চেয়ে দেখুন, আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুন, বিজয়-বসন জীবিত, বিজয়-বসন জীবিত, বিজয়-বসন জীবিত।

রাজা। না না!—কৈ, কৈ?—দাও দাও, কুমারদের দাও, আমি তাদের কোলে করি, মুখচুম্বন কোরে তাদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করি।

বল। মহারাজ, আপনি নিশ্চিন্তে রাজকার্য্য করুন, আমি কুমারদের অন্বেষণ ক'রে এনে আপনার অঙ্কে অর্পণ কর্‌বো।

রাজা। না না, আমায় নিয়ে চল, নিয়ে চল, কোথায় বিজয়-বসন—আমাকে নিয়ে চল; রাজ-কার্য্য—মন্ত্রী যা জানেন, করুন।

(এক জন প্রতীহারীর প্রবেশ)

প্রতী। এই যে সবাই এখানে; মহারাজ, সর্ব্বনাশ হয়েছে! মহারাণী উন্মাদ হয়ে অন্তঃপুরের পুষ্করিণীতে ঝাঁপ দিয়েছেন।

রাজা। তোমরাও যাও, তোমারাও যাও।

প্রতী। মহারাজ—

রাজা। আচ্ছা, আচ্ছা, যাও। বিজয়, বিজয়!

প্রতী। মহারাজ, তিন চার জন রক্ষক তখনই জলে প'ড়ে তাঁকে তুলেছে, কিন্তু শরীরে আর প্রাণ নেই, রাণীর মৃত্যু হয়েছে।

রাজা। এখন কেন? এখন কেন? পরে যা হয় করতে বলো, মরতে হয় পরে মরতে বলো, আমার এখন অবসর নাই, বিজয়-বসনের অন্বেষণ করি—চল—চল—চল, কোথায় বিজয়! কোথায় বসন

[সকলের প্রস্থান।

—

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

নিবিড় অরণ্য।

বিজয়।

বিজয়। ভাই, ভাই, কোথায় গেলি? বসন, বসন, কোথায় তুই? কোথায় তোকে হারালেম? আমি যে সমস্ত দিন তোকে খুঁজে বেড়াচ্ছি; পর্ব্বতে পর্ব্বতে, গুহায় গুহায়, অধিত্যকায়, উপত্যকায়, দুর্ভেদ্য কণ্টকবনে তন্ন তন্ন কোরে প্রাণপণে তোর অন্বেষণ করচি, কোথায় গেলি তুই? কা'ল রাত্রে কাল ঝড় কোথা হ'তে এল, তোকে আমার কাছ হ'তে বিচ্ছিন্ন কোরে নিয়ে গেল, ভীষণ ঝঞ্চনার ঘন ঘন শব্দে বৃক্ষমূল হ'তে পালাতে গিয়ে অবশেষে কি তোকে একেবারে হারালেম? ভাই রে! দু'জনে যে পাশাপাশি যাচ্ছিলেম, যেতে যেতে অন্ধকারে আর তোকে দেখতে পেলাম না, সেই অবধি তো ভাই তোকে ডাকৃছি, উচ্চৈঃস্বরে কাতরে তোর নাম কোরে কেঁদে বেড়াচ্ছি, কোথায় আছিস্, উত্তর দে ভাই, আমার কাছে আয় ভাই বসন! শান্তা দিদি, শান্তা দিদি, আমি বসনকে রক্ষা করবো ব'লে তোমার কাছে সত্য ক'রে এসেছিলম, সেই বসনকে হারিয়েছি, তোমার বড় আদরের বসনকে আমার হাতে সমর্পণ কোরে তুমি নিশ্চিন্ত আছ, আমি হতভাগা সেই সোনার বসনকে আজ বনে হারিয়েছি! মমতাহীন বিমাতা! আজ তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে, বিজয় মরেনি, সে সুখ তার কপালে ঘটেনি, কিন্তু তার প্রাণের প্রাণ গেছে, আজ তার বসন নাই, সে বসনহারা হয়েছে। (নেপথ্যে দূরে কোলাহলশব্দ) ও কিসের শব্দ? সাগরের জল, না লোকের কোলাহল? মানুষের কণ্ঠস্বরের মতনই তো বোধ হচ্ছে! লোকালয়, লোকালয়! তবে কি বসন সেখানে আছে! বসন, বসন, ভাই, ভাই!

[প্রস্থান।

(দুই জন সৈনিকের প্রবেশ)

১ম সৈ। বাপ, বাপ, মেয়েমানুষের এত প্রতাপ!

২য় সৈ। প্রতাপ ব'লে প্রতাপ! বিজয়গড় তো দখল হয়েছিল, রাজা মারা গেল, আমরা লুঠতরাজ করবার হুকুম পেলুম, কোথায় আঁচছি যে, কিছু ভালরকম মাল মেরে নাম কাটিয়ে দেশে গিয়ে একটা বিয়ে-টিয়ে কোরে নিশ্চিন্ত হয়ে বসবো, না একেবারে প্রাণ নিয়ে টানাটানি!

১ম সৈ। এ আজগুবি কারখানা হবে, আগে কে তা জানে বাবা! রাজা কাটা পড়লো, শত্রুসেনা ছত্রভঙ্গ হয়ে ছড়িয়ে পড়লো, আমাদের ফতে সাব্যস্ত হ'ল; তার পর যে রাণী কোথেকে ঢালতলোয়ার বেঁধে হাতী চ'ড়ে ধনুক ধ'রে নিজে যুদ্ধ করতে আসবেন, এটা কেমন কোরে আঁচবো?

২য় সৈ। হুঁ! বলে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাতে নেই, বল তো ভাই, পালানটা বেশী অপমান, না দাঁড়িয়ে মেয়েমানুষটার হাতে মারা যাওয়াটা বেশী অপমান?

১ম সৈ। তার আর সন্দেহ আছে, প্রাণটা বাঁচলে তখন ঢের যুদ্ধ করা যাবে, এখন গর্জ্জন সিং টিং কোথায় গেল? আমাদের নায়কই বা কোথায়?

২য় সৈ। রাণীর হুহুঙ্কার তর্জ্জনে গর্জ্জন সিং যুদ্ধক্ষেত্রে বর্জ্জন করেছে, আর ব্যাপার ভয়ানক দেখে নায়ক-টায়ক সবাই পলাতক, কে কোথায় ছড়িয়ে পড়েছে, তার ঠিক কি? তুমি সে জন্য চিন্তা কোর না, কেউ যে কাকেও তাক্ বলবেন, তার আর যোটি নেই।

১ম সৈ। এখন চল, ভালয় ভালয় এই বনটা পার হয়ে আজকের মত একটা চটি-ফটি দেখে থাকা যাক্।

২য় সৈ। তাই চল, মোদ্দাৎ আর দৌড়ুবার দরকার নেই, এতদূর বোধ হয় আর তেড়ে আসছে না।

[উভয়ের প্রস্থান।

(বসন্তের প্রবেশ)

বসন্ত। কৈ দাদা, ও দাদা, বিজয় দাদা, তুমি কোথায় গেলে? আমি বেঁচে আছি, বাঘ-ভাল্লুকে

পারিনি দাদা, আমি তোমার সঙ্গে যেতে যেতে অন্ধকারে একটা গর্ত্তের মধ্যে প'ড়ে গেছলুম। তুমি আমার নাম ক'রে ডাকতে ডাকতে এগিয়ে গেলে, আমি কত সাড়া দিলুম, ঝড়ের ডাকে তুমি শুন্‌তে পেলে না, আমি কত কষ্ট কোরে উঠে দাদা তোমায় ডেকে ডেকে বেড়াচ্ছি, গা ছড়ে গেছে, পা কেটে গেছে, আর যে চল্‌তে পারিনি। দাদা, তুমি কোথায়? তোমায় না দেখিয়ে কোন ফল খেতে মানা করেছ ব'লে আমি যে সকাল থেকে কিছুই খাইনি। ও শান্তা দিদি, তোকে ছেড়ে আস্‌তে হ'ল, দাদা সঙ্গে ছিল, দাদাও কোথায় গেল! ওগো, আমি দাদাকে কেন হারালেম, আমার যে আর কেউ নেই, কেউ নেই! হাঁ হাঁ— আছে আছে, শান্তা দিদি যাঁর কথা বলে, সেই হরি আছে, যার কেউ নেই, তার হরি আছে, হরি —হরি—হরি!

(গীত)

আমার কেউ নাই কেউ নাই।
বিজনে সঘনে ডাকি গো তোমারে তাই॥
জনক ঠেলেছে পায়, শমন নিয়েছে মায়,
বনে প'শে অবশেষে হারায়েছি ভাই;—
তুমি না রাখিলে হরি জীবন হারাই॥

(ভারদ্বাজ মুনির প্রবেশ)

ভার। হরে মুরারে, হরে মুরারে! আ মরি মরি, কে রে কনককলি বনমাঝে মধুর হরিনাম কচ্ছিস্?

বসন্ত। হরি হরি, তুমি এসেছ! আমি একা বনে কাঁদ্‌ছি শুনে তোমার দয়া হয়েছে?

ভার। বৎস, কারে হরি বল্‌ছো? আমি সেই গোলোকবিহারী গিরিধারী হরির চরণ-প্রয়াসী মনুষ্য মাত্র!

বসন্ত। তা হবে, কিন্তু হরি তো—তোমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন; হরি তো সব জানেন, আমার দাদা কোথায় গেছে, তিনি কি তোমায় ব'লে দিয়েছেন? আমার দাদার কাছে নিয়ে চল!

ভার। বৎস, তুমি কে? কেমন কোরে এই বিজন বনে এলে?

বসন্ত। আমি বসন্ত, আমার দাদা বিজয়, আমরা দুই জনে জয়পুরের রাজার ছেলে। দেখ, হরির মানুষ, আমাদের মা অনেক দিন ম'রে গিয়েছে, আর এক মা হয়েছে, আমরা তাকে মারিনি, কিন্তু বাবাকে কে মিছি মিছি ব'লে দেছে, বাবা তাই রাগ কোরে আমাদের মশানে কাটতে পাঠিয়ে দিয়েছিল, মন্ত্রী মহাশয়, শান্তা দিদি, গুরুজী কত কোরে আমাদের লুকিয়ে ছেড়ে দিয়েছে, আমরা তার পর দু'ভায়ে বনে এসেছি।

ভার। ওহো, শুনেছি বটে, জয়পুরপতি সন্তানসত্ত্বেও দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করেছেন, সে দুষ্ক্রিয়ার বিষময় পরিণাম তো এইরূপই হয়! বৎস, তোমার দাদা কোথায়?

বসন্ত। দাদাকেই তো খুঁজছি, কা'ল রাত্তিরে দু'জনে এক গাছতলায় শুয়েছিলুম, তার পর বড় অন্ধকার কোরে ঝড়বৃষ্টি এল, আমায় নিয়ে দাদা পালাচ্ছিল, তার পর আমি একটা গর্ত্তে প'ড়ে গেলুম, দাদা কোথায় গেল, সারা দিন খুঁজছি, দেখতে পাচ্ছিনি।

ভার। আহা, মহারাজ জয়সেন এক সময় আমায় অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। আহা, তাঁর বংশধরদের এমন দুর্দ্দশা! বৎস, তুমি নিতান্ত শিশু, হিংস্রজন্তুসমাকুল এই নিবিড় বনে একাকী কোথায় তোমার অগ্রজের অন্বেষণ করবে? আমার সঙ্গে আশ্রমে এস, আমি তোমার দাদার সন্ধান কোরে দেব।

বসন্ত। হরির মানুষ, হরি তোমায় ব'লে দেছেন কি দাদা কোথায় আছে? তিনি তো সব জানেন।

ভার। বৎস, হরি না ব'লে দিলে মানুষের সাধ্য কি কিছু জান্‌তে পারে? তিনি সকলি বলে দেন—এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

অরণ্যের অপর পার্শ্ব।

রাজা, বসন্ত ও শান্তা।

রাজা। আর কোথায়, আর কোথায় অন্বেষণ করবো? সমস্ত মিত্ররাজ্যে সংবাদ পাঠালেম, কোনরূপ সন্ধান হ'ল না! স্বয়ং বনে বনে পর্য্যটন করছি, কৈ, তাদের দেখা তো পেলাম না। পুত্রের চন্দ্রবদন দর্শন, বিজয়-বসন্তের মুখ-চুম্বন, আমার দগ্ধ-ভাগ্যে আর নাই, তা যদি থাকবে, তবে নৃশংস পিশাচের ন্যায় আমি তাদের প্রাণবধের আজ্ঞা

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

তপোবন।

মুনিগণ, মুনিপত্নীগণ, মুনিকন্যা ও বালকগণ।

(গীত)

সুরপতিভাগে রক্তিমরাগে
বিলসতি সলিলজ-কান্তে।
মধুকরযুক্তে হিমকণসিক্তে
বিকসিত নলিনীষণ্ডে॥
সময়মুপেতং চিন্ময় চিন্তং
সুমধুর-বিভুগুণগানম্।
বহতি সমীরো মৃদুমৃদু ধীরো
বেপিত-বনতরু-শাখম্॥
গুঞ্জিতকুঞ্জে, সুষমাপুঞ্জে,
ধ্বনিকুলশীকরহারম্।
বিটপিকদম্বং, মুহুরতিলম্বং,
গায়তি সুললিততানম্॥
খগকুলনাদৈ রণগতসাদৈঃ,
শ্রুতিযুগ-সুখকর-পানম্।
পয়সি মরালাঃ, প্রকৃতিবিলোলা,
বিদধতি বিভুমহিমানম্॥
মানববিদিতং, সুবিদিত-চরিতং,
সজ্জন-মানসমানম্।
পরিমলযুক্তং, হিমসম্পৃক্তং
ব্রততি-সুশোভন-পুষ্পম্॥
বর্ষিবর্ষতি লোকে, তদনু চ নাকে,
পতিত পরমগুণঘোষম্।
করুণাজীবো, মূঢ়ো জীবো,
ন ভজতি কথমিব দেবম্॥
নবনবভাবং বিলসিতহাবং,
অভিগত-জনগণবোধম্॥

মু, পত্নী। প্রভু, পূর্ব্বভাগে তরুণ অরুণের এই রমণীয় রাগ প্রতি প্রভাতেই দর্শন করি, কিন্তু এ দৃশ্যের সুরম্য অভিনবতা কখনই পুরাতন হয় না।

সার। সাধ্বি। প্রকৃতির ললাটে ঐ যে সমুজ্জ্বল সিন্দূরবিন্দু দেখে আনন্দে বিগলিত হচ্ছ, ক্ষণবিলম্বে ঐ রবি এমন প্রখর হ'তে প্রখরতর তেজ ধারণ করবেন যে, ওঁর প্রতি দৃষ্টি করবার শক্তি মানব-চক্ষের আর থাকবে না; আবার অপরাহ্নে সেই তেজস্কর মূর্ত্তি হীনপ্রভ হয়ে পশ্চিমাকাশে লুক্কায়িত হবে। মনুষ্যের অবস্থাও ঐরূপ পরিবর্ত্তনশীল, রম্যতা, তেজস্বিতা, কিছুই স্থায়ী নয়, সকল অবস্থারই সায়াহ্ন আছে, অতি দীপ্তির পরে তমসা দেখা দেয়।

মু, পত্নী। দেব! এ সব প্রত্যক্ষ দেখেও মানব কেন শমনের শরণাপন্ন হয়েও, এই ক্ষণস্থায়ী দেহের সুখের জন্য লালায়িত হয়?

সার। পতিব্রতে! বার্দ্ধক্যে মনুষ্যের বুদ্ধি দ্বিপথগামিনী হয়, এক আধ্যাত্মিক, দ্বিতীয় দৈহিক; কেহ আবার ইহজীবনের কার্য্য ফুরাইয়াছে ব'লে আত্মার সদ্‌গতি করি, এই ভেবে সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের চরণে বিলীন করবার প্রয়াস করে, কেহ বা দেহই সর্ব্বস্ব জ্ঞান কোরে এই অস্থিমাংসক্লেদের চেষ্টাতেই ব্যাকুল হয়। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলেছেন—

"বার্দ্ধক্যে বুদ্ধিহীনঃ কৃশশিরশতনুঃ
শ্বাসকাসাতিসারৈঃ
ঘ্রাণশ্রোত্রাক্ষিনাশো বিগলিতদশনঃ
ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিতশ্চ।
পশ্চাত্তাপেন দগ্ধো মরণমনুদিনং
ধ্যেয়মাত্রং ন চাস্তৎ,
ক্ষন্তব্যো দেহপরাধঃ প্রকটিতবদনে
কামরূপে করালে॥"

কিন্তু অবশেষে সকলেই দগ্ধ হয়।

(রাজা, বলবন্ত ও শাস্তার প্রবেশ)

রাজা। মুনিবর, মহাপাতকীর কি আপনাকে প্রণাম করবার অধিকার আছে?

সার। এ কি, এ কি, মহারাজ জয়সেন যে! এ ব্রাহ্মণের তপোবনে আপনার অভ্যুত্থান বড়ই আনন্দের বিষয়।

রাজা। দেব, আনন্দ আমার নিকট হ'তে চিরবিদায় নিয়েছে! প্রভো, আমি মহাপাতকী পুত্রঘাতী। যে বৃদ্ধবয়সে ইন্দ্রিয়লালসায় উন্মত্ত হয়ে আপনার পুত্রের প্রাণনাশ করে, তার প্রায়শ্চিত্ত কি? আমি দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ কোরে রূপলালসায় অন্ধ হয়ে আপনার পুত্রের প্রাণনাশ করেছি, আজ্ঞা করুন, কিরূপ মৃত্যু আমার পক্ষে বিধেয়?

সার। মহারাজ, আমরা সংসারত্যাগী অথচ সংসারে সংশ্লিষ্ট, সর্ব্বলোকের হিতকামনাই আমাদের প্রধান তপ, বৃত্তিলোভী ধৌম্য পুরোহিত যে দিন আপনার আবার দ্বিতীয়বার বিবাহ-সংঘটন করেছেন, সে দিন থেকেই আমি আপনার জন্য বিশেষ চিন্তিত আছি, কিন্তু মৃত্যু আপনার পাপের

প্রায়শ্চিত্ত নয়, বরং স্বেচ্ছামৃত্যু পাপের ভার গুরুতর করে। বড়ই মহান্ বংশে আপনি জন্মগ্রহণ করেছেন। তাই নিজকৃত পাপ অনুভব কোরে অনুতপ্ত হয়েছেন। শাস্ত্রে আছে—

খ্যাপনেনানুতাপেন তপসাধ্যয়নেন চ।
পাপকৃৎ মুচ্যতে পাপাৎ দানেন চ দমেন চ॥

নেপথ্যে বিজয়। কোথায় ভাই, কোথায় ভাই! কোথায় বসন?

রাজা। এ কি! এ কি! কি শুনি! কি শুনি! তারই কণ্ঠস্বর না! মুনিবর, এ কি ইন্দ্রজাল করছেন। যারা নাই, যাদের আমি পৃথিবী হ'তে নির্দ্দয় হয়ে বিদায় দিয়েছি, তাদের কণ্ঠস্বর আপনার এ শান্তিময় তপোবনে আমি কেন শুন্‌ছি?

সাধু। মহারাজ, স্থির হ'ন; আমি কোন ইন্দ্রজাল করিনি, কে এ কাতর রোদনধ্বনি কচ্ছে, আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনে

(বিজয়ের প্রবেশ)

বিজয়। এই তো তপোবন, এই তো মুনির আশ্রম; মুনিবর, আমার ভাই কৈ? আমার বসন ভাই কৈ? আমি স্বপ্নে দেখেছি, বসন ভাই আমার আপনার আশ্রমে আছে, আমায় রাজহস্তী শুঁড়ে কোরে তুলে নিয়ে গিয়েছিল, রাজমুকুট আমার মাথায় দিচ্ছিল; কিন্তু মুনিবর, আমি বসনহারা হয়ে কি রাজ্য নিতে পারি? আমি পালিয়ে এসেছি, লুকিয়ে এসেছি, আমি স্বপ্নে দেখেছি, ভাই আমার আপনার আশ্রমে আছে।

শান্তা। বিজয়! বিজয়! ভাই, ভাই! তোকে দেখলেম, বসন আমার কৈ?

রাজা। বিজয়, বিজয়, আমার বিজয়! তোর অপরাধী পিতা, মহাপাতকী পিতা! সব ভুলে কি তার কোলে আর আসতে পারিস্? আমি সব জেনেছি, সব বুঝেছি, তোদের গর্ভধারিণীর স্থানে বসিয়ে আমি যে কালসাপিনীকে হৃদয়ে ধারণ করেছিলেম, সেই পিশাচিনী সমস্ত সত্যকথা নিজমুখে ব্যক্ত করেছে, অনুতাপে দগ্ধ হয়ে সেও আর এ জগতে নাই, আমার এখন কেউ নাই, কেউ নাই!

বিজয়। বাবা, বাবা, মা আমার নাই! হঠাৎ মতিভ্রম হয়ে যা বলুন, তিনি আমার মা, তিনি আমার মা, আমি আবার মাতৃহীন হলেম! আপনি আমায় আদর কোরে নিতে এসেছেন, মাতার স্নেহময় কোলে আর আমি স্থান পাব না?

রাজা। একটি পেলুম, আর একটি কৈ? একটি পেলুম, আর একটি কৈ?

সাধু। মহারাজ, আপনার ভাব দেখে বোধ হচ্ছে যে, নিজমুখে ব্যক্ত কোরে অনুতাপের দ্বারা আপনি সর্ব্বকঠোর প্রায়শ্চিত্ত করেছেন, জগদীশ্বর যদি—

(বসন্তের প্রবেশ)

বসন্ত। মুনি দাদা, মুনি দাদা, আমি কেমন ভাল ভাল দুব্বো এনেছি দেখ। ও কে! ও কে, দাদা না। বিজয় দাদা, বিজয় দাদা!

বিজয়। বসন, বসন, ভাই, ভাই!

শান্তা। ওরে বসন, আমায় দেখতে পাচ্ছিস্ নি? বুড়ী যে তোর জন্যে কেঁদে কেঁদে চক্ষু দুটি হারিয়েছে। বড়রাণীর হাতে হাতে সঁপাধন তোরা, আয় ভাই, আমার কোলে আয়!

রাজা। বসন রে, বাপ! মহাপাতকী ব'লে কি বাপকে দেখতে পাচ্ছিস্‌নি?

বসন। বাবা, বাবা!

বিজয়। বাবা, বাবা, আপনি চরণের ধূলি দিন, আপনাকে আমরা ভুল্‌বো? যাঁ হ'তে পৃথিবী দেখেছি, তাঁকে ভুল্‌বো? বিজয়গড়ের রাজকন্যাকে আমার সঙ্গে বিবাহ দিয়ে কা'ল সেই রাজ্যে আমায় অধীশ্বর করবে, কিন্তু আমার প্রাণ কোথায় —যেথায় আমার পূজ্যপাদ পিতা আছেন, সেথায়; যেথায় আমার জননীস্বরূপা শান্তা দিদি আছে, সেথায়। স্বপ্নে দেখলেম যে, ভাই আমার মুনিবরের তপোবনে আছে, কাকেও না ব'লে আমি একলা ছুটে এসেছি, স্বপ্ন সফল হয়েছে, ভাইকে আমার পেয়েছি! বসন রে, বসন রে!

বসন। দাদা, তুমি কোথা গিয়েছিলে?

রাজা। যে যেথায় যাক, আমি মহাপাতকী, আমার হারাধন পেয়েছি, এই যথেষ্ট! বাবা বিজয়, বাবা বসন, বাপ ব'লে যদি মার্জ্জনা করিস্, তবে আমার কোলে আয়!

শান্তা। বড়রাণী আমার হাতে হাতে সঁপে দিয়ে গিয়েছিলেন, এই অভাগিনীকে ভুলিসনি। বাছারা আমার কাছে একবার আয়!

বল। বিজয়, বসন, তোদের না আমি কাটবার জন্য তলোয়ার তুলেছিলাম?

বিজয়। গুরুদেব, আপনিই ত আমাদের প্রাণদাতা।

বল। চোপরাও! মহারাজ রাগ করবেন।

রাজা। বসন্ত, ক্ষান্ত হও, আমার যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে।

সার। মহারাজ, চলুন, আজ শুভ দিনে, বিজয়কে বিজয়গড়ের রাজ্যে অভিষেক কোরে পরে আপনাকে স্বরাজ্যে রেখে আসি। আপনার এই দারুণ অনুতাপ জগতের আদর্শস্থল হবে, শাস্তার নিঃস্বার্থ করুণা, বসন্তের সাধু কৌশল যেন সকলেই শিক্ষা করে। তপোবনস্থ নরনারী সকলে বিজয় বসন্তের আশীর্ব্বচন উচ্চারণ কর।

সকলে।—

জীমূতালী সলিলবিভবা শস্যপোষং করোতু,
ধর্ম্মপ্রাণঃ প্রকৃতিনিচয়ো মোদতাং রাজ্যমধ্যে।
বৃন্দারণ্যে কৃতবিলসিতো গোপবালো মুরারিঃ,
কৃষ্ণো নিত্যং বসতু হৃদি বো রাধিকাজীবিতেশঃ॥

যবনিকা-পতন।

হীরকচুর্ণ-নাটক

অমৃতলাল বসু প্রণীত

পাত্রপাত্রী

মলহাররাও গাইকোয়াড়	...	...	বরদার মহারাজা।
দামোদর পন্থ	...	...	একজন প্রধান কর্ম্মচারী।
মদন আয়াম	...	...	ভদ্রলোকদ্বয়
কর্ণেল ফেয়ার্	...	...	বরদার রেসিডেণ্ট
স্যার্ লুইস্ পেলি	...	...	বরদার নূতন রেসিডেণ্ট
মহারাজা জয়পুর মহারাজা সিন্ধিয়া স্যার্ রাজা দিনকররাও স্যার রিচার্ড কুচ স্যার নিচার্ড মিড্ মাষ্টার মেল্‌ভিল	...	...	কমিশনারগণ।
সার্জ্জেণ্ট ব্যালেণ্টাইন	...	...	গাইকোয়াডের পক্ষে ব্যারি
মাষ্টার স্কোবল্	...	...	এড্‌ভোকেট জেনারেল।
মাষ্টার ফিলিপ।	...	...	
মাষ্টার উইলসন।			
ডাক্তার সিউয়ার্ড	...	...	বরদার ডাক্তার।
মাষ্টার সুটার	...	...	বোম্বে পুলিশ কমিশনার।
হেমচাঁদ ফত্তেচাঁদ	...	...	রত্নবণিক্।
পিদ্রু রাওজি আবদুল্লা	...	...	রেসিডেন্সির ভৃত্যগণ।
শ্বশুর	...	...	একজন বঙ্গদেশীয় মহাজ

রেলওয়ে কর্ম্মচারিগণ, ভৃত্যগণ, ইংরাজ সৈন্যগণ,
উকীল, ইণ্টারপ্রিটার ইত্যাদি।

লক্ষ্মীবাই	...	...	কনিষ্ঠা রাজমহিষী।
কুমারবাই	...	...	রাজকন্যা।
আমিনা	...	...	আয়া।
			একজন উদাসিনী।

হীরকচূর্ণ[1]

অমৃতলাল বসু

এই নাটকের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১২৮২ সালে।

নাটকটি ২৫.১২.১৮৭৫ - তারিখে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হয়।

নাটকটির আত্মপ্রকাশকাল হিসেবে বেঙ্গলসাহা ১২৮২ (১৮৭৫) সালের উল্লেখ আছে।

তবে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় ২১ জ্যৈষ্ঠ ১২৮২ সালে (৪ জুন ১৮৭৫) প্রকাশিত বিজ্ঞাপন থেকে জানতে পারি যে 'হীরকচূর্ণ' জুন মাসের প্রথমেই প্রকাশিত হয়েছিল।

১ অমৃত গ্রন্থাবলী (প্রথম ভাগ) (১৩৩৭ সাল) - (বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত) থেকে মাইক্রোফিল্ম সংগৃহীত।

হীরকচূর্ণ-নাটক

—:•:—

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রাজ-অন্তঃপুর।

(লক্ষ্মীবাই ও মহারাজ মলহাররাও আসীন)

লক্ষ্মী। মহারাজ। দুঃখিনী রাজমহিষী হওয়ার যোগ্যা নয়; আর আর মহিষীরা আমা অপেক্ষা সহস্র গুণে সুন্দরী। তাঁরা রাজকন্যা, কিসে আপনার মনস্তুষ্টি হয়, সে সব ভাল জানেন। আমি দুঃখীর মেয়ে, তার কিছুই জানিনে, তাই ব'লে কি অধীনীকে একেবারে ভুল্‌তে হয়? দাসীকে আপনিই বড় করেছেন; তবে কেন নাথ, দাসী আজ চার দিন রাজচরণ দর্শন পায় নি?

রাজা। প্রিয়ে! কেন আমাকে বৃথা গঞ্জনা দাও? তুমি কি জান না যে, আমি তোমাকে কত ভালবাসি; তোমার তুল্য সুন্দরী আমি কখন চক্ষে দেখি নাই; বিশেষ তোমা হ'তে আমার বংশরক্ষা হওয়ার সম্ভাবনা হয়েছে। আমি এতদিন পুত্রমুখাবলোকন-সুখে বঞ্চিত ছিলাম, জগদীশ্বরের কৃপায় তোমা হ'তে আমি সেই অনির্ব্বচনীয় সুখ লাভ করেছি। তোমায় আমি ভুল্‌বো? আহা! যে দিন তুমি সজল নয়নে আমার হাতে ধ'রে বল্লে, "নাথ! আমার গর্ভে রাজপুত্রের উদয় হয়েছে আর আমাদের প্রণয় গোপন রাখা কর্ত্তব্য নয়, আপনি আমাকে প্রকাশ্যরূপে বিবাহ করুন"; সে দিনকার সেই মধুময় বচন আর সলজ্জ ভাব আমি ইহজন্মে ভুল্‌বো না, তবে আজকাল আমার তিলার্দ্ধ অবকাশ নাই, রাজ্য-সংস্করণ-বিষয়ে দিবারাত্রি পরিশ্রম কত্তে হচ্ছে, সেই জন্যই এই কয় দিন তোমার সঙ্গসুখলাভে বঞ্চিত ছিলাম।

লক্ষ্মী। নাথ! রাজ্যে এমন কি বিশৃঙ্খলা ঘটেছে যে, তা নিবারণ করবার জন্য আপনাকে অহোরাত্র পরিশ্রম কত্তে হচ্ছে?

রাজা। বিশৃঙ্খলা এমন বিশেষ কিছুই নয়। কেবল কতকগুলি কু-লোকের ষড়্‌যন্ত্রে ও প্রলোভনে বশীভূত হয়ে জনকয়েক প্রজা আমার বিরুদ্ধে ইংরাজ বাহাদুরের নিকট অভিযোগ করে, তা এক্ষণে আমি তাদের সকলকে আহ্বান ক'রে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করেছি।

লক্ষ্মী। তবে বোধ হয়, এ গোলযোগ এখনকার মত এক প্রকার মিটলো। তা এখন দু-এক দিন অন্তঃপুরে থেকে বিশ্রাম করুন।

রাজা। প্রিয়ে, এ গোলযোগ ইহজন্মে মিট্‌বার নয়। যে দিন ভারতের স্বাধীনতা-সূর্য্য অস্তমিত হয়েছে, সেই দিন হ'তেই গোলযোগের সূত্রপাত হয়েছে, সে সূর্য্য পুনরুদিত হওয়ার আর আশা নাই, আমাদের দুঃখেরও শেষ হওয়ার আশা নাই। এখন আমাদের রাজসম্বোধন কেবল ব্যঙ্গমাত্র। যখন রাজা হয়ে একজন সামান্য রেসিডেন্টের খেলনার পুতুল হয়ে থাকতে হচ্ছে, তখন এ বৃথা রাজমুকুট শিরে ধারণ ক'রে সং সেজে সিংহাসনে বসা অপেক্ষা জটা-বল্কল ধারণ ক'রে বনে বাস করা সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ।

লক্ষ্মী। ভাল নাথ! সাহেব আপনার উপর এত বিরক্ত কেন? আপনি কি তাঁর সহিত বন্ধুভাবে ব্যবহার করেন না?

রাজা। বন্ধুভাবে! দাসভাবে থেকেও তাঁর মন পেলাম না। সপ্তাহের নির্দ্ধারিত দিবসদ্বয়ে সহস্র কর্ম্ম ফেলে তাঁর সহিত গিয়ে সাক্ষাৎ করি ও রাজ্যসম্বন্ধীয় পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি, তা তাঁর কোন্ পুরুষে রাজত্ব করেছেন যে, সে বিষয়ে পরামর্শ দেবেন? হিন্দুদের ঘৃণা কর্ত্তে শিখেছেন, মনের সাধে ঘৃণাই করেন।

লক্ষ্মী। আচ্ছা, এ ঘৃণা করায় তাঁর লাভ কি?

রাজা। লাভ? নীচান্তঃকরণের নীচ প্রবৃত্তির চরিতার্থতা! নিজের দেশে কেউ গ্রাহ্যও করে না, এখানে এসেই দেখেন যে, তাঁর পূর্ব্বপুরুষগণের কৌশলক্রমে একটি সরল জাতি যবনদিগের লৌহ

শৃঙ্খল হ'তে মুক্ত হয়ে তাঁদের স্বুবর্ণ-পিঞ্জরে আবদ্ধ হয়েছে। ভাবেন, তাঁদের নীচ দম্ভ প্রকাশের এরাই উপযুক্ত পাত্র। ইহাদের একটু সুখ, একটু উন্নতি, একটু ঐশ্বর্য্য দেখলেই তাঁদের মনে ঈর্ষ্যানল প্রজ্বলিত হয়। কিসে ইহাদের পদতলস্থ করবে, সেই চেষ্টায় সতত বিব্রত থাকে। আমি যে কর্ণেল ফেয়ারের বিষনয়নে পড়েছি, ইহা ভিন্ন তার অন্য কোন কারণ নাই।

লক্ষ্মী। নাথ! সাহেব যদি মনে মনে প্রতিজ্ঞা ক'রে থাকেন যে, আপনার সঙ্গে কখনও সদ্ব্যবহার করবেন না, তা হ'লে বিষম বিভ্রাট, তা আপনি কদিন স্বচ্ছন্দে থাকবেন? কুমীরের সঙ্গে বিবাদ ক'রে কি জলে বাস সম্ভব?

রাজা। তা'র সন্দেহ কি? রেসিডেন্টের সঙ্গে বিবাদ ক'রে ইংরাজ-রাজ অধীনে কোন্ মিত্ররাজা নির্ব্বিঘ্নে কালযাপন কত্তে পারে? তবে আমি সম্প্রতি এক শুভসংবাদ পেয়েছি যে, গবর্ণমেণ্ট ফেয়ারকে শীঘ্রই স্থানান্তরিত ক'রে এখানে একজন সুবিজ্ঞ ভদ্র সাহেবকে রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করবেন।

লক্ষ্মী। আহা! বিধাতা কি এমন দিন দেবেন! আপনার এ কষ্ট আর সহ্য হয় না।

রাজা। তাঁর প্রতি আমার অচলা ভক্তি থাকে তো অবশ্যই দেবেন। তা প্রিয়ে! এখন আমাকে বিদায় দাও; আমাকে পুনরায় রাজসভায় যেতে হবে। রাজস্বাদি সম্পর্কে কতকগুলি নূতন বন্দোবস্ত শীঘ্রই কত্তে হবে। এ সময় আমাকে সকল কার্য্য স্বচক্ষে দেখতে হয়। অসময়ে কাহাকেও বিশ্বাস নাই, বিশেষ দামোদরের উপর আমার অধিক সন্দেহ হয়।

লক্ষ্মী। সে কি নাথ! দামোদর আপনার অন্নে প্রতিপালিত হয়ে কি আপনার বিরুদ্ধাচরণ করবে?

রাজা। প্রিয়ে! তুমি নিতান্ত সরলা, তুমি জান না যে, আজকাল ইংরাজদের সন্তুষ্ট কত্তে পাল্লেই লোকে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করে। অন্ধ স্বার্থপরেরা ভ্রমেও ভাবে না যে, এরূপ তোষামোদের ফাঁদ আপনারাই প্রস্তুত করে। তা যাক, প্রিয়ে! আর আমার বিলম্ব করা উচিত নয়; আমি এখন চল্লেম। [প্রস্থান।

লক্ষ্মী। বিধাতার মনে যা আছে, তাই হবে, আর ভাবলে কি হবে? আমিও যাই।

[প্রস্থান।

—

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রেসিডেন্সির গেটের সম্মুখ।

(কর্ণেল ফেয়ার ও দামোদর পন্থের প্রবেশ)

দামো। সে সব আপনাকে কিছু বলতে হবে না। আমি এতদিন রাজসংসারে কাজ কচ্ছি; কাগজ-পত্র, লোকজন সব আমার হাতে; আমার অসাধ্য কি আছে? এখন আপনি ঐ দিক ঠিক কত্তে পাল্লেই হয়।

ফেয়া। আমি ঠিক কত্তে পারবো, তা'র আবার কথা? হাঃ হাঃ হাঃ! তুমি পাগল, আমি তো আর হিন্দুদের মত ভীরু নই যে, এই সামান্য কর্ম্মে ভয় পাব? এ তো তুচ্ছ কথা, আমি মনে কল্লে এও প্রমাণ কত্তে পারি যে, আমি গাইকোয়াড়বংশীয় বরদার সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। আর নেটিভেরা? তা'দের মধ্যে কে ইচ্ছা ক'রে কেউটে সাপের লেজে পা দেবে? আমার হুকুম না শোনে, কার বাবার মাথার উপর এমন মাথা আছে?

দামো। তা'র সন্দেহ কি? আপনি রাজার জাত, এখানকার প্রকৃত রাজাই আপনি, গাইকোয়াড় শুধু নামমাত্র সিংহাসনে বসেন। তবে কি না কাজটা তো নিতান্ত সহজ নয়, তাই বলছি।

ফেয়া। আমি মনে কল্লে সিংহাসন দুদিনে ঘুচাতে পারি। এত বড় স্পর্দ্ধা, এত অহঙ্কার? আমার বিপক্ষে খরিতা পাঠান হয়েছে। কিন্তু সেটি করা হবে না। আমাদের পলিসি সেরূপ নয়। আমরা যার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করবো, তা আগেই ঠিক ক'রে রাখি বটে, কিন্তু কাজটি এমনি ফিকিরে করি, বাইরে আড়ম্বর, বন্দোবস্ত এমনি দেখাই যে, লোক আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হ'তে পারে না, বরং আমাদিগকে সুবিচারক ব'লে ধন্যবাদ দেয়।

দামো। তার ভুল কি? এত গুণ না থাকলে কি আপনারা ভারতের একচ্ছত্র রাজা হ'তে পাত্তেন?

ফেয়া। তবে তুমি এখন যাও, আমিও কামরায় যাই। আর দেখ, ভাও পুনিকারকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

দামো। যে আজ্ঞে, সেলাম; কিন্তু হুজুর, গরিবের বিষয় যেন স্মরণ থাকে! আমি আপনারই অনুগত।

ফেয়া। সে বিষয় তোমায় বলতে হবে না। আমার খুব মনে আছে। আমাদের কথা নড়চড়

হয় না। আমরা কৃশ্চান, আমরা মিথ্যাবাদী নই, হিন্দু নই! তুমি যা কখনও স্বপ্নেও ভাব নাই, আমা হ'তে তাই হবে।

দামো। হুজুর! তা হ'লেই হলো। আপনি রাজা হ'ন, ইংরাজ বাহাদুরের জয় জয়কার হোক্।

ফেয়া। আচ্ছা, আমি এখন চল্লেম।

[ফেয়ারের ভিতরে প্রস্থান।

দামো। অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে তো এই বিষম কাজে হস্তক্ষেপ করেছি, ভবিষ্যতে যে ইহার কি ফল ফলবে, তা একবারও ভেবে দেখি নি, আর ভাববার সময় নাই। অনেক আশায় এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেছি। ছেলেবেলা হ'তেই মনে বড় হওয়ার আশা, তার অনেক দুর সফলও হয়েছে, কিন্তু এতেও আমার তৃষা মেটেনি। এ তৃষা মেটবারও নয়; বিসূচিকা রোগীর পিপাসার ন্যায় ক্রমেই বলবতী হ'তে থাকে। সুখের তৃষাই মনুষ্যকে কুপথে ল'য়ে যায়। আমি এখনও বুঝতে পাল্লেম না যে, এ তৃষা কত দিনে মিটবে। বরদার রাজভাণ্ডার আমার গৃহে এলেই কি আমি সুখী হব? এখন তো বোধ হয়, কিন্তু সে পথ কি সহজ? ওঃ! ভাবলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। স্বদেশী হিন্দু, অন্নদাতা—ওঃ! কি ভয়ানক কৃতঘ্নতা! মহারাজ মলহাররাও আমাকে প্রাণের তুল্য ভালবাসেন। তিনি ভ্রমেও কখন আমার অনিষ্ট করেন নাই। আমি কি না তাঁর মস্তকে অনপনেয় কলঙ্কের ডালি দিতে যাচ্ছি, তাঁর চিরজীবনের সুখস্বচ্ছন্দতা ও গৌরবের মূলে কুঠারাঘাত কত্তে যাচ্ছি? এ কথা ঘুণাক্ষরে প্রকাশ হ'লে আমার কি দশা ঘটবে! মহারাজ আমায় কি মনে কর্বেন? নিজের স্ত্রী-পুত্র পরিবারেরা কি মনে কর্বে? প্রজাগণ আমায় কি ভাববে? সমস্ত ভারতবর্ষ, হিন্দুজাতি আমার নামে ধিক্কার প্রদান করবে। আমি জগতে জঘন্য কৃতঘ্নতার উপমাস্থল হ'ব। মা বসুন্ধরাও আমাকে স্থান দান করবেন না। কিন্তু সুখের পথে কখনই কোমল কুসুম বিক্ষিপ্ত থাকে না। আমি যখন সুখের আশায় যাচ্ছি, তখন অবশ্যই কণ্টকময় পথ দিয়ে যেতে হবে। তবে পরকাল—সে বাতুলের প্রলাপ, স্ত্রীলোকের বচন, মূর্খ ভীরুদের কল্পিত কথা। কবে পরকালে কি হবে ভেবে ইহজন্মের সুখস্বচ্ছন্দতার আশায় জলাঞ্জলি দিতে পারি না। স্বার্থ অপেক্ষা জগতে আর প্রিয়তর কি? যাই, আর এখানে বিলম্ব করা উচিত নয়। আজ আমার অনেক কাজ; ভাবলেই সাহসের হ্রাস হয়।

[প্রস্থান।

(দুই জন ভৃত্যের প্রবেশ)

প্রথম। আর পারা যায় না, এত মেহনত পোষায় না; আর আজকাল সাহেবের যে মেজাজ হয়েছে! কেন বল দেখি, সাহেব আজকাল একটুতেই রেগে ওঠে? আগে ত এমন ছিল না।

দ্বিতীয়। মেম সাহেব বিলাত গিয়েছে, সাহেব ফুট পড়ে আছে, কাজেই খেঁকি হয়েছে।

প্রথম। চাকরী সুখের রাজবাড়ীর। খাটুনি নেই, বুটের গুঁতা নেই, আর অঢেল খাওয়া-দাওয়া।

দ্বিতীয়। শুধু তাই! আর পাওনা-থোওনা? কত পাল-পার্ব্বণ হচ্ছে, তা'তে বক্‌সিসের বন্দোবস্ত কেমন! আমায় একটা রাজসরকারের চাকরী যোগাড় ক'রে নিতে হবে। সেলিমকে বলব! সে আজকাল বড়লোক হয়েছে, চিনতে পারে, তবে তো?

প্রথম। ও কথা আর মুখে এনো না। সাহেব শুনলে কোঁড়ার বাড়ী দেবে। ছোট সাহেব শুনেছি কল্‌কেতায় বেড়াতে যাবে, তা হ'লে আমি সঙ্গে যাব। কল্‌কেতা নাকি বড় গুলজার সহর।

দ্বিতীয়। অমন জায়গা কি আর আছে? আমার দাদার জামাই সেখানে এক সাহেবের কাছে চাকরী কত্তো, সে অনেকদিন সেখানে ছিল, তা'র মুখে যে গল্প শুনি, আজব কাণ্ড! সন্ধ্যার পর গ্যাসের আলোয় রাস্তায় বাঁধা-রোসনাই ক'রে দেয়। গ্যাসের আলো জান তো—তেল নেই, সল্‌তে নেই, কলে জ্বলে। চাকর-বাকরকে জল তুলে মরতে হয় না, কলে জল আসছে, তেতালা পর্য্যন্ত আপনি যাচ্ছে, আর ভাই সে কতই বল্লে, মনেও থাকে না। তুমি একদিন দাদার বাসায় যেও, তা'র মুখে শুনলে আর উঠতে চাবে না।

প্রথম। বোম্বাইও সহর খাসা! আমাদের এ পোড়া দেশেই কিছু নেই।

দ্বিতীয়। শুনছি, সরকার বাহাদুর না কি রাজার ওপর হুকুম দিয়েছেন যে, দেড় বৎসরের মধ্যে বরদাকে কলকেতা সহরের মত ক'রে দিতে হবে।

প্রথম। ও বাজে কথা, এ জায়গা আবার কলকেতা সহরের মত হবে। আর তা হয়েও কাজ

নেই। সহরের মত এখানে লোক কটা আছে যে, অত খাজনা দেবে ?

(আমিনার প্রবেশ)

ইস্, আমিনা বিবি যে, ভোর ফিরতে গেছিলে না কি ?

আমিনা। কেন, যাব না কেন ? আমার কি সখ নেই ? আমি যখন বিলেতে ছিলেম, তখন রোজ হাইট পার্কে হাওয়া খেতেম।

দ্বিতীয়। আচ্ছা আমিনা বিবি ! বিলাত সহর কেমন ? কলকেত্তার মতন ?

আমিনা। কলকেত্তা তার কাছে আঁস্তাকুড়' সেখান থেকে এলে আর এখানে থাকতে ইচ্ছা করে না। মাইরি ভাই, এখানকার হাওয়া আর আমার সয় না। এই দেখ না, কি ময়লা হয়েছি, আর জাহাজ থেকে নেবেছিলুম, তখন দেখেছিলে ত। না, তুমি বুঝি তখন হেথা ছিলে না—দেখলে মুণ্ডু ঘুরে যেত।

দ্বিতীয়। ছিলুম না, ভালই হয়েছে। মুণ্ডু ঘুরে বিষম বিভ্রাটে পড়তুম; কোন্ দিকে যেতে কোন্ দিতে যেতেন। তা এবার তুমি মেম সাহেবের সঙ্গে বিলাত গেলে না কেন ?

আমিনা। না ভাই, গেল বারে মুস্কিলে পড়েছিলেম, আবার যদি সেই রকম হয়, তাই গেলেম না।

প্রথম। কি, জাহাজে ঝড়-তুফান পেয়েছিলে না কি ?

আমিনা। না ভাই। সে এক মজার কথা, তা আর শুনে কাজ নেই।

দ্বিতীয়। কি বল না ?

আমিনা। আর ভাই। সেখানকার একজন সাহেব আমায় দেখে পাগল হয়েছিল। আমায় বিয়ে করবার জন্য পেড়াপেড়ি করেছিল, তার মুখে আগুন, তা'কে আমি বে কত্তে যাব কেন ?

দ্বিতীয়। সে বুঝি আমারই মতন সাহেব ?

আমিনা। না, সেখানে একজন বড় সাহেবের বাবুরচি ছিল, তা সেই সাহেব না কি অনুগ্রহ ক'রে তাকে বাঙ্গালা মুল্লুকের কোথাকার পুলিসের বড় সাহেব ক'রে পাঠিয়েছে। তার এখন খুব দবদবা। শুনেছি না কি শীগ্‌গির আমাদের সাহেবের মত বড় লোক হবে।

প্রথম। আহা হা ! আমিনা বিবি ! এমন দাঁও ছেড়ে দেও, তখন যদি বাবুরচি সাহেবকে বিয়ে কত্তে, তা হ'লে এখন পুলিসবিবি হয়ে সাহেবের বগলে বাদুড়ঝোলা হয়ে হাওয়া খেতে পারতে।

(ত্রস্তভাবে তৃতীয় ভৃত্যের প্রবেশ)

তৃতীয়। বেশ যা হোক্, মেয়েমানুষের সঙ্গে খোস্‌গল্প করবার এই ঠিক সময়, ওদিকে যে কি সর্ব্বনাশ হয়েছে, তা'র খবর রাখ না ?

সকলে। (ব্যগ্রভাবে) কি, হয়েছে কি ?

তৃতীয়। এখন জিজ্ঞাসা কল্লেন "হয়েছে কি ?" সাহেব আজ সরবৎ খেয়েই ঢ'লে পড়েছেন। মহা তম্বী হচ্ছে। সাহেব বলছেন, সরবতে বিষ মিশান ছিল। এখন শীগ্‌গির এস, সব চাকরকে তলব হয়েছে।

দ্বিতীয়। চল।

আমিনা। খোদা জানে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

(কর্ণেল ফেয়ার চেয়ারে উপবিষ্ট, একদৃষ্টে মেজোপরিস্থিত গেলাস দর্শন, ডাক্তার সিউয়ার্ডের প্রবেশ)

সিউ। গুড্ মর্ণিং; আপনি এমন হয়েছেন কেন ? মুখে কি হয়েছে ?

ফেয়ার। (বিকৃত স্বরে) গুডমর্ণিং (গেলাস দেখাইয়া) ঐ দেখুন।

সিউ। ইঃ! তাই তো, গোটা লাল ভাংছে যে। গেলাসে কি ?

ফেয়ার। আপনি জানেন যে, আমি প্রত্যহ প্রাতে এক গেলাস ক'রে সরবত খাই; কিন্তু আজ এক ঢোক খেয়ে আমার এই দশা ঘটেছে। পূর্ব্বে আরও দুদিন এরূপ হয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম যে, পামেলার দোষে এইরূপ হয়। কিন্তু আজ হওয়াতে আমার কিছু সন্দেহ হয়েছে, তা'ই আপনাকে সংবাদ পাঠাইয়াছি, আপনি একবার পরীক্ষা ক'রে দেখুন।

সিউ। এ সরবৎ কে তৈয়ার করেছে ?

ফেয়ার। ডাকাচ্ছি—খানসামা !

নেপথ্যে। খোদাবন্দ !

(খানসামার প্রবেশ)

ফেয়ার। আবদুল্লাকে ডাক।

খান। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

(আবদুল্লার সহিত খানসামার পুনঃপ্রবেশ)

সিউ। সরবৎ তুমি তৈয়ার কর ?

আব। হ্যাঁ খোদাবন্দ!

সিউ। আজকার এ সরবৎ কে তৈয়ার করেছে ?

আব। খোদাবন্দ! আমি!

সিউ। এতে কি কি মশলা দিয়েছ ?

আব। খোদাবন্দ, নেবুর রস, ওলা আর কেওড়া।

সিউ। নেবু, ওলা, কেওড়া। জল কোথাকার ?

আব। খোদাবন্দ! ফিল্‌টারের।

সিউ। আপনি কিরূপ বোধ কচ্ছেন ? সব সরবৎ কি খেয়েছেন ?

ফেয়ার। না, এক চুমুক খেয়ে তামাটে লাগাতে সব ঐ স্থানে ফেলে দিয়েছি। আমার মাথা ঘুচ্ছে—বুক ধড়ধড় কচ্ছে।

সিউ। তাই তো! আচ্ছা! খানসামা, নেবু কোন্ গাছের জান ?

আব। এই রেসিডেন্সির বাগানের।

সিউ। আচ্ছা, ও গাছের তলায় কি কখন সাপ দেখা যায় ?

আব। কৈ খোদাবন্দ, তা তো কখন দেখিনি।

সিউ। তাই তো, জল কি তাঁবার ডোলে তোলা হয়েছিল ?

আব। না খোদাবন্দ! চামড়ার ডোলে।

সিউ। তুমি ঠিক জান ?

আব। ঠিক খোদাবন্দ!

সিউ। তাই তো, তুমি কি আফিং খাও ?

আব। না খোদাবন্দ।

সিউ। তোমার বাপ খাইত ?

আব। না খোদাবন্দ! তিনি কোন নেশা করতেন না, কেবল গাঁজা খেতেন।

সিউ। তাই তো, তাই তো, গেলাসে কি কিছু নাই ? এই যে একটু থাঁক্‌রি আছে, (গেলাস দেখিয়া) পাল্কী হইতে আমার বাক্স কেতাব লয়ে এস।

[খানসামার প্রস্থান।

ফেয়ার। হাঁ, আর সরবৎ ও স্থানে ফেলেছি! দেখুন, ও যদি আবশ্যক হয়। আবদুল্লা, ওখানকার মেজে চাঁচিয়ে ল'লে এস। (আবদুল্লার তথাকরণ।)

(বাক্স ও পুস্তক লইয়া খানসামার পুনঃপ্রবেশ)

সিউ। (পুস্তক দেখিতে দেখিতে) খানসামা, খানিক কয়লার গুঁড়া লয়ে এস।

(খানসামার প্রস্থান ও পুনঃপ্রবেশ)

এনেছ, দেখি। (গেলাসের মধ্যে চাঁচা মাটী ও কয়লার গুঁড়া প্রদান ও পুনঃ পুস্তক পাঠ) 'আপনার সিম্প্‌টমস্ দেখিয়া বোধ হচ্ছে, আপনি আর্‌সেনিক খাইয়াছেন, তা চারকোল আর্‌সেনিকের চমৎকার এন্টিডোট, আপনি একটু কয়লার গুঁড়া খান। (ফেয়ারের কয়লার গুঁড়া ভক্ষণ) (Experiments with the sediment in a test-tube on a spirit lamp and looking the test-tube with a magnifying glass) এগুলো অকটো-হেড্রান বোধ হচ্ছে না। (পুস্তক পাঠ) This is the usual crystaline of white Arsenic. The crystals are transparent and are usually regular Octohedrods." এ যে নিশ্চয়ই আরসেনিক। এখন কপারি ষ্টেট বলছেন, তাই তো কপার. কপার (পুস্তক উল্টান) It dissolves in Nitric Acid ; the solution possesses the following properties ;—It is blue or greenish-blue, a small quantity of Ammonia produces with it a bluish-white precipitate but an excess re-dissolves it, forming a deep blue liquid (Experiments with Nitric acid and Ammonia) কৈ, তা যে হলো না। আপনি কপারি ষ্টেট বলছেন কেন ? আর বলবেন না, আমি তো ঢের চেষ্টা ক'রে দেখলেম, কৈ, কপার তো কোনমতে হলো না ; আপনার মনে সন্দেহ হয়েছিল, আমিও ভেঙ্গে ভুঙ্গে গরম ক'রে দুমড়ে দামড়ে আটপলে করলেম, কেতাবের সঙ্গেও মিলে গেল, আর্‌সেনিকও ঠিক হলো, কপার তো কিছুতেই পেলেম না, ভাল, বাড়ী গিয়ে দেখবো, যদি কপার করতে পারি। এখন এ চকচকেগুলো কি ? গেলাসের গুঁড়ো তো নয় ?

ফেয়ার। গেলাসের গুঁড়ো আসবে কোথা থেকে ?

সিউ। তা হ'তে পারে, পায়েলোর রসে জ'রে গিয়ে গেলাসের পার্টিকেল বেরুলেও বেরুতে পারে, ভাল ঠাওরাতে পাচ্ছিনে, তাই তো (গেলাসের মধ্যে অঙ্গুলি পেষণ) এ কি, গেলাসের ক্লাচ হলো যে,

দেখি (পুনঃ সজোরে পেষণ) ক্রাচই তো বটে, বস, হয়েছে— এতক্ষণে বুঝেছি যে, আর কিছু' নয়, এ নিশ্চয়ই ডায়মণ্ড, উঃ ! Arsenic sun-Diamond !

ফেয়ার। (নিম্নস্বরে) Arsenic and Diamond ! ! !

সিউ। কর্ণেল ! নিশ্চয়ই কোন পাপাত্মা আপনার অমূল্য জীবনের হন্তারক হয়েছে। এতে যে পরিমাণ আর্‌সেনিক আছে, তা'তে বোধ হয়, বিশ জন কর্ণেল বধ হ'তে পারে। ভাগ্যে সমস্ত পান করেন নি। উঃ ! প্রভুর করুণা আজ আপনাকে রক্ষা করেছে! এখন আমি চল্লেম; গেলাসটা ল'য়ে যাই, বম্বেতে পাঠাতে হবে; ভাল ক'রে পরীক্ষা করা আবশ্যক।

ফেয়ার। বম্বেতে পাঠাবেন Dr. Grayর কাছে ? তবে Private and Confidential লিখে দেবেন।

সিউ। কেন ?

ফেয়ার। কারণ আছে।

সিউ। আচ্ছা, গুড মর্ণিং।

ফেয়ার। গুড মর্ণিং।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রেসিডেন্সি।

পেলি ও স্টুটার সাহেব উপস্থিত।

পেলি। আপনাকে আজকাল অত্যন্ত পরিশ্রম কত্তে হচ্ছে, কিন্তু এ পরিশ্রম আপনার বিফলে যাবে না। কার্য্য উদ্ধার হ'লে গভর্ণমেণ্ট আপনাকে বিশেষ সম্মান কর্ব্বেন।

স্টুটার। আমি সে আশায় এ কার্য্যে এত পরিশ্রম কচ্ছি না। যে দুরাত্মা আমার স্বদেশীয় একজন মহাত্মার অমূল্য জীবন নষ্ট কত্তে উদ্যত হয়েছিল, সেই পাপাত্মার সমুচিত দণ্ড-প্রদানই আমার পরিশ্রমের যথেষ্ট পুরস্কার। ইংরাজ-বিদ্বেষী হিন্দুর সর্ব্বনাশ করা অপেক্ষা ইংরাজের আর কি অধিক গৌরবের বিষয় আছে ?

পেলি। আহা ! আহা ! সাধু ! সাধু ! প্রিয় স্টুটার ! তুমি যথার্থ ইংরাজ। মাতঃ গ্রেটব্রিটন যে কি শুভক্ষণে তোমা হেন রত্ন প্রসব করেছিলেন, তা আমি এক মুখে বল্‌তে পারিনে। যদি ব্রিটনের সমস্ত সন্তান তোমার ন্যায় দেশহিতৈষী ও স্বজাতি-প্রিয় হতেন, তা হ'লে কি ভারতভূমির এতদিন এত দুরবস্থা থাকত ? একশত বৎসরের উপর ইংরাজেরা ভারতবর্ষে রাজত্ব স্থাপন করেছেন, এখনও হিন্দু রাজাদের এত দূর প্রভুত্ব! এক জন সামান্য করদ-রাজা হয়ে মহামান্য রেসিডেণ্টের, তাতে আবার কর্ণেল। মনে হ'লে শোণিত উষ্ণ হয়।

স্টুটার। মহাশয়, যদি অলঙ্ঘ্য সাগর উল্লঙ্ঘন ক'রে ভারতবর্ষে এসে কেবল সামান্য দুই এক জন চোর ধরেই ক্ষান্ত হই, এইরূপ অত্যাচারী রাজগণকে পদানত কত্তে না পারি, তবে আমাদের জন্মই বৃথা, ভারতবর্ষে আসাই মিথ্যা। এ বজ্র-মুষ্টি কি কেবল চোরের পৃষ্ঠের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে ?

পেলি। তার সন্দেহ কি, অত্যাচারীর অত্যাচার হ'তে হিন্দুদিগকে মুক্ত কত্তেই আমাদের ভারতবর্ষে আসা। আপনি ইতিহাস খুলে দেখুন, যবন ও মহারাষ্ট্রীয়েরাই পূর্ব্বে ভারতবর্ষের প্রধান অত্যাচারী ছিল। সেই একজন যবন রাজাকে অযোধ্যার সিংহাসনচ্যুত ক'রে মহাত্মা ডেলহাউসি আপনার নাম চিরস্মরণীয় ক'রে গেছেন। এই নীচান্তঃকরণকে পদানত কর্ত্তে পাল্লে লর্ড নর্থব্রুকও প্রাতঃস্মরণীয় হবেন; আমাদের নামও হিন্দুদের কিছুকালের জন্য মনে থাক্‌বে।

স্টুটার। কিন্তু হিন্দুরা বড় অকৃতজ্ঞ। মূর্খেরা বোঝে না যে, আমরা এ সকল কার্য্য কচ্ছি, সে কেবল তাদেরই হিতের জন্য। হিন্দু রাজগণ তাদের রীতিমত শাসন কর্ত্তে পারে না, এই জন্য সেই সকল রাজ্য আমাদের সম্পূর্ণ শাসনাধীনে আনা, নইলে আমাদের বৃথা ভারগ্রস্ত হওয়ার আবশ্যক কি ?

পেলি। তার সন্দেহ কি ?

স্টুটার। কিন্তু আপনি দেখবেন, যে সকল প্রজার হিতের জন্য এত অর্থ ব্যয় ক'রে এত পরিশ্রম ক'রে, এত বুদ্ধির কৌশলে মলহারুরাও [illegible] কিনা প্রমাণ কর্‌বার উদ্‌যোগ করা যাচ্ছে, সেই সব প্রজাগণই এর পর আমাদের কুৎসা এবং "অত্যাচারীই হোক, আর যাই হোক, আমাদের মহারাজকে আমাদের দাও" ব'লে চীৎকার ক'রে জ্বালাতন করবে।

পেলি। সেটা কি জানেন, হিন্দুরা নাকি এখনও অসভ্য আর সরল-প্রকৃতি, সেই জন্যই আমাদের

াতার মর্ম্ম বুঝতে পারে না। আর কিছুদিন োদের সহবাসে থাকলে সভ্য হবে, তখন আর ূপ বলবে না।

স্টুটার। দেখুন দেখি, কত বড় অন্যায়, াবুরাও বিনা পরিশ্রমে এতটা ধনসম্পত্তি একলা াগ কচ্ছে, আর ইংলণ্ডে কত সুসভ্য ইংরাজ াভাবে মারা যাচ্ছে। আমি নিশ্চয় বলতে ি, বরদা রাজত্বের শতাংশের একাংশ হ'লে ্হাররাওয়ের যথেষ্ট হয়, বক্রী অংশ দ্বারা কতশত রাজ প্রতিপালন হ'তে পারে এবং তারা সুখে কলে পৃথিবীর কত উপকার হয়।

পেলি। যথার্থ। ভারতবর্ষের আর কোন গুণ কুক আর না থাকুক, ধন যথেষ্ট আছে।

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। খোদাবন্দ। মহারাজ আসছেন।

পেলি। সঙ্গে কে কে আসছে?

ভৃত্য। খোদাবন্দ! সঙ্গে আর কেউ নেই, নকতক শরীর-রক্ষক।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

পেলি। বেশ হয়েছে। মাষ্টার স্টুটার, আপনি ান, রেসিডেন্সির সীমার বাহিরে যেরূপ কথা আছে, সৈন্য ঠিক ক'রে রাখুনগে, আর শীঘ্র কাপ্তেন জ্যাক- নকে ব'লে পাঠান যে, তিনি রীতিমত সৈন্য ল'য়ে াজবাটীতে যান, আর স্থাবর অস্থাবর সমস্ত দ্রব্যাদি িল করেন।

াচ্ছা! গুডমর্ণিং, আমি আর দেরী

[প্রস্থান।

াজকের কার্য্য যদি নির্ব্বিঘ্নে সমাধা াহা হইলে আমার মুখরক্ষা হবে। জন রাজাকে বন্দী করা, সহজে যে বোধ হয় না। যা হোক, বরদায় ন আজকাল বিস্তর।

(মলহাররাওয়ের প্রবেশ)

আসুন মহারাজ!

রাজা। আপনি আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তাই একবার সাক্ষাৎ কর্ত্তে এলেম।

পেলি। বড় বাধিত হ'লেম, আপনার শারীরিক কুশল তো?

রাজা। আজ্ঞে হাঁ। অপরাধীর অনুসন্ধানের কত দূর হ'ল?

পেলি। আজ্ঞে, সেই সম্পর্কীয় কোন বিশেষ কার্য্যের জন্যই আপনাকে কষ্ট দিয়েছি।

রাজা। এ আর কষ্ট কি? আমার দ্বারা যত দূর হ'তে পারে, সাহায্য কর্ত্তে প্রস্তুত আছি। সে ব্যক্তি যদি আমার বিশেষ আত্মীয়ও হয়, তথাপি তার সমুচিত দণ্ডবিধান হ'লে আমি সুখী হব।

পেলি। আজ্ঞে, এ গোলযোগের সূত্রপাত হয়ে অবধি আপনি আমাদের যেরূপ সাহায্য কচ্ছেন, তার জন্য আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ আছি। এখন আর একটি অনুগ্রহ কর্ত্তে হবে।

রাজা। বলুন।

পেলি। আপনি বোধ হয়, অবগত আছেন, যে সকল সাক্ষী বন্দী হয়েছে, তাদের মধ্যে অনেকেই মহারাজকে অপরাধী ব'লে নির্দ্দেশ কচ্ছে।

রাজা। লোকপরম্পরায় শুনেছি বটে, কিন্তু জগদীশ্বর জানেন, আমি দোষী কি না।

পেলি। আমিও ইচ্ছা করি যে, ইহা যেন মিথ্যা হয় এবং আপনি পুনরায় আপনার সিংহাসনে ব'সে কুশলে রাজত্ব করেন। কিন্তু সম্প্রতি কিছু দিনের জন্য আপনি আপনার স্বাধীনতা হ'তে বঞ্চিত হবেন। আপনাকে বন্দিভাবে অবস্থিতি কর্ত্তে হবে এবং আমার প্রতি সেই কর্ম্ম নির্ব্বাহ করবার ভার অর্পিত হয়েছে।

রাজা। (ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া) বন্দী? আমায় বন্দী হ'তে হবে? যথা ইচ্ছা, স্বচ্ছন্দে করুন। এক্ষণে আমি আপনার হস্তগত।

পেলি। না মহারাজ, আমি তা পারবো না। ইংরাজদিগকে তত নীচ-প্রকৃতি বিবেচনা করবেন না। আমি আপনাকে আহ্বান ক'রে এনেছি এবং আপনিও বিশ্বস্তমনে এসেছেন, আপনার প্রতি এ স্থানে আমি কোন অন্যায় ব্যবহার কর্ত্তে পারিনে। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক ব্রিটিশ রেসিডেন্সির সীমা অতিক্রম ক'রে আপনার রাজ্যে পদার্পণ করুন, তথায় লোকজন প্রস্তুত আছে, আমিও আপনার পশ্চাতে যাচ্ছি, সেই স্থানে গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুরের অনুজ্ঞাপত্র আপনার সমক্ষে পাঠ ক'রে নিয়মানুযায়িক আপনাকে বন্দী করবো।

রাজা। মহাশয়, তার আর আবশ্যক কি? আমি যখন বিফল বাধা দিতে উদ্যত না হয়ে আমার স্বাধীনতা আপনার হস্তে অর্পণ কচ্ছি, তখন আর আমাকে রাজমার্গে উপস্থিত ক'রে, সর্ব্বসমক্ষে অপমান করবার প্রয়োজন? সৈন্যগণ সামান্য

লোকের ন্যায় আমায় বন্দী করবে, আমার প্রজাগণ তাই দেখবে, সেইটি কি আপনার অভিপ্রেত?

পেলি। মহারাজ! আমি আমার নিজের প্রভু নই।

রাজা। ব্রিটিশ রেসিডেন্সির মধ্যে আমি স্বাধীন,—নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন কর্ব্বো আর সেই অমূল্য স্বাধীনতা-ধন আমা হ'তে অপহৃত হবে। জগদীশ্বর জানেন, আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী। কিন্তু এক্ষণে কিসে তার প্রমাণ হবে?—কে আমার নির্দ্দোষিতা সাব্যস্ত কর্ত্তে এসে আপনাকে বিপদ্‌গ্রস্ত কর্‌বে? সেরূপ মিত্র মেলা দুর্লভ। এখন সামান্য মিত্র মেলাও দুর্লভ! এ দুঃসময়ে আমি যে মৃত্তিকার উপর দাঁড়িয়ে আছি, এও আমার ভয়ঙ্কর শত্রু। মৃত্যুই এখন আমার একমাত্র মিত্র। আসুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজপথ।

(মদন ও আয়ানের প্রবেশ)

আয়া। মহাশয়! কল্পনা ক'রে এ নিদারুণ কথা কে জিহ্বাতে আনতে পারে? আমি স্বচক্ষে দেখেছি, মহারাজ বন্দী হয়েছেন।

মদ। আহা! স্বপ্নেও যাহা কেউ কখন ভাবেনি, তাই হ'ল। ভাই, তুমি কেমন ক'রে তা স্বচক্ষে দেখলে? আমার শুনে যে মনের ভিতর কেমন কচ্ছে, তা আর কি বল্‌বো। আহা! যে ভারত-ভূমি পূর্ব্বে কুসুমদাম-সজ্জিত দীপাবলিতেজে উজ্জ্বলিত নাট্যশালাসম শোভমান ছিল, এক্ষণে তার কি দুর্দ্দশা হচ্ছে। পুষ্পমালা এক্ষণে শুষ্ক। দীপ নির্ব্বাপিত। আচ্ছা, ভাই, বরদাবাসী কেউ কি সে স্থানে উপস্থিত ছিল না?—গভীর নিশায়, গৃহাভ্যন্তরে এ কার্য্য সম্পন্ন হয়নি, দীপ্ত দিবালোকে, প্রকাশ্য পথে, মহারাজ অপমানিত হয়ে বন্দী হ'লেন, অবশ্যই প্রজাগণ সেই স্থানে উপস্থিত ছিল, তারা কি সকলে শবের ন্যায় এই জঘন্য ব্যাপার দর্শন কল্লে?

আয়া। তারা আর করবে কি? কার সাধ্য সেই শ্বেতকান্তি ভীমকায় সৈন্যগণের সম্মুখে অগ্রসর হয়? প্রায় সকলেই ভয়ে পলায়ন কল্লে, কেবল কয়েক জন ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেহ কেহ বল্লেন, "এ কি অত্যাচার! সামান্য লোকের ন্যায় মহারাজকে বন্দী করা নিতান্ত অন্যায়।" তাতে একজন ইংরাজ বিকৃত স্বরে "মহারাজ" এই কথা ব'লে বিদ্রূপ ক'রে হেসে উঠলো; কিন্তু পেলি সাহেব তাকে চুপ কর্ত্তে হুকুম দিয়ে ভদ্রতা ক'রে বল্লেন যে, "তোমাদের মহারাজকে সামান্য লোকের ন্যায় বন্দী করা হয় নাই, মহারাজ শুদ্ধ এক্ষণে রাজবাটীর পরিবর্ত্তে রেসিডেন্সিতে বাস করবেন, তাঁর প্রতি কোন অন্যায় ব্যবহার করা হবে না।" একজন পেলি সাহেবকে মিনতি ক'রে বল্লেন, "যদি মহারাজ বন্দী নন, তবে এ সকল ইংরাজ সৈন্যের আবশ্যক কি? দেশীয় সৈন্যগণ চিরকালই মহারাজের শরীর রক্ষা করে, আপনি তাদের নিযুক্ত করুন।"

মদ। তাতে পেলি সাহেব কি বল্লেন?

আয়া। তিনি তাঁর স্বাভাবিক সভ্যতার সহিত ভদ্রলোকটিকে বাঁদর বুঝিয়ে দিলেন। বল্লেন, "এ তোমাদের নিতান্ত ভ্রম। যে ইংরাজ-সৈন্যগণ মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরীর শরীর রক্ষা করে, তাহারাই তোমাদের মহারাজের শরীর-রক্ষক হবে, এ বরং সৌভাগ্যের বিষয়।" ভদ্রলোকটি বুঝলেন ব্যাপার কি—বৃথা বাক্যব্যয় বিফল বিবেচনায় প্রস্থান কল্লেন।

মদ। ভাই, কি হ'ল, মহারাজ [illegible] স্বাধীনতা পুনঃ প্রাপ্ত হবেন না? [illegible] করি ব'লে গৌরব করা কি একেবারে [illegible]

আয়া। ভাই, একবারে নিরাশ হ[illegible] মধ্যেই তুমি মহারাজ রাজ্যচ্যুত হবেন [illegible] কচ্ছো কেন? গবর্ণর জেনারেল মত[illegible] তিনজন বিজ্ঞ ইংরাজ ও তিন জন [illegible] হয়ে একটি কমিশন বসবে। তাঁদের [illegible] মহারাজ আপনার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ [illegible] তা হ'লে তিনি বরদার সিংহাসন পুনঃ[illegible]

মদ। তুমিও যেমন ভাই, "উঠন্তি [illegible] চেনা যায়।" কমিশনটা লোক [illegible] সিংহাসন পুনরায় দেবার ইচ্ছে থাকলে [illegible] অপমান কর্ত্তো না। যে সকল [illegible] মহারাজের এ দুর্দ্দশা দেখলে, তাদের [illegible] তিনি কোন্ মুখে সিংহাসনে বস্‌বেন?

আয়া। না না ভাই, এটি তোমার ভ্রম। তুমি তবে বর্ত্তমান গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরকে জান না। তাঁর ন্যায় অপক্ষপাতী রাজনীতিজ্ঞ শাসনকর্ত্তা এ দেশে অল্পই এসেছেন! তিনি স্পষ্টাক্ষরে

অনুমতি দিয়েছেন যে, যদি কর্ণেল ফেয়ারকে বিষ-দানের অপবাদ মহারাজের বিপক্ষে প্রমাণ না হয়, তা হ'লে তাঁর সিংহাসন তাঁকে পুনরায় দেওয়া হবে।

মদ। ধন্য তাঁর বদান্যতা! কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যে, তিনি সাধারণকে এ সৎকার্য্য দেখাবার অবসর পাবেন না, কারণ, ভারতবর্ষীয় পুলিশ সাক্ষিসংগ্রহ-বিষয়ে বিশেষ পটু। যখন রেসিডেন্সির দুই চার জন সামান্য ভৃত্যের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর ক'রে মহারাজকে বন্দী করা হয়েছে, তখন যে এর উপর বিশ ত্রিশ জন মুটে, মজুর, গাড়োয়ান যোগাড় কত্তে পাল্লেই মহারাজকে আণ্ডামানে পাঠান হবে, তাতে আর সন্দেহ আছে? তাতে আবার পদ্ম মহাশয় ঘরের ঢেঁকী কুমীর।

আয়া। কোন্ পদ্ম?

মদ। মন্ত্রিবর দামোদর।

আয়া। ওঃ! ঐ এক বেটা খাড়ী পাজি! ছোটলোকদের কথায় বিশ্বাস ক'রে কি মহারাজকে দোষী করা হবে? বেটাদের সঙ্গে আমাদের কথা কইতে লজ্জা হয়। মহারাজ যে ওদের ডাকিয়ে তেতালায় ব'সে পরামর্শ করেছেন, কমিশনারগণ এ কথা বিশ্বাস কর্বেন কেন?

মদ। কেন কর্বেন না? পুলিশে ধরেছে, কয়েদ করেছে, কবুল করিয়েছে, আবার কমিশনারদের কাছে শপথ ক'রে বলবে, এ আর বিশ্বাস করবে না? পুলিশ কি আর তেমন লোককে ধরে, না পাঠায়, আর বোঝ না ভাই, মহারাজ সাহেবকে বিষ খাওয়াতে পারেন আর চাকরদের সঙ্গে ইয়ারকি দিতেও পারেন, তা ব'লে রাওজী কি মিথ্যা বলতে পারে?

আয়া। থাক্ ভাই, আর ও কথায় কাজ নেই। সন্ধ্যা হ'ল, চল বাড়ী যাই, আবার কে কোথা থেকে শুনবে আর সাক্ষী ব'লে ধ'রে নে যাবে।

মদ। মিথ্যা নয়।

(হাঁপাইতে হাঁপাইতে শশুরের প্রবেশ)

কে ও? কে ও? পালায় কে?

শশুর। ও বাবা, কোথায় যাব।—আবার এখানেও শিপুই? না বাবা, আমি কিছুই জানিনে।

মদ। কি গেরো, শশুর, হাঁপাচ্চ কেন, পালাচ্ছ কোথায়?

শশুর। কে ও, মোদক নাকি? সত্যই মোদক না শিপুই? আর ও ব্যক্তি কে?

মদ। ও আমার আয়ান, চিনতে পাচ্ছ না?

শশুর। আয়ান চোন্দোর, সত্য তো। কৈ দাঁত দেখি? (মদন ও আয়ানের হাস্য) না না, বিবেচনা করো, আমি ভয় পেয়েছি।

আয়া। ভয় কিসের?

শশুর। আরে, জানো না শোন না, আমারে সাক্ষী হত্তে এসেছিলো।

মদ। সাক্ষী হত্তে!—কি, কি, ব্যাপার কি?

শশুর। ব্যাপার ভয়ানক! তুমি তো বেরিয়ে এলে, আমি, মনে করো, দোহিনের কুটুরিতে তামুক খাচ্চি, ওয়াফ বোসি পান তৈয়ের কচ্ছে, এমন সোময় দরোজায় কে ধাক্কা দিলে। আমি বোলি কে ও, মোদোন? তা বিবেচনা করো, উত্তোর দিলে না, জোরে জোরে ধাক্কা দিতে লাগলো। আমি বোল্লাম, পোসোন্ন, হুঁকোটা ধোরোতো,—বলি নেমে আসি, দেখি না সিঁড়ির কাছে লোখি কুকুরটো এসে দাঁড়ালো। আমি বোল্লেম, লোখি, তুই ঘোরের মধ্যে যা। মনে করো, লোখিতো ঘরের মধ্যে গেলো—

মদ। আরে, হয়েছে কি, বল না—ও সব তোমার কে শুনতে চায়?

শশু। আরে, তুমি থামো, সকোল কথা খুলি না বল্লি, আয়ান চোন্দোর বুঝতি পারবে কেন? মোনে করো, সোবে মাত্র আমি পাচ-দোটি খুলোচ, অমনি বিবেচনা করো, তিন চার ব্যেক্তি চোকত্তের ন্যায় আমারে পাকড়া কোল্লে।

মদ। তাদের মধ্যে কি সাহেব ছিল?

শশু। না; লোকোলগুলাই হিন্দুস্থানীর মত পাগবাঁধা। তার পরে, মোনে করো, জিজ্ঞাসা কল্লি, তুমি কি করো, বিবেচনা করো, আমি বল্লেম, "আমি ব্রত্তো আর চিনির ববোসা করি"; তা বল্লে, "সরবোতের চিনি তুই দিয়েছিলি, তোকে পুলিশে যেতে হবে", বোলেই, মোনে করো, আমাকে পাচ থেকে ধাকা দিতে দিতে নিয়ে যায়। আমি বিবেচনা করো, বড় বিপদে পড়লাম। একজন মোনে করো, আমার গায়ের রোপোরখানা শক্ত মতো কোরে দুই হত্তে ধরে আছে। আমি একডা বুদ্ধি খাটালেম, মোনে করো, এক ঝঠকান দিয়ে রোপোরখানা ফেলিয়ে থুয়ে চোকিত্তের ন্যায় দোড়িয়ে পলাইয়ে এলাম।

মদ। আহা, আহা! তোমার প্রতি এতো অত্যাচার।

খগু। অত্যাচার তো, বিবেচনা করো, আজ কাল অনেকের প্রতিই হচ্ছে, পথে আসতে দেখলেম, জহুরিদিগের বাড়ী মহা গোলযোগ।

আয়া। কোন্ জহুরি?

খগু। ঐ ফতেচাঁদ হেমচাঁদ—তা তাঁকেও সাক্ষ্য দিতে হবে ব'লে মার্ত্তে মার্ত্তে নিয়ে যাচ্ছে।

মদ। তা এখন পালাচ্চ কোথা? এস, আমার সঙ্গে বাড়ী এস, কোন ভয় নেই।

খগু। হাঁ, ভয় নেই তো তুমি বল্লে, ওদিকে বিবেচনা করো, আমায় পাকড়া করবার জন্যে প্রেকাট মেরে দিয়েছে, বাড়ী আমি যাবো না। একবার কাদুর বাড়ী যেতে পাল্লে হয়—সে বড় শক্ত মানুষ—সেখানে বিবেচনা করো, সিপুই ছেড়ে সাহেবের হাঙ্গামা চোলবে না। সেদিন মোনে করো, দুজন পুলিশের সাহবকে হাকিয়ে দিয়েছে! তোমরা থাকো, আমি বিবেচনা করো, আর দাঁড়াতে পারিনে। মনে করো, তারা পাচিয়ে পাচিয়ে আসছে। [দ্রুতপদে প্রস্থান।

আয়া। কার বাড়ী গেল?

মদ। কাদোর। কাদো একজন নূতন মহাজন—আমার বড় আত্মীয়। আমি প্রায় তাঁর বাড়ীতে থাকি। অতি ভদ্রলোক। ঐ যিনি আমার সঙ্গে সেদিন লাহোর গিয়েছিলেন।

আয়া। ওঃ! আচ্ছা, এ লোকটাকে তো অনেক দিন দেখছি। খগুর ব'লেই জানি—ব্যাপারখানা কি?

মদ। ওর বাড়ী পূর্ব্ববঙ্গদেশে, লোকটি বড় সরল; বহুদিন সপরিবারে এখানে আছে, আমার বড় অনুগত। চলুন, এখন যাওয়া যাক্, দেখা যাক্ কি হচ্ছে।

আয়া। চলুন। [উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজ-অন্তঃপুরস্থ উদ্যান।

লক্ষ্মীবাই আসীনা।

লক্ষ্মী। (রোদনস্বরে গীত)

জংলা-ঝিঁঝিট,—তেওটা।

প্রাণ মম সদা কাঁদিতেছে।

প্রাণ মম সদা নাথ-বিরহে দহিছে—

ওঃ হোঃ-হোঃ-হোঃ॥

পোড়া বিধি বাম, নিদয় হয়ে,

প্রাণনাথ-সহ-বাস-সুখ হরিছে॥

আহা! কি কুক্ষণে এ হতভাগিনী এ রাজ-বাটীতে প্রবেশ করেছিল। অভাগিনীর জন্যই সমস্ত সর্ব্বনাশ হলো। যে দিন হ'তে আমি এই রাজপুরীতে প্রবেশ করেছি, সেই দিন হ'তেই মহারাজের বিপদের সুত্রপাত। কেন আমি মহারাজের প্রতি অনুরক্ত হ'লেম? হৃদয়েশ্বরই বা কেন আমায় ভালবাসলেন? কেন তিনি কুলক্ষণাকে আদর কল্লেন? এখন আমার আপনার প্রতি ধিক্কার জন্মাচ্ছে লোকালয়ে মুখ দেখাতে আমার লজ্জা বোধ হয় রাজপুরীতে কারুর পানে মুখ তুলে চাইতে পারিনে, সেই জন্যই সর্ব্বদা এই কুসুমকাননে নির্জ্জনে ব'সে থাকি। কিন্তু এই কুসুম-কানন কি এখন সেইরূপ সুখপ্রদ আছে? পতি যে কি ধন, তা মহারাজের গলে বরমালা দিয়েই জেনেছি—পূর্ব্বে জানতেম না। পূর্ব্বে সর্ব্বদা আপনার রূপের গর্ব্বে মত্ত হয়ে বেড়াতেম, কিন্তু এখন—এখন সে গর্ব্ব কোথায়?—কেন আমি প্রাণনাথের জন্য পাগল হয়ে বেড়াচ্ছি? কেন আমি তাঁর অদর্শনে জ্বলন্ত হুতাশনে দগ্ধ হ'চ্ছি? আহা! যখন মহারাজের হাত ধ'রে এই কুসুম-কাননে ভ্রমণ কত্তে আসতেম, তখন এই কানন অমরভবন সদৃশ বোধ হতো! আর আজ—আজ সেই কানন, সেই প্রমোদ-কানন আমার দাবানলবেষ্টিত ভয়ঙ্কর নিবিড় বন অপেক্ষা ভীষণ বোধ হচ্ছে! পতি যে কি ধন, তা বিচ্ছেদ না হ'লে বোঝা যায় না; জ্যোৎস্না না থাকলে অমানিশার ভীষণতা কে বুঝতে পারতো? এই সেই কুসুম-কানন,—সেই তরু-দলে পুষ্পদাম সেইরূপ প্রস্ফুটিত, সরোবরে সরোজিনী সেইরূপ নিমীলিতা, নীল কাদম্বিনী-কোলে শশধর সেইরূপ ভেসে ভেসে যাচ্ছে; কিন্তু আমার হৃদয় কেন জ্বলন্ত হুতাশনে দগ্ধ হচ্ছে? বুঝতে পেরেছি তার কারণ আছে। অবলা রমণীর—বিশেষ হিন্দু-রমণীর পতি বিনা অন্য গতি নাই। পতিবিহীনা নারী পৃথিবীর সকল সুখেই বঞ্চিত। আহা, আহা! প্রাণনাথ এখন কোথায়?—কারাগারে। সুখপূর্ণ রাজ-অট্টালিকায়, সুবাসিত কুসুম-শয্যায় প্রণয়িনী-গণ-বেষ্টিত হয়ে যাঁর নিদ্রা হতো না, তিনি কি না এখন ভীমকায় ইংরাজ-সৈন্যগণ-বেষ্টিত ভীষণ কারাগারে নিক্ষিপ্ত! ওঃ! মনে হ'লে বুক ফেটে যায়! আর কখন কি তাঁকে হৃদয়ে ধারণ কর্ত্তে

পাবো ? আর কখন কি তিনি আমার নবশিশুর আধ আধ কথা শুনে তার মুখচুম্বন কর্ত্তে কর্ত্তে আমার প্রতি সহাস কটাক্ষ নিক্ষেপ কর্ব্বেন ? আহা, আহা! রাজ্যেশ্বর হয়ে তাঁর কপালে এই ছিল ? এত অপমান ? ও! কি পরিতাপ! কি করি ? কোথায় যাই ? কে আর এখন আমার সহায় হবে! কে আর আমার দুঃখে দুঃখী হবে ? কে এখন আর আমার বিলাপ-বাক্যে মহারাজের সাপক্ষ হবে ?—আহা! কুমা যদিও আমার সপত্নীর তনয়া, তবুও তাকে আমার নিজের সন্তানের মত ভালবাসতে ইচ্ছে হয়। কি তার বুদ্ধি! কি তার মহত্ত্ব! কি তার তেজ! কিন্তু সকলি বৃথা। হিন্দুকুলের গৌরবরবি অস্তমিত। নিশ্চয়ই আমরা অনাথিনী হব, পথের কাঙ্গালিনী হব, উদরের অন্নের জন্য শিশুসন্তান কোলে ক'রে আমাকে নগরের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ কত্তে হবে। সুখের আশায়, ভালবাসার আশায়, মহারাজকে আত্মসমর্পণ করেছিলেম। তার শেষ ফল কি এই ? অনাথিনী, ভিখারিণী, পথের কাঙ্গালিনী। (নীরবে রোদন)

(কুমাবাইয়ের প্রবেশ)

কুমা। এই যে ছোট মা এইখানে আছেন। মা, আমি তোমায় খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছি। ও কি মা, তুমি ব'সে ব'সে কাঁদচো মা ;—ছি মা, তুমি রাজ-মহিষী, সামান্য রমণী নও, এ তোমার উচিত নয়। হাঁ মা, এখন কি আমাদের কাঁদবার সময় ? রাজ-মহিষীর বা রাজকন্যার অশ্রুজল কি মহারাজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করবে ? এখন আমাদের কি কান্নার সময় ? কে মা আমাদের কান্নায় ভুলবে ? বরং মা, এখন উদ্‌যোগ কর, যাতে মহারাজ নিষ্কৃতি পান। সমস্ত সংবাদপত্র আমাদের সহায়। মা, কি বল্‌বো, জগদীশ্বর আমায় রমণী ক'রে সৃজন করেছেন, কিন্তু তবুও ছাড়ব না! শুনেছি, মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরীর বড় দয়ার শরীর, এবার মা আমি তাঁর দয়ার পরীক্ষা করবো।

লক্ষ্মী বাছা, যদিও তুমি আমার সপত্নীতনয়া, তবুও তোমাকে আমার আপন তনয়া বলতে মনে মনে অহঙ্কার হয়। বাছা, দিদি ধন্য যে, তোমার মত অমূল্য রত্নকে গর্ভে ধারণ করেছেন। বাছা, যদিও আমি তোমার মা, কিন্তু এ বিপদ্‌সাগরে তুমিই আমাদের একমাত্র ভরসা। তোমা বিনে কে আর আমাদের সান্ত্বনা দেয় ? কে তোমার মতন "মহারাজকে তাঁর রাজ-সিংহাসনে আবার বসাব" ব'লে আমাদের আশ্বাস দেয় ? তুমি যদি আমার গর্ভজাত মেয়ে হ'তে—তা হ'লে আর আমি কোন সুখের লালসা কত্তেম না। যদি মা, কোন উপায়ে তোমার জন্মদাতাকে, আমার হৃদয়েশ্বরকে উদ্ধার কত্তে পার। তুমি অতি বুদ্ধিমতী, তেজস্বিনী রমণী ; যথার্থ রাজকুলবালার গৌরব। তোমা ভিন্ন এ কর্ম্ম আর কাহাকেও সম্ভবে না। যদি মহারাজকে কোন উপায়ে আবার স্বাধীনতা দিতে পার, বল মা, আমায় মার মত ভাববে ? সৎমা ব'লে ঘৃণা করবে না ? বল মা, একবার বল। তোমার মত মেয়ে বহুকালের পুণ্যফলে জন্মায়।

কুমা। হাঁ মা, আমি কি কখন তোমায় অমান্য করেছি ? মা, কখন কি তোমায় সৎমা ব'লে ভেবেছি ?

লক্ষ্মী। বাছা, তোমার স্বভাব যে তা নয়। তুমি কি মা কখন শত্রুকেও ঘৃণা করেছ ? তবে কি না মা, আমাদের অদৃষ্টকে যে বিশ্বাস নেই।

কুমা। মা! অদৃষ্ট যে আমাদের সকলের সমান মা। এ বরং সৌভাগ্যের বিষয় যে, আমায় আপনি এত স্নেহ করেন। আপনার স্নেহময় কথা শুনে আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে, তা আমি বল্‌তে পারিনে। তা মা, রাত হয়েছে, এখন আর এখানে থেকে কাজ নাই। মা শুতে পাচ্ছেন না।

লক্ষ্মী। সে কি, দিদি এখনো শোননি, চল মা যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কমিশন-সভা।

কমিশনারগণ, সার্জ্জেণ্ট ব্যালেণ্টাইন স্কোবল, মাজীর, ইণ্টারপ্রিটর, উকীলগণ, গাইকোয়াড়, কর্ণেল ফেয়ার, সার লুইস পেলি, দর্শকগণ ও আমিনা উপস্থিত।

ব্যালে। মহারাজা যে কর্ণেল ফেয়ারকে বিষ খাওয়াতে ইচ্ছা করেছিলেন, তুমি কি করে' জানলে ?

আমি। আমি ইংরাজবাহাদুরের নিমক খাই, যা যা হয়েছে, সব ঠিক ঠিক বলছি। পিক্ক আর

রাওজির মুখে শুনেছিলেম যে, মহারাজ বিষ খাওয়াবেন।

ব্যালে। ঐ দুই জনের মুখে যদি কিছু না শুনতে, তা হ'লে মহারাজ যে কর্ণেল ফেয়ারকে বিষ খাওয়াবার চেষ্টা কচ্ছেন, তোমার এ সন্দেহ হ'ত না?

আমি। না, তা হ'লে মহারাজার উপর কোন সন্দেহ হ'ত না।

ব্যালে। আচ্ছা, এ বিষয়ের কথা পিদ্রু আর রাওজি তোমায় করে বলেছিল?

আমি। ওরা দুজনই মহারাজের বড় প্রিয়পাত্র ছিল।

ব্যালে। আমি তো জিজ্ঞাসা কচ্ছি না। পিদ্রু আর রাওজি তোমায় বিষের কথা কবে বলেছিল?

আমি। কৈ, পিদ্রু আর রাওজি তো আমাকে কিছু বলেনি, সে আর দুজনে বলেছিল।

ব্যালে। তবে কেন বল্লে, পিদ্রু আর রাওজি বলেছে?

আমি। তা—তা—আমি অত ঠাউরে বলিনি।

ব্যালে। তুমি কি সজ্ঞানে আছ? না, এখন ডাক্তার সাহেব চিকিৎসা কচ্ছেন?

আমি। আপনি কি ভাবছেন, আমি মিথ্যা বলছি; আমি পাঁচ পাঁচ বার বিলাতে গিয়েছি; এই সার্টিফকেট দেখুন। (রোদন ও সকলের হাস্য।)

ব্যালে। যদি রাওজি আর পিদ্রু বলেনি, তবে কে বলেছিল?

আমি। ঐ—ঐ—ঐ করিম আর কাজি, হাঁ, হাঁ, ঠিক ঠিক। ভুলে গিয়েছিলেম, অনেক কথা, অত কি মনে থাকে?—মেয়েমানুষ বই তো নয়।

ব্যালে। এ কথা তুমি সাহেবকে বলেছিলে?

আমি। না, তা আমি কেমন ক'রে বলবো?

ব্যালে। যখন তুমি জানলে যে, তোমার মনিবকে বিষ খাওয়াবে, তখন তুমি তাঁকে ব'লে বাঁচাবার চেষ্টা কল্লে না কেন?

আমি। আমি জানতেম না যে, হিন্দুরাজা একজন সাহেবকে এমন করবে। এমন তো কখন হয় নি।

ব্যালে। সুটার সাহেব কি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, "মহারাজ তোমাকে বিষের কথা বলেছেন কি না?"

আমি। সুটার সাহেব জিজ্ঞাসা করেছেন বটে, কিন্তু আমি বল্লেম, বিষ খাওয়ার কথা জানি না; আমি যা জানতেম, তাই বলছি।

ব্যালে। আচ্ছা, বল দেখি, আকবার আলি কি তার ছেলে আব্দুর আলি তোমাকে বলেছিল যে, মহারাজ অবশ্যই বিষের কথা বলেছেন?

আমি। হাঁ, তারা আমাকে ভয় দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল বটে—

ব্যালে। সুটার সাহেব সেখানে ছিল?

আমি। কখন্?

ব্যালে। যখন তোমায় ভয় দেখায়?

আমি। কৈ, আমায় কেউ ভয় দেখায়নি তো! আমি ভয় পাবার মেয়ে?

ব্যালে। আঃ। আর এক কথা। তুমি মহারাজের কাছে গিয়েছিলে কেমন ক'রে?

আমি। বরদা সহরটা আমি বড় চিনি না—আমি বিলেত গিয়েছি, কানপুর গিয়েছি, জব্বলপুর গিয়েছি, সিমলার পাহাড় গিয়েছি, আর আর কত জায়গায় গিয়েছি, (কাঁদিয়া) আমি এরোবিয়ায় গিয়েছি, নাইনিতাল পাহাড়ে গিয়েছি—

ব্যালে। তুমি যদি এই রকম বল, তা হ'লে, সিমলে ছেড়ে এগ্‌জামানে যেতে পারবে। এখন বল, মহারাজের কাছে গিয়েছিলে কেমন ক'রে?

আমি। গাড়ী চড়ে গিয়েছিলেম।

ব্যালে। যাও—

[আমিনার প্রস্থান।

স্কোব। রাওজি রহিমন্!

(রাওজির প্রবেশ ও ইণ্টারপ্রিটার দ্বারা শপথ করণ)

স্কোব। বল, তুমি এ মকদ্দমার বিষয় কি জান? কার সঙ্গে মহারাজের কাছে গিয়েছিলে, কিছু টাকা পেয়েছিলে কি না, কে তোমায় বিষ দিয়েছিল, কিরূপে তুমি সরবতে বিষ দাও, আর কি জন্য তুমি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হও?

রাও। ধর্ম্ম-অবতার! আমি রেসিডেন্সির হাওয়ালদার, বড় গরীব, আমি কোন মতেই রাজি হয়নি—তবে সেলিম আর যশোবন্তরাও রোজ রোজ এসে বলতো যে, মহারাজ আমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে চান। তাই শেষে ভাবলাম, অত বড় লোকটা রোজ রোজ ডেকে পাঠাচ্ছেন, না যাওয়াটা ভাল হয় না। তাই মনে ক'রে একদিন বেড়াতে বেড়াতে গেলাম। মহারাজ আমায় বসতে ব'লে অনেক খাতির-যত্ন কল্লেন, আর বল্লেন, যদি আমি তাঁকে রেসিডেন্সির খবরাখবর এনে দিতে পারি, তা হ'লে আমায় খুশী করবেন। আমি বল্লেম, মহারাজ! আমার বিবাহ

খরবার সাধ হয়েছে, কিন্তু হাতে টাকা নেই। মহারাজ শুনেই আমাকে পঁচিশ টাকা দেবার হুকুম দিলেন। টাকা পেয়ে আমি খুসী হ'লেম—সেই অবধি প্রায়ই মধ্যে মধ্যে হাবিলিতে যেতেম। পিদ্রুও আমার সঙ্গে যেত। একদিন মহারাজ পিদ্রুকে জিজ্ঞাসা কল্লেন যে, সাহেব খানা খাবার সময় তাঁর বিষয় কিছু বলেন না? পিদ্রু বল্লে, "সাহেব আপনার যাতে ভাল হবে, তাই বলেন, সাহেবের সঙ্গে ভাব রেখে চল্লে আপনার ভাল হবে, আর ছোট মেম সাহেবের আপনার উপর বেশ টান আছে।"

স্কোব। পিদ্রুর সঙ্গে মহারাজের আর কোন কথা হয়েছিল?

রাও। না ধর্ম্ম-অবতার, সেবার আর কোন কথাই হয় নি—তার পর পিদ্রু গোয়া থেকে ফিরে এলে পর, দুজনে যেবার যাই, সেবার মহারাজ পিদ্রুকে একটা কিসের মোড়ক দিলেন; পিদ্রু জিজ্ঞেস কল্লে, "এতে কি আছে?" মহারাজ বল্‌লেন, "বিষ"; পিদ্রু বল্‌লে, "আমি এ নিয়ে কি কর্‌বো?" মহারাজ বল্‌লেন, "সাহেবের খানায় মিশায়ে দিও।" পিদ্রু বল্‌লে, "তা আমি পার্ব্বো না, সাহেবের হঠাৎ কোন ভাল-মন্দ হ'লে আমি ধরা প'ড়ে মারা যাব।" মহারাজ বল্লেন, "সে ভয় নাই, সাহেবের যা হওয়ার হবে, দুই তিন মাস পরে হবে।" পিদ্রুও টাকা পেয়েছিল, কত, তা জানিনে।

স্কোব। তুমি কবে মহারাজের নিকট বিষ পাও, তা বল।

রাও। সে, যে দিন নরসুর সঙ্গে যাই। মহারাজ আমায় একটা মোড়ক দিয়ে সাহেবের সরবতে মিশিয়ে দিতে বল্‌লেন, আর বল্‌লেন যে, কাজ হয়ে গেলে তিনি আমায় এক লাখ টাকা দেবেন। তাই আমি সাহেবের সরবতে বিষ মিশায়ে দিয়েছিলেম।

ব্যালে। তুমি কত দিন কর্ণেল ফেয়ারের কর্ম্মে আছ?

রাও। প্রায় দেড় বছর।

ব্যালে। সাহেব তোমায় ভালবাসতেন? তোমার তাঁর উপর কোন রাগ ছিল?

রাও। কিছু না, তিনি আমায় খুব ভালবাসতেন।

ব্যালে। সেই জন্যই তুমি একেবারে তাঁর প্রাণনাশ কর্ত্তে উদ্যত হয়েছিলে?

রাও। মহারাজ যে আমায় টাকা ঘুষ দেব ব'লে লইয়েছিলেন। আমি গরীব মানুষ—আমায় তিনি এক লাখ টাকা দেব বলেছিলেন।

ব্যালে। তবে সাহেবের প্রাণহত্যা কর্ত্তে তুমি একপ্রকার কৃতসঙ্কল্প হয়েছিলে?

রাও। মহারাজ সাহেবকে খুন কর্ত্তে চেয়েছিলেন।

ব্যালে। হাঁ হাঁ, মহারাজই খুন কর্ত্তে চেয়েছিলেন—কিন্তু তুমি হাতে ক'রে মারতে চেয়েছিলে?

রাও। হুজুর, আমি একে গরীব মানুষ তায় আবার একজন শিখিয়ে দেছে, আমার অপরাধ কি? দোহাই সাহেবের—আমি বড় গরীব।

ব্যালে। তুমি সুটার সাহেবের কাছে বলেছ যে, মহারাজ তোমাকে একটা শিশি ক'রে বিষ দিয়েছিলেন। তা সে বিষ সাহেবকে দাওনি কেন?

রাও। তার একটু আমার গায়ে প'ড়ে গিয়ে ফোস্কা হয়, তাই পাছে সাহেবকে দিলে তাঁর কোন বিপদ্ হয়, সেই জন্য ফেলে দিয়েছিলেম।

ব্যালে। সাহেবের সরবতে যে বিষ দিয়েছিলে, সে কি তাঁর খিদে বাড়াবে ব'লে?

রাও। তা—তা—তা—ধর্ম্ম-অবতার, আমি বড় গরীব।

ব্যালে। আচ্ছা, তুমি নরসুর সাক্ষাতে বলেছিলে যে, তুমি বোতলের বিষ দিয়েছ?

রাও। সে আমি মিছে ক'রে বলেছিলেম।

ব্যালে। মিথ্যা কথা বল্‌লে তুমি কিছু থাক ভাল, না?

রাও। আজ্ঞে হাঁ—তা আমি গরীব মানুষ, আমার মিছে কথায় দরকার কি? নরসু আমায় একশ বার জিজ্ঞেস কর্ত্তো, তাই মিছিমিছি বলেছিলেম।

ব্যালে। সুটার সাহেব অবশ্য তোমাকে সহস্র সহস্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন, আর তুমি বোধ হয়, সহস্র সহস্র মিথ্যা কথা তাঁর সমক্ষে বলেছ—যাও।

[রাওজির প্রস্থান।

ইণ্টা। পিদ্রু ডিসুজা।

(পিদ্রুর প্রবেশ)

ইণ্টা। শপথ কর।

পিদ্রু। (শপথকরণ)

স্কোব। তোমার নাম কি, কি কাজ কর, এ মকদ্দমার তুমি কি জান বল?

পিদ্রু। আমার নাম পিদ্রু ডিসুজা, আমি ফেয়ার সাহেবের বটলার, এ মকদ্দমার এমন কিছু

জানিনে—তবে সেলিম আমায় রাজার বাড়ী যাওয়ার জন্যে প্রায়ই ডাকতো আর একবার পঞ্চাশ টাকাও দিয়েছিল—তা আমি কখন যাইনি।

ব্যালে। কখন যাওনি ?

পিড্রু। না ধর্ম্ম-অবতার!

ব্যালে। রাওজিকে চেন ?

পিড্রু। চিনি, একসঙ্গে কাজ করি,—মুখের আলাপ। .

ব্যালে। রাওজির সঙ্গে কবার রাজবাড়ীতে গিয়েছিলে ?

পিড্রু। একবারও নয়।

ব্যালে। সে কি। মহারাজ তোমায় কখন কিছু দেননি ?

পিড্রু। আমি কখন যাইনি, তা তিনি কোথা থেকে দেবেন ?

ব্যালে। আর রাওজি যদি ব'লে থাকে যে, তুমি তার সঙ্গে রাজবাড়ী গিয়েছিলে ?

পিড্রু। ধর্ম্ম-অবতার! তা হ'লে সে মিছে কথা বলেছে—আমি কখনও যাইনি।

ব্যালে। যাও।

[পিড্রুর প্রস্থান।

স্কোব। কর্ণেল ফেয়ার! (কর্ণেল ফেয়ার দণ্ডায়মান ও শপথকরণ) আপনার নাম কি, আর এ মকদ্দমা সম্পর্কে কি কি জানেন ?

ফেয়া। আমার নাম রবার্ট ফেয়ার—বম্বে আর্মির কর্ণেল। ১৮ই মার্চ্চ ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে বরদার পলিটিকেল রেসিডেণ্ট পদে নিযুক্ত হই। আমি প্রত্যহ সকালে মর্ণিংওয়াক থেকে ফিরে এসে পামেলোর সরবৎ খেতেম। ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে ৬ই ৭ই নভেম্বর দু দিন সরবত খেয়ে আমার শরীরে অসুখ বোধ হয়েছিল। ৮ই সরবৎ খাইনি। ৯ই মর্ণিংওয়াক থেকে ফিরে আসতে রাওজি সেলাম করে—অন্যদিন সে সেলাম কত্তো না। আমি তার প্রতি মনোযোগ না ক'রে ঘরের মধ্যে গেলেম। এক চুমুক সরবৎ পান ক'রেই আমি চিঠি লিখতে বসলেম। আধ ঘণ্টা পরে মুখে তামাটে স্বাদ পেলেম, আর শরীর কেমন করতে লাগলো। আমার বেশ বোধ হল, সরবৎ খেয়েই এরূপ হয়েছে, তখনি সরবৎটা ফেলে দিলেম—গ্লাসটা ফিরে টেবিলের উপর রাখিবার সময় দেখি গ্লাসের গা দিয়ে থাকরির মতন গড়িয়ে পড়েছে আর গ্লাসের তলায় কতকটা ঐরূপ রয়েছে। আমার মনে কিছু সন্দেহ হ'ল, ডাক্তার সিউয়ার্ডকে লিখে পাঠালেম। তিনি এসে পরীক্ষা ক'রে বল্লেন, সরবতে বিষ মিশান ছিল।

ব্যালে। মহাশয়! ১৮ই মার্চ্চ বরদায় আসেন, এর পূর্ব্বে আপনি কোথায় ছিলেন ?

ফেয়া। এর পূর্ব্বে আমি নর্থ গুজরাটে পালনপুরে পলিটিকেল রেসিডেণ্ট ছিলেম।

ব্যালে। সে কর্ম্ম কতদিন করেছিলেম ?

ফেয়া। ছয় সপ্তাহ—আমি আরও অনেক অনেক কর্ম্ম করেছি।

ব্যালে। পালনপুরের কোথায় ছিলেন ?

ফেয়া। অপার সিন্ধে ফ্রন্টিয়ার ব্রিজের পলিটিকাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আর চিফ কমিশনার ছিলেম।

ব্যালে। সে কর্ম্ম আপনি কি জন্য ত্যাগ করেন ?

ফেয়া। আমি ছুটি লয়ে বিলাত গিয়েছিলেম—

ব্যাল। ফিরে এসে পুনরায় সে কর্ম্ম করেছিলেন ?

ফেয়া। না।

ব্যাল। কেন ?—আপনাকে কি সে কর্ম্ম থেকে বরতরফ করা হয়েছিল ?

ফেয়া। না—না—হাঁ, তাই বটে।

ব্যালে। ৭ই মে গাইকোড়ের লক্ষ্মীবাইয়ের সঙ্গে বিবাহ হয় ?

ফেয়া। হাঁ, ১৮৭৪ খৃঃ অব্দ ৭ই মে।

ব্যালে। সেই সময় আপনার সঙ্গে মহারাজের কোনরূপ মনান্তর হয়েছিল ?

ফেয়া। হাঁ—সেই সময় মহারাজ গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের কাছে খরিতা পাঠান।

ব্যালে। ভাল, আপনার মাথায় না একটা ফোড়া হয়েছিল, আর ডাক্তার সিউয়ার্ড তার চিকিৎসা করেছিলেন ?

ফেয়া। হাঁ।

ব্যালে। ব্যারামের সময়ও আপনি সরবৎ খেতেন ?

ফেয়া। হাঁ।

ব্যালে। আচ্ছা, ৬ই আর ৭ই দুদিন যখন অসুখ হয়েছিল, আর আপনার সন্দেহ হয়েছিল যে, সরবতের দোষে এরূপ হচ্ছে, তখন সে সময় সরবৎ পরীক্ষা করান নি কেন ?

ফেয়া। তা তখন আমি ঠিক বুঝতে পারি নাই, সরবতের দোষে কি না—আর কখন আমার এমন সন্দেহ হয় নাই যে, কেউ আমাকে বিষ দেবে।

ব্যালে। তবে ৮ই তারিখে সরবৎ পান করেননি কেন?

ফেয়া। তার কোন বিশেষ কারণ নির্দেশ কর্তে পারি না, বোধ হয়, সে কেবল ঈশ্বরের অনুগ্রহ।

ব্যালে। এখন আপনি অনুগ্রহ ক'রে যথাযথ কারণ বলুন, এ মনুষ্যের কমিশন এবং মনুষ্যের সাক্ষ্য দ্বারা এ স্থানে দোষী নির্দোষী নির্ণয় হবে।

ফেয়া। অন্য কারণ আমি কিছু এখন নির্দেশ কর্ত্তে পাচ্ছি না—

ব্যালে। আচ্ছা, আপনি ডাক্তার গ্রেকে যে পত্র পাঠান, তাতে লেখা ছিল যে, আপনি কোন বিশ্বাসী লোকের নিকট গোপনীয় সংবাদ পেয়েছেন যে, আপনাকে বিষ দেওয়া হবে, তাতে আর্সেনিক, ডায়মণ্ড ডাষ্ট আর কপার থাকবে,—বলুন দেখি, কর্ণেল ফেয়ার! কোন্ বিশ্বাসী লোক আপনাকে গোপনীয় সংবাদ দেয়?

ফেয়া। তা আমার স্মরণ নাই।

ব্যালে। স্মরণ নেই বল্লে চলবে না—"বিশ্বাসী লোক" গোপনীয় সংবাদ দিলে, আর তার নাম মনে নেই?

ফেয়া। অনেক লোক আমায় সংবাদ দিত—অনেক দরখাস্ত আমার কাছে পড়তো।

ব্যালে। বড় লোক হ'লেই ও কষ্ট সহ্য কর্ত্তে হয়—এখন বলুন দেখি, ভাওপুনিকার এ সংবাদ আপনাকে দিয়াছিল কি না?

প্রেসি। কর্ণেল ফেয়ার, আপনি সার্জ্জেণ্ট ব্যালেণ্টাইনের প্রশ্নের উত্তর দিন—বৃথা সময় নষ্ট কর্ব্বেন না।

ফেয়া। ভাওপুনিকার হ'লেও হ'তে পারে।

ব্যালে। মহাশয়! হ'তে পারের কর্ম্ম নয়—কেন আমার সঙ্গে কপটতা করেন—আপনি ভদ্রসন্তান, বিদ্বান্—সৈনিক পুরুষ—আপনি এই সামান্য প্রশ্ন বুঝতে পাচ্ছেন না? বলুন, একেবারে, ভাওপুনিকার কি না?

ফেয়া। হাঁ, বোধ হচ্ছে সেই।

ব্যালে। আঃ—"বোধ হচ্ছে" ছেড়ে স্পষ্ট কথা বলুন।

ফেয়া। হাঁ, সেই বটে।

ব্যালে। আচ্ছা—এখন বসুন। (ফেয়ারের উপবেশন)।

স্কোব। ডাক্তার সিউয়ার্ড।

(ডাক্তার সিউয়ার্ডের প্রবেশ)

স্কোব। বলুন, আপনার নাম কি? কর্ণেল ফেয়ারের বিষপান সম্বন্ধে আপনি কি জানেন?

সিউ। আমার নাম জর্জ এডুইন সিউয়ার্ড। আমি বরদার রেসিডেন্সির ডাক্তার সাহেব। ৯ই নবেম্বর প্রাতে আমি কর্ণেল ফেয়ারের নিকট হইতে একখানি পত্র পেয়ে রেসিডেন্সিতে গেলাম। বারান্দায় দেখলেম, নরসু গম্ভীরভাবে দাঁড়িয়ে আছে—সে আমাকে দেখে সেলাম কল্লে না। কিন্তু রাওজি তাড়াতাড়ি এসে আমার হাত থেকে ছাতা আর টুপী নিলে—পুর্ব্বে কখন সে এরূপ কত্তো না, ঘরের মধ্যে প্রবেশ ক'রে দেখি, কর্ণেল ফেয়ার হাঁ ক'রে ব'সে আছেন।—আমি মনে কল্লেম, তাঁর হাঁচি পেয়েছে, তার পরে দেখলাম, না—বরাবরই হাঁ ক'রে রইলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বল্লেন, সরবৎ খেয়ে এরূপ হয়েছে—আমি সরবৎ পরীক্ষা ক'রে তার মধ্য হইতে আর্সেনিক আর ডায়মণ্ডডাষ্ট, পেলেম

ব্যালে। কর্ণেল ফেয়ার পুর্ব্বে কখনও আপনাকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁর সন্দেহ হয় যে, কেউ তাঁকে বিষ খাওয়াবে?

সিউ। হাঁ, পুর্ব্বে দুই এক দিন বলেছিলেন।

ব্যালে। আপনি কি কি দ্রব্য দিয়া সরবৎ পরীক্ষা করেছিলেন?

সিউ। জল আর কয়লা।

ব্যালে। যে জল আর কয়লা ব্যবহার করেছিলেন, সেই জল আর কয়লা প্রথমে পরীক্ষা করেছিলেন?

সিউ। না।

ব্যালে। তা হলে আপনি অন্যায় করেছেন। আপনি জানেন, যে সকল দ্রব্য মিশ্রিত ক'রে বিষের পরীক্ষা করা হয়, অনেক সময় সেই সকল দ্রব্যই বিষ সংযুক্ত থাকতে পারে?

সিউ। মিথ্যা নয়, তখন আমি অতটা ভাবি নাই।

ব্যালে। আচ্ছা, বলুন দেখি ডাক্তার, আর্সেনিকের স্পেসিফিক্ গ্র্যাভিটি কত?

সিউ। ভুলে গিয়েছি।

ব্যালে। আচ্ছা, আমি ব'লে দিতেছি। ৩ গুণ, কেমন ঠিক কি না?

সিউ। আমার মনে হচ্ছে না। ডাক্তার গ্রে এখনি বলিতে পারেন।

ব্যালে। ভাল, এটা বলতে পারেন, আর্সেনিক জলে ডোবে না ভাসে ?

সিউ। মহাশয়, আমায় আর পেড়াপীড়ি কেন ? ডাক্তার গ্রেকে জিজ্ঞাসা করুন।

ব্যালে। বিলক্ষণ! সকলই দাদার উপর বরাত। তবে কি আপনি বিদায় হবেন ?

সিউ। আজ্ঞে, তা হ'লে বড় বাধিত হই, আমায় আর কেন ?

[প্রস্থান।

স্কোব। হেমচাঁদ ফত্তেচাঁদ।

(হেমচাঁদ ফত্তেচাঁদের প্রবেশ ও শপথকরণ)

স্কোব। তোমার নাম কি ? কি কি জান বল ?

হেম। ধর্ম্ম-অবতার! আমার নাম হেমচাঁদ ফত্তেচাঁদ। আমি এই নগরে জহরতের ব্যবসা করি। আমি এ মকদ্দমার কিছুই জানিনে।

ব্যালে। (একখানি খাতা দেখাইয়া) এ খাতা কার ?

হেম। আমার।

ব্যালে। মলহারুরাও গাইকোয়াড়কে তুমি কখন কোন হীরা বিক্রয় করেছিলে ?

হেম। না।

ব্যালে। কখন না ?

হেম। কখন না। একবার দেখাতে নয়ে গিয়েছিলেম, তা ফেরৎ হয়েছিল।

ব্যালে। তবে মহারাজের নামে এ সব খরচ লেখা কেন ?

হেম। ও সব মিথ্যা।

ব্যালে। মিথ্যা কিরূপ ?

হেম। গজানন্দ ফিটল্ দারোগা মহাশয় আমায় জোর ক'রে লিখিয়ে লয়েছিলেন।

ব্যালে। তুমি লিখলে কেন ?

হেম। না লিখে করি কি ? পুলিসের সঙ্গে কি ঝগড়া কর্ব্বো ?

ব্যালে। তুমি যথার্থ বলছ, পুলিশের লোকে তোমার উপর জোর ক'রে তোমার খাতা বদল ক'রে লয়েছে ?

হেম। মিথ্যা বলবার আমার আবশ্যকতা কি ? আজও পর্য্যন্ত শিপাইরা আমায় প্রত্যহ বিরক্ত করে।

ব্যালে। তুমি শপথ ক'রে বলছ, মহারাজকে কখন হীরা বিক্রয় করনি, কেবল পুলিশের লোকের তাড়নেই খাতা জাল করেছিলে ?

হেম। হাঁ, আমি শপথ ক'রে বলছি, কখন মহারাজকে হীরা বিক্রয় করি নাই, কেবল পুলিশের ভয়েই খাতায় মিথ্যা লিখেছি।

ব্যালে। চমৎকার ব্যাপার! আচ্ছা যাও।

[হেমচাঁদের প্রস্থান।

কাউ। মহারাজ! এক্ষণে আপনার যা বক্তব্য থাকে বলুন।

রাজা। কর্ণেল ফেয়ারকে বিষ-প্রদান সম্বন্ধে আমার মান্যবর প্রিয় সুহৃদ্ গবর্ণর জেনেরেলের মনে আমার প্রতি ভয়ঙ্কর সন্দেহ জন্মে দেওয়া হইয়াছে। সেই সন্দেহ হইতে মুক্ত হইবার জন্য তিনি আমাকে এই অবসর প্রদান করিয়াছেন। আমিও তাঁহার সম্মানরক্ষার্থ এবং জগতের সকলেরই সমক্ষে আমার নির্দ্দোষিতা প্রমাণেচ্ছায় বলিতেছি যে, কর্ণেল ফেয়ারের সহিত আমার পূর্ব্বে কখনও কোনরূপ শত্রুতা ছিল না এবং এখনও নাই। আমি স্বীকার করি যে, আমার ও মন্ত্রি-গণের দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে, রেসিডেন্টের অমনোযোগেই আমি রাজকার্য্য সুচারুরূপে সংস্কার করিতে অক্ষম হইয়াছিলাম। তজ্জন্যই মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া ২রা নবেম্বর গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুরের নিকট একখানি খরিতা পাঠাই। যদিও কর্ণেল ফেয়ার এ বিষয়ে অনেক বাধা দিয়েছিলেন, তথাপি আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, যখন তিনি বম্বে গবর্ণমেণ্ট হইতে একবার অখ্যাতি লাভ করিয়া পদচ্যুত হন, তখন আমার প্রার্থনা অবশ্যই জেনেরেল বাহাদুর গ্রাহ্য করিবেন এবং আমার এই সিদ্ধান্ত যে ভ্রমমূলক হয় নাই, ২৫শে নবেম্বর কর্ণেল ফেয়ারের প্রতি যে বরদা ত্যাগ করিতে আদেশ হয়, তাহাই তাহার প্রমাণ। আর ঈশ্বর সাক্ষ্য করিয়া বলিতেছি, কর্ণেল ফেয়ারের প্রতি প্রাণনাশেচ্ছায় কখন কোন প্রকার বিষ ক্রয় করি নাই; এবং কখন কোন ব্যক্তিকে এরূপ কার্য্য করিতে আদেশ করি নাই। আমিনা, রাওজি, নরসু এবং দামোদর পন্থ এ সম্বন্ধে যে সাক্ষ্য দিয়াছে, তাহার প্রত্যবর্ণই মিথ্যা। রেসিডেন্সির কোন ভৃত্যকে কখন আমি চররূপে নিযুক্ত করি নাই এবং বিবাহ আদি মাঙ্গলিক কর্ম্ম ভিন্ন, আমার আজ্ঞায় রাজভাণ্ডার হইতে কাহাকেও পুরস্কার দেওয়া হয় নাই। আমি নির্ভয়চিত্তে কমিশনারের সম্মুখে এই সমস্ত ব্যক্ত করিলাম। আপনাদের সুবিচারের উপর আমার দৃঢ়বিশ্বাস আছে—আপনাদের যদি কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে, আমায় বলুন, আমি উত্তর

প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি। পুনরায় ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া বলিতেছি যে, আমার শত্রুগণ আমার প্রতি যে ভয়ঙ্কর দোষারোপ করিয়াছে, আমি সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপরাধী।

ব্যাল। মহামান্য কমিশনারগণ! বিনা কারণে বহুতর নিষ্ঠুর নিগ্রহ সহ্য করিয়া বরদার মহারাজ মলুহারবাও গাইকোয়াড় আজ সুবিচার আকাঙ্ক্ষায় আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত। বিবেচনা ক'রে দেখুন, কি যৎসামান্য সংশয়ের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার অমূল্য স্বাধীনতাধন হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করা হইয়াছে। প্রজাগণ সমক্ষে সামান্য লোকের ন্যায় তাঁহাকে বন্দী করা হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে কোন বিচারালয়ে কোন অভিযোগে এত অসঙ্গত, অসম্ভব ও ভয়ঙ্কর মিথ্যা সাক্ষ্যের সমষ্টি দৃষ্ট হয় নাই। কি উপায়ে এই নির্ব্বিরোধ নিরপরাধ রাজার মস্তকে এই ঘোর কলঙ্কের ভার অর্পিত হইয়াছে, তাহাও স্পষ্ট প্রতীয়মান। পুলিশ-কর্ম্মচারিগণ যে কত বুদ্ধির কৌশলে, কত পরিশ্রমে, কত অনুসন্ধানে এই সকল সাক্ষী সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা হেমচাঁদ-ফতেচাঁদের সাক্ষ্য দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন প্রায় সকল সাক্ষীই স্বীকার করিয়াছে যে, তাহারা পুলিশের অধীনে কারারুদ্ধ ছিল। যখন প্রথমে সাক্ষীদিগকে বন্দী করা হইয়াছে ও তৎপরে তাহাদিগের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে, তখন কে এ কথা বিশ্বাস করিবে যে, তাহাদিগের প্রতি কোন অত্যাচার করা হয় নাই? —কারণ, পুলিশপ্রহরিগণ যে কত ভদ্র ও নিরীহ, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। পার্লিয়ামেণ্টের বিধিমতে পুলিশসংগৃহীত সাক্ষ্য বিচারালয়ে অগ্রাহ্য। এমন কি, পুলিশের সহিত সাক্ষীর সকলরূপ সংস্রব নিষিদ্ধ—কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, সে বিধি ভারতবর্ষে প্রচলিত নাই; এখানে পুলিশের যথেচ্ছাচারিত্ব-দমনের কোন বিধিই নাই; এখানে পুলিশের ক্ষমতা অসীম—এবং অসীম ক্ষমতাই অত্যাচারের মূল। যখন পুলিশ ইচ্ছা করিলেই যে কোন ব্যক্তিকে বন্দী করিয়া ইচ্ছামত কারারুদ্ধ করিতে সক্ষম, তখন কোন ব্যক্তিরই এ দেশে নিঃশঙ্কচিত্তে বাস অসম্ভব—এবং এই অভিযোগেরই সূত্রে কত ব্যক্তি এরূপ নিগ্রহ সহ্য করিয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। রেসিডেণ্টের সরবতে বিষ পাওয়া গেল, পুলিশের প্রতি অপরাধী অনুসন্ধানের ভার ন্যস্ত হইল। এরূপ ভয়ঙ্কর অপরাধী ধৃত করিতে না পারিলে পুলিশের মহা অপযশ—একে স্বকার্য্য উদ্ধার, যশোলিপ্সা,—তাহাতে ক্ষমতা অসীম, তখন যে সদুপায়ের পরিবর্ত্তে কোন কোন স্থলে অসদুপায়ও অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহা আর বিচিত্র কি! এরূপ উপায়ে সংগৃহীত সাক্ষিগণের সাক্ষ্য অসঙ্গত ও পরস্পর অনৈক্যই হয়। প্রায় সকল সাক্ষীই স্বীকার করিয়াছে যে, তাহারা এ দুষ্কর্ম্মে সহযোগী, তন্মধ্যে পাপিষ্ঠ রাওজিই প্রধান। সে স্বীকার করিল যে, সে স্বহস্তে কর্ণেল ফেয়ারের সরবতে বিষ মিশ্রিত করিয়াছে ও মহারাজ যখন তাহাকে ঐ বিষ দেন, তখন পিদ্রু সে স্থানে উপস্থিত ছিল। এডভোকেট জেনেরেল মহাশয় রাওজির সাক্ষ্যের পোষকতায় পিদ্রুকে আহ্বান কল্লেন—সকলে একাগ্রচিত্তে পিদ্রুর সাক্ষ্যের প্রত্যাশা কর্ত্তে লাগিলেন। স্থির হইল, পিদ্রুর সাক্ষ্যের উপরেই মহারাজের ভাগ্য নির্ভর করিবে। কিন্তু পিদ্রু ডিসুজার হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে যে একটু ধর্ম্মকণা লুক্কায়িত ছিল, তাহার অসাবধান শিক্ষক তাহা দেখিতে পান নাই। এত যত্নে এত পরিশ্রমে একজন নির্দ্দোষ রাজার সর্ব্বনাশের জন্য যে একটি মিথ্যার মঞ্চ প্রস্তুত হইল, সত্যবাদী পিদ্রু তাহার ভিত্তির মূল উৎপাটন করিল। আর এক দুরাত্মা দামোদর—যাহা হইতে সকল বিষের উৎপত্তি। যে দিন মহারাজ বন্দী হন, সেই দিনই তাহাকে বন্দী করা হয়। ১৭ দিন সে কতকগুলি সৈন্য দ্বারা বেষ্টিত ছিল—সে আপনিই স্বীকার করিয়াছে যে, সৈন্যগণের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার আশায় সে নিজ দোষ স্বীকার করে।—তখন তাহাকে পুলিশের হস্তে অর্পিত করা হইল; সে স্থানে রাওজি ও নরসুর সাক্ষ্যের পোষকতায় স্বীকার করিল যে, "আরসেনিক এবং ডায়মণ্ড ডাষ্ট" সেই সঞ্চয় করিয়াছে—আর কোন গোল নাই—স্থির করা হইল, যদি দামোদর মহারাজকে দোষী করে, তবে সে নিষ্কৃতি পায়, যদি মহারাজ নিষ্কৃতি পান, তবে দামোদরের নিস্তার নাই—কারণ, সে নিজ মুখে স্বীকার করিয়াছে—কিন্তু পুলিশের মনোমত কার্য্য করিলেই দামোদর নিজ স্বাধীনতা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই সম্ভবতঃ কিঞ্চিৎ জায়গীর প্রাপ্ত হইবে। জগদীশ্বর জানেন, এরূপ ভয়ঙ্কর মিথ্যাবাদীর পরিণাম কি! কৃতঘ্ন পামর দামোদর নিজের প্রাণ-রক্ষার নিমিত্ত মহারাজকে দোষী নির্দ্দেশ করিল। মহারাজকে দোষী করিয়া কেবল যে সে এই বিপদ হইতে নিষ্কৃতি পাইল, এমন নয়—সে বহুদিবসাবধি মহারাজের সর্ব্বনাশ

করিতেছিল—মহারাজের ধন দ্বারা নিজ ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিতেছিল। নিজ মুখে স্বীকার করিয়াছে যে, রাজাদেশে সে সমস্ত হিসাব-পত্র জাল করিয়াছে —কিন্তু জিজ্ঞাসা করা হইল যে, মহারাজ তাহাকে ঐ কার্য্য করিতে কোন অনুশাসনপত্র দিয়াছেন কি না, তখন সে নিরুত্তর রহিল। আক্ষেপের বিষয় এই যে, মহারাজ বিশেষ পরীক্ষা না করিয়া এরূপ বিশ্বাসঘাতককে কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে মহারাজের বিশেষ দোষ নাই—ধনিগণ প্রায় অস্বচ্ছ কর্ম্মচারিগণ দ্বারা বেষ্টিত থাকেন। তাহারা প্রতি পদে তাঁহাদিগকে বঞ্চনা করে, তাঁহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে, প্রতি পদে প্রভুর সহিত চাতুরী করে—কিন্তু ঐশ্বর্য্যশালিগণ তাহাদিগের মধুর বচনে ও বাহ্যিক সৌহার্দ্দে এরূপ অন্ধ হন যে, ভ্রমেও তাহাদিগকে অবিশ্বাস করেন না। মহারাজের চরিত্র সম্বন্ধে আমার অধিক বলিবার নাই। স্যার্ লুইস্ পেলি মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন যে, মহারাজ অতি মধুর-প্রকৃতি, সর্ব্বদা তাঁহার সহিত সদ্ব্যবহার করিতেন এবং সকল কার্য্যে তাঁহার পরামর্শ লইতে ইচ্ছুক ছিলেন। আরও বিবেচনা করুন, যে ব্যক্তি এরূপ ভয়ঙ্কর দুষ্কর্ম্ম করে, তাহার চিত্ত কি কখন লুক্কায়িত থাকে? নিশ্চয়ই তাহা চক্ষে প্রকাশ পায়। চতুর দামোদর সকলের অপেক্ষা নির্ভয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে, তাহার মুখে তাহার প্রতি বর্ণ উচ্চারণে আমি সলজ্জ ভাব নিরীক্ষণ করিয়াছি। কিন্তু মহারাজ যখনই এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন, তখনই তাঁহার মুখে নিরপরাধের প্রসন্নতা ভিন্ন কিছুই লক্ষিত হয় নাই। আর কেনই বা তিনি এই ভয়ঙ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন? কর্ণেল ফেয়ারের প্রাণনাশ করায় তাঁহার লাভ কি? রাজকার্য্য সম্বন্ধেই উভয়ের মনান্তর ছিল এবং সেই জন্যই মহারাজ ২রা নবেম্বর গবর্ণর জেনেরেলের নিকট একখানি খরিতা পাঠান। তাঁহার দৃঢ়-বিশ্বাস ছিল যে, কর্ণেল ফেয়ারের প্রতি বরদাত্যাগের আদেশ আসিবে। তবে তিনি খরিতার প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই ৯ই নবেম্বর এই ভয়ঙ্কর দুষ্কর্ম্ম দ্বারা আপনাকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিলেন, এ কথা কি বিশ্বাস-যোগ্য? ধিক্ সেই কুচক্রিগণকে, যাহারা মহারাজার মস্তকে এই কলঙ্ক অর্পণ করিয়াছে!—ধিক সেই নীচাশয় সংবাদপত্র-সম্পাদকগণকে, যাহারা মহারাজের বিরুদ্ধে এই ঘোরে মিথ্যাপবাদ দেশে দেশে রটনা করিয়াছে এবং যে সকল অর্থলোভী সেই কুচক্রীদের পক্ষ-সমর্থন করিয়াছে, তাহাদিগকেও ধিক্!

কমিশনার মহোদয়গণ! এখন একবার স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখুন, কি সামান্য সংশয়ের উপর নির্ভর করিয়া, কি মিথ্যা সাক্ষীর সাক্ষ্যে বিশ্বাস করিয়া, নিরপরাধ নির্ব্বিরোধ মহারাজ মল্‌হাররাও গাইকোয়াড়কে অপমানের সহিত অপদস্থ করা হইয়াছে!—স্বাধীনতা হরণপূর্ব্বক কারাগারে কঠোর যন্ত্রণা দেওয়া হইয়াছে, তাঁহার সর্ব্বস্ব আবদ্ধ করা হইয়াছে!—কমিশনার মহোদয়গণ! একবার দেখুন! একজন মহদ্বংশীয় মহারাজ সিংহাসনচ্যুত হইয়া নিতান্ত অসহায় অবস্থায় সুবিচারাকাঙ্ক্ষায় আপনাদিগের সম্মুখে নিজ নির্দ্দোষিতা নিজমুখে ব্যক্ত করিলেন এবং আমিও তাঁহার পক্ষসমর্থনাশয়ে আমার নিজের বিশ্বাস আপনাদিগের গোচর করিলাম। যদি আমার মনের ভাব আপনাদের হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়া থাকি, যদি ঐ নিরীহ প্রপীড়িত রাজবংশধরের নির্দ্দোষিতার বিষয়ে আমার অন্তঃকরণের সহিত আপনাদিগের অন্তঃকরণের ঐক্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, মহারাজ সগৌরবে লুপ্ত সিংহাসন পুনঃ প্রাপ্ত হইবেন। (উপবিষ্ট)

স্কোব। কমিশনার মহোদয়গণ! আমার প্রতি যে গুরুতর ভার ন্যস্ত হইয়াছে, তাহা সম্পন্ন করিতে আমি নিতান্ত অক্ষম। কিন্তু কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমার মনের ভাব ও বিশ্বাস কিঞ্চিৎ ব্যক্ত করিতে বাধ্য হইলাম। আমার বিজ্ঞতম বন্ধু সার্জেণ্ট ব্যালেণ্টাইন্ মহাশয়ের বক্তৃতার উপর অধিক কিছু বলিবার নাই। তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া আমাদের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন—কেবল আমাদের কেন, সমস্ত য়ুরোপের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। যে বিদ্যার প্রভাবে তিনি ইংলণ্ডে ব্যারিষ্টারদিগের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য হইয়াছেন, সেই বিদ্যাবলে ভারতবর্ষে আসিয়া, এই মনোহর বক্তৃতা দ্বারা এ স্থানেও অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গেলেন। কিন্তু ভারতবর্ষে এই তাঁ'র প্রথম আগমন, সুতরাং ভারতবাসীদিগের আচার ব্যবহারের বিষয় তিনি সবিশেষ অবগত নহেন। তজ্জন্যই তিনি কতিপয় বিষয়ে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি পুলিশের উপর বিলক্ষণ দোষারোপ করিয়াছেন, কিন্তু যে সকল ব্যক্তি তাঁহার সমক্ষে পুলিশের নিন্দা করিয়াছে, নিশ্চয়ই তাহারা কখন না কখন ভয়ঙ্কর অপরাধ করিয়া পুলিশের নিকট

বিলক্ষণ উপদেশ লাভ করিয়াছে। কেন না, আমি বিলক্ষণ অবগত আছি, এ স্থানের পুলিশে অতি মহৎ এবং ভদ্রব্যক্তিগণ কর্ম্মচারিরূপে নিযুক্ত আছেন; তাঁহাদিগের সম্মানসূচক উপাধির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। আরও বিবেচনা করুন, গাইকোয়াড়কে দোষী করায় পুলিশের স্বার্থ কি? যে কেহ হউক না, একজনকে অপরাধী নির্দ্দেশ করিলেই তাঁহারা এ বিষম কার্য্য হইতে নিষ্কৃতি পাইতেন। হেমচাঁদ-ফতেচাঁদ যে পুলিশের বিপক্ষে বলিয়াছে, সে কেবল তাহার একজন প্রধান ক্রেতার রক্ষা হেতু। আর এক বিষয়, বিজ্ঞ সার্জ্জেণ্ট বলিয়াছিলেন যে, মহারাজের মুখে নিরপরাধিতার চিহ্ন স্পষ্ট বিরাজমান—কিন্তু তিনি জানেন না, ভারতবাসিগণ মনোভাব গোপনে কত সক্ষম। অন্তরে তাহাদের যতদূর কষ্ট হউক না কেন, মুখে তাহাদের সর্ব্বদাই প্রসন্নতা প্রকাশ পায়। তিনি বলিয়াছেন যে, মহারাজ যখন গবর্ণর জেনেরেলের নিকট খরিতা পাঠাইয়াছিলেন এবং তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, খরিতার প্রত্যুত্তরে কর্ণেল ফেয়ারের প্রতি বরদা-ত্যাগের আদেশ আসিবে, তখন কি নিমিত্ত তিনি কর্ণেলকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিবেন? কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি যে, কিরূপে মহারাজ এ সিদ্ধান্ত করিলেন? মহারাজের বিবাহে রেসিডেণ্ট অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, সুতরাং মহারাজ তাঁহাকে বরদা হইতে বিদায় দিবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন—তিনি ধনুতে এককালে দুই শর যোজনা করিয়াছিলেন—একটি দ্বারা তাঁহার প্রধান-মন্ত্রী খরিতা পাঠাইতেছিলেন, অপরটি দ্বারা দামোদর বিষ প্রয়োগের বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। আমার যাহা দৃঢ় বিশ্বাস, তাহা কমিশনারগণের নিকট প্রকাশ করিলাম, সাক্ষিগণও যে পুলিশ কর্ত্তৃক শিক্ষিত নয়, তাহারও প্রমাণ হইল। এক্ষণে কমিশনার মহোদয়গণ যদি আমার মতের সহিত একমত হন এবং সকল ভদ্র সাক্ষিগণের সাক্ষ্যের উপর বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে সার্জ্জেণ্ট ব্যালেণ্টাইন্ মহাশয় যাঁহাকে "প্রপীড়িত রাজা" বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন, নিশ্চয়ই আপনাদিগকে কষ্টের সহিত তাঁহাকে অপরাধী নির্দ্ধারিত করিতে হইবে।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

শিবিরাভ্যন্তর।

কর্ণেল ফেয়ার, মাষ্টার ফিলিপ,
মাষ্টার উইলসন উপস্থিত।

উই। কর্ণেল! আপনার হাতে ওখানা কি কাগজ?

ফেয়া। "ওভাবৃলেগু অমৃতবাজার পত্রিকা।"

ফিলি। উইলসন্! তোমার সঙ্গে ব্রায়েণ্ট এণ্ড মে কোম্পানীর জানা-শুনা আছে?

উই। কেন?

ফিলি। তাদের লিখে পাঠাও যে, এক রকম ম্যাচ তৈয়ার ক'রে ইণ্ডিয়ায় পাঠিয়ে দেয়, that will "ignite only" the Native press.

উই। হা!—হা!—হা!—এই জন্য! তা নেটিভ পেপারের কথা শুনে কে? আপনারাই লেখে—আপনারাই পড়ে—বড়লোক কেউ গ্রাহ্যও করে না।

ফিলি। না, না, না—ওরা আজকাল ইংলণ্ডে কাগজ পাঠাতে আরম্ভ করেছে। ঐ ওভাবৃলেগু অমৃতবাজার দেখেই তো "পেলমেল্ বজেট" সে আর্টিকেলটা লেখে। হোমের কাগজগুলো আজ-কাল ভাল চল্‌ছে না। "পেলমেল্ বজেট", "টাইম্‌স্"—দুইই খারাপ হয়ে গেছে, তা নইলে নেটিভ পেপার থেকে সিলেকসন করে? আবার নেটিভ পেপার ব'লে নেটিভ পেপার—অথচ "অমৃতবাজার!"

ফেয়া। নেটিভ পেপারের মধ্যে "হিন্দু পেট্রিয়ট" কতকটা ভাল,—যথার্থ লয়েল।

ফিলি। তা, শুদ্ধ নেটিভ পেপারদের দোষেন কেন? "ইংলিশম্যান", "টাইম্‌স্ অব ইণ্ডিয়া" কি লোক হাসাচ্ছে না? এঁরা গাইকোয়াড়কে যে কি সোনার চক্ষে দেখেছেন, তা বোঝা যায় না। পেপার আমার "বম্বে গেজেট।"

উই। কেন? "পাইওনিয়ার", "ইণ্ডিয়ান ডেলি-নিউজ", "ইণ্ডিয়ান্ ষ্টেটস্‌ম্যান"—

ফেয়া। হাঁ, কলিকাতার ও নূতন কাগজখানি লিখেছে ভাল।

ফিলি। এডিটার হওয়া সহজ কথা নয়—অনেক বিদ্যা চাই—এমন কি, ভবিষ্যৎ জানবার ক্ষমতা না থাকলে কাগজ চালান দুষ্কর।

ফেয়া। কাগজে লিখুক আর যাই করুক, আসল কথা গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুরের মতের উপর নির্ভর কচ্ছে।

ফিলি। তিনি যে মত স্থির করবেন, তা আমি এখনি ব'লে দিতে পারি—তিনি তো আর অবিবেচক নন—তাঁর মত দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ও রাজ্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী গবর্ণর জেনেরেল এখানে ক'জন এসেছেন?

উই। কর্ণেল! আপনার না প্রমোশন হয়েছে?

ফেয়া। হাঁ, হয়েছে বটে, কিন্তু বরদা ত্যাগ ক'রে যেতে আমার বড় দুঃখ হচ্ছে।

(ডাক্তার সিউয়ার্ডের প্রবেশ)

গুড্ মর্ণিং ডাক্তার! ভাল আছেন তো? বসুন।

সিউ। (সকলকে গুড্ মর্ণিং করিয়া) হাঁ, আছি ভাল। এখন আর বোধ করি আপনার কোন অসুখ নাই?—এখন আর কপারি টেষ্ট্ পান না?

ফেয়া। (হাস্য করিয়া) না। আচ্ছা ডাক্তার আমার হাঁচি পেয়েছিল, আপনি কিরূপে অনুমান করেছিলেন?

সিউ। আপনার হাঁ করা দেখে। হাঁ করা হচ্চে হাঁচির ইম্পর্টাণ্ট সিম্প্‌টম্।

ফিলি। সে যাক্ ডাক্তার, সাক্ষ্য দেবার সময় আপনি সকল কথাতেই ডাক্তার গ্রেকে রেফার কল্লেন কেন?

সিউ। ও তো তার সাক্ষ্য দেওয়া নয়, যেন ডব্‌লিন্ ইউনিভার্সিটীর ভাইভাভোসি একজামিনেসন্, আমি তো আর ষ্টডি ক'রে একজামিন দিতে যাইনি যে, মুখে মুখে কেমিষ্ট্রীর প্রশ্নের উত্তর দেব? আর সার্জেণ্ট ব্যালেণ্টাইন যে ল ছেড়ে মেডিসিন আরম্ভ করেছেন, তা আমি কি ক'রে জান্‌বো?

ফিলি। তা বটে তো—ডাক্তার! আমার ক্ষমতা থাকলে, তোমায় আমি প্রমোশন দিতেম।

সিউ। আমি হকারের কাছ থেকে একখানা চেম্বার্স কেমিষ্ট্রী কিনেছি—আবার আরম্ভ কর্ব্বো—এবার আর আমায় কেউ ঠকাতে পার্ব্বে না।

ফেয়া। আমাকে শীঘ্রই ইংলণ্ডে যেতে হবে। গত মেলের চিঠি প'ড়ে অবধি একবার নিতান্ত যাবার ইচ্ছা হয়েছে।

(দামোদরের প্রবেশ)

দামো। হুজুর সেলাম—

ফেয়া। (বিরক্তিভাবে) কে ও, দামোদর—তুমি এখানে কেন?

দামো। (করযোড়ে) আজ্ঞে, ধর্ম্ম-অবতার, আপনার কাছে এলেম—

ফেয়া। আমার কাছে তোমার কি প্রয়োজন?

দামো। আজ্ঞে, সকলেই এখন আমাকে ঘৃণা করে—তা'ই আপনার শরণাপন্ন হ'তে এলেম। দেশের লোকের কাছে আমার মুখ দেখাবার যো নাই।

ফেয়া। জান, তুমি আমার প্রাণহত্যা করবার চেষ্টা করেছিলে? কমিশনের সম্মুখে এ কথা স্বীকার করেছ?

দামো। আজ্ঞে! ধর্ম্ম-অবতার, আমি—

ফেয়া। চুপ কৃতঘ্ন বিশ্বাসঘাতক—তুই আমার সম্মুখ হতে দূর হ। নরঘাতক—কোন্ মুখে তুই আমার কাছে এসেছিস্?—দেশের লোক তোর মুখ না দেখে, বনে যা। এখান হ'তে এখনি দূর হ।

দামো। হা বিধাতঃ! আমার পাপের সমুচিত প্রতিফল হয়েছে। বনে যাওয়াই আমার শ্রেয়ঃ—এরূপ ব্যবহার পূর্ব্বে স্বপ্নেও প্রত্যাশা করি নাই।

[প্রস্থান।

ফেয়া। ব্লডি ব্রুট!

সিউ। চল, আমরা একটু বেড়িয়ে আসি।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

পথ।

(মদন ও আমানের প্রবেশ)

আমা। এমন কমিশন পূর্ব্বে কখন দেখা যায় নাই।

মদ। এমন প্রহসন পূর্ব্বে কখনও অভিনীত হয় নাই।

আমা। সে কি?

মদ। তা বই কি, আমার কথা সত্য কি না, শীঘ্রই জান্‌তে পার্ব্বে।

আমা। আমার তো বেশ বিশ্বাস হচ্ছে, যখন কমিশনারদিগের মহারাজকে দোষী করার পক্ষে একমত হয় নাই, তখন নিশ্চয়ই তিনি নিষ্কৃতি পাবেন।

মদ। কমিশনারগণ কিরূপ মত প্রকাশ করেছেন, বিশেষ শুনেছ?

আয়া। ইংরাজ কমিশনারগণ সকলেই মহারাজকে দোষী স্থির করেছেন বটে, কিন্তু হিন্দুকমিশনারগণ তাঁহাকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী বলেছেন; বিশেষতঃ জয়পুরের মহারাজ যে মন্তব্য প্রেরণ করেছেন, শুনলেম, তাহা অতি চমৎকার!

মদ। যখন তিন জন ইংরাজই এক মত প্রকাশ করেছেন, তখন আর হিন্দুরাজাদিগের মতের আবশ্যক কি?

আয়া। না, সেটি হ'বার যো নাই। লর্ড নর্থব্রুক সে প্রকৃতির লোক নন, তাঁর কাছে অবিচার হওয়ার নয়। এত দিন পর্য্যন্ত তিনি কোন অন্যায় ব্যবহার করেন নি, সেই জন্য দেশের লোকের মুখে তাঁর আর সুখ্যাতি ধরে না। এখন যদি তিনি অন্যায়রূপে গাইকোয়াড়কে পদচ্যুত করেন, তাহা হইলে তাঁর নিষ্কলঙ্ক নামে কলঙ্ক হবে। এখন দেশের লোকে তাঁকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করে।

মদ। শুনলেম্ না কি মহারাজের কাহারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার অনুমতি নাই। সে দিন তাঁর উকীল তাঁর সঙ্গে দেখা করবার প্রার্থনা করাতে প্রথমে তাহা গ্রাহ্যই হয় নাই, পরে অনেক স্তুতি-মিনতির পর সাব্যস্ত হ'ল যে, উকীলকে মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ত্তে দেওয়া হবে বটে, কিন্তু পেলি সাহেব তথায় উপস্থিত থাকবেন।

আয়া। হাঁ, এরূপ নিয়ম হয়েছে বটে। তা যাই হোক, দুই একদিনের মধ্যে গবর্ণর জেনেরেলের অভিপ্রায় প্রকাশ হবে। আর আমার নিশ্চয় বোধ হচ্ছে, মহারাজকে সম্মানের সহিত তাঁর সিংহাসন অর্পণ করা হবে। আরও বিবেচনা করুন, যখন বিলেতের "টাইমস", "পেলমেল বজেট", বোম্বাইয়ের "ইন্দুপ্রকাশ", "টাইমস অব ইণ্ডিয়া", মান্দ্রাজের "নেটিভ পাবলিক ওপিনিয়ন্", বাঙ্গালার "ইংলিশ-ম্যান্", "ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া", "অমৃত-বাজার" প্রভৃতি সকল স্থানের প্রধান প্রধান সংবাদপত্র সকল প্রাণপণে মহারাজের পক্ষসমর্থন কচ্ছেন, তখন এত লোকের মনে কষ্ট দিয়ে কি লর্ড নর্থব্রুক মহারাজকে সিংহাসনচ্যুত কর্ব্বেন?

মদ। ঐ যা বল্লে, ওতেই কিঞ্চিৎ ভরসা আছে, প্রধান প্রধান সংবাদপত্র সকলই মহারাজের পক্ষে, তাহাতে আবার আমাদের ভাগ্যক্রমে সুবিজ্ঞ, অপক্ষপাতী, প্রজারঞ্জক লর্ড নর্থব্রুক মহোদয় এক্ষণে গবর্ণর জেনেরেল।

আয়া। আক্ষেপের বিষয়, "হিন্দু পেট্রিয়ট" বঙ্গদেশের একখানি প্রধান কাগজ। শুনেছি, তার সম্পাদকও এক জন দেশীয় কৃতবিদ্য, কিন্তু তিনি ত গাইকোয়াড়ের পক্ষে একটি কথাও বল্লেন না, বরঞ্চ বিপক্ষপক্ষ সমর্থন করেছেন।

মদ। তাই তো, "হিন্দু পেট্রিয়ট" এমন হ'লো কেন, কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। সেবার আমি যখন বঙ্গদেশে যাই, আমার সঙ্গে সম্পাদকের পরিচয় হয়েছিল—লোকটি জাত্যংশে তেলি, দেখ্‌তে সুশ্রী নন, কিন্তু কথায় বার্ত্তায় বড় ভাল বোধ হয়েছিল—এখন তিনি "অনারেবল" হয়েছেন।

আয়া। ওঃ! তাই বলি—তেলি! হাত পিছলে গেলি, অনরেবল্ হলি—তবে বাবুর যেমন আকৃতি, তেমনি প্রকৃতি! মহাশয় দাঁড়কাকের বাসায় কি কখন শুকপক্ষী বাস করে?

মদ। সে কথা যাক, "পুনা সার্ব্বজনিক সভা" গবর্ণর জেনেরেলের নিকট যে আবেদন পাঠান, তার কি হ'লো?

আয়া। কৈ, তার কিছুই শুন্‌তে পাইনি। দুর্বৃত্ত দামোদরের কি অবস্থা হয়েছে, শুনেছেন? এখন আর বাড়ীর বার হ'বার যো নাই, পথে বাহির হ'লেই চতুর্দ্দিক থেকে তাকে গালি দিতে থাকে। পরশু শুন্‌লেম, কতকগুলি লোক তার বাড়ীর সম্মুখে মহা গোলোযোগ করেছিল, ভয়ে বাহির হ'লো না, তা নইলে নিশ্চয়ই বিলক্ষণ উত্তম-মধ্যম পেত।

মদ। নরপিশাচের নাম মুখে আন্‌লেও পাপ আছে। ওকে জীবন্ত দগ্ধ কল্লেও আমার রাগ যায় না।

আয়া। আহা! নগিনদাস ব্রজভূষণদাস বেচারার জন্য বড় দুঃখ হয়। আহা! দেখুন দেখি, সার্জ্জেণ্ট ব্যালেণ্টাইন্‌কে কেবল একটু প্রশংসা করেছিল ব'লে কি না একেবারে ওকালতী কর্ত্তে নিষেধ? বড় আক্ষেপের বিষয়!

মদ। তুমিই দেখ, তোমার যে অটল বিশ্বাস, তোমাকে যে কিছুতেই বুঝাতে পারিনে।

আয়া। ভাই, সকলই বুঝি, কিন্তু করব কি, আমাদের হচ্ছে "চোরের মার কান্না"—বলবারও যো নাই, ফোটবারও যো নাই। আর এক কথা হচ্ছে, "আশা বৈতরণী নদী"—আশার বলেই মনুষ্য বেঁচে থাকে।

মদ। বিধাতার মনে যা থাকে, তা'ই হবে, দুর্ব্বলের দৈবই বল। এখন আমাদের উচিত, সকলে কিছু চাঁদা ক'রে ব্রজভূষণদাসকে কোন উপায় ক'রে দেওয়া।

আয়া। হাঁ, আমি "অমৃত বাজারে" ঐ বিষয়ে একটি প্রস্তাব পড়েছি, এখন দেশের সমস্ত লোক মত দিলে হয়।

মদ। দেশের লোকের, বিশেষ হিন্দুদের এটি অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এখন একবার রেসিডেন্সির দিকে যাবে? একবার চল না, কোন সংবাদ এসে থাকে তো জান্‌তে পারা যাবে।

আয়া। যাবেন, চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

নগরপ্রান্তে সরোবরকূল।

(একজন উদাসিনীর প্রবেশ)

উদা — গীত।

তিলক-কামদ—ঝাঁপতাল।

"মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি।
রাত্রি-দিবা ঝরিছে লোচনবারি॥
চন্দ্র জিনি কান্তি নিরখিয়ে ভাসিতাম আনন্দে,
আজি এ মলিন মুখ কেমনে নেহারি।
এ দুঃখ তোমারি, হায় রে, সহিতে না পারি।"

[প্রস্থান।

(দামোদরের প্রবেশ)

দামো। ওঃ! এখানেও ভারতের ক্রন্দনধ্বনি, এ হাহাকার রব কি আমায় ধিক্কার প্রদান করবার জন্য আমার অনুসরণ করেছে? কোথাও আমার সুখ নাই—লোকে আমাকে দেখলেই পাপাত্মা, কৃতঘ্ন, অর্থপিশাচ ব'লে ঘৃণা করে। আগে আমি সকলের পূজ্য ছিলেম, এখন আমি সকলের ঘৃণ্য হয়েছি। যে অর্থের জন্য আমি এত কল্লেম, যে অর্থের জন্য আমি সকলের চক্ষের বিষ হ'লেম, যে অর্থের লালসায় অন্ধ হয়ে এত যন্ত্রণা ভোগ কচ্ছি, এখন সেই অর্থই আমার চক্ষের কক্কর হয়েছে। আমার অট্টালিকা, আমার ঐশ্বর্য্য, আমার ধনসম্পত্তিই আমায় অধিকতর যন্ত্রণা প্রদান করে। যখনি আমার ধনরাশির প্রতি দৃষ্টি পড়ে, তখনি আমার হৃদয়ে সহস্র বিষধর-দংশন-যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। ওঃ! অর্থলিপ্সা! হ'তে ভয়ঙ্কর আর কিছু নাই—কিছুতেই মানুষের এত আর সর্ব্বনাশ করে না। অর্থ সাধুকে অসাধু করে, আত্মীয়কে পর করে, চিরপরিচিত মিত্রকে শত্রু করে। দারুণ শত্রুরও যেন কখন অর্থলিপ্সা না হয়।—কর্ণেল ফেয়ার! তোমার হাস্য-মধ্যে শত সহস্র কলস বিষ মিশ্রিত হউক, শত সহস্র মণ হীরক-চূর্ণ তোমার সুমিষ্ট পানীয়কে বিষাক্ত করুক—কিন্তু তুমি দরিদ্র থাক—অর্থলিপ্সা কখন যেন তোমার হৃদয়ে প্রবেশ না করে। সুবর্ণের মোহিনী মূর্ত্তিমধ্যে যে গরল লুক্কায়িত থাকে, তাহা হীরকচূর্ণ অপেক্ষা সহস্রগুণে তীব্রতর! ওঃ! আমি কি দুষ্কর্ম্মই করেছি! আমার লোভেই, আমার স্বার্থপরতাতেই এই বিপুল রাজবংশ ধ্বংস হ'ল। যতই আমি এই বিষয় চিন্তা করি, ততই আমার হৃদয় দগ্ধ হ'তে থাকে। মল্‌হারুরাও! তুমিও আমা অপেক্ষা শত সহস্র গুণে সুখী—কারাগারে তুমি বা কত যন্ত্রণা সহ্য কচ্ছো;—সিংহাসনহারা হয়ে তুমি বা কত মনস্তাপ পাচ্ছ!—এ পাপহৃদয় যে যন্ত্রণায় অহর্নিশি জ্বলছে, তার সঙ্গে কোন কষ্টেরই তুলনা হয় না। সকল প্রকার যাতনার সঙ্গেই আমি এ দারুণ মনোবেদনার বিনিময় কর্ত্তে প্রস্তুত আছি। পূর্ব্বে পরকাল বাতুলের প্রলাপ ব'লে তাচ্ছিল্য করেছিলেম। অনুতাপ যে ভয়ঙ্কর শাস্তি, তা কখন স্বপ্নেও চিন্তা করি নাই।—কিন্তু এখন যে এ জ্বালা আর সহিতে পারি না। এ আগুন কি নির্ব্বাণ হবার নয়?—অম্বরে কি এমন জলধর নাই, যার বর্ষণে দুর্ভাগ্য দামোদরের হৃদয়ের অগ্নি নির্ব্বাণ হয়?—ওঃ! জগদীশ্বর! আর যে সহ্য হয় না—যথেষ্ট হয়েছে, আমায় ব'লে দাও, কোন্ প্রায়শ্চিত্ত কল্লে এ পাপ-যন্ত্রণা হ'তে নিস্তার পাই?—ইহকালেই এই—এর পর যদি আবার পরকাল থাকে—ওঃ—বিধাতঃ! তা হ'লে কি হবে?—আমার মত পাপীর জন্য বোধ হয় নূতন নরকের সৃষ্টি হবে!—আর যে এখন পরকালকে পূর্ব্বের মত তাচ্ছিল্য কর্ত্তে পারি না—এখন যে প্রতিক্ষণেই নরকের ভীষণ মূর্ত্তি আমায় ভয় প্রদর্শন কচ্চে—কি জাগ্রতে, কি নিদ্রিতে, সকল সময়েই বিকটাকৃতি যমদূতগণ আমায় তাড়না কচ্চে!—ওঃ! আর যে দেখতে পারিনে।—আর যে সহ্য হয় না—জ্ব'লে গেলেম—জ্ব'লে গেলেম।—হৃদয় যে পুড়ে গেল।—ওঃ জগদীশ্বর! আর কেন—এত যন্ত্রণাতেও কি পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় নি? বরঞ্চ এ রসনাকে শতসহস্র খণ্ডে বিভক্ত ক'রে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ কর্ব্বো, এ হৃদয়কে পদদলিত ক'রে শ্মশানে বিসর্জ্জন দেব, তথাপি কখন আর

অর্থের কথা মুখে আন্‌বো না, হৃদয়েও স্থান দেব না। জগদীশ্বর, তোমার কুপুত্র ত অনেক আছে, কিন্তু তোমার ত্যাজ্য-পুত্র অসম্ভব। তবে কেন এ পাপিষ্ঠের উপর করুণা কচ্চ না?—ওঃ! বুঝেছি। এ অপবিত্র জিহ্বা তোমার নাম উচ্চারণে উপযুক্ত নয়।—এ পাপ-কলুষিত হৃদয় তোমার প্রেমময় মূর্ত্তি চিন্তার জন্য নয়—তবে আমার উপায় কি হবে? মনুষ্য আমায় পরিত্যাগ করেছে—তুমিও পাপীকে ত্যাগ কল্লে—তবে আমি কোথায় এ হৃদয়ের জ্বালা জুড়াব? কোথায় গেলে, কি কল্লে, এক দিনের জন্য—এক মুহূর্ত্তের জন্য একবার শান্তি লাভ কর্বো?—পৃথিবীর সকল স্থানেই ঘুরে বেড়াব—নিবিড় বনে, তমোময় গিরিগুহায়, ভীষণ মরুভূমে, গভীর সাগরতলে তন্ন তন্ন ক'রে অন্বেষণ ক'রে দেখবো, কোথায় শান্তি আমার ভয়ে লুক্কায়িত আছে।

[উন্মত্তভাবে প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রেসিডেন্সিমধ্যস্থিত একটি গৃহ।
মল্‌হাররাও আসীন।

রাজা। জগদীশ্বর! কি পাপে আমার অদৃষ্টে এত শাস্তি লিখেছিলে? অবশেষে এই দারুণ মনোবেদনা দেবার জন্যই কি আমাকে এত সুখের অধিকারী করেছিলে? ওঃ! আমি কি ছিলেম, আর কি হয়েছি! ভারতবর্ষের মধ্যে সুরম্য বরদা নগর আমার রাজধানী, লক্ষ লক্ষ রাজভক্ত মনুষ্য আমার প্রজা, আমার ভাণ্ডার অসংখ্য ধনরাশি ও বিবিধ রত্নরাজিতে পরিপূর্ণ—শান্তিপূর্ণ রাজভবন পরিবারবর্গের ও আত্মীয়-স্বজনের আনন্দে আনন্দময়—একমাত্র পুত্রধনে আমি বঞ্চিত ছিলেম, বিধাতা আমার সে আশাও পূর্ণ করেছিলেন, সংসারের কোন সুখেরই আমার অভাব ছিল না। কিন্তু এখন আমি একেবারে অতল সাগরে নিমগ্ন হ'লেম, সকল সুখে বঞ্চিত হ'লেম। এই অল্পদিনের মধ্যে কি অভাবনীয় ভয়ঙ্কর পরিবর্ত্তন হ'ল? সেই সিংহাসন আমার শূন্য, ঐশ্বর্য্য আমার পরহস্তগত—আর সেই আনন্দময় রাজভবন আমার স্ত্রী-পুত্রকন্যার হাহাকারে এক্ষণে শ্মশান অপেক্ষা ভীষণতর! কর্ণেল ফেয়ার আমাকে বিষ-নয়নে দেখলেন,—তাঁর সুমিষ্ট পানীয়মধ্যে বিষ প্রবিষ্ট হ'ল,—সেই বিষ আমার অমৃতময় সুখ-পূর্ণ সংসারকে দগ্ধ কল্লে! এখন বরদার সামান্য কৃষকও আমা অপেক্ষা সুখী, আমা অপেক্ষা স্বাধীন—সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর পুত্র-কন্যা-সহবাসে সে-ও শান্তি লাভ করে—নিকৃষ্ট বন্য পশুপক্ষীরাও আমা অপেক্ষা সুখী, তারাও ইচ্ছামত বিচরণ কর্ত্তে পারে, ইচ্ছামত আপন স্ত্রীপুত্রদের নিকট যেতে পারে—কেউ নিবারণ কর্ত্তে নেই, কেউ বাধা দিতে নেই! কিন্তু আমি মনুষ্য—রাজা, আমার সে ক্ষমতা নাই।—আমি এখন বন্দী, ঘোর মিথ্যা কলঙ্কের ভার মস্তকে ধারণ ক'রে বন্দী! পরাধীনতা অপেক্ষা যন্ত্রণা আর জগতে কিছুই নাই। প্রায় দুই মাস হ'ল, আমি এখানে বন্দী, জানি না, কত দিনে মুক্ত হব—কখন মুক্ত হব কি না, তাহাও সন্দেহ। (চিন্তা) কে আমার নামে কলঙ্ক রটনা কল্লে?—কে আমার সর্ব্বনাশ কল্লে? কে আমাকে স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের সহবাসসুখে বঞ্চিত কল্লে? কিছু বুঝতে পাচ্ছি না, কার দোষ দিব? দামোদর! তোমার প্রতি তো কখন কোন অন্যায় ব্যবহার করি নাই—তোমাকে তো আমি প্রাণের তুল্য ভালবাসতেম—তবে কেন তুমি আমার এ সর্ব্বনাশ কল্লে?—না, তোমারি বা দোষ কি?—অদৃষ্ট এখন আমার প্রতি বাম—না হ'লে তোমার সাধ্য কি যে, তুমি একা আমার বিরুদ্ধাচরণ কর? (ক্ষণেক নিস্তব্ধ) এখন এ কলঙ্ক কি মোচন হবে না? গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুরের মনের সন্দেহ কি নিবারণ হবে না? কমিশনারগণের তো মতে ঐক্য হয় নাই, এতেও কি তাঁর সন্দেহ দূর হবে না? লোকে তাঁকে সুবিচারক ব'লে সুখ্যাতি করে—আমার অদৃষ্টে কি তিনি বিমুখ হবেন? বোধ হয় না, বিশেষ যখন প্রজাগণ আমার পক্ষ, ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান লোক আমার পক্ষ, শুনতে পাচ্ছি, ইংলণ্ডের কতকগুলি সংবাদপত্র ও কোন কোন প্রধান ব্যক্তি আমার সহায়তার জন্য অগ্রসর হয়েছেন, এতেও কি আমি মুক্তিলাভ কর্বো না?—কবে লর্ড নর্থব্রুকের অভিপ্রায় প্রকাশ হবে?—তাঁর অনুকূল অভিপ্রায়ের আশাতেই আমি জীবন ধারণ ক'রে আছি—যে মুহূর্ত্তে আমি সেই শুভসংবাদ পাব, সেই মুহূর্ত্তেই আমার সকল ক্ষোভ দূর হবে—আহা! সে দিন কি আমার আনন্দের দিন হবে। আবার আমি

সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে আমার পুত্রতুল্য প্রজাবর্গের মঙ্গল-চিন্তায় নিযুক্ত হ'ব। আমার প্রাণাধিক কুমারের সুমধুর বচন শুনে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত কর্ব্বো, আবার সেই নয়নানন্দ নবকুমারকে অঙ্কে ল'য়ে তার মুখচুম্বন কর্ব্বো—আবার সেই হৃদয়েশ্বরীকে হৃদয়ে ধারণ ক'রে এ দগ্ধ হৃদয় শীতল কর্ব্বো—নিরানন্দ রাজভবন আবার আনন্দে পরিপূর্ণ হবে। (চিন্তা)

(মিড্ সাহেবের প্রবেশ)

আসুন মহাশয়—কোন সংবাদ এসেছে কি? আর কত দিন আমাকে এখানে এরূপ বাস কর্ত্তে হবে?

মিড্। না মহারাজ! এখানে আর আপনাকে অধিক দিন থাক্‌তে হবে না! ক্ষণকাল পূর্ব্বেই আমি লর্ড নর্থব্রুকের নিকট হইতে অনুশাসনপত্র প্রাপ্ত হয়েছি, এই—

রাজা। (সাগ্রহে) তবে আমি যা চিন্তা কচ্ছিলেম, তাই হয়েছে। গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুর আমার প্রতি সুবিচার ক'রে আমায় সিংহাসন আমায় প্রত্যর্পণ করেছেন, জগদীশ্বর লর্ড নর্থব্রুককে চিরজীবী করুন।

মিড। না মহারাজ, সিংহাসনে বসবার আশায় আপনি জলাঞ্জলি দিন। আপনার প্রতি বরদা-ত্যাগের আদেশ হয়েছে।

রাজা। জগদীশ্বর! কি কল্লে! এত আশা দিয়ে আমায় একেবারে নিরাশা-নীরে নিমগ্ন কল্লে? মহাশয়, স্পষ্ট ক'রে বলুন, কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনে।

মিড। আপনার প্রতি যাবজ্জীবন নির্ব্বাসনের আজ্ঞা হয়েছে।

রাজা। হাঁ! নির্ব্বাসন! মহাশয়, সদয় হউন—বলুন, আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়েছে। নির্ব্বাসন মৃত্যু অপেক্ষা সহস্রগুণে ভয়ঙ্কর!—আর নির্ব্বাসনের কথা বল্‌বেন না।

মিড। আজ আপনাকে বরদানগর ত্যাগ কর্ত্তে হবে, যত দিন জীবিত থাকবেন, আর কখন এ নগরে প্রবেশ কর্ত্তে পাবেন না। ভারতবর্ষে ইংরাজ অধিকারের অপ্রতুল নাই—গবর্ণমেণ্টের সম্মতি ল'য়ে আপনি যেথা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে বাস কর্ত্তে পারেন।

রাজা। মহাশয়! আর স্বচ্ছন্দের কথা মুখে আনবেন না—স্বরাজ্য ত্যাগ ক'রে, বরদা ত্যাগ ক'রে অন্যত্র বাস আর নরকে বাস আমার পক্ষে উভয়ই সমান—প্রিয়ভূমি বরদা ভিন্ন যে স্থানে বাস কর্ব্বো, সেই স্থানেই নরক-যন্ত্রণা। মহাশয়, নির্দ্দয় হবেন না, বলুন, আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়েছে।

মিড। ওঃ! কি পাপ! কি অকৃতজ্ঞতা! আপনার নামে নরহত্যার অভিযোগ হয়েছিল, প্রাণদণ্ডই তার উচিত শাস্তি। কিন্তু গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুর অনুকূল হয়ে আপনার সে অপরাধ মার্জ্জনা ক'রে কেবল কু-শাসন অপরাধে আপনার প্রতি নির্ব্বাসনের আজ্ঞা দিয়েছেন—আপনার প্রতি যে তাঁর কত অনুগ্রহ, তাহা কি আপনি দেখতে পাচ্ছেন না?

রাজা। কি বল্লেন মহাশয়! কু-শাসন অপরাধে নির্ব্বাসিত হচ্ছি? কি আশ্চর্য্য, আবার এ কথার উৎপত্তি কোথা থেকে হ'ল? এক বিষদানের অপবাদে আমি বন্দী হ'লেম, বিচারালয়ে নীত হলেম, সর্ব্বসমক্ষে অপদস্থ হলেম, অবশেষে তার প্রমাণ হ'ল না ব'লে কি আমার প্রতি কু-শাসনের অপবাদ অর্পিত হ'ল? তবে এ কমিশনের কি আবশ্যক ছিল? এত অর্থ—

মিড। মহারাজ! আর বৃথা বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নাই—আপনি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হ'ন।

রাজা। কখন্ আপনাদের এ কণ্টককে দূর করবার কল্পনা করেছেন?

মিড। আজ—এই দণ্ডে।

রাজা। এই দণ্ডে! বরদায় কি আমি আর এক নিশাও যাপন কর্ত্তে পাবো না? আহা! প্রিয় স্বদেশ, সাধের রাজ্য, হৃদয়ের বন্ধু, স্নেহময় পুত্র-কন্যা, প্রিয়তমা ভার্য্যা—সকলই জন্মের মত ত্যাগ কর্ত্তে হবে, এ জীবনে আর দেখতে পাব না—আমার মত হতভাগা জগতে আর নাই, এখন একবার জন্মের মত তাদের নিকট বিদায় ল'য়ে আসি—

মিড। মহারাজ! তার আর অবকাশ নাই। যে সকল ভৃত্য আপনার সঙ্গে যাবে, তারা এক্ষণে সকলেই আপনাপন পরিবারের নিকট বিদায় ল'য়ে এসেছে—আমি আর অপেক্ষা কর্ত্তে পারিনে—আপনি এক্ষণেই আসুন।

রাজা। আপনার জিহ্বা কি তপ্ত [illegible] নির্ম্মিত? এ নিদারুণ কথা আপনি কিরূপে মুখে আনলেন? সামান্য ভৃত্যগণও বিদেশগমনকালে আপনাপন স্ত্রী-পুত্রের নিকট বিদায় ল'য়ে এল, আর আমি চিরজীবনের জন্য রাজ্য, সিংহাসন, ঐশ্বর্য্য, প্রিয় মাতৃভূমি, স্ত্রী-পুত্র সকলকেই পরিত্যাগ ক'রে

চল্লেম, আর একবার তাদের নিকট জন্মের মত বিদায় নিতে পাব না? কি পরিতাপ! হা! হৃদয় বিদীর্ণ হ'ল! প্রাণেশ্বরি! আমি জন্মের মত চল্লেম,—কিন্তু একবার তোমায় দেখতে পেলেম না—যাওয়ার সময় একটি কথাও কইতে পেলেম না। প্রাণের কুমা! তোমা'র হতভাগা পিতা জন্মের মত দেশান্তরিত হ'ল, কিন্তু যাওয়ার সময় তোমায় একটি কথাও ব'লে যেতে পেলেম না। হা! একবার জন্মের মত আদরের ধন নবকুমারকে যাওয়ার সময় কোলে কর্ত্তে পেলেম না—আহা, অজ্ঞান শিশু কিছুই জানছে না, তার অভাগা পিতার কি দুর্দ্দশা হয়েছে। জগদীশ্বর, তুমি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, অনাথের নাথ, দেখো, আমার অনাথ পরিবারগণ যেন অন্নাভাবে না মারা যায়—তোমা ভিন্ন তাদের মুখপানে চাইবার আর কেউ নাই।

মিড। মহারাজ চলুন।

রাজা। বন্দীকে বন্ধন ক'রে ল'য়ে চলুন—আর শিষ্টাচারের প্রয়োজন কি? চলুন, কোথায় ল'য়ে যাবেন—

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রেলওয়ে ষ্টেশন।

(বাষ্পীয় শকট প্রস্তুত, প্রহরিগণ ও কর্ম্মচারিগণ নিস্তব্ধ দণ্ডায়মান)

প্র-কর্ম্ম। (জনান্তিকে) আজ তারের খবর সব বন্ধ হ'ল কেন?

দ্বি-কর্ম্ম। (জনান্তিকে) মিড্ সাহেবের হুকুম, পেলি সাহেব বিলাত গেলেন, উনি এখন রেসিডেণ্ট।

প্র-কর্ম্ম। (জনান্তিকে) গাইকোয়াড়কে কি এই গাড়ীতে এখানে থেকে পাঠান হবে?

দ্বি-কর্ম্ম। (জনান্তিকে) হাঁ।

প্র-কর্ম্ম। (জনান্তিকে) সব কাজ এত চুপি চুপি হচ্চে কেন?

দ্বি-কর্ম্ম। (জনান্তিকে) পাছে প্রজারা গোলমাল করে।

প্র-কর্ম্ম। (জনান্তিকে) আচ্ছা, রাজা এখন কোথায়?

দ্বি-কর্ম্ম। (জনান্তিকে) চুপ, ঐ বোধ হয় সব আসছে।

(মিড্ সাহেব ও সৈন্যগণ-বেষ্টিত মল্হাররাওয়ের অধোবদনে প্রবেশ)

মিড্। অল্ রাইট?

ষ্টেশন-মাষ্টার। অল্ রাইট।

মিড। মহারাজ, সকলি প্রস্তুত, আপনি শকটারোহণ করুন।

রাজা। জগদীশ্বর!

মিড। আর বৃথা সময় নষ্টের প্রয়োজন কি?

রাজা। না, আমি প্রস্তুত আছি—তবে মহাশয়ের নিকট একটি শেষ অনুরোধ। শুনছি, আমার প্রাণাধিকা কন্যা এই নিকটস্থ দেবমন্দিরে তার হতভাগা পিতাকে দেখবার জন্য এসেছে, অনুমতি দিন, বিশ্বাস না হয়, প্রহরী সঙ্গে দিন,—একবার চিরজীবনের জন্য তাকে আলিঙ্গন ক'রে আসি। আহা! সরলা বালিকা উন্মত্তার ন্যায় আমায় দেখবার জন্য এতদুর এসেছে। মহাশয় সদয় হউন, আমার এই শেষ অনুরোধ রক্ষা করুন—সিংহাসনচ্যুত নির্ব্বাসিত দুর্ভাগা রাজার এই শেষ প্রার্থনা রক্ষা করুন।

মিড। মহারাজ! কেন অধৈর্য্য হ'ন কেন আমায় বারংবার বিরক্ত করেন, এ আপনার কন্যার সাহিত দেখা করবার সময় নয়—আপনি শীঘ্র শকটে আরোহণ করুন।

রাজা। মৃত্যু কি আমার ভয়ে পলায়ন করেছে? —এ অপমান—এ কষ্ট যে আর সহ্য হয় না—এদের অনুরোধ করাই আমার মূর্খতা—

নেপথ্যে। কেউ বাধা দিতে চেষ্টা করো না—আমি কারুর বারণ শুনবো না। রাজকুমারী কুমা নিশ্চয়ই তার পিতার নিকট যাবে, কেউ নিবারণ কর্ত্তে পারে না।

রাজা। (সচকিতে) এ কি! এ না কুমার কণ্ঠধ্বনি?—আমার প্রাণাধিক কুমা এখানে?

(বেগে কুমার প্রবেশ)

এ কি! আমার প্রাণপুত্তলী কন্যার প্রতিমা কুমা এখানে কেন?

কুমা। (রাজচরণে পতিত হইয়া সরোদনে) বাবা! চল্লে, জন্মের মত আমাদের পরিত্যাগ ক'রে চল্লে, আমার বাবা বলা কি জন্মের মত শেষ হ'ল। আর কি কুমি তোমার চরণ দেখতে পাবে না?

আমার মা'র দশা কি হবে?—মা যে আমার পথের কাঙ্গালিনী হ'ল—আহা-হা! এ নিদারুণ বার্ত্তা শোন্‌বামাত্র তিনি মূর্চ্ছা গেছেন—ওঃ! মা, মা গো! তোমার দুর্দ্দশা দেখেই আমি রাজবাটী হ'তে ছুটে বেরিয়ে এসেছি।

রাজা। মা, উঠ মা! আমার হৃদয়ের ধন, উঠ—যাবার সময় আর আমায় বাধা দিও না—আর মা আমায় মুগ্ধ ক'র না—আর এ দগ্ধ হৃদয়ে ছুরিকাঘাত ক'র না—তোমার হতভাগা পিতা জন্মের মত চল্লো—ঘোর কলঙ্কের ভার ল'য়ে চির-অন্ধকারে চল্লো।

কুমা। (উঠিয়া) বাবা! আমি শান্ত হয়েছি—আর কাঁদব না, সহসা মনোবেগ সংবরণ কর্ত্তে পারি নাই, তাই কেঁদেছি—কিন্তু বাবা, আর কাঁদব না, আর এখানে কেঁদে তোমায় কাঁদব না। এখন আমি বরদা নগরে প্রতি প্রজার দ্বারে দ্বারে ক্রন্দন কর্ব্বো, তাদের উৎসাহিত কর্ব্বো, দেখবো, তারা উৎসাহিত হয় কি না, আমার দুঃখে দুঃখিত হয় কি না। স্বয়ং গিয়ে ইংলণ্ডেশ্বরীর সমক্ষে ক্রন্দন কর্ব্বো। বাবা, দেখবো, এত ক'রেও আবার তোমাকে সিংহাসনে বসাতে পারি কি না।

রাজা। মা, তুমি যে বুদ্ধিমতী, তেজস্বিনী—তুমি তা অনায়াসে পার।

মিড। রাজকন্যার আর এখানে থাকা উচিত নয়—মহারাজ, কেন বিলম্ব কচ্ছেন?—শীঘ্র যাত্রা করুন।

রাজা। (কুমাকে আলিঙ্গন করিয়া) তবে মা, তোমার দুঃখী পিতাকে জন্মের মত বিদায় দাও।

কুমা। ওঃ, বাবা! বাবা! বাবা! (নীরবে রোদন।)

রাজা। মাতঃ জন্মভূমি! তোমার সন্তান তোমার নিকট হ'তে জন্মের মত বিদায় হ'ল।

[রাজার শকটে আরোহণপূর্ব্বক প্রস্থান।

(উন্মত্তভাবে আলুলায়িতকেশে লক্ষ্মীবাইয়ের প্রবেশ)

লক্ষ্মী। কৈ?—আমার হৃদয়েশ্বর কোথা?—কৈ, কাকেও যে দেখতে পাচ্ছি না—তবে কি আমার সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে? ওঃ! আমি কোথায় যাব? রাজভবনে ফিরে যাব না, এই স্থানেই প্রাণত্যাগ কর্ব্বো—

কুমা। মা! কর কি? কর কি? রাজমহিষীর কি এ স্থানে আসা উচিত?

লক্ষ্মী। এ কি, কুমা এখানে? মা, এখানে আসতে আর দোষ কি?—আর আমার লজ্জা কি?—কাল যখন আমাকে শিশুসন্তান কোলে ক'রে নগরের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা কত্তে হবে, তখন আমার লজ্জা কোথায় থাকবে? এখন বল মা কুমা, মহারাজ কোথায়? আমার হৃদয়েশ্বর কোথায়? আমার কণ্ঠ-রত্ন কোথায়? আর যে আমি সহ্য কর্ত্তে পারিনে!—আমি যে তাঁকে একবার জন্মের শোধ দেখবার জন্য উন্মত্ত হয়ে আসছি, বিধাতা তাতেও বাদ সাধলে? এ নিষ্ঠুর রথ কি আমাকে অনাথিনী করবার জন্যই, আমার হৃদয়ের রত্নকে আমার হৃদয় থেকে ছিঁড়ে ল'য়ে যাবার জন্যই এ দেশে এসেছিল? ওঃ! বুক যে ফেটে যায়—আর যে সহ্য হয় না। আমার উপায় কি হবে? আমার অভাগা সন্তানের কি হবে? কে সে দুঃখিনীর ছেলের মুখপানে চাইবে? আর কে অভাগিনীর সন্তানকে আদর ক'রে কোলে কর্ব্বে? ওঃ! মা! মা! মা গো! আমি রাজরাণী পথের কাঙ্গালিনী হলেম! রাজপুত্র কাঙ্গাল হ'ল! হায়! এমন সর্ব্বনাশ কখনও কারুর হয় না—

কুমা। মা! আর এখানে থাকা উচিত নয়—নিকটস্থ দেবমন্দিরে আমার শিবিকা আছে, চল মা, বাড়ী যাই—সেখানে গিয়ে সকলে একত্রে হাহাকার কর্ব্বো। এতক্ষণ হয় তো মা আমার প্রাণত্যাগ করেছেন!—ওঃ, মহারাষ্ট্রকুলের গৌরব-রবি আজ অস্তমিত হ'ল!

যবনিকা-পতন